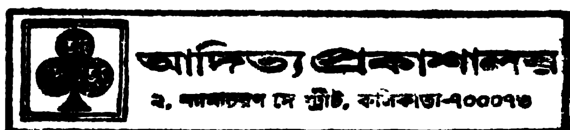
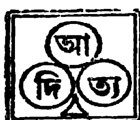
# কিরো অমনিবাস





চতুর্থ মুদ্রণ ঃ
আগষ্ট, ১৯৫৫

প্রকাশক ঃ
শ্রীহরিপদ বিশ্বাস
২, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০ ০৭৩

মুদ্রাকর ঃ
শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ
ঘোষ প্রিণ্টার্স
১৬, হেমেন্দ্র সেন ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০ ০০৬

# সূচীপত্র

আমাদের প্রকাশিত জ্যোতিষ গ্রন্থ :—

হাত থেকে কোষ্ঠী তৈরী ও দ্বাদশ ভাব বিচার
জন্ম সময় থেকে ভাগ্য বিচার
হস্তরেখা অভিধান
হস্তরেখা বিচাব
জ্যোতিষমতে দ্রুত প্রশ্ন গণনা
সংখ্যা সংকেত
গ্রহ প্রতিকার
সামুদ্রিক সংহিতা
বেনহ্যাম অমনিবাস

কিরো

হাতের ভাষা
জীবন প্রেম বিবাহ
আত্মজীবনী
সংখ্যাতত্ত্ব
বর্তমান অতীত ভবিষ্যৎ
আপনি ও আপনার নক্ষত্র

বেনহ্যাম

বেনহ্যাম অমনিবাস

CHEIRO OMNIBUS

A collective work of all the astrological books of 'Cheiro'. Translated by 'Sri Vrigu' in Bengali language.

# প্রাথমিক কথা

'কিরো' শব্দটির আড়ালে যে মানুষটি একদিন সারাবিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন, তাঁর প্রকৃত নাম হলো কাউন্ট-লুই হ্যামন্।

আজকের দিনে আমাদের দেশে এবং বিশ্বের বিভিন্ন দেশে জ্যোতিষশাস্ত্রের যথার্থতা নিয়ে অনেকেই নানা প্রশ্ন-উত্তরের ঝড় সৃষ্টি করেন। তাঁদের সবার মন স্থির হবে, যদি তারা কিরোর গ্রন্থগুলি এবং কিরোর আত্মজীবনী গ্রন্থটি পাঠ করেন। জ্যোতিষ-শাস্ত্র যে অলীক আজগুবি নয়, সেটা যে দৃঢ় বিজ্ঞান-ভিত্তিক শাস্ত্র তা জানতে গেলে, বুঝতে গেলে, কিরো, বেনহ্যাম, সেণ্ট জারমেইন, নোয়েল জ্যাকুইন, এম্ এস্ গাফ্ফার প্রভৃতি লেখকের বইগুলি পড়তে হবে এবং তা নিয়ে গভীর অনুশীলন করতে হবে।

একথা ঠিক যে কিরো ভারত এবং মিশর থেকে জ্যোতিষশাস্ত্রের বিরাট জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। বেনহ্যামও একজন প্রাচ্য দেশীয়া জিপসী-মেয়ের কাছ থেকে জ্যোতিষ শাস্ত্রের প্রাথমিক জ্ঞান অর্জন করেন।

কিন্তু তাঁরা যে সমস্ত প্রাচ্য গ্রন্থ সংগ্রহ করেন, সেগুলি আজ আমাদের দেশে দুর্লভ। যে সব গ্রন্থগুলি বর্তমানে এদেশে পাওয়া যায় তারও অনেকগুলি অসম্পূর্ণ এবং কিছু কিছু প্রক্ষিপ্ত। তাই বর্তমানে সেই সব গ্রন্থের উপরে বিশেষ ভিত্তি না করে পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের প্রত্যক্ষ অনুসন্ধানপূর্ণ বিজ্ঞানভিত্তিক গ্রন্থগুলি যদি পাঠ করি, তাহলে আমাদের বাস্তব জ্যোতিষ জ্ঞান অনেক সু-সম্পূর্ণ হবে।

পাশ্চাত্য এইসব পণ্ডিতদের মধ্যে জ্ঞানের কোহিনুর হলেন কিরো।

সামান্য দু-একটা কথা তাঁর জীবন সম্পর্কে আলোচনা করছি।

আমেরিকায় কিরো যখনপ্রথম পা দিলেন, তখন একটি বিখ্যাত আমেরিকান সংবাদ-পত্র থেকে তাঁর সামনে চারটি হাতের ছাপ উপস্থিত করা হলো। ঐ চারটি হাতের ছাপ সম্পর্কে তিনি সঠিক বলতে পারলে আমেরিকায় তাঁর বিরাট প্রতিষ্ঠা হবে—আর তা না বলতে পারলে, পরের জাহাজেই তাঁকে ইংলণ্ডে ফিরে যেতে হবে।

কিরো হাসিমুখে সেই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলেন। তিনি একে একে প্রথম তিনজনের পেশা, জীবনের উন্নতি-অবনতি সম্পর্কে বিস্তৃতভাবে বললেন। তারপর চতুর্থ হাতটির ছাপ দেখে বললেন—ইনি একজন ডাক্তার কিন্তু বিরাট একজন ক্রিমিন্যাল। অপরাধের জন্য ধরা পড়ে তিনি জেলে যাবেন—কিন্তু তাঁর ফাঁসির হুকুম হলেও শেষ পর্যন্ত ফাঁসি হবে না। জেলখানাতেই অবশেষে তাঁর মৃত্যু হবে।

নিমেষের মধ্যে সংবাদপত্রের কল্যাণে কিরোর খ্যাতি সারা আমেরিকায় ছড়িয়ে পড়লো।

আর একবার—

বিখ্যাত নারী গোয়েন্দা মাতাহারির হাত দেখলেন কিরো, বললেন—তুমি অবিলম্বে এই পেশা ত্যাগ করো—তা না হলে তোমার মৃত্যু অবধারিত।

মাতাহারি হেসে জবাব দেন—তোমার কথা আমি মেনে নিতে প্রস্তুত কিরো—কিন্তু এইভাবে মৃত্যুবরণ করা ছাড়া আমার আর গত্যন্তর নেই।

একথা সকলেই জানেন যে মাতাহারি পরে ধরা পড়েন এবং তাঁর মৃত্যুদণ্ড হয়।

আর একবারের কথা—

পারস্যের শাহ্ কিরোর খ্যাতি শুনে তাঁকে হাত দেখাতে আসেন। তিনি তখন ছিলেন ফ্রান্সে। শাহ্-র হাত দেখে কিরো বললেন—বর্তমানে তোমার সময় খুব খারাপ। হয়তো তোমার দেশে বিদ্রোহ শুরু হয়েছে।

শাহ্ একথা শুনে রেগে গেলেন। কিন্তু পরে ট্রাঙ্ককল করে জানতে পারলেন কিরোর কথা হুবহু সত্য।

কোনও একজন বন্ধুর হাত দেখে তিনি বলেছিলেন, প্রভাতিক ভ্রমণ তুমি ত্যাগ করো। তা না হলে কোনও এক প্রভাতে কোনও চতুষ্পদ জন্তুর দ্বারা তোমার মৃত্যু হবে।

বন্ধুটি একথা মেনে নিলেন। তিনি অনেকদিন পর্যন্ত প্রভাতিক ভ্রমণ ত্যাগ করেন।

তারপর তিনি বিদেশে চলে গেলেন, মনে মনে ভাবলেন, এসব মিথ্যা কথা। দেখাই যাক না, প্রভাতে ভ্রমণ করলে কি হয়। একটি কুয়াশাচ্ছন্ন প্রভাতে তিনি ভ্রমণ করতে বের হলেন। ঠিক সেই সময় একটি গাড়ির ঘোড়া ক্ষিপ্ত হয়ে লাগাম ছিঁড়ে ছুটে চলেছিল, সেই ভদ্রলোককে ঘোড়াটি প্রচণ্ড বেগে লাথি মারে। ভদ্রলোক ছিটকে পড়েন এবং ঐ আঘাতেই তাঁর মৃত্যু হয়।

এই হলেন কিরো। তাঁর আত্মজীবনী গ্রন্থটির পূর্ণ অনুবাদ এই গ্রন্থের মধ্যেই পাবেন। গ্রন্থটি যেন কোনও উপন্যাসের চেয়েও আকর্ষণীয়।

কিরোর বিভিন্ন গ্রন্থের মধ্যে কয়েকটি গ্রন্থে একই বিষয় বারবার বলা হয়েছে। পৌনঃপুনিকতা এড়াবার জন্যে আমরা সেগুলি বাদ দিয়েছি।

গ্রন্থটিকে আমরা আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য অনেকটা ভাবানুবাদ করেছি। তাতে পাঠকগণ খুশীই হবেন।

এর পরে বেনহ্যাম, নোয়েল জ্যাকুইন প্রভৃতি মনীষীদের গ্রন্থ বাংলাভাষায় প্রকাশ করার ইচ্ছা আমাদের আছে।

পাঠকরা বর্তমান গ্রন্থটি পাঠ করে খুশী হলেই আমাদের শ্রম সার্থক।

শ্রীভৃগু ও এন্ নন্দী

# হাতের ভাষা

## ( Language of the Hand )

### আত্মসমর্থন

শ্রেষ্ঠ সত্য নিহিত থাকতে পারে ক্ষুদ্র বস্তুতে :
শ্রেষ্ঠ মঙ্গল থাকতে পারে, যাকে আমরা অবজ্ঞা করি,
শ্রেষ্ঠ আলো আসতে পারে অন্ধকার আকাশ থেকে,
শ্রেষ্ঠ রজ্জু হতে পারে দুর্বল সুতো থেকে ।।

—কিরো

যদি কোন বিজ্ঞান, শিল্প, কীর্তির প্রারম্ভেই নিহিত থাকে একটি উদ্দেশ্য এবং তার অন্তিম লক্ষ্য থাকে মনুষ্যত্ব এবং জাতির উন্নতি, তাহলে সেই বিজ্ঞান, শিল্প বা কীর্তিকে তার যোগ্য মূল্য এবং উৎসাহ প্রদান করা কর্তব্য।

মানুষের প্রকৃতিকে অনুধাবন করবার জন্য যতগুলি শাখা আছে তার মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী হচ্ছে মানুষের হাত পর্যবেক্ষণ। এর দ্বারা মানুষ কেবল নিজের ভুলগুলি বুঝতে পারে তাই নয় তার সংশোধন করাও সম্ভব হয়। এর দ্বারা আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনের যে চাবি কাঠি প্রকৃতিদেবী লুকিয়ে রাখেন তার প্রকৃত হদিশ বের করতে পারি।

অনেকে আছেন, যাঁরা স্বীকার করতে চান না, যে তাঁদের জীবনের অনেক সময়, বছর বা জীবনের অংশ নষ্ট হয়ে গেছে তাঁদের পিতামাতার ভুলে, অজ্ঞতায় বা নিজের অজ্ঞতার জন্য।

'নিজেকে জান' এই হলো প্রাচীন শাস্ত্রকারদের সৃষ্ট একটি সু-প্রাচীন কিন্তু শ্রেষ্ঠ কথা—যা আজও বাজে আমাদের কানে। প্রকৃতির জ্ঞান দ্বারা আমরা প্রকৃতিকে শ্রদ্ধা জানাই। তাহলে আমাদের এমন কিছু পাঠ করা উচিত, যার সাহায্যে আমরা নিজেকে জানতে পারবো—আত্মবিশ্লেষণ করতে সক্ষম হবো। আত্মবিশ্লেষণ করলে বুঝতে পারবো, আমি কি উদ্দেশ্যে কি কাজ করতে পৃথিবীতে এসেছি। নিজেকে ভ্রান্ত বা বিভ্রান্ত মনে হবে না। তার ফলে মনুষ্যত্বের বিকাশ ও উন্নতি ঘটবে—শক্তির উন্নতি ঘটবে। সময়ের তালে তালে বিশ্ব গরিমাময় হবে এবং অনেক অসফল ভগ্ন জীবন সফলতায় ভরে উঠতে পারে।

আমি এই গ্রন্থে পাঠকদের যে পথনির্দেশ দিয়েছি, তার দ্বারা আমি আত্মপক্ষ সমর্থন করছি এই বলে যে, পাঠকরা যদি কৌতূহলপূর্ণ ভাবে এটি পাঠ করেন এবং নিজেদের সাধারণ বুদ্ধি ও ধৈর্য প্রয়োগ করেন, তবে তাঁরা জীবনে প্রতিষ্ঠা অর্জনের পথ পেতে পারেন। এই কাজে ছাত্রদের তাই ধৈর্যশীল ভাবে এগোতে হবে।

তর্ক বাদ দিয়ে আমি এই কাজের ইতিহাস এবং এর সার্থকতার কারণ সম্পর্কে যে সব 'লজিক' উপস্থাপিত করছি, তা অধ্যয়ন করে এবং পরীক্ষা করে নিশ্চয়ই সন্তুষ্ট হবেন।

এই বিজ্ঞানের উৎপত্তির কথা বিবেচনা করতে গেলে, আমাদের ধ্যান-ধারণাকে পৃথিবীর ইতিহাসের প্রাচীনতম দিনগুলিতে টেনে নিয়ে যেতে হবে, এবং ধারণা করতে হবে একজন মহাকালরূপ মানুষের কথা যিনি পৃথিবীর প্রাচীনতম কাল থেকে আজও বেঁচে আছেন, এবং সব জাতি, সাম্রাজ্য প্রভৃতির উত্থান ও পতন দর্শন করেছেন। আমাদের চলে যেতে হবে হাজার হাজার বছর আগে, ইতিহাসের প্রথম শুরুরও অনেক—অনেক আগে। প্রাচ্যের হিন্দু জাতি ছিলেন প্রাচীনতম দিনে দর্শন ও জ্ঞানে প্রচুর উন্নত এবং দিনের পর দিন তাঁদের জ্ঞান বৃদ্ধি পেয়েছে —এগিয়ে চলেছে। প্রথম ভাষাতত্ত্বের প্রাচীন স্ফুরণের ইতিহাস চিন্তা করতে গেলেও আমাদের সময়ের আবর্তে অনেক পিছিয়ে যেতে হবে সেই অতি সুপ্রাচীন আর্য সভ্যতার মধ্যে।

ইতিহাস ছাড়িয়ে আরও পিছনে আমরা যেতে পারি না—কিন্তু সেই প্রাক্ ঐতিহাসিক যুগের ভারতীয় গুহা মন্দির যদি পর্যবেক্ষণ করা যায়, অতি সুপ্রাচীন ভাস্কর্যের নিদর্শন দেখে মুগ্ধ হবো এবং তা থেকে আমরা ভাববো যে আমাদের জ্ঞানের সীমা বা পরিধি যেন অতি ক্ষুদ্র একটি বাসন মাত্র। আমাদের ইতিহাসের বয়স বা সীমা শিশুর খেলবার মত তুচ্ছ। আর সেই তুলনায় আমাদের মনুষ্যত্ব বা সভ্যতা কালের অফুরন্ততার তুলনায় কতো তুচ্ছ।

হস্তবিচারের আদি কথা অনুধাবন করতে গিয়ে আমাদের সেই প্রাক্ ঐতিহাসিক যুগে চলে যেতে হবে। ইতিহাস আমাদের বলে যে, আর্য সভ্যতার সুপ্রাচীন দিনেও তাদের একটি নিজস্ব ভাষা ছিল। এই অতীতকে ছাড়িয়ে আরও এগিয়ে যেতে আমরা পারি না বটে, তবে ভাষার সেই টুকরো সূত্র ধরে চিন্তা করলে আমরা যে ঘোর মসীকৃষ্ণময় সু-অতীতের কথা ভাবতে পারি—সাহস করে তার দিকে চাইতে পারি না। কোনও নক্ষত্র আমাদের পথ দেখাতে পারে না—কোনও ক্ষীয়মাণ চন্দ্রও আমাদের আলোকবর্তিকা দেখাতে পারে না। জানা অজানার সেই অতি প্রাচীন সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আমরা অতি সুপ্রাচীন কোনও ম্যামথ্ অথবা কোনও সুবিশাল সরীসৃপের হাড়ের টুকরোগুলি ঘিরে গবেষণা করে আমাদের জ্ঞানের ভাণ্ডারকে পরিপূর্ণ করতে চেষ্টা করি মাত্র। কিন্তু তারা সময়ের বালুকাবেলায় ক্ষুদ্র শিকড়গুলি মাত্র—কিন্তু কোন জাতি বা কোন্ সভ্যতার আগে কি ছিল তার সবকিছুই মিলিয়ে গেছে বিস্মৃতির কাল গর্ভে।

যে সব মানুষ বা জ্ঞানী প্রথম হাত সম্পর্কে গবেষণা করতে শুরু করে ছিলেন তাঁদের জ্ঞান ও প্রতিভা সম্বন্ধে আমাদের শ্রদ্ধা অপরিসীম। গ্রীস, রোম অথবা ইজরাইল প্রভৃতির অনেক আগে ভারতবর্ষ ছিল যেন একটি জ্ঞানের 'মনুমেণ্ট' যার মাপ বা পরিধি আমাদের চিন্তার অতীত।

যীশুখ্রীষ্টের জন্মের অনেক—অনেক আগে, বিভিন্ন মন্দির বা গুহা মন্দিরের চিত্র

প্রমাণ করে যে ভারতীয় সুপ্রাচীন সভ্যতা কত বৃহৎ ছিল। ঐ সব রহস্যময় চিহ্নগুলি যেন নীরবে বলে যায় অতীত জ্ঞানের গরিমার কথা, যে সময়—বিশ্বের বহুজাতি ছিল অজ্ঞানের তমসায় আচ্ছন্ন। এটি দেখানো হয়েছিল যে, সূর্যের এক চিহ্ন থেকে অন্য চিহ্ন পরিবর্তন করতে ২.১৪০ বৎসর লাগে তা হলে এই সত্য নিরীক্ষণ করে নির্দিষ্ট সত্যে পেঁছাতে কত হাজার বছর প্রয়োজন হয়েছিল। তা নির্ধারণ করা তার অসম্ভব।

যে অতি প্রাকৃত শক্তি তাঁদের এই কার্যে সাফল্য এনেছিল তা আমাদের ধারণার বাইরে। হিন্দু সভ্যতা ও শিক্ষার বিস্তার হয়েছিল বিভিন্ন দেশে এবং সেটাই হস্তরেখা জ্ঞানকে ধীরে ধীরে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দিয়েছিল। প্রাচীন হিন্দু বেদে যে ভাষ্য প্রচারিত হয়েছিল সেটাই ছিল গ্রীকদের বিদ্যার একটি প্রথম সোপান।

যখন আমরা চিন্তা করি যে জ্যোতিষ শাস্ত্র হলো এমন একটি সুমহান জাতির সৃষ্টি, তখন আমাদের নিশ্চয়ই এই বিদ্যাকে শ্রদ্ধা করা উচিত এবং আমাদের জ্ঞান বুদ্ধি দিয়ে একে সম্পূর্ণ অনুধাবন করা উচিত। এই বিষয় সব চিন্তা করলে আমরা বুঝতে পারি যে হস্তরেখা বিচার হলো—বিশ্বের একটি অতি সুপ্রাচীন জ্ঞান-বিজ্ঞানের ধারা। ইতিহাস বলে যে ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের যোশী জাতি স্মরণাতীত কাল থেকে হস্তরেখা এবং জ্যোতিষ শাস্ত্রের অধ্যয়ন এবং অধ্যাপনা করে আসছেন।

এখানে আমি আমার ভারত ভ্রমণের সময়কার একটি কৌতূহলপূর্ণ বিষয় বর্ণনা করছি। আমি সে সময় ভারতে একটি অতি সু-প্রাচীন গ্রন্থ দেখতে এবং পর্যবেক্ষণ করতে পেরেছিলাম। সেই গ্রন্থটি ছিল কয়েকজন জ্ঞানী ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠ গুপ্তধন—যাঁরা এটি পড়তে ও বুঝতে পারতেন এবং সেটিকে তাঁরা একটি ভগ্ন গুহা মন্দিরে অতি যত্নের সঙ্গে রক্ষা করে রেখেছিলেন।

এই অদ্ভুত বইটি টুকরো টুকরো মানুষের চামড়ার ওপরে লিখিত সুবিশাল গ্রন্থ। এর আকৃতি বিরাট এবং শত শত পৃষ্ঠা ব্যাপী এই গ্রন্থে ছিল সুন্দর-সুন্দর হাতের ছবি এবং কখন কোথায় কিভাবে এর তথ্যগুলি সত্য প্রমাণিত হয়েছিল তার ইতিহাস।

এটি লিখিত ছিল এক ধরনের লাল কালি দিয়ে যা হাজার হাজার বছরেও ম্লান হয়নি। চামড়াগুলি ছিল হলদে রং-এর। কোন এক ধরনের গাছের শিকড়ের মিশ্রণ দ্বারা পৃষ্ঠাগুলি বার্ণিসের মত চকচকে করা হয়েছিল। এই চাকচিক্য এবং এর ওপরের লাল কালির রেখা এবং লেখাগুলি যেন অনন্ত মহাকালকে উপহাস করে সহস্রাধিক বর্ষ অম্লান এবং অক্ষয় হয়ে রয়েছে।

এই গ্রন্থটি তিনটি খণ্ডে ছিল। এর প্রথম খণ্ডটি যে ভাষায় লেখা ছিল তা অতি প্রাচীন সংস্কৃত ভাষা থেকেও প্রাচীনতম এবং দুরূহ। দু-একজন ব্রাহ্মণ ছাড়া সে ভাষা কেউ পড়তে পারতেন না। হিন্দুস্থানের বুকে নিহিত ছিল এমনি অনেক মহাসম্পদ কিন্তু সেগুলি ব্রাহ্মণদের দ্বারা এমনভাবে সুরক্ষিত ছিল যে তা অর্থ, ক্ষমতা, বা প্রলোভনের দ্বারা তাদের হাত থেকে বের করা সম্ভব ছিল না।

যখন এই সু-প্রাচীন জাতির জ্ঞান-বিজ্ঞান পৃথিবীর নানা দেশে ধীরে ধীরে ছড়িয়ে

পড়লো তখনই প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের নানা জাতি হস্তরেখা সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জনের জন্য কৌতূহলী হয়ে উঠলো।

বিভিন্ন জাতি এ সম্পর্কে গবেষণা শুরু করলো। তার ফলে আরও নানা ধারায় হস্তরেখা জ্ঞান বিভক্ত হলো। কিন্তু সবচেয়ে প্রাচীনতম ধারা হলো হিন্দুদের জ্যোতিষ জ্ঞান, যার গভীরতা ও সত্যতা সকল তর্কের অতীত। জ্ঞানের প্রচারের ফলে চীন, তিব্বত, পারস্য, আরব, মিশর প্রভৃতি দেশে জ্যোতিষের জ্ঞান ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু পাশ্চাত্য দেশে জ্যোতিষ শাস্ত্রের জ্ঞানের আলো সর্ব প্রথম জ্বালিয়ে দেয় গ্রীক সভ্যতা।

'কিরোম্যান্সি' কথাটা এসেছে প্রাচীন গ্রীক ভাষা থেকে—'cheir' শব্দের অর্থ হলো হাত। গ্রীক দেশে হস্তবিচার জ্ঞান ধীরে ধীরে বর্ধিত হয় এবং তাঁরা খ্রীষ্টের জন্মের চার-পাঁচশ বছর আগে এ সম্পর্কে প্রচুর জ্ঞান অর্জন করেন। পণ্ডিত Anaxagorus এ বিষয়ে শিক্ষাদান করেন এবং তাঁর ছাত্র গ্রীক বীর আলেকজাণ্ডারের কাছে একটি স্বর্ণাক্ষরে লেখা গ্রন্থ উপহার নেন। তাতে লেখা ছিল প্রতিভাবান এবং কৌতূহলী মানুষদের জন্য!' আমরা বহু বিখ্যাত প্রতিভাবান মানুষের নাম জানি, যাঁরা এই জ্ঞানলাভে উদ্বুদ্ধ হন। যেমন দার্শনিক আরিষ্টটল, প্লিনী প্যারাবেলযাম্, কার্ডামিস্, এল্‌বার্টাস, ম্যাগ্‌নাস্, সম্রাট অগষ্টাস্ প্রভৃতি।

*এখন এই সব সু-প্রাচীন ব্যক্তিরা আমাদের থেকে জ্ঞানের আলোয় বেশি আলোকিত ছিলেন কিনা, তা হলো একটি জটিল প্রশ্ন বা তর্কের বিষয়। মানুষের ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান যে ভাবে তাঁরা নিখুঁত বর্ণনা করতেন, সেটাই বড় জ্ঞান না আমাদের ইঞ্জিন,* যন্ত্র, ব্যবসা, বাণিজ্য প্রভৃতি বড় জ্ঞান, আমরা জানি যে, গ্রীক দার্শনিকরা দর্শনের এবং জ্ঞানের গভীর অতলে তলিয়ে যে সব জ্ঞান ও দর্শন পরিবেশন করেছেন তার গভীরতা তুলনাহীন।

সুতরাং তাঁদের জ্ঞান-বিজ্ঞানের ধারাকে আমরা তুচ্ছ করতে পারি কোন্ অজুহাতে?

মানুষকে পর্যবেক্ষণ করলে আমরা তাদের বদন, নাক, চোখ, কান, চুল, হাত প্রভৃতি থেকে একের থেকে অন্যের অনেক পার্থক্য বুঝতে পারি। এ থেকেই ধীরে ধীরে একটি মানুষের প্রকৃতি, মেধা, জ্ঞান, জীবন সীমা, আয়ু, ভাগ্য প্রভৃতি নির্ধারণ করতে পারি। সবকিছু বাদ দিয়ে কেবল মাত্র হাতের প্রকৃতি, বর্ণ, মাউণ্ট, রেখা প্রভৃতির মধ্যে থেকে ধীরে ধীরে তার বিষয়ে অনেক কিছু জানতে ও বলতে পারি।

কিন্তু এই বিজ্ঞান যখন মানব জাতির বিচারে নানা কথা বলতে শুরু করে সকলকে চমকে দিতে থাকে, সেই সময় দেখা গেল চার্চের (গীর্জার) ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়ে তা ধর্মের বাইরে, নানা দিকে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে থাকে। এটা জানা যায় যে, পাদরীগণ এই অতি সু-প্রাচীন বিদ্যার প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়ে ওঠেন। সেটা কতটা সত্য বা মিথ্যা তা বলতে পারি না, তবে দেখা যায় আজকের দিনেও গীর্জার কর্তারা আধ্যাত্মিক বা বাস্তব সব দিকেই, ঈশ্বরের বাণীর দোহাই দিয়ে থাকেন—যার অনেকগুলি তাঁদের মনের মতো করে বাছাই করা। যদি সরল মনে বিচার করা যায়, তাহলে

বলতে হয়, যে কোন প্রধান ধর্মের রাজত্ব হলো কাজের প্রতি বিরুদ্ধতা করা—কেবল নিজ ধর্মের জ্ঞানটুকু দ্বারা। পাদ্রিমণ্ডলী যেহেতু প্রাচীনধর্মীদের জ্ঞান সুতরাং তাকে কোনও সুযোগই দেওয়া হলো না। একে বলা হলো ডাইনির বা পিশাচের বিদ্যা। শয়তান হলো সব হস্তরেখাবিদের পিতা। এই সব শুনে বহু নরনারী এইসব ব্যাপারে ভীষণ ভীত হয়ে পড়েন তার ফলে জ্যোতিষবিদ্যা কেবলমাত্র জিপসী ও নিম্নশ্রেণীর ভ্রাম্যমান লোকদের মধ্যে সীমিত হয়ে পড়লো।

মধ্যযুগে সেই প্রাচীন শাস্ত্রকে পুনরুদ্ধার করার জন্যে প্রচুর চেষ্টা হয়। যেমন, 'Die Kunst Kiromanta' ১৪৭৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় এবং 'The Cyromantia Aristotelis cum Figures' ১৪৯৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়—এই বই দুটি বর্তমানে বৃটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে। এই সব প্রচেষ্টা যেন শুধু প্রাচীন শাস্ত্রের ছাইকে রক্ষা করা মাত্র। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীতে আবার এর পুনরুত্থান ঘটে। তখন একে ধ্বংস করার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হতে থাকে।

বর্তমান বিজ্ঞান অতীতের সেই সব কুসংস্কার থেকে মুক্ত হতে চলেছে। তার প্রত্যেক ক্ষেত্রে প্রমাণ দ্বারা দেখানো হয়েছে যে, সেই প্রাচীন বিদ্যা ভান নয়—একটি প্রকৃত শাস্ত্র যেন একটি মহামূল্যবান রত্ন—কুসংস্কারের আবরণ থেকে বেরিয়ে আসছে স্নিগ্ধ রূপ নিয়ে। সত্যের আলোয় তা বিভূষিত যাকে প্রাকৃত বিজ্ঞানীরা জানতে এবং পুজো করতে চান।

এখানে গীর্জার আক্রমণ থেকে কররেখাবিদ্যাকে সমর্থন করার জন্য কিছু বলছি। প্রথমে আমরা পরীক্ষা করি গীর্জার একে আক্রমণ করার অধিকার কি আছে। হায়! গীর্জার নিজস্ব বিদ্যা বা ধ্যান-ধারণার বাইরে যে কোনও কাজই থাকুক না কেন, তাকে সব সময় শয়তানের কাজ বলে অভিহিত করা হয়েছে। আমার লণ্ডনে অবস্থানকালে একজন ক্যাথলিক পুরোহিত একটি গোটা পরিবারের সঙ্গে অসৎ ব্যবহার করেছিল। কারণ আমার সঙ্গে তাদের পরিচয় ছিল। আমেরিকায় আমার প্রথম বছরে দুজন পুরোহিত আমাকে শয়তানের একজন হিসাবে চিহ্নিত করার চেষ্টা করেছিল। এতে আশ্চর্যের কিছু নেই, কারণ আমেরিকার একজন খ্যাতনামা পুরোহিত বললেন—

'তোমরা শোন আমি স্বচক্ষে কয়েক বছর আগে কি দেখেছি। একটি অগ্নিমুখ জন্তু। যার আকৃতি অনেকটা ঘোড়ার মত, এবং যার পিঠে বসেছিল একজন লোক—সেই জন্তুটি একটা দেশের একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্ত তীব্র গতিতে ছুটে বেড়াচ্ছে। লোকজন তা দেখে ভয়ে পালিয়ে যাচ্ছে। কারণ সেটা কিছু নয়, একটি শয়তান মাত্র। আমি পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত ভ্রমণ করেছি, কিন্তু কখনো এমন দৃশ্য দেখিনি। এর ফলে পৃথিবীর পাপীদের দারুণ দুর্দশা হবে—যারা এই শয়তানকে প্রত্যক্ষ করবে।'

আমি কোনও সমালোচনা করছি না। আমি শুধু মার্কিন একটি সংবাদপত্র থেকে এটি হুবহু তুলে দিলাম।

গীর্জার মূল ভিত্তি হলো বাইবেল গ্রন্থ। যে বাইবেল গ্রন্থটির মধ্যেই ভাগ্যের

কথা বলা হয়েছে। প্রথম পরিচ্ছেদগুলিতে আমরা দেখি ভগবান একটি সময় নির্দিষ্ট করে দেন, কখন ভার্জিন মেরীর সন্তান হবে এবং পরে দেখি, তিনি বলেন, কখন জুডাস বিশ্বাসঘাতকতা করবে। হতভাগ্য জুডাস যেন ভাগেরে হাতের খেলার পুতুল মাত্র। তাকে ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাসে নির্দিষ্ট পথে চলতে হয়েছে।

আমরা বাইবেলের প্রায় সর্বত্র দেখতে পাই ভবিষ্যৎ উপায় ভবিষ্যৎ বাণীকে সম্মান দেখানো হয়েছে। আমরা দেখি ঈশ্বরের উচ্চ অনুগ্রহীত ব্যক্তিদের দ্বারা শ্রেষ্ঠ ভবিষ্যৎ বক্তাদের বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

হিব্রু, হিন্দু, মিশরীয়, ক্যানাডিয়ান প্রভৃতি সব জাতির মধ্যেই দেখা যায় ভবিষ্যৎ বক্তারা হলেন একটি পৃথক শ্রেণী—পুরোহিতদের থেকে তাঁরা পৃথক। ইহুদীদের মধ্যে দেখি ভবিষ্যৎ বক্তারা পুরোহিতদের আবার দেখলে তাদের তীব্র সমালোচনা করে মন্তব্য প্রকাশ করেছেন, তখন ক্রম বিভক্ত ঈশ্বর থেকে এই বিদ্যা পান আদম।

প্রথম থেকে শেষ—যিনি বিস্ময়করভাবে এই বিদ্যা হারিয়ে ফেলেন। ঈশ্বর আবার সিনাই পর্বতে তা দেন মুসাকে। মুসা থেকে জোসুয়া. জোসুয়া থেকে সাতজন বৃদ্ধ—এবং বিদ্বান ইহুদীরা এটি ব্যবহার করতেন তালমুদের পরামর্শের পরিবর্তে। বাইবেলের উক্তি বিশ্বাস করলে ইহুদীরা যখন মিশরীয়দের বন্ধনে ছিলেন, যে মিশরীরা তাঁদের 'ম্যাজিকের' জন্য বিখ্যাত—তখন নিশ্চয় তাঁরা মিশর থেকে চলে এসেও তাঁদের লব্ধ জ্ঞান আঁকড়ে রেখেছিলেন। এই সব ভাল ভাবে বিচার করলে আমরা জানতে বাধ্য যে বাইবেল ভবিষ্যৎ দ্রষ্টাদের সম্মান দেখিয়েছেন— যার ভিত্তির উপর গীর্জা এবং পাদরীরা প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং তাকে শয়তানের বিদ্যা বলা হলো ঈশ্বরের শিক্ষার বিরুদ্ধ ব্যাখ্যা নিশ্চয়।

গীর্জার মতের বিরুদ্ধতা করতে গেলে বলা যায় যে, বাইবেলের অধিকাংশ অংশে হাতের কথা বলা হয়েছে। ইহুদীরা যখন মিশরে ছিলেন. তখন তাঁরা মিশরীয়দের কাছ থেকে হস্ত বিজ্ঞানের জ্ঞান অনুশীলন করতে শিখেছিলেন। সবচেয়ে প্রধান কথা 'জব' এর ৩-৪ পরিচ্ছেদের সপ্তম শ্লোকে আসল কথা লেখা ছিল 'ঈশ্বর মানুষের হাতে চিহ্নও রেখেছেন, যার দ্বারা মানুষ নিজের ভাগ্য সম্পর্কে সবকিছু জানতে পারবে।' কিন্তু পরবর্তীকালে বাইবেলের ইংরাজী অনুবাদে তা ভুল করে লেখা হয় 'ভগবান মানুষের হাত রুদ্ধ করে দেন, যাতে তারা ভগবানের কথা বুঝতে পারে।' বহু মনীষী এই ইচ্ছামত ভুল বুঝতে পারেন। যেমন ফ্রান্সিস ভ্যালেনিয়াম, স্কুলটেন্স, লাইরানাম্. থোন্যাসিজ. ভেব্রিও প্রভৃতি। বিভিন্ন বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের মতামত সত্ত্বেও কিন্তু ইংরাজীতে বাইবেল ভুল ভাবেই রয়ে গেছে। এবং এখনো পিশাচ বিদ্যা কথাটা দাঁড়িয়ে আছে।

অন্যান্য বাইবেলের শ্লোকের উদাহরণ দিচ্ছি—

'নারীর আয়ুর পরিমাণ তার ডান হাতে, ঐশ্বর্য এবং সম্মান তার বাঁ হাতে' ( Prov III, 16 )

আমার হাতে কি কি অশুভ আছে? ( I Sam XXXVI, 18 )

'এবং এই চিহ্ন তার কপালে বা হাতে দেখ' ( Rev. XIV, 9 )

আমার মতে গীর্জার বিরুদ্ধে কথা এটাই যে তাঁরা ঈশ্বরের অনুগ্রহ প্রাপ্তির বিষয়ে ভাগ্যের কথা পর্যন্ত উচ্চারণ করেন, কিন্তু প্রকৃত জগতে তা বলতে দ্বিধা করেন। ধর্মীয় ব্যাপারে তাঁরা জন্মান্তরবাদ বা ভাগ্যকে বিরাট আমল দেন—অন্য ব্যাপারে নয়। ধর্ম বিচারে উন্নতির মধ্যে এই, ওই যা বলেন তা তাঁদের নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধির অনুকূল মাত্র।

ধর্ম সম্পর্কে তাঁরা বলবেন, হাত থেকে বোঝা যাবে তারা একটা ঈশ্বরের অনুগ্রহ পাবার অধিকারী—মানুষ ঈশ্বরের দাস—প্রভৃতি। কিন্তু তাঁরা চীৎকার করবেন হাতের রেখা বিচার দ্বারা ভাগ্য জানার বিদ্যা নিরর্থক। অসার ইত্যাদি।

আমরা এখন দেখবো এই বিজ্ঞান কি কেবল কল্পনা না তার বাস্তব কিছু আছে? বর্তমান 'স্পেশালিষ্টের' যুগে আমরা জ্ঞানবিজ্ঞানে সব শাখার স্পেশালিষ্টের সন্ধান পাই। যেমন উৎকৃষ্ট স্পেশালিষ্ট চিকিৎসক, কেমিষ্ট, সার্জন—কিংবা একাধিক স্পেশালিষ্ট। ঊনবিংশ শতাব্দীতে আমরা সব জাতের স্পেশালিষ্ট দেখতে পাই। একজন সার্জনকে চিকিৎসক হতে হয় না, একজন চিকিৎসকে সার্জন হতে হয় না, একজন দাঁতের চিকিৎসক ডাক্তার না হতেও পারেন আবার ধাত্রীবিদ্যা বিশারদ সার্জন না হতেও পারেন। সুতরাং বিশ্বের সব জ্ঞান সবার পক্ষে লাভ করা সম্ভব নয়। একবার একজন লণ্ডনের রোগী একই রোগের জন্য পর পর সাতজন খ্যাতনামা ডাক্তারকে দেখান। তাঁরা সাতবারে সাতটি পৃথক বিধান দান করেন।

এখন একজন কররেখাবিদের কাছে একজন লোক এসে শুধু আচমকা হাত বাড়িয়ে দেন। তিনি তাঁর অতীত সম্পর্কে কিছুই বলেন না, কিন্তু শুধুমাত্র হাত দেখে কররেখাবিদ একে একে তাঁর জীবনের অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ, স্বাস্থ্য, অর্থ, ভাগ্য দাম্পত্য জীবন ইত্যাদি ন্যায্য বিচারে বলে যান। একজন চিকিৎসক যত রকম ইতিহাস গ্রহণ করেন পামিস্ট তার কিছুই মানতে চান না। তা হলে যদি কেউ এগুলি সব ঠিক ঠিক বলে দিতে পারে, তাহলে সেই পামিস্ট নিশ্চয় অবজ্ঞা বা অবহেলার বস্তু নন, কিন্তু আমরা প্রায়ই দেখি কররেখা বা জ্যোতিষ বিদ্যাকে অনেকেই অবজ্ঞার চোখে দেখে থাকেন।

তখন পাঠকদের উপরেই ভার দিলাম, তাঁরাই বিচার করুন এই বিদ্যার মধ্যে সত্য নিহিত আছে কিনা।

বিজ্ঞানীদের মত অনুযায়ী বিশ্ব ছাড়াও, এটা দেখা যায় যে বিশ্বে দুজন লোকের চেহারা যেমন হুবহু এক হয় না—কিছু না কিছু পার্থক্য থাকেই—তেমনি বিশ্বে দুজন লোকের হাতের সব রেখা, মাউণ্ট হুবহু এক হয় না—হতে পারে না, এমন কি দুটি যমজের মধ্যেও কিছু কিছু পার্থক্য থাকে। যমজের দুটি সন্তান মাতৃগর্ভে একত্রে থাকলেও একটির জন্মের কিছু পরে আরেকটির জন্ম হয়। দুজনের ভাগ্যের মধ্যেও তাই কিছু কিছু পার্থক্য থাকে—যা তাদের কররেখাতেও দেখা যায়।

আবার দেখা যায় যে কররেখা এবং মাউণ্টের ক্ষেত্রে কোন কোন সময় একই পরিবারগত ট্রাডিশন কাজ করে। যেমন এক পরিবারের পিতা এবং সন্তানরা সকলেরই হয়তো মঙ্গল দুর্বল। আবার জাতিগত ভাবেও হাতের গড়নের কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য

দেখা যায়। আবার কখনো এক শিশুর হাত বাবার গড়নের। অন্য শিশুর হাত মায়ের গড়নের হতে পারে।

অনেকের কাজ কর্ম দ্বারা হস্তরেখা গঠিত হয়। ওটা ভুল ধারণা, কারণ যথাকালেই শিশুর হাতে রেখাদি দেখা যায়। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত হাতে রেখা থাকে—তবে রেখাদির কিছু কিছু পরিবর্তন ধীরে ধীরে হতে পারে।

হাতের শ্রেষ্ঠত্ব বিজ্ঞানীরা স্বীকার করেন এবং দেহের সব অংশের মধ্যে এটি একটি শ্রেষ্ঠ অংশ। Anaxagorus বলেছেন মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব হলো তার হাতের জন্য। Aristotle বলেছেন 'হাত হলো সব খণ্ডের শ্রেষ্ঠ খণ্ড—সারা দেহের গৌণ অংশ সমূহে কর্মপূর্ণ অংশ।' অতি সম্প্রতি স্যার রিচার্ড ওয়েন, হামফ্রে, স্যার চার্লস বেল্ প্রভৃতি মনীষীরাও হাতের প্রাধান্য স্বীকার করেছেন।

স্যার রিচার্ড ওয়েন বলেন—হাতের গঠনের প্রতিটি ক্ষুদ্র অংশেরও একটি করে পৃথক বৈশিষ্ট্য আছে।

দীর্ঘদিন ধরে আমরা জানি যে মানুষ মুখ দ্বারা কথা বলে যেমন—ভাবভঙ্গী প্রকাশ করতে পারে, তেমনি হাত দিয়ে ইশারা করতেও তা পারে।

আবার একটা কথা হলো আমাদের মনের ভালবাসা, বিরক্তি, রাগ, ভাবাবেগ, ক্রোধ, হিংসা, হতাশা, বিভিন্ন ভাব প্রকাশিত হয় মুখে এবং সঙ্গে সঙ্গে হাতের মধ্য দিয়ে। আমরা যে স্পর্শ অনুভূতি পাই তার মূলে আমাদের দেহের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম স্নায়ু। এই সূক্ষ্ম স্নায়ুর জাল হাতের মধ্যে যেভাবে ছড়ানো আছে, তা দেহের অন্য কোনও অঙ্গে নেই। স্নায়ুমণ্ডলী ব্রেণ থেকে যেভাবে হাতে ছড়িয়ে পড়েছে তাতে মনে হয় যে হাত হলো ব্রেণের প্রত্যক্ষ এজেন্ট।

হাতের করতলের নার্ভে এক বিশেষ ধরনের Corpuscle থাকে যা আঙ্গুলের ডগা থেকে কব্জীর আগে পর্যন্ত থাকে—তারপর থাকে না। এগুলি প্রধান নার্ভ Fibre. গুলির প্রান্তে অবস্থিত। বিখ্যাত চিকিৎসক ডাঃ Meissner বলেন প্রধান আঙ্গুলের তর্জনীর প্রথম পর্বে প্রায় ১০৮টি এরূপ Corpuscle থাকে এবং একটি একটি রেখায় প্রায় ৪১০টি 'প্যাপিলি' থাকে। এগুলি বিশেষ অনুভূতিপূর্ণ অংশ। এটি গবেষণা করে দেখা গেছে যে অন্ধদের হাতে এর সংখ্যা বেশি হয়। তাই তারা দেখতে না পেলেও হাতে স্পর্শ ও অনুভূতির ক্ষমতা অনেক বেশি। এগুলির সঙ্গে ব্রেণের যোগাযোগও খুব নিবিড়।

এক বিখ্যাত চিকিৎসকের একটি পত্রে এই বিষয়েও বৈজ্ঞানিক গবেষণার ইতিহাস পাওয়া যায়। তাঁর নাম হলো ডাঃ SPERANUS. তিনি অনেকগুলি রোগীর হাত পরীক্ষা করেন। তিনি দেখেন যে রোগী মুমূর্ষু তাদের হাতে দুটি করতলেই Life-line-টি ভগ্ন। তিনি এখন এই বিষয়ে বৈজ্ঞানিক রিসার্চ করেন এবং বলেন—

১। হাত মানুষের জীবনের দেহ গঠনের একটি শ্রেষ্ঠ প্রকাশ।

২। রাগ, ক্রোধ, ভাবাবেগ প্রভৃতিতে হাতের নড়াচড়া প্রকাশিত হয়।

৩। অবিরাম জোর বা ধীর নড়াচড়া দ্বারা সূক্ষ্ম বা মোটা রেখার গঠনের মধ্য

দিয়ে তার মনের প্রকৃতি নির্দেশিত হতে পারে।

৪। চারটি রেখার দ্বারা আয়ু বা জ্ঞানশক্তি, মেধাশক্তি, হৃদশক্তি ও ভাগ্যগঠনের ক্ষমতার ভাব প্রকাশিত হয়ে থাকে।

৫। জীবনীশক্তির রেখায় কাটা দাগ থাকলে আঘাত বা ব্যাধি নির্দেশক এবং একেবারে কোথায় ভগ্ন হলে জীবন অবসান নির্দেশক।

৬। ভগ্ন জীবন রেখা দুর্ঘটনাদি বা Carelessness প্রকাশ করে থাকে।

৭। সূক্ষ্ম এবং মোটা স্নায়ু, শিরা, ধমনী, প্রভৃতি এই সব রেখাকে নিয়ন্ত্রণ করে।

৮। ভাগ্য রেখার দ্বারা মানসিক Capacity বা তার বিকাশের নির্দেশ করে।

৯। অপ্রতিরোধ্য দুর্ঘটনা-ব্রেণের কোষের গ্রেম্যাটারের মধ্যে যে আগামী ঘটনার জন্য Vibration সৃষ্টি হয় তার ফলেই আয়ুরেখার উপরে কাটা দাগ হয় বা আয়ুরেখা ভগ্ন হয়ে থাকে।

এই চিকিৎসকের এই মন্তব্যগুলি থেকে জ্যোতিষ শাস্ত্রের উপরে বিশেষ আলোকপাত হয়। শুধু তাই নয়, আজকের দিনের সব চিকিৎসকরা নখের প্রাধান্য স্বীকার করেন এবং নখ দেখে বিভিন্ন রোগ নির্ণয় করেন—যেমন প্যারালিসিস, যক্ষ্মা, হার্টের রোগ প্রভৃতি। অনেক চিকিৎসক স্বীকার করেছেন যে নখ তাঁদের রোগ নির্ণয়ে সাহায্য করেছে, কিন্তু তাঁরা সে কথা স্বীকার করেননি—পাছে করবিচার থেকে বলছেন ভেবে লোকে তাঁদের 'ডায়াগনোসিস'কে অবজ্ঞা করেন।*

যুগের পর যুগ—শতাব্দীর পর শতাব্দী কেটে যাচ্ছে। মানুষ জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা শাখায় দিনের পর দিন তাদের জ্ঞানকে আরো এগিয়ে নিয়ে চলেছে। তার ফলে কত নিত্য নতুন আবিষ্কার ঘটছে। প্রকৃতিদেবী যে রহস্যের জালে নিজেকে আবৃত করে রেখেছেন, তার নানা জট মানুষ খুলে ফেলেছে। তাই কোন জ্ঞান বা বিজ্ঞানের অংশে যে কি রহস্যময় যাদু লুকিয়ে থাকতে পারে, তা আমাদের অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। এক শতাব্দী থেকে পরবর্তী শতাব্দীতে মানুষ বিশ্বের যত জ্ঞানের ক্ষেত্রেই যখন এগিয়ে চলেছে, তখন হাত থেকে বিভিন্ন বিষয় অনুসন্ধান করার জ্ঞানও নিশ্চয়ই একদিন আরো অনেক এগিয়ে যাবে। শুধু প্রাচীন জ্ঞানগুলির মধ্যেই মানুষ সীমাবদ্ধ থাকবে না—সে ভবিষ্যতের পানেও অনেক এগিয়ে যাবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

পৃথিবীর ইতিহাসের দিকে তাকালে আমরা স্পষ্ট দেখতে পাই যে, মানুষ সব সময় ভাগ্যের ক্রীতদাস। রোমের সম্রাটরা, গ্রীসের শাসকরা, নাইল নদীর ফারাওরা—সবাই তাদের কাজ শেষ করে চলে গেছেন। কিন্তু চলেছে প্রকৃতির নিজস্ব ধারায় বিবর্তন। অতীতের শিক্ষা থেকে আমাদের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করতে শিখতে হবে। সুতরাং গীর্জার শাসন থেকে মুক্ত হবার এবং নতুন কাজের পথে এগিয়ে যাবার দিন একদিন নিশ্চয় আসবে। বিশ্বের সব কিছু চলে যে অদৃশ্য বিধানে তাকে

* পরলোকগত দিকপাল চিকিৎসক ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়কে আমরা রোগীর নখ ও হাত পর্যবেক্ষণ করতে দেখেছি। লেখক।

আমরা ঈশ্বর, প্রকৃতি, ভাগ্য প্রভৃতি নানা নামে অভিহিত করতে পারি। কিন্তু নামে কি আসে যায়? একটি অদৃশ্য অসীম শক্তির বিধানকে সব সময় আমাদের স্বীকার করতেই হবে। সেই অদৃশ্য শক্তি বিধানে চলতে হয়েছে নেপোলিয়নকে, জর্জ ওয়াশিংটনকে। মত থেকে মতে, জাত থেকে জাতিতে, পরিবেশ থেকে ধর্ম প্রচারককে। এক ব্যক্তি থেকে অন্য ব্যক্তিকে সব সময়ই মানতে হয়েছে একটি কথা—তখনি তাদের কাজ শেষ হলেই তাদের সমাপ্তি। কিন্তু বিশ্বপ্রকৃতি একইভাবে চলবে এগিয়ে আপন মনে।

একটি অদৃশ্য রহস্যময় শক্তি আমাদের নিয়ন্ত্রণ করে চলেছে এই কথাটি বিশ্বাস করতে সত্যি কষ্ট হয়—যেন কিছুটা অবাক লাগে। আমরা জানি, নানা মত, নানা ধর্ম বিশ্বে প্রচারিত হয়েছে এবং জনগণ সব মেনে নিয়েছে—কিন্তু বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা তার পূর্ণ রসটুকু মাত্র গ্রহণ করেছেন। মনীষী Dugald Stenoart তাঁর Outlines of Moral Phylosophy' গ্রন্থে বলেছেন যে সব দার্শনিক জিজ্ঞাসা এবং প্রত্যক্ষ জ্ঞান আমরা লাভ করেছি সবই অতীতের জ্ঞান থেকে ধীরে ধীরে বিকাশপ্রাপ্ত হয়ে পরিণত হয়েছে।

তাই মানুষ একদিকে ভাগ্যের দাস আবার অন্যদিকে ভাগ্য গঠনকারী। বিভিন্ন শক্তি তার উপরে ক্রিয়া করে চলেছে, তা মানুষ জানে—তবে তার সঙ্গে সে আবার সংগ্রাম করে চলে। বর্তমান মুহূর্তের জ্ঞানলাভ পরবর্তীকালে আবার জ্ঞানের ইতিহাস বা ঐতিহ্য সৃষ্টি করে। অতীতের কার্যতালিকা জানা বর্তমানের মূল জ্ঞানের ভিত্তি।

Voltaire বলেছেন—'একটি অদৃশ্য শক্তি আছে যা আমাদের মধ্যে ক্রিয়া করে চলে কিন্তু তা আমাদের হিসাব মত চলে না।' মনীষী Emerson, ঐ একই অদৃশ্য শক্তির কথা স্বীকার করে গেছেন।

আমরা দেখেছি, জ্যোতিষকাল যুগ থেকে যুগে, কাল থেকে কালে সঞ্চারিত হয়ে চলেছে। এমন কি সবচেয়ে কঠোর সত্যও এই জ্ঞানকে অবজ্ঞা করতে পারেনি কোন দিন। আমরা প্রস্তুতির আলো দিয়ে বিচার করে তাকে প্রকৃত সত্য বলে গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছি। ধর্মের ভিত্তিও কোনদিন ভাগ্যকে বা জ্যোতিষ কাজকে অবজ্ঞা করতে পারেনি। এর মধ্য দিয়ে সফল কিছু সাধন করা যায় নিশ্চয়। এটি হলো একটি সতর্কবাণী, একটি সাবধান বাণী—একটি Warning বা Caution মাত্র। তাহলে আমরা কি করবো? অনেক অজ্ঞানী ওকে অবজ্ঞা করে বলে আমরাও কি তাকে অবজ্ঞা করবো? না, আমরা তার সাহায্য নেব কারণ এতে সত্য নিহিত আছে। আমাদের ভালভাবে এটি শিখতে হবে, অন্যকে শেখাতে হবে এবং এটি নিয়ে আরও নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে হবে। যে সব বিধান আমাদের নিয়ন্ত্রণ করে তাদের সঙ্গে সংগ্রাম করার জন্যও এটি শেখা ও শেখানো আমাদের কর্তব্য। পৃথিবীর সব দেশে এই জ্ঞানকে ছড়িয়ে দিয়ে এর প্রকৃত মূল্য কি তা দেখিয়ে দিতে হবে। তাতে পরম কল্যাণই সাধিত হবে।

# প্রথম খণ্ড : চিরগ্নমী

## প্রথম অধ্যায়

### বিভিন্ন হাত ও আঙ্গুলের আকৃতি ও তার পথ

হাত বিচারে শুধুমাত্র হাতের রেখা বিচার নয়, এই সঙ্গে গোটা হাত সম্পর্কেও পূর্ণ বিচার এ থেকে করা হয়। হস্তরেখা বিদ্যাকে সাধারণত দুই ভাগে ভাগ করা হয়। প্রথম কিরোম্যানসি, দ্বিতীয় চিরগ্নমী। প্রথমটি হাতের রেখাগুলি থেকে বিচার এবং দ্বিতীয়টি হাতের গঠন থেকে বিচার।

প্রথমে আমরা হাতের গঠন থেকে আরম্ভ করছি। হাতের গঠন কত প্রকার হতে পারে তা নিম্নে বর্ণনা করা হলো। সাতটি বিশিষ্ট শ্রেণীর হাত আছে।

১। সাধারণ হাত। ২। চৌকো হাত। ৩। স্থূলাগ্র হাত। ৪। দার্শনিক হাত ৫। কৌণিক হাত বা শিল্পীর হাত। ৬। আধ্যাত্মিক হাত বা আদর্শবাদী হাত। ৭। মিশ্র হাত। বর্তমান জগতে সভ্য জাতের মধ্যে সাধারণ হাত প্রায়ই দেখা যায় না। সাধারণত কর্মী হাত বা স্থূলাগ্র অনুভূতি প্রবণ হাত এবং শিল্পী হাতই বেশি দেখা যায়।

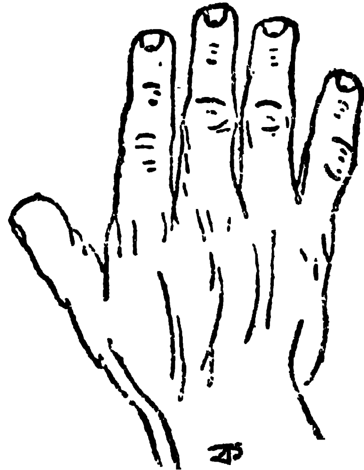
এবারে প্রত্যেক ধরনের হাতের গঠন ও প্রকৃতির বিষয়ে আমরা বিস্তৃতভাবে আলোচনা করবো। চিত্রের সাহায্যে এই সব হাতের গঠন বোঝানো হলো। এতে পাঠকদের বুঝতে অনেক সুবিধা হবে আশা করি।

#### সাধারণ হাত ( সর্বনিম্নশ্রেণীর )

সাধারণ হাত দেখতে ছোট, মোটা এবং শক্ত। করতল হবে চওড়া এবং ভারী বেঁটে মোটা সবল আঙ্গুল। ছোট কুশ্রীভাবে নখগুলি গঠিত।

ডাঃ কেয়ার্ণের মতে সাধারণ হাত হচ্ছে ক্ষতিকারক জন্তুদের করতলের গঠনের মত শক্ত। সুতরাং এ থেকে আমরা বুঝতে পারি যে করতল যদি শক্ত ও লক্ষণীয় হয় তবে তার ভেতর হিংস্র জন্তুদের মতই পাশবিক প্রবৃত্তির আত্মপ্রকাশ ঘটে।

এই সাধারণ শ্রেণীর হাতযুক্ত লোকদের মানসিক ক্ষমতা খুব কম। সাধারণত এই হাতের রেখাগুলি খুব কম থাকে। সাধারণ কয়েকটি রেখা যেমন আয়ুরেখা, শিরোরেখা, হৃদয় রেখা ছাড়া আর কিছুই থাকে না। শিরোরেখাটি খুব ছোট থাকে এবং দেখতে



সাধারণ হাত

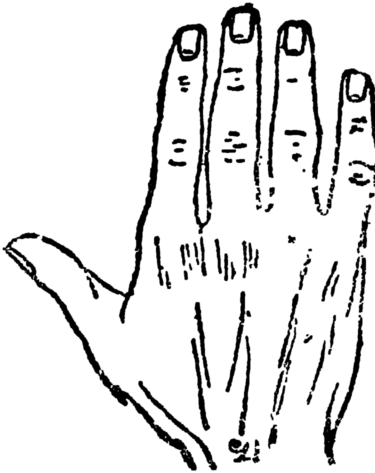
বিশ্রী দেখায়। বৃদ্ধাঙ্গুলটি ক্ষুদ্র মোটা এবং তা তর্জনীর তলদেশ পর্যন্ত পেঁছায় না। নখের পর্বটি চৌকো দেখতে অনেকটা গদার মত হয়। এই প্রকারের হাত নির্দেশ করে এই জাতক প্রবৃত্তিতে পশুর মত হবে। তার প্রবৃত্তির ওপর কর্তৃত্ব করার ক্ষমতা কোনদিনই থাকবে না হঠাৎ রেগে যাবে, সাহসী হবে না, এক কথায় যাকে বলা যেতে পারে কাপুরুষ। এদের ভেতর কোন উচ্চাকাঙ্ক্ষা থাকবে না।

(সাধারণ হাত থেকে আমরা এটাই বুঝতে পারি যে মানুষের মধ্যে সাধারণ পশুত্ব অবস্থা থেকে কি করে Evolution দ্বারা ধীরে ধীরে মনুষ্যত্বের উচ্চ স্তরে উঠতে এবং দর্শন, শিল্প, মনন, প্রতিভা ইত্যাদির ক্ষেত্রে নিজেকে বিকশিত করতে সক্ষম হয়েছে।)

## চৌকো হাত

চৌকো হাত বা ব্যবহারিক হাত। এই হাতটি বেশ পরিষ্কার ভাবেই চৌকো। এই হাতটি মণিবন্ধের নিকট চৌকো দেখায়। আঙ্গুলের তলদেশ চৌকো চৌকো দেখায় এমন কি নখগুলিও চৌকো দেখায়।

এই ধরনের হাতের লোকেরা সচরাচর ধীর, স্থির ও ব্যবহারিক জ্ঞান যথেষ্ট পরিমাণে থাকবে। এই ধরনের লোকই সাধারণত বেশি দেখা যায়। এই ধরনের লোকের দৃষ্টিভঙ্গী গতানুগতিক। এঁরা আইন শৃঙ্খলা মেনে চলেন। পরিকল্পনা করে কাজ করতে ভাল বাসেন।


চৌকো হাত

এঁরা যা কিছু করেন বেশ গুছিয়ে সুশৃঙ্খল ভাবে করেন। এঁরা ঝগড়াটে নন কিন্তু একগুঁয়ে হতে পারেন। এঁরা যুক্তি এবং যৌক্তিকতা পছন্দ করেন এবং যে জিনিস তাঁরা বুঝতে পারছেন না তার দিকে একটু সন্দেহের চোখে দেখেন। এঁরা নতুন কোন লোকের সঙ্গে সহজে আলাপ করতে পারেন না। এঁরা সচরাচর ধীরে ধীরে ভেবে চিন্তে কথা বলেন। এঁরা হন ধৈর্যশীল এবং আজ্ঞাবহ। ঠিক এই কারণেই আজ্ঞাবহ সৈন্য এবং সরকারী চাকুরীয়া হিসাবে ভাল নাম করতে পারেন। স্নেহ-প্রীতির ব্যাপারে খুব একটা উচ্ছ্বাস এঁরা দেখান না, কিন্তু হিসাবে নির্ভরযোগ্য এবং বিশ্বাসী হন।

এঁদের সব চেয়ে বড় দোষ হচ্ছে এঁরা সর্বদা মাপকাঠির ওপর চলেন এবং যা বুঝতে পারেন না তাকে বিশ্বাস করতে চান না। এই ধরনের হাতে খুব কম রেখা থাকে। তিনটি প্রধান রেখা ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাওয়া যায় না। শিরোরেখা সোজা

এবং ছোট হয়। এই রেখা যদি চন্দ্রের দিকে ঢাল্ন হয়ে যায় তবে জাতকের শিল্প কল্পনাপ্রবণ মন হয়ে থাকে।

অনেক সময় দেখা যায় অনেক বড় বড় ব্যবসাদার যখন অনেক পয়সার মালিক হয়ে যায় তখন তার নিজের বাড়ীতে বা ব্যবসার স্থানে রকমারি স্নন্দর ছবি সাজিয়ে রাখে। এর একমাত্র কারণই হচ্ছে তার শিরোরেখা চন্দ্রের দিকে ঢলে পড়েছে বলে অর্থাৎ কল্পনাপ্রবণ মন বলে।

## চৌকো ছোট আঙ্গ্নল য্নক্ত চৌকা হাত

এই ধরনের হাতসবই প্রায়ই দেখতে পাওয়া যায়। করতল আঙ্গ্নলের চেয়ে সচরাচর ছোট এবং ভোঁতা ধরনের এবং বেশি লোকের দ্নষ্টি আকর্ষণ করে থাকে। এই ধরনের লোকের মধ্যে প্রায় সত্যিকারের বস্তুতান্ত্রিক ব্যক্তির সাক্ষাৎ মেলে, যার কোন দ্নরদ্নষ্টি নেই, কোন আদর্শবাদিতা নেই এবং সন্দেহপ্রবণ। যতক্ষণ নিজে না দেখছেন ততক্ষণ কোন কিছ্ন বিশ্বাস করেন না।

এই ধরনের লোকের হাতে আয়্নরেখা, শিরোরেখা এবং হৃদয় রেখা ছাড়া আর কোন রেখা দেখতে পাওয়া যায় না। অন্য কোন রেখা যদিও থাকে তা খ্নবই অস্পষ্ট। এই ধরনের লোক নিজেদের ব্নদ্ধি ব্নত্তির বাইরে কোন কিছ্নই বিশ্বাস করতে চান না। এ'রা সবরকম আধ্যাত্মিকতা বর্জন করেন এবং ঠাকুর দেবতাকে বিশ্বাস করেন না, ভক্তি করেন না। এই শ্রেণীর লোকেরা ধীরে ধীরে অর্থ সঞ্চয় করে ধনকুবের হতে ভালবাসেন। এটাই তাঁদের কাছে দেবতা স্বর্নপ। এই অর্থ সঞ্চয়টাও করেন এ'রা কোন প্রতিভা দিয়ে নয় শ্নধ্ন মাত্র ইচ্ছা শক্তির দ্বারা।

## লম্বা চৌকো আঙ্গ্নল য্নক্ত চৌকো হাত

এই ধরনের হাত আরও উন্নত মানসিকতা নির্দেশ করে। এই রকম হাতে যদি দীর্ঘ শিরোরেখা থাকে, তবে তিনি বৈজ্ঞানিক, চিকিৎসক, শল্য-চিকিৎসক, আইনজ্ঞ ও বিচারক হতে পারেন।

## দার্শনিক আঙ্গ্নল য্নক্ত চৌকো হাত

এই ধরনের হাতে প্রায়ই লম্বা আঙ্গ্নল কিন্তু গ্রন্থিয্নক্ত হাতে পাওয়া যায়। প্নর্বেকার চেয়ে এই ধরনের মানসিকতা আরও উচ্চ ধরনের হয়। একে একদিকে ব্যবহারিক অন্যদিকে দার্শনিক বলা যেতে পারে।

এই ধরনের হাতের লোকেরা চমৎকার স্থপতিবিদ, অঙ্কশাস্ত্রে স্ন-পণ্ডিত এবং বৈজ্ঞানিক বিষয়ে গবেষণায় ব্যস্ত থাকেন। এ'রা জীবিকা হিসাবে ব্যবসার বদলে অন্য কোন রকম ব্নত্তিতে আত্মনিয়োগ করেন। এ'রা ঐশ্বর্য ভালবাসেন না বা অর্থ

সঞ্চয় করতে ভালবাসেন না। এ'দের সাহিত্য সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান থাকে এবং এ বিষয়ে এ'রা লিখতেও ভালবাসেন।

### স্থূলাগ্র আঙ্গুল যুক্ত চৌকো হাত

এই ধরনের আঙ্গুল সমান ভাবে থাকে না। যেন একটার সঙ্গে অপরটার কোন সম্পর্ক নেই। আঙ্গুলগুলি সহজে এদিক-ওদিক করানো যায়। এই শ্রেণীর হাতের লোকেদের আবিষ্কারক মন হয় এবং করতলটি চৌকো বলে এদের নজর থাকে ব্যবহারিক জগতের দিকে।

আবিষ্কারগুলি সচরাচর হয় এ'দের বেশ প্রয়োজনীয়। যেমন—কৃষির জন্য যন্ত্রপাতি, ছাপাবার যন্ত্রপাতি, নানা রকম কারিগরী বিদ্যায় এবং বড় বড় পরিকল্পনার রূপদানে বিশেষ ভাবে সাফল্য লাভ করে থাকেন। 'অসম্ভব' কথাটি যেন এ'দের পক্ষে বিরাট শত্রু বলে মনে হয়।

এই ধরনের লোকের হাতে যদি দীর্ঘ শিরোরেখা থাকে তবে তাঁদের মতলব সব সময় সফল হবে। শিরোরেখাটি যদি ছোট এবং কর্কশ হয়, তবে তাঁরা একটু খামখেয়ালী হবেন এবং তাঁদের আবিষ্কার সম্বন্ধে চিন্তা পূর্ণতা অর্জন করতে পারবে না।

### কৌণিক আঙ্গুল যুক্ত চৌকো হাত

ব্যবহারিক এবং শিল্পী এই দুই ধরনের সংমিশ্রণে এই হাত। এই হাতের লোকেদের কৌণিক বা শুধু শিল্পী হাতের চেয়ে বেশি সাফল্য এনে থাকে। এই সংমিশ্রণ হাতের লোকেদের নজর থাকে সঙ্গীত ও সঙ্গীত রচনা বা সাহিত্য থেকে প্রচুর খ্যাতি অর্জনের জন্য। ব্যবহারিক হচ্ছে স্থির বুদ্ধি বা মস্তিষ্ক এবং জ্ঞান আর শিল্পী হচ্ছে শিল্পসুলভ দৃষ্টিভঙ্গী, এই দুইয়ের সংমিশ্রণ। অতএব এই ধরনের হাতের লোকদের এই দুইয়ের সংমিশ্রণের কাজে প্রভূত উন্নতির আশা থাকে। কৌণিক আঙ্গুল যুক্ত চৌকো হাত সাধারণত লেখক এবং সঙ্গীতজ্ঞদের মধ্যে পাওয়া যায়।

### আধ্যাত্মিক আঙ্গুল যুক্ত চৌকো হাত

এই শ্রেণীর হাত সচরাচর খুব কমই দেখা যায়। যদিও কখনও দেখা যায় তাঁদের চারিত্রিক কাঠামো ব্যবহারিক জ্ঞানবিশিষ্ট কিন্তু উত্তেজনার মধ্যে প্রচণ্ড রকম আদর্শ-বাদিতা প্রকাশ পায়। কিন্তু পরস্পর বিরোধী মানসিকতার জন্য জীবনে সাফল্য লাভ করা ভয়ানক কষ্টকর।

### মিশ্র আঙ্গুল যুক্ত চৌকো হাত

এই ধরনের হাত প্রায়ই দেখা যায়। এ হাতে কিছু কিছু আঙ্গুলগুলির সবগুলিই আলাদা আলাদা গড়নের। সাধারণত প্রথম আঙ্গুলটি দীর্ঘ, গোল এবং শেষের দিকে

ছুঁচলো, যেন কৌণিক শ্রেণীর আঙ্গুল, দ্বিতীয় বা শনির আঙ্গুলটি পরিষ্কারভাবে চৌকো, তৃতীয়টি স্থূলাগ্র, চতুর্থটি দার্শনিক বা এমন কি আধ্যাত্মিক বৃদ্ধাঙ্গুলিটি নমনীয় বা অনমনীয়। এই রকম মিশ্র হাত নানারকমের অভিজ্ঞতা ও প্রতিভার অধিকারী হয়। এ ধরনের হাতের অধিকারীরা গভীর জ্ঞানের সঙ্গে কথা বলতে পারেন। তবে এঁদের একমাত্র দোষ হলো কোন জিনিসের লক্ষ্যের স্থিরতা থাকে না

## স্থূলাগ্র হাত

স্থূলাগ্র হাত বা অনুভূতিপ্রবণ হাতকে কর্মী হাতও বলে। এই শ্রেণীর হাত চৌকো হাতের মত নয়। এই শ্রেণীর হাত মণিবন্ধ বা ওপরদিকে আঙ্গুলগুলির নিম্নে চওড়া হয়।

যদি মনে হয় এই চওড়া ভাবটা মণিবন্ধের নিকট তাহলে করতল একটুখানি ঝুঁকে আঙ্গুলের ক্ষেত্রের দিকে হেলে থাকে। অন্যদিকে আঙ্গুলের তলদেশ যদি চওড়া হয়, তবে হাতটি মণিবন্ধের দিকে থাকে।

স্থূলাগ্র হাত যদি শক্ত হয়, তবে এমন এক ধরনের স্বভাব হয় যা চৌকো হাতের চেয়ে একেবারে বিভিন্ন। এই শ্রেণীর হাতের লোক একটু খেয়ালী মেজাজী ও সব সময় তিরিক্ষে হয়ে থাকে। এঁদের মন হয় উত্তেজনাপ্রবণ। যদি এই ধরনের লোকের হাতে সোজা শিরোরেখা থাকে, তবে এঁদের খেয়ালী ভাব থেকে কিছুটা নিষ্কৃতি দেয়। এ ধরনের হাতের লোকেদের কর্মে আসক্তি থাকে প্রবল। এই ধরনের হাতের লোকেরা বেশিরভাগ নাবিক হয় এবং আবিষ্কারক হয়। যে ধরনের আবহাওয়ার মধ্যেই এই ধরনের লোক জন্মান না কেন এঁরা নিজস্ব প্রভাব বিস্তার করবেন। এই রকম লোকেরা সচরাচর বহু বৎসর পরে যে চিন্তাধারা আসবে তার প্রতিভূস্বরূপ পরবর্তী বংশধররা লাভবান হবেন।



স্থূলাগ্র হাত

স্থূলাগ্র হাতটি যদি নরম ও থলথলে হয়, তবে যে গুণাবলীর কথা উল্লেখ করেছি, তা সুপ্ত অবস্থায় রয়ে যায়। এককথায় বলা যেতে পারে তাঁর প্রতিভা আছে কিন্তু বিকাশ হওয়ার সুযোগ পায় না, এঁরা খুব একটা পরিশ্রম করতে পারে না। এই ধরনের হাতের আঙ্গুলের তলদেশের কাছটিতে যদি চওড়া হয়ে থাকে, তবে সে জাতকের

ব্যবহারিক জ্ঞান বেশি থাকে। তিনি যদি আবিষ্কারক হন তবে তিনি তাঁর প্রতিভাকে কাজে লাগিয়ে দেবেন।

## দার্শনিক হাত

দার্শনিক বা Philosophic শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হচ্ছে (গ্রীক ভাষার অর্থ) Philos মানে love এবং Sophic শব্দের অর্থ হচ্ছে 'জ্ঞান'। প্রাচীন গ্রীক সভ্যতার সময় মুনিরা বা শিক্ষাবিদ্‌রা উপলব্ধি করেছিলেন যে, আঙ্গুলের পর্বে যাঁদের গাঁট থাকে তাঁরা চিন্তাশীল, তথ্যানুসন্ধানী এবং অন্তর্মুখী হয়ে থাকেন।

আমরা ঠিক উপলব্ধি করতে পারিনা যে, কতদিন ধরে দেখে তাঁরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে যাঁদের গাঁট নেই তাঁরা মুহূর্তের মধ্যে ঝোঁকের মাথায় কোন কাজে সিদ্ধান্ত নিয়ে বসেন। অন্য দিকে এই গাঁটগুলি যাঁদের হাতে পরিস্ফুট তাঁরা অনেক ভেবে চিন্তে সিদ্ধান্তে আসেন। শেষোক্ত শ্রেণীর লোকেদের জীবন সম্বন্ধে দৃষ্টিভঙ্গী দার্শনিক ভাবাপন্ন হয়। সেই কারণে এই শ্রেণীর হাতকে দার্শনিক হাত বলে। এই শ্রেণীর হাতের গঠন খুব চট্ করে ধরা যায়। এই শ্রেণীর হাত হয় দীর্ঘ, কৌণিক, আঙ্গুলগুলি দীর্ঘ, গাঁটগুলি খুব স্পষ্ট এবং সচরাচর নখগুলি বা নখের পর্বটি চৌকো হাতের নখের পর্বের চেয়ে বড় দেখতে হয়।



দার্শনিক হাত

জাগতিক সাফল্যের দিকে এই ধরনের হাত খুব একটা শুভ হয় না। এই শ্রেণীর হাতের লোক হয়তো জ্ঞান সঞ্চয় করতে পারেন, কিন্তু খুব কম ক্ষেত্রেই অর্থ সংগ্রহ করতে পারেন। দার্শনিক শ্রেণীর লোকেরা বা ছাত্ররা বেশীরভাগ সময় গভীরভাবে চিন্তা করতে ভালবাসেন এবং কোন বিশিষ্ট বিদ্যার চর্চা করে জ্ঞান অর্জন করতে ভালবাসেন। এঁদের মধ্যে দেখা যায় যাঁরা অনেকেই প্রাচীন মিশর নিয়ে পড়াশুনা করছেন বা অনুসন্ধানে ব্যস্ত আছেন, একটি মৃত ভাষার চিহ্ন নিয়ে হয়তো তথ্য অনুসন্ধানে ব্যস্ত আছেন, হয়তো অনেক অধ্যাপক গবেষণায় রত আছেন। এঁরা ব্যবহারিক জগতের চেয়ে চিন্তা জগতে বাস করেন বেশি। এঁরা হয়তো ব্যবহারিক জগতের নির্মাতা হ্রাস করবার জন্য সৃষ্টি হয়েছেন। ঋষি, সংসার ত্যাগী সাধু প্রকৃতির লোকদের মধ্যেও এই শ্রেণীর হাত পরিলক্ষিত হয়।

ভারতবর্ষে এবং দূর প্রাচ্যে, যেখানে এই দার্শনিক হাত তার উন্নতির জন্য অনুকূল পরিবেশ পায় সেইখানেই এই ধরনের হাতের লোক বেশিরভাগ দেখা যায়। যুক্তরাষ্ট্র, ইংলণ্ড এবং ইউরোপে এই ধরনের হাতের অধিকারী হচ্ছেন—আব্রাহাম লিংকন, লংফেলো, এমারসন, শেলী, ব্রাউনিং এবং টেনিসন এমন কি কার্ডিনাল নিউম্যান, কার্ডিনাল ম্যানিং এবং 'স্বর্গীয় পোপ লিও ত্রয়োদশ যাঁদের হাত ছিল দার্শনিক হাত।

অ্যাসব্রেচ্ট্ ডুরের প্রসিদ্ধ 'প্রার্থনার হাত' চিত্রে এই শ্রেণীর হাতের রহস্যময়তা প্রতিটি তুলির টানেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বিশেষভাবে দার্শনিক হাতের অধিকারীরা স্বল্পবাক, গোপনতা প্রিয়, গভীরভাবে চিন্তা করবার ক্ষমতার অধিকারী, ছোট ছোট কথা ব্যবহার করার সময়ও যাঁরা যত্নবান এবং পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিবেচনা করেন।

এই রকম লোকদের বোঝা বা নিকটে যাওয়া শক্ত। অত্যন্ত স্পর্শশীল এই ব্যক্তিরা কোনরকম কঠোরতা বা অহেতুক কৌতূহলের মধ্যে পড়লে নিজেদের মধ্যে নিজেকে গুটিয়ে ফেলেন। এঁদের আত্মসম্মান বোধ প্রখর থাকে। দার্শনিক হাতের লোকেদের মধ্যে ভাগ্যবাদীতা খুব বেশি, ভাগ্যরেখা খুব স্পষ্ট পরিষ্কারভাবে আঁকা থাকে। এই শ্রেণীর হাতের রেখাগুলি খুব গভীর হয় না। এর কোন শাখা বা প্রভাবকারী রেখা থাকে না। এই রকম হাতে রবিরেখা খুব কমই দেখা যায়। দার্শনিক শ্রেণীর লোকেরা নিজেদের সম্মানের জন্য লালায়িত হয় না। এঁদের পুরস্কার হচ্ছে এঁদের অন্তরের মধ্যে।

## কৌণিক হাত

কৌণিক হাতকে শিল্পী হাতও বলা চলে। কারণ এর গঠন এত সুন্দর, আঙ্গুলগুলিও গোল এবং ধীরে ধীরে ক্রমশ সরু হয়েছে। এ ধরনের হাতের লোকেরা সৌন্দর্যপ্রিয় হয়। শিল্পীসুলভ মনোভাব থাকে। যদিও তাঁদের মধ্যে সৃষ্টি করার প্রতিভা নাও থাকতে পারে। তাঁরা যদি কোনরকম কলা, অঙ্কন, নক্সা ও সঙ্গীত বা সাহিত্যে লিপ্ত থাকেন তবে তাঁরা যেন উচ্ছ্বাসের বশে তা সমাপ্ত করে থাকেন। এক ভাবে লেগে থাকতে পারেন না।

এঁদের চিন্তা বহুমুখী হয় এবং এঁরা সব জিনিসেরই কিছু কিছু করে থাকেন। ভাল ভাবে, সম্পূর্ণ কোন কাজই করতে পারেন না, তবে এঁদের শিরোরেখা যদি না উচ্চস্তরের হয়। এই ধরনের হাত সাধারণতঃ গোল, ভরাট এবং নরম হয়। এঁদের মধ্যে যাঁদের হাত একটু শক্ত ধরনের তাঁদের সাফল্যের সম্ভাবনা থাকে বেশি।

কৌণিক শ্রেণীর লোকেরা লোকজনের মধ্যে বেশ দৃষ্টান্তস্বরূপ হয়ে থাকেন বিশেষ করে যদি তাঁরা অপরিচিত হন বা যাঁদের সঙ্গে তাঁদের প্রথম দেখা সাক্ষাৎ হচ্ছে। এরা নতুন রং-এ মেতে থাকতে ভালবাসেন। যেমন—নাচ, গান, খানা-পিনা, সৌন্দর্যের আতিশয্যে ভরপুর হয়ে জীবন কাটাতে ভালবাসেন। এঁরা কথাবার্তা বলতে ভাল-বাসেন। কিন্তু তাঁদের জ্ঞান ওপর ওপর, অন্তর্নিহিত নয়। এঁরা যুক্তি অপেক্ষা তাৎক্ষণিক প্রবৃত্তি, জ্ঞানের বদলে দৈবানুভূতি প্রয়োগ বেশি করেন। এঁরা বাক্যের চাতুর্যে নিজের দোষ-ত্রুটি লুকিয়ে ফেলতে চেষ্টা করেন। এঁরা একটু কুঁড়ে-বা

আরামপ্রিয়হীন। এঁরা নিজেদের ব্যক্তিগত সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যাপারে অত্যন্ত স্বার্থপর কিন্তু টাকা-পয়সার ব্যাপারে ভয়ানক উদার। যে পরিবেশে এঁরা বসবাস করেন সেই পরিবেশের প্রভাব বেশি পড়ে। সঙ্গীত, আনন্দ, এবং দুঃখে এঁরা অত্যন্ত অভিভূত হয়ে পড়েন।



কৌণিক হাত

কিন্তু কৌণিক হাতটি যদি শক্ত ও স্থিতিস্থাপকতা গুণবিশিষ্ট হয় এবং শিরোরেখাটি গভীরভাবে চিহ্নিত থাকে, বিশেষ করে যদি এ রেখা সোজা বা সরু হয়, তবে এই ধরনের মহিলারা যতদিন তাঁদের আকর্ষণী শক্তি বা সৌন্দর্য বজায় থাকবে ততদিন বেশ মেজাজের সঙ্গে জীবন অতিবাহিত করবেন।

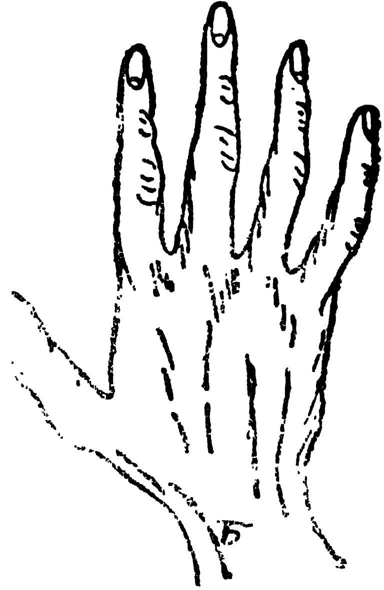
এই শ্রেণীর হাতে যদি শিরোরেখা এবং আয়ুরেখার মধ্যে ফাঁক থাকে, তাঁদের উচ্চাকাঙ্খা থাকে এবং তাঁরা যা কিছু করেন যেন তার মধ্যে একটা অভিনয়ের ভাব থাকে। সেই কারণের জন্য এই শ্রেণীর হাতের লোকদের মধ্যে গায়ক-গায়িকা, অভিনেতা-অভিনেত্রীর সন্ধান পাওয়া যায়। তবে এরাঁ যা কিছু করেন সবই উচ্ছ্বাসের মধ্যে কবেন কোন গভীরতার মধ্যে যান না। এই শ্রেণীর লোকেদের মধ্যে একটি সুন্দর উদাহরণ হচ্ছে উইলিয়াম-জেনিংস ব্রাইয়ানট, যাঁকে যুক্তরাষ্ট্রের 'রৌপ্য জিহ্বা' বিশিষ্ট বক্তা বলে অভিহিত করা হতো। তাঁর ছিল সুন্দর শিরোরেখা বিশিষ্ট কৌণিক হাত। শিরোরেখা চন্দ্রের ক্ষেত্রের দিকে কিছুটা ঢালু হয়ে গিয়েছিল বলে তাঁকে কিছুটা কল্পনাপ্রবণও করেছিল।

সর্বদা মনে রাখা উচিত যে, হাতের গঠন থেকে জাতকের স্বভাব ও চরিত্রের নির্দেশ পাওয়া যায়। কৌণিক হাতের ভাগ্যরেখা এবং রবি রেখা সাধারণত অন্যান্য শ্রেণীর চেয়ে এ শ্রেণীতে বিশেষত্বপূর্ণভাবে থাকে। এই লোকেরা তাঁদের ভাগ্যের নিয়ন্তা নন—ভাগ্যের শিশু।

## আধ্যাত্মিক হাত

আধ্যাত্মিক হাত অন্যান্য হাতের চেয়ে দেখতে সুন্দর। কিন্তু এঁরা জাগতিক ব্যাপারে দুর্ভাগা। 'আধ্যাত্মিক' এই নাম থেকে বুঝতে পারা যায় যে এঁদের আত্মার সঙ্গে সম্পর্ক বেশি। বর্তমান সভ্য জগতে আধ্যাত্মিক শ্রেণীর হাতওলা লোকেদের সন্ধান

মেলে খুব কম। এর একটা কারণও আছে। এ'দের স্বপ্নময় নিষ্কলঙ্কতা, মানসিক আধ্যাত্মিকতার দাম বর্তমান জগত দিতে জানে না। তবে বর্তমান জগতে একেবারে হুবহু আধ্যাত্মিক হাতের সঙ্গে না মিললেও কিছু কিছু পুরুষ এবং নারীর হাত এই আধ্যাত্মিক হাতের সঙ্গে কিছু কিছু মিল দেখতে পাওয়া যায়।



আধ্যাত্মিক হাত

এই শ্রেণীর হাত দেখতে লম্বা, সরু, এবং পাতলা। আঙ্গুলগুলি ক্রমশঃ সরু হয়েছে। এদের নখগুলি হয় বাদামের মত। আঙ্গুলের ডগাগুলি ছুঁচলো। যাঁদের আধ্যাত্মিক শ্রেণীর হাত কিংবা অনেকটা ঐ ধরনের, তাঁদের আদর্শবাদী ব্যক্তিত্ব। তাঁরা ব্যবহারে অত্যন্ত নরম, অল্পে রেগে ওঠেন না। এ'রা সহজে নিজের কথা অপরকে বলেন এবং ঠিক সেই কারণেই তাঁদের লোকে ঠকাতে পারে। এ'রা অপরের দ্বারা সহজেই প্রভাবিত হন। ভুল লোককে ভালবেসে জীবনে এমন একটা পরিস্থিতির মধ্যে পড়েন যে একমাত্র মৃত্যু ছাড়া তাঁদের আর গতি থাকে না।

এই শ্রেণীর লোকেরা অত্যন্ত ধার্মিক হন। তাঁদের চরিত্রে দুটো ধারা থাকে। একটি ভক্তি অপরটি ভাবাবেগ। এ'রা অত্যন্ত স্পর্শশীল। এ'রা অনুভূতিপ্রবণ কিন্তু তা প্রকাশ করতে পারেন না। এ'দের সাধারণ মানুষ বুঝতে পারে না। নিঃসঙ্গতা এ'দের যেন বার বার দংশন করে।

আধ্যাত্মিক হাতের শিরোরেখা আয়ুরেখার সঙ্গে একেবারে লেগে থাকে। সেই কারণেই যতটা আত্মবিশ্বাস এ'দের থাকা দরকার ততটা থাকে না। এ'দের শিরোরেখাটি দেখা যায় অনেকটা আত্মহত্যাকারিণীর হাতের মত।

ঠিক এই কারণেই যদি এইরকম হাত কোন মহিলার হয় তবে সে জীবন যুদ্ধে হেরে গিয়ে পরলোকে চলে যেতে চান বা যান।

## মিশ্র হাত

মিশ্র হাত কেন বলা হয়েছে? কারণ এই শ্রেণীর হাত চৌকো, সূচ্যগ্র, কৌণিক, দার্শনিক বা আধ্যাত্মিক ঠিক কোন হাতের সঙ্গেই হুবহু মিল থাকে না বলে একে মিশ্র

শ্রেণীর হাত বলা হয়। ঠিক ঐ একই কারণে হাতের আঙ্গুলগুলি ভিন্ন ভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে।

পুরুষ অথবা মহিলা যাঁদের এই শ্রেণীর হাত তাঁদের অনেক বিষয়ে অভিজ্ঞতা থাকে। এঁদের উদ্দেশ্যের পরিবর্তন খুব ঘন ঘন হয়। চট্ করে নিজেদের বিভিন্ন পরিবেশের মধ্যে মানিয়ে নিতে পারেন। ঠিক এই কারণেই নিজেদের উত্থান-পতন অন্য সব হাতের লোকেদের মত বুঝতে পারেন না।

মিশ্র হাতের ভাগ্যরেখা এবং রবিরেখা সাধারণতঃ খুব স্পষ্টভাবে থাকে এবং এই ধরনের ব্যক্তিরা ভাগ্য এবং অদৃষ্টের সম্ভাবনায় বিশেষ করে বিশ্বাস করেন।

এই ধরনের হাত জুয়াড়ীর মধ্যেও পাওয়া যায়।

### বিভিন্ন জাতির ( Nations ) হাতের গঠন

পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির ক্ষেত্রে হাতের বিশেষ বিশেষ গঠনের একটি প্রবণতা দেখা যায়। এক এক দেশের এক এক জাতির হাতের গড়ন এক এক ধরনের বেশি দেখা যায়। এ যেন প্রকৃতি দেবীর এক বিচিত্র বিধান। আমরা বিভিন্ন দেশের জাতির ক্ষেত্রে কোন্ কোন্ ধরনের হাত বেশি দেখা যায়, তা বর্ণনা করছি—



মিশ্র হাত

#### সাধারণ হাত

সুসভ্য জাতির লোকেদের এই ধরনের হাত খুব কমই দেখা যায়। প্রাচীন জাতিদের মধ্যে এই ধরনের হাত দেখতে পাওয়া যায়। খুব বেশি ঠাণ্ডা দেশের লোকদের মধ্যে কখনো এইরূপ হাত দেখা যায়। এস্কিমো, থাইল্যাণ্ড, ল্যাপল্যাণ্ড, সাইবেরিয়া প্রভৃতি দেশের লোকদের মধ্যে এটি বেশি দেখা যায়। ভারতের বুকে সাঁওতাল, কোল, নাগা, কুকী প্রভৃতি জাতিদের মধ্যে এরূপ হাত দেখা যায়। এদের মধ্যে আবেগ কম, এরা শ্রমশীল এবং কিছু Brutal ধরনের হয়।

#### চৌকো হাত

ইউরোপের সুইডেন, ডেনমার্ক, পর্তুগাল, ইংল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশে এই ধরনের হাত বেশি দেখা যায়। এরা আইন, নিয়ম-শৃঙ্খলা প্রভৃতি ভালবাসে। এরা কর্মী ও বাস্তববাদী হয়।

পৃথিবীর সব সভ্য দেশেই এই ধরনের হাত দেখা যায়। এরা শিক্ষিত, শ্রমশীল, বুদ্ধিমান তবে প্রত্যক্ষ কাজ খুব ভালবাসে। আবেগ, শিল্প প্রভৃতির দিকে ঝোঁক কম। এরা ভাল ইঞ্জিনীয়ার, কণ্ট্রাক্টর, সার্জন, উকিল প্রভৃতি হতে পারে।

## দার্শনিক হাত

এই ধরনের হাত প্রাচ্য দেশের লোকের মধ্যে বেশি দেখা যায়। ইউরোপেও যারা বেশি ধর্ম বা দর্শন প্রভৃতি নিয়ে চর্চা করে, তাদের হাত এই ধরনের হয়। এদের মধ্যে দৈবিক বা আধিভৌতিক দিকে মেশা বা আগ্রহ প্রবল থাকে। ভারত, আরব, পারস্য, তিব্বত, মিশর প্রভৃতি দেশে এই ধরনের হাত বেশি দেখা যায়।

## কৌণিক হাত বা শিল্পী হাত

দক্ষিণ ইউরোপের লোকদের মধ্যে এই হাত বেশি দেখা যায়। বিশ্বের নানা দেশে এই জাতীয় হাত প্রচুর দেখা যায়। গ্রীক, ইতালী, স্পেন, ফ্রান্স, আয়ার্ল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশের লোকেদের এই ধরনের হাত বেশি দেখা যায়।

এরা অতিরিক্ত আবেগপ্রবণ হয়, ভাবপ্রবণতা এদের মধ্যে বেশি থাকে।

## স্থূলাগ্র হাত বা স্প্যাচুলেট হাত

আমেরিকার লোকদের মধ্যে এই ধরনের হাত বেশি দেখতে পাওয়া যায়। বিভিন্ন মিশ্র জাতির মধ্যে এই ধরনের হাত বেশি দেখা যায়। এদের মন সব সময় পরিবর্তনশীল হয়ে থাকে।

## আদর্শবাদী বা সাইকিক্ হাত

বিশ্বের সব দেশেই কিছু কিছু আদর্শবাদী লোক থাকে—যারা দেশ ও দশের জন্য প্রাণ দিতে পারে। মানুষের জন্য ত্যাগ স্বীকারে যারা আনন্দ পায় তাদের হাত এমন হয়। এরা জ্ঞানী হয়। তবে তা সত্ত্বেও আদর্শবাদ এদের ধর্ম। অনেকে ধর্মের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করে।

## মিশ্র হাত

মিশ্র হাত বিশ্বের বিভিন্ন দেশে পাওয়া যায়। এটি হলো নানা ধরনের ভাব যাদের মধ্যে থাকে তাদের হাত, বিশ্বের প্রায় সব দেশে মিশ্র হাত দেখা যায়। এরা কিছুটা আবেগপ্রবণ, কিছু কর্মী, কিছু বা ভাবপ্রবণ। তবে মনের ব্যালেন্স অনেক সময় কম থাকতে পারে।

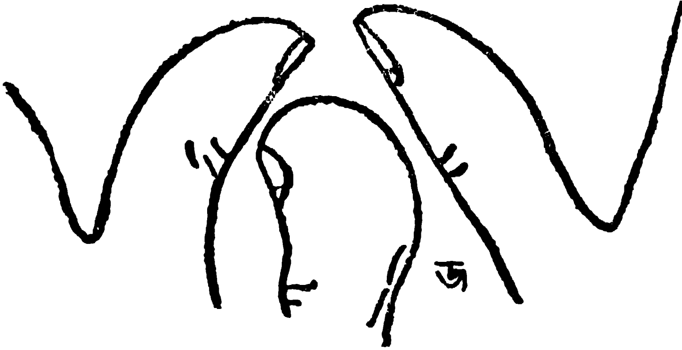
## দ্বিতীয় অধ্যায়

### বৃদ্ধ আঙ্গুল ও তার বৈশিষ্ট্য

গভীর ভাবাবেগ এবং একটি বিশেষ বৈজ্ঞানিক স্বচ্ছ দৃষ্টি নিয়ে হস্তরেখা বিদ্যা অনুশীলন ও চর্চা করতে গেলে হাতে বৃদ্ধাঙ্গুলের দিকে আপনার আবেগকে অর্পণ করতেই হবে।

প্রাচ্যদেশে বন্দীরা নিজেদের বৃদ্ধাঙ্গুল অন্য আঙ্গুলের মধ্যে লুকিয়ে ফেলে ক্ষমা প্রার্থনা করে। ধর্মে বৃদ্ধাঙ্গুলের একটা তাৎপর্য আছে। ক্যাথলিক ও প্রোটেস্ট্যান্ট চার্চগুলিতে আশীর্বাদ দেওয়া হয়, বৃদ্ধাঙ্গুল এবং তার পাশাপাশি আরও দুই আঙ্গুল দিয়ে। এর ব্যাখ্যা হলো, বৃদ্ধাঙ্গুল নির্দেশ করছে ভগবানকে, প্রথমাঙ্গুল অর্থাৎ তর্জ্জনী নির্দেশ করছে যীশুখৃষ্টকে যিনি ভগবানের প্রতিভূস্বরূপ, দ্বিতীয়া আঙ্গুল অর্থাৎ মধ্যমা নির্দেশ দিচ্ছে আত্মাকে যিনি সব সময় যীশুখৃষ্টকে তত্ত্বাবধান করেন।

গীর্জায় প্রাচীন নিয়মানুষ্ঠানে লেখা আছে যে, দীক্ষা দান করার সময় সব সময় বৃদ্ধাঙ্গুল দিয়ে ক্রুশ চিহ্ন করতে হবে। চিকিৎসাশাস্ত্রে বৃদ্ধাঙ্গুলের প্রয়োজনীয়তার




বৃদ্ধাঙ্গুল

বিষয়ে অনেক প্রমাণ আছে। কিন্তু এর মধ্যে সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ হচ্ছে মস্তিষ্কের বৃদ্ধাঙ্গুল কেন্দ্র। স্নায়ু বিশেষজ্ঞদের কাছে এটি অজানা নয় যে তাঁরা* বৃদ্ধাঙ্গুল দেখেই বলে দিতে পারেন যে রুগী পক্ষাঘাত দ্বারা আক্রান্ত হবে কিনা বা শরীরের অন্য কোন অংশে দোষ আছে কিনা এইসব প্রবণতা বৃদ্ধাঙ্গুল বহুদিন পূর্ব থেকেই নির্দেশ করে।

এইভাবে জ্ঞান অর্জন করে মস্তিষ্কের বৃদ্ধাঙ্গুল কেন্দ্রে অপারেশন করা যায় এবং যদি তা সফল হয় তবে রোগীকে আগত পক্ষাঘাত থেকে রক্ষা করা যায়।

ডাঃ ফ্রান্সিস্ গ্যালটন সর্বপ্রথম ইহা নির্ভুলভাবে দেখিয়েছিলেন। স্কটল্যাণ্ড পুলিশ প্রধানদের কাছে প্রমাণ করেছিলেন অপরাধীদের বৃদ্ধাঙ্গুল এবং আঙ্গুলের ছাপ থেকে ধরা যায়।

প্রত্যেক দেশের পুলিশরা প্রয়োজনীয় নির্দেশ মতো অপরাধীদের মানসিক প্রবণতা সম্বন্ধে বুঝতে পেতে পারেন যদি সব হাত পরীক্ষা করা যায় বা হাতের ছাপ নেওয়া হয়।

* ।। মানুষের বৃদ্ধাঙ্গুল অপরাধ বিজ্ঞানীদের সাহায্য করে ।।—অনুবাদক

আমি আমার এই যুক্তির যৌক্তিকতা যখন হাতে-কলমে দেখালাম স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের প্রধান হাউয়ার্ড ভিসণ্টেকে, তখন তিনি জবাব দিলেন হাত দেখার বিরুদ্ধে জনসাধারণের যে ভীষণ বিরুপতা রয়েছে এ ধরনের পরীক্ষা করা সম্ভব নয়, এই বলে হেসে উঠে বললেন আমার প্রিয় মহাশয়, তুমি যদি এই মতলবে কাজ করো, সমস্ত পুলিশ বাহিনীকে তুমি হস্তরেখাবিদ-এ পরিণত করবে।

যদি কোনদিন কোনও পাঠক কষ্ট করে দেশের যে কোনো পাগলাগারদে যান, তাহলে দেখবেন সহজাত হাবাদের সবারই দুর্বল, সুগঠিত বৃদ্ধাঙ্গুল আছে। প্রকৃত পক্ষে অনেক জায়গায় এরকম দেখা গেছে বৃদ্ধাঙ্গুল গঠনেও উন্নতি প্রাপ্ত হয়নি।

শিশু জন্মাবার পর ধাত্রীরা বৃদ্ধাঙ্গুলটি নজর করে।

শিশু জন্মাবার কিছুদিন পর অবধি হাতের অন্যান্য আঙ্গুলের মধ্যে বৃদ্ধাঙ্গুলটি বেঁধে রাখে।

তাহলে বাল্যকালে শিশুটি রুগ্ন থাকবে। কিন্তু জন্মাবার সাতদিন পর বৃদ্ধাঙ্গুলটি যদি অমনি থাকে তাহলে বলতে হবে তিনি যথেষ্ট যুক্তির সঙ্গেই কল্পনা করেছেন যে শিশুটি মানসিকতায়ও রুগ্ন হওয়া উচিত।

একজন মানুষ যদি মৃত্যুর নিকটবর্তী হয় বৃদ্ধাঙ্গুল সমতা হারিয়ে ফেলে এবং হাতের উপর এসে পড়ে। এটি একটি নির্দেশ যে ইচ্ছাশক্তি যুদ্ধে পরাজয় ঘোষণা করে দিয়েছে।

শিম্পাঞ্জীর হাত, যার সঙ্গে মানব জাতীয় হাতের সবচেয়ে বেশি সম্পর্ক আছে, তা অত্যন্ত ছোট এবং কুগঠিত, এর ডগা বা নখের পর্ব, প্রথমাঙ্গুলের তলদেশ অবধিও প্রায় পেঁছায় না।

দ্বৈত বৃদ্ধাঙ্গুল দেখা যায় চীন দেশের দক্ষিণ ভাগে অনেক লোকের। অন্য কোন জাতের মধ্যে এ জিনিষ বেশি দেখা যায় না।

অনেক ক্ষেত্রে আমি দেখেছি এই দ্বৈত বৃদ্ধাঙ্গুল যাদের আছে, তাদের অপরাধ প্রবণতা বৃদ্ধি করে যার ফলে আইনের সঙ্গে বিবাদ আনে।

আমি পূর্বে হত্যাকারীর প্রবণতা সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বলেছিলাম যারা অসংযত ক্রোধের বশবর্তী হয়ে খুন করে তাদের গদার মত বৃদ্ধাঙ্গুল দেখা যায় (১ চিত্র ৫, ২য় খণ্ড)। যদি শেষ পর্বটি বা নখের পর্বটি শক্ত হয়, অর্থাৎ পেছন দিকে বাঁকে না," তবে সেই ব্যক্তি আরো অনিয়ন্ত্রিত বা অসংযত হতে পারে। এরকম ক্ষেত্রে বৃদ্ধাঙ্গুল নমনীয় হয়ে পিছন দিকে বেঁকে থাকে, এইসব ক্ষেত্রে রক্ষা কবচের কাজ অনেকটা করে।

## নমনীয় বৃদ্ধাঙ্গুল

অনেকক্ষেত্রে দেখা গেছে বৃদ্ধাঙ্গুলের নখের পর্বটি যদি ছোট এবং সুগঠিত হয় তবে এই নির্দেশ পাওয়া গেছে যে পুরুষ বা মহিলার মেজাজ বেশ নরম ও পরিশীলিত হয়।

যদি এর সঙ্গে আবার প্রথম পর্বের নমনীয়তা যুক্ত হয়, তবে মহিলা বা পুরুষ অনিয়ন্ত্রিত ক্রোধের ( ৩ চিত্র ৫, ২য় খণ্ড ) পরিচয় দেবার পূর্বেই অতি সহজেই সব কিছুর কাছে নতি স্বীকার করবেন।

কোনরকম দৃষ্টিকটু ব্যাপার করতে ভয় পান এই বৃদ্ধাঙ্গুলীবিশিষ্ট লোকেরা। সোজা কথা সিনক্রিয়েট করতে চান না। কিন্তু অনমনীয় বৃদ্ধাঙ্গুলীবিশিষ্ট লোকেরা জোর করে যেন তাই করতে চান।

নমনীয় বৃদ্ধাঙ্গুলের লোকদের মন মুক্ত থাকে, তাদের দৃষ্টিভঙ্গি বেশ উদার হয়। তাঁরা অমিতব্যয়ী হন এবং অযথা অর্থব্যয় করেন। চিন্তা থাকে এবং বিবেচনাশীল হন। অনেকেই তাঁদের উপর সুযোগ নেন, কারণ তাঁরা ঝগড়া করেন না এবং কোন কিছুতে বাধা দেন না। তাঁরা অনমনীয় বৃদ্ধাঙ্গুলের লোকদের চেয়ে অপরকে অনেক বিষয় সম্বন্ধে কার্য সমাধানের প্রতিশ্রুতি দেন।

তাঁরা প্রচলিত নিয়ম-কানুনের ও রক্ষণশীলের ধার ধারেন না। সাধারণের মতো ওঁদের নৈতিক মান উচ্চশ্রেণীর হয় না। তাঁরা বেশি উন্মুক্তমনা বলে তাঁরা নিজেদের বা অপরের পথ সমর্থনের কোনরকম ছুতো খুঁজে বার করেন।

এই নমনীয় বৃদ্ধাঙ্গুলের লোকেরা ব্যক্তি এবং অবস্থার সঙ্গে খুব তাড়াতাড়ি খাপ খাইয়ে নেন। তাঁরা সবার সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারেন। খুব তাড়াতাড়ি নতুন পরিবেশ তৈরী করে নিজেকে মিলিয়ে নিতে পারেন। তাঁরা যে কোনো দেশেই যান এবং সেই দেশ নিজেদের করে নেন।

## অনমনীয় বৃদ্ধাঙ্গুল

নমনীয় বৃদ্ধাঙ্গুলের গুণগুলি উল্টো পাওয়া যায়, যাদের হাতে অনমনীয় বৃদ্ধাঙ্গুল দেখা যায় ( ২ চিত্র ৫, ২য় খণ্ড )। অনমনীয় বৃদ্ধাঙ্গুলের লোকেরা অবস্থানুযায়ী লোকদের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারে না। এরা অল্প ভাষী, সতর্ক, গোপনীয়তা, প্রত্যেক বিষয়ে এরা রক্ষণশীল।

তাঁদের উদ্দেশ্য তাঁরা দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি দিয়ে সম্পাদন করেন। তাঁরা যেটুকু পারেন নিজেদের নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখেন, কঠোর হাতে অপরদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে চেষ্টা করেন। এক কথায় এঁরা যতটা অনমনীয়, নমনীয় বৃদ্ধাঙ্গুলের লোকেরা ততটাই নমনীয়।

## নখের প্রথম বা অগ্র পর্ব

নখের প্রথম বা অগ্র পর্বটি যদি বৃদ্ধাঙ্গুলের মতো সুগঠিত হয় ( ৬ চিত্র ৫, ২য় খণ্ড ) তবে বুদ্ধিবৃত্তি এবং বংশের ধারা উন্নত শ্রেণীর মতো হয়। তার চেয়ে যদি এই পর্বটি কর্কশ বা পশুর মতো দেখতে হয়, তবে বুদ্ধিবৃত্তি এবং বংশের ধারা নিম্নশ্রেণীর মতো হয়।

এই নখের পর্বটি যার বেশি ছোট হবে তার তত বেশি নিজের উপর কর্তৃত্ব কম থাকবে।

## দ্বিতীয় বা মধ্য পর্ব

আঙ্গুলের দ্বিতীয় পর্বটি (৬ চিত্র ৫, ২য় খণ্ড) এদের চরিত্র বা মেজাজ অতি প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেয়। এর দুটি বিভিন্ন গঠন প্রণালী আছে।

১। ঢালাই করা বাটির মত দেখতে (৪ চিত্র ৫, ২য় খণ্ড)।

২। পর্বটি একেবারে পূর্ণ, দ্বিতীয় ভাগের সমস্তটাই এক আকারের (৫ চিত্র ৫, ২য় খণ্ড)।

প্রথম শ্রেণীর গঠনটি আরও সূক্ষ্ম বলে যৌক্তিকতা বেশি সেই ব্যক্তির। অপরের সঙ্গে ব্যবহারে অনেক কূটনৈতিকতার পরিচয় দিতে পারেন।

দ্বিতীয় শ্রেণীর অর্থাৎ এই পর্বটি পূর্ণ হলে জোরে কথা বলেন এবং আচার ব্যবহারে কৌশলের অভাব হয়। তিনি কথা বার্তায় স্পষ্টবাদী হন এবং অপরকে সাহায্য করার ব্যাপারে অসহিষ্ণুতার আভাস দেন।

## তৃতীয় পর্ব

আঙ্গুলের তৃতীয় পর্বটি (৬ চিত্র ৫, ২য় খণ্ড) অস্থিপূর্ণ অংশ যেটি শুক্রের ক্ষেত্র রয়েছে। এটা যত বড় হবে তত ইন্দ্রিয়জ অনুভূতির উপর আত্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা বাড়বে। যেন জোর করে হাতটি খোলা হচ্ছে এভাবে হাতটি সম্পূর্ণ উন্মুক্ত করলে করতল যদি সরু হয় বা কুঁকড়ে যায় তাহলে সেই মহিলা বা পুরুষ সুখী ও শান্ত-ভাবে জীবন যাপন করতে চায়।

সৃষ্টির আদিকাল থেকেই বৃদ্ধাঙ্গুল তিনটি ভাগে ভাগ হয়েছে· যে তিনটি শক্তি জগৎকে নিয়ন্ত্রণ করছে—যুক্তি, প্রেম এবং ইচ্ছাশক্তি।

| | |
|---|---|
| প্রথম নখের পর্বটি নির্দেশ করে | —যুক্তি। |
| দ্বিতীয় পর্বটি | —ইচ্ছাশক্তি। |
| তৃতীয় „ | —ইন্দ্রিয়জ প্রেম। |

## করতল—ফাঁপা করতল—বড় এবং ছোট

করতল স্পর্শ করলে স্থিতিস্থাপকতা গুণবিশিষ্ট হয়। তবে উজ্জ্বল চরিত্র এবং শক্ত শারীরিক কাঠামো নির্দেশ করে।

করতল কড়া এবং শুকনো কাঠের হাতের মতো এবং স্থিতিস্থাপকতা গুণবিশিষ্ট না হয়, তবে উৎকণ্ঠাপূর্ণ চরিত্র নির্দেশ করে এবং কোনও ক্ষমতাই থাকে না অপরকে আকর্ষণ করবার মতো।

নরম মাংসল হাত বিলাসিতার প্রতি ঝোঁক, আলস্য এবং ইন্দ্রিয়জ অনুভূতির দিকে ঝোঁক থাকে অত্যধিক।

ফাঁপা হাত আবার যদি কড়া হয়, তাহলে তা দুর্ভাগ্যজনক চিহ্ন। এইসব লোকেদের মধ্যে এমন কিছু লুকানো আছে, যা দুর্ভাগ্য বা হতাশা আনতে পারে।

## বড় এবং ছোট হাত

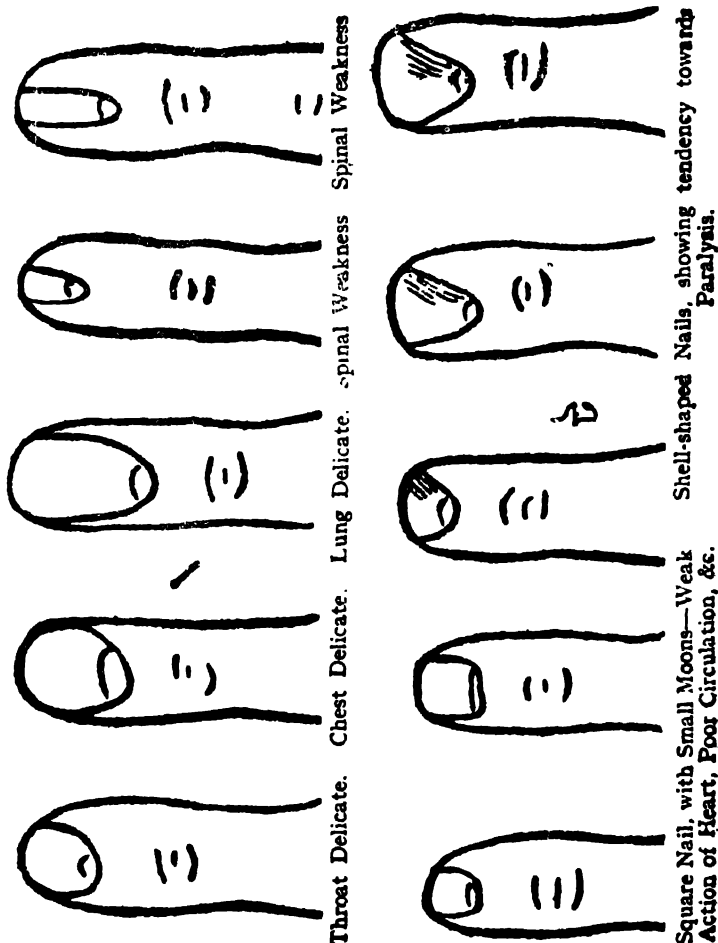
এমনও আছে যা বিশ্বাস করা শক্ত অথচ নিজেদের দিয়েই তা প্রমাণ হয় যে বড় হস্তযুক্ত ব্যক্তিরাই চমৎকার সব কাজ করে দেখান, বিশেষ করে অনেক খুঁটিনাটি বিষয়

যা কাটার মতো করতে হয়। এ রকম সচরাচর হাত আছে যাঁরা হীরে বসান, মীনে করেন বা ঘড়ি তৈরী করেন। এমন ধরনের হাত ব্যবসায়ীদের সবচেয়ে বেশি দেখা যায়, কিন্তু সবক্ষেত্রেই আঙ্গুলগুলি লম্বা দেখা যায়। নিয়মতান্ত্রিকভাবেই হাতের লেখা ছোট বা সুন্দর হয় বৃহৎ হস্তের লোকেদের।

বড় বড় মতলবের দিকে যান ছোট হাতের লোকেরা। তাঁদের খুঁটিনাটি সব রকমের কাজের প্রবল অনীহা এবং তাঁদের লেখা বড় বড় ও স্পষ্ট হয়।

## নখ ( Nail )

এটি খুব সম্ভব আমার এমনও পাঠক আছেন হয়তো তাঁরা কষ্ট করে দেখেন নি আঙ্গুলের ডগায় তাঁর যে নখ আছে, তা তাঁর বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে তফাৎ আছে কিনা।




তাহলে তাঁরা আশ্চর্য হতেন এবং দেখতেন দুজন মানুষের ক্ষেত্রেই এক হয় না।

আমি বুঝতে পারছি যে এই বইটি পাঠ করে তাঁরা দেখবেন যে তাঁরা নিজেরা এবং অপরদের নখ পর্যবেক্ষণ করে জ্ঞানের মণি সঞ্চয় করতে পারবেন।

সর্বপ্রথম মনে রাখা উচিত যে স্বাস্থ্য এবং রোগ সম্বন্ধে জানতে গেলে নখের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। এর থেকে যা নির্দেশ পাওয়া যাচ্ছে তা অভ্রান্ত।

প্রায় প্রত্যেক চিকিৎসকই রোগীকে পরীক্ষা করার সময় নখগুলি দেখে থাকেন। একথা তাঁরাও জানেন যে নখ থেকে বংশ পরম্পরা রোগের বিবরণী পাওয়া যেতে পারে তা হয়তো দেহের অন্য কোনও অংশ থেকে পাওয়া যায় না।

নখ যে শুধু স্বাস্থ্য সম্বন্ধেই লুক্কায়িত কথা ঘোষণা করে তাই নয়, তারা জাতকের মেজাজ ও নানা বিষয় সম্বন্ধেও অনেক সংবাদ দেয়।

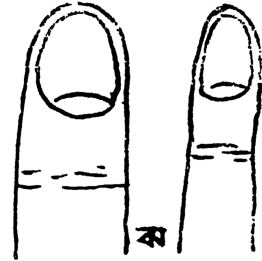
এটা সবার জানা উচিত নখের যত্ন কোনরকমেই যে শ্রেণীর যত্ন, তার পরিবর্তন সাধন করতে পারে না। কাজ করে তারা ভগ্নই হয়ে থাক বা যত্ন করে তাদের পালিশ করা হয়ে থাকে—তারা সেই একই থাকে।

নখদের ভাগ করা হয়ে থাকে চার শ্রেণীতে। চওড়া, লম্বা, ছোট, সরু।

## লম্বা নখ

খুব লম্বা, বা বাদামের মতো নখ, অত শারীরিক সামর্থ্য দেয় না ছোট বা চওড়া নখের মতো। লম্বা নখ (সাধারণতঃ পুরুষাণুক্রমিক) ফুসফুসের দুর্বলতা নির্দেশ করে থাকে।

ক্ষয়রোগের প্রবণতা নির্দেশ করে খুব লম্বা ও মলিন বর্ণের নখ। এই সম্ভাবনা আরও বোঝা যায় যদি তাদের নীলচে দেখতে হয়, শিরাযুক্ত ও ফুটের মত দেখতে হয়. যার ফলে শিরাটি উপর থেকে শেষ অবধি নেমে এসেছে ( ২ চিত্র ৬ )।



লম্বা নখ

ওই ধরনের নখ কিন্তু ছোট হলে বক্ষঃস্থলের দুর্বলতা ও বুকে জল জমার প্রবণতা দেখা যায়। লম্বা নখ যদি খুব সরু হয়, তবে মেরুদণ্ডের দুর্বলতা এবং সাধারণভাবে সমস্ত শরীরে দুর্বলতার ভাব দেখা দেয়।

## ছোট নখ

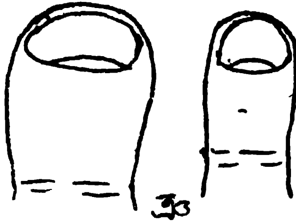
ছোট গোলাকার নখ কণ্ঠ এবং নাসিকা গহ্বর-এর বিপদ নির্দেশ করে। এই ধরনের নখের সঙ্গে হাঁপানি, ল্যারিঞ্জাইটিস. ব্রঙ্কাইটিস প্রভৃতি রোগের বিশেষ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকে।

ছোট নখ যদি তলদেশে পাতলা এবং খুব চ্যাপ্টা হয় এবং শুধু একটু বা একদম চন্দ্রমার চিহ্ন অবধি না থাকে, তবে হৃদয়যন্ত্রের কার্য ভাল হয় না। রক্ত সঞ্চালনও ভাল হয় না এবং হৃদযন্ত্রের পীড়া দেয়। নখের উপর বড় চন্দ্রমা ভাল রক্ত সঞ্চালন

এবং হৃদযন্ত্রের সবল ক্রিয়া নির্দেশ করে। এই রকম লোকের সাধারণ নাড়ীর গতি যাদের চন্দ্রমা একটু আছে বা একদম নেই তাদের চেয়ে দ্রুত হয়।

নখ যদি খুব চ্যাপটা দেখতে হয় যেন মনে হয় মাংসের মধ্যে লেপ্টে গেছে, বিশেষ করে আবার যদি শিরাযুক্ত দেখতে হয়, তবে তারা যে কোন এক ধরনের স্নায়ু ঘটিত ব্যাধি নির্দেশ করে।

যদি খুব চ্যাপ্টা দেখতে বা খোলার মত দেখতে হয়, পক্ষাঘাত প্রবণতা নির্দেশ করে। এই সম্ভাবনা আরও বর্ধিত হয়, ওই রকম একই সময় নখগুলি সাদা এবং ভঙ্গুর হয় এবং পাশের দিকে উঠে আসছে দেখা যায়।



ছোট নখ

নখের ওপর যদি সাদা সাদা দাগ থাকে, তবে এক অত্যন্ত স্নায়বিক স্বভাব দেখা যায় এবং স্নায়বিক অবসন্নতা দেখা দেয় বিশেষ করে চন্দ্রমা যদি ছোট হয় বা একদম না থাকে।

নখের এদিক থেকে ওদিক শিরা বা রেখা স্নায়বিক অসুস্থতার নির্দেশ করে (৭ চিত্র ৬)। নখের তল থেকে উপর অবধি গজাতে ৯ মাস সময় নেয় বলে, নখের মধ্যস্থলে গভীর শিরার মত চিহ্ন থাকলে বোঝা যায় যে ৪ বা ৫ মাস আগে অসুস্থতা বা ভগ্নদশা উপস্থিত হয়েছিল এবং তার ফলে নখের বৃদ্ধিতে বাধা দিয়েছিল।

খুব পাতলা নখ চট করে যা ভেঙ্গে যায় বা টুকরো হয়ে যায়, তা দুর্বল স্বাস্থ্য নির্দেশ দেয়।

যদি প্রত্যেকটি আঙ্গুলের নখের পর্বটি বলের মতো দেখতে হয় এবং নখগুলি গোল হয় এবং কোন চন্দ্রমার চিহ্ন থাকে, তবে খুব বিপজ্জনক হৃদরোগ দেখা দেয়।

## নখ থেকে স্বভাব নির্ণয়

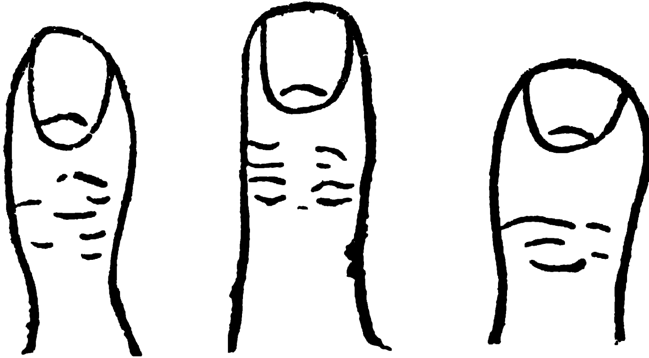
লম্বা বাদামের মত নখযুক্ত লোকেরা ছোট নখের লোকেদের চেয়ে আরও শান্ত এবং ভদ্র। তাদের মধ্যে আদর্শবাদীতার সন্ধান মেলে, কারণ লম্বা নখের শেষ পর্বটিও লম্বা হতে হবে। সাধারণভাবে এই ধরনের লোকেরা শৈল্পিক, স্বপ্নালু চরিত্রের হয়, আবার ছোট নখ সব কিছুতেই সমালোচনা করতে ভালবাসে যেন ছোট ডগার জন্যে তৈরী হয়েছিল জিনিসগুলি তুলে নিয়ে তাকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করবার জন্য।

ছোট নখের লোকেরা বিশ্লেষণ করতে ভালবাসে, এমনকি নিজেদেরও এবং নিজের কাজেরও। তারা সবসময়ই যুক্তি তর্কের ধার ঘেঁষে যান। অপরদিকে যাদের নখ লম্বা, তাদের পার্থিব অপেক্ষা অপার্থিবের দিকেই ঝোঁক বেশি।

তাঁরা আলোচনা সভায় নিজের মত যুক্তি-নিষ্ঠার সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন।

তাঁরা বেশ প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে পারেন, যা সময় সময় বেশ ধারালো হয়। কিন্তু লম্বা নখের লোকদের চেয়ে তাঁরা অতি সহজ চটে যান।

নখগুলি যদি লম্বা অপেক্ষা বেশি চওড়া হয়, তবে তাঁদের এক ঝগড়াটে খিটখিটে স্বভাব দেখা দেয় যাঁরা অল্পেই আঘাত পান। তাঁরা তিলকে তাল করেন।



স্বাস্থ্য সম্বন্ধে যে নির্দেশ নখ থেকে পাওয়া যায়, তার সঙ্গে আয়ুরেখা এবং শিরোরেখাকেও মিলিয়ে দেখে তবে সিদ্ধান্তে আসা উচিত, যা আমি পূর্বেই বলেছি।

হাতের আকার বা আকৃতি, নখ প্রভৃতি থেকে যে সব বিষয় জানা যায়, তার সঙ্গে হাতের মাউণ্ট এবং রেখাগুলি মিলিয়ে বিচার করলে তা অনেক সময় বাস্তব ও সত্য প্রতীয়মান হয়। এক কথায় বলা চলে হাতের আকার প্রভৃতি হলো মূল বক্তব্যের সহায়ক একটি নির্দেশ মাত্র।

বিভিন্ন নখ দেখে রোগ ব্যাধি নির্ণয় করা যায় ( চিত্র দেখুন )

## হাতে লোমের অবস্থান ও কার্যকারিতা
## ( অনুমান নির্ভর থিয়োরী )

মানুষের হাতে লোমের অবস্থা দেখে তাদের বিষয় অনেক কিছু জানা যায় বলে অনুমান করা হয়।

আমাদের মধ্যে যারা চিকিৎসাবিজ্ঞান সম্পর্কে অভিজ্ঞ তাঁরা জানেন যে, লোমগুলি দেহে লোমকূপের মধ্যে বিরাজ করে। দেহের চর্মের ভেতরের ঘর্মগ্রন্থি এবং ঘর্মনালীর সঙ্গে লোমকূপের সম্পর্ক আছে।

দেহের চর্মের যে নানা রকমের রঙ হয়, তা এক ধরনের রঙ বা পিগমেণ্ট থেকে হয়—তাকে বলে মেল্যানিন পিগমেণ্ট।

এই মেল্যানিন পিগমেণ্ট প্রস্তুত হয় দেহের মধ্যের লৌহ বা আয়রন থেকে।

লৌহ মানবদেহের পক্ষে একান্ত অপরিহার্য একটি পদার্থ। এ থেকেই লোহিত রক্তকণিকার ভিতর রঞ্জনী বা হিমোগ্লোবিন তৈরী হয়। এই হিমোগ্লোবিন পিগমেণ্ট যেমন লৌহ থেকে হয়, তেমনি হয় মেল্যানিন পিগমেণ্ট এবং দেহের চুল ও লোমের রঞ্জনী পিগমেণ্ট।

দেহে লৌহ কম হলে মানুষ দুর্বল হয়। এজন্য চিকিৎসকরা দুর্বল রক্তহীন লোককে নানা লৌহযুক্ত হেম্যাটিনিক ঔষধ খেতে দেন।

এই লৌহ তাই স্বাস্থ্য, জীবন প্রাণশক্তির প্রাচুর্য প্রভৃতির প্রতীক।

চুল যে কুচকুচে কালো থেকে ধূসর বা সাদা হয় বৃদ্ধ বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তার কারণ তখন দেহের শক্তির স্নায়বিক পূর্ণ ক্ষমতা ও দেহের লৌহের পরিমাণ কমে যায় বলে। এই কালো লোম অনেকটা শক্তির প্রতীক।

মানব শরীরে স্বাভাবিকভাবে লোম বেশি থাকতে পারে। নারীদের দেহে লোম বেশি থাকতে পারে স্থানে স্থানে, এটি তাদের মধ্যে কিছুটা পুরুষালি ভাবের প্রতীক।

পুরুষের করপৃষ্ঠে, আঙ্গুলের পেছনে বা মাউণ্ট অব্ ভেনাসের পেছনে লোম থাকতে পারে। এটি তার সুস্বাস্থ্য নির্দেশ করে। তখন তার হার্ট লাইন ও হেড লাইন দেখতে হবে।

যদি কোনও পুরুষের হাতে এরূপ লোম থাকে এবং তাদের হার্ট ও হেড লাইন শৃঙ্খলিত বা কাটা কাটা হয়, তাহলে তার দেহ মোটা হলেও তার মধ্যে প্রকৃতি শক্তির অভাব অথবা কিছু স্নায়বিক দৌর্বল্য নির্দেশ করে। লোম বেশি অন্য দিকে আবার পুরুষের যৌন কামনা-বাসনারও নির্দেশ করে।

যাদের হাতের পৃষ্ঠে বা হাতে লোম থাকে না, তাদের যৌন তীব্রতা কম হয়।

নারীর করপৃষ্ঠে বা হাতে লোম থাকলে তার মধ্যে কিছুটা পৌরুষভাব ও যৌন তীব্রতা নির্দেশ করে অবশ্য ঐ স্থানে নারীর লোম কম থাকলে তা তার মধ্যে কোমলতা ও মমতা খুব বেশি থাকে তবে তার স্বাস্থ্যরেখাদি সম্পর্কে ও হৃদয়রেখাদি ভালভাবে দেখতে হবে। তার দৈহিক দুর্বলতা আছে কিনা, তা বিচারের জন্যে।

অনেকের মতে পুরুষের বক্ষে লোম তার মধ্যে হৃদয়বত্তা, মহত্ত্ব, দুঃখে সহানুভূতি প্রভৃতি নির্দেশ করে।

লোম বেশি কর্কশভাবে পুরুষের মধ্যে থাকলে তার মধ্যে কিছুটা রিপুর প্রাবল্য নির্দেশ করে।

এখানে একটা প্রাচীন কথা—তাহলো হাত বা দেহের লোম প্রকৃতি সম্পর্কে একটা সঠিক নির্দেশ দেয় না। এ থেকে হাত বিচার না করে, কোনও সঠিক সিদ্ধান্তে আসা যায় না।

## তৃতীয় অধ্যায়

### হাতের নয়টি গ্রহের মাউণ্ট

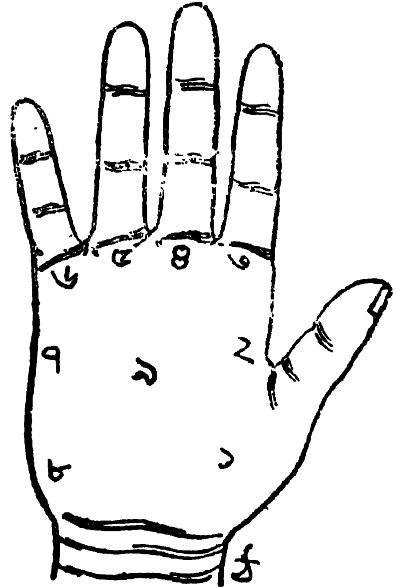
হাতে নয়টি গ্রহের অবস্থান অনুযায়ী নয়টি মাউণ্ট ধরা হয়। যেমন—

১। শুক্রের মাউণ্ট। ২। প্রথম মঙ্গলের মাউণ্ট (ভারতীয় মতে রাহু) ৩। বৃহস্পতির মাউণ্ট। ৪। শনির মাউণ্ট। ৪। রবির মাউণ্ট। ৬। বুধের মাউণ্ট। ৭। দ্বিতীয় মঙ্গলের মাউণ্ট। ৮। চন্দ্রের মাউণ্ট। ৯। প্লেন অব্ মাস বা মঙ্গলের সমতল।

মাউণ্টগুলি কি কি তা ছবিতে দেখানো হলো। হাতের মধ্যস্থানে হলো Plain of Mars বা মঙ্গলের সমতল।

### যদি একটি গ্রহ অন্যটির দিকে হেলে

অনেক সময় একটি গ্রহের মাউণ্ট অন্য মাউণ্টের দিকে হেলে থাকে। তার কারণ হলো এটি দুদিকে সব সময় সমান ঢালু হয় না। যেদিকে হেলে তার সঙ্গে মিলিত-ভাবে বিচার করতে হবে। কোনও স্থান বা মাউণ্ট অপুষ্ট হলে তার কুফল বেশি—সুফল কম আসবে। দুটি হাত দেখে বিচার করতে হবে।




বৃহস্পতি যদি শনির দিকে হেলে পড়ে, তাহলে জাতক সৎভাবে উপার্জন ও উন্নতি করতে চাইলেও তার মধ্যে হঠাৎ অসাধুতার প্রবণতা বা অসৎ বন্ধু এসে যাবে। জাতক তার জন্যে অনেক কষ্ট পাবে।

কিন্তু যদি তা না হয়, যদি শনি বৃহস্পতির দিকে ঢলে পড়ে, তবে জাতক অস্বাভাবিক সৎ হবে এবং নির্জনতা, গভীর চিন্তা, তত্ত্বজ্ঞান প্রভৃতিকে সৎ পথে নিয়োজিত করে জীবনে অনেক উন্নতি করতে পারবে।

এখন এসব বিচার করতে হলে, নয়টি গ্রহের কার কি কারকতা সংক্ষেপে জানানো প্রয়োজন।

## গ্রহগণের কারকতা

নটি গ্রহের প্রত্যেকটির কারকতা সম্পর্কে এখানে সংক্ষেপে বলা হচ্ছে। পরে এ বিষয়ে বিস্তৃত বিচার করা হবে।

### বুধের কারকতা

ব্যবসা, বিজ্ঞান, গণিত, রসায়ন, চিকিৎসা, জ্যোতিষ, অর্থ, আইন, বেটিং বা বাজী ধরা বা জুয়া, বুদ্ধিমত্তা, চঞ্চলস্বভাব, বাকচাতুর্য, পাণ্ডিত্য, বালক দেহ, বালকের মতো বাহ্য ভাব—কিন্তু অন্তরে কুটিলতা।

### রবির কারকতা

জীবনে সাফল্য, সুনাম, উদ্যম, অধ্যবসায়, অর্থ, রাজ-সম্পর্ক রাজনৈতিক উন্নতি, এম, এল, এ ও মন্ত্রী প্রভৃতি পদ, শিল্প, চিত্রবিদ্যা, সৌন্দর্য, ভ্রমণ, সুনাম, সরকারী চাকরি বা যে কোনও চাকরি, সিনেমা বা যে কোনও কাজে বিরাট খ্যাতি প্রভৃতি।

### শনির কারকতা

শান্ত ভাব, ধর্মভাব, ধীরভাব, ইঙ্গিতজ্ঞ, কর্কশ ভাষী, শুকনো দেহ, যোগীর মত ভাব, কষ্ট সহিষ্ণুতা, ধর্মভাব, তান্ত্রিক ও তৎসাধন, আধি-ভৌতিক ভাব, ম্যাজিক, হিপনোটিজম, অন্যায় পথে বা ফাট্‌কা, জুয়া, লটারী থেকে হঠাৎ অর্থপ্রাপ্তি, বায়বীয় বস্তু বা তরুণ বস্তু, পশুপক্ষী প্রভৃতির ব্যবসা থেকে অর্থলাভ, কালচে দেহের রং।

### বৃহস্পতির কারকতা

জ্ঞান, বিজ্ঞান, সততার পথে উন্নতি, ধর্ম পথে উন্নতি, ধ্যান-ধারণা, উচ্চাকাঙ্ক্ষা, জনসাধারণের সঙ্গে মেলামেশার কাজ, সামাজিক কাজে প্রতিষ্ঠা, পৌর সভায় উচ্চপদ, জনহিতকর কাজে ধর্ম ও সৎপথে উন্নতি, সব বিপদ থেকে উদ্ধার, বাত ও ব্যথা, লোম ও লোমযুক্ত দীর্ঘ দেহের কারক, ফর্সা রং।

### শুক্রের কারকতা

প্রেম, দয়া, মায়া, স্নেহ, ভালবাসা প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ানুভূতি, সৌন্দর্য, বিদ্যা, চিত্রকলা, শিল্পকলা, নৃত্য ও অভিনয় কলা ও গীত-রচনাদি ও কাব্য, নারী সংক্রান্ত (নারীর পুরুষ সংক্রান্ত) বিষয়, যৌনাঙ্গ মাদকতা, যৌনসুখ ও কামনার তীব্রতা, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য প্রীতি। যৌন অনুভূতি ও যৌনরোগ, একাধিক বিপরীত লিঙ্গের সঙ্গে সঙ্গম, কিড্‌নী বা মূত্রযন্ত্রাদি ও গুপ্ত অঙ্গাদির রোগ (অশুভ হলে) সুগন্ধি প্রীতি ও সুগন্ধির ব্যবসায়ে উন্নতি ও অর্থ।

### চন্দ্রের কারকতা

কল্পনা, কাব্য, চিন্তাশক্তি, মনের অস্থিরতা, তরল পদার্থ ও স্ত্রী ঘটিত বিষয়াদি, জলজ দ্রব্যের ব্যবসা, ঘৃত, তেল বা অন্য ধরনের জিনিস। গোল দেহ বা জলজ দেহ, হঠাৎ দেহ ফুলে ওঠা বা ইডিমা রোগ ( অশুভ হলে ), উন্মত্ততা, মস্তিষ্কের বিকলতা, ( অশুভ হলে ), জলযাত্রা, সমুদ্রযাত্রা, স্বভাবের কোমলতা, দয়ামায়ার ভাব, ধীরতা, কথাবার্তায় মিষ্টতা, কাব্য রচনা, রাত্রির পরিবেশ ভাল লাগা ও রাতে হঠাৎ কামের তীব্রতা ও বিপথ গামিতা প্রভৃতি।

### ১ম মঙ্গলের কারকতা

প্রতারণা, জোচ্চুরি, বেটিং, বাজী ও অন্যায় পথে উপার্জন, মিথ্যাকথা বলা, ব্রাহ্মণ হলেও চণ্ডালবৎ স্বভাব, বদমেজাজী, অতিরিক্ত পরনারী গমন স্পৃহা এবং বিপদ, মেজাজী ও বদমেজাজী, ভ্রমণপ্রিয়তা, কালচে বর্ণ, অনার্য দেহ যুক্ত, লাম্পট্য ও ঐ পথে অর্থ, যুদ্ধ বিদ্যা ও অতিরিক্ত দুঃসাহস।

### ২য় মঙ্গলের কারকতা

বিক্রম ও বল, সাহস, জীবনী শক্তি, বলশালীতা, সমর বিভাগের কাজ ও উন্নতি, পুলিশ বিভাগে কাজ ও উন্নতি, গোয়েন্দা বিভাগে কাজ ও উন্নতি, জমিজমা ও ভূমি সংক্রান্ত বিষয় লাভ, রক্তাভ বর্ণ, রক্তপাত, ( অশুভ হলে ), হৈ হল্লা ও আনন্দ, কলকারখানা সংক্রান্ত বিষয়, ধৈর্য-সহ্যের অদম্য শক্তি, বিপদে পিছপা না হওয়া, বড় ডাকাত, গুণ্ডা বা রংবাজ ( অশুভ হলে )।

### মঙ্গলের সমতলের কারকতা

স্বার্থপরতা, নীচতা, নীচমন, গণিত বিষয়ে অভিজ্ঞতা, সম্পত্তি বাড়ী ও জমিলাভ প্রভৃতি ; গোপন স্বভাব, ধূসর বর্ণ, পার্থিব স্থিতি ও উন্নতি, বাস্তবতাবোধ ও উন্নতি।

### রবির ক্ষেত্রে অশুভ বিচার

রবির ক্ষেত্রে হাত যদি সুডৌল বা উন্নত হয়, রবি রেখা স্পষ্ট ও গভীর হয় তবে তা খুব অশুভ ফল দেয়। রবি হলো সৌরমণ্ডলের সব গ্রহের কেন্দ্রবিন্দু বা মূল কেন্দ্র। তাই রবির বিরাট প্রভাব। তাই কিরোর মতে যার হাতে রবি রেখা নেই, তার জীবন অন্ধকারময়।

রবির ক্ষেত্র শুভ হলে জাতক নিজের বা অন্যদের হাত মানিয়ে চলতে সক্ষম হয়। সে হয় বহুলোকের প্রিয় এবং তার সম্মান এবং যশ দিকে দিকে বিস্তার লাভ করে। জাতকের খ্যাতি ও প্রতিপত্তি প্রচুর হয়। সে জীবনে খ্যাতি ও প্রতিপত্তি

ও সাফল্য অর্জন করে থাকে। সে হয় জীবন যুদ্ধে অজেয়। সে বিরাট দাতা ও উদারমনা হয়। তবে সে সব সময় দেহে একটা গরম অনুভব করে।

এরা যশস্বী নেতা, খ্যাতনামা লেখক, সুবক্তা প্রভৃতি হতে পারে। এরা খুব সহজেই অন্যকে আপন করে নিতে পারে। কখনো এরা নিজের ব্যক্তিত্ব হারায় না। কলাবিদ্যার প্রতি অনুরাগ প্রবল হয়। এরা সুন্দরের পুজারী হয়। শিল্প, অভিনয়ে এরা যশ লাভ করে। এরা যত ভালোভাবে লোকের মন জয় করে, অনেকেই তা করতে পারে না। এই ক্ষেত্র উচ্চ হলে তা বিরাট সৌভাগ্যের চিহ্ন। এরা সব সময় বেশ হাসিখুশি। এদের রুচির মধ্যে একটু দিল দরিয়া বা দরাজ ভাব থাকে। এদের মনে থাকে দায়িত্ব ভাব। এরা হয় স্নেহপ্রবণ ও উদার ও মমতাপূর্ণ। ছল-চাতুরি, মিথ্যা, প্রবঞ্চনাকে এরা কখনো প্রশ্রয় দেয় না। ভণ্ডামি এরা সহ্য করে না। এরা যাকে ভালবাসে তাকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসে। যাকে এরা ঘৃণা করে তাকে প্রাণ দিয়ে ঘৃণা করে। এরা নিজেকে সব সময় বড় বলে মনে করে। পরের অনুগ্রহভাজন হবার চেয়ে এরা মৃত্যুই শ্রেয় মনে করে। এরা জীবনে নীচু হতে চায় না।

তবে মাঝে মাঝে অনেকে এদের গুণগান বা স্তাবকতা করে এদের প্রতারিত করতে পারে।

রবি নীচস্থ হলে বা অশুভ হলে বা রবি রেখা না থাকলে জাতক সংকীর্ণমনা, জীবন যুদ্ধে ব্যাহত হয়, পদে পদে উন্নতিতে বাধা পায় ও হিংসুটে হয়। তারা মান সম্মান প্রতিপত্তি জীবনে অর্জন করতে পারে না। জীবনে সুযোগ পেলেও তা নষ্ট করে ফেলে ও নানাভাবে কষ্ট পায়।

## চন্দ্রের ক্ষেত্রে শুভ ও অশুভ বিচার

চন্দ্রের ক্ষেত্র উচ্চ, প্রশস্ত ও কাটাকাটি বিহীন হলে জাতক হয় কল্পনাপ্রিয়। লেখক, কবি, আদর্শবাদী, ভাবপ্রবণতা, ভ্রমণশীল এবং রোমাণ্টিক ধরনের। বিখ্যাত শিল্পী, সাহিত্যিক, কবি, নাট্যকার, গবেষক প্রভৃতির এমন ভাব থাকে।

এরা খুব কল্পনা বিলাসী—তবে আদর্শবাদী। এরা প্রেমিকার সঙ্গে দৈহিক সম্পর্ক চায় না। তবে সব সময় এরা রং দেখিয়ে কথা বলতে ভালবাসে এবং বিপরীত লিঙ্গের খুব প্রিয়। এরা সৌন্দর্যের উপাসক হয়। ফুল, পাখী, গান, শিল্প, প্রাকৃতিক পরিবেশ, রাত্রিকাল এদের প্রিয় হয়।

এরা হয় বিলাসী—সব সময় পোশাক পরিচ্ছদে এরা ব্যয় করে প্রচুর, সব কিছুতেই চায় পরিবর্তন। এরা চায় ভোগ—বৈরাগ্য এরা ভালবাসে না। এদের মৌলিকতা ও গুণ বিশেষভাবে থাকে। এরা কোনও কিছু বাজারে চালু করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করে। এরা হয় ভাবপ্রবণ, আত্মকেন্দ্রিক ধরনের। এদের ব্যবসা বুদ্ধি জন্মগত। এরা ব্যবসা বাণিজ্যে পটু, তরল দ্রব্যাদির ব্যবসায়ে খুব লাভ করে। বিদেশ থেকেও লাভ হতে পারে। এরা ভ্রমণ করতে ভালবাসে, যে কোন তরল পদার্থের ব্যবসা বা মাছের ব্যবসা, জলজ ব্যবসা প্রভৃতিতে উন্নতি করে। এদের জীবনে নানা ঘাত-প্রতিঘাত

আসে। তবে এরা আশা-ভরসা হারায় না। ফলে এদের জীবনে সফল হবার মতো সুযোগ আসে। এরা খুব ধৈর্যশীল হয়। এরা জনগণের মন জয় করে অর্থ পেতে পারে।

## বৃহস্পতির ক্ষেত্রে শুভ ও অশুভ বিচার

যদি বৃহস্পতির ক্ষেত্র উচ্চ, প্রশস্ত, কাটাকাটি বিহীন হয় বা বৃহস্পতির চতুষ্কোণ ও ক্রশ থাকে তবে তা খুব শুভ হয়। বৃহস্পতিতে ক্রশ বা চতুষ্কোণ থাকলে উচ্চ ঘরে বিবাহ হয় ও বিয়েতে অর্থলাভ হয়।

বৃহস্পতি শুভ হলে সে অপরের উপরে বা কাজে প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়। তার কর্তৃত্ব করার জন্মগত ক্ষমতা থাকে।

সে কর্তৃত্ব এবং গঠনমূলক কাজ. নেতৃত্ব প্রভৃতি করতে পারে—সে দেশের একজন হতে পারে ও নিজেকে বড় করে তুলতে পারে।

অপরের উপরে প্রভুত্ব করার তার জন্মগত অধিকার হয়ে থাকে। বড় বড় দেশনেতা, মন্ত্রী, উকিল, বক্তা, শিল্পী প্রভৃতির বৃহস্পতি উন্নত থাকে। তবে একটা কথা মনে রাখতে হবে—শিরোরেখা স্পষ্ট বা দীর্ঘ হলে, এই কাজের শুভ পূর্ণ প্রকাশ পায়। তাদের মধ্যে ব্যক্তিত্ববোধ বেশি থাকে বলে তারা বশ্যতা স্বীকার করে কোনও কাজ করতে পারে না। তারা আদর্শের জন্য বিরাট ত্যাগ করতে রাজী হয়। তাদের স্বাতন্ত্র্যবোধ বেশি থাকে। তারা খুব ধার্মিক ও সৎ হয়।

জাতক শান্তিপ্রিয় ও উদার হয়। সে হয় আনন্দপ্রিয়, জ্ঞানী, চিন্তাশীল লোক। সে জীবনে প্রচুর অর্থ উপার্জন করে। এটি মেয়েদের হাতে উঁচু ও প্রশস্ত হলে এরা ধার্মিক ও নম্র হয়। তবে তাদের মধ্যে অহং ভাব বেশি থাকে।

বৃহস্পতির ক্ষেত্র নীচস্থ ও অপ্রশস্ত হলে এদের ফল হয় বিপরীত। জাতক হয় সংকীর্ণ চিত্ত ও সন্দেহবাতিকযুক্ত। তার মন থাকে অন্যায় পথে উপার্জনের দিকে। জাতকের অনেক অসৎ বন্ধু জোটে। জাতকের এর ফলে নানা বিড়ম্বনা ও দুর্ভোগ ও দুঃখ আসতে পারে। এমন কি নীচস্থ বৃহস্পতি নিধনকারকও হয়—অন্যায় পথে গিয়ে তাকে মৃত্যুর সামনে পড়তে হয়।

## শনির ক্ষেত্রে শুভ ও অশুভ বিচার

শনির ক্ষেত্র যদি প্রশস্ত ও উচ্চস্থ থাকে, তাহলে তা খুব শুভ লক্ষণ। আবার তেমনি যদি তা নীচস্থ বা অশুভ হয় তা ভীষণ খারাপ লক্ষণ। এটি খুব অশুভ, যদি এই ক্ষেত্রে অপ্রশস্ত ও কাটাকাটি যুক্ত হয়, তা হলে খুব অশুভ ফল।

শনি গ্রহের কারকতা হলো নিঃসঙ্গ, একা থাকতে ভালবাসে, অবসাদ, বিষাদ, নৈরাশ্য. মনের স্থিরতা, গুপ্তবিদ্যার নানা পথে পারদর্শিতা, জ্যোতিষ, আধিভৌতিক ও ম্যাজিকবিদ্যা, যোগীর মতো জীবন কাটাবার ইচ্ছা, কঠোর তপস্যা. যোগবিদ্যা, তন্ত্রমন্ত্র সাধনা প্রভৃতি কঠিন শিক্ষায় পারদর্শিতা ও কঠোরতা হৃদয়ে আসাও শনির কারকতা।

করতলে শনির ক্ষেত্র উচ্চ, প্রশস্ত ও শুভ থাকলে জাতক হয় ভাগ্যবান, জ্ঞানী, ধনী, হঠাৎ অর্থলাভের আশা তার থাকে। তবে প্রকৃত উচ্চস্থ শনি খুব কম শুভ হাতে দেখা যায়। এদের বিচার শক্তি, সহনশীলতা, গভীর জ্ঞান লাভ স্পৃহা বেশি থাকে। সব কিছু গভীরভাবে জানতে পারে। মনে ধর্মভাব প্রবল—ত্যাগের মনোভাব ও ত্যাগী ভাবে কঠোর সাধন ও কৃচ্ছ্র সাধন দ্বারা অনুগ্রহ লাভের প্রবণতা থাকে এদের।

শনির ক্ষেত্র প্রকৃত শুভ হলে মানুষ বিশাল সম্পদ লাভ করতে পারে—এমন কি এরা সম্রাটতুল্য সম্মান, প্রতিপত্তি লাভ করতে পারে। তবে ভোগীর থেকে ত্যাগের জীবন কাটাতে সে ভালবাসে এবং তাতেই তার শুভ হয়। নানা রহস্যবিদ্যা, ভৌতিক বিদ্যা, যাদুবিদ্যা, তন্ত্রমন্ত্র, আধিভৌতিক এরা স্বভাব থেকেই প্রাপ্ত হয় এবং জীবন তাতে সফল হয়। তারা হয় গভীর দার্শনিক ও ভগবৎ বিশ্বাসী। বিশ্বের সব কিছুর নিয়ন্তা বিধাতাকে তারা প্রাণ দিয়ে ভালবাসে।

তারা বড় সন্ন্যাসী ও ধর্মপ্রচারক হতে পারে। তারা সংসার ত্যাগ করতে পারে। তা করলেও তারা বিখ্যাত ধার্মিকশ্রেষ্ঠ হতে পারে।

এরা খুব কর্তব্যপরায়ণ। দায়িত্ব ও নীতির জ্ঞান এদের প্রচুর থাকে। তার জন্যে কষ্ট ভোগ করতেও এরা ভয় পায় না। ন্যায়পরায়ণতা এদের জীবন ধর্ম। এরা অন্যায়কে রুখতে চায়—তার জন্য সময় বা অর্থ নষ্ট হলেও এরা পিছপা হয় না। ন্যায়ের জন্য এরা আত্মীয় বা বন্ধুদের ত্যাগ করতে ইতঃস্তত বোধ করে না—এরা খুব গভীরভাবে দৃঢ় হয়। অন্যায় অবিচার দেখলে এদের রক্ত গরম হয়ে যায়। তার বিরুদ্ধে এরা সংগ্রাম করে।

শনির ক্ষেত্র অপ্রশস্ত কাটাকাটিযুক্ত নীচস্থ হলে হালকাভাবে কাজকর্ম করে ও কথা বলে। কোনও গভীর বিষয় এরা বুঝতে চায় না বা পারে না। এদের চরিত্র দৃঢ় হয় না। এদের আত্মীয়দের সঙ্গে মিল হয় না। এরা অন্যায় পথে যেতে পারে এবং সেই পথে আনন্দ পায়। অন্যায় পথে ব্যবসা, অন্যায় কাজ প্রভৃতি এদের মজ্জায় প্রবেশ করে। এরা সৎ পথে ফেরার চেষ্টাও করে না। সামান্য কিছু টাকা পেলেও এরা আনন্দে গলে পড়ে। অন্যায় পথে নানা নির্যাতন ভোগ করতে এরা পারে। নানা কষ্টের মধ্যে কাটিয়ে এরা শেষ জীবনে কিছু উন্নতি করতে পারে। আর যদি তা না হয়, তাহলে অন্যায় পথের মাঝেই এদের জীবন শেষ হয়।

গুণ্ডা, রংবাজ, পকেটমার, ব্ল্যাকমার্কেটিং, স্মাগলিং প্রভৃতি কাজ এরা ভাল করে—কিন্তু এইপথেই একদিন—সবার পিছে থেকে এদের জীবন শেষ হয়।

## বুধের ক্ষেত্রে শুভ ও অশুভ বিচার

বুধের ক্ষেত্র প্রশস্ত ও অপ্রশস্ত হওয়া খুব শুভ লক্ষণ। এই সঙ্গে একটি বুধরেখা থাকা শুভ লক্ষণ। বুধের ক্ষেত্র উন্নত ও প্রশস্ত ও কাটাকাটি তেলবিহীন হলে জাতকের চিন্তাশক্তি খুব গভীর হয়। জাতকের মধ্যে বালকসুলভ ভাব বা রসবোধ থাকে।

জাতকের হৃদয়বত্তাও থাকে যথেষ্ট। কিন্তু বাইরে খুব অমায়িক ও সরল হলেও এদের মনের মধ্যে কিছু কুটিলতার ভাব থাকে—যা সহজে কেউ বুঝতে পারে না।

চিকিৎসাবিদ্যা, আইনবিদ্যা, গ্রন্থরচনা, অধ্যাপনা, শিক্ষকতা, বুদ্ধি ও জ্ঞানের যে কোনও কাজ প্রভৃতিতে জাতকের যেন খুব সহজ ও সরল প্রবণতা থাকে। বুধের ক্ষেত্রে প্রায়ই থাকে প্রেম বিবাহ রেখা প্রভৃতি। বুধের রেখা রবির দিকে চলে পড়লে বা বুধ রেখা রবির সঙ্গে মিশলে, জাতক বুদ্ধির বলে ও কার্যাদির গুণে বিরাট সুনাম অর্জন করবে।

অভিনব চিন্তাশক্তি ও নিত্য নতুন ভাবনা শক্তি হলো বুধের কারক। এই ক্ষেত্র যত উন্নত ও ক্রিয়াশীল হয়, জাতকের এইসব গুণও তত প্রকাশিত হয়। বুধরেখাও যত বেশি দীর্ঘ হয়—তত এই গুণগুলির শুভ প্রকাশ ঘটে।

বুধ হলো বালক গ্রহ—তাই বালকসুলভ সরলতা, স্পষ্টতা, স্বচ্ছতা জাতকের মধ্যে দেখা যায়। তা সত্ত্বেও সে এই সরলতা দ্বারা অন্য চিন্তা এবং গভীর চিন্তা করে থাকে—যদিও তার চিন্তাধারা সকলে বুঝতে পারে না। তার মনে গোপন কুটিলতাও লুকিয়ে থাকে ও সব দিকের ভালমন্দ বিচারের ক্ষমতা তার থাকে। জাতকের মনের গভীরে একসঙ্গে দুটি মতভাব খেলা করতে থাকে—যদিও একটি মাত্র ভাবই তারা বাহ্যিকভাবে প্রকাশ করতে থাকে। বুধরেখার উন্নতভাব সব সময় জাতককে বুদ্ধি ও বিবেচনার কাজে উদ্যম জোগায়। বিচার শক্তি উন্নত হবার জন্য ভাল বিচারক, জজ, ম্যাজিস্ট্রেট বা ঐ ধরনের কাজ করেও সুনাম অর্জন করতে পারে।

রসায়ন, বিজ্ঞান প্রভৃতির দিকে নতুন আবিষ্কারের পথে গেলে উন্নতি করা তার দ্বারা সক্ষম। চাকুরে, কেরানী প্রভৃতি হলে সে অন্য সকলের চেয়ে বেশি চিন্তার ও বুদ্ধির পরিচয় দিয়ে সুনাম অর্জন করে থাকে।

বুধের ক্ষেত্র অপ্রশস্ত, কাটাকাটিযুক্ত, তিল চিহ্নযুক্ত প্রভৃতি হলে জাতকের মনে নানা কুপথের দিকে চিন্তার প্রবণতা আসে। অন্যায় পথে চিন্তার দ্বারা উন্নতি করতে পারে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাকে কষ্টের মাঝেও পড়তে হয়।

বুধের ক্ষেত্র নীচস্থ হলে উচ্চ বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ দেখা দেয়। সাধারণের সঙ্গে অতি সাধারণ হয়ে তার দিন কাটে। উচ্চ চিন্তা করার মতো তার মনের ভাব হয় না। জাতক বিনা কারণে অহংকারী ও ঝগড়াটে প্রভৃতিও হতে পারে। বুধের ক্ষেত্রে তিল থাকলে জীবনে নারীর দ্বারা প্রতারিত হবার যোগ দেখা যায়।

## শুক্রের ক্ষেত্রে শুভাশুভ বিচার

শুক্র হলো মানুষের জীবনের প্রেম, সুখ, ভালবাসা প্রদানকারী গ্রহ। হাতে শুক্রের ক্ষেত্র প্রশস্ত ও উন্নত হলে এবং কাটাকাটি, তিলচিহ্ন বর্জিত হলে জাতক পরম সুখে ও আনন্দে দিন কাটায়। জীবনের কষ্টকর দিকের অভিজ্ঞতা কেমন, সে বিষয়ে সে সম্পূর্ণ অনবহিত থাকে। তার সারাজীবন উচ্চভাবে ও উন্নত মানে চলে থাকে। জাতকের সৌন্দর্য জ্ঞান থাকে খুব বেশি—রুচি হয় উন্নত। জাতক শিল্প, সাহিত্য

কাব্য, চিত্রকলা, নৃত্য, গীত, অভিনয় প্রভৃতিতে বিরাট জ্ঞানলাভ করে থাকে। এর মধ্যে তার যে কোন পথে উন্নতি করার সম্ভাবনা। ফল, পাখি, গান হয় জাতকের প্রিয়। প্রাকৃতিক সুন্দর পরিবেশ তার প্রিয়। চাকরি, ব্যবসা প্রভৃতির পথে গেলেও জাতকের উন্নতি হয়।

শুক্রের ক্ষেত্রে সরলরেখা বা আয়ুরেখা, সমান্তরাল রেখা প্রভৃতি থাকলে—তা শুভ কিন্তু জড়াজড়ি রেখা বা জাল রেখা থাকা খুব খারাপ। শুভ শুক্র জাতকের প্রেম, বিবাহ প্রভৃতির ক্ষেত্রে শুভ ফল দেয়। জাতক বিপরীত লিঙ্গের দ্বারা সাহায্য ও ভালবাসা প্রচুর পায়—আনন্দে দিন কাটে। অবশ্য একাধিক বিপরীত লিঙ্গের সঙ্গে জীবনে মিলনের যোগও জাতকের মধ্যে সূচিত হতে পারে। জাতকের যৌন ক্ষমতার কারক হলো এই শুক্র। এদের স্নেহ, মায়া মমতাও বেশি থাকে।

শুক্রের ক্ষেত্র বেশি উচ্চস্থ ও প্রশস্ত না হলে তা অশুভ সূচিত করে। শুক্রের ক্ষেত্রে কাটাকাটি ও জাল থাকলে তাও অশুভ সূচনা করে। এদের জীবনে বিপথ-গামিতা, পতিতা গমন, যৌন দুর্বলতা, দুর্নাম প্রভৃতি আসা স্বাভাবিক। শুক্রের ক্ষেত্রে তিল থাকলে জাতকের দুর্নাম হয় ও বিপরীত লিঙ্গের দ্বারা প্রতারিত হয়। জাতক জীবনে সুখ পায় না। প্রচুর সংগ্রাম করে জীবনে তার দিন কাটে। সুখ সৌন্দর্যকে উপভোগ করার অবকাশ পায় না। সারা বিশ্বকে কঠোর, কঠিন ও কষ্টে ভরা বলে তার মনে হয়। এইভাবে দিন কাটতে কাটতে অশুভ শুক্রের জাতক একদিন বুঝতে পারে তার বয়স বেড়ে গেছে—প্রেম, ভালবাসা প্রভৃতিতে সময় ফুরিয়ে গেছে। জাতকের আত্মীয়-বন্ধুদের সঙ্গে মনের মিল হয় না। সবসময় মনের মধ্যে একটা বিরক্তি ভাব থাকে। আত্মীয় বন্ধুদের বিশ্বাস করলেও প্রতারিত হবার সম্ভাবনা থাকে এদের বেশি। হৃদয়হীনতা আরও এদের বেশি থাকে। যৌন, মূত্র যন্ত্রের রোগ দেখা দিতে পারে।

### ১ম মঙ্গলের ক্ষেত্রের শুভ অশুভ বিচার

মঙ্গলের ক্ষেত্র উন্নত, কাটাকাটি হীন ও সুগঠিত, সুঠাম বিবর্জিত ও তিল বর্জিত হলে জাতকের প্রচণ্ড কর্মশক্তির সূচনা করে থাকে। সংগঠন, নেতৃত্ব, জনগণের বিশ্বাস অর্জন, পুলিশ, যুদ্ধ বিভাগের কাজে উন্নতি প্রভৃতির সূচনা করে। এদের মধ্যে অবশ্য একটু অহংকার ভাব ও নেশার প্রতি আসক্তির ভাব আসাও সম্ভব। তা সত্ত্বেও জীবনযুদ্ধে জয়ী হবার জন্য প্রচণ্ড প্রচেষ্টা করার ক্ষমতা এরা অর্জন করে। কোনও বিপদ বা ঝামেলাতে ভয় পাবে না। এদের জীবনের বাস্তব পথে গিয়ে উন্নতির পথে যাওয়ার যোগ দেখা যায়। কল্পনাবিলাস প্রভৃতির পথে এরা যায় না, যেতে ভালবাসে না।

কল্পনাশক্তি এদের কম থাকে, বাস্তবমুখী কাজে এরা পটু হয়। আবার এরা বড় গুণ্ডাবাজ, দাঙ্গাবাজ, লেঠেল, শিকারী প্রভৃতি হতে পারে। অন্য রেখাদির বিচার থেকে সেটা বোঝা যায়। ভয়-ডর বিশেষ এদের থাকে না। সাধারণের চোখে এরা নিজেকে বড় করে তোলার জন্যে শ্রম ও কষ্ট করতে রাজী। ফাটকা, জুয়া প্রভৃতি

থেকে এদের অর্থ প্রাপ্তিও হতে পারে। অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবসা করলে এদের খুব শুভ হয়। এদের মধ্যে কিছুটা কর্কশ ও রুক্ষ ভাব থাকতে পারে। এরা রেগে গেলে ভীষণ রেগে যায়, আবার চট করে মাথা ঠাণ্ডা হয়। এদের যৌন ক্ষমতা ও যৌন আসক্তি বেশি থাকে। পাশবিক ভাবের প্রাবল্যও এদের মধ্যে বেশি থাকে।

মঙ্গলের ক্ষেত্র অশুভ কাটাকাটি বা জালযুক্ত হলে তা খুব খারাপ লক্ষণ। মঙ্গলের ক্ষেত্রে তিল থাকাও খারাপ। এদের জীবনে উন্নতি পদে পদে ব্যাহত হয়। শত্রু সর্বদা লেগে এদের ক্ষতি করতে পারে। জীবনে চলার প্রতি পদে বাধা, উন্নতি ও কর্মে বাধা, শুভকাজে বিঘ্ন, প্রাপ্তিতে বিলম্ব ঘটতে দেখা যায়। আঘাত, দুর্ঘটনা এমনকি মৃত্যুর যোগ দেখা যায়। মঙ্গল অশুভ হলে পেটের রোগ, লিভারের রোগ, কুপথে গমন, যৌন রোগ, নেশাপানের প্রভাব প্রভৃতি সূচিত হয়। মঙ্গল খারাপ হলে দাঙ্গা-হাঙ্গামার মধ্যে পড়ে আঘাত, অঙ্গহানি প্রভৃতি হবার যোগ দেখা যায়।

## ২য় মঙ্গলের ক্ষেত্রের শুভ অশুভ বিচার

মঙ্গলের ক্ষেত্র উন্নত হলে, কাটাকাটিবিহীন ও তিলবিহীন জাতকের মধ্যে তেজ, বীরত্ব, শৌর্য-বীর্য, পরাক্রম প্রভৃতির প্রকাশ হয়ে থাকে। পুলিশ বিভাগ, সেনা বিভাগ, ডাক বিভাগ, গোয়েন্দা, নৌ বা প্লেন-বাহিনী প্রভৃতিতে গেলে জাতকের উন্নতি হয় ও নিজের কাজ ও বীরত্বের জন্য জাতক খ্যাতি অর্জন করে। জাতক সাধারণ জীবন যাপন, ব্যবসা প্রভৃতি করলে তার মধ্যে সাধারণের চেয়ে বেশি বীরত্বের প্রকাশ দেখা যায়। জাতকের মধ্যে নানা পথে উদ্ভাবনী শক্তির বিকাশ দেখা যায়। জাতক নিজে শ্রম করে ও অন্যদের খাটিয়ে উন্নতি করতে পারে।

মঙ্গল হলো ভূ-সম্পত্তি, কৃষিক্ষেত্র, বাড়ী প্রভৃতির কারক। মঙ্গল শুভ ও উন্নত হলে জাতক এই সবের অধিকারী হয়। কৃষিজাত, ফিসারী, চাষাবাদ, শাক-সবজির চাষ প্রভৃতি নানা দিকে জাতকের পক্ষে শুভ ফলের প্রকাশ দেখা যায়। অল্প মূলধন নিয়ে এইসব পথে শুরু করলেও সে জীবনে অনেক উন্নতি করে। মঙ্গলের ক্ষেত্রের পাশে যদি মহান চতুর্ভূজ থাকে, তাহলে তার ফলে জাতক আরও উন্নত হয়। জাতকের মধ্যে কল্পনার চেয়ে বাস্তববোধ বেশি। জাতক কর্মহীন জীবন যাপন মোটেই পছন্দ করে না। জাতকের মধ্যে নেশা করার আসক্তি আসাও স্বাভাবিক। তার বীরত্ব ও সাহসের জন্য সে জনসমাদর লাভ করে। বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্য ব্যবসার পথে গেলে তাও শুভ হয়।

মঙ্গল নীচস্থ, অপ্রশস্ত, অশুভ, কাটাকাটি যুক্ত হলে বা মঙ্গলে তিল থাকলে, তা অশুভ সূচনা করে। বিষয় সম্পত্তি, জমিজমা থাকে না—থাকলে নষ্ট হয়। দাঙ্গা-হাঙ্গামা প্রভৃতিতে লিপ্ত হতে পারে। আকস্মিক দুর্ঘটনার যোগ আছে। জাতকের জীবনের দুর্বিপাক ও দুঃখ আসা সম্ভব। পেটের রোগ ও পেটের গোলমাল হবার আশঙ্কা এদের থাকে। এরা সুঠাম স্বাস্থ্যের অধিকারী হয়।

### মঙ্গলের সমতলের ক্ষেত্রের শুভ ও অশুভ বিচার

মঙ্গলের সমতলের ক্ষেত্র হাতের কেন্দ্রও একটু নিচু হয়। এটি খুব উন্নত হয় না। তবে এটি প্রশস্ত, সুগঠিত ও সুঠাম হলে তা শুভ। তাতে অনেক কাটাকাটি রেখা অপ্রশস্ত তিলযুক্ত থাকলে তা সূচনা শুভ করে। জাতক নানা পথে সম্মান পেতে পারে। এই ক্ষেত্রেই কর ত্রিকোণ থাকতে পারে। সেটি স্পষ্ট ও সুগঠিত হলে তা নানা শুভ ভাব সূচনা করে।

মঙ্গল শুভ হলে তার ব্যবসায়ে নানা পথে উন্নতি হয় এবং তার জীবন সুখে অতিবাহিত হয়। এমনকি রাজার প্রিয় হবার যোগ থাকে। বিচার বা রাজকাজ বা উচ্চ সরকারী চাকরী পেতে পারে এবং এই পথে ভাল উপার্জন ও চাকরি পেতে পারে। জাতক জনপ্রিয় হতে পারে বা যশ লাভ করতে পারে। তার প্রচুর নিজস্ব বাড়ী, সম্পত্তি, যানবাহন প্রভৃতি হবার যোগ থাকে। জাতক ধৈর্যশীল ও পরিশ্রমী হয়। তবে অল্প শ্রমে বেশি উপার্জনের দিকে তার দৃষ্টি থাকা সম্ভব।

মঙ্গল অশুভ কাটাকাটি হলে বা মঙ্গলের ক্ষেত্রে তিল থাকলে, কর্মে অসাফল্য, ব্যবসায়ে ক্ষতি, জমিজমা ও গৃহ প্রভৃতি না থাকা বা নষ্ট হওয়া, জনসমক্ষে নিন্দাও হতে পারে জাতকের। জীবনে পদে পদে অশান্তি লেগে থাকে তাদের।

## চতুর্থ অধ্যায়

## কিরোম্যানসি—হস্তের রেখা সকলের অর্থ

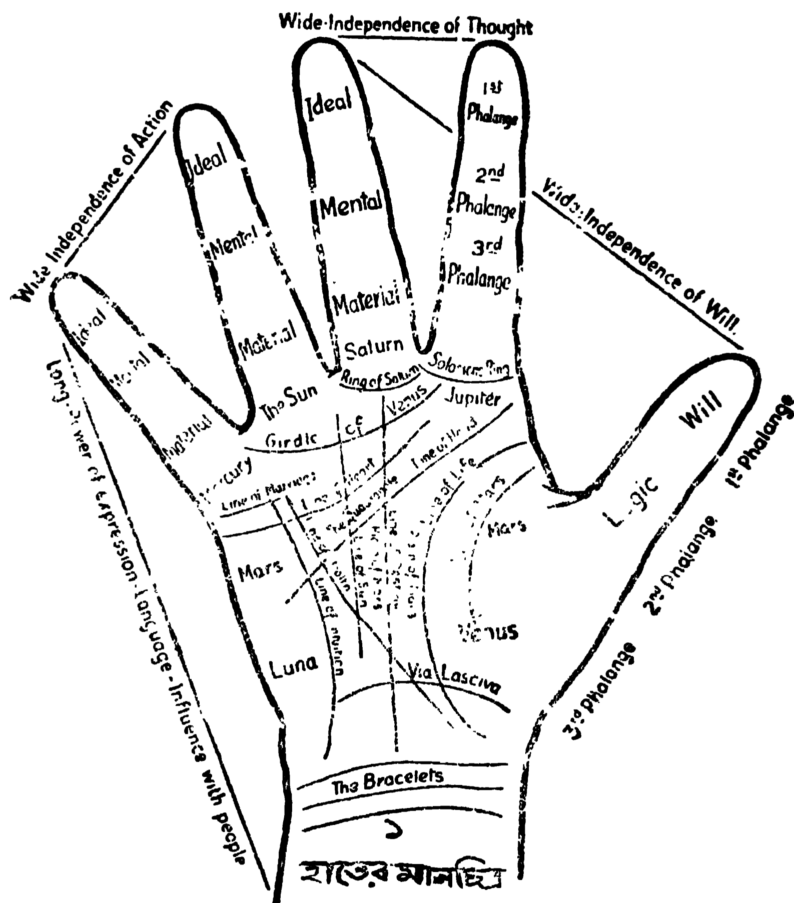
কিরোম্যানসি কথাটি গ্রীক ভাষায় Cheir কথাটি থেকে এসেছে। যার অর্থ হচ্ছে হাত। এই গ্রীক কথাটি থেকে কিরো এই ছদ্মনাম আমি গ্রহণ করেছিলাম প্রথম আমি যখন বারো বছর বয়সে হাত দেখার পুস্তক রচনা করি সেই সময় থেকে।

আমার বারো বছর বয়স হবার আগেই গ্রীকবংশসম্ভূতা আমার মা হাতের গড়নের অর্থ, রেখাগুলির অর্থ সবই আমায় শিখিয়েছিলেন। তাছাড়া তাঁর নিজের গ্রন্থাগারে এই সম্বন্ধে অমূল্য গ্রন্থরাজি সংগ্রহ করেছিলেন তাও তিনি আমায় দিয়েছিলেন। তিনি স্বপ্নেও কখনও কল্পনা করতে পারেননি এ বিষয়টি আমি অতীব মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করবো এবং একে বৃত্তি হিসেবে গ্রহণ করবো এবং এর দ্বারা অনেক রাজা, রাণী, প্রেসিডেণ্ট এবং আমার সমসাময়িক বিশিষ্ট বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ ঘটবে।

তিনি অবশ্য এই সময়েই একটা ছোট খাতায় আমার চরিত্রের বিশেষ বিশেষ গুণাবলীগুলি টুকে রেখেছিলেন। তার থেকে কিছু অংশ তুলে ধরছি—আমার সন্তানের ডান হাতে এবং বাঁ হাতে আধ্যাত্মিক ক্রশ চিহ্ন রয়েছে। এই কারণে আমি তাকে

আমার আধিভৌতিক তথ্য সংক্রান্ত যতগুলি পুস্তক আছে বিশেষ করে হস্তরেখা সম্বন্ধে সবই আমি তাকে দিয়েছি। আমার বিশ্বাস সে এগুলির সদ্ব্যবহার করতে পারবে। এমন কি তার এই অল্প বয়সেই আমি লক্ষ্য করেছি ; সে সকলের চেয়ে কত বেশি আগ্রহ সহকারে এই সংক্রান্ত পুস্তকগুলি পাঠ করে। সে নিশ্চয়ই একজন লেখক হবে এবং তার হাতে আমি যে সব চিহ্ন দেখি তাতে মনে হয় এইসব বিষয়ে সে প্রচুর সুনাম করবে।

আমার মার ভবিষ্যৎ বাণী অভ্রান্ত। এই সময়ের পর থেকেই আমার অবসর মুহূর্তগুলিতে লোকেদের হাত দেখে বেড়াতে লাগলাম এবং টাকা বাঁচিয়ে আধি-




১
হাতের মানচিত্র

ভৌতিক বিষয় সংক্রান্ত পুস্তক কিনতে লাগলাম এবং অবশেষে এই সংক্রান্ত পুস্তক পাঠ করা আমার জীবনে সবচেয়ে বড় নেশা হয়ে দাঁড়াল।

আর কথা না বাড়িয়ে আমি এখন আমার পাঠকদের বলছি যেমনভাবে ক্লাসে পড়াশুনা হয়, যেমনভাবে আমরা বসি এবং এখন আমি আমার সঞ্চিত যেটুকু জ্ঞান

অধ্যয়ন করে পর্যবেক্ষণ করে অনুসন্ধান করে এবং বহুদিন এই বৃত্তিতে লেগে থাকার ফলে আহরণ করেছি তা আমি দিতে চেষ্টা করবো।

আমি প্রথমেই একটা প্রয়োজনীয় বিষয়ের দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। এখন আমি সমগ্র জগতে বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধিত হবার পর হস্তরেখা সংক্রান্ত প্রচুর পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে। আমি অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলতে পারি যে এর মধ্যে অধিকাংশ পুস্তকই আমার বই থেকে নেওয়া সত্যিকারের বিষয়ের অপভ্রংশ। যাঁরা লিখেছেন তাঁদের পেশাগত জ্ঞানের দৈন্যই সুপ্রকট।

হাতের ক্ষেত্র

আমি এই কথাটাই জোর গলায় বলতে চাই যে এই বিষয়ে লেখকরা যাঁরা নিজেদের বেশি চালাক প্রতিপন্ন করতে গিয়ে পাঠক সাধারণকে বিভ্রান্ত করতে চান তাঁদের দিকে পাঠকদের নজর না দেওয়াই উচিত।

আধুনিক কতকগুলি বইতে সম্পূর্ণ বিভ্রান্তিকরভাবে দেখানো হয়েছে যে, জাতকের পরমায়ু হৃদয়রেখা বা শিরোরেখা থেকেই বোঝা যায়। তাঁরা হয়তো ভুলে যান বা জানেন না যে প্রত্যেক প্রয়োজনীয় রেখাই স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং একে অপরের সঙ্গে মিলিয়ে

ফেলা ঠিক উচিত হবে না। প্রত্যেক রেখার অপরের সঙ্গে সম্পর্ক আছে এটা দেখতে হবে।

## শিরোরেখা

শিরোরেখা ( হাতের মানচিত্র ) মানসিকতা সম্বন্ধে সবকিছু নির্দেশ করে। যেমন শিক্ষা, মানসিক উন্নতি, জীবনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি, নীতি এবং অপরের সম্বন্ধে উদার বা উন্নাসিক মানসিকতা।

ইহা নির্দেশ করে—এবং নির্ভুলভাবেই নির্দেশ করে—মস্তিষ্কের প্রবণতা এবং কোনদিকে আগ্রহ ; এর উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত গুণাবলী এবং যা কিছু কাজ, অধ্যয়ন এবং অভিজ্ঞতা দ্বারা উন্নত করা হয়েছে।

কম্পাসের কাঁটার মতই করতলের মধ্যভাগে ইহা সোজাভাবে নির্দেশ করে অথবা নিম্নদিকে বা উচ্চদিকে যে ক্ষেত্রে যেমন হয়, প্রতিটি এবং প্রত্যেকটি স্থান নির্দিষ্ট এবং প্রকৃষ্ট অর্থবহ।

উপরন্তু ইহা চরিত্র এবং এমন কি মস্তিষ্কের গুণাবলী পর্যন্ত নির্দেশ করে। ইহা পূর্ব থেকেই নির্দেশ দেয় এমন কি বহু বছর আগেই—যে ভেতরকার কিছু ঠিক কর্কট রোগের মত টিসুগুলিকে বা মস্তিষ্কের কোষগুলিকে খাচ্ছে এবং অবশ্যম্ভাবী মানসিক বিকলতার পথ তৈরী করছে।

আমি এই বিষয়গুলি শিরোরেখা সংক্রান্ত বিষয়ে বিশদভাবে আলোচনা করবো।

## হৃদয়রেখা

হৃদয়রেখা ( হাতের মানচিত্র ) নাম থেকেই বোঝা যায় কামজ বা ইন্দ্রিয়ানভূতিরেখা অপেক্ষা স্নেহ-মমতাই বেশিভাবে নির্দেশ করে। যেটি অনেকেই গুলিয়ে ফেলেন।

## ভাগ্যরেখা

ভাগ্যরেখাকে ( হাতের মানচিত্র ) আরও ভালভাবে বোঝা যায় যদি একে ব্যক্তিত্ব রেখা বলা হয়।

নর বা নারীর মধ্যে যে ভগবান রয়েছেন তাঁরা যখন যুদ্ধ করেন—ভাগ্যের নয়। কিছু ভাগ্যের সঙ্গে, এই রেখাটি তাই নির্দেশ করে।

এর সফলতা বা দুর্বলতা থেকে বোঝা যায় যুদ্ধটি কিভাবে চলছে, ভগ্ন সেতুগুলি অতিক্রম করছে না নিষ্ঠুর ভাগ্যের কাছে ব্যক্তিত্ব স্রোতের মুখে কুটোর মত ভেসে গেছে।

পুনরায় এ জাতকের চরিত্র সম্বন্ধে নির্দেশ দেয়। যে চিন্তাশক্তি তাকে সামনের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।

কতকগুলি হাতে খুব সরল ভাগ্যরেখা থাকে। কিন্তু অন্যান্য রেখাগুলি অত ভাল

নয়। এরকম ক্ষেত্রে তাদের ব্যক্তিত্ব হয়তো প্রবল কিন্তু তাঁরা সচরাচর একাকী বা জন-জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন থাকেন এবং এটা তত ভাল নয়। যদি আরও সুন্দরভাবে এই ভাগ্যরেখার সঙ্গে সাহায্যকারীর বা সহযোগী রেখা পাশে পাশে থাকতো।

## রবিরেখা বা সৌভাগ্য রেখা

সূর্য পৃথিবীর পক্ষে যতটা উপকারী যেমন—উর্বরতা, ঐশ্বর্য এবং সুখ-শান্তি দেন, হাতের এই রেখাটি সেই রকম। বিশেষভাবে ভাগ্যরেখা বা ব্যক্তিত্বরেখার পক্ষে ( হাতের মানচিত্র )।

এ সবচেয়ে রহস্যজনক রেখা যে সময় থেকে এর আবির্ভাব হয় বিশেষ করে যদি ভাগ্যরেখা থেকে এ রেখা ওঠে, তবে কোন না কোন বিষয়ে সাফল্য সচরাচর সুনিশ্চিত। এই সৌভাগ্যের ধারা যে ধরনের হাতে ইহা পাওয়া যায় তার উপরে নির্ভর করে। একজন সফল ধর্মযাজকের হাতে হয়তো এ চিহ্ন থাকতে পারে, আবার কার্যকারণভাবে একজন সফল অপরাধীর হাতেও এই রেখা থাকতে পারে।

এই রেখাটি সূর্যের মতই জাতকের কার্যে বা উচ্চাকাঙ্ক্ষায় সফলতা আনয়ন করে। ইহা একজন অভিনেত্রী বা চিত্রতারকাকে অসীম খ্যাতি বা জনপ্রিয়তা দিতে পারে। এই রেখাটি সুনামের দিকে প্রথম পদক্ষেপ। একজন শিল্পীর আঁকা একটি ছবি হয়তো প্রথম খ্যাতি অর্জন করলো। একজন লেখকের একটি বই হয়তো জনপ্রিয়তা লাভ করলো। কিন্তু সকলের পক্ষেই সৌভাগ্যের দিকে এটি একটি পদক্ষেপ। একটি বিশেষ সময় যা সাদা, লাল বা কালো যে দিকেই হোক না কেন যে ক্ষেত্রে যেমন।

## আয়ুরেখা

আয়ুরেখা( হাতের মানচিত্র )। বৃদ্ধাঙ্গুলিও নিচের উন্নত স্থানটি অর্ধচক্রাকারে যে রেখাটি বেষ্টন করে থাকে তাকে আয়ুরেখা বলে। এই রেখার অবস্থান, গভীরতা, অভগ্নতা, দ্বীপচিহ্ন, দীর্ঘতা থেকে সাধারণ স্বাস্থ্য, শারীরিক কাঠামো এবং জীবনের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে এক ধারণা করা যায়।

## স্বাস্থ্যরেখা

স্বাস্থ্যরেখাকে ( হাতের মানচিত্র ) লিভার লাইনও পূর্বকালে বলা হতো। কারণ আগেকার কালে সবকিছু রোগকেই লিভার বা যকৃতের গণ্ডগোল বলে ধরে নেওয়া হতো। এই রেখাটি কনিষ্ঠার নিম্নদেশ থেকে শুরু হয়, যাকে বুধের অঙ্গুলিও বলা হয়ে থাকে। জ্যোতিষশাস্ত্রে বুধ মনকে বোঝায়। সুতরাং দুর্ভাবনা এবং মানসিক দুশ্চিন্তা এই রেখাটিকে গভীর করে বা মুছিয়ে আনে। বর্তমানে সেই জাতক কি রকম মানসিক উদ্বেগের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে তার উপর নির্ভর করে। হাতে যদি এ রেখাটি একদম না থাকে তাহলে খুব চমৎকার। কারণ এর উপস্থিতি নির্দেশ দেয় যে শরীরের প্রাণশক্তি অস্বাভাবিক ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে। যদি প্রথমদিকে খুব সরল হয় যেমন বুধের ক্ষেত্র থেকে

শিরোরেখার শেষ অবধি, তবে ইহা বাল্যকালে স্নায়বিক বিকারের প্রবণতা নির্দেশ করে। ছোটছেলেদের হাতে যদি এই চিহ্ন খুব গভীরভাবে থাকে তবে তাদের স্কুলের ব্যাপারে কঠিন মানসিক পরিশ্রম থেকে রেহাই দেওয়া উচিত। তাদের যতদূর সম্ভব বিশ্রাম দেওয়া উচিত, কারণ তাদের পরীক্ষা সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র চিন্তা হলে তাদের স্বাস্থ্য আরও খারাপ হয়ে পড়বে।

সাধারণভাবে অবশ্য এ রেখাটি জীবনের পরের দিকে দেখা যাবে শিরোরেখা থেকে শুরু হয়ে ক্রমশঃ সরল হয়ে নিচু দিকে নেমে আয়ুরেখাকে ছেদ করছে বা ক্ষতিগ্রস্ত করছে।

যে স্থানে এই দুটি রেখা মেলে সেই বয়সটি বিপজ্জনক এবং যদি স্বাস্থ্য রেখাটি মেলবার সময় আয়ুরেখার চেয়ে বেশি সবল হয় তবে দুরতিক্রম্য ব্যাধি এবং মৃত্যু নির্দেশ করে।

## বিবাহ রেখা

বিবাহ রেখা ( হাতের মানচিত্র ) চিহ্নগুলি সচরাচর কনিষ্ঠার ক্ষেত্রের নিম্নে বুধের ক্ষেত্রের পাশে থাকে। অবশ্য এ ছাড়াও বিবাহ এবং প্রেম সম্বন্ধে অনেক রেখা থেকে জানা যায় যা আমি এই বিষয়ে পরে অন্য পরিচ্ছেদে বর্ণনা করবো।

## হাতের অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রেখা

মঙ্গল রেখা ( হাতের মানচিত্র ) যাকে দ্বিতীয় আয়ুরেখা বলে। সাধারণভাবে মঙ্গলের ক্ষেত্র থেকে উঠে আয়ুরেখার পাশে চলে। এটা খুব বড় একটা সরলরেখা এবং একে শুক্রের ক্ষেত্রে প্রভাবকারী রেখার সঙ্গে গুলিয়ে ফেলা যায় না। মঙ্গলের রেখা বা মঙ্গলরেখা স্বাস্থ্যের প্রাচুর্য নির্দেশ করে। বিশেষ করে সবরকম চতুষ্কোণ হস্ত বা চওড়া হাতের এবং ঐসব হাত সচরাচর সাধারণতঃ একটু ঝগড়াটে যুদ্ধং দেহি মনোভাব দেয় এবং স্বাস্থ্যের প্রাচুর্য দেয়। সৈনিকদের হাতে বা সকল রকম যোদ্ধার হাতে এটা একটা খুব চমৎকার চিহ্ন।

যদি সরু পাতলা হাতে দুর্বল আয়ুরেখার পাশে এই রেখা থাকে তবে সচরাচর বিপজ্জনক ভগ্নরেখা অসুস্থতার চিহ্ন, অসুস্থতার হাত থেকে মুক্তি দেয় এবং শরীরের কাঠামোকে অনেক বেশি শক্তি দেয়।

## শুক্রবন্ধনী

শুক্রবন্ধনী ( হাতের মানচিত্র ) সেই ভগ্ন বা অভগ্ন ধরনের অর্ধবৃত্ত বা প্রথম এবং দ্বিতীয় অঙ্গুলির তলদেশ থেকে শুরু হয়ে তৃতীয় এবং চতুর্থ অঙ্গুলির মধ্যে শেষ হয়। নিয়মতান্ত্রিকভাবে এই রেখাটি অত্যন্ত স্পর্শকাতর মেধা নির্দেশ করে। এর সঙ্গে প্রেমিক প্রকৃতির একটি সম্বন্ধ আছে। কারণ এ সচরাচর স্নেহ ও প্রণয়ের জন্য মনের বাসনাকে বর্ধিত করে। যেসব জাতকের হাতে এই রেখা থাকে তাঁদের যে কোন

বিষয় একবার মনে লেগে গেলে তাঁরা অত্যন্ত আগ্রহান্বিত হয়ে ওঠেন। কিন্তু তাঁদের মনোভাব পারদের মতই ওঠা-নামা করে—এই মুহূর্তে আবেগে উচ্ছল, পরের মুহূর্তেই আবার বিষাদখিন্ন আর বিমর্ষ।

যদি শুক্রবন্ধনী করতলের বাইরের দিকে চলে গিয়ে বিবাহ রেখার সঙ্গে যুক্ত হয় তবে এই অদ্ভূত ধরনের মনোবৃত্তি এবং মেজাজের রদ-বদলের জন্য বিবাহিত জীবন নানাভাবে বিঘ্নিত হয়।

## শনির অঙ্গুলীয়

শনির অঙ্গুলীয় সচরাচর খুব কমই দেখা যায়। এটি শুভ চিহ্ন নয়। ভাগ্য-রেখার শুভপ্রদ সমাপ্তিকে এ যেন ছেদ করে দেয়। এ রেখা চরিত্রের মধ্যে শনির প্রভাবও অনেক বাড়িয়ে দেয় এবং খুব ঢালু শিরোরেখা থাকলে আত্মহত্যার প্রবণতা বৃদ্ধি করে।

## ব্রেসলেট

ব্রেসলেট চরিত্র অধ্যয়ন করবার জন্য বা হস্তরেখা সংক্রান্ত কোন ব্যাপারে এর কোনও মূল্য নেই। একটা বিষয়ে যা অবশ্য চিকিৎসা শাস্ত্রে প্রমাণিত হয়েছে, যে এ রেখা শরীরের নিম্নাঙ্গে কোন রকম দুর্বলতাও গঠনের অস্বাভাবিকতা নির্দেশ করে। কোনও রমণীর হাতে ব্রেসলেট যদি করতলের পাদদেশে ধনুকের মত হয়ে থাকে তবে সন্তান উৎপাদনে এবং এইসব কারণ থেকে বিপদ নির্দেশ করে।

কিন্তু যদি ব্রেসলেটগুলি সুচিহ্নিত হয় বিশেষতঃ ওপরকার রেখাগুলি যেটি করতলের সর্বাগ্রে আছে তবে তা সবল স্বাস্থ্যের ও মজবুত শরীরের কাঠামো নির্দেশ করে।

## ভায়াল্যাসিভিয়া

ভায়াল্যাসিভিয়াকে মাঝে মাঝে স্বাস্থ্যরেখার সঙ্গে গণ্ডগোল করে ফেলা হয়। এটা জীবন ক্ষেত্রকে যোগ করেছে। এর অর্থ হচ্ছে যে এ রেখা মনের কল্পনায় নানারকম কামজ বাসনা এনে দেয় এবং এই মাত্রাতিরিক্তের জন্য জীবনের পরমায়ু কমিয়ে দেয়। এই রেখার সঙ্গে যদি শুক্রবন্ধনী থাকে এবং হাতটি যদি নরম হয় তবে এটা খুবই খারাপ।

## দৈবানুভূতি রেখা

দৈবানুভূতি রেখা, সাতরকম হাতের মধ্যে সচরাচর দার্শনিক, কৌণিক বা শিল্পী হাত এবং আধ্যাত্মিক বা আদর্শবাদী হাতে পাওয়া যায়। এ এক রকমের অর্ধ বৃত্তাকার রেখা যা বুধের ক্ষেত্র থেকে চন্দ্রের ক্ষেত্রের দিকে যায়। এ রেখাটি একটি

স্পর্শকাতর চরিত্র নির্দেশ করে যাঁরা ব্যক্তি এবং পরিবেশ দ্বারা সহজেই প্রভাবিত হন। এ রেখাটি দৈবানুভূতি, প্রেরণা এবং অন্তর্দৃষ্টি নির্দেশ করে এবং নানারকম আধিভৌতিক বিষয় সম্বন্ধে প্রবণতা নির্দেশ করে এবং নানারকম স্বপ্ন, দৈবদৃষ্টি, ধর্ম এবং ভূতপ্রেতের গবেষণা করতে ভালবাসেন।

### মিষ্টিক ক্রশ

মিষ্টিক ক্রশ ( চিত্র ৪২ )—চতুষ্কোণ মাঝখানে দেখতে পাওয়া যায়—যে স্থানটি হৃদয়রেখা এবং শিরোরেখার মধ্যে গঠিত হয়েছে। এ রেখা সচরাচর ঠিক শনির ক্ষেত্রের নিচেই দেখতে পাওয়া যায়। এ রেখা আধিভৌতিক গভীর রহস্যজনক বিষয় এবং ম্যাজিক সম্বন্ধে খুব আগ্রহ দেয়।

### সোলোমানের অঙ্গুরীয়

সোলোমানের অঙ্গুরীয় ( চিত্র—২ ) সচরাচর অর্ধবৃত্তাকার শনি এবং বৃহস্পতির ক্ষেত্রকে যোগ করছে দেখা যায়। এই রেখাটি সবরকম আধিভৌতিক বিষয়ে সাফল্য এবং ব্যুৎপত্তি নির্দেশ করে। প্রকৃত পক্ষে এ চিহ্ন প্রকৃতিদত্ত ক্ষমতাকে বর্ধিত করে এবং কোনও লোকের হাতে যদি এই চিহ্ন এবং মিষ্টিক ক্রশ থাকে তবে তিনি এইসব বিষয়ে একেবারে সর্বোচ্চ হয়ে ওঠেন।

### হস্তের সময়

হাতের রেখা থেকে সময় বেশ স্পষ্টভাবে বলা যায়। ভবিষ্যৎ বলবার জন্য দিন এবং সময় খুব প্রয়োজন। সাধারণতঃ হস্তের কেন্দ্রকে স্বাভাবিক জীবনের কেন্দ্র বলে ধরা হয় যা সত্তর বছর অর্থাৎ হস্তের কেন্দ্রস্থলটি পঁয়ত্রিশ বছর নির্দেশ করে। সচরাচর স্বাভাবিক হাতে ভাগ্যরেখা এবং শিরোরেখা মিলিত হবার স্থানটি এই কেন্দ্র এবং এই সময়ের কোন ঘটনা পঁয়ত্রিশ বছরের কাছাকাছি ধরে নেওয়া হয়। ঘটনার সময় এবং দিন এই বইয়ের শেষের দিকে এক বিশেষ পরিচ্ছেদে ভালভাবে বোঝানো হয়েছে।

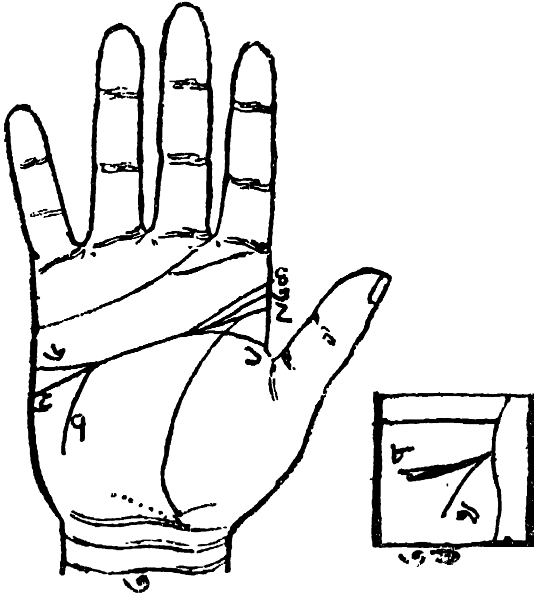
## পঞ্চম অধ্যায়

### শিরোরেখা

শিরোরেখা ( হাতের মানচিত্র ) হাত দেখবার পক্ষে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় রেখা। এ হাত নানাধরনের বিভিন্নভাবের হতে পারে তজ্জন্য ছাত্রদের উপকারের জন্য এই রেখাটি আমি ভাগ ভাগ করে বিচার করবো।

## হস্তের শ্রেণী

শিরোরেখা বিচার করতে গেলে এইটিই সর্বাগ্রে অধ্যয়ন করা প্রয়োজন। উদাহরণস্বরূপ একটি কৌণিক বা আধ্যাত্মিক হাতে ঢালু শিরোরেখার এতটা উপযোগিতা নেই, যদিও চতুষ্কোণ হস্তে এই ধরনের ঢালু শিরোরেখা দেখা যায় তার চেয়ে। এর কারণ দার্শনিক আধ্যাত্মিক বা কৌণিক হাতে যদি শিরোরেখা ঢালু হয় বা চন্দ্রের দিকে নিচু হয়ে নেমে আসে তবে সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু চৌকো হাতের যা গুণাবলী ঢালু শিরোরেখা সেই হাতে একদম বিপরীত ধর্মী।



চৌকো হাত ( হস্তের গঠন পরিচ্ছেদ ছয় ) সাধারণতঃ যাদের স্বাভাবিক প্রবণতা হচ্ছে ধীর স্থির এবং ব্যবহারিক হওয়া সচরাচর তাদের করতলে শিরোরেখা সোজাভাবে আছে দেখা যায়। ঢালু শিরোরেখা এই ধরনের হাতে একেবারে বিপরীত ধর্মী।

ফলে শিরোরেখা যদি চন্দ্রের দিকে ঢালুভাবে বেঁকে থাকে তবে সে জাতকের আবিষ্কার এবং কল্পনাপ্রবণতার দিকে ঝোঁক থাকে। এই গুণাবলী চৌকো হাতের গুণাবলী দ্বারা পরিশীলিত হয়ে প্রয়োজনীয় আবিষ্কার যা ব্যবহারিক জগতের পক্ষে মূল্যবান সেইভাবে নিজেদের প্রস্ফুটিত করে।

আধ্যাত্মিক, কৌণিক বা দার্শনিক ধরনের হাতে এই ধরনের শিরোরেখা স্বপ্নে, কল্পনায় বা পার্থিবের চেয়ে অপার্থিব বিষয়ে প্রস্ফুটিত হয় বেশি। সুতরাং এই রেখাটি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে শিল্পী, লেখক বা যাঁরা কল্পনার বিমূর্ত কার্যে নিজেদের ব্যাপৃত রেখেছেন তাঁদের হাতে পাওয়া যায়।

কল্পনা নানারকমভাবে নিজেকে প্রস্ফুটিত করে—শিল্প, আবিষ্কার, বিজ্ঞান, রাজ-

নীতি, সমাজ সেবা—সুতরাং ঠিক কি ধরনের কল্পনায় সে জিনিসটি রূপ নেবে, ঠিক কোন ধরনের হাতে শিরোরেখাটি ঢালু হয়েছে তার ওপর নির্ভর করে।

## রেখার অবস্থান

হস্তে শিরোরেখাটির একটি স্বাভাবিক স্থান অছে। নাকের যেমন একটি স্থান আছে। সুতরাং এর অবস্থান যদি একটু অস্বাভাবিক হয় তবে, মানসিক ভাবধারাও অস্বাভাবিক হবে।

শিরোরেখা প্রথম অঙ্গুলীর তলদেশ থেকে বা আয়ুরেখার সঙ্গে যুক্ত হয়ে শুরু হতে পারে। তিনটি বিভিন্নভাবে এই শিরোরেখা শুরু হতে পারে।

১। আয়ুরেখার মধ্যে মঙ্গলের ক্ষেত্র থাকে।

২। আয়ুরেখা এবং শিরোরেখা ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত থাকে।

৩। শিরোরেখা আয়ুরেখা থেকে বিচ্ছিন্ন বা স্বাধীনভাবে শুরু হতে পারে। এই দুটি প্রধান রেখার মধ্যে অল্প ফাঁক বা বিরাট ফাঁক রেখে।

এই তিনটিই হচ্ছে শিরোরেখা শুরু হবার স্বাভাবিক ধরন।

## শুরু হবার প্রথম পর্ব

মঙ্গলের ক্ষেত্র থেকে উঠে শিরোরেখা সাধারণতঃ মঙ্গলের গুণাবলী গ্রহণ করে। এই ধরনের শিরোরেখা তার্কিক, যুদ্ধং দেহি এবং ঝগড়াটে মনোভাব নির্দেশ করে এবং জিনিসটি বেড়ে যায় যদি শিরোরেখাটি সোজা করতলের অপরদিকে নিষ্ক্রিয় মঙ্গলের ক্ষেত্রের দিকে চলে যায় ( ১ চিত্র ক )।

এই ধরনের শিরোরেখা যদি শেষের দিকে একটু উঠে থাকে, যেন হৃদয় রেখার দিকে উঠছে তবে এঁর ঝগড়াটে, খিটখিটে স্বভাবের মধ্যে খুনী প্রবৃত্তি লুকিয়ে রয়েছে এই ধরনের পরিচয় পাওয়া যায় ( ৬ চিত্র ৩ )।

যদি শিরোরেখাটি চন্দ্রের ক্ষেত্রের দিকে ঢালু হয়ে থাকে তবে মানসিক উৎকর্ষ-তার জন্য ঝগড়াটে প্রকৃতির নমনীয়তা নির্দেশ করে ( ৭ চিত্র ৩ )।

## শুরু হবার দ্বিতীয় পর্ব

শিরোরেখা যদি আয়ুরেখার সঙ্গে যুক্ত অবস্থায় শুরু হয় তবে অত্যন্ত স্পর্শকাতর এবং এক অতি সতর্ক মনোবৃত্তি নির্দেশ করে এবং সে ব্যক্তির আত্মবিশ্বাসের বড় অভাব, তার জন্য তিনি তাঁর মনোভাব ঠিকমতো উপস্থাপন করতে পারেন না, তাঁর কল্পনাকে রূপ দিতে পারেন না। এমন কি অতীব বুদ্ধিমান ব্যক্তি যাদের অত্যন্ত সুন্দর শিরোরেখা আছে তাঁদের আয়ুরেখার সঙ্গে শিরোরেখা যুক্ত অবস্থায় থাকার জন্য গুণাবলী ব্যাহত হয় ( ২ চিত্র ৩ )।

### শুরু হবার তৃতীয় পর্ব

যখন শিরোরেখা আয়ুরেখা থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থাকে এবং শুধু একটুমাত্র ফাঁকে এ রেখাটি করতলে অনেকদূর অবধি বিস্তৃত থাকে, তখন তার মানসিকতা অত্যন্ত স্বাধীন এবং শক্তিশালী হয়। এই চিহ্ন স্বাধীন চিন্তাশীল করে, যাকে প্রচলিত বিধি নিষেধ বেঁধে রাখে না, অতি সতর্কতা যার জীবনের গতিপথ রুদ্ধ করে না এবং সাধারণভাবে তার যথেষ্ট আত্মবিশ্বাস থাকে মতামত প্রকাশের জন্য ( ৩ চিত্র ৩ )।

এই কারণেই যে ব্যক্তিদের আয়ুরেখা শিরোরেখার সঙ্গে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় আরম্ভ হয়েছে সচরাচর জনগণের সঙ্গে সংস্পর্শ আছে এমন কোন কাজে তাঁরা এগিয়ে আসেন। তাঁরা অতি সহজেই তাঁদের মত ব্যক্ত করতে পারেন।

তাঁদের ভাষার ওপর অত্যন্ত বেশি দখল থাকে এবং যাকে বলে জনগণের ডাক তাতে তাঁরা অত্যন্ত আগ্রহান্বিত। এই ফাঁক অল্প হল অত্যন্ত সৌভাগ্যশালী চিহ্ন। ফলে এই রেখাটি ধর্ম প্রচারকারী, অভিনেতা, রাজনীতিজ্ঞ এবং প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেককে, যাঁদের কার্যাবলী লোকদের সম্মুখে নিয়ে আসে। এই রেখাটি তাঁদের যে তাঁরা কার্যক্রম ঠিক করেছেন তার পক্ষে উপযোগিতা নির্দেশ করে।

এই রেখাটির এক অতীব মনোহর পরিবর্তন হয় যদি শিরোরেখা উচ্চে বৃহস্পতির ক্ষেত্র থেকে শুরু হয়। এই রেখাটি এক অত্যন্ত সুন্দর স্বাধীনচেতা মনোবৃত্তি প্রদান করে অথচ আবার সতর্কতাও থাকে, তার ফলে এই শিরোরেখাটি সবচেয়ে সুন্দর ( ৪ চিত্র ৩ )।

### শেষ হবার প্রথম পর্ব

শিরোরেখা শুরু হবার যেমন তিনটি সাধারণ স্থান আছে, তেমনি শিরোরেখা শেষ হবার তিনটি স্বাভাবিক স্থান আছে। প্রথম হচ্ছে একেবারে একটি সোজা সরলরেখা ( ৫ চিত্র ৩ )। যেন একটা রুলারে করে একদিক থেকে আরেকটা দিকে টানা হয়েছে। এই রেখা একটি অতি বস্তুতান্ত্রিক ব্যক্তি নির্দেশ করে যার বিচার শক্তি অত্যন্ত প্রখর এবং অত্যন্ত ধীর স্থির। এই রেখাটি দক্ষ সংগঠনী প্রতিভারও ইঙ্গিত দেয়, জীবনের যে ক্ষেত্রেই তিনি বিচরণ করুন না কেন।

একজন মহিলার যদি চৌকো বা ব্যবহারিক হাত হয় ও এই ধরনের শিরোরেখা থাকে তবে তার সংগঠনী প্রতিভা, ব্যবসা পরিচালনার দক্ষতা এবং শিল্প পরিচালনায় প্রায় পুরুষদের মতই গুণাবলী থাকে।

### শেষ হবার দ্বিতীয় পর্ব

এখানে শিরোরেখাটি শেষ হবার মুখে একটু ওপরদিকে উঠে থাকে বা ওপরদিকে একটি শাখা প্রেরণ করে। একটি দীর্ঘ পরিষ্কার শিরোরেখার এই রেখাটিও অতি সবল মানসিকতা নির্দেশ করে, কিন্তু তবে প্রকৃত হয় সংগ্রহ করবার বা গ্রহণ করবার। যাঁরা অর্থ উপার্জনকেই জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কাম্য বলে মনে করেন তাঁদের পক্ষে এই রেখাটি এক অতীব সুন্দর রেখা ( ৮ চিত্র ৩ক )।

### শেষ হবার তৃতীয় পর্ব

এখানে শিরোরেখাটি একটু নিচু দিকে ঢালু হয়ে থাকে। এই রেখাটি বস্তু-তান্ত্রিকের সঙ্গে শিল্পী প্রকৃতির সংমিশ্রণ ঘটায় এবং বিশেষ করে ব্যবসাদারদের হাতে এই রেখাটি একটু বৈলক্ষণ্য মনে হয়।

এইসব লোকেরা তাদের ব্যবসায়ে সারাদিন প্রচুর পরিশ্রম করে এবং বাড়ী ফিরে এসে শিল্পীসুলভ কাজে তাদের নিজেদের মনোরঞ্জন করে ( ৯ চিত্র ৩ ক )।

### রেখার গতি

শিরোরেখা আড়াআড়িভাবে করতলকে অতিক্রম করতে পারে যেন রুলার দিয়ে রেখাটি টানা হয়েছে বা এর কেন্দ্রস্থলে উঠতে বা নামতে পারে বা আরও কোনও বিভ্রান্তিকর চিহ্ন থাকতে পারে। এই দ্বারা শিরোরেখা এবং হৃদয়রেখা মধ্যবর্তী স্থানটির তারতম্য ঘটতে পারে যাকে সচরাচর কর চতুষ্কোণ বলে। কর চতুষ্কোণ ( চিত্র—৪·২ )-এর হাত দেখায় একটি বিশেষ স্থান আছে। পরে এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা করবো।

### শিরোরেখার অন্যান্য চিহ্ন

শিরোরেখার সবচেয়ে প্রয়োজনীয় চিহ্ন হচ্ছে দীপ চিহ্ন। দীপ চিহ্ন সম্পূর্ণ বা আংশিক মানসিক বৈকল্য নির্দেশ করে যতদিন এই দীপ চিহ্ন থাকে। এই ধরনের বৈকল্য শিরোরেখার কোন্ জায়গায় আছে তার উপর নির্ভর করে। চারটি স্থানে এই রেখাটি থাকতে পারে, যা বিশেষ বিশেষ গ্রহের দোষ নির্দেশ করে।

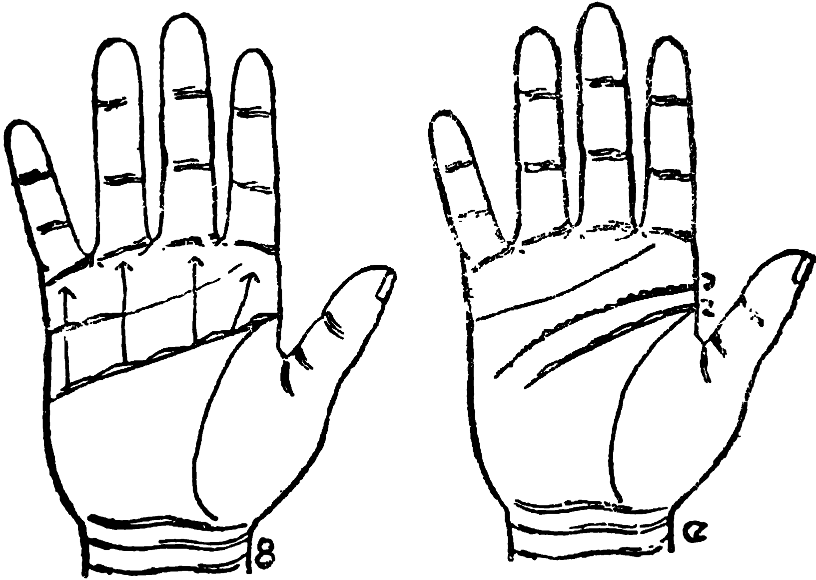
উদাহরণস্বরূপ বৃহস্পতির ক্ষেত্রের নিচে ( প্রথম অঙ্গুলির নিচে চিত্র ৪ ) দীপ চিহ্ন অত্যন্ত অস্বাভাবিক উচ্চাকাঙ্ক্ষার জন্য মানসিক ভগ্নতা নির্দেশ করে। শনির ক্ষেত্রের নিচে ( দ্বিতীয় অঙ্গুলির নিচে চিত্র ৪ ) দীপ চিহ্ন মরবিড এবং আত্মানু-সন্ধানকারী প্রবৃত্তির জন্য মানসিক ভগ্নতা নির্দেশ করে। রবির ক্ষেত্রের নিচে ( তৃতীয় অঙ্গুলির নিচে, চিত্র ৪ ) দীপ চিহ্ন খ্যাতি এবং সাফল্য অর্জনের জন্য অতিশয় পরিশ্রমের ফলে মানসিক ভগ্নতা নির্দেশ করে। বুধের ক্ষেত্রের নিচে ব্যবসা-বাণিজ্য বা বিজ্ঞানের সাধনায় অতি দুশ্চিন্তার ফলে যে মানসিক পরিশ্রম হয়, সেইহেতু মানসিক ভগ্নতা নির্দেশ করে ( চিত্র ৪ )।

শিরোরেখার দীপ চিহ্নে কি ধরনের ব্যাধি হবে সেটা স্থান থেকে স্থির করুন এবং কোন্ বয়সে ভগ্ন হচ্ছে এটি লক্ষ্য করুন এবং এ বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর জন্য আয়ুরেখা বা স্বাস্থ্যরেখাতে কোনরকম দুর্বলতা বা ভগ্ন চিহ্ন আছে কিনা লক্ষ্য করুন।

কোনও শিশুর হাতে যদি শিরোরেখার একটু দূরে কোন দ্বীপ চিহ্ন থাকে তবে এটা একটি সতর্কবাণী যে পরবর্তীকালে মস্তিষ্কের সবলতা দেবার জন্যে তাকে ভীতি

এবং মানসিকতার অপব্যবহার থেকে দূরে রাখতে হবে। এইরকম সতর্কতার ফলে ওই রেখাটি হয় মিলিয়ে আসবে বা একেবারে মুছে যাবে।

এই রকম দ্বীপ চিহ্নকে কিন্তু শিকলের মতো শিরোরেখার সঙ্গে গণ্ডগোল করে ফেলা ঠিক হবে না যদি এর খানিকটা বা পুরো দৈর্ঘ্যটাই শৃংখলিত হয়ে থাকে। (১ চিত্র ৫)।




এই চিহ্নটি এক অতি দুর্বল মস্তিষ্ক নির্দেশ করে যা কোনরকম মানসিক আঘাত, দুশ্চিন্তা বা দায়িত্ব গ্রহণ করতে অক্ষম এবং তাতে মস্তিষ্কে বিকৃতি অবধি ঘটতে পারে। যেখানে রেখাটি শুরুতে চেনের মত থাকে এবং শেষের দিকে সবল এবং পরিষ্কার হয়ে যায়, তখন জীবন যত অগ্রসর হবে মস্তিষ্ক তত সবল এবং সক্ষম হবে। কিন্তু যেখানে রেখাটি সোজা এবং পরিষ্কারভাবে আরম্ভ হয়েছে এবং পরে শেকলের মত হয়, তখন জীবনের মধ্যভাগে মস্তিষ্ক দুর্বল হয়ে যাবে তার নির্দেশ দেয়।

যখন শিরোরেখাটি একটি পরিষ্কার অভগ্ন রেখার বদলে ছোট ছোট রেখা সমন্বিত হয় (২ চিত্র ৫), তখন মানসিক পক্ষাঘাতের প্রবণতা নির্দেশ করে। মস্তিষ্ক সব সময়ই কাজ করে চলে। কেউ যদি এমন উদাহরণ দেখেন তবে তাঁকে কোনরকম দায়িত্ব বা চাঞ্চল্যকর জীবন থেকে অব্যাহতি দিয়ে শান্তিপূর্ণ কর্মহীন শান্ত-জীবন গ্রহণ করতে বলা উচিত। আগেকার শেকলের মত শিরোরেখার উদাহরণের মতই চুলের মত সরু রেখা শিরোরেখার যে কোন স্থানেই পাওয়া যেতে পারে।

যদি শিরোরেখার ওপর ছোট ছোট গর্ত দেখা যায়, তবে মস্তিষ্কে অনেকগুলি আঘাত নির্দেশ করে। এগুলি বেশি পাওয়া যায় যদি কেউ ২২শে মার্চ থেকে ২৭শে

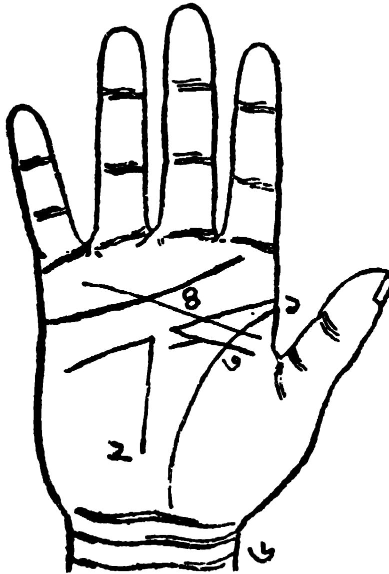
এপ্রিলের মধ্যে জন্মগ্রহণ করে থাকেন। জ্যোতিষ শাস্ত্রানুযায়ী মেষ বা মঙ্গলের প্রথম গৃহ যা সবরকমভাবেই মস্তিষ্কের নির্দেশ করে।

আদিভৌতিক বিদ্যায় শিক্ষিত ছাত্রদের কাছে এ অজানা নয় যে যারা মেষ চিহ্নে জন্মগ্রহণ করেছেন, তাঁরা অন্যান্য শ্রেণীর লোকেদের চেয়ে মাথায় এবং মুখে আঘাত পাবেন বেশি। সুতরাং এটা বেশ যুক্তিসঙ্গতভাবেই ধরে নেওয়া যায় যে এর নিশ্চয়ই কোন আদিভৌতিক কারণ বা যৌক্তিকতা আছে যার ফলে এই মস্তকে দুর্ঘটনার চিহ্ন বহুদিন আগে থেকেই জানা যায়। এইরকম ধরনের চিহ্ন গভীরভাবে পরীক্ষা করে দেখার জন্য একটু টিপে টিপে দেখতে হয়।

অন্যান্য চিহ্ন যা শিরোরেখার ওপর দেখা যায়, তা হচ্ছে চতুষ্কোণ, বৃত্ত, ত্রিভুজ বা তার চিহ্ন। চতুষ্কোণ হচ্ছে একটি রক্ষা কবচ। তা সে যেখানেই থাক না কেন। তার চিহ্ন হচ্ছে সাময়িক, অত্যধিক মানসিক প্রচেষ্টার ইঙ্গিত বা মানসিক ক্ষমতা বৃদ্ধি। বৃত্ত এবং ত্রিভূজ অনেকটা চতুষ্কোণ-এর মতই রক্ষা কবচ। বিশেষ করে যদি শিরোরেখার উপর পাওয়া যায়।

### হস্তরেখার ভগ্নচিহ্ন

হস্তরেখার যাকে ভগ্নচিহ্ন বলে তা এই রেখার যে কোন স্থানে থাকতে পারে (১ চিত্র ৬)। তারা যে সব দুর্ঘটনা নির্দেশ করেছে ফলে মাথায় আঘাত লাগে।




ভাগ্যরেখা এই ভগ্নরেখার মধ্যে দিয়ে যদি শিরোরেখায় গমন করে৲ তবে সাধারণতঃ মস্তিষ্কেই আঘাত নির্দেশ করে এবং যদি ভাগ্যরেখা ও শিরোরেখা এই দুই প্রধান রেখা পরস্পরের সঙ্গে বিদ্যমান বলে মনে হয় তবে মৃত্যু নির্দেশ করে (২ চিত্র ৬)।

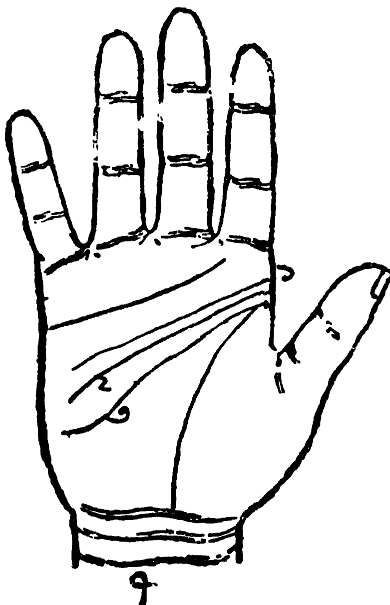
এইরূপ নির্দেশ পাওয়া গেলে আয়ুরেখার ছোট বা কোনরকম ভগ্নচিহ্ন বা কোন দ্বীপ চিহ্ন বা একটি রেখা আয়ুরেখাকে কর্তিত করছে এমন ধরনের নিশানা থাকতে পারে আবার নাও থাকতে পারে ( ৩ চিত্র ৬ ) অর্থাৎ এইরকম চিহ্ন থেকে মৃত্যুর সময়টি জানা যেতে পারে।

## শিরোরেখার বৈশিষ্ট্য

শিরোরেখার প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি এইরূপঃ এই রেখাটি যদি স্পষ্ট, সোজা এবং সম হয়, তবে ব্যবহারিক সাধারণ বুদ্ধি এবং কল্পনাপ্রবণতার চেয়ে যুক্তিসঙ্গত বুদ্ধি নির্দেশ করে। যদি এই রেখাটি প্রথম দিকে সোজা থাকে এবং শেষের দিকে ঢালু অবস্থায় থাকে, তবে কল্পনাপ্রবণতা এবং ব্যবহারিক প্রবণতার সুন্দর মিলন থাকে। এইরকম লোকেরা বস্তুতান্ত্রিকভাবে এবং সাধারণ বুদ্ধি দিয়ে কাজ করেন, যদিও বিষয়টি কল্পনাপ্রবণ এবং শিল্পবিষয়ে কোনও কিছু (১ চিত্র ৭) নির্দেশ করে।

যদি সমগ্র রেখাটি অতি সুন্দরভাবে ধনুকের মত চন্দ্রের ক্ষেত্রের দিকে ঢালু হয়ে থাকে তবে কল্পনাপ্রবণ কার্যের যেমন অংকন, সাহিত্য বা সঙ্গীতের দিকে মনকে টেনে নিয়ে যায়, বিশেষ করে যদি চন্দ্রের ক্ষেত্রটি বেশ উন্নত হয় ( ২ চিত্র ৭ )।

এদিকে ঢালু শিরোরেখা আত্মহত্যার বাসনা এবং মানসিক বিষাদখিন্নতাও নির্দেশ করে। দুটি রেখার মধ্যে অনেক তফাৎ আছে। কল্পনাপ্রবণতার রেখাটি চন্দ্রের ক্ষেত্রের উপর দিয়ে চলে গিয়ে হাতের পাশের দিকে ঢালু হয়ে যায়। বিষাদ-খিন্নতা চিহ্নটি একেবারে সোজা নিচের দিকে বেঁকে নেমে যায়, হাতের চন্দ্রের ক্ষেত্রের গুণাবলী গ্রহণ করতে পারে না। শেষোক্ত রেখাটি দুর্ভাগ্যজনক এক মানসিক অবস্থা দেয়, যাতে সাধারণ জ্ঞান বুদ্ধিসম্ভূত কার্য করা যায় না বা কোনরকম দায়িত্ব নিতেও তাঁরা অস্বীকার করেন ( ৩ চিত্র ৭ )।




একটি দীর্ঘ সোজা শিরোরেখা হস্তের একপ্রান্ত থেকে আর একপ্রান্ত পর্যন্ত চলে গেলে, তবে এই নির্দেশ পাওয়া যায় যে, সাধারণের চেয়ে জাতকেরবুদ্ধিবৃত্তি অনেক উন্নত ধরনের বিশেষ করে এই রেখাটি যদি আয়ুরেখার সঙ্গে যুক্ত না হয়ে একদম স্বাধীন ভাবে ওঠে। রেখাটি ক্ষুদ্র হলে, মানে হাতের মাঝামাঝি না পৌঁছায় তবে এ রেখা সম্পূর্ণ বস্তুতান্ত্রিক মনোবৃত্তি

দেয়। এই ধরনের লোকের কল্পনাশক্তির বিশেষ অভাব থাকে যদিও তাঁরা ব্যবসা বা বাণিজ্যে খুবই সফল হতে পারেন।

## খুনীর হাত

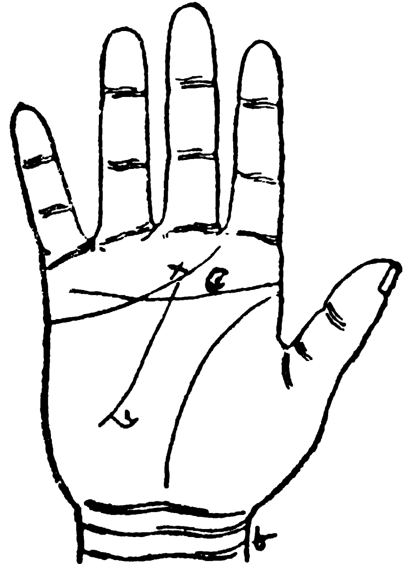
শিরোরেখা এবং হৃদয়রেখা যদি যুক্ত হয়ে করতলে একটি রেখার মতই অবস্থান করে, তার সঙ্গে হত্যাকারীর হাতের গণ্ডগোল করে ফেলা উচিত নয়।

এখানে দেখা যায় যে শিরোরেখা (সক্রিয়) মঙ্গলের ক্ষেত্র থেকে উঠে হৃদয় রেখাকে ছিন্ন করে বেরিয়ে যায় বা ওই রেখা অবধি যায় (৪ চিত্র ৬)।

এই চিহ্নটি সচরাচর বাঁ হাতের থেকে ডান হাতে বেশী দেখা যায় কারণ যুক্তি-সঙ্গতভাবে ঐ হাতটি মানসিক উদ্বেগ নির্দেশ করে।

আমি পূর্বেই বলেছি যে শিরোরেখা যদি শেষ হবার পূর্বেই সামান্য মাত্র উঠে থাকে, তবে অর্থের দিকে ঝোঁক, অত্যধিক অর্থ সংগ্রহের মানসিকতা নির্দেশ করে।

আমরা এখন যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করছি তাতে এটা একটু অস্বাভাবিক হয়ে পড়ে। কারণ সুকুমার হৃদয়বৃত্তি এবং সাধারণ কামনা বাসনাকে সম্পূর্ণভাবে অবদমন করা বা সম্পূর্ণভাবে বিনাশ করা হয়, যার ফলে অপরের ভালমন্দের দিকে কোনরকম নজর দেওয়া সম্ভব হয় না। যে জাতকের হাতে এই চিহ্ন দেখা যায়, তাদের অর্থ সঞ্চয় করবার বাসনা এক রোগ হয়ে দাঁড়াবে এবং তারা যে কোন উপায়ে তাঁদের বাসনা চরিতার্থ করবেনই।



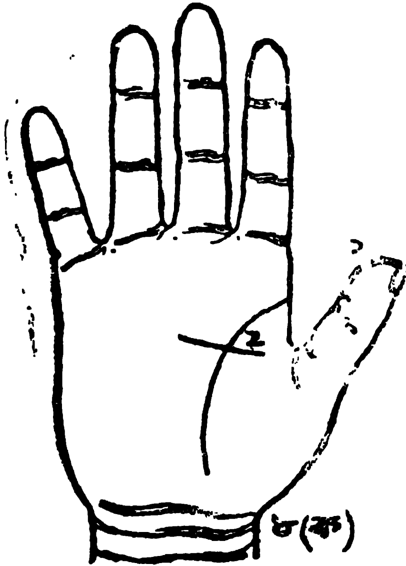

যুক্তিযুক্তভাবেই লাভের জন্য হত্যা বা সেই পথে যে ব্যক্তি বা ব্যক্তিরাই বিঘ্ন হয়ে দাঁড়াচ্ছেন তাদের সরিয়ে ফেলা। তাদের কাছে এটা একটা সাধারণ হত্যাকাণ্ড নয়, সাধারণ মানুষ হঠাৎ রেগে এই কাজ করে বসে। এঁরা ধীর নির্দিষ্ট একটা পন্থা ধরে এগোন। এই রেখাটি সচরাচর তাঁদের হাতেই পাওয়া যায়, যাঁরা তাঁদের পথের বাধাকে সরাবার জন্যে বিষ প্রয়োগ বা অন্য কোনরকম গোপন পন্থার আশ্রয় নেন। শিরোরেখাটি এরকম ক্ষেত্রে মঙ্গলের ক্ষেত্র থেকে উঠতেই পারে আবার নাও পারে। এই রেখাটি যদি মঙ্গলের ক্ষেত্রে ওঠে যাদের শিরোরেখা আয়ুরেখার সঙ্গে যুক্ত হয়ে শুরু হয়েছে স্বাভাবিকভাবে তাদের চেয়ে বেশী ঝগড়াটে প্রকৃতির হবে এবং হত্যার কাজটি হঠাৎ অতি রাগান্বিতভাবে ঘটে যাবে যদি তেমন কোন সুযোগ ঘটে।

যদি এমন ধরনের শিরোরেখার, আয়ুরেখার সঙ্গে যুক্ত অবস্থায় দেখা যায়, তবে সে জাতক তার পরিকল্পনায় আরও বেশী মারাত্মক। তার মধ্যে আরও বেশী সতর্কতা এবং আরও বেশী ধৈর্য্য থাকবে এই মারাত্মক পাপকে রূপ দেবার জন্যে। সে পরিকল্পনা অনুযায়ী তার প্রার্থিত ব্যক্তির সঙ্গে মিশবে বা বাস করবে। তা অনেক বছর ধরেও হতে পারে এবং বারংবার ব্যর্থ হলেও পুনঃপুনঃ চেষ্টা করবে তার মারাত্মক কাজ হাসিল করবার জন্য ( ৫ চিত্র ৮ )।

এইরকম সবক্ষেত্রে যদি ভাগ্যরেখা রবির বা শনির ক্ষেত্রের নিম্নে এসে থেমে যায়, তবে এটা ধরে নেওয়া যায় যে মোটামুটি ওই বয়সে জাতকের মারাত্মক কার্যাবলী ধরা পড়বে ( ৬ চিত্র ৮ )। শনির ক্ষেত্রে পরিষ্কার ক্রস চিহ্ন ভাগ্যরেখা শেষ হবার সময় বা ঠিক ওপরে, জাতকের মারাত্মক কার্যাবলীর জন্য লোমহর্ষক মৃত্যু নির্দেশ করে। যাদের শনির ক্ষেত্রে ক্রুশ চিহ্ন থাকে, তাদের সচরাচর হত্যা করবার অপরাধে ফাঁসি হয়ে থাকে।

আমার বৃত্তির মাধ্যমে আমি বহুবার এই খুনীর চিহ্ন দেখতে পেয়েছি।

হাতে খুনীর চিহ্ন সম্বন্ধে আমি বহু উদাহরণ দিতে পারি যাতে পূর্ব থেকেই হত্যাকারীর হাত সম্বন্ধে জানা যায়, বিশেষ করে কোনরকম প্রাপ্তির জন্য। হয়তো হঠাৎ রেগে যায় হত্যার কোনও চিহ্ন নেই কিন্তু মেজাজের নানারকম অসংলগ্নতা দেখে বোঝা যায় যার সম্মিলিত যোগফল হত্যা করবার অসঙ্গত প্রবৃত্তি এনে দেবে।




এর জন্য একটি নিশানা হচ্ছে যাকে গদার মত বৃদ্ধাঙ্গুলি বা হত্যাকারীর বৃদ্ধাঙ্গুলি বলে ( ১ চিত্র ৮ক )।

একে গদার মত বৃদ্ধাঙ্গুলি বলা হয় কারণ একে ঠিক গদার মত দেখতে হয় এবং একটা মজার ব্যাপার হচ্ছে যাদের এইরকম বৃদ্ধাঙ্গুলি আছে, তারা সচরাচর গদা বা অমনি ধরনের ভারী জিনিস দিয়ে ক্রোধের কারণবশতঃ লোকদের হত্যা করে।

গদার মত বৃদ্ধাঙ্গুলি স্বভাবতঃ পশুসুলভ মনোবৃত্তি নির্দেশ করে। এ রকম জাতকের রাগ বা প্রবৃত্তির ওপর নিজের কোনরকম নিয়ন্ত্রণ নেই। তারা রাগে লাল হয়ে তাদের শত্রুকে বিনষ্ট করে, কিন্তু তারপর তাদের নিজেদের কাজের জন্য অনুতপ্ত হয়।

একটি ছোট মোটা শিরোরেখা মঙ্গলের ক্ষেত্র থেকে আসে। এমন ধরনের বৃদ্ধাঙ্গুলিবিশিষ্ট লোকদের সচরাচর আত্মসংযমের অভাব এবং বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশের অভাব নির্দেশ করে।

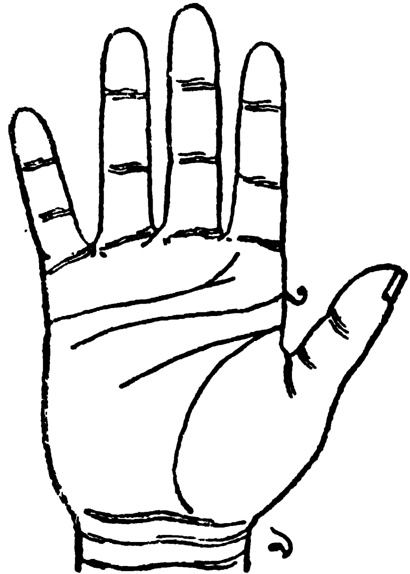
সুতরাং এইরকম জাতককে আগে সতর্ক করে দেওয়া উচিত যে তাদের প্রবৃত্তির এবং মেজাজের ওপর সব সময় তীক্ষ্ম নজর রাখা উচিত কারণ দুর্দমনীয় উত্তেজনার মুহূর্তে তারা অপরকে খুন করে ফেলতে পারে। চিকিৎসা শাস্ত্র থেকে আমরা জানতে পারি যে মস্তিষ্কের মধ্যে বৃদ্ধাঙ্গুলির কেন্দ্র বলে একটি স্থান আছে। হয়তো এও হতে পারে যে কোনরকম মস্তিষ্কের অসম সৃষ্টির ফলে গদার মত বৃদ্ধাঙ্গুলির সৃষ্টি হয়। আমি পরে এই বৃদ্ধাঙ্গুলির সম্বন্ধে আলোচনা করবো।

যেহেতু এই পরিচ্ছেদটিতে শিরোরেখার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আলোচনা করা হচ্ছে, সুতরাং সহকারী শিরোরেখা সম্বন্ধে আমি যদি কিছু না বলি তবে আলোচনা অসমাপ্ত থেকে যাবে। দুটি শিরোরেখা একটা হাতে খুব কমই পাওয়া যায়। কিন্তু যখন পাওয়া যায় তখন গভীরভাবে তা লক্ষ্য করা উচিত ( ১ চিত্র ৯ )।

এইভাবে শিরোরেখা থাকলে তা পরস্পর বিরোধী মনোভাব নির্দেশ করে। উদাহরণস্বরূপ নিচেকার রেখাটি আয়ুরেখার সঙ্গে যুক্ত অবস্থায় শুরু হওয়ায় অত্যন্ত স্পর্শকাতর, শিল্পী-সুলভএবং কল্পনাপ্রবণ মনোবৃত্তি দেয়।

ওপরকার শিরোরেখাটি ঠিক উল্টো। যেমন বৃহস্পতির ক্ষেত্র থেকে উঠে এবং করতলে সোজাভাবে বিস্তৃত হয়, এ রেখা আত্মবিশ্বাস, উচ্চাকাঙ্ক্ষা, অপরের উপর কর্তৃত্ব করবার ক্ষমতা ও সোজাভাবে এবং ধীর মস্তিষ্কে জীবনের দেখবার উপযোগী দৃষ্টিভঙ্গি দেয়।

কেউ কল্পনাও করতে পারেন না যে, এমন বিভিন্ন ধরনের মানসিকতা একই লোকের মধ্যে থাকা সম্ভব। কিন্তু আমার হাতের যে ছবিটা দেওয়া রয়েছে, তা দ্বিতীয় শিরোরেখার এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ।




বাঁ-হাতের ওপরের শিরোরেখার কোন চিহ্নই নেই—শুধুমাত্র তলাকার দিকের শিরোরেখাটি মাত্র আছে। এটা একটা আশ্চর্যজনক ব্যাপার যে ডান হাতের ওপরদিকে শিরোরেখাটি আরম্ভ হয়েছে মাত্র যখন আমার তিরিশ বছর বয়স।

এই সময় থেকেই আমার ভাগ্য আমাকে একজন বক্তা হিসাবে জগতের সামনে নিয়ে এলো। এর ফলে আমায় এক রকম প্রচেষ্টা করতে হলো নিম্ন শিরোরেখার অদ্ভুত অত্যন্ত স্পর্শকাতরতাকে জয় করবার জন্য। ফলে আমার ওপরদিকের শিরোরেখাটি উন্নত হতে শুরু হলো এবং কয়েক বছরের মধ্যেই আমার ডান হাতের সবচেয়ে উন্নত রেখায় পরিণত হলো।

আমার অন্যান্য বইয়ে আমি যা বলেছি দ্বৈত শিরোরেখা বা সহকারী শিরোরেখা খুবই কম দেখা যায়। কিন্তু এ রেখা এক অসাধারণ মানসিকতা এবং মস্তিষ্কের উৎকর্ষতা নির্দেশ করে। এই ধরনের লোকদের বহুদর্শিতা এবং ভাষার উপর অসাধারণ দখল থাকে, মানুষ চরিত্র অধ্যয়ন করবার অদ্ভুত এক ক্ষমতা থাকে এবং সাধারণতঃ প্রচণ্ড মানসিক শক্তি এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞ চরিত্র নির্দেশ করে।

আমি এই সঙ্গে আরও যুক্ত করতে পারি যে যদি ওপরকার রেখাটি মোটামুটি সোজাসুজিভাবে হাতের ওপর থাকে তবে তাঁরা নিজেদের মধ্যে এক অদ্ভুত আত্মনিয়ন্ত্রণ আনতে পারেন। অবশ্য যদি ওই ওপরদিকের রেখাটি ওপরদিকেই হৃদয় রেখার দিকে উঠতে দেখা যায়। তবে প্রকৃতির একটি দিক কঠোর এবং কোন কোন ক্ষেত্রে নিষ্ঠুর নিজের কার্যসাধনের যে কোন প্রয়োজনই হোক, আবার অপরদিকে চরিত্রের অন্য দিকটি অত্যন্ত কোমল এবং স্পর্শকাতর থাকে।

কোমল বা মেয়েলি ধরনের হাতে নীচু ধরনের শিরোরেখা চন্দ্রের ক্ষেত্রের দিকে ঢালু হয়ে নামতে দেখা যায়। যার দ্বারা মেয়েলী প্রবণতা আরও বৃদ্ধি করে। এই রকম ক্ষেত্রে এই ধরনের সহকারী শিরোরেখা বিশিষ্ট ব্যক্তির একদিকে নম্রতা, সমতা এবং ভাবাবেগের পরিচয় দিচ্ছে যা সাধারণতঃ মেয়েদের মধ্যেই পাওয়া যায়। এই ধরনের ক্ষেত্রে যাঁদের দ্বৈত শিরোরেখা দেখা যায়, সচরাচর তাঁরা কোন না কোন ধরনের দ্বৈত জীবন যাপন করতে থাকেন। আমার নিজের ক্ষেত্রে কুড়ি বছর ধরে জনগণের একাংশ আমার ছদ্মনাম কিরো বলে আমায় জেনেছেন এবং অপর এক অংশ আমার প্রকৃত নাম জেনেছেন।

আমি এবার আসল জীবন থেকে এক মহিলার উদাহরণ আপনাদের দেবো প্রকৃতপক্ষে যার হাতে তিনটি শিরোরেখা ছিল। এক্ষেত্রে অবশ্য তিনটি রেখাই একদম পরস্পর বিরোধী, তলার রেখাটি আয়ুরেখার সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত হয়ে শুরু হয়েছে এবং অত্যন্ত ক্ষুদ্র। যার অর্থ হচ্ছে চরিত্রের ঐ দিকটি উন্নত করা হয়নি অর্থাৎ স্পর্শকাতরতা। ওপর দিকের রেখাটির আয়ুরেখার সঙ্গে দূরত্ব অত্যন্ত বেশী যার অর্থ হচ্ছে জীবন বা চরিত্রের ওপর মানসিকতার কোনও নিয়ন্ত্রণ শক্তি নেই। আরও দেখা যাচ্ছে যে ওপরের রেখাটির দ্বিতীয় এবং তৃতীয় আঙ্গুলের দিকে ওঠবার একটা প্রবণতা রয়েছে।

মধ্যের বা তৃতীয় শিরোরেখাটি থেকে অন্য রেখার মধ্য থেকে শুরু হয়েছে এবং বিরাট দুটি শাখায় বিভক্ত হয়ে শেষ হয়েছে। একটি শাখা চন্দ্রের ক্ষেত্রের দিকে নেমে গেছে, আরেকটি শাখা একটু ওপর দিকে উঠে আছে।

এই হাতের ছাপটি একটি মহিলার ডান হাতের ছাপ যা আমি নিয়েছিলাম মহিলার যখন তিরিশ বছর বয়স। বাঁ হাতের সব রেখাই স্বাভাবিক। তলাকার শিরোরেখাটি থেকে বোঝা যায় যে তিনি তাঁর জীবন শুরু করেছিলেন এক অত্যন্ত স্পর্শকাতর প্রবণতা নিয়ে, কিন্তু এই ভাবধারায় তিনি কোন উন্নতি সাধন করেন নি। অপরদিকে এক দুর্ভাগ্যজনক প্রণয়ের মনস্তাপে কুড়ি-একুশ বছর বয়স থেকে একেবারে

ওপর দিকের শিরোরেখার চারিত্রিক প্রবণতার সূত্রপাত হয়। তিনি স্পর্শকাতরতা এবং মমত্ববোধ বিসর্জন দিয়ে আত্মবিশ্বাসী, স্বেচ্ছারত, গোঁয়ার এবং নিষ্ঠুর হয়ে উঠলেন। তাঁর বাড়ীতে এমন কোন ধরনের পোষা পশু-পক্ষীও ছিল না যাদের তিনি বিনষ্ট বা কষ্ট না দিতেন।

পুরুষ মানুষের সঙ্গে তিনি যোগাযোগে আসতেন ভাগ্যরেখার যেখানে দ্বীপ চিহ্ন ২৪ থেকে ২৬ বছরের মধ্যে। প্রতি ক্ষেত্রেই তিনি যে পুরুষের সংসর্গে আসতেন তারা সন্দেহজনক অবস্থায় মৃত্যুবরণ করতো। কিন্তু তিনি এত চতুর এবং ভালো অভিনয় করতে পারেন যে তাদের মৃত্যুর সঙ্গে তার কোন যোগাযোগ কেউ কল্পনা করতে পারেনি।

তাঁর জীবনে দুর্দৈব ঘনিয়ে এল যখন তাঁর প্রায় চল্লিশ বছর বয়স। যেখানে প্রধান ভাগ্যরেখাটি করতলের মধ্যস্থলে এসে থেমে গেছে। এখন থেকে কয়েক বছর তিনি একেবারে বন্য উত্তেজনায় জীবন-যাপন করতে শুরু করলেন এবং তাঁর খেয়াল বা খুশী চরিতার্থ করবার জন্য কোনও বাধাই তাঁর কাছে বাধা বলে মনে হল না।

ওই সময়ে আবার একটি রেখা দেখা দিচ্ছে যে শনির ক্ষেত্রের নিম্নে আয়ুরেখাকে বিদীর্ণ করছে এবং এর নিচে একটি স্পষ্ট দ্বীপ চিহ্ন। তাঁর জীবনের ঠিক এই সময়েই এক ভদ্রমহিলার যিনি ঐ মহিলার কার্যের ফলে নিজের স্বামীকে হারিয়েছেন, ইচ্ছে করে গুলি করেন এবং আমাদের পরিচিত মহিলাটি কোনরকমে মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই পান।

এরপর কয়েক বছর তিনি অত্যন্ত অসুস্থা হয়েছিলেন যার পরিষ্কার নির্দেশ দ্বীপ চিহ্নের মধ্যে থেকে পাওয়া যায়—কিন্তু দ্বীপ চিহ্নের পাশে সহকারী আয়ুরেখা তাঁকে আবার সুস্থ করে তোলে। এই সময় তিনি মরফিন জাতীয় ওষুধে অত্যন্ত আসক্ত হয়ে পড়েন। দুবার আত্মহত্যা করতে চেষ্টা করেন এবং সবশেষে তাঁকে একটি পাগলা-গারদে রাখা হয়! সেখানে তিনি বর্তমানে আছেন।

আমি আমার বৃত্তির মাধ্যমে যত ভগ্ন জীবনের সংস্পর্শে এসেছি তার মধ্যে একটি উদাহরণ।

এই দুর্ভাগ্য কবলিত মহিলাটি অনেকবার আমার কাছে হাত দেখতে এসেছিলেন। উপদেশ বা সতর্কতাকে হেসে উড়িয়ে দিতেন। তিনি বদমাইসি করে যেন আনন্দ পেতেন এবং নিজের বিপদ নিজেই ডেকে আনতেন। শিক্ষার্থীরা এই হাতের ছাপ থেকে যত রকমের খারাপ বা অশুভ প্রবণতা আছে সবই লক্ষ্য করতে পারবে যা আমি পরবর্তী পৃষ্ঠায় বলেছি।

**হৃদয়রেখার শুরুতে স্নেহ-প্রীতির ব্যাপারে একটি অশুভ চিহ্ন আঙ্গুলের তলায় দ্বৈত শুক্র-বন্ধনী। অস্বাভাবিক শিরোরেখা। ভাগ্যরেখার কেন্দ্র-স্থলে সব কিছুই চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাওয়া এবং ভায়ালাসিয়া যা ভাগ্যবশতঃ খুব কম হাতে পাওয়া যায়।**

## শিরোরেখা এবং সাত রকম হাতের গড়নের অর্থ

শিরোরেখার ধরন সচরাচর যে ধরনের হাতে পাওয়া যায় সেই ধরনের হয়ে থাকে। যেমন ব্যবহারিক ধরনের হাতে ব্যবহারিক শিরোরেখা যা ঢালু হয়ে নিচে চন্দ্রের ক্ষেত্রের দিকে নেমে যাচ্ছে শিল্পী বা কল্পনাপ্রবণ ধরনের হাতে।

সাতরকম গড়ন-এর হাত দেখতে পাওয়া যায়। সাধারণ বা সর্বনিম্ন থেকে শুরু করে যাকে মিশ্রহাত বলে, যেখানে প্রত্যেকটি আঙ্গুল একে অপরটির চেয়ে আলাদা।

### সাত রকম হাত

১। সাধারণ হাত।
২। কর্মী হাত।
৩। চৌকো হাত।
৪। শিল্পী হাত।
৫। দার্শনিক হাত।
৬। মিশ্রহাত।
৭। আধ্যাত্মিক হাত।

এই হাতের গড়নগুলি দ্বিতীয় খণ্ডে আমি বিশদভাবে আলোচনা করেছি।

এই পরিচ্ছেদে আমরা তাদের বিবেচনা করবো শিরোরেখা যে মানসিকতার নির্দেশ করে শুধু সে সম্বন্ধে। এই নিয়মটি আমাদের মনে রাখতে হবে যে যদি হাতের গড়নের সঙ্গে শিরোরেখাটি খাপ না খায় তখন এর পরিবর্তে অনেক গূঢ় অর্থ হয়। উদাহরণস্বরূপ সাধারণ বা সর্বনিম্ন স্তরের অর্থের স্বাভাবিক শিরোরেখা ছোট, ভারী, মোটা বা কর্কশ। কিন্তু এই রকম গড়নের হাতে যদি একটি দীর্ঘ সুচিহ্নিত শিরোরেখা থাকে তবে সাধারণভাবেই ধরে নেওয়া যায় যে সে ব্যক্তি তার মানসিকতাকে এত উন্নত করেছে যা সচরাচর তার মত ব্যক্তির কাছে আশা করা যায় না।

চৌকো হাত ব্যবহারিক প্রবণতার নির্দেশ করে। সুতরাং আশা করা যায় যে তাঁর হাতে শিরোরেখাটি সোজা হয়ে থাকবে বা তিনি স্থির বুদ্ধিসম্পন্ন হবেন। সুতরাং এইরকম হাতে যদি দেখা যায় যে শিরোরেখাটি বেঁকে আছে বা চন্দ্রের ক্ষেত্রের দিকে ঢালু হয়ে আছে, তখন অসাধারণ শক্তি নির্দেশ করে।

কর্মী হাত মৌলিক এবং বিশেষত্বপূর্ণ হয়। সুতরাং ঢালু বা কল্পনাপ্রবণ শিরোরেখা অনেকটা খাপ খায় এবং এর মধ্যে কোন অস্বাভাবিক কিছু নেই। কিন্তু অপরদিকে যদি শিরোরেখাটি সমান বা সম, আড়াআড়িভাবে করতলে বিস্তৃত থাকে তবে এই বাস্তবধর্মী মানসিকতা কর্মী হাত স্বকীয়তা এবং আবিষ্কারের প্রবণতাকে এমন করবে যে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে চিন্তার অবকাশ পাবেন না।

দার্শনিক হাতে শিরোরেখার স্বাভাবিক স্থান হচ্ছে আয়ুরেখার সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত হয়ে শুরু হওয়া। যা সতর্কতা, বিজ্ঞতা এবং চিন্তাশীলতা নির্দেশ করে। সুতরাং

যদি এই শিরোরেখার সঙ্গে আয়ুরেখার শুরু হওয়ার দূরত্বঅত্যধিক হয়, তাহলে বিপরীত গুণাবলী ফুটে ওঠে যদি এই হাতের গঠন ও রেখা একেবারে বিপরীতধর্মী হয়।

কৌণিক বা শিল্পী হাতে স্বাভাবিক শিরোরেখা কম বেশী ঢালু হয়ে থাকে। কিন্তু অপরদিকে এই রকম গড়নের হাতে যদি শিরোরেখাটি সমানভাবে বা একেবারে আড়াআড়িভাবে সোজা থাকে তবে সেই পুরুষ বা মহিলা অংকন শিল্পী, কবি বা লেখক হবেন না বটে কিন্তু কোন না কোন ভাবে ব্যবসা করবেন যার সাথে শিল্পের সম্বন্ধ থাকা উচিত।

আধ্যাত্মিক হাতে এই রেখা অত্যন্ত ঢালু হয়ে থাকে যা থেকে স্বপ্নময় জগৎ বা আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গি লাভ হয়। সুতরাং এই রেখাটি যদি দেখা যায় যে হাতে সোজা রয়েছে তবে তারা তাদের স্বপ্নময় জগতের বা আধ্যাত্মিক গুণে বাস্তবধর্মী কার্যে ব্যবহার করবেন।

মিশ্রহাতে অর্থাৎ যেখানে প্রত্যেক আঙ্গুল বিভিন্ন ধরনের এবং গঠনের, সেই হাতে শিরোরেখার সবচেয়ে স্বাভাবিক স্থান হচ্ছে সোজা হয়ে থাকা। এর থেকে একটি যুক্তিসঙ্গতভাবে নির্দেশ পাওয়া যায় যে মিশ্রহাতে যে বিশেষত্ব অর্থাৎ সর্ববিষয়ে পারদর্শিতা রয়েছে তার পূর্ণ রূপদান সম্ভব হয়।

এটা সবসময় মনে রাখা উচিত যে শিরোরেখাটি হাতে দুটি ভাগে বিভক্ত রয়েছে। ওপর দিকটি আঙ্গুলের তলা এবং আঙ্গুলগুলি বুদ্ধির দিকটি নির্দেশ করে। অপর দিকে অর্থাৎ তলার দিকটি ব্যবহারিক দিকটি নির্দেশ করে।

দীর্ঘ, সুন্দর, সুঠাম, আঙ্গুলবিশিষ্ট এক ব্যক্তির বুদ্ধিবৃত্তি অনেক উন্নত স্তরের হবে একজন ছোট মোটা কর্কশ আঙ্গুলবিশিষ্ট ব্যক্তির চেয়ে।

হাতের গঠন, বৃদ্ধাঙ্গুল এবং অন্যান্য আঙ্গুল সম্বন্ধে আমি এই বইয়ের দ্বিতীয় খণ্ডে বিশেষভাবে আলোচনা করেছি।

## শিরোরেখার থেকে অপরাধ প্রবণতা

চোর, যারা জাল করে এবং যারা শকুনির মত জনগণকে শিকার করে এবং ইচ্ছা করে অপরকে ঠকাবার জন্য নিজের মস্তিষ্ক ব্যবহার করে তাদের সচরাচর লম্বা শিরোরেখা হয় কিন্তু একটি শাখা ওপর দিকে বুধের ক্ষেত্রের দিকে উঠে যায়।

বুধের ক্ষেত্রটি এইসব ক্ষেত্রে সচরাচর ক্রশ চিহ্ন দ্বারা চিহ্নিত থাকে এবং চতুর্থ আঙ্গুলটি অত্যধিক লম্বা হয় এবং ওপরের পর্বটি একটু বেঁটে থাকে। ওই সব হাতে অন্যান্য আঙ্গুলগুলি লম্বা হয় এবং কাছাকাছি ঘেঁষে থাকে।

শিরোরেখা যদি শুরু হবার প্রথম দিকে শনির দিকে বা শনির ক্ষেত্রের ওপরের একটি শাখা প্রেরণ করে তবে প্রথম যৌবনে অপরাধ করবার দিকে একটা স্বাভাবিকভাবে প্রবণতা বা ইচ্ছা দেখা যায়।

তার জন্য এইসব বিষয়ে ছোট ছেলেদের হাত তাদের পিতা-মাতার পক্ষে পরম কল্যাণকর হতে পারে। কারণ এটা অবিসংবাদিতভাবে সত্য যে কড়া নজর রাখবার

চেষ্টা এইসব পাপ কাজ থেকে তাকে বিরত করতে পারে। পাকাপাকিভাবে এই দুর্বৃত্ত মনোবৃত্তি তাদের মধ্যে সংক্রামিত হবার আগে।

আমি শিক্ষার্থীদের উপদেশ দেবো, এই পরিচ্ছেদে যা যা বলেছি সেই দিকে নজর দিতে।

অসংযত মেজাজ যা অবশেষে হত্যার দিকে মনকে টেনে নিয়ে যেতে পারে মস্তিষ্কে যে বৃদ্ধাঙ্গুলের কেন্দ্র রয়েছে তার কোনও কু-ধারণার দ্বারা, যার জন্য গদার মত বৃদ্ধাঙ্গুল হয়, যা আমি পূর্বেই বলেছি। এই জিনিসটিও ছোটবেলায় সংযত এবং ঠিক করা যেতে পারে।

আমি আগে বলেছি শিরোরেখা হাত দুটিকে দুটি ভাগে বিভক্ত করে মন এবং বস্তুর দ্বারা।

স্বাভাবিক হতে গেলে করতলে এ রেখাটির সমভাবে থাকা উচিত।

খুব দীর্ঘও হওয়া উচিত নয়, খুব নিচুও হওয়া উচিত নয় এবং শিরোরেখা ও হৃদয় রেখার মধ্যে একটি সুনির্দিষ্ট স্থান থাকা আবশ্যক।

যদি শুরু হওয়ার মুখে আয়ুরেখা শিরোরেখার সঙ্গে যুক্ত থাকে এবং হঠাৎ নিচুর দিকে ঢালু হয়ে যায় তবে অত্যন্ত স্পর্শকাতরতা এইসব ব্যক্তিদের নিজেদের মধ্যে আচ্ছন্ন করে রাখে। যাতে সব কিছুতেই অতি অল্পেতেই তাঁর মনে আঘাত লাগে। তাঁরা অপরের সংস্পর্শ থেকে নিজেদের সরিয়ে নেন এবং জগৎ থেকেও নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে রাখেন।

এই অস্বাস্থ্যকর স্পর্শকাতরতা বাড়তে থাকে এবং যদি সময়মত ব্যবস্থা গ্রহণ না করা যায়, এইসব ধরনের ব্যক্তিরা আত্মহত্যা করে বসেন, দৈনন্দিন জীবনে ক্লান্তি ও গ্লানি থেকে মুক্তি পাবার জন্য। আত্মহত্যা করবার ইচ্ছা হাতের যে বিশেষ চিত্রাবলী আমি দিয়েছি তা থেকেই অব্যবস্থিত মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়।

মস্তিষ্ক বিকৃতির চিহ্নে তা ( আত্মহত্যাকারীর হাত ) দেওয়া আছে।

হত্যা করবার বাসনা এরকমভাবে ভাগ করা যেতে পারে যে কি কারণে এটি হচ্ছে, তা অত্যন্ত উদার দৃষ্টিভঙ্গি এবং বিচক্ষণতার সঙ্গে বিবেচনা করতে হয়।

একটি মানুষ আর একটি মানুষকে হত্যা করছে অনিয়ন্ত্রিত ও অসংযত ক্রোধের বশবর্তী হয়ে, সেটা একটা দুর্ঘটনা ছাড়া আর কিছুই নয়।

এসব ক্ষেত্রে শিরোরেখাটি সাধারণতঃ ছোট কর্কশ হয়, ঠিক গদার মত বৃদ্ধাঙ্গুল না হলেও দুর্বৃত্তের মত বৃদ্ধাঙ্গুল হয়।

এইসব জাতকের শিরোরেখা হৃদয়রেখার দিকে নাও উঠতে পারে বা কোনও শাখা প্রেরণ করতে নাও পারে। এইসব জাতকের হত্যা মুহূর্তের পাগলামি, অসংযত ক্রোধান্বিত হওয়ার ফলে।

আবার আর এক ধরনের হত্যাকারী বিষাদক্লিষ্ট আকাশ-পাতাল কল্পনাকারী লোকেরা। এই শ্রেণীতে শিরোরেখাটি হৃদয়রেখার সঙ্গে যুক্ত হয়ে একটি গণ্ডগোলের ব্যাপার হয়ে থাকে এবং এর থেকে একটি রেখা ঢালু হয়ে নেমে যায় বা চন্দ্রের ক্ষেত্রের দিকে যায়।

এইসব ক্ষেত্রে জাতকটি বহু বছর ধরে কোন সত্যিকারের অন্যায় বা কল্পিত অন্যায় চিন্তা করেন, সাধারণতঃ প্রেম-প্রীতির ক্ষেত্রেই এটি ঘটে। উদাহরণস্বরূপ আমরা হয়তো প্রত্যেকদিন খবরের কাগজে পাঠ করি যাঁরা নিজেদের স্ত্রীদের বা পরিবারের সকলকে হত্যা করেছেন।

অধ্যয়নের দিক থেকে সচরাচর চিত্তাকর্ষক হত্যাকারী হচ্ছে যারা বিষ প্রয়োগে হত্যা করে। এখানে গণনা, ধৈর্য, সতর্কতা, চতুরতা—সবই নিজের নিজের কাজ করে। ফলে শিরোরেখাটি স্বাভাবিকভাবেই দীর্ঘ হবে, সুচিহ্নিত হবে এবং আয়ুরেখার সঙ্গে যুক্ত থাকবে।

আমি এই বিষ প্রয়োগকারী অনেকের সংস্পর্শেই এসেছি আমার বৃত্তির মাধ্যমে। কিন্তু আমি এমন কাউকে দেখিনি যে শিরোরেখা এবং আয়ুরেখা বিচ্ছিন্নভাবে আছে। কারণ তা থাকলে এরা অন্ততঃ হত্যাকারীর সঙ্গে কাজ করবে এবং উপরোক্ত কার্যের জন্য ধৈর্য, মতলব এবং সতর্কতা যা প্রয়োজন এদের মধ্যে তা নেই।

একটি উনিশ বছরের তরুণের ব্যাপারে এটি প্রকাশিত হয়েছিল, যে সে দুবছর পূর্ব থেকে অত্যন্ত যত্ন নিয়ে মতলব করেছিল তার নিকট আত্মীয়দের প্রত্যেককে জগৎ থেকে সরিয়ে উত্তরাধিকারসূত্রে অর্থলাভ করবে। এই ভয়ংকর কার্যসাধনের জন্য সে নিজেকে জীবনের সব আনন্দ থেকে বঞ্চিত করে প্রতিটি পাই পয়সা বাঁচিয়েছিল যার দ্বারা সে বিষ কিনতে পারে।

এই বালকের ক্ষেত্রে শিরোরেখা থেকে একটি রেখা উধর্বদিকে শনির ক্ষেত্রে গিয়েছিল।

## ষষ্ঠ অধ্যায়

# আয়ুরেখা

আয়ুরেখা হচ্ছে সেই রেখা যে প্রথমাঙ্গুলের তলদেশ থেকে শুরু হয়ে বৃদ্ধাঙ্গুলের নিচে উন্নত স্থানটিকে চক্রাকারে বেষ্টন করে মণি-বন্ধের দিকে যায় ( ১ চিত্র ১০ )।

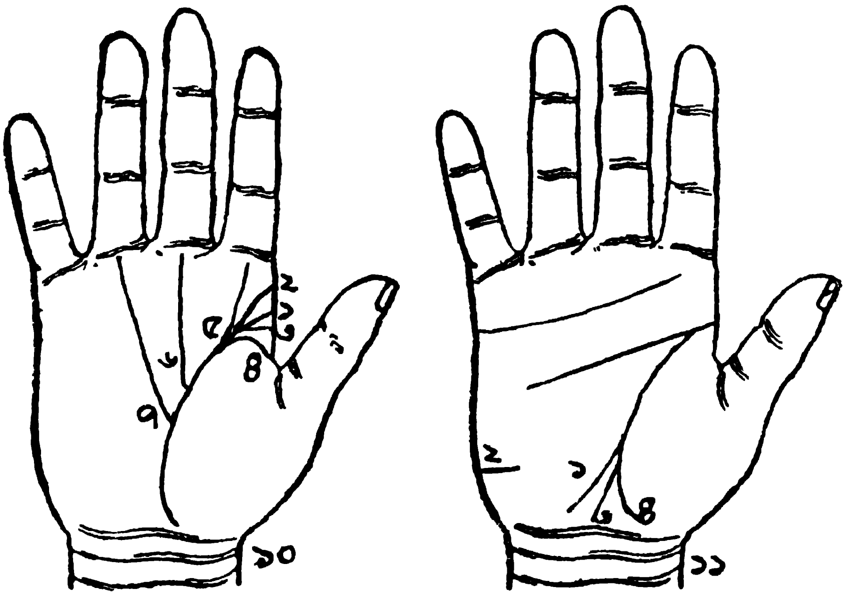
এই রেখাটি খুব কম সময়ে এর যা প্রাপ্য তা পায়, কারণ এর জীবনের চরিত্র এবং অবস্থা সম্বন্ধে এবং শারীরিক কাঠামো সম্বন্ধেও কতরকম এর থেকে জানতে পারা যায়।

প্রত্যেক রেখার মত এ রেখারও শুরু হওয়ার তিনটি স্থান আছে। প্রথম একটি রেখা উঁচুতে বৃহস্পতির ক্ষেত্র থেকে শুরু হয় ( ২ চিত্র ১০ )। দ্বিতীয় রেখাটি শুরু হয় বাঁক নেবার পূর্বে ( ৩ চিত্র ১০ )। তৃতীয়টি উঁচু হয়ে ওপরদিকে বেঁকে মঙ্গলের ক্ষেত্রের দিকে উঠে যায় শুক্রের ক্ষেত্রটিকে বেষ্টন করবার পূর্বে ( ৪ চিত্রে ১০ )।

প্রথমটি ( ২ চিত্র ১০ ) হাতের উঁচু থেকে শুরু হয়ে উচ্চাকাঙ্ক্ষার প্রবণতা নির্দেশ করে। এই ধরনের চিহ্ন যে ছেলেমেয়েদের হাতে থাকে তাদের ধরে রাখা শক্ত হয়।

ওদের মন অল্প বয়সেই পরিপক্ক হয় এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষার জন্য যে প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব তা এমনকি বিদ্যালয়ের পাঠ করবার সময় থেকে বোঝা যায়। এই ধরনের রেখা যদি দুর্বল বা দ্বীপ চিহ্ন সমেত বা বেনের মত হয়ে প্রথমে শুরু হয়। তবে এ থেকে নির্দেশ পাওয়া যায় যে বাল্যকালে জাতক খুব শক্ত সমর্থ হবে না কারণ সে তার ক্ষমতাকে অত্যধিক ব্যবহার করছে।

আয়ুরেখা থেকে শুরু হয়ে যে কোন রেখা যদি বৃহস্পতির ক্ষেত্রের দিকে যায় তবে ঐ সময় নিজের উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং অত্যধিক কর্ম করবার বাসনা সূচনা করে (৫ চিত্র ১০)। এইসব রেখার নিচে যদি কোন দ্বীপ চিহ্ন দেখা যায় তবে এ থেকে




নির্দেশ পাওয়া যায় যে জাতকের যে ক্ষমতা তার তুলনায় সে অত্যধিক পরিশ্রম করছে এবং এদের সতর্ক করে দেওয়া উচিত যে তাদের যথাসম্ভব প্রাণশক্তি সংযত করা উচিত এই সময়টুকুর জন্য।

আয়ুরেখা থেকে যদি কোন রেখা উঠে বেঁকে শনির ক্ষেত্রের দিকে যায় তবে তার অর্থ একদম বিভিন্ন। তাদের হয়তো অতটা উচ্চাকাঙ্ক্ষার প্রবণতা নেই কিন্তু কঠোর পরিশ্রম নির্দেশ করে যা শনির ক্ষেত্রের বৈশিষ্ট্য (৬ চিত্র ১০)।

আয়ুরেখা থেকে কোনো রেখা উঠে বেঁকে যখন তৃতীয় আঙ্গুল বা রবির ক্ষেত্রের নিম্নে যায় তখন সাধারণতঃ তা বক্তা, অভিনেতা বা রাজনীতিক প্রভৃতি নির্দেশ করে এবং এক কঠোর প্রচেষ্টা নির্দেশ করে যা পরে সুনাম এবং সম্মানে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে (৭ চিত্র ১০)।

এই রেখাটি স্বাস্থ্যরেখা বলে গণ্ডগোল করা ঠিক হবে না যা বুধের ক্ষেত্রের চতুর্থ আঙ্গুলের তলদেশ থেকে শুরু হয়েছে ( ৬৪ পৃষ্ঠায় হাতের মানচিত্র দেখুন)। এই রেখাটি অপরদিকে আয়ুরেখার প্রতি বিরোধিতা সূচনা করে বা তার জীবনীশক্তিকে ক্ষয় করছে। যখন স্বাস্থ্যরেখা থেকে বা তার কোন শাখা থেকে কোন রেখা এসে আয়ুরেখা স্পর্শ করে তখন এ একটা বিপজ্জনকভাবে স্বাস্থ্যভঙ্গের নিশানা যে বয়সটি আয়ুরেখা এবং স্বাস্থ্যরেখা মিলছে। স্বাস্থ্যরেখা সম্বন্ধে পরে বিশেষভাবে আলোচনা করা হবে।

আয়ুরেখাটি শুরু হবার দ্বিতীয় স্থান হচ্ছে বৃহস্পতির ক্ষেত্র এবং মঙ্গলের মধ্যদেশ থেকে ( ৩ চিত্র ১০ )।

সাধারণতঃ তিন শ্রেণীর মধ্যে এইটিই বেশী দেখা যায়। সাধারণভাবে এই রেখাটি শুরু হবার মুখে সবলতা নির্দেশ করে—যদি অবশ্য ওইখানে কোনও দ্বীপচিহ্ন বা চেনের মত না হয়ে থাকে- তবে বাল্যকালে সে জাতক অত্যন্ত স্বাস্থ্যবান এবং প্রাণ-প্রাচুর্যে ভরপুর ছিলেন। এই ধরনের আয়ুরেখাটি যদি শেষ পর্যন্ত পরিষ্কার এবং সবল হয়ে শেষ অবধি চলে যায় তবে অত্যন্ত স্বাস্থ্যবান শারীরিক কাঠামো নির্দেশ করে।

প্রতি রেখাই যে ক্ষেত্র থেকে উঠে তার গুণাবলী গ্রহণ করে, সুতরাং মঙ্গলের ক্ষেত্র তার থেকে আয়ুরেখা উঠলে জাতকের খিটখিটে এবং ঝগড়াটে মেজাজ নির্দেশ করে ( ৪ চিত্র ১০ )।

এটা একটা অদ্ভুত ব্যাপার যে মঙ্গলের ক্ষেত্র থেকে ওঠা আয়ুরেখার জাতকরা পতঙ্গেরা যেমন আগুনে ঝাঁপ দেয় সেইভাবে বিপদের মুখে ঝাঁপ দেয় এবং তা উপভোগ করে। ছোটছেলেদের হাতে এমনি রেখা থাকলে তাদের আগ্নেয়াস্ত্র, বারুদ বা কোন অস্ত্র-শস্ত্রের থেকে দূরে রাখা উচিত। কারণ তারা অপরকে বা নিজেকে খতম করতে পারে।

ছোট ছোট রেখা বা আয়ুরেখাকে ওপর দিকে বা নিচু দিকে বিদীর্ণ করে তার সঙ্গে তার ভ্রমণ রেখাকে গণ্ডগোল করে ফেলা কোনরকম উচিত নয়।

## আয়ুরেখার ভ্রমণ চিহ্ন

যে রেখা ভ্রমণ বা সমুদ্রযাত্রা নির্দেশ করবে তা হাতে দু'রকমভাবে থাকে—একটি হচ্ছে, সঙ্গে সরু সরু রেখাগুলি নিচু দিকে আয়ুরেখার সঙ্গে বেরিয়ে আসছে (১ চিত্র ১১ ) এবং ঐ সূক্ষ্ম রেখাগুলি আড়াআড়িভাবে চন্দ্রের ক্ষেত্রের নিচু দিকে রয়েছে ( ২ চিত্র ১১ )।

অনেকের হাতে ভ্রমণ রেখা দেখা যায় না তবুও সে ভ্রমণ করছে। সাধারণতঃ এসব ক্ষেত্রে জাতক ভ্রমণ করলেও তার কোন প্রভাব তার মনের মধ্যে থাকে না।

নাবিকদের কাছে ভ্রমণ বা সমুদ্রযাত্রা এত একঘেয়ে এবং রুটিন মাফিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায় যে সচরাচর তার কোনো চিহ্ন তাদের হাতে পাওয়া যায় না। যদি আয়ুরেখাটি দুটিভাগে বিভক্ত হয়ে শেষ হয় এবং বাইরের রেখাটি বা ভ্রমণ রেখাটি

আয়ুরেখার চেয়ে আরও সবল হয়, তবে সে জাতক তার জন্মস্থান ত্যাগ করে জগতের অন্য অংশে বাস করবেন ( ৩ চিত্র ১১ )। কিন্তু যদি আয়ুরেখাটি যে স্থানে শুরু হয়েছিল তার পরে আরও সবল হয় তবে সে জাতক জীবনের মধ্যে বেশীর ভাগ সময় বিদেশে বাস করতে পারেন কিন্তু শেষভাগে তিনি মাতৃভূমিতে বা জন্মস্থানে ফিরে আসবেন ( ৪ চিত্র ১১ )।

আয়ুরেখা থেকে ভ্রমণরেখা যদি দ্বীপচিহ্নে শেষ হয়, তবে সেই সমুদ্রযাত্রা বা ভ্রমণ হতাশা বা নৈরাশ্যে শেষ হয় ( ১ চিত্র ১১ )। এই ভ্রমণরেখা যদি চন্দ্রের ক্ষেত্রের স্পষ্ট ক্রুশ চিহ্নের দ্বারা শেষ হয় বা ক্রুশ চিহ্নের দিকে যায় তবে এই সমুদ্র যাত্রা দুর্ঘটনার মধ্যে শেষ হয় এবং এই চিহ্নটি জন্মলগ্ন বা সমুদ্রের নির্দেশ করে ( ২ চিত্র ১২ )। এই বিষয়টির একটি চমৎকার উদাহরণ পাওয়া যাবে ডবলিউ টি স্টিভের হাতে যিনি ১৯১২ সালের ১৫ এপ্রিল সকালবেলা টাইটানিক জাহাজ নিমজ্জিত হওয়ায় ভয়ানকভাবে মৃত্যুবরণ করেছিলেন। আমি শ্রীযুক্ত স্টিভকে এমন যে একটি ঘটনা ঘটতে পারে তার হাতের ছাপ নেবার সময় বারো বছর পূর্বে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলাম যা তাঁর নিজের হাতে লেখা তারিখ থেকে বোঝা যায়। তিনি ১৮৪৯ সালের ৫ই জুলাই জন্মগ্রহণ করেছিলেন, যা জ্যোতিষশাস্ত্র অনুযায়ী কর্কট চিহ্ন, মঙ্গল এবং নেপচুনের ঘর বা যাকে জলরাশির প্রথম ঘর বলে। এই সময় জন্ম হলে জলমগ্ন হয়ে মৃত্যু হওয়ার সম্ভাবনা বর্ধিত করে। শ্রীযুক্ত স্টিভের হাতে ভ্রমণ রেখা শেষ হবার সময় একটি সুস্পষ্ট ক্রুশচিহ্ন রয়েছে। এই রেখাটি বা আয়ুরেখার উল্টোদিকে তা থেকে তার মোটামুটি সেই সময়কার বয়স নির্দেশ করা যেতে পারে।

ভ্রমণ রেখার শেষের দিকে যদি চতুষ্কোণ চিহ্ন থাকে তবে ভ্রমণকালে দুর্ঘটনা থেকে অব্যাহতি নির্দেশ করে। এই রেখাটি সচরাচর সেইসব ব্যক্তির হাতে পাওয়া যায় যারা খুব বেশী ভ্রমণ করেন। যদি ভ্রমণ, সমুদ্রযাত্রা বা স্থান পরিবর্তনে তাদের মানসিক পরিবর্তন আনে। স্বাভাবিকভাবেই জলভ্রমণে একদিকে বিপদ নির্দেশ করে। অবশ্য ট্রেনে, বিমানে বা রাস্তায় ভ্রমণকালেও দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।

জ্যোতিষশাস্ত্রের সামান্যমাত্র জ্ঞানই দুর্ঘটনার প্রকৃতি সম্বন্ধে নির্দেশ দিতে পারে, কারণ যে মাসে জন্ম হয়, সেই মাসের রবি জ্যোতিষশাস্ত্রের দোষাবলী বা গুণাবলী পায়।

যদি একজন ব্যক্তি ২১ মার্চ থেকে ২১শে এপ্রিলের মধ্যে জন্মগ্রহণ করে থাকেন তবে রবি সেই সময় মেষ চিহ্নের উপর দিয়ে যাচ্ছিল, যা হচ্ছে মঙ্গলের সক্রিয় গ্রহ বা তাহলে ভ্রমণকালে দুর্ঘটনা সচরাচর আগুন, বিস্ফোরণ, রেলযাত্রায় দুর্ঘটনা বা মোটর দুর্ঘটনা নির্দেশ করে।

যারা ২১শে এপ্রিল থেকে ২১শে মে-র মধ্যে জন্মগ্রহণ করেন যেহেতু রবি তখন বৃষ চিহ্নের উপর দিয়ে যাচ্ছিল বা পৃথিবীর প্রথম ক্ষেত্র, সচরাচর দুর্ঘটনা জীবজন্তুর কাছ থেকে হয়ে থাকে—যেমন বড় শিকার করতে গিয়ে বিপদ বা অশ্ব থেকে ভূপৃষ্ঠে অবক্ষয়জনিত পতনের ফলে এবং অন্যান্য বস্তু যার সঙ্গে পৃথিবীর সম্পর্ক আছে।

যে ব্যক্তি ২১ মে থেকে ২১শে জুনের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছেন সেই সময়টি বায়ুর

প্রথম ক্ষেত্র বলে এবং দুর্ঘটনা কারকগুলির সঙ্গে বায়ুর সম্পর্ক যোগ আছে, ফলে বিমান চালনাকালে, বিমানে যাতায়াত করবার সময় এবং ঘূর্ণিবাত্যা বা প্রচণ্ড ঝড় প্রভৃতি কারণেও ঘটতে পারে।

যে ব্যক্তি ২১শে জুন থেকে ২১শে জুলাই-র মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছেন তাদের জলে মৃত্যু বা সমুদ্রে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। কারণ তাদের জন্ম সময়ে রবি জলে প্রথম গৃহ অতিক্রম করেছিল বা জ্যোতিষীতে যাকে কর্কটের ঘর বলে যা চন্দ্র এবং নেপচুনের দ্বারা প্রভাবিত।

যে ব্যক্তি ২১শে জুলাই থেকে ২১শে আগষ্ট-এর মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছেন তখন রবি সিংহ চিহ্নটি অতিক্রম করেছিল যাঁকে আবার অগ্নির দ্বিতীয় গৃহও বলে। এখানে আবার দুর্ঘটনার সম্ভাবনা বা ভ্রমণকালে যা ঘটে তার সঙ্গে অগ্নির কোন না কোন সম্পর্ক থাকলেও এবং ভূখণ্ড আবিষ্কার করতে যারা নির্গত হন, তাঁদের ক্ষেত্রে অন্য জন্তু থেকে বিপদ এবং আগ্নেয়াস্ত্র দ্বারা আহত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

যারা ২১শে আগষ্ট থেকে ২১ সেপ্টেম্বরের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছেন, তাঁরা কন্যা চিহ্নের অন্তর্গত যাকে পৃথিবীর দ্বিতীয় গৃহ বলে। এমন সময় ভ্রমণকালে বা অন্যান্য যা দুর্ঘটনা ঘটে তা পৃথিবী সংক্রান্ত বিষয়ে হলো। যেমন ভূখণ্ড বা খনি সংক্রান্ত বিষয়ে হয়, ভূপৃষ্ঠে অবক্ষয়জনিত পতনের ফলে এবং এইরূপ অন্যান্য কারণে। তাদের জীবজন্তুর সঙ্গে দুর্ঘটনা ঘটবার সম্ভাবনা আছে—কিন্তু এসব ক্ষেত্রে গৃহপালিত পশু, অশ্ব, কুকুর, বিড়াল ইত্যাদির দ্বারা।

যে ব্যক্তি ২১শে সেপ্টেম্বর থেকে ২১শে অক্টোবরের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছেন, তাঁরা তুলা চিহ্নের প্রভাবাধীন বায়ুর দ্বিতীয় গৃহ এবং রবি এই চিহ্ন দিয়ে যাবার সময়ে বায়ু সংক্রান্ত বিষয়ে দুর্ঘটনার সম্ভাবনা বর্ধিত করে। যেমন ঝড় ঝঞ্ঝা, ঘূর্নি-বাত্যা এবং বিমান থেকে দুর্ঘটনা বা বিমানে ভ্রমণকালে দুর্ঘটনা। এইসব লোকদের আবার কোনোরকম যন্ত্রপাতি বিস্ফোরণ বা কোনোরকম যন্ত্র বিভ্রাটহেতুও দুর্ঘটনা ঘটে। কারণ সেগুলি সব ( Air Compressor ) বায়ু চালিত বা সবই বায়ু গৃহের অন্তর্গত।

যে ব্যক্তি ২১শে অক্টোবর থেকে ২১শে নভেম্বরের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছেন, তাঁর জন্ম সময়ে রশ্মি বৃশ্চিক চিহ্ন অতিক্রম করেছিল যাকে জলের দ্বিতীয় গৃহ বা মঙ্গলের নিষ্ক্রিয় গৃহ বলে।

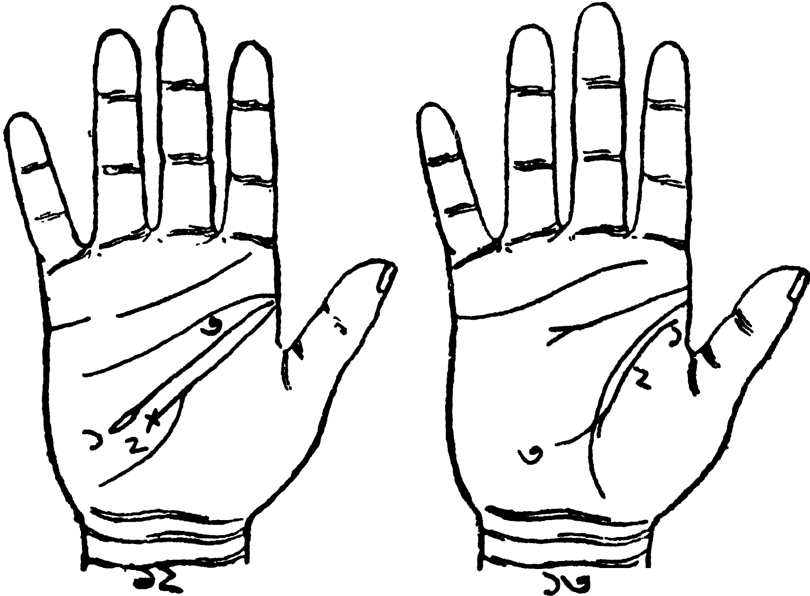
এই ধরনের অদ্ভুত সংযোগ দুটি বিভিন্ন ধারায় দুর্ঘটনা সূচিত করে, কারণ এক্ষেত্রে প্রধানতঃ জলজ সবকিছুর বিষয় থেকেই সম্ভাবনা থাকে। যেমন বন্যা, স্নানে জলমগ্ন হওয়া, কিন্তু সবক্ষেত্রে এ ব্যাপারটা এমনভাবে ঘটবে যার সঙ্গে অগ্নির সম্পর্ক আছে, যেমন বিস্ফোরণ, কারণ এ চিহ্নটি নিষ্ক্রিয় মঙ্গলের গৃহ।

যে ব্যক্তিরা ২১শে নভেম্বর থেকে ২১শে ডিসেম্বরের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছেন, তাঁরা ধনু চিহ্নের বা মঙ্গলের তৃতীয় গৃহ। এই সময় রবি তাদের চিহ্ন অতিক্রম করে বলে অগ্নি থেকে ছোট ছোট বিপদ ঘটতে পারে। যেমন পুড়ে যাওয়া, ঝলে যাওয়া, গৃহস্থালীর মধ্যে ছোট-খাট বিস্ফোরণ, যেমন গ্যাস, স্টোভ বা আলোক সম্বন্ধীয়।

যে ব্যক্তিরা ২১শে ডিসেম্বর থেকে ২১শে জানুয়ারীর মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছেন, তাঁরা মকর চিহ্নের লোক বা পৃথিবীর তৃতীয় গৃহ। এই সময় জন্মালে সচরাচর পৃথিবী সংক্রান্ত বিষয়ে দুর্ঘটনা ঘটবার সম্ভাবনা সমধিক থাকে। যেমন পর্বতারোহণ-কালে বরফের ধ্বসে পতনের সম্মুখীন হওয়া, উচ্চ আরোহণ করবার সময় তাল হারিয়ে ফেলা বা কোনও চোরাবালি, বন জঙ্গল প্রভৃতি থেকে বিপদ। তাদের আবার ছোট-খাট জন্তু থেকে বিষাক্ত কামড় খাওয়ার সম্ভাবনা আছে, যেমন, সরীসৃপ, কাঁকড়া বিছা প্রভৃতি দ্বারা।

যাঁরা ২১শে জানুয়ারী থেকে ২১শে ফেব্রুয়ারীর মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছেন, তাঁরা কুম্ভচিহ্নের অন্তর্গত যা বায়ুর তৃতীয় গৃহ। এই সময় যাঁরা জন্মেছেন তাঁদের বায়ু সম্বন্ধে ছোট ছোট ব্যাপারে দুর্ঘটনা ঘটবার প্রবণতা থাকে। যেমন ঝড় বা ঘূর্নিবাত্যা দ্বারা গৃহ সম্পত্তি নষ্ট ইত্যাদি বা বিদ্যুৎস্পৃষ্ট বা ইলেকট্রিক শখ খাওয়া।

যে ব্যক্তিরা ২১শে ফেব্রুয়ারী থেকে ২১শে মার্চের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছেন, তাঁরা মীন চিহ্নের অন্তর্গত বা জলের তৃতীয় গৃহ। এই সময় জন্মগ্রহণ করলে জলজ সংক্রান্ত




বিষয়ে ছোট-খাট দুর্ঘটনা ঘটতে পারে, কিন্তু এদের ব্যাপারে সচরাচর পুকুরে বা নদীতে মাছ ধরতে গিয়ে এবং ছোট-খাট ভ্রমণের সময় জল থেকে দুর্ঘটনা ঘটে। আমার খাতায় এই সময় যাঁরা জন্মগ্রহণ করেছেন তাঁদের অনেকেরই ইতিবৃত্ত লিপি-বদ্ধ করা আছে, যাঁদের হাতে জল সম্বন্ধে বিপদের নির্দেশ ছিল, তাঁরা প্রকৃতপক্ষে নিজের গৃহেই স্নান করবার সময়ে জলমগ্ন হয়েছেন, তাঁরা হয়ত অনেক ক্ষেত্রে বা প্রকৃত যুদ্ধক্ষেত্রে অনেক বিপদ অতিক্রম করেছেন বা সারা দুনিয়া জুড়ে সমুদ্রযাত্রা করেছেন।

এর থেকে বোঝা যায় যে জ্যোতিষ-শাস্ত্রের সঙ্গে হাতের রেখা যে বলে তার একটা সম্পর্ক আছে এবং আমি হস্তরেখাবিদ সেই সব শিক্ষার্থীদের কথা মানতে রাজী নই যে মানব জীবনে জ্যোতিষ-শাস্ত্রের কোন প্রভাব নেই।

অন্যান্য দুর্ঘটনা এবং শোচনীয় চিহ্ন হচ্ছে, যখন শিরোরেখা এবং ভাগ্যরেখা ভগ্ন বলে মনে হয় যখন থেকে অপরকে অতিক্রম করছে বা করতলের মধ্যস্থলে ভগ্ন থাকে। এই বিপদটি আরও বর্ধিত হয় বা নিশ্চিত নিশানা পাওয়া যায় যদি মঙ্গলের ক্ষেত্র থেকে বৃদ্ধাঙ্গুলের কাছ থেকে জানা যায় কোনও সূক্ষ্ম রেখা এসে শিরোরেখা বা ভাগ্য রেখার ভগ্ন স্থানটিতে এসে পতিত হয় ( ৩ চিত্র ৬ )। এই যে নিদারুণ দুর্ঘটনা এটিকে রোধ করা জাতকের ক্ষমতার বাইরে এবং এটি সেই অন্যতম চিহ্ন যা কোনো না কোনো কারণে শোচনীয় মৃত্যু নির্দেশ করে।

দুর্ঘটনার জন্য আরেকটি চিহ্ন হচ্ছে যখন ছোট ছোট গভীর রেখা শনির থেকে বা শনির ক্ষেত্র থেকে নির্গত হয়ে আয়ুরেখাকে ছেদ করে।

এই ভয়ংকর ভগ্ন চিহ্নগুলি আয়ুরেখার ওপর দেখা যায় সেগুলি যে যে মাসে হয়েছে এবং যে উদাহরণ আমি পূর্বে দিয়েছি সেই সেই মাসের বিপদাশংকা থেকে অতি সহজেই অনুমান করা যায়।

একটি চতুষ্কোণ চিহ্ন বা ত্রিভুজ এইসব স্থানে থাকলে এইসব দুর্ঘটনার কুফল থেকে রক্ষা করে ( দ্বাদশ পরিচ্ছেদে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চিহ্ন এবং রেখাসমূহ বিশদভাবে বোঝানো হয়েছে )।

আয়ুরেখায় যদি কোন গর্ত, কোন দাগ বা খুবলে যাওয়া মতন থাকে তবে এর থেকে নির্দেশ পাওয়া যায় যে কোনরকম বিপদ জীবনের ঐ মুহূর্তে জীবনীশক্তিকে ক্ষয় করেছে। এই খুবলে খুবলে যাওয়ার মতো রেখা হঠাৎ কোন অসুস্থতার ফলে হতে পারে বা হয়তো কোনরকম দুর্ঘটনার ফলে হয়েছে।

## রেখার দ্বারা

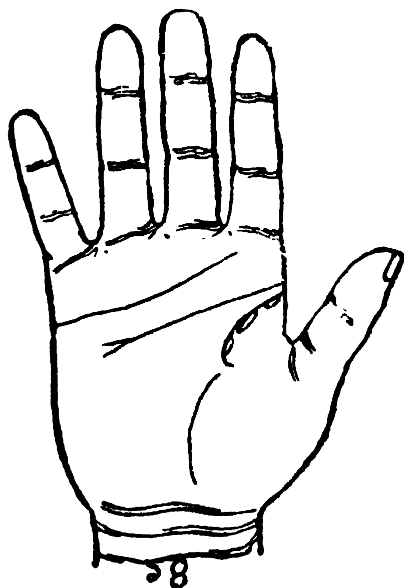
আয়ুরেখা যদি ছোট ছোট যুক্ত রেখা দিয়ে চেনের মত হয় তবে এটি জীবনশক্তির অভাব এবং দুর্বলতার অভাব নির্দেশ করে বিশেষ করে হাত যদি নরম হয় ( ১ চিত্র ১০ )। এমনি রেখা যদি দেখা যায় তবে সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় বিষয় হচ্ছে দ্বিতীয় আয়ুরেখা বা আয়ুরেখার পাশে কোনও রেখা রয়েছে কিনা ( ২ চিত্র ১০ )। এই দ্বিতীয় আয়ুরেখা বাইরের আয়ুরেখা অতিরিক্ত জীবনীশক্তি দিয়ে রক্ষা করে এবং আমি দেখেছি খুব নরম স্বাস্থ্য যাঁদের, তাঁরা বহুদিন বেঁচে থাকেন যদি দ্বিতীয় রেখাটি ডান হাতে সুচিহ্নিত হয়। এই দ্বিতীয় আয়ুরেখাটি যথেষ্ট বিবেচনা সহকারে দেখতে হবে অসুস্থতা বা মৃত্যু সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করবার পূর্বে।

কতিপয় ক্ষেত্রে দেখা যায় যে এই দ্বিতীয় আয়ুরেখাটি প্রধান আয়ুরেখার পাশে পাশে কিছুদূরে যায়। তারপর এর থেকে দূরে সরে আসে বা আর অগ্রসর হয় না। এটাই একটা নির্দেশ যে কোনও কারণে জীবনীশক্তি ক্ষয় প্রাপ্ত হয়েছে এবং ঐ ব্যক্তির অসুস্থতার যে নির্দেশ পাওয়া যায় তা আর কোন রকমেই দূরে ঠেলে দেবার

আর ক্ষমতা নেই। ভেতরকার এই আয়ুরেখা একেবারে উল্টোরকম নির্দেশও দিতে পারে, কারণ নিচের দিকে নেমে আবার আয়ুরেখার থেকে বেঁকে না গিয়ে আয়ুরেখার আরও নিকটবর্তী হয়। এও হয়তো দেখা যেতে পারে আয়ুরেখাকে ছেদ করে এই রেখাটি বাইরের দিকে নেমে এসেছে বা সেই দিকে একটি শাখা' প্রেরণ করেছে ( ৩ চিত্র ১৩ )। নবম হাতে বা যে হাতে ইচ্ছাশক্তি কম, এটা একটা বিপজ্জনক চিহ্ন কারণ এ জিনিষটা অত্যধিক ভয়ঙ্কর ধরনের উত্তেজনা প্রবণতা নিয়ে আসে যা অতিরিক্ত মদ্যপান বা মরফিন জাতীয় ঔষধ সেবনে নিবৃত্তির পথ খোঁজে।

এই রেখাটি সত্যিকারের সহকারী রেখা, এ বিষয়ে নিশ্চিত হওয়ার জন্য এটি সহকারী আয়ুরেখা বা প্রধান আয়ুরেখা থেকে শুধুমাত্র একটি শাখা নয়, আমি শিক্ষার্থীদের উপদেশ দেবো দুটি বৃদ্ধাঙ্গুলকে দিয়ে এই রেখাকে চাপ দিতে। তখন এটা চট করে ধরা পড়বে যে এ রেখাটি প্রধান আয়ুরেখা থেকে নির্গত হচ্ছে না স্বাধীনভাবে নির্গত হচ্ছে।

আমি অন্য সব রেখা পরীক্ষা করবার জন্য এইভাবেই পরীক্ষা করতে নির্দেশ দেব, কারণ চাপ পড়লে তখনই বোঝা যাবে দ্বীপচিহ্ন বা ভগ্নচিহ্ন আছে কিনা, হয়তো সাধারণভাবে ধরা যেত না। আয়ুরেখাটি যদি বাঁহাতে ভগ্ন দেখা যায় এবং ডান হাতে যুক্ত বা একটি রেখা অপরটির ওপরে পড়তে দেখা যায় তবে ঐ সময়ে কোনও শোচনীয় বিপজ্জনক অসুস্থতা নির্দেশ করে। যদি দুই হাতের রেখা ভগ্ন হয় এবং রেখা শেষ হবার মুখে ফাঁক থাকে বা আরও খারাপ একটি শাখা ওপরেরটি শুক্রের ক্ষেত্রে কুঁকড়ে থাকে, তবেই ঐ ব্যক্তির ঐ সময়ে অসুস্থতা থেকে আরোগ্য হবার কোন সম্ভাবনা নেই ( ১ চিত্র ১৪ )।




আয়ুরেখা শুরু হবার কোন প্রথমাঙ্গুলীর নিচে যদি চেনের মত হয়ে থাকে, তবে বাল্যকালে ভঙ্গুর স্বাস্থ্যের নিশ্চিত নির্দেশ পাওয়া যায়, কিন্তু অগ্রসর হবার মুখে যদি এই রেখাটি পরিষ্কার বা চেনের মত আর না হয়ে থাকে তবে বাল্যকালীন এইসব অসুস্থতা থেকে সম্পূর্ণ আরোগ্য সূচনা করে ( ২ চিত্র ১৪ )।

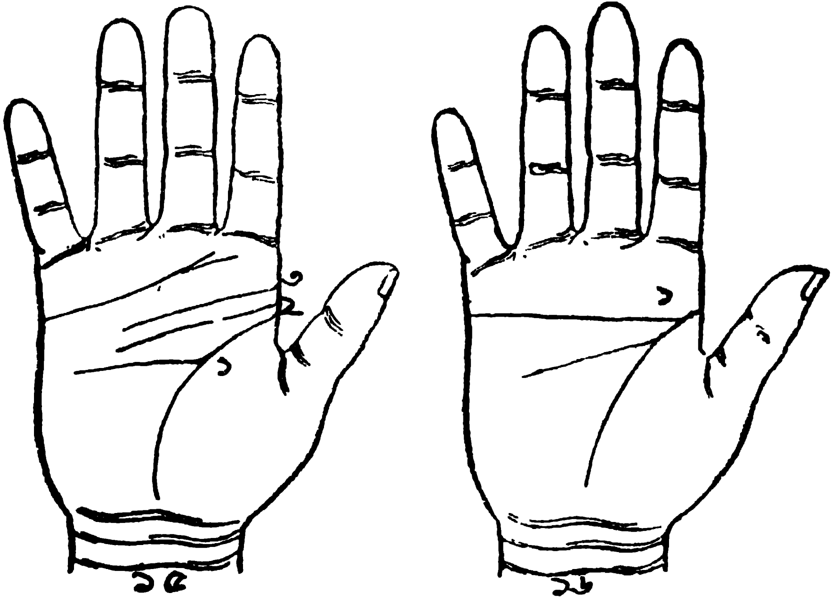
আয়ুরেখাটি যদি শিরোরেখাটির সঙ্গে অতি গভীরভাবে সংযুক্ত হয়ে থাকে তবে দেখা যায় নিজের সব বিষয়ে জাতক অত্যন্ত স্পর্শকাতর। তারা এত আত্মকেন্দ্রিক যে অতি অল্পেই আহত হন। এই রেখাটি যদি আরও স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় তবে

জাতককে পূর্বোক্ত দোষগুলি জয় করতে উদ্যোগী হওয়ার পরামর্শ দেওয়া উচিত এবং আত্মবিশ্বাসী ও বহু বিষয়ে আগ্রহ জাগরিত করতে চেষ্টা করা উচিত ( ১ চিত্র ১৫ )।

আয়ুরেখা এবং শিরোরেখার মধ্যে যদি একটি সুস্পষ্ট স্থান থাকে তবে কল্পনা এবং উচ্চাকাঙ্খাকে রূপ দেবার জন্য অনেক বেশী স্বাধীনতা থাকে কিন্তু এই ধরনের চরিত্রের সতর্কতার অভাব থাকে এবং ঝোঁকের বশে হঠাৎ কিছু করে ফেলার সম্ভাবনা থাকে ( ২ চিত্র ১৪ )।

এই মধ্যবর্তী স্থানটি যদি আরও বেশী ফাঁক হয় তবে জাতক অত্যধিক আত্ম-বিশ্বাসী হন এবং তিনি একরোখা, অবিবেচক এবং অত্যন্ত বেশী ঝুঁকি নিতে ভালবাসেন। অর্থাৎ জীবনটি যুক্তি বা সতর্কতার কোনও পথ ধরে চলে না ( ৩ চিত্র ১৫ )।

আমরা এমন একটি রেখাতে আসব যা সচরাচর দেখা যায় না। এ রেখা হচ্ছে




আয়ুরেখা শিরোরেখা একসঙ্গে এবং হৃদয়রেখা তাদের সঙ্গে যুক্ত ( ১ চিত্র ১৬ )। এ ক্ষেত্রে উগ্রপন্থী প্রকৃতির নির্দেশ দেয়। এরকম লোকেরা সচরাচর স্নেহ-প্রীতির ব্যাপারে অসুখী হন। তাঁরা সচরাচর ভুল লোককে ভালবেসে থাকেন বা-জীবনে যাঁরা জড়িয়ে আছেন তাঁদের ভালবাসেন। তাঁরা সচরাচর নিগৃহীতদের পক্ষ নেন এবং তাঁরা যাদের বিন্দুমাত্র ভালবাসেন তাদের জন্য অক্লান্তভাবে যুদ্ধ করে যান।

সাধারণতঃ এইসব ব্যক্তিরা জীবনে মাত্র একবারই ভালবেসে থাকেন এবং সেই একটির মধ্যেই বিয়োগান্ত নাটকের সবকিছু পরিস্থিতি দেখা যায়।.

উপরোক্ত মন্তব্যটি আরও বর্ধিত হয় যদি ভাগ্যরেখাটি দেখা যায় শুক্রের ক্ষেত্র থেকে উঠেছে ( ১ চিত্র ১৭ ) বা ভাগ্যরেখা এবং আয়ুরেখা যুক্ত অবস্থায় রয়েছে ( ২ চিত্র ১৭ )।

যদি আয়ুরেখা, শিরোরেখা এবং ভাগ্যরেখা বাঁ হাতে যুক্ত অবস্থায় থাকে যেমন চিত্র ১৬-তে দেখানো হয়েছে, কিন্তু ডান হাতে স্বাভাবিকভাবে থাকে, তবে জাতক ঐসব প্রবণতা নিয়ে প্রথম জীবন শুরু করেছিলেন কিন্তু পরবর্তী জীবনে তাঁর সে প্রবণতা পরিবর্তন করেছেন। এর উল্টো যদি হয় তবে সে জাতক উপরোক্ত গুণাবলী বা দোষাবলী সমূহ পরে আহরণ করেছেন।

এই তিনটি রেখাযুক্ত এর যা বৈচিত্র্য তা ( ৩ চিত্র ১৭ ) দেখান হয়েছে। এতে শিরোরেখা এবং হৃদয়রেখা আড়াআড়িভাবে হাতে একত্র রয়েছে এবং শুরু হবার সময় আয়ুরেখার সঙ্গে যুক্ত হয়ে রয়েছে। এই রেখাটি যদিও সচরাচর দেখা যায় না, ( গড়ে হাজারের মধ্যে একটিতে পাওয়া যায় )। প্রথমোক্ত উদাহরণের সবকিছু প্রবণতাই এঁদের মধ্যে পাওয়া যায় কিন্তু মানসিক গঠন এবং ভাবাবেগের আরও বৃদ্ধি ঘটে। এটা যেন লোকটি তার হৃদয় এবং শির দুই এক করেছিলেন তার প্রার্থিত বন্ধু লাভ করবার জন্যে। এ যদি প্রেম হয়, মস্তিষ্ক এবং জীবন একটিমাত্র আরাধ্যবস্তু লাভ করবার জন্যে নিয়োজিত। যদি কোন কাজ হয় তবে হৃদয়ের চেয়ে মানসিকতার প্রকট হয় বেশী।

এইসব ব্যক্তিরা সচরাচর জীবনপথে চলার সময় হতভাগ্য। তাঁরা তাঁদের আশেপাশের অবস্থা বা বস্তুর সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারেন না। তাঁরা একাকী বোধ করেন। কারণ তাঁদের মত লোক খুব কমই আছেন। তাঁরা সচরাচর যাঁদের সংস্পর্শে আসেন তাঁরা তাঁদের ভুল বোঝেন। তাঁরা তাঁদের মত ও পথে অপরিবর্তনেয়— তাঁরা ভাবেন দুনিয়া যেন তাঁদের বিরুদ্ধে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁরাই জগতের বিরুদ্ধে।

এইসব ব্যক্তিদের অসাধারণ মস্তিষ্কের ক্ষমতা, দৃঢ়তা, ইচ্ছাশক্তি ও অভিনিবেশ করবার ক্ষমতা থাকে। কিন্তু এইসব গুণাবলী কোন কাজেই আসবে না যদি তাঁদের হাতে ভাগ্যরেখা এবং রবিরেখা না থাকে। এইসব রেখা যদি একেবারে জীবনের শেষের দিকে দেখা যায় অর্থাৎ আঙ্গুলের তলদেশে, তবে জীবনের শেষভাগে সাফল্য অর্জন সম্ভব হবে। তবুও এটা যেন কোনো কিছু একটা অস্বাভাবিক বা অপ্রত্যাশিত মনে হবে।

আমার জীবনের দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় আমি কখনও দেখিনি আয়ুরেখা, শিরোরেখা এবং হৃদয়রেখা যুক্ত থাকলে মরবিড্ বা আত্মহত্যার প্রবণতা নির্দেশ করে। এইসব চিহ্ন যেসব পুরুষ বা মহিলার হাতে আছে, হাজার হাজার লোকেদের চেয়ে অনেক বেশী হতাশা দুঃখ-কষ্টের সম্মুখীন হতে আমি দেখেছি, কিন্তু আমি এমন একজন-কেও দেখিনি যে সে আত্মহত্যা করতে চেষ্টা করেছে—যদিও অবশ্য এর থেকে ছোট ছোট রেখা এই যুক্তরেখা থেকে চন্দ্র বা চন্দ্রের ক্ষেত্রের দিকে পতিত হয়েছে।

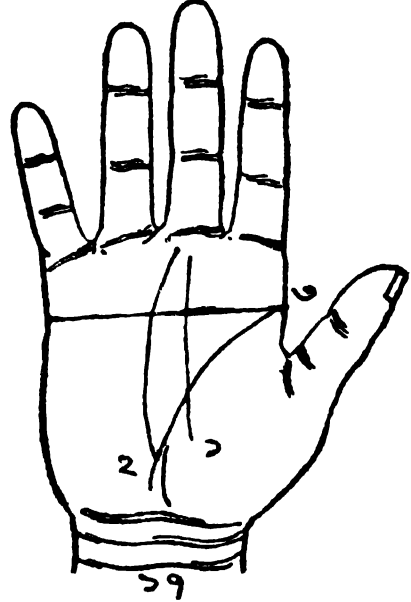
এই ক্ষেত্রে সেই ব্যক্তিটি তার প্রতিটি পরিকল্পনা বার বার ব্যর্থ হবার পর অত্যন্ত মরবিড্ এক ভাবধারা তাকে আশ্রয় করল এবং সে বার বার আত্মহত্যা করবার চেষ্টা করল। এইসব চেষ্টাও সমানভাবেই ব্যর্থ হলো এবং এখন সে জীবনে বাকী দিনগুলি উন্মাদাগারে কঠিন পর্যবেক্ষণের মধ্যে কাটাচ্ছে।

### সপ্তম অধ্যায়

## হৃদয়রেখা এবং স্নেহ-ভালবাসার সঙ্গে এর সম্বন্ধ

হস্তরেখা ( হাতের মানচিত্র, চিত্র ১৭ দেখুন ) আঙ্গুলের তলদেশের ক্ষেত্রে দেখা যায়।

রেখাটি উপরদিকে আছে যা হাতের বুদ্ধিবৃত্তি নির্দেশ করবার অংশ, সচরাচর আমি বলব ইন্দ্রিয়জ বা দৈহিক অপেক্ষা স্নেহ-প্রীতি সম্পর্কে মনের দৃষ্টিভঙ্গি নির্দেশ করে বেশী।



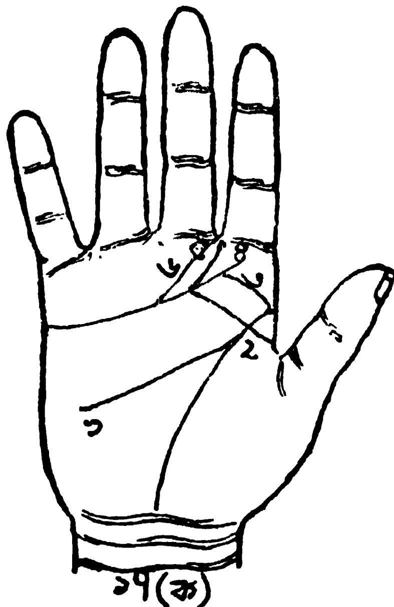

হৃদয়রেখাটি নানারকমভাবে শুরু হতে পারে। হাতে যদি আড়াআড়ি-ভাবে সোজা থাকে তবে হৃদয়রেখাটি একটি বিশ্বস্ত এবং স্নেহপ্রবণ অন্তঃকরণ দেয়, কিন্তু ব্যক্তি কোন বিষয়ে বাড়াবাড়ি করেন না। যদি হৃদয়রেখা আয়ু-রেখার মধ্য দিয়ে মঙ্গলের ক্ষেত্র থেকে ওঠে, তবে এটা একটা দুর্ভাগ্যজনক চিহ্ন। কারণ সে ব্যক্তি খিটখিটে, ঝগড়াটে এবং স্নেহপ্রবণ ব্যাপারে নিজের পাওনা-গণ্ডা ঠিকমতো বুঝে নিতে চাইবেন ( ২ চিত্র ১৭ )।

নিচু দিকে ঢালু হয়ে যদি শিরো-রেখা এবং আয়ুরেখার সঙ্গে যুক্ত হয় বা স্পর্শ করে ( ৩ চিত্র ১৭ ) তবে এটিও একটি দুর্ভাগ্যজনক চিহ্ন। কারণ সে ব্যক্তিবোধের অভাবে ভুল লোককে বিশ্বাস করবে বা ভালবাসবে। তিনি যাঁদের ভালবাসেন, তাঁদের জন্য বহুবার তাঁকে হতাশার সম্মুখীন হতে হবে।

এই রেখাটি যদি বৃহস্পতির ক্ষেত্রের মধ্যস্থল থেকে ওঠে তবে ( ৪ চিত্র ১৭ (ক) ) প্রেম-প্রীতির ব্যাপারে অত্যন্ত উচ্চাকাঙ্খা নির্দেশ করে। পুরুষ বা মহিলা যাঁদের হাতে এই চিত্র থাকে, তাঁরা প্রেমের ব্যাপারে দৃঢ় এবং বিশ্বাসযোগ্য, উচ্চাকাঙ্খী এবং তাঁরা যাঁদের ভালবাসেন, জীবনে তাঁরা যেন সাফল্য অর্জন করেন এই তাঁদের কামনা। তাঁরা সচরাচর তাঁদের চেয়ে নিচু অবস্থার ঘরে বিবাহ করেন না, প্রকৃতপক্ষে তাঁদের চেয়ে অবস্থাপন্ন ঘরে বিবাহ বেশী করেন।

হয়তো তাঁদের গর্ব বা উচ্চ আদর্শের জন্য এরা অন্যান্য চিহ্নযুক্ত ব্যক্তির চেয়ে প্রেমের ব্যাপারে কম লিপ্ত হন। এই রেখাটি যদি বৃহস্পতির উচ্চস্থান থেকে বা

বৃহস্পতির বাইরে থেকে শুরু হয়, তবে এইসব গুণাবলী সততই বর্ধিত করে। কোনও পুরুষ বা মহিলার হাতে এই চিহ্ন থাকলে যাঁদের তাঁরা ভালবাসেন বা সামান্য আদর যত্ন করেন তাঁদের সম্বন্ধে প্রশংসায় অন্ধ হন। তাঁদের গর্বহেতু তাঁদের মনোনীত পুরুষ বা মহিলার মধ্যে কোন খুঁত বা কোন দোষ দেখতে পান না। প্রেমের ব্যাপারে তাঁরা এত উচ্ছ্বাসের বশবর্তী হয়ে পড়েন যে প্রায়ই তাঁদের ব্যাপারে তাঁরা গভীর হতাশার সম্মুখীন হন, কারণ যখন তাঁরা যে পুরুষ বা মহিলা যাঁকে তিনি দেব বা দেবী ভেবেছিলেন, দেখলেন সত্যিকারের একজন রক্তমাংসে গড়া সাধারণ মানুষ।


১৭(ক)

হৃদয়রেখা যদি প্রথমাঙ্গুল এবং দ্বিতীয়াঙ্গুলের মধ্য থেকে শুরু হয় (৫ চিত্র ১৭ (ক) ) তবে সেটাই সর্বশ্রেষ্ঠ রেখা, কারণ স্নেহ-প্রীতির ব্যাপারে অত্যন্ত গভীর এবং বলিষ্ঠ হৃদয়াবেগ নির্দেশ করে। এরকম লোকদের বৃহস্পতির ক্ষেত্রজাত আদর্শবাদিতা এবং শনির ক্ষেত্রজাত সরল গাম্ভীর্য বিরাজ করে। বৃহস্পতির ক্ষেত্র থেকে এই রেখাটি এলে যতটা উচ্ছ্বাসী হওয়া উচিত ততটা তাঁরা নন, কিন্তু তাঁরা তাঁদের প্রতিজ্ঞা রক্ষার ব্যাপারে ও সঙ্গীসাথীর ভুল দেখিয়ে দেবার ব্যাপারে সত্যিই অতিশয় বিশ্বস্ত।

হৃদয়রেখা যদি শনির ক্ষেত্র থেকে ওঠে (৬ চিত্র ১৭(ক)) তবে জাতক স্নেহ-প্রীতির ব্যাপারে কম বেশী আত্মকেন্দ্রিক হন। প্রকৃতপক্ষে অহংবোধই উপরোক্ত পুরুষ বা মহিলার প্রেমের ব্যাপারে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে। বৃহস্পতির ক্ষেত্রে এ রেখা এলে যে আদর্শবাদিতা থাকে, এক্ষেত্রে তার খুব কম প্রতীয়মান হয়। হাতটি যদি নরম এবং থলথলে হয় তাদের মানসিক প্রীতির চেয়ে ইন্দ্রিয়জ আকর্ষণই প্রবল হয়।

এই গুণাবলী আরও বেশী বর্ধিত হয় যদি হস্তরেখা উচ্চে শনির ক্ষেত্রে হয়।

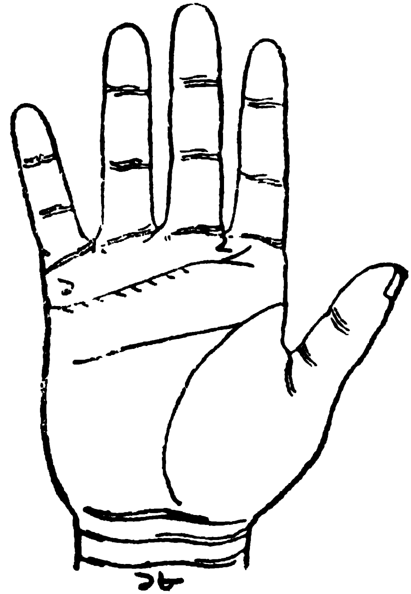
হৃদয়রেখাটি অত্যধিক বড় হয় অর্থাৎ হাতের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত যদি যায়, তবে ভালবাসা যেন যন্ত্রণা হয়ে দাঁড়ায়। এসব লোকেরা এত গভীরভাবে ভালবাসেন যে তাঁদের ভালবাসার পাত্রের মুহূর্তের অদর্শন সহ্য করতে পারেন না, সুতরাং প্রায়শঃই তাঁরা অসুখী বোধ করেন।

হৃদয়রেখা থেকে যদি ছোট ছোট ক্ষুদ্র রেখা নিচে এসে পড়ছে দেখা যায় ( ১ চিত্র ১৮ ) তবে এই নির্দেশ করে, যাঁরা যাঁরা প্রেম-প্রীতিতে ছেনালী করে মূর্খের মতন দৈহিক কামনায় রূপান্তরিত করে নষ্ট করেন। এইসব ব্যক্তিদের বাঁচবার জন্য সব

সময়ই একটা না একটা প্রেম প্রয়োজন কিন্তু একে সত্যিকারের প্রেম কোনদিন বলা যায় না।

একটি চাওড়া হৃদয়রেখা যদি শনির ক্ষেত্রের নীচু থেকে শুরু হয় বা শুধুমাত্র কতিপয় দ্বীপ চিহ্ন দ্বারা গঠিত হয়, তবে সে ব্যক্তি বিপরীত লিঙ্গের প্রতি কোন আকর্ষণই বোধ করেন না। নরম হাতে বিশেষ করে যদি শুক্রের ক্ষেত্রটি ভরাট এবং বিশিষ্ট হয় তবে অনৈসর্গিক কামনার সম্ভাবনা থাকে।

যদি হৃদয়রেখাটি করতলের অত্যন্ত নিচুদিকে থাকে এবং এর থেকে রেখা গিয়ে শিরোরেখাকে স্পর্শ করে, তবে হৃদয়-রেখাটি সব ব্যাপারেই এবং সব কিছুতেই মস্তকের সঙ্গে গণ্ডগোল হবে নির্দেশ করে।




যদি হৃদয়রেখার বৃহস্পতির ক্ষেত্র শুরু হবার সময় পরিস্কার এবং স্পষ্ট শাখাযুক্ত (২ চিত্র ১৮) হয় তবে প্রণয়ের সাফল্য সম্বন্ধে এও অতি উৎকৃষ্ট চিহ্ন এবং স্নেহ-প্রীতির ব্যাপারে এক অত্যন্ত সুখী ব্যক্তিত্ব জ্ঞাপন করে। এরকম লোকের সবকিছুর মধ্য থেকেই কেবল-মাত্র ভালোটি নিতে চেষ্টা করেন, এমন কি তাদের হতাশার সম্বন্ধেও। হৃদয়রেখা শুরু হবার মুখে যদি অতি বিস্তৃত শাখাযুক্ত হয়ে শুরু হয় (১ চিত্র ১৮), একটি শাখা বৃহস্পতির ক্ষেত্রে এবং অপরটি প্রথম এবং দ্বিতীয় আঙ্গুলের মধ্যে তবে স্নেহ-প্রীতির ব্যাপারে এক অতি উৎকৃষ্ট চিত্র যা সবসময় ভারসাম্য রক্ষা করে চলে। যদি এই শাখাটি অত্যন্ত দীর্ঘ হয়, একটি শাখা বৃহস্পতির ক্ষেত্রে অপরটি শনির ক্ষেত্রে তবে সে জাতকের প্রেম প্রীতির ব্যাপারে পরস্পর বিরোধী ভাবধারা বিরাজ করবে, যেন বৃহস্পতির এবং শনির গুণাবলীর মধ্যে ওঠানামা করছে (২ চিত্র ১৯)।

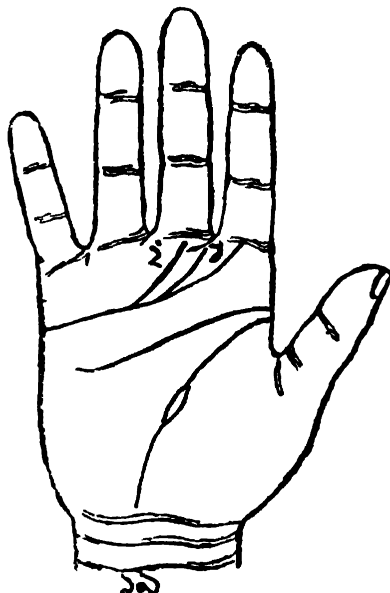
এইসব লোকদের সঙ্গে বাস করা খুব শক্ত এবং এদের বোঝাও খুব শক্ত। তাঁদের একাধিক ইন্দ্রিয়জ কামনার দিকে ঝোঁক এবং অপর দিকে তাঁরা আদর্শবাদী, স্বার্থপর আবার মহৎ, প্রভুত্বপ্রিয় আবার বিপরীত, অর্থাৎ যে সময় যে মেজাজ।

হৃদয়রেখাতে যদি কোনও শাখা না থাকে শুধুমাত্র সূক্ষ্ম রেখা হয়, তবে সে পুরুষ মহিলা প্রেম-প্রীতির ব্যাপারে উদাস বা এ সম্বন্ধে প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন না।

যদি দেখা যায় যে চতুর্থাঙ্গুলের নিচে এই রেখাটি আস্তে আস্তে মিলিয়ে আসছে

বা পাতলা হয়ে আসছে তবে বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রেম-প্রীতি বিলুপ্ত হয়ে কঠোর এবং নিরাসক্ত হৃদয় হবে।

করতলের দিকে তাকিয়ে যদি মনে হয় যে হৃদয়রেখাটি সবচেয়ে স্পষ্ট এবং বিশিষ্ট রেখা, তবে দেখা যায় যে এই জাতকের একমাত্র ধ্যান-জ্ঞান হচ্ছে ভালবাসা, কিন্তু যদি শিরোরেখাটি ভালো হয় এবং হাতের অন্যান্য চিহ্নগুলি সুচিহ্নিত হয় তবে এইরকম ব্যক্তি তাঁর ভালবাসা পরিতৃপ্ত করবেন অপরের জন্য আত্মত্যাগ করে,




১৯

বিশেষ করে যাঁরা কষ্ট পাচ্ছেন। এইরকম ব্যক্তিরা চমৎকার ধর্ম প্রচারক, সাহায্য-কারী, সেবিকা, আরোগ্য নিকেতন গমনকারী বা দরিদ্রের মধ্যে যাঁরা সেবা করেন সেইসব ব্যক্তিতে পরিণত হন।

এই বিষয়ে যাঁরা আগ্রহান্বিত তাঁদের প্রতি আমার শেষ উপদেশ হচ্ছে, প্রত্যেকটি রেখা গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ না করে একটি রেখা সম্বন্ধে তাঁদের মতামত যেন না দিয়ে দেন। প্রত্যেকটি রেখা কি নির্দেশ করে, দৃঢ় ভিত্তি স্থাপনের জন্য জানা বিশেষভাবেই প্রয়োজন।

## অষ্টম অধ্যায়

# স্বাস্থ্যরেখা

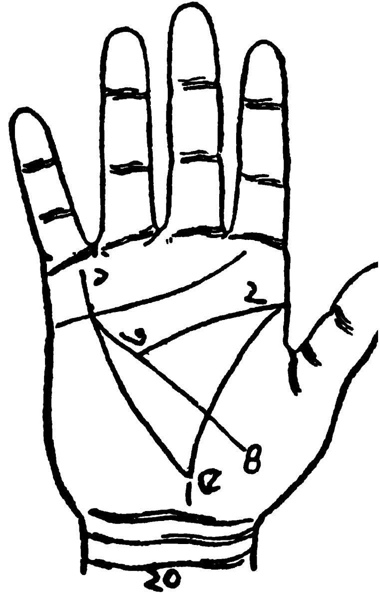
স্বাস্থ্যরেখা ( হাতের মানচিত্র এবং চিত্র ২০, ২১ দেখুন ) চতুর্থ আঙ্গুলের নিচে বুধের ক্ষেত্র থেকে উঠে বা এই ক্ষেত্রের উপর দিয়ে যায় এবং করতলের নিচু দিকে আয়ুরেখার দিকে যায়।

আমি আমার দীর্ঘকালীন অভিজ্ঞতা থেকে এ জিনিসটা প্রমাণ করেছি যে এ রেখাটি তলার দিকে যায় এবং এটা বর্ধিত হতে পারে বা মিলিয়ে যেতে পারে যেটি জাতকের স্বাস্থ্যের ওপর নির্ভরশীল।

এই রেখাটি নিচুর দিকে যাবার যৌক্তিকতা হচ্ছে যে এটি যেন আয়ুরেখার শত্রু এবং আয়ুরেখার দিকে যায় বা শাখা প্রেরণ করে যাতে আমরা গণনা করতে পারি যে, এ রেখা জীবন শক্তিকে দুর্বল করছে কিনা।

এ জিনিসটা যখন করতলে আয়ুরেখার দিকে ধাবমান হয় তখন রোগ যে বর্ধিত হচ্ছে তা নির্দেশ করে এবং এই বৃদ্ধির সর্বোত্তম শিখরে পৌঁছায় যখন এই রেখাটি আয়ুরেখাকে স্পর্শ করে।

এটা একটা অতি উচ্চ জীবনশক্তির চিহ্ন, যদি হাতে কোন স্বাস্থ্যরেখা না থাকে। করতলে স্বাস্থ্যরেখা না থাকলে এই নির্দেশ পাওয়া যায় যে, কোনও শারীরিক কাঠামোর ক্ষতি করছে না।




বুধের ক্ষেত্রের সঙ্গে মঙ্গলের ক্ষেত্রের যোগাযোগ আছে বলে যদি দেখা যায় যে স্বাস্থ্যরেখা বুধের ক্ষেত্রে উঠছে, তবে বোঝা যায় অন্যান্য স্থান থেকে ওঠার চেয়ে এক্ষেত্রে স্নায়ুমণ্ডলী দুর্বল থাকবে। কিন্তু মস্তিষ্ক ভাল করে কাজ করার নির্দেশ করে।

এই বিষয়টি আলোচনা করবার জন্য এই দুটির তফাৎ করা দরকার। কারণ বুধের ক্ষেত্র থেকে রেখা যা মনকে নির্দেশ করে, খুব পরিষ্কার-ভাবে চিহ্নিত থাকতে পারে। যেখানে শিরোরেখা হয়তো শুধুমাত্র একটু-খানি চিহ্নিত যা বিশেষ কোন মানসিক ক্ষমতার পরিচয় দেয় না।

স্বাস্থ্যরেখা বুধের ক্ষেত্র থেকে ওঠে অন্য সব কথা ছেড়ে দিলেও একটি সক্রিয় স্পর্শকাতর মন নির্দেশ করে ( ১ চিত্র ২০ )।

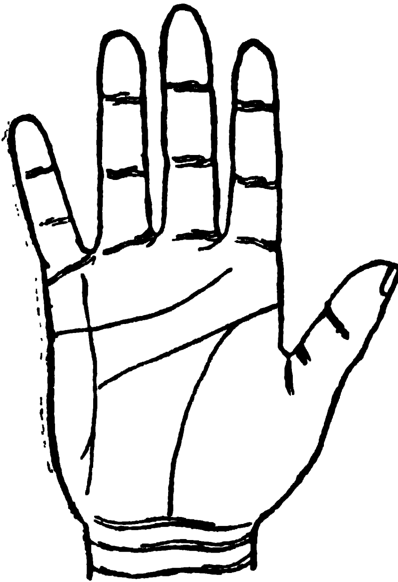
এই শিরোরেখাকে সম্মুখভাগে আনা যাক এবং মুহূর্তের মধ্যেই স্বাস্থ্যরেখার সম্বন্ধে গোপন তথ্য আমাদের চোখের সামনে ভেসে বেড়াবে।

উদাহরণস্বরূপ ১ চিত্র ২০তে স্বাস্থ্যরেখাটি যদি অমনিভাবে হয়ে থাকে এবং আয়ুরেখাটিও দুর্বল এবং অনিশ্চিত হয় (২ চিত্র ২০) তবে বুধের ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যরেখা মনের যে নির্দেশ করে তা খিটখিটে এবং দুশ্চিন্তাগ্রস্ত চরিত্র, তা যেন তার জীবনীশক্তিকে চুষে খাচ্ছে এর ফলে স্বাস্থ্য খারাপ হচ্ছে। এক্ষেত্রে হয়তো সত্যিকারের কোন রোগ নেই যা ডাক্তাররা ধরতে পারেন, তবুও সেই লোকটি সমানভাবে দুর্দশাগ্রস্থ এবং অসুস্থ হতে পারে ঠিক যেন সত্যিকারের কোন রোগ তার জীবনীশক্তিকে নষ্ট করেছে।

এই ধরনের স্বাস্থ্যরেখা ( ১ চিত্র ২০ ) আবার যদি আয়ুরেখার দিকে একটি শাখা প্রেরণ করে ( ৩ চিত্র ২০ ) এবং এই শাখা রেখাটি যদি আয়ুরেখাকে যে কোন অংশে ছেদ করে বা স্পর্শ করে, জাতকের শরীর ঐ সময় অত্যন্ত ভেঙ্গে পড়বে, এত বেশী হয়তো ভেঙ্গে পড়বে যে তার ফলে ঐ দুটি রেখা যেখানে মিশেছে সেই বয়সে তার মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে ( ৪ চিত্র ২০ )।

যদি স্বাস্থ্যরেখাটি করতলের দিকে নেমে যায়, তবে জীবন হয়তো দীর্ঘ হবে। কিন্তু খিটখিটে এবং অত্যন্ত স্পর্শকাতর মানসিক অবস্থা আজীবন থাকবে ( ৫ চিত্র ২০ )।

এবার আমরা এর উল্টোদিকটা দেখি। যদি শিরোরেখা দুর্বল দেখতে হয়, স্বাস্থ্যরেখাটি আয়ুরেখার দিকে না যায় বা একদিক থেকে মুখ ঘুরিয়েও না নেয় তবে সে ব্যক্তির প্রকৃতি খিটখিটে এবং কষ্টকর হবে। জীবনীশক্তিকে ক্ষয় করবে না বা অকালে মৃত্যু এনে দেবে না ( ১ চিত্র ২১ )।


২১

এ রেখা শুরু হবার মুখে বুধের ক্ষেত্রে দ্বীপচিহ্ন এই রেখার কুফল আরও বর্ধিত করে বিশেষ করে খুব অল্পবয়সে ( চিত্র ২১ )।

স্বাস্থ্যরেখার তলার দিকে একটি দ্বীপ চিহ্ন এই রেখার কুফল আরও বর্ধিত করে বিশেষ করে খুব অল্প বয়সে। শিরোরেখাকে স্পর্শ করে বা অতিক্রম করে চলে যায়, তবে এরেখা শিরোরেখা প্রদত্ত দুর্বলতাকে বর্ধিত করে এবং ঐ সময়ে মস্তিষ্কের কোনরকম অসুস্থতা নির্দেশ করে ( ৩ চিত্র ২১ )।

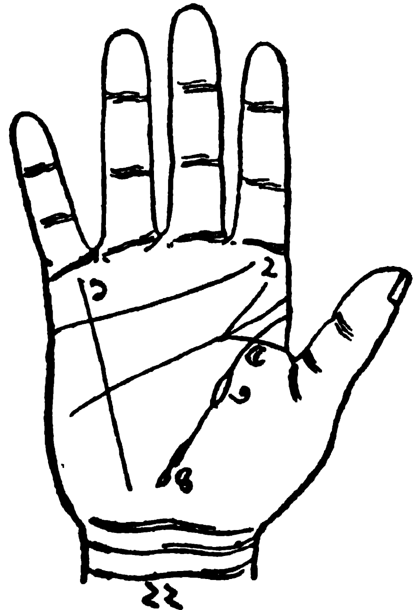
অপর দিকে একটি হাতে যদি দীর্ঘ সোজা শিরোরেখা থাকে এবং স্বাস্থ্যরেখাটি

বুধের ক্ষেত্র থেকে শুরু হয়েছে দেখা যায় তবে মনকে অত্যন্ত সক্রিয় এবং স্পর্শশীল করে তোলে এবং তবুও মানসিক ক্ষমতার প্রয়োগ তার অধীনে চলে আসে। সুতরাং হাতে এই ধরনের স্বাস্থ্যরেখা অনর্থক খিটখিটে কল্পনা দ্বারা নিজেদের জীবনীশক্তির ক্ষতি সাধন ঘটায় না ( ১ চিত্র ২২ )।

এই অবস্থাটি আরও স্পষ্ট বোঝা যাবে যদি শিরোরেখাটি বৃহস্পতির ক্ষেত্র থেকে ওঠে বা একটি শাখা প্রেরণ করে ( ২ চিত্র ২২ )।

এক্ষেত্রেও কিন্তু মনটি অত্যন্ত স্পর্শশীল বলে এবং স্বাস্থ্যরেখাটি বুধের ক্ষেত্র থেকে এসেছে বলে জাতকের একটু দুশ্চিন্তাগ্রস্তের স্বভাব হবে, তিনি যে ধরনের মানসিক কাজে যুক্ত আছেন সে সম্বন্ধে। তিনি নিজেকে সব সময়েই অতি কঠোরভাবে বিচার করবেন এবং তা যথাসাধ্য করলেও নিজের কাজ সম্বন্ধে কখনও সন্তুষ্ট হবেন না এবং বুধের ক্ষেত্র থেকে স্বাস্থ্যরেখাটি যদি নেমে আসে। তবে আয়ুরেখাকে স্পর্শ করুক বা না করুক তাঁর মধ্যে স্নায়বিক দৌর্বল্য দেখা দেবে এবং আজীবন তিনি চড়াবায়ুর ধাতের লোক হবেন।

এইসব জাতকরা অতি উচ্চ গ্রামে কাজ করে যান—যে কোনও কাজ তাঁরা করুক না কেন তাঁরা অতিরিক্ত বিবেকবান হন এবং তাঁদের ক্ষমতার অতিরিক্ত কাজ করে নিজেদের ক্ষয় প্রাপ্ত করেন।




যে জাতকের বুধের ক্ষেত্র থেকে স্বাস্থ্যরেখা উঠেছে ( ১ চিত্র ২২ ), তার আয়ুরেখার যদি কোন দ্বীপচিহ্ন থাকে ( ৩ চিত্র ২২ ), তবে যে বয়সের দ্বীপচিহ্নের আবির্ভাব হয়েছে সেই বয়সেই জীবনীশক্তির ক্ষয় নির্দেশ করে। কিন্তু এটা ঠিক ততটা আশংকাজনক হয় না যদি স্বাস্থ্যরেখার কোনও শাখা-রেখা ওই বয়সে আয়ুরেখাকে ছেদ করে।

এরকম লোকের হাতে যদি আয়ুরেখা শেষ হবার মুখে টুকরো টুকরো চুলের মতো রেখা থাকে ( ৪ চিত্র ২২ ) তবে স্নায়ুশক্তি জীবনের শেষ ভাগে ভেঙ্গে পড়বে বা কমে আসবে।

খিটখিটে বা গজ গজ করা স্বভাব দশগুণ বর্ধিত হয় যদি মঙ্গলের ক্ষেত্র থেকে রেখা সকল আয়ুরেখা শুরু হবার মুখে তার ওপর এসে পড়ে ( ৫ চিত্র ২২ )।

যদি স্বাস্থ্যরেখা হৃদয়রেখার মধ্যে কোন দ্বীপচিহ্ন আরম্ভ হয় তবে হৃদয়যন্ত্রের দুর্বলতা নির্দেশ করে কিন্তু সচরাচর ভীতু, উত্তেজনাপ্রবণ স্বভাব নির্দেশ করে।

এই রেখাটি যদি শুধুমাত্র হাতের ওপর দিকে থাকে এবং শিরোরেখা আরম্ভ হবার পূর্বে করতলের মধ্যস্থলে মিলিয়ে যায় তবে সে ব্যক্তি মধ্য বয়সে সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করবেন অল্প বয়সে স্বাস্থ্যরেখা যে নির্দেশ দিক না কেন।

এই রেখাটি যদি দেখা যায় শুধুমাত্র শিরোরেখা থেকে শুরু হয়েছে এবং চিহ্নটি গভীর, তবে সে জাতক যে বিশেষ ধরনের মানসিক কাজে লিপ্ত আছেন তার ফলে তার স্নায়বিক দৌর্বল্য দেখা দেবে।

যদি দেখা যায় যে স্বাস্থ্যরেখাটি ছোট ছোট টুকরোর মত হয়ে আয়ুরেখার দিকে অগ্রসর হচ্ছে, তবে এই সময়টি স্নায়ুমণ্ডলীর অতি কর্মব্যস্ততার সূচনা করে এবং এই রকম হাতের নখ যদি চ্যাপ্টা বা খোলার মত দেখতে হয় (দ্বিতীয় খণ্ডের নখের পরিচ্ছেদ দেখুন) কোনরকম পক্ষাঘাত নির্দেশ করে।

স্বাস্থ্যরেখা যদি হৃদয়রেখা এবং শিরোরেখার নিকটবর্তী স্থানে অনেকগুলি নখ গোলাকার হয় তবে কণ্ট এবং ব্রঙকাইটিস নলের কষ্ট সূচনা করে। এর উপর নখটি যদি দীর্ঘ এবং চামড়াকে কামড়ে পড়ে আছে মনে হয় তবে দ্বীপচিহ্ন ফুসফুসের দুর্বলতা যেমন প্লুরিসি এবং যক্ষ্মারোগের আশংকা নির্দেশ করে।

এর থেকে বোঝা যায় যে শিক্ষার্থীরা এই রহস্যজনক রেখা থেকে স্বাস্থ্য এবং রোগ সম্বন্ধে অমূল্য জ্ঞান আহরণ করতে পারেন, তিনি কেবলমাত্র আয়ুরেখা থেকে অতিরিক্ত বিষয়ে জানতে পারবেন।

আগে যেমন বলা হয়েছে শুধুমাত্র একটিমাত্র রেখা থেকে অন্যান্য রেখা বা চিহ্নের কথা না ভেবে ভবিষ্যদ্বাণী করা অন্যায় হবে, কারণ অন্যান্য চিহ্ন বা রেখা অন্য কিছু নির্দেশ করতে পারে।

স্বাস্থ্যরেখাকে বিশেষভাবে পরীক্ষা করা বিশেষ করে পিতা-মাতার পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। কারণ ঐ রেখা থেকে পূর্ব থেকেই তাঁরা যে শিশুকে জগতে এনেছেন তার শরীরের কাঠামো সম্বন্ধে অব্যাহত হতে পারেন।

## নবম অধ্যায়

# ভাগ্যরেখা

ভাগ্যরেখা (হাতের মানচিত্র এবং চিত্র ২৩, ২৪, ২৬ দেখুন) হচ্ছে সেই রেখাটি, যা করতলের মধ্যস্থল মণিবন্ধের কাছ থেকে শুরু হয়ে দ্বিতীয় আঙ্গুলের দিকে আঙ্গুলের তলদেশে গমন করে। এই রেখাটি দেখবার সময় কোন্ ধরনের গঠনের হাতে রেখাটি আছে তা ভালভাবে লক্ষ্য করতে হবে। দার্শনিক বা আধ্যাত্মিক হাতে যতটা গভীরভাবে এ রেখাটি চিহ্নিত থাকে, সাধারণ কর্মী হাতে ততটা গভীরভাবে থাকে না। এই কারণে যদি শেষোক্ত শ্রেণীর একটু বা সামান্য মাত্র থাকে, তবে প্রথমোক্ত শ্রেণীর

হাতে গভীরভাবে চিহ্নিত ভাগ্যরেখাই ইহার সমতুল্য। এটা একটা আশ্চর্যজনক ব্যাপার যে দার্শনিক, শিল্পী বা আধ্যাত্মিক হাতে নিয়মতান্ত্রিকভাবে ভাগ্যরেখাটি অনেক গভীরভাবে চিহ্নিত থাকে অপর হাতের লোকদের চেয়ে। যদিও তারা সাধারণ চৌকো কর্মী হাতের লোকদের চেয়ে বেশী ভাগ্যবান হন। তাঁরা বেশী আধ্যাত্মিক, অদৃষ্টবাদী সুতরাং স্বভাবতই তাঁরা ভাগ্য বিশ্বাস করেন।

সত্যি কথা বলতে কি ভাগ্যরেখা মানুষের জাগতিক ব্যাপার, সার্থকতা বা ব্যর্থতা, যাবা অপরের জীবনযাত্রায় সাহায্য করেন, শ্রম বা বাধা যা মানুষকে এগোবার পথে বাধা দেয় এইসব নির্দেশ করে।

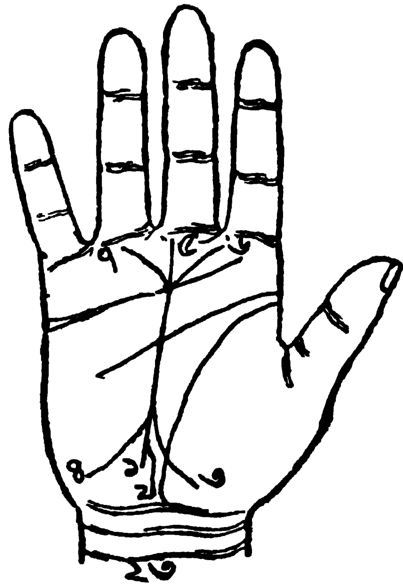
ভাগ্যরেখা নানারকমভাবে শুরু হতে পারে।

মণিবন্ধ থেকে শুরু হয়ে সোজা শনির ক্ষেত্রে চলে গিয়ে ব্যক্তিত্বসম্পন্ন আত্মকেন্দ্রিক চরিত্রের সাফল্য সূচনা করে (১ চিত্র ২৩)।

যদি অন্যান্য রেখাগুলি ভাল হয় তবে সাফল্যজনক ভাগ্য নির্দেশ করে এবং নিজ উদ্দেশ্য সাফল্য নির্দেশ করে তা যে কোন বিষয় ঘিরেই হোক না কেন।

আয়ুরেখার সঙ্গে এই রেখাটির দূরত্বের জন্য জাতককে হতভাগ্য কোন ঘটনা ঘটাবার জন্য বাধা পেতে হয়নি বা আবদ্ধ হয়নি, ফলে তিনি নিজের মনোমত বৃত্তি গ্রহণ করতে সক্ষম হয়েছেন।

যদি আয়ুরেখার খুব নিকটবর্তী হয়ে থাকে, যেন আয়ুরেখার সঙ্গে যুক্ত অবস্থায় আছে, তবে গৃহের প্রভাব এবং আত্মীয়তার বন্ধন জাতকের পক্ষে বাধাস্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছিল এবং বাল্যকালে অপরের ইচ্ছাধীন হয়ে নিজেকে বলি দিতে হয়েছিল। এই অবস্থায় প্রায় মহিলাদের হাতে দেখা যায় যাঁরা পিতা-মাতার সঙ্গে থাকবার জন্য বা সাহায্য করার জন্য নিজেদের উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে বলি দেন (২ চিত্র ২৩)।




এ রেখাটি যদি আয়ুরেখার মধ্যে শুক্রের ক্ষেত্র থেকে উঠে (৩ চিত্র ২৩), তবে বাল্যকালে বিধি-নিষেধের কঠোরতা আরও দুর্ভাগ্যজনক ছিল এবং ভাগ্যরেখাটি যদি পরবর্তী জীবনে শিরোরেখা পেরিয়ে অত্যন্ত সবল না হয়, জাতক সব সময়েই আত্মীয়-স্বজন দ্বারা প্রতিহত হবেন বা কোনো না কোনো স্নেহ-বন্ধনের দ্বারা বিঘ্নিত হবেন।

এটা একটা আশ্চর্যজনক ব্যাপার যে এই ধরনের ভাগ্যরেখা এমন হাতে যদি পাওয়া

যায় সেখানে হৃদয়রেখা শুরু হবার মুখে ঢালু হয়ে আছে (৩ চিত্র ১৭) তবে স্নেহ-প্রীতি সব ব্যাপারেই তিনি হতভাগ্য হবেন।

পুরুষ বা মহিলার হাতে এই ধরনের ভাগ্যরেখা এমন হাতে যদি পাওয়া যায় যেখানে প্রেম-প্রীতির ব্যাপারে গণ্ডগোলে পড়েন, যেমন কেউ হয়তো বিবাহিত বা যাঁর বিবাহের কোন উপায় নেই।

ভাগ্যরেখাটি আবার চন্দ্রের ক্ষেত্রের কোন স্থান থেকে উঠতে পারে। এই স্থলে বাল্যকালে কোন পারিবারিক বন্ধন ছিল না যা তাকে ধরে রাখতে পারে। তার উপর বাড়ীর কোন প্রভাব নেই। সাধারণভাবে এইসব লোকদের অস্থির, ভবঘুরে জীবন এবং সচরাচর আজীবন তারা ভ্রমণ করে বেড়ান। তাঁদের ভাগ্য অপরের চক্রান্ত বা খেয়ালের ওপর নির্ভরশীল। হাতের অন্যান্য রেখাগুলি যদি ভাল হয়, তবে এই ধরনের ভাগ্যরেখা অত্যন্ত সৌভাগ্যজনক বিশেষ করে তাঁরা যদি জনগণের প্রিয় হতে চান ( ৩ চিত্র ২৩ )।

ভাগ্যরেখার অপর প্রান্তে ভাগ্যরেখা কিভাবে শেষ হয়েছে বিষয়টি লক্ষ্য করা অতীব প্রয়োজন।

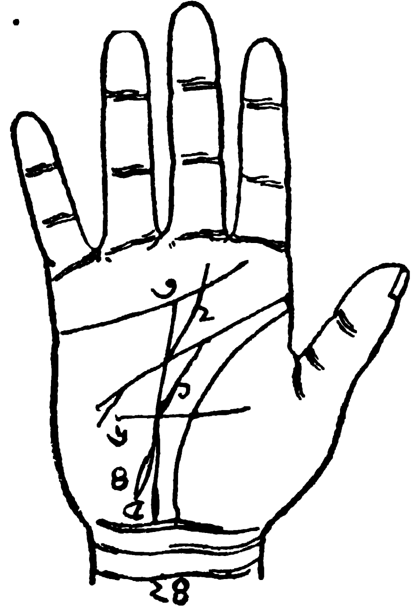
রেখাটি যদি সোজা শনির ক্ষেত্রে চলে যায় ( ৫ চিত্র ২৩ ) তবে এতটা ক্ষমতা সম্পন্ন বা সৌভাগ্যজনক হয় না যতটা বৃহস্পতির ক্ষেত্রের দিকে থাকলে হতো ( ৬ চিত্র ২৩ )। শেষোক্ত ক্ষেত্রে পুরুষ বা মহিলা অপরের ওপর কর্তৃত্ব করবার অধিকার অর্জন করবেন বা তাঁর ভাগ্য এতটা সৌভাগ্যজনক হবে যে তাঁর বৃত্তি বা জীবিকার সর্ব্বোচ্চ স্তরে যতদূর পৌছানো সম্ভব ততদূর তিনি উঠবেন। ভাগ্যরেখা যদি রবির ক্ষেত্রের দিকে যায় বা ঐ দিকে শাখা প্রেরণ করে ( ৭ চিত্র ২৩ ) তবে এক অসাধারণ সাফল্য, সুনাম এবং সম্মান নির্দেশ করে বিশেষ করে জনগণের সঙ্গে যুক্ত আছেন এমন কোন বিষয়ে।

এই বিষয়ে প্রকৃষ্ট উদাহরণ দেখা যায় ডব্লু্য. ই. গ্ল্যাডস্টোনের ডান হাতে। এক্ষেত্রে ভাগ্যরেখাটি দুভাগে বিভক্ত হয়েছে। একটি শাখা গেছে বৃহস্পতির দিকে অপরটি গেছে রবির ক্ষেত্রের দিকে।

তাঁর হাতে দেখা যায় যে ভাগ্যরেখাটি আয়ুরেখার থেকে অনেক দূরে অবস্থান করছে। এর থেকে বোঝা যায়, যে ভাগ্য শুরু করবার সময় তিনি কতদূর নিষ্কণ্টক ও মুক্ত ছিলেন নিজের ভাগ্য গড়ে নেবার ব্যাপারে। এর থেকে বোঝা যায় যদিও তিনি অত্যন্ত স্পর্শকাতর ছিলেন—দেখুন আয়ুরেখা এবং শিরোরেখা কিভাবে যুক্ত হয়েছে —তিনি জনগণের সঙ্গে সম্পর্ক আছে এমনি একটি বৃত্তি বেছে নিয়েছিলেন—তিনি ভূমিকা নিয়েছিলেন রাজনৈতিকের। তিনি ইংলণ্ডের সর্ব্বোচ্চ পদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন এবং সবশুদ্ধ চারবার প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন।

আমি যখন এই বিশিষ্ট হাতের ( একবারই মাত্র নেওয়া হয়েছিল ) ছাপ নিই, আমি তখন গ্ল্যাডস্টোনের নিমন্ত্রণে তাঁর বাড়ী ইংলণ্ডের চেস্টারে হাউয়াডেন প্রাসাদে গিয়েছিলাম। আমি যে আমার সঙ্গে সব বিশিষ্ট ব্যক্তিদের হাতের ছাপ নিয়ে

গিয়েছিলাম তিনি তার প্রতি যথেষ্ট আগ্রহ দেখালেন। আমরা প্রায় দুঘণ্টা একসঙ্গে কাটিয়েছিলাম। এটাই তাঁর সঙ্গে শেষ সাক্ষাৎকার। শেষ সাক্ষাৎকারের কারণ পরের বছরেই তিনি চিরনিদ্রায় মগ্ন হয়েছিলেন।




শ্রীযুক্ত গ্লাডস্টোনের হাতে হস্তরেখা শিক্ষার্থীদের পক্ষে একটি শিক্ষার খনি বিশেষ। এটি শুধুমাত্র সমগ্র করতল জুড়ে শিরোরেখাটি বৃহস্পতির ক্ষেত্রের দিকে গেছে তাও নয়, তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে দ্বৈত আয়ুরেখা, বেষ্টন করে আছে।

শ্রীযুক্ত গ্ল্যাডস্টোন ৮৬ বছর বয়স অবধি বেঁচেছিলেন। তিনি এত সবল এবং তাঁর জীবনীশক্তি এত বেশি ছিল যে মৃত্যুর মাত্র কয়েক মাস পূর্বে তাঁর নিজ উদ্যানে তিনি একটি ওক্ গাছকে কুপিয়ে কেটেছিলেন।

ভাগ্যরেখার কোন স্থান থেকে যদি কোন শাখা বৃহস্পতির ক্ষেত্রের দিকে যায় বা নিজেই অগ্রসর হয়, তবে এ থেকে নির্দেশ পাওয়া যায় যে জাতক বা জাতিকা জীবনের ঐ সময়ে উচ্চাকাঙ্ক্ষা সফল করবার জন্য অত্যন্ত চেষ্টা করেছিলেন ( ১ চিত্র ২৪ )। যদি শাখাটি রবির ক্ষেত্রের দিকে যায় তবে ঐশ্বর্য, নিশ্চিন্ত সফলতা, সুনাম বা নামের প্রচার আশা করা যায় ( ২ চিত্র ২৪ )।

ভাগ্যরেখাটি যদি একেবারে শনির আঙ্গুল অবধি চলে যায় এটা সৌভাগ্যজনক নয়, কারণ এতে সব কিছুতেই বাড়াবাড়ি নির্দেশ করে। যদি কোন জননেতার হাতে এই চিহ্ন থাকে তবে এমন একদিন আসবে যেদিন সবকিছুই তাঁর নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাবে এবং তাঁর বিরুদ্ধে ঘুরে দাঁড়াবে।

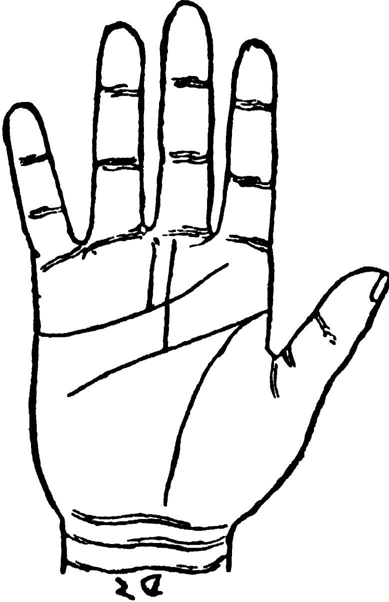
ভাগ্যরেখাটি যদি হঠাৎ হৃদয়রেখার কাছে এসে থেমে যায় তবে কোন স্নেহপ্রীতির ব্যাপারে তার ভাগ্যে ধ্বংস নেমে আসবে। আয়ুরেখাতে যদি এসে আবদ্ধ হয় তবে কোন মানসিক কর্মের ফল ভাগ্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে বা সে ব্যক্তি নিজের বুদ্ধির দোষেই নিজের ভাগ্যে সর্বনাশ ডেকে আনবে।

ভাগ্যরেখাতে যদি হৃদয়রেখার দ্বীপচিহ্ন থাকে বা ভাগ্যরেখা শুরু হবার শুরুতে যদি দ্বীপচিহ্ন থাকে তবে অল্প বয়সেই দুর্ভাগ্য বা দুঃখ নির্দেশ করে ( ৪+৫ চিত্র ২৪ )।

টুকরো টুকরো ছোটরেখা যদি দেখা যায় ভাগ্যরেখার উপর দিয়ে যায়, তবে সে

জাতকের ভাগ্যোন্নতিতে অনেক লোকের ক্ষেত্রে বাধা নির্দেশ করে। (কি করে দিন ক্ষণ দেখতে হয় তা চতুর্থ পরিচ্ছেদে বলা হয়েছে—(৬ চিত্র ২৪)।

শুক্রের ক্ষেত্র থেকে বিরুদ্ধ রেখাগুলি সাধারণতঃ ছেলেদের হস্তে সচরাচর কোনও নারীর থেকে বিরুদ্ধাচরণ নির্দেশ করে। কিন্তু তারা যদি আয়ুরেখার নিচে মঙ্গলের ক্ষেত্রে আসে, তবে পুরুষের হস্তে পুরুষ থেকে বিরুদ্ধাচরণ নির্দেশ করে। যদি মহিলার হাতে পাওয়া যায়, ঐ বিশেষ সময়ে রেখাটি ভাগ্যরেখাকে যখন ছেদ করেছে, কোনোরকম ক্ষতিগ্রস্ত করতে চেষ্টা করবে।


২৫

ভাগ্যরেখাটি যদি করতলের মধ্যস্থলের আগে না ওঠে, যাকে মঙ্গলের ক্ষেত্র বলে, তাহলে জীবনের প্রথম ভাগের কঠোর এবং কষ্টকর জীবন নির্দেশ করে। তারপর থেকে রেখাটি যদি স্পষ্ট এবং সোজা হয়, তবে সব রকম বাধা সেই জাতকের সবল সক্রিয়তা এবং দৃঢ় প্রতিজ্ঞার কাছে পরাভূত হয়।

ভাগ্যরেখাটি যদি শিরোরেখার থেকে ওঠে এবং তারপরে যদি সুচিহ্নিত হয়, তবে ঐ জাতকের মানসিক প্রচেষ্টার বা চেষ্টার দ্বারা মধ্য বয়স থেকে সাফল্য আসবে।

রেখাটি যদি হৃদয়রেখা থেকে ওঠে তবে সাফল্য জীবনের শেষভাগে আসবে, তার মধ্যে স্নেহ প্রীতির কোন ব্যাপার জড়িত থাকবে (চিত্র ২৫)।

ভাগ্যরেখাটি ওঠবার সময় যদি একটি শাখা শুক্রের দিকে প্রেরণ করে এবং একটি শাখা চন্দ্রের দিকে প্রেরণ করে তবে সেই জাতকের ভাগ্য একদিকে প্রণয়শক্তি এবং কল্পনা এবং অপরদিকে প্রবৃত্তি এবং ইন্দ্রিয়ানুভূতি মধ্যে দোদুল্যমান থাকবে (১ চিত্র ২৬)।

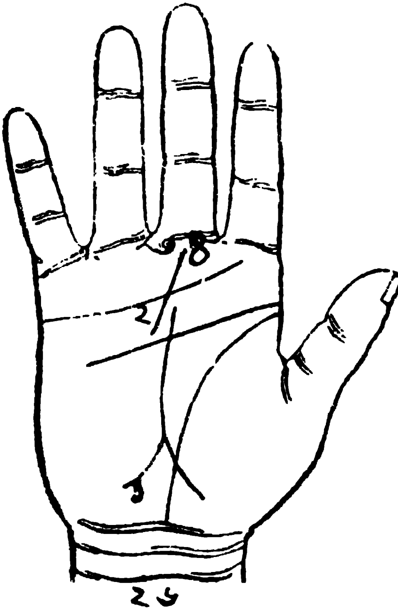
ভাগ্যরেখা যদি ভগ্ন হয় তবে তা একটি দুর্ভাগ্যের নিশ্চিত চিহ্ন কিন্তু একটি শেষ হবার আগে যদি আরেকটি রেখা শুরু হয়, তবে সম্পূর্ণভাবে বৃত্তির পরিবর্তন নির্দেশ করে। তারপর থেকে দ্বিতীয় রেখাটি যদি সবল এবং পরিষ্কার হয় তবে জাতকের ভালোর জন্যই ঐ পরিবর্তনটি হয়। সচরাচর জাতক বা জাতিকার ইচ্ছানুসারেই সেই পরিবর্তনটি ঘটে থাকে (২ চিত্র ২৬)।

ভাগ্যরেখা শেষ হবার সময়ে শনির ক্ষেত্রের সুস্পষ্ট ক্রস চিহ্ন (৩ চিত্র ২৬) অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক চিহ্ন। এইরকম রেখায় ভাগ্য শেষ হয় অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনকভাবে।

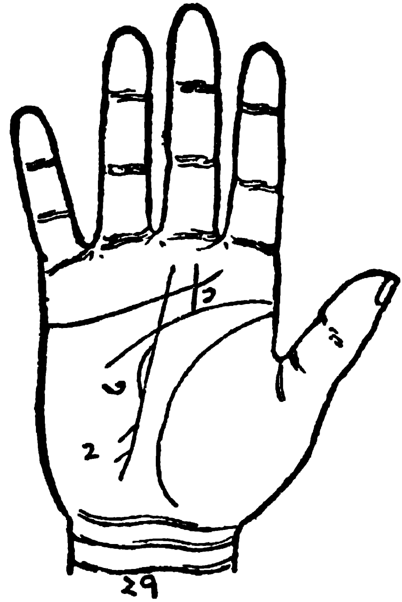
এইরকম যদি একটি চিহ্ন থাকে এবং শিরোরেখা যদি হত্যাকারীর প্রবণতা নির্দেশ

করে, যা আমি শিরোরেখা পরিচ্ছেদে বলেছি, তবে শনির ক্ষেত্রে ক্রস চিহ্ন হিংসাত্মক-ভাবে মৃত্যু নির্দেশ করে। যেমন, জল্লাদের হাতে মৃত্যু।

দ্বৈত ভাগ্যরেখা একটি অতি উৎকৃষ্ট চিহ্ন। বিশেষ করে যদি একটি শাখা বৃহস্পতির দিকে যায় এবং অপরটি রবির ক্ষেত্রের দিকে যায় (১ চিত্র ২৭)। সাধারণভাবে এর থেকে নির্দেশ পাওয়া যায় যে, জাতক একই সঙ্গে দুটি বৃত্তিতে নিযুক্ত থাকবেন। কিন্তু কোন মহিলার হস্তে সচরাচর ইহা দ্বৈত জীবন নির্দেশ করে, বিশেষ করে একটি ভাগ্যরেখা যদি শুক্রের ক্ষেত্র থেকে আসে। পুরুষের হস্তে এরকম রেখা প্রায় দেখাই যায় না কিন্তু যদি পাওয়া যায় এর অর্থ ঐ একই হয়।



২৬



২৭

লম্বা বা ছোট ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রেখাসকল যদি ভাগ্যরেখার পাশাপাশি যায়, তবে জাতকের জীবনে বিপরীত লিঙ্গে কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণের প্রভাব নির্দেশ করে (২ চিত্র ২৭)

যদি প্রভাবকারী রেখা আসার পর ভাগ্যরেখা আরও সবল হয় তবে যে ব্যক্তি প্রভাব বিস্তার করছে সে জাতকের কাছে সৌভাগ্যজনক। বিপরীত দিকে, ভাগ্য-রেখার যদি দ্বীপচিহ্ন থাকে বা প্রভাবকারী রেখা যুক্ত হবার পর ভাগ্যরেখাটি দুর্বল হয়ে পড়ে, তবে প্রভাবকারী ব্যক্তি জীবনে ক্ষতি এবং দুঃখ নিয়ে আসবেন (৩ চিত্র ২৭)।

যদি প্রভাবকারী রেখার মধ্যেই দ্বীপচিহ্ন থাকে তবে যে ব্যক্তিটি জাতকের জীবনে এসেছেন সেই ব্যক্তির পুরুষ বা মহিলার নিজের জীবনেই দুর্ভাগ্য বা কলঙ্ক নেমে আসবে।

ভাগ্যরেখা যখন বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত হয় বা করতলের কেন্দ্রস্থলে যদি অনেকগুলি রেখা থাকে, তবে সেই জাতক একই সঙ্গে বিভিন্ন বৃত্তিতে নিযুক্ত থাকবেন। এই সমান্তরাল বৃত্তিসকল একটি হয়তো অপরটির চেয়ে বেশী সৌভাগ্যজনক হবে, যা বোঝা যেতে পারে যদি বিভিন্ন রেখাকে আলাদাভাবে লক্ষ্য করা যায়।

যে ব্যক্তিব হাতে ভাগ্যরেখার চিহ্ন মাত্র নেই, তবুও তিনি সফল হতে পারেন, যদি তার শিরোরেখাটি সুচিহ্নিত হয়। তাঁদের জীবন বা বৃত্তি অবশ্য একঘেয়ে ঘটনা-বিহীন হবে।

## দশম অধ্যায়

# রবিরেখা

রবিরেখাকে সাফল্যরেখাও বলে ( হাতের মানচিত্র ২৮ এবং ২৯ চিত্র দেখুন ) এবং এ রেখাটিকে ভাগ্যরেখার মত কেন পাওয়া যাচ্ছে তা আগে দেখতে হবে।

এ রেখাটি দার্শনিক, শিল্পী বা আধ্যাত্মিক হাতে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে চিহ্নিত থাকে। কিন্তু এর অর্থ ততটা সুদূর-প্রসারী হয় না। চৌকো বা কর্মী হাতে সামান্যমাত্র থাকলে যা ফল হয়। আমি এই বিষয়টির উপর জোর দিতে চাই। এ অত্যন্ত দরকারী রেখা, গুণাগুণ অন্যসব রেখার চেয়ে বেশী।

গ্রীক ভাষায় কিরোম্যানসি সম্বন্ধে পুস্তকে রবিরেখাকে এ লাইন অফ অ্যাপোলো বলা হয় কারণ অ্যাপোলোকে সূর্য দেবতা হেলিয়স বলে মনে করা হয়।

আমার সব পুস্তকে আমি সহজভাবে একে রবিরেখা বা সাফল্য রেখা বলি। এই রেখাটি যদি সুচিহ্নিত হয় তবে এ যেন জীবন দেবতার সব গুণাবলী গ্রহণ করে। এ যেন পৃথিবীর কাজে সূর্যের মতো জাতকের লক্ষ্য এবং বাসনাকে ফলপ্রসু করে।

একটি ভাল ভাগ্যরেখার উৎকর্ষতা এই রেখা আরও বৃদ্ধি করে এবং তাকে সম্মান, উজ্জ্বলতা এবং কয়েকটি ক্ষেত্রে তার বৃত্তিতে সুনাম, মহতী সম্মান প্রদান করে। রবি যেমন উর্বরতা আনয়ন করে এর ফলে ধরিত্রী সুফলা হয তেমন এই রবিরেখা যে জাতকের হাতে থাকে তার জাগতিক সম্মান বৃদ্ধি করে।

এখন জীবনে সব কিছুরই মতন একেও আপেক্ষিকভাবে বিচার করতে হবে কারণ মহিলা বা পুরুষটির কি অবস্থা তা আগে বিচার করতে হবে।

এর অর্থ হচ্ছে যেমন এ রেখাটি যদি বিশেষ করে বয়সে দোকানদারের হাতে দেখা যায়, তবে এর অর্থ এই নয়, সে হঠাৎ অদ্ভুত বলশালী এক সম্রাটে পরিণত হবে যার একটি কথার উপর তার প্রজাদের জীবন-মৃত্যু নির্ভর করছে, কিন্তু সে ঐ বয়সে ব্যবসাতে সাফল্য অর্জন করবে যাতে সে সহযোগীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বা রাজা বলে পরিগণিত হবে। এইরকম সর্বপ্রকার বৃদ্ধি বা কর্ম সব কিছুরই ওপরে এটা প্রযোজ্য।

একজন দরিদ্র অজ্ঞান শিল্পী হয়তো ছোট্ট ঘরে অনাহারে রয়েছেন, এই রেখা নির্দেশ দেবে যে তাঁর ছবি জনগণ দ্বারা সম্বর্ধিত হবে। লেখকগণের পক্ষে ঐ সময় থেকে

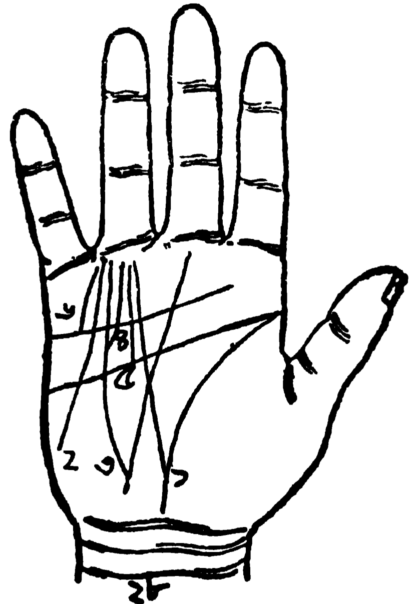
বইগুলি তাঁকে খ্যাতি এনে দেবে। অভিনেতার হাতে ঐ বয়সে তিনি প্রভূত নাম করবেন। একজন পাদ্রীর পক্ষে তখন তিনি কাজের জন্য প্রশংসা পাবেন। ব্যবসাদারের পক্ষে স্রোত তখন তার পক্ষে চলবে। এমনকি একজন রাস্তার মেয়ের পক্ষেও ঐ বয়স থেকে তার ভাগ্যের পরিবর্তন হবে।

উঁচু বা নিচু, রাজা বা প্রজা, সকলের জন্ম যে কুলেই হোক, যে স্থানেই তিনি থাকুন বিদ্যা যাই থাক না কেন, যে বয়সে রবিরেখার আবির্ভাব হয়েছে সেই সময় থেকে অবস্থার পরিবর্তন হবে। তা যে কোন বৃত্তিতেই হোক না কেন।

আমার মনে হয় এই রেখাটি সবচেয়ে মনোহর রেখা এবং অপেশাদারদের পক্ষে বোঝা সবচেয়ে কঠিন।

রবি রেখাকে প্রাত্যহিক জীবনে যত রকমে প্রয়োগ করা যেতে পারে এবং এর বহুমুখী ফল হতে পারে আমি সে সম্বন্ধে একটা পুরো বই লিখে ফেলতে পারি। এই ধরনের বইয়ে আমি মোটামুটি নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখছি এবং আমি আশা করছি আমার ব্যবহারিক জ্ঞানের সাহায্যে শিক্ষার্থীদের জ্ঞানের ভিত বেশ পাকা হবে এবং যাঁরা এ বই পড়বেন তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ বিজ্ঞতার খনি এবং জ্ঞানের নিখাদ সোনা আহরণ করতে পারবেন।

আমি যে কেউ কেউ কথাটি ব্যবহার করলাম তার কারণ হচ্ছে যাঁরা আগ্রহের সঙ্গে বৈজ্ঞানিকের গবেষণায় লিপ্ত থাকতে পারবেন তাঁদের পক্ষে এটি সম্ভব হবে।




রবিরেখা আয়ুরেখা থেকে উঠতে পারে ( ১ চিত্র ২৮ , চন্দ্রের ক্ষেত্রে উঠতে পারে ( ২ চিত্র ২৮ ), করতলের মধ্যস্থল থেকে উঠতে পারে—যাকে মঙ্গলের ক্ষেত্র বলে ( ৩ চিত্র ২৮ ), ভাগ্যরেখা থেকে উঠতে পারে ( ৪ চিত্র ২৮ ), শিরোরেখা থেকে উঠতে পারে ( ৫ চিত্র ২৮ ) বা হৃদয়রেখার যে কোন অংশ থেকে উঠতে পারে ( ৬ চিত্র ২৮)।

আয়ুরেখা থেকে যদি এ রেখাটি উঠে এবং হাতটি যদি শিল্পী হাত হয়, তবে জাতক আজীবন সুন্দরের পূজারী হবেন এবং শিরোরেখাটি যদি ঢালু হয়ে থাকে এবং সুচিহ্নিত হয় তবে শিল্প সংক্রান্ত বিষয়ে সাফল্য নির্দেশ করে।

এই রেখাটি যদি চন্দ্রের ক্ষেত্র থেকে ওঠে তবে সাফল্য এবং সম্মান প্রবণতা অপরের ওপর নির্ভরশীল হয়, বিশেষত রেখাটি যদি ঐ স্থান থেকে ওঠে। এই রেখাটি সচরাচর

জনগণের যাঁরা প্রিয় তাঁদের হাতে দেখা যায়, যাঁদের কোটি কোটি লোক ভালবাসে।

রেখাটি যদি করতলের মধ্যস্থলের ভূমি থেকে ওঠে ( ৩ চিত্র ২৮ ), তবে দুঃখের পর আনন্দ, দারিদ্রের সঙ্গে যুদ্ধ করে সাফল্য নির্দেশ করে।

রেখাটি যদি মূল ভাগ্যরেখা থেকে বেরিয়ে আসে ( ২ চিত্র ২৭ ), তবে যেখান থেকে এটি বেরোক না কেন ভাগ্যরেখার উৎকর্ষতা আরও বৃদ্ধি করে। ঐ সময় বৃত্তি সংক্রান্ত সব কিছুই ভালোর দিকে মোড় নেয়।

যদি রবিরেখা শিরোরেখা থেকে ওঠে ( ৫ চিত্র ২৭ ) তবে জাতকের সাফল্য অন্যের ওপর কোনমতেই নির্ভরশীল নয়। জাতকের প্রতিভা এবং মস্তিষ্কের ক্ষমতার জন্যই তার যা কিছু সাফল্য বা সুনাম আসবে, কিন্তু ঐ স্থানে থাকলে মধ্য বয়সের পূর্বে সাফল্য বা সুনাম আসে না।

রেখাটি যদি হৃদয়রেখাটি থেকে ওঠে ( ৬ চিত্র ২৭ ) তবে রেখাটি শুধুমাত্র শিল্পকলা সংক্রান্ত বিষয়ের প্রতি আকর্ষণ এবং প্রতিভা নির্দেশ করে। কিন্তু এর আরেকটি অর্থ হচ্ছে, ঐ বয়স থেকে জাতকের জীবনে আরও সুখ বা অর্থ আসবে। অবশ্য ভাগ্যরেখাটি যদি বৃহস্পতির ক্ষেত্রের দিকে যায়, তবে দেরীতে রবিরেখা ওঠবার অর্থ এইভাবে করা যেতে পারে। কোন জাগতিক ব্যাপারে অভাবনীয় সাফল্য বা অপরের কর্তৃত্ব করবার অধিকার আসবে যা ঐ সময় থেকে আজীবন থাকবে।

রবির ক্ষেত্রের অনেকগুলি রেখা নিশ্চিতভাবে শিল্পী সুলভ প্রকৃতির নির্দেশ দেয় এবং শেষ জীবনে কিছুটা সাফল্যের ইঙ্গিতও দেয়, কিন্তু বিভিন্ন ধরনের চিন্তাধারা এবং একই সঙ্গে বহু বিষয়ে নিযুক্ত থাকায় পরিপূর্ণ সাফল্য অর্জন করা সম্ভব হয় না। অনেকগুলি রেখা থাকার চেয়ে একটি বা দুটি রবিরেখা অনেক ভালো।

রবির ক্ষেত্রে কোন তারা-চিহ্ন হাতের সবচেয়ে শুভ ইঙ্গিত। যদি এই রেখা শেষ হবার মুখে রবির ক্ষেত্র থাকে তবে মহতী সুনাম অবশ্যম্ভাবী ( ১ চিত্র ২৯ )।

এটা আমাদের মনে রাখতে হবে যা রেখার থেকেই বোঝা যায় যাঁরা সুনাম বা সুখ্যাতি অর্জন করেন বা কাগজের পাতায় যাদের নাম বেরোয়, একটু হালকা রবিরেখার চেয়ে তাঁদের রবিরেখা অনেক বেশী স্পষ্ট এবং উন্নত।

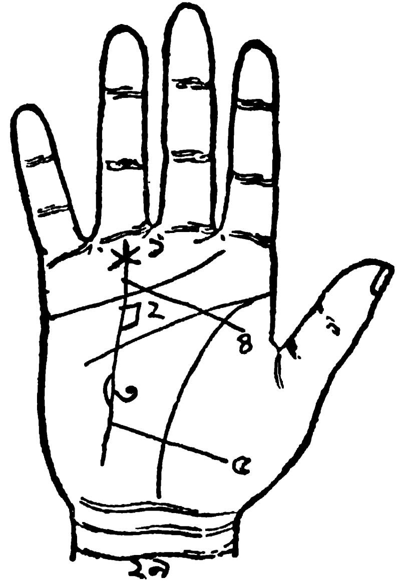
খারাপ হাতে যাঁদের পাশবিক বা অশুভ প্রবণতা রয়েছে, তাঁদের হাতে রবিরেখা থাকলে তাঁদের নামও খুব প্রচারিত হয়। তবে মন্দভাবে বা বিন্দুমাত্র ঈর্ষার সঞ্চার করে না।

রবিরেখার ওপর চতুষ্কোণ চিহ্ন ( ২ চিত্র ২৯ ), যারা জাতকের সুনাম সুখ্যাতির জন্য ঈর্ষান্বিত হয়ে সুনাম ও কুখ্যাতি রটনা করতে আরম্ভ করবেন, এ তাঁর পক্ষে রক্ষাকবচ। রবির উপর দ্বীপচিহ্ন ( ৩ চিত্র ২৯ ), সম্মানের হানি এবং কর্মস্থলে ঝঞ্ঝাট নির্দেশ করে যতদিন দ্বীপচিহ্নটি রয়েছে। যদি রেখাটি দ্বীপচিহ্নের পর সমান সবল দেখায় তবে যে দুর্নাম বা বিভ্রাটই ঘটে থাকুক না কেন জাতক তা সম্পূর্ণভাবে মুক্ত হবেন।

মঙ্গলের ক্ষেত্র থেকে কোন রেখা যদি করতল অতিক্রম করে রবিরেখাকে ছেদ করে, তবে জাতকের নিজ লিঙ্গের কোনো ব্যক্তি জাতকের সুনাম বা কর্মস্থলে ঝঞ্ঝাট ঘটাবার চেষ্টা করছে ( ৪ চিত্র ২৯ ) নির্দেশিত হয়।

শুক্র বা মঙ্গলের ক্ষেত্রে রেখা যদি রবিরেখাকে ছেদ করে তবে পুরুষের হাতে পুরুষদের কাছ থেকে আঘাতের নির্দেশ পাওয়া যায়, বিশেষ করে যদি ঐ সময়ে কোন-রকম দ্বীপচিহ্ন থাকে ( ৫ চিত্র ২৯ )।

কোন মহিলার হাতে শুক্র বা মঙ্গলের ক্ষেত্র থেকে উত্থিত রেখাসকলের অর্থ হচ্ছে যে তার নিজ লিঙ্গের কোন ব্যক্তি তার সম্মান বা সুখ্যাতির ক্ষতি করতে চেষ্টা করবে। ঐ বয়সেই যদি কোন দ্বীপচিহ্ন থাকে তবে নিশ্চয়ই কোন সুখ্যাতি বা দুর্নাম অবশ্যম্ভাবী যে বয়সে দ্বীপচিহ্নটি সুরু হয়েছে ( ৫ চিত্র ২৯ )।




যদি হাতে খুব জোরালো ভাগ্যরেখা থাকে কিন্তু রবিরেখার চিহ্নমাত্র না থাকে, ভাগ্যরেখার বৃত্তি যাই হোক না কেন, ক্ষমতা এর সাফল্য নির্দেশ করে কিন্তু তাঁদের জীবনে উজ্জ্বলতা বা আনন্দ থাকে না। পুরুষ বা মহিলাটি অত্যন্ত আত্ম-কেন্দ্রিক হবেন। তাঁরা সবরকম প্রচার থেকে নিজেদের বিরত রাখবেন এবং সামাজিক জীবনে মেলামেশা একদম পছন্দ করবেন না।

রবিরেখাটি যদি করতলে ভাগ্য-রেখার চেয়ে জোরালোভাবে থাকে, তবে পূর্বপুরুষদের কীর্তির জন্য জাতক নিজে ছায়াচ্ছন্ন হয়ে পড়েন। এগুলি সচরাচর প্রসিদ্ধ পিতার সন্তানের হাতে পাওয়া যায়। এর জ্বলন্ত উদাহরণ রাজকুমার লুই নেপোলিয়ন। তাঁর রবিরেখাটি ভাগ্যরেখার চেয়ে অনেক বেশী জোরালো ছিল।

তিনি যখন রুশ সৈন্যদলে সর্বাধিনায়ক ছিলেন তখন তাঁকে ইচ্ছে করেই পশ্চাৎ-পটে রাখা হয়েছিল যে প্রসিদ্ধ নামের তিনি উত্তরাধিকারী তার ফলে ফ্রান্সের সঙ্গে কোন গণ্ডগোল না হয় এই ভয়ে।

তিনি যখন তাঁর সই করা হাতের ছাপ প্যারিসে ১৯০২ সালে আমায় দিয়েছিলেন, আমি তখনই তাঁকে রবিরেখার এই ফলের কথা উল্লেখ করেছিলাম। তিনি যেভাবে আমার কথার জবাব দিয়েছিলেন, তা আমি জীবনে ভুলবো না।

কিরো, তুমি ঠিক কথাই বলেছো। প্রসিদ্ধ পূর্ব-পুরুষদের নাম বহন করা মানুষের বোধহয় সবচেয়ে বড় শাস্তি।

রবিরেখার ভাগ্যরেখার সঙ্গে সমান বলিয়ান হয়ে থাকা উচিত, এ রেখাটি যদি অস্বাভাবিক সরলভাবে চিহ্নিত থাকে, তবে জাতকের জীবনে সুনাম এবং প্রতিভা দীপ্ত জীবনের ইঙ্গিত পাওয়া গেলেও কিন্তু তার ভিত বড় দুর্বল হয়।

## একাদশ অধ্যায়

# বিবাহরেখা বা রেখাগুলি

অতি আকর্ষণীয় এবং বৈচিত্র্যপূর্ণ বিবাহের কথা হাতে নানারকমভাবে লিপিত থাকে, সচরাচর জাতকের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের ওপর নির্ভরশীল।

বিবাহের প্রশ্নে হস্তের রেখাগুলি যা উদ্ঘাটিত করে।

শিক্ষার্থীদের অবশ্যই মনে রাখা উচিত যে তিনি সেখানে বিচারক নন, যার প্রণয় জীবন গোপনীয়তা থেকে করতলে মুক্ত হচ্ছে সেখানে তিনি বন্ধু এবং পরামর্শদাতা। তাঁকে সব সময় খোলা মন নিয়ে জিনিসগুলি বিচার করতে হবে কারণ তিনি হৃদয় এবং মনের গোপনীয় দ্বারে প্রবেশ করবার অধিকার পাচ্ছেন। ভালবাসা এবং ভালবাসা পাওয়ার বাসনা মানসিক এবং স্বাভাবিক ধর্ম। সাধারণ মানুষ কষ্ট পায়, সেটা দূর করবার জন্য একটি সাধারণ পথ-নির্দেশ দেওয়া ভগবানের উদ্দেশ্য নয়।

কোনও দুজনের জীবনের কাহিনী একরকম হতে পারে না। এটা সত্যিও সে সব পথেই অভিজ্ঞতার সাহায্যে পৌঁছাতে হয়, তবুও এর অসীম বৈচিত্র্য, জীবনের ছকে এর বিভিন্ন বর্ণ সুষমা। প্রণয় এর বিভিন্ন রূপ—এ বিষয়ে শিক্ষার্থীদের যে জ্ঞান লাভ হয়, তা যে কোন নাটক নভেল-এর চেয়ে অনেক বেশী কৌতূহলজনক। শিক্ষার্থীর বিচারক-এর আসন নেওয়া কখনই উচিত নয় এবং হাত দেখতে দেখতে কোনরকম মন্তব্য করা উচিত নয়। তবে দরকার হলে সতর্ক করে দিতে হবে, সহানুভূতি জানাতে হবে এবং তিনি যদি সত্যিই উপযুক্ত হন তবে উপদেশ দিতে পারেন।

শিক্ষার্থীরা যদি প্রণয়ের এবং বিবাহের কথা হাত থেকে যা নির্দেশ পাওয়া যায়, তাই বলতে আরম্ভ করেন, নিজেদের মনকে মুক্ত করতে না পেরে এবং বোঝাবার জন্যে হৃদয়ের যা উদারতার প্রয়োজন তা সঞ্চয় না করে তবে তা হতে বাধ্য।

মানুষরা পান করে, বাস করে, নিজের নিয়ম অনুযায়ী, তারা যে পরিবেশে মানুষ হয়েছে এবং বাল্যকালে যে শিক্ষা পেয়েছে সেই অনুযায়ী। কিন্তু সমগ্র মানুষ জাতি চেষ্টা করছে আরও সুন্দর সামাজিক প্রবর্তনের জন্য, প্রেমের আদর্শ আরও বর্ধিত করবার জন্য প্রত্যেক ব্যক্তি চেষ্টা করে এবং স্বয়ংসম্পূর্ণতা লাভের জন্য তারা যে দৃষ্টিকোণ থেকে জিনিসটি দেখে।

কারো কারো আদর্শ কারো কারোর আদর্শের চেয়ে নীচু হতে পারে, সুনির্দিষ্ট-ভাবে যা নির্দিষ্ট হয়। মানুষের সুখের জন্য তাকে হয়তো নিয়োজিত করা যায় না।

কিন্তু যাঁর হাতে অভিব্যক্তি দেখা যায় তার জন্য তাঁরা নিজেরা দোষী এবং ক্রমশই শিক্ষার্থীদের কাছে ঐ বিষয়টি স্পষ্ট হতে আরম্ভ করে যে দুনিয়ার কতরকম হৃদয়েরই সন্ধান পাওয়া যায়।

কেউ কেউ জন্ম থেকেই পরিপক্ক মন এবং অন্তর্নিহিত জ্ঞান নিয়ে জন্মগ্রহণ করেন এবং সুন্দরভাবে বাঁচাটা যে একটা শিল্প সেই শিল্পে তাকে নিয়োজিত করেন, অপরদিকে কেউ কেউ আবার জীবনের শেষদিকেও চির শিশু থেকে যান। ব্যক্তি বিষয়ে বিবাহ সম্বন্ধে মনোভঙ্গী এবং প্রেম সম্বন্ধে দৃষ্টিভঙ্গি পূর্বোক্ত জিনিসটিকে এত সরলভাবে প্রকাশ করে না, কারণ জীবনের আর কোন অভিজ্ঞতাই এর সমতুল্য হতে পারে না। এ জিনিস সূর্যের আলোর মতই এক সোনার কাঠি, যাতে মানুষের আত্মা বেঁচে থাকে। আমরা একে অবহেলা করি, শ্রদ্ধা করি, একে খুঁজি, এর থেকে পালাই, এর জন্যই কাজ করি, এর জন্যই বাঁচি, এর জন্যই মৃত্যুবরণ করি, একে পথে নামাই, মাথায় তুলি, ধ্বংস করি, এর পাশে গিয়ে দাঁড়াই।

কিন্তু আমাদের আদর্শ যাই হোক না কেন, আমাদের সুনীতি দুর্নীতি বাধাই যাই হোক না কেন আমরা যে ধর্মেই বিশ্বাসী হই না কেন, আমরা আমাদের প্রয়োজন বুঝতে পারি। একে খুঁজি এবং একে পেলে ব্যক্তিগত রুচির বন্ধন অনুযায়ী এর রূপ দিই। এই কারণে শিক্ষার্থীদের অবহিত হতে যে কোন জাতক হয়তো বলবেন যে চার্চে গিয়ে অনুষ্ঠান না হলে সে বিবাহ নয়। অপর একজন হয়তো রেজিস্ট্রি অফিসে গিয়ে পরে শান্ত হন, তৃতীয় জন হয়তো ঘড় ছেড়ে পালিয়ে গন্ধর্ব মতে বিয়েতেই সন্তুষ্ট হন, আবার একজন হয়তো ভাবেন প্রেমেই যথেষ্ট. চার্চ বা রেজিস্ট্রি অফিসে যাবার কি দরকার এবং অবৈধ সংস্পর্শে ঐশ্বরিক অনুভূতি পান। আবার অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে বিবাহ করবার বাসনা জাতকের অতি অল্প থাকে।

কেউ যদি এ বিষয়টি নিয়ে বিশ্লেষণ করতে চেষ্টা করেন যে চিন্তার আদি যুগ থেকেই এটা হয়, এটা সুখের জন্যই আসছে, তবে প্রথমেই মনে রাখা উচিত যে নীতিবাদ সব সময় এক থাকে না এবং তা স্থান কাল পাত্র হিসাবে প্রযোজ্য। এক দেশে যা নীতিসম্মত অন্য দেশে তা নীতিসম্মত নয় এবং তথাকথিত অনেক বিবাহেরই প্রেমের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ নেই।

প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তিই স্বীকার করেন যে বিবাহে কোনরকম একটা আইন থাকা উচিত যা শিশুদের রক্ষা করবে এবং সামাজিক ব্যবস্থার উন্নতি সাধন করবে, যা বেশিরভাগ লোকের সবচেয়ে বেশী ভাল করবার জন্য রয়েছে। কিন্তু এও আবার সত্যি যে অনেক হৃদয় ভেতর ভেতর দগ্ধ হয় বা প্রচলিত আইন অনুযায়ী ভালবাসতে পারে না, তবে তার জন্য সহানুভূতি আসা উচিত, সমালোচনা নয়। সুতরাং সে ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের কোনোরকম বিচার করবার পরিবর্তে পথ নির্দেশ দেওয়া উচিত যা তাঁরা বিচক্ষণতার সঙ্গে হাত দেখে বুঝতে পারবেন।

সচরাচর অত্যন্ত আদর্শবাদী লোকেরাই বিবাহ বন্ধনে সবচেয়ে অসুখী হন। করতলের রেখাসকল নির্দেশ করে যে তাঁদের কপালে তাই ছিল, আবার এও নির্দেশ

করেন যে সে ব্যক্তি যদি অপেক্ষা করতেন, তবে তাঁর মনের মানুষকে নিশ্চয়ই করে পেতেন এবং তিনি আজীবন অত্যন্ত সুখে কালাতিপাত করতে পারতেন।

আমি যদি আগে একটু জানতে পারতাম, আহত মনুষ্য জাতির চিরন্তন-কান্না। সৃষ্টির আদি যুগ থেকে এই জিনিস হয়ে আসছে এবং জগতের জীবনের গতিপথে এ-জিনিস হয়ে আছে এবং জগতের জীবনে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। তথাপি আমাদের হাতে সতর্কতাসূচক চিহ্নগুলি দেওয়া আছে, তার অধ্যয়ন কেউ করেন, তার রহস্য কেউ জানতে চান না। অজ্ঞতা হচ্ছে মহাপাপ, যার থেকে তার অবশ্যম্ভাবী ফল মনোবেদনা এবং দুঃখ, তাই আনয়ন করে। অপরদিকে কবি টেনিসনের ভাষায়, আত্মজ্ঞান, আত্মনিয়ন্ত্রণ, শুধুমাত্র এই দুটিতেই মানুষ রাজকীয় ক্ষমতার অধিকারী হতে পারে।

বিবাহ বা স্ত্রীর সবচেয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশ পাওয়া যায় বুধের ক্ষেত্রে বিবাহ রেখাগুলি থেকে যা আমার ব্যক্তি বিশেষের বিবাহ দৃষ্টিভঙ্গির নির্দেশ দেয়।

বিবাহ রেখাটি সোজা এবং পরিষ্কারভাবে বুধের ক্ষেত্রে থাকা উচিত (১ চিত্র ২৯)। বুধের ক্ষেত্রে কেবলমাত্র দীর্ঘ এবং দরকারী ধরনের রেখাগুলি বিবাহ বা দীর্ঘস্থায়ী সম্প্রীতি নির্দেশ করে—ক্ষুদ্র রেখাগুলি প্রেম নির্দেশ করে কিন্তু তার থেকে বিবাহ হয় না।

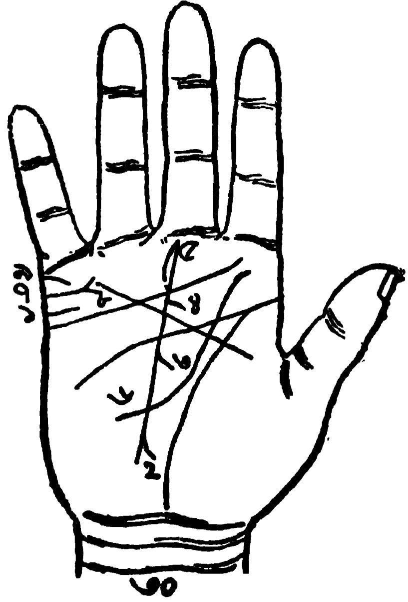
ভাগ্যরেখায় যদি দেখা যায় যে বিবাহের নির্দেশ পাওয়া যাচ্ছে এবং বুধের ক্ষেত্র দুটি বয়সেই যদি এক হচ্ছে দেখা যায় তবে বুধের ক্ষেত্রে বিবাহ রেখা থেকে বিবাহ কবে হয়েছে বা কত বয়সে হবে এ বিষয়ে একটা মোটামুটি পরিষ্কার ধারণা করা যায়। উদাহরণস্বরূপ যদি দেখা যায় যে হৃদয়রেখার খুব কাছাকাছি এই সকল রেখা এবং বিবাহ রেখা রয়েছে, তবে বিবাহ খুব তাড়াতাড়ি হবে, এই পনের থেকে কুড়ি বছরের মধ্যে ( ১ চিত্র ৩০ ) ।

ঐ ক্ষেত্রে মাঝামাঝি পঁচিশ থেকে তিরিশ, আরও উপরে পঁয়তাল্লিশ থেকে পঞ্চাশ এইভাবে। যদি কোন প্রভাবকারী রেখা দেখা যায় যে ভাগ্যরেখার সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে, তবে এর সময় থেকে সময়ের আরও সঠিক নির্দেশ পাওয়া যায় ( ২ চিত্র ৩০ )। এখানে দেখানো হয়েছে প্রভাবকারী রেখাটি খুব অল্প বয়সে ভাগ্যরেখার সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে আঠারো থেকে কুড়ি বছরের মধ্যে।

করতলের মধ্যস্থলে বা যেখানে ভাগ্যরেখাটি শিরোরেখাকে অতিক্রম করছে তাকে ভাগ্যের মধ্যস্থল বলা হয়। কোনও প্রভাবকারী রেখা যদি এই সময়ে এসে ভাগ্য-রেখার সঙ্গে যুক্ত হয়, তখন বয়সটি পঁয়ত্রিশ বছর ধরতে হবে ( ৩ চিত্র ৩০ )। বুধের ক্ষেত্রের মাঝামাঝি একটি রেখা থাকলে এই বিষয় সম্বন্ধে স্থির নিশ্চিত হওয়া যায়। কি করে ঘটনাসমূহের সময় বা দিন বলা যায় তা পরবর্তী পরিচ্ছেদে বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

প্রভাবকারী রেখাটি যুক্ত হবার পর যদি দেখা যায় যে ভাগ্যরেখাটি আরও ভালো হয়েছে বা সবল দেখাচ্ছে, তার বিবাহটি সৌভাগ্যপ্রদ হয়েছে এবং জাগতিক সুখস্বাচ্ছন্দ্যে বৃদ্ধি ঘটেছে।

অপর দিকে প্রভাবকারী রেখাটি যুক্ত হবার পর এবং বুধের ক্ষেত্রে বিবাহ রেখাতে যদি ঐ বয়সটি পাওয়া যায়, ভাগ্যরেখাটি যদি দেখা যায় ভগ্ন, অনিয়মিত বা কুচিহ্নিত হয়েছে, তবে ফল ঠিক উল্টো হয়েছে ধরে নিতে হবে। ঐশ্বর্যশালী বিবাহে এইভাবে ভাগ্যরেখা থেকে বুঝতে পারা যায় বা রবিরেখা যদি ভাগ্যরেখার সঙ্গে প্রভাবকারী রেখা যুক্ত হবার উল্টোদিকে থাকে যা সচরাচর হয়ে থাকে।।




যদি প্রভাবকারী রেখা সুনির্দিষ্টভাবে চন্দ্রের ক্ষেত্রে আসে তবে এই বিবাহ বা সম্প্রীতি পরিবর্তনশীল প্রণয়ের ভিত্তিতেই হবে, যদি প্রভাবকারী রেখাটি ভাগ্যরেখার কাছাকাছি থেকে শুরু হতো, তার চেয়ে।

যদি প্রভাবকারী রেখাটি জাতকের নিজের ভাগ্যরেখার চেয়ে, বেশী সবল হয়, তবে সে জাতক যাঁকে বিয়ে করবেন তাঁর ব্যক্তিত্ব তাঁর চেয়ে অনেক বেশী সবল হবে।

বিবাহের সবচেয়ে সুখ চিহ্ন হচ্ছে যদি প্রভাবকারী রেখাটি ভাগ্যের সহকারী রেখার মত অগ্রসর হয় ( ৪ চিত্র ৩০ )। যদি অবশ্য বুধের ক্ষেত্রে বিবাহ রেখাটি সোজা এবং সুচিহ্নিত হয়।

যদি অবশ্য প্রভাবকারী রেখার মধ্যে দ্বীপচিহ্ন থাকে বা কোন দ্বীপচিহ্নের মধ্যে গিয়ে পড়ে তবে সে ব্যক্তি ভাগ্যকে প্রভাবান্বিত করেছেন, তিনি কোন কঠিন বিপদে পড়বেন। ঐ সময়ে যদি রবিরেখার দ্বীপচিহ্নের আবির্ভাব ঘটে, তবে জনগণের সামনে সব কেলেংকারী ফাঁস হয়ে যায় বা ঐ ধরনের কিছু হয় ( ৫ চিত্র ৩০ )।

যদি প্রভাবকারী রেখাটি ভাগ্যরেখাকে অতিক্রম করে বৃহস্পতির ক্ষেত্রের দিকে যায়, তবে যার হাতে এ চিহ্নটি দেখা যায় তিনি তাঁর সাথীর উচ্চাকাঙ্ক্ষায় নিজেকে আহুতি দেবেন ( ৬ চিত্র ৩০ )।

বুধের ক্ষেত্রে বিবাহ রেখাটি ( ১ চিত্র ২৯ ) অতিক্রম করে অভগ্ন থাকা উচিত এবং এতে কোন ক্রস চিহ্ন থাকা উচিত নয়। যদি এইভাবে রেখাটি থাকে তবে সুখী বিবাহের নির্দেশ পাওয়া যায়।

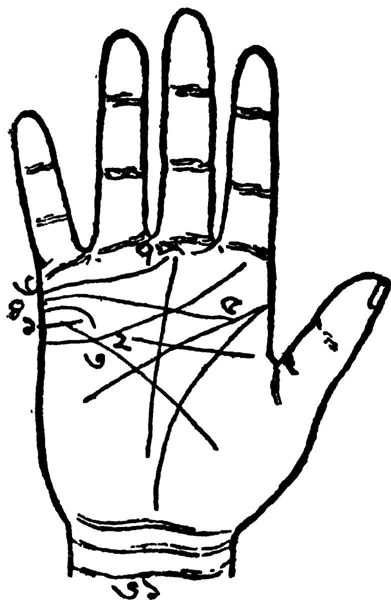
যদি দুটি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম রেখা বিভক্ত হতে দেখা যায়, তবে দুজনে হয়তো একসঙ্গে বাস করবেন। তবে তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা অন্য রকমের হবে ( ৭ চিত্র ২৯ )। এ

রেখাটি নিজের থেকে তত খারাপ নয়। তবে কোন মঙ্গলরেখা মঙ্গলের ক্ষেত্র থেকে এসে ফাঁকের মধ্যে ঢুকলে রেখাটি খারাপ হয়ে যায় ( ৮ চিত্র ২৯ )।

যদি বিবাহ রেখাটি বে'কে থাকে বা নীচু দিকে নেমে যায়, তবে মৃত্যুর দ্বারা সঙ্গীর সঙ্গে বিচ্ছেদ করে ( ৯ চিত্র ৩০ )।

যদি বিবাহ রেখাটি নীচু দিকে শাখাযুক্ত হয়ে বে'কে থাকে, তবে অসুখী বিবাহ জীবন নির্দেশ করে ( ১ চিত্র ৩৫ )। মঙ্গল থেকে কোনো রেখা এসে যদি এইরকম রেখাকে অতিক্রম করে, তবে বিবাহ বিচ্ছেদ দ্বারা এইরকম রেখাকে বিবাহের পরিসমাপ্তি নির্দেশ করে ( ২ চিত্র ৩১ )।

যদি শুক্রের ক্ষেত্র থেকে কোন রেখা এসে বিবাহ রেখার সঙ্গে যুক্ত হয়, তবে জাতক বা জাতিকার নিজ লিঙ্গের ব্যক্তি বিবাহ বাধা প্রদান করবেন ( ৩ চিত্র ৩১ )।




যদি বিবাহ রেখাটি অনেকখানি ঢালু হয়ে করতলের দিকে বে'কে যায়, তবে এটি অসুখী বিবাহের চিহ্ন। তবে সচরাচর সে জাতকের হাতে এটা, তার ঝগড়াটে এবং ঈর্ষাকাতর মনোবৃত্তির জন্যেই এটা হয়ে থাকে ( ৫ চিত্র ৩১ )।

এইসব রেখা যদি দ্বীপ চিহ্নে শেষ হয় তবে বিবাহটি কেলেঙ্কারী বা বিচ্ছেদের দ্বারা শেষ হয় ( ৫ চিত্র ৩১ )। যদি অবশ্য এই রেখাটি মঙ্গলের ক্ষেত্রে ক্রস চিহ্নে শেষ হয়, তবে একটা প্রচণ্ড বিপদের আশংকা থাকে, সে জাতকের ঈর্ষাকাতর প্রবণতা বেড়ে যাবে যে নিজের উপর আত্মনিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে ( সেই পুরুষ বা মহিলার ) তাঁর স্ত্রী বা স্বামীকে আহত বা নিহত করবেন।

এইরকম ধরনেরই নির্দেশ পাওয়া যায় বিবাহ রেখাটি যদি ক্রস চিহ্ন শনির ক্ষেত্রে শেষ হয় ( ৬ চিত্র ৩১ )। এক্ষেত্রে কারণ হয়তো ঈর্ষা নয় কিন্তু নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য সঙ্গী বা সঙ্গিনীকে সরাবার চেষ্টা নির্দেশ করে। এইরকম বিবাহ রেখাতে যদি ভাগ্যরেখাটি আবার দেখা যায় শনির ক্ষেত্রে ক্রস চিহ্নে শেষ হয়েছে, তবে সে জাতক বা জাতিকার জীবন ফাঁসির মঞ্চে শেষ হয়। ( ৭ চিত্র ৩১ )।

এই হতভাগ্যজনক চিহ্নটি খুব পরিষ্কার হেনরী ওয়েন-রাইট-এর হাতে ছিল, যাঁর ১৮৭৫ সালের ২১শে ডিসেম্বর তাঁর প্রনয়িণীকে হত্যা করবার জন্য ফাঁসি হয়েছিল।

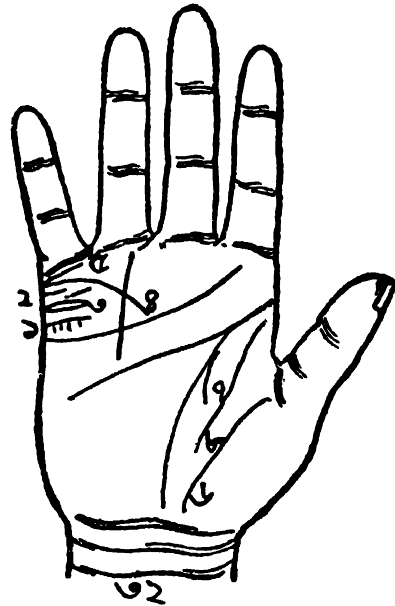
এই অমঙ্গলজনক চিহ্নটির ফল আরও বর্ধিত হয় যদি দেখা যায় হৃদয়রেখা শুরু

হবার মুখে শিরোরেখার দিকে ঢালু হয়ে নেমে গেছে, যা আমি হৃদয়রেখা পরিচ্ছেদে ভালভাবে বুঝিয়েছি।

যখন বিবাহ রেখাটি বেশ পরিষ্কার এবং স্পষ্ট থাকে, কিন্তু তা থেকে অনেক সরু সরু রেখা নিচের দিকে ঢালু হয়ে থাকে, তবে যার হাতে এ রেখা থাকে তার সঙ্গী বা সঙ্গিনী দীর্ঘকাল স্থায়ী অসুস্থতা নির্দেশ করে ( ১ চিত্র ৩২ )।

বিবাহ রেখার যদি দ্বীপ চিহ্ন থাকে তবে অসুখী বিবাহিত জীবন নির্দেশ করে এবং যতদিন ঐ দ্বীপচিহ্নটি আছে, ততদিন কোন এক ধরনের বিচ্ছেদ নির্দেশ করে ( ৩ চিত্র ৩২ )।

এই রেখাটি যদি ছোট ছোট অনেক দ্বীপচিহ্ন থাকে তবে তাকে বিবাহ থেকে নিবৃত্ত হইতে উপদেশ দেওয়া উচিত কারণ এতে জাতক বা জাতিকার অত্যন্ত অসুখী বিবাহিত জীবন নির্দেশ করে।




যদি বিবাহ রেখাটি দুটি ভাগে ভগ্ন হয় এবং ওপরের ভাগটি সোজা এবং পরিষ্কারভাবে থাকে, তবে বিবাহের পরিসমাপ্তি নির্দেশ করে, তবে সম্ভবতঃ জাতক সেই সঙ্গীকে পুনরায় বিবাহ করবেন (২ চিত্র ৩২)।

বিবাহ রেখাটি যদি রবিরেখার ওপর দিয়ে যায় বা রবির ক্ষেত্রের দিকে শাখা প্রেরণ করে তবে যাঁর হাতে এই চিহ্ন দেখা যায় তিনি খুব প্রসিদ্ধ বা উচ্চ বংশসম্ভূত কাউকে বিয়ে করবেন।

অপরদিকে বিবাহ রেখাটি যদি নীচু দিকে বেঁকে গিয়ে রবিরেখাকে ছেদ করে ( ৪ চিত্র ৩২ )। তবে যাঁর হাতে এই চিত্র দেখা যায় তিনি বিবাহের দ্বারা সম্মান হারাবেন।

যদি কোন ছোট সরলরেখা বিবাহের উপর এসে পড়ে বা বিবাহ রেখাকে ছেদ করে তবে বিবাহে বাধা দেবার জন্য প্রচুর বিঘ্ন সৃষ্টি হয় ( ৫ চিত্র ৩২ )।

যদি কোন একটি সূক্ষ্মরেখা সমান্তরাল দেখা যায়, তবে বিবাহে কোন প্রেম নির্দেশ করে। এইটি আরও বেশি পরিষ্কার হবে যদি এটি সত্যিকারের কোনো গভীর গোপন ব্যাপার হয়, তবে আরেকটি দ্বিতীয় প্রভাবকারী রেখা ভাগ্যরেখার কাছে আসবে যার থেকে আবার দ্বিতীয় বিবাহ হবে কি হবে না তা বোঝা যাবে।

সাধারণতঃ সকলের হাতে বুধের ক্ষেত্রেই বিবাহ রেখা থাকে, কিন্তু এর থেকে ধরে নেওয়া ঠিক হবে না যে যাঁদের হাতে এই রেখা আছে, তাঁরাই বিয়ে করেন। বুধের

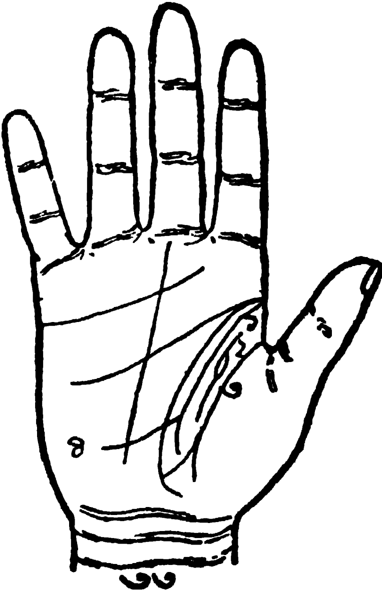
ক্ষেত্রে এই রেখাটির অর্থ হচ্ছে যে জীবনের যে কোনও বয়সে রেখাটি রয়েছে, পুরুষ বা মহিলার মনে বিবাহ করবার বাসনা বা উগ্র আকাঙ্ক্ষা দেখা যায়। হাতে যদি অন্য কোন নির্দেশ না পাওয়া যায়, তবে জাতকের মনের মধ্যেই বিবাহটি রয়ে যাবে।

এটা হয়তো বোঝা কষ্টকর, কিন্তু যাঁরা অপরের জীবন পাঠ করেন,' একটা উগ্র কামনা বাসনা, আমি পূর্বেই যার কথা বলেছি, আগে হোক বা পরে হোক পুরুষ বা মহিলার প্রত্যেকের জীবনে কোন না কোন সময় আসে, যদি যাঁরা সুস্থ নর-নারী হন।

আমি এবার আরেকটি জায়গা থেকে বিবাহের নির্দেশ পাওয়া যেতে পারে সেই কথাই বলছি। সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম রেখাগুলি আয়ুরেখার সঙ্গে সমান্তরালভাবে শুক্রের ক্ষেত্রে রয়েছে এবং সেগুলি পরিষ্কার এবং স্পষ্টভাবে মঙ্গলের বা সহকারী আয়ুরেখা থেকে ভিন্ন। ৮ চিত্র ৩২কে বাদ দিয়ে যদি মঙ্গলের রেখা ধরা যায়; তবে চিত্র ৩২-এর ৬ নম্বরটি হচ্ছে যার থেকে বিবাহ বা সম্প্রীতি নির্দেশ পাওয়া যেতে পারে।

মঙ্গল রেখাটি প্রতি ক্ষেত্রেই মঙ্গলের ক্ষেত্র থেকে আসে এবং সবল প্রবল-প্রাচুর্য নির্দেশ করে। একে সহকারী আয়ুরেখাও বলা যায়, কিন্তু আমি যে রেখার কথা বলছি আয়ুরেখার পাশে যে কোন সময়েই যে কোন বয়সেই উদিত হতে পারে (৭ চিত্র ৩২)।

শুক্রের ক্ষেত্রে বিবাহ রেখাগুলিকে শুক্রের রেখাও বলে এবং সচরাচর যাদের যৌন প্রবণতা খুব বেশী তাদের হাতেই এই রেখাগুলি খুব বেশী দেখা যায়।




এখন যৌন আবেদন বা আজকাল যাকে যৌন আকর্ষণ শক্তি বলে যা প্রত্যেকেরই হাতে বিভিন্নভাবে থাকতে পারে তা কোন ধরনের হাতে রেখাটি রয়েছে সেটি বিশেষভাবে বিচার করতে হবে।

লম্বা পরিশীলিত হাতে প্রবৃত্তির উচ্চতর বিকাশ নির্দেশ করে, আবার তা ক্ষুদ্র কর্কশ হাতে পাশবিক বা ইন্দ্রিয়ানুভূতির প্রাবল্য নির্দেশ করে।

পুরুষ বা মহিলা যাদের হাতে শুক্রের ক্ষেত্রটি বিরাট বা অতিশয় উঁচু হয়, তারা জীবনে প্রবৃত্তির বশে চালিত হন বেশী।

দীর্ঘ হাতে শুক্রের ক্ষেত্রটি স্বাভাবিকভাবে অত উঁচু বা অত গোল হয় না, ফলে এই শ্রেণীর লোকদের প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করবার ক্ষমতা অধিক থাকে। এইসব

লোকদের যদি অনেক শুক্রের রেখা থাকে তাদের হয়তো সমানভাবেই জীবনে অনেক প্রেমের ঘটনা ঘটতে পারে, কিন্তু সেগুলি বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই মানসিক।

এবার আমরা আবার শুক্রের রেখা সম্বন্ধে আলোচনা করবো।

যদি এই রেখা সবল এবং গভীর হয় এবং দেখা যায় যে আয়ুরেখা থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিচ্ছে, তবে এই জাতককে যিনি প্রভাবান্বিত করেছিলেন তাঁর প্রভাব ক্রমশঃ অন্তর্হিত হবে যদিও গভীর প্রেমের স্বীকৃতি মনে রেখাপাত করে ( ১ চিত্র ৩৩ )।

যদি শুক্ররেখার দ্বীপ চিহ্নটি থাকে তবে যে ব্যক্তি প্রভাবান্বিত করেছেন তিনি বিপদে পড়বেন এবং তাঁর দুর্নাম হবে ( ২ চিত্র ৩৩ )।

যদি শুক্ররেখা আয়ুরেখাকে অতিক্রম করে বা আয়ুরেখাতে শাখা প্রেরণ করে তবে প্রতিটি জীবনের মতনই শক্তিশালী হবে ( ৩ চিত্র ৩৩ )।

যদি শুক্ররেখা বা এর থেকে কোন শাখা ভাগ্যরেখাকে ছেদ করে, তবে এইরকম প্রভাবে জাতকের নিজের ভাগ্যের ফল ক্ষতিকর হবে ( ৪ চিত্র ৩৩ )।

যদি এই প্রভাবকারী রেখা বা এর কোন শাখা রবিরেখাকে ছেদ করে, তবে জাতকের নিজ সম্মানের বা জনগণের কাজে সম্মান হানি হবে।

আমি এখন বিবাহ বা সম্প্রীতির সঙ্গে যার যোগ আছে হাতের শেষ তিনটি অংশের কথা বুঝিয়ে বলছি। এবং ঠিক কোন্ শ্রেণীর হাতে এইগুলি আছে তা বুঝতে চেষ্টা করো।

সাত শ্রেণীর হাতের বিভিন্ন অর্থ আমি এই বইয়ের ২য় খণ্ডে বিষদভাবে বুঝিয়েছি, যেখানে চিরগমনি বা হাতের আঙ্গুলের গঠন সম্বন্ধে নির্দেশ দেওয়া আছে।

## দ্বাদশ অধ্যায়

# সন্তান-সন্ততি রেখা—তিনটি মণিবন্ধ রেখা

আমার ছেলেমেয়ে কটি হবে? এই প্রশ্নটি হস্তরেখা শিক্ষার্থীদের কাছে প্রায়ই শোনা যায়।

এ বিষয়ে আমার ভবিষ্যদ্বাণী সঠিকভাবে নির্ভুল হয়, যে আমার অন্যান্য পুস্তক পাঠ করে।

সন্তান-সন্ততি রেখা আলোচনা করবার আগে আরও দু একটি বিষয়ে দেখা প্রয়োজন।

প্রথমে শিক্ষার্থীদের মণিবন্ধ রেখা বা মনিবন্ধে যে তিনটি রেখা সমান্তরালভাবে রয়েছে, তা পরীক্ষা করতে হবে।

এর মধ্যে প্রথমটি কতকগুলি সন্তান-সন্ততি হবে জানবার পক্ষে বেশী প্রয়োজনীয়।

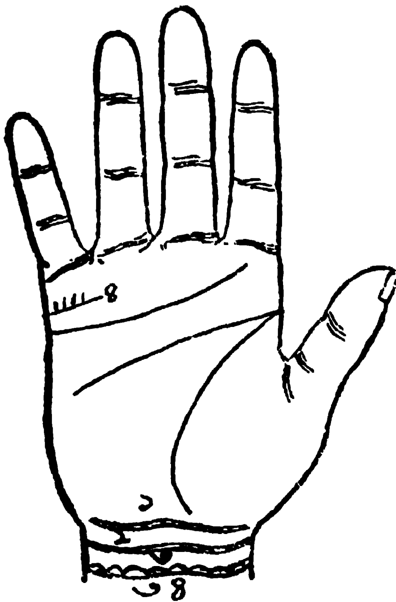
করতলে সবচেয়ে নিকটবর্তী শ্রেণীকে গ্রীকরা শুক্রের মণিবন্ধ বলতেন (১ চিত্র ৩৪) এই রেখাটি যদি ধনুকের ছিলার ভঙ্গিতে উঠতো (১ চিত্র ৩৪), তবে সে মহিলাকে বিবাহ করতে নিষেধ করতেন, কারণ, এই চিহ্নটি সন্তান জন্ম দেবার সময়ে অস্বাভাবিক কষ্ট নির্দেশ করে। এই ধনুকের মত ভাবটি যদি খুব বেশী হয়, তবে সন্তানের জন্ম দেবার সময় তার মৃত্যুর আশংকা থাকে।

এই প্রয়োজনীয় বিষয়টি সম্বন্ধে যথেষ্ট প্রতিকূলতার সম্মুখীন হলেও আমি লণ্ডন এবং প্যারিসের হাসপাতালের প্রসূতি বিভাগের অনেক চিকিৎসককে রাজী করেছিলাম কোন রমণী প্রসবার্থে এলে তাঁর মণিবন্ধের রেখা লক্ষ্য করবার জন্যে।

প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই দেখা গেল যে, সন্তান জন্ম দেবার সময় কষ্ট হচ্ছে বা বিলম্ব হচ্ছে সেইসব ক্ষেত্রে, যেখানে মণিবন্ধের রেখাটি করতলের দিকে ধনুকের মত বেঁকে আছে, এসব ক্ষেত্রে শিশুকে জগতে আনবার সময় প্রসূতির পক্ষে বিপদাশঙ্কা অনেক বেশী থাকে।

আরও লক্ষ্য করা গেল যে, সন্তান জন্ম দেবার পর আরোগ্যলাভের দ্রুততা অনেক কম হয়। সেখানে তিনটি মণিবন্ধ রেখা সমভাবে রয়েছে বা সমান্তরালভাবে রয়েছে।

সুতরাং কোন মহিলার সন্তান-সন্ততি বেশী হবে না কম হবে ধারণা করবার জন্য প্রথম মণিবন্ধরেখাটি বা গ্রীকরা যাকে শুক্রের মণিবন্ধ রেখা বলতো, তা দেখা আবশ্যক। জন্ম নিয়ন্ত্রণ বা ধর্মীয় গোঁড়ামির কথা বাদ দিলেও, যে মহিলা সন্তানের জন্ম দেবার সময় অভূতপূর্ব কষ্ট পেয়েছেন বা প্রথম সন্তানের জন্ম দেবার সময় মৃত্যুর দুয়ার থেকে ফিরে আসেন স্বভাবতই তিনি বেশি সন্তানের জন্ম দিতে চাইবেন না।




দ্বিতীয় মণিবন্ধটি যদি প্রথম মণিবন্ধের মত ধনুকের ন্যায় হয়ে থাকে, তবে সন্তানের জন্ম দেবার সময় বিপদাশঙ্কা আরও বর্ধিত হয় এবং তার আরোগ্যলাভ অতি ধীরে ধীরে হয়।

তৃতীয় মণিবন্ধের রেখাটি যদি ছোট ছোট দ্বীপ চিহ্নের মত করে গঠিত হয় বা মণিবন্ধের অর্ধেকটি এসে থেমে যায়, তবে অভ্যন্তরীণ অঙ্গে দুর্বলতা নির্দেশ করে।

যখন তিনটি মণিবন্ধরেখাই স্পষ্ট, পরিষ্কার এবং সমান্তরালভাবে থাকে, তখন প্রাণ

প্রাচুর্যে ভরপুর শারীরিক কাঠামো নির্দেশ করে। যদি অবশ্য আয়ুরেখার বা স্বাস্থ্য-রেখার কোন অমঙ্গলজনক চিহ্ন না থাকে।

একজন মহিলার যদি লম্বা লম্বা সরু হাত হয়, তবে বৃদ্ধাঙ্গুলের নিচে শুক্রের ক্ষেত্রটিও তাঁর সরু হবে। ফলে মহিলা চওড়া হস্তের অধিকারিণী হলেও তার শুক্রের ক্ষেত্রটি বিরাট। তার সন্তান-সন্ততি কম হবার সম্ভাবনা।

চওড়া শুক্রের ক্ষেত্রে এবং উচ্চ শুক্রের ক্ষেত্রের মধ্যে একটু তারতম্য করা উচিত।

কোন মহিলার যদি শুক্রের ক্ষেত্রটি উচ্চ হয়, তবে যাঁর শুক্রের ক্ষেত্রটি চওড়া, তাঁর চেয়ে তিনি কামাতুরা বেশি হবেন এবং তাঁর ইন্দ্রিয়লিপ্সুতাও প্রবল হবে, অন্তত কামাতুর এবং ইন্দ্রিয়লিপ্সু লোকদের যে সন্তান-সন্ততি কম হয় এ কথাটি সবাই জ্ঞাত আছেন। এইবার এই কথাটিও বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে, প্রশ্নটি জবাব দেবার আগে আমার কটি ছেলে-মেয়ে সম্ভব হবে।

যে রেখাগুলি সন্তান-সন্ততি সম্বন্ধে নির্দেশ দেয়, এগুলি বুধের ক্ষেত্রে বিবাহের ওপরে খাড়াভাবে থাকে (৪ চিত্র ৩৪)। শিক্ষার্থীদের উচিত হচ্ছে যে ওই রেখাটি আস্তে আস্তে টিপে টিপে দেখে বিবাহের ওপরে রেখাগুলি কোনটি সবল ও কোনটি দুর্বল লক্ষ্য হয়।

যদি দেখা যায় ছোট ছোট তিন-চারটে ঐ রেখা রয়েছে, ধরা যাক, তার মধ্যে দুটি রেখা স্পষ্ট ও পরিষ্কার, তবে কেউ বলেন, যে মহিলাটির দুটি সন্তান জীবিত থাকবে, তবে তিনি মোটামুটি ভবিষ্যৎবাণী ঠিক করবেন।

যদি দেখা যায় সে সন্তান-সন্ততি রেখাগুলি বিবাহ রেখার মধ্য দিয়ে হৃদয়রেখায় উঠেছে সেরকম ক্ষেত্রে মহিলাটি এত স্নেহপ্রবণ হবেন এবং তাঁর সন্তান-সন্ততির মধ্যেই নিজেকে এমনভাবে নিবদ্ধ করবেন যে বাড়ীর আর সকলের কথাই ভুলে যাবেন।

সবল বা চওড়া রেখাগুলি ছেলে নির্দেশ করে, সরু রেখাগুলি মেয়ে নির্দেশ করে।

এর মধ্যে একটি রেখা যদি অন্যসব রেখার মধ্যে সুস্পষ্ট হয়, তবে সেই সন্তানটি—প্রথম, দ্বিতীয় বা তৃতীয় যাই হোক না কেন তা হাতের বাইরে থেকে জানা যাবে এবং অন্যসব ছেলে-মেয়ের চেয়ে বেশী প্রসিদ্ধ এবং সফল হবে যদি অবশ্য স্পষ্ট হয়।

এর মধ্যে যদি কোন রেখা ছাড়বার সময় দ্বীপচিহ্নে শুরু হয় তবে সে সন্তানের বাল্যকালে ভঙ্গুর স্বাস্থ্য নির্দেশ করে।

এটা সর্বসিদ্ধভাবে সত্য যে কতকগুলি হাতে, অন্যান্য হাতের চেয়ে অনেক কিছু বেশি জানা যায়। যেমন অনেক লোক তাদের আশেপাশে কি ঘটছে বা নিজের সম্বন্ধে অন্য অনেকের চেয়ে সজাগ থাকে বেশী।

অনেক লোক আছে, যার সংখ্যা কম নয়, মানুষের মতো না বেঁচে দিনগত পাপক্ষয় করে যান। এরকম ক্ষেত্রে মস্তিষ্কের সঙ্গে হাতের স্নায়ুতন্ত্রের যোগাযোগ হয়তো ঠিক উন্নত হয়নি। ফলে এইরকম লোকেদের আত্মার সুখ অনুভূতিগুলি ঠিকভাবে ফুটে উঠতে পারে না।

এটা খুব একটা অস্বাভাবিক নয়, যদি পুরুষের হাতে সন্তান-সন্ততি রেখা দেখা

যায়। কতকগুলি ক্ষেত্রে এ রেখাগুলি মেয়েদের হাতের মতই তাদের হাতের মধ্যে স্পষ্টভাবে চিহ্নিত দেখা যায়। এসব ক্ষেত্রে পুরুষটি অত্যন্ত স্নেহপ্রবণ এবং সরল হবেন এবং ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের খুব ভালবাসবেন।

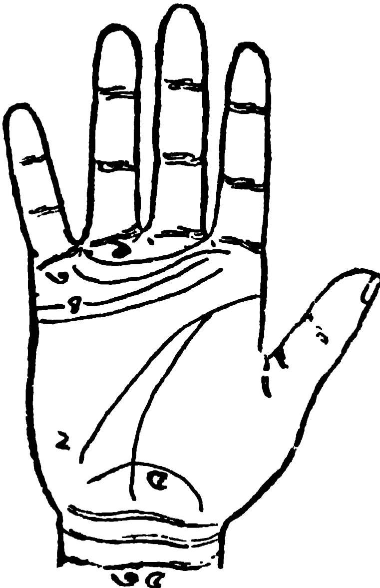
## ত্রয়োদশ অধ্যায়

# শুক্রবন্ধনী

যে রেখাটি অর্ধবৃত্তাকারে কখনও ভগ্ন কখনও অভগ্নভাবে বা অর্ধবৃত্তাকারে অনেকগুলি রেখা প্রথম বা দ্বিতীয় আঙ্গুলের মধ্যে উঠে তৃতীয় বা চতুর্থ আঙ্গুলের মধ্যে শেষ হয় তাকে শুক্রবন্ধনী বলে ( ১নং চিত্র ৩৫ )।

এ রেখাটি আবার বৃহস্পতির ক্ষেত্র থেকে শুরু করে বুধের ক্ষেত্র অবধি সব আঙ্গুলের নিম্নে দেখা দিতে পারে বা এটা হয় তো হাতের বাইরে চলে যাচ্ছে বা বিবাহ রেখার মধ্য দিয়ে বা বিবাহ রেখার নিম্নে শেষ হচ্ছে।

প্রথম উদাহরণ ( ১ চিত্র ৩৫ ) এঁরা সচরাচর অতি স্পর্শকাতর ; বুদ্ধিমান, অতি অল্পেই যাঁদের মনে দোলা লাগে ; এবং মেজাজ সর্বদা চড়া নজরে বাঁধা থাকে, তাঁদের হাতেই এই চিহ্নটি দেখা যায়।




সচরাচর এই রেখাটি লম্বা সরু হাতে পাওয়া যায়। সুতরাং অন্যান্য লেখকের মতে একে আমি ইন্দ্রিয়-নিপুণতার চিহ্ন বলে মনে করি না। আমি অবশ্য একটা বিষয়ে তাদের সঙ্গে একমত যে যখন এই রহস্যময় রেখাটি চওড়া, নরম, মাংসল হাতে দেখা যায়, বিশেষ করে যখন শিরোরেখাটি চন্দ্রের ক্ষেত্রের দিকে ঢালু হয়ে নেমে আসে তখন দেখা যায়। ( ২নং চিত্র ৩৫ ); তখন অবশ্য এর সঙ্গে যদি শুক্রের ক্ষেত্রটিও বৃহৎ হয়, তবে মারাত্মক ইন্দ্রিয়লিপ্ত স্বভাবের নির্দেশ দেয়—যা নিজের ধ্বংসকে নিজেই ডেকে আনে।

আমি আগে বলেছি শুক্রবন্ধনী ভগ্ন বা অভগ্ন যাই হোক না কেন সচরাচর দীর্ঘ লম্বা বুদ্ধিমান শ্রেণীর হাতে পাওয়া যায়, তবে অস্বাভাবিক এবং অনৈসর্গিক প্রবণতা নির্দেশ করে।

এটা মনে রাখতে হবে যে মোটা আঙ্গুলযুক্ত ছোট হাত জীবনের ব্যবহারিক দিকটা

প্রকাশ করে বেশী। আবার লম্বা আঙ্গুলযুক্ত লম্বা হাত মান এবং উৎকর্ষতা নির্দেশ করে বেশী। হস্তের ক্ষেত্রগুলি নিজেরাই মানসিক উৎকর্ষতা নির্দেশ করে, সুতরাং শুক্রবন্ধনী হস্তের ওপরদিকের ক্ষেত্রে রয়েছে বলে শারীরিক অপেক্ষা এর মানসিক উপযোগিতাই বেশী। তাই ১ নং চিত্র ৩৫ এর মত এ রেখাটি যদি অত্যন্ত দীর্ঘ না হয়, তবে এটা অশুভজনক চিহ্ন নয়, কারণ এতে শিল্পী প্রকৃতিতে আরও স্পর্শকাতরতা দেখা যায়। এইরকম লোকেরা সময়ে সময়ে যদি কিছু তাঁদের নজর আকৃষ্ট করে, তবে তাঁরা আশাবাদীতার সর্বোচ্চ শিখরে চলে যান। আবার কিছু পরে জিনিসগুলি যদি ঠিক তাঁদের আশানুযায়ী না হয়, তাঁরা যদি নিরাশার শেষ স্তরে হাজির হন, হয়ত তাদের যে নেতা তাঁকে তাঁরা যে স্থানে দিয়েছিলেন, তিনি যদি উপযুক্ত না হন, তবে তারা নৈরাশ্যবাদের শেষ সীমানায় চলে যান।

শুক্রবন্ধনী যদি বৃহস্পতির ক্ষেত্রে কোন অংশে যায়,—( ৩ নং চিত্রে ৩৫ ) তবে এরূপ ব্যক্তিরা অত্যন্ত বেশী ব্যক্তি পূজারী হন এবং ফলে আশা নষ্ট হবার বেদনা ভোগ করেন।

যদি শুক্রবন্ধনীটি বিবাহ রেখার বা বিবাহ রেখার নিকটে যায়, তবে জাতকের পরিবর্তনশীল প্রকৃতি বিভিন্ন রকমের মেজাজ,—অতি কামজ চরিত্র এদের বিবাহ জীবনকে বিষময় করে তোলে।

## ভায়ালাসিভা

এই রেখাটি চন্দ্রের ক্ষেত্র থেকে শুক্রের ক্ষেত্রের দিকে যায়। এটি একটি অদ্ভুত চিহ্ন যা অর্ধচন্দ্রাকারে শুক্রের ক্ষেত্রকে চন্দ্রের ক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত করে বা শুধুমাত্র চন্দ্রের ক্ষেত্রের তলা থেকে মণিবন্ধ অবধি যায়।

সত্যিকারের হাতের রেখাটি দেখুন। ৩, চিত্র ৩৬ যে কোনভাবেই এটি আরম্ভ হোক না কেন এটা খুব একটা সৌভাগ্যজনক চিহ্ন নয়। শক্ত করতলের বেলা কুফল ততটা হয় না। কিন্তু নরম মাংসল করতলে বিশেষতঃ শিরোরেখা যদি নিচু দিকে ঢালু হয়ে থাকে তবে এমন কোন পাকা কাজ নেই যা তারা না করতে পারে। এই চিহ্ন নানারকম মরফিন, কোকেন, ব্রোমাইড, প্রভৃতি মাদক দ্রব্য বা উত্তেজক পানীয়র প্রতি আসক্তির নির্দেশ করে।

যে হাতে শিরোরেখাটি সোজা সে হাতে এর অর্থ বিশেষ কিছু থাকে না। সে সব জাতকের মানসিক শক্তি এই প্রকৃতি দমন করে রাখবে।

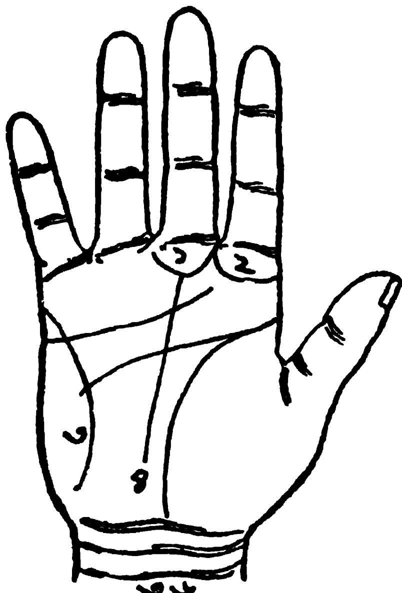
এই আশ্চর্য চিহ্ন হাতে থাকলে শুক্রবন্ধনী কোন না কোনরকমভাবে হাতে থাকে। অবশ্য শুক্রবন্ধনী না থাকলেও এ রেখা দেখা যায়।

ভায়ালাসিভা যদি শিশু বা কোন তরুণের হাতে দেখা যায়—তবে তার মানসিক শক্তি বাড়াবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা উচিত এবং প্রকৃতির বশবর্তী যাতে না হয়ে পড়ে সেদিকে নজর রাখা উচিত।

## শনির অঙ্গুরীয়

শনির অঙ্গুরীয় ( ১ চিত্র ৩৬ ) শনির ক্ষেত্রে অর্ধবৃত্তাকারের এক চিহ্ন। সচরাচর এটি হাতে দেখতে পাওয়া যায় না এবং এটি হাতের মধ্যে সবচেয়ে অশুভজনক চিহ্ন।

এ রেখাটি জাতকের জীবনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি বা চরিত্রের ওপর প্রভাব করে খুব বেশী। এইরকম লোকেরা থমথমে, বিষাদপূর্ণ এবং খিটখিটে হয়। তাঁরা অপরের সম্বন্ধে নানারকম আক্রোশের বিষয় কল্পনা করে নেন। এবং নিজেদের সমাজ থেকে নিজেকে সরিয়ে আনেন।




যে কাজ তাঁরা সচরাচর করতে যান তাতেই তাঁদের দুর্ভাগ্য আসে এবং তার ওপর যদি ঢালু বা দুর্বল শিরোরেখা থাকে তবে আত্মহত্যার প্রবণতা খুব বেশী থাকে।

এই রেখাটি সচরাচর দেখা যায়—সেখানে ভাগ্যরেখাটি শনির ক্ষেত্রে এই অর্ধ-বৃত্তাকার চিহ্নটির কাছে এগিয়ে শেষ হয়েছে।

এই একই ভাগ্যরেখাটি শনির অঙ্গুরীয় প্রদত্ত একাকীভাব আরও বর্ধিত করে। আমি এরকম হাতে রবিরেখা খুব কমই দেখেছি এবং শনির প্রভাবযুক্ত এইরকম রেখার লোকেরা যা কিছু করতে যান তাঁদের আমি কখনই সাফল্য অর্জন করতে দেখিনি (৪ চিত্র ৩৬)।

## সোলেমানের অঙ্গুরীয়

এই রেখাটি প্রথমাঙ্গুলের নিম্নে বৃহস্পতির ক্ষেত্রে দেখা যায়। এই রেখাটি শনির অঙ্গুরীর ঠিক উল্টো, কারণ এর থেকে অপরের ওপর ক্ষমতা বা কর্তৃত্ব করার নির্দেশ দেয়। বৃহস্পতির ক্ষেত্রে সচরাচর অর্ধবৃত্তাকারে এ রেখা অবস্থান করে—( ২নং চিত্র ৩৬ )।

পূর্বকালে সোলেমান-এর অঙ্গুরীয় থাকলে তাকে আধিভৌতিক ক্ষমতার অধিকারী বলে ধরা হত। এবং 'প্রভুর চিহ্ন' বলে মনে করা হতো। বৃহস্পতির গুণাবলী এই ক্ষেত্রটিতে আরোপ করা হয়। কারণ এটি প্রথমাঙ্গুলের নিচে আছে এবং প্রথম অঙ্গুলটি অপরের জন্য আইন তৈরী করে। এর দ্বারা পার্শ্ববর্তী মানুষদের হুকুম দেয়, যার থেকে একে কর্তৃত্বের চিহ্ন বলে ধরা হয়।

যদি একটি বৃহস্পতির অঙ্গুরীয় ( বা যাকে সোলেমান-এর অঙ্গুরীয় বলা হয় ) এই ক্ষেত্রের কাছাকাছি বিরাজ করে, তবে মানসিক উৎকর্ষতাকে আরও বর্ধিত করে। ফলে এই চিহ্নটি হাতে থাকা লোভনীয় ব্যাপার।

এই রেখাটিকে ছোট সোজা ডাণ্ডার মত রেখার সঙ্গে ভুল করে ফেলা ঠিক যুক্তিযুক্ত হবে না। কারণ সেগুলি জাতকের অভীষ্ট সাধনের পক্ষে বাধাস্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়।

ক্ষেত্রের উপর চিহ্নগুলি হাতের ক্ষেত্র পরিচ্ছেদে আরও বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

### দৈবানুভূতিরেখা

দৈবানুভূতি রেখা ( ৩ চিত্র ৩৬ ) নিয়মতান্ত্রিকভাবে, দার্শনিক, শিল্পী বা আধ্যাত্মিক হাতে পাওয়া যায়। এটি এক রকমের অর্ধবৃত্তাকার রেখা যা বুধের ক্ষেত্র এবং চন্দ্রের ক্ষেত্রকে যোগ করেছে।

এই রেখাটি এক অতি ভাবপ্রবণতাবিশিষ্ট অন্তঃকরণ নির্দেশ করে, যাঁদের ওপর স্থান কাল পাত্রের প্রভাব অত্যন্ত বেশী হয়।

এই রেখা যাদের হাতে পাওয়া যায়, তাদের মধ্যে এক ঐশ্বরিক প্রেরণা, দৈবানুভূতি এবং অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করে, যার থেকে স্পষ্ট জাগ্রত স্বপ্নাবলীর জন্ম হয়। যার থেকে তাঁরা সঠিকভাবে বলতে পারেন ভবিষ্যতে কি হবে বা কি করা উচিত। এ রেখা আধ্যাত্মিক-হাতেই সর্বাধিক পাওয়া যায়।

## চতুর্দশ অধ্যায়

# কোন্ চিহ্ন কি নির্দেশ করে

**তারা চিহ্ন, ক্রশ চিহ্ন, চতুষ্কোণ, কর-চতুষ্কোণ, বৃত্ত, দাগ, ত্রিশূল, রহস্যজনক ক্রশ, দ্বীপ চিহ্ন, মহা ত্রিভুজ, ভ্রমণ, সমুদ্রযাত্রা এবং তার থেকে দুর্ঘটনা—**

তারা চিহ্ন ( ৩৭ ) সচরাচর এক প্রভাবশালী চিহ্ন, কিন্তু এর প্রয়োজনীয়তা কম কি বেশী সেটা নির্ভর করে হাতের কোন স্থানে এটা আছে তার ওপর।

বৃহস্পতির ক্ষেত্রের ওপর দিকে ( ১ চিত্র ৩৭ ) যদি শিরোরেখা, ভাগ্যরেখা, এবং রবিরেখা ভাল হয়, তবে এ চিহ্নটি যে বিষয়ে উচ্চাকাঙ্ক্ষা থাকুক না কেন তার পরিপূরণের ইঙ্গিত দেয়।

ঐ ক্ষেত্রের তলদেশেও রেখাটি ভাল তবে জাতক নিজে হয়ত ততোটা বড় হতে পারবেন না। কিন্তু তিনি বহু প্রসিদ্ধ এবং জগতের যাঁরা কর্তৃত্ব করছেন তাঁদের সংস্পর্শে আসবেন।

রবির ক্ষেত্রে ( ২ চিত্র ৩৭ ) যদিও রবিরেখার সঙ্গে যুক্ত বা ছুঁয়ে থাকে তবে

সুনাম বা গৌরবের অভাবনীয় ইঙ্গিত প্রদান করে। এই চিহ্নটি জাতকের সৌভাগ্য দ্বারা প্রচুর অর্থ সঞ্চয়ও নির্দেশ করে। তবে সাধারণভাবে এ রেখা জীবনে সুখ দেয় না। কারণ জাতক বা জাতকের চরিত্রের মধ্যে এমন একটা কিছু আছে যে তারা যত উঁচুতে উঠুক না কেন, শান্তি পাবেন না।

শনির ক্ষেত্রের কেন্দ্রে ( ৩ চিত্র ৩৭ ) এক রহস্যজনক অদৃষ্টবাদিতা যেটা জাতককে আজীবন অনুসরণ করে চলে।

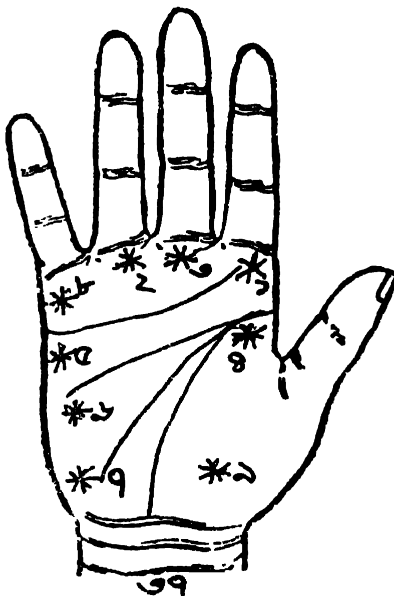
এটা আবার পুরুষ বা রমণীর এক বিশেষ ধরনের সম্মান হানি নির্দেশ করে যা অত্যন্ত ভয়াবহ। এই রেখা যে ব্যক্তির হাতে আছে, সে ভাগ্যের হাতে ক্রীড়নক হবে। জীবনে এক অদ্ভুত ভূমিকা গ্রহণ করবে। সচরাচর যা বিয়োগান্ত হয়ে থাকে।

এই আশা আরও বর্ধিত হয় যদি একটি সুস্পষ্ট ভাগ্যরেখা তারা চিহ্ন স্পর্শ করে।

সক্রিয় মঙ্গলের ক্ষেত্রে ( ৪ চিত্র ৩৭ ) সৈনিক জীবন থেকে সম্মান এবং খ্যাতি নির্দেশ দেয় অথবা কোন বৈপ্লবিক অভিযানের নেতৃত্বও নির্দেশ করে।

নিষ্ক্রিয় মঙ্গলের ক্ষেত্রে শিরোরেখা এবং হৃদয়রেখার মাঝখানে ( ৫ চিত্র ৩৭ ) এই চিহ্ন নির্দেশ দেয় যে, সম্মান আসবে ধৈর্য এবং এককভাবে লেগে থাকার জন্য। শারীরিক যুদ্ধের চেয়ে মানসিক যুদ্ধের জন্য।

চন্দ্রের ক্ষেত্রে যদি শিরোরেখা ভাল হয়, তবে মানসিক কল্পনাপ্রসূত বিস্ময় থেকে বিপুল সম্মান, যেমন আবিষ্কার। যদি শিরোরেখা ঢালু হয়—কবিতা, সাহিত্য, চারুকলা বা শিল্প বা যে কোন বিষয়ে হোক না কেন সম্মান পাবে।




যদি শিরোরেখা অত্যন্ত ঢালু বা দুর্বল হয় ( ৭ চিত্র ৩৭ ) এবং তারা চিহ্নটি চন্দ্রের ক্ষেত্রের তলদেশে থাকে, অনৈসর্গিক কল্পনা মনকে আচ্ছন্ন করবে এবং এর থেকে চিত্তভ্রান্তি ঘটাও আশ্চর্য নয়।

এই তারা চিহ্নটি অনেক সময় যারা আত্মহত্যা করেছে তাদের হাতে পাওয়া যায়। তার জন্য প্রাচীনরা একে জলে ডুবে মৃত্যুর নির্দেশ বলতেন। কিন্তু এই চিহ্ন জল ছাড়া অন্য কোন উপায়েও আত্মহত্যার নির্দেশ করে।

বুধের ক্ষেত্রের মধ্যস্থলে ( ৮ চিত্র ৩৭ ) মানসিক উৎকর্ষতায় সাফল্য নির্দেশ করে, বিশেষ করে বৈজ্ঞানিক বিষয়ে। এই চিহ্নটি প্রকৃত পরিমাণে আর্থিক সাফল্যও নির্দেশ করে। যদি শিরোরেখাটি সোজা থাকে বা এর তলায় সমভাবে থাকে।

শুক্রের ক্ষেত্রে ( ৯ চিত্র ৩৭ ) প্রকৃত পরিমাণে আকর্ষণীয় শক্তি দেয় এবং প্রেমের ব্যাপারে সব ক্ষেত্রেই সাফল্যের নির্দেশ করে।

## ক্রুশ চিহ্ন

ক্রুশ সচরাচর নিজের থেকেই গঠিত হয়, প্রধান রেখাগুলিকে পরস্পর অতিক্রম করার ফলে নয়। বৃহস্পতির ক্ষেত্রে এই চিহ্নটি প্রেম ও প্রীতি নির্দেশ করে যার জন্য তিনি গর্বিত ( ১ চিত্র ৩৮ )।

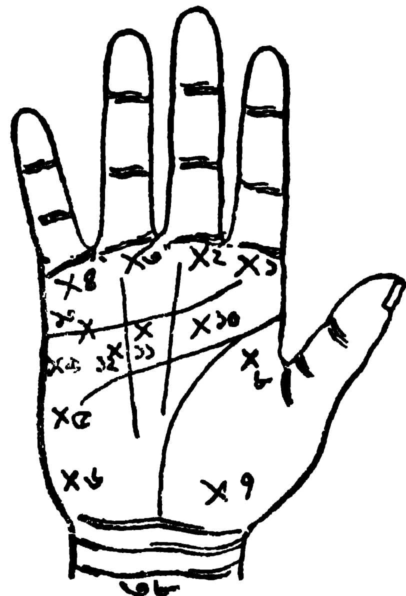
যখন আয়ুরেখা শুরু হবার মুখে থাকে তবে প্রথম জীবনে, যদি ক্ষেত্রের মধ্যস্থলে থাকে, তবে মধ্য বয়সে এবং যদি একেবারে ওপরের দিকে থাকে প্রথমাঙ্গুলের নিচে তবে একেবারে শেষ বয়সে।

শনির ক্ষেত্র ( ২ চিত্র ৩৮ ) ভাগ্যরেখাকে স্পর্শ করে দুর্ঘটনায় শোচনীয় মৃত্যুর নির্দেশ করে। কিন্তু যদি দেখা যায় এই ক্ষেত্রে একক এবং বিশিষ্টভাবে দাঁড়িয়ে আছে তবে জীবনে অদৃষ্টবাদিতাকে আরও বর্ধিত করে এবং একে ফাঁসির চিহ্নও বলে।

রবির ক্ষেত্রে অর্থ বলে এবং যশের পেছনে যাওয়া হতাশা নির্দেশ করে যদি না রবিরেখাটি ক্রুশকে পেরিয়ে ওপরে না চলে যায়। সে ক্ষেত্রে ক্রুশটি সাময়িক।

বুধের ক্ষেত্রে ক্রুশ চিহ্ন কুট মনোভাবের প্রভাব নির্দেশ করে ( ৩ চিত্র ৩৮ )।

চন্দ্রের ক্ষেত্রে বিশেষ করে শিরোরেখাটি যদি ঢালু হয় কল্পনার মারাত্মক প্রভাব নির্দেশ করে। এইরকম চিহ্ন থাকলে জাতক এমন কি নিজেদেরও ঠকান (৫ চিত্র ৩৮ )।




চন্দ্রের ক্ষেত্রের তলার দিকে ভ্রমণ রেখার শেষে এই রেখা জলমগ্ন হবার আশঙ্কা নির্দেশ করে ( ৬ চিত্র ৩৮ )।

এই রেখাটি স্পষ্টভাবে W. T. Stead-এর হাতে ছিল। তিনি ১৫ই এপ্রিল ১৯১২ সালে টাইটানিক নিমজ্জিত হওয়ার সময় প্রাণ হারান। ঐ বয়সেই মঙ্গল থেকে আর একটি স্পষ্ট রেখা ভাগ্যরেখাকে ছেদ করেছে দেখা যায়।

শুক্রের ক্ষেত্রে যদি সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত থাকে, তবে কোনও বিপুল ক্ষতি নির্দেশ করে বা ইন্দ্রিয়জ প্রকৃতির, স্নেহ-প্রীতির ব্যাপারে কঠোর পরীক্ষা নির্দেশ করে ( ৭ চিত্র ৩৮ )।

বৃহস্পতির নিচে সক্রিয় মঙ্গলের ক্ষেত্রে যুদ্ধক্ষেত্রে শোচনীয় দুর্ঘটনা বা যুদ্ধে মৃত্যু

নির্দেশ করে। অনেক সৈন্য যারা প্রথম বিশ্বযুদ্ধে প্রাণ হারিয়েছেন তাঁদের হাতে এই চিহ্নটি ছিল ( ৮ চিত্র ৩৮ )।

যুদ্ধের নিচে নিষ্ক্রিয় মঙ্গলের ক্ষেত্রে এই ক্রশ চিহ্নটি শত্রুদের সঙ্গে মানসিক যুদ্ধ নির্দেশ করে ( ৯ চিত্র ৩৮ )।

যদি পরিষ্কার এবং স্পষ্ট হয় এবং ভাগ্যরেখাকে ছুঁয়ে থাকে, তবে জাতকের ব্যক্তিগত ব্যাপারে কোনরকম বাধা বা কষ্ট নির্দেশ ( ১১ চিত্র ৩৮ )।

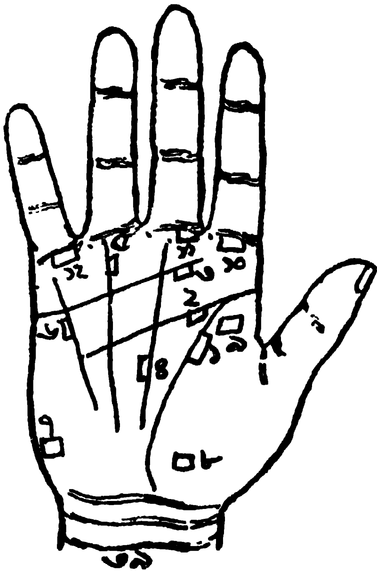
রবিরেখার পাশে জাতকের সাফল্যের ব্যাপারে কোনরকম ক্ষতি বা বিপত্তি নির্দেশ করে ( ১২ চিত্র ৩৮ )।

## চতুষ্কোণ

চতুষ্কোণ চিহ্নটি ছোট রেখা বা চিহ্নের মধ্যে সবচেয়ে আকর্ষণীয়। একে সচরাচর রক্ষা কবচ বলা হয়। এই রেখা নির্দেশ দেয় যে জাতক বা জাতিকার ঐ বয়সে কোন বিপদ বা দুর্ঘটায় পড়ুন না কেন তার থেকে রক্ষা পাবেন ( হাতে সময়ের পরিচ্ছেদ পরে দেখুন )।

আয়ুরেখার ওপরে যদি এই চিহ্ন দেখা যায়, তবে ঐ বয়সে যে রোগ হবার ছিল তা হবে না ( ১ চিত্র ৩৯ )।

যদি শিরোরেখার ওপর থাকে তবে মস্তকে আঘাত থেকে রক্ষা নির্দেশ করে এবং যদি চিহ্ন কোন দ্বীপ চিহ্নকে ঘিরে থাকে তবে কোনরকম মানসিক ব্যাধি হতে নিষ্কৃতি নির্দেশ করে ( ২ চিত্র ৩৯ )।




ভাগ্যরেখার এই চিহ্নটি ওই সময়ে ক্ষতি বা কষ্ট থেকে পরিত্রাণ নির্দেশ করে ( ৪ চিত্র ৩৯ )।

রবিতে সচরাচর কোনরকম কেলেঙ্কারী থেকে রক্ষা বা সুনাম হানির যোগ থেকে রক্ষা নির্দেশ করে ( ৫ চিত্র ৩৯ )। স্বাস্থ্যরেখায় কোন-রকম ভগ্নস্বাস্থ্য হতে রক্ষা নির্দেশ করে চতুষ্কোণ চিহ্নটি যে স্থানেই থাকুক না কেন ( ৬ চিত্র ৩৯ )।

চন্দ্রের ক্ষেত্রে ভ্রমণ বা সমুদ্রযাত্রার সময় বিপদ থেকে মুক্তি নির্দেশ করে ( ৭ চিত্র ৩৯ )। শুক্রের ক্ষেত্রে ইন্দ্রিয়জ অনুভূতি-প্রবণ চরিত্র দ্বারা হানিতে বিপদ থেকে রক্ষা করে ( ৮ চিত্র ৩৯ )।

সক্রিয় মঙ্গলের ক্ষেত্রে যুদ্ধের সময় বিপদ থেকে রক্ষা বা সৈনিক জীবনে বিপদে থেকে রক্ষা নির্দেশ করে ( ৯ চিত্র ৩৯ )।

বৃহস্পতির ক্ষেত্রে নিজের উচ্চাকাঙ্ক্ষা সম্বন্ধে ( ১০ চিত্র ৩৯ ), শনির ক্ষেত্রে নৈরাজ্যবাদিতা ( ১১ চিত্র ৩৯ ) এবং বুধের ক্ষেত্রে শক্তি বা অত্যধিক মানসিক পরিশ্রম থেকে রক্ষা নির্দেশ করে ( ১২ চিত্র ৩৯ )।

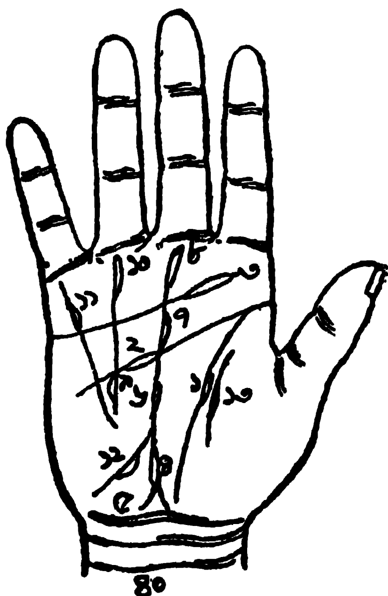
সাধারণ এই নিয়ম মেনে চলুন। চতুষ্কোণ যে কোন ক্ষেত্রেই থাকুক না কেন, সেই ক্ষেত্রের কুফল থেকে জাতককে সবসময় রক্ষা করে।

## দ্বীপচিহ্ন

দ্বীপচিহ্নটি কখনই একটি সৌভাগ্যপ্রদ চিহ্ন বলা বলা যায় না। এর প্রধান কাজই হচ্ছে যে ক্ষেত্রে এই চিহ্ন আবির্ভূত হয়, তার গুণাবলীকে ধ্বংস করা বা কমিয়ে দেওয়া।

আয়ুরেখায় শরীরের নানাস্থানে অসুস্থতা বা দুর্বলতা নির্দেশ করে। দ্বিপচিহ্নটি ঠিক যেখানে থাকে ( ১ চিত্র ৪০ )। আয়ুরেখার শুরুতে অনেকগুলি দ্বীপচিহ্ন বাল্যকালে দুর্বল স্বাস্থ্য নির্দেশ করে, যা হয়তো পরে শক্ত এবং সবল হয়েছে, আয়ুরেখার শেষের দিকে সবল হলে তাই বোঝা যাবে। অপরদিকে শারীরিক দুর্বলতা আরও স্পষ্ট বোঝা যাবে, যদি আয়ুরেখাটি নিচু দিকে নামবার সময় দুর্বল হয়ে নামে।

এই দ্বীপচিহ্নটি যদি আয়ুরেখার ওপর দিকে থাকে, তবে তা বাল্যকালে নির্দেশ করে। এতে বোঝা যাবে শরীরের ওপরকার অংশ ফুসফুসের এবং ব্রংকাইটিস রোগ দ্বারা আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা থাকে, তলার দিকে পরিপাক যন্ত্রের দুর্বলতা, আরও তলায় আন্ত্রিক গোলযোগ, আরও তলার কিডনী, এবং মলদ্বারের রোগ নির্দেশ করে।



৪০

শিরোরেখাতে মানসিক দুর্বলতা অতিরিক্ত পরিশ্রমের দরুন যা হয়ে থাকে ( ২ চিত্র ৪০ )

যদি বৃহস্পতির ক্ষেত্রের নিম্নে থাকে, তবে অত্যধিক উচ্চাকাংখার জন্য অতিরিক্ত এক মানসিক রোগ হবে—শনির ক্ষেত্রের নিম্নে বিষাদখিন্নতা বা কোন আকস্মিক আঘাতে, রবির ক্ষেত্রের নিচে চোখ এবং চোখের ওপরে সাইনাস বা উর্ধ্বশ্লেষ্মা, বুধের ক্ষেত্রের নিচে অত্যধিক মানসিক দুশ্চিন্তার দরুন কষ্ট।

হৃদয়রেখাটি যদি দ্বীপচিহ্ন দিয়ে শুরু হয়, তবে বংশগত হৃদরোগ নির্দেশ করে। বিশেষ করে নখগুলি ছোট এবং নখের ওপর কোন চন্দ্রমা যদি না থাকে ( ৩ চিত্র ৪০ )।

যদি বাল্যকালে ভাগ্যরেখা দেখা যায়, বিশেষ করে রেখাটি শুক্রের থেকে আসছে মনে হয় ( ৪ চিত্র ৪০ ), তবে বাড়ীর প্রভাব বা পরিবেশ বৃত্তি নির্বাচনের প্রথম দিকে বাধা সৃষ্টি করবে। এর উপর যদি দেখা যায় ভাগ্যরেখাটি শুক্রের ক্ষেত্র থেকে এসেছে তবে সেই জাতক তার জীবনের প্রথম দিকে কোন আত্মীয়ের জন্য আত্মবিসর্জন দেবে বা বাড়ীর কোন ব্যাপারেই তার নিজের জীবন নষ্ট হবে।

যদি কোন প্রভাবকারী রেখা দেখা যায় দ্বীপচিহ্নে এসে যুক্ত হচ্ছে তবে কোন দুর্ভাগ্যজনক প্রেম বা বাল্যবিবাহ জাতক বা জাতিকার প্রথম দিকের বৃত্তিকে ক্ষতিগ্রস্থ করবে এবং তাদের পরিকল্পনায় রূপ দিতে বাধা দেবে ( ৫ চিত্র ৪০ )।

যাকে মঙ্গলের ভূমি বলে সেখানে দ্বীপচিহ্ন ঐ সময়ে অত্যন্ত কষ্টকর সময় নির্দেশ করে ( ৬ চিত্র ৪০ )।

যদি শিরোরেখা এবং হৃদয়রেখার মধ্যে ভাগ্যরেখার ওপর দ্বীপচিহ্ন থাকে যাকে কর চতুষ্কোণ বলে, সেই সময় জাতক অত্যন্ত দুশ্চিন্তা এবং মানসিক দুঃখ কষ্টের মধ্যদিয়ে যাবেন ( ৭ চিত্র ৪০ )।

ভাগ্যরেখার শেষ দিকে দ্বীপচিহ্ন জীবন এবং বৃত্তিও শেষ দিকে প্রভূত ক্ষতি এবং দুর্ভাগ্য নির্দেশ করে ( ৮ চিত্র ৪০ )।

রবিরেখার শেষ দিকে দ্বীপচিহ্ন প্রচণ্ড দুর্দৈব এবং ক্ষতির মধ্যে শেষ হবে। শুরুতে তিনি যতই সফল হয়ে থাকুন না কেন ( ১০ চিত্র ৪০ )।

স্বাস্থ্যরেখায় দ্বীপচিহ্ন, যে রোগের প্রবণতা থাকে তা বহুগুণে বর্ধিত করে ( ১১ চিত্র ৪০ )।

ভাগ্যরেখার সঙ্গে যুক্ত প্রভাবকারী রেখার ওপর দ্বীপচিহ্ন নির্দেশ করে কোনো কষ্ট বা কেলেঙ্কারী হবার সম্ভাবনা রয়েছে, যিনি জাতককে প্রভাবান্বিত করেছেন ( ১২ চিত্র ৪০ )।

দ্বীপচিহ্ন যে কোন ক্ষেত্রেই তার বিশেষ শুভ গুণাবলীকে নষ্ট করে।

## বৃত্ত

বৃত্ত এবং দ্বীপচিহ্নের অর্থ প্রায়ই একই কিন্তু অতটা প্রয়োজনীয় নয়। এই রেখাটি ছোট ছোট রেখা বা বিন্দুভাবে আবির্ভূত হয়। এর একটিমাত্র সৌভাগজনক স্থান হচ্ছে যদি ভাল রবিরেখার সঙ্গে রবির ক্ষেত্রে এই রেখাটি থাকে। কারণ একে যেন সূর্যেরই প্রতিনিধি বলে মনে হয় ( ১ চিত্র ৪০ )।

অন্য কোন রেখার ওপর থাকলে সে রেখাটিকে দুর্বল করে। চন্দ্রের ক্ষেত্রের তলভাগে যে কোনরকম বৃত্ত, জলে ভ্রমণ করবার সময় বা জল থেকে কোনরকম বিপদ নির্দেশ করে ( ২ চিত্র ৪১ )।

## দাগ

যাকে আমরা দাগ বলছি—কোন স্থানে খুব খুবড়ে যাওয়া বা ঝাঁঝরে যাওয়া ভাব। কোনো রেখার ওপর থাকলে ঠিক ঐ সময়ে ঐ রেখাটির গুণাবলী সে সময়টুকুর

জন্য ব্যাহত হয়। রেখাটি অন্য সব স্থান অপেক্ষা আয়ু, স্বাস্থ্য এবং শিরোরেখার ওপরই বেশী দেখা যায়।

আয়ুরেখার ওপর আকস্মিক প্রচণ্ড অসুস্থতা নির্দেশ করে ( ৩ চিত্র ৪১ )।

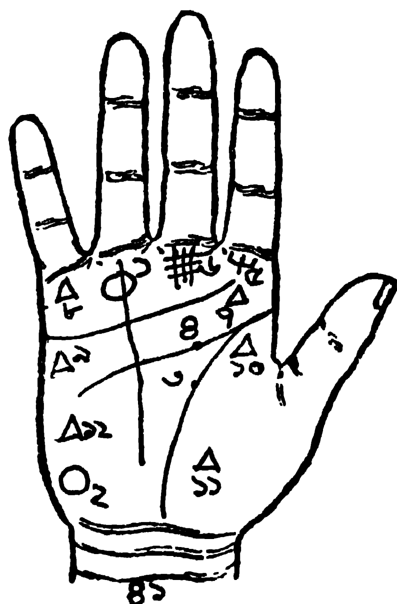
শিরোরেখার ওপর এই চিহ্নটি মস্তকে দারুণ আঘাত দেয় ( ৪ চিত্র ৪১ )।

### ত্রিশূল

এই রেখাটিকে ত্রিশূল বলে কারণ ত্রিশূলের সঙ্গে এর অনেকটা মিল আছে।

এ রেখাটা সচরাচর দেখতে পাওয়া যায় না। কিন্তু যখন দেখা যায় তখন এটি অতি শুভপ্রদ চিহ্ন। বৃহস্পতির ক্ষেত্রে এ রেখাটি আকাঙ্ক্ষা ও সাফল্য নির্দেশ করে। ( ৫ চিত্র ৪১ )।

রবির ক্ষেত্রে অর্থের সাহায্য ক্ষমতা বোঝায়।



৪১

### জাল চিহ্ন

এই চিহ্নটি প্রায় হাতে দেখা যায়। এই রেখাটি চিন্তায় গণ্ডগোল, যে ক্ষেত্রে চিহ্নটি রয়েছে, সেই ক্ষেত্রের সঠিক গুণাবলী নির্দেশ করতে পারে না। বৃহস্পতির ক্ষেত্রে এ চিহ্নটি অহং, ক্ষমতার দর্প যা একজন স্বেচ্ছা-প্রণোদিত পুরুষ বা মহিলার হাতে দেখা যায়। যাঁরা তাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা সিদ্ধির জন্য একই সঙ্গে অনেক কাজে লিপ্ত থাকেন।

এটা একটা সত্যিকারের খুব খারাপ চিহ্ন, যদি একে শনির ক্ষেত্রে দেখা যায়। কারণ হলো অনেকগুলি ছোট ছোট রেখা ভাগ্যরেখার কাছে থাকায় জাতকের সঠিক কোন উদ্দেশ্য না থাকায় তার প্রচেষ্টা প্রায়ই ব্যাহত হয় ( ৬ চিত্র ৪১ )। এই ক্ষেত্রে সচরাচর একটা মরবিড্ ভাব অত্যন্ত স্বার্থপর মনোবৃত্তি নির্দেশ করে।

রবির ক্ষেত্রে ঐ চিহ্নে জাতক সুখ্যাতি পাওয়ার মিথ্যা আত্মঅহমিকায় ভুলের পর ভুল কাজ করে যাবেন।

### ত্রিভুজ চিহ্ন

এই রেখাটি প্রায়ই পরিষ্কার এবং স্পষ্টভাবে দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু একে ভাগক্রমে একটি রেখা আর একটি রেখার সঙ্গে মিলছে তার সঙ্গে গণ্ডগোল করে ফেলাটা ঠিক যুক্তিযুক্ত হবে না।

অতি উৎকৃষ্ট চিহ্ন যদি বৃহস্পতির ক্ষেত্রের কোথাও পাওয়া যায়। কোন প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বাবধায়তায়, জনগণকে পরিচালনা করবার ব্যাপারে, অপরকে পরামর্শ দেওয়ার ব্যাপারে, জনগণকে নিয়ন্ত্রণ করবার কাজে, অপরকে পরামর্শ দেওয়ার ব্যাপারে, সরকারী কাজে বা রাজনৈতিক জীবনে এই চিহ্ন শুভ ফল প্রদান করে ( ৭ চিত্র ৪১ )।

শনির ক্ষেত্রে এক চিহ্নটি আধিভৌতিক এবং লুক্কায়িত বিষয়ে বিজ্ঞান সম্বন্ধে, অবৈজ্ঞানিক বিসয়সমূহ সম্বন্ধে গবেষণা করবার প্রতিভা প্রদান করে।

রবির ক্ষেত্রের এই চিহ্নটি শিল্পের সফল প্রয়োগ এবং নিজের সুনাম বা সফলতার এক শান্ত ব্যক্তিত্ব প্রদান করে। যদি কোনও রবিরেখা নাও থাকে কিন্তু এই চিহ্নটি থাকে এবং শিরোরেখাটি যদি ভাল হয় তবে সৌভাগ্যজনক সফলতার নির্দেশ পাওয়া যায়।

বুধের ক্ষেত্রে মানসিক স্থৈর্য প্রদান করে এবং প্রতিভার পরিস্ফুটতা নির্দেশ করে ( ৮ চিত্র ৪১ )।

বুধের নিচে মঙ্গলের ক্ষেত্রের এই চিহ্নটি মানসিক কর্মধারাকে উন্মীলিত করে (৯ চিত্র ৪১ )।

বৃহস্পতির নিচে মঙ্গলের ক্ষেত্রে যুদ্ধ বা যুদ্ধ ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক ভাবধারা দেয় এবং চতুষ্কোণ চিহ্নের মতনই এটি একটি রক্ষা কবচের চিহ্ন এবং বিপদে প্রত্যুৎপন্নমতির নির্দেশ করে ( ১০ চিত্র ৪১ )।

শুক্রের ক্ষেত্রে এই চিহ্নটি কামনা-বাসনার যৌক্তিকতা, বিবেচনা শক্তি এবং প্রবৃত্তির নিয়ন্ত্রণ নির্দেশ করে ( ১১ চিত্র ৪১ )।

চন্দ্রের ক্ষেত্রে এই চিহ্নটি কল্পনার ওপর চিন্তার সমতা নির্দেশ করে (১২ চিত্র ৪১)।

## রহস্যজনক ক্রশ

রহস্যজনক ক্রশ যাকে বলা হয় সচরাচর তা কর-চতুষ্কোণ এর কেন্দ্রে থাকে বা শিরোরেখা এবং হৃদয়রেখার ওপরদেশে বা তলদেশে থাকে।

শিরোরেখা থেকে হৃদয়রেখা এবং ভাগ্যরেখা নিয়েও এই চিহ্নটি গঠিত হতে পারে। এ রেখাটি রহস্যজনক ব্যাপার সম্বন্ধে ক্ষমতা প্রদান করে এবং আধিভৌতিক ক্ষমতায় সাহায্য করে ( ১ চিত্র ৪১ )।

যদি হৃদয়রেখার সঙ্গে বেশী কাছাকাছি বা যুক্ত হয়ে থাকে, তবে কুসংস্কারগ্রস্থ মনে হয়, বিশেষ করে শিরোরেখাটি যদি চন্দ্রের ক্ষেত্রের দিকে ঢালু হয়ে থাকে ( ২ চিত্র ৪২ )। এই চিহ্নটির সঙ্গে শিরোরেখার দৈর্ঘ্যও দেখতে হবে। ছোট শিরোরেখা বিশিষ্ট ব্যক্তি দীর্ঘ শিরোরেখা বিশিষ্ট ব্যক্তিদের চেয়ে অনেক বেশী কুসংস্কারপূর্ণ হবে।

কর-চতুষ্কোণ—এর মোটা দিককার দিকে এটি যদি থাকে, তবে আধিভৌতিক বিষয়ে গঠন বা তার রহস্য ভেদ করবার ইচ্ছা মনে প্রায়ই এসে থাকে ( ৩ চিত্র ৪২ )।

যদি শিরোরেখার থেকে বেরিয়ে শনির ক্ষেত্রের নিচে ভাগ্যরেখা দ্বারা গঠিত হয়, তবে আধিভৌতিক বিষয়ের অধ্যয়ন জাতকের ধ্যান হবে। ( কিরোর হাত দেখুন )

রহস্যজনক ক্রুশের মধ্যে কোন জায়গায় শিরোরেখাটি যদি দেখা যায় কোন স্থানের ওপর দিয়ে উঠেছে তবে জাতক সবরকম আধিভৌতিক বিষয় গভীর মনোযোগ দিয়ে চর্চা করবেন। এদের সচরাচর গভীর অন্তর্দৃষ্টি থাকে এবং ভবিষ্যৎ বলবার ক্ষমতা থাকে।

### কর-চতুষ্কোণ

হৃদয়রেখা এবং শিরোরেখার মধ্যবর্তী স্থানটিকে কর-চতুষ্কোণ বলে ধরে নেওয়া হয়। যদি এই স্থানটি সুচিহ্নিত এবং সম হয়, তবে ক্রমশঃ বিবেচনা শক্তি আশা করা যায়। কারণ সোজাভাবে শিরোরেখা আছে বলে।

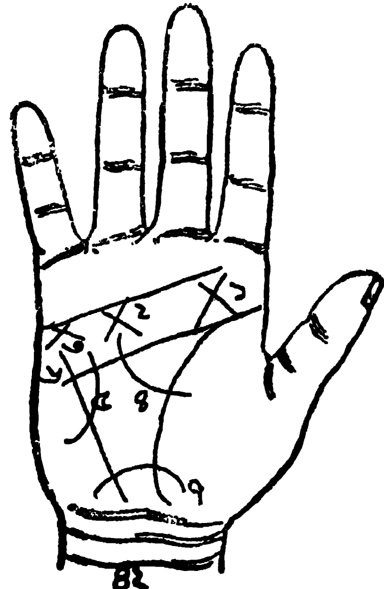
এই হৃদয়রেখা যদি কর-চতুষ্কোণের দিকে ঢালু হয়ে যায়, তবে মায়া-মমতা অনেক সময় বিবেচনা শক্তিকে গ্রাস করে।

শিরোরেখাটি অনেক সময় ওপর দিকে উঠে কর-চতুষ্কোণটি শুরু করে, তবে সে জাতক হৃদয়ঘটিত ব্যাপারে অনেক বেশি বস্তুতান্ত্রিক হবেন।

এই কর-চতুষ্কোণ-এর মধ্যে অর্থহীন রেখা কদাচ সুলক্ষণ নয়। এটা যত পরিষ্কার দেখাবে তত শুভত্ব দেখাবে। এর মধ্যে আমরা হাতের প্রধান প্রধান রেখাগুলির কথা বলছি না, যেগুলি বিভিন্ন ক্ষেত্রে যাবেই।

### মহান ত্রিভুজ

যাকে মহান ত্রিভুজ বলে সেটা আয়ুরেখা, শিরোরেখা এবং স্বাস্থ্যরেখা দিয়ে গঠিত হয় ( ৪ চিত্র ৪২ )। এই ত্রিভুজটি যত বড় হবে তত ভাল দেখাবে, কারণ তাহলে স্বাস্থ্যরেখাটি আয়ুরেখাকে ছোঁবে না বা কেটে বাড়ানোর সম্ভাবনা থাকবে না। আরও একটি বিশিষ্ট কারণ হলো সত্যিকারের বড় ত্রিভুজ হলে শিরোরেখাটি আড়াআড়িভাবে হাতের মধ্যে থাকবে। এইজন্যে নিয়ম মতই জিনিসটাকেই মেনে নেওয়া হয়, যে মহান জিনিসটি যতো বড়ো হবে, জাতকের পক্ষে তত এটা কল্যাণকর হবে।



৪২

### উপরের কোণ

উপরের কোণ ( ৫ চিত্র ৪২ ) যা শিরোরেখায় এটি আয়ুরেখা এবং রেখা দিয়ে গঠিত হয়, তার একটা সীমা থাকা দরকার। এই কোণটি একটু ছুঁচলো

হয়, তবে জাতকের শিরোরেখাটি ভীষণ নিচু দিকে হবে যা মানসিকতার জন্য ভাল চিহ্ন নয় ( ৫ চিত্র ৪২ )।

ওপরদিকে এই কোণটি যদি খোলা হয় তবে জাতক অসতর্কতার জন্য কষ্ট পাবেন এবং বিপজ্জনক বিপদের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়বেন এবং জীবনকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলবেন। যদি মুখ বেশি ফাঁক না থাকে, তবে অভিনেতা এবং অভিনেত্রীদের হাতে বা জনগণের সঙ্গে যাদের সম্বন্ধ আছে তাদের পক্ষে ভাল। এই চিহ্ন নাটক বা অভিনয় সম্বন্ধে সহজাত প্রবণতা দেয় এবং শিরোরেখাটি যদি ভাল হয় মৌলিকতা এবং চিন্তার স্বাধীনতা দেয়।

## মধ্যকার কোণ

মধ্যকার কোণটি গঠিত হয় শিরোরেখা এবং স্বাস্থ্যরেখা দিয়ে ( ৬ চিত্র ৭২ )। এক্ষেত্রে চওড়া কোণ ছুঁচলো কোণ অপেক্ষা অনেক ভাল। কারণ এতে বোঝা যায় শিরোরেখা শুভভাবে আছে।

যদি খুব ছুঁচলো হয় এটা যে শুধুমাত্র আরও ঢালু শিরোরেখা হবে তা নয় স্বাস্থ্যরেখাকে করতলে আয়ুরেখার দিকে টেনে নিয়ে আসবে, সুতরাং স্বাস্থ্যকেও দুর্বল করবে। এই সবরকম নিয়ম তলাকার কোণ সম্বন্ধেও খাটে। যদি খুব ছুঁচালো হয় তাহলে স্বাস্থ্যরেখাকে আয়ুরেখার খুব কাছে নিয়ে আসবে ( ৭ চিত্র ৪২ )।

## ভ্রমণ, সমুদ্রযাত্রা এবং দুর্ঘটনা

ভ্রমণ, সমুদ্রযাত্রার এবং দুর্ঘটনার সম্ভাবনা দু'রকম বোঝা যায়। একটি হচ্ছে চন্দ্রের ক্ষেত্রে রেখাগুলি যা আড়াআড়িভাবে এই সকল ক্ষেত্রের ওপর দিকে থাকে এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে যা আয়ুরেখা থেকে নিচে নেমে চন্দ্রের ক্ষেত্রের দিকে যায়। শেষোক্ত রেখাটি খুব প্রয়োজনীয়।

আরেকটি নির্দেশ পাওয়া যায়, যা একেবারে সম্পূর্ণ ভিন্ন আয়ুরেখা দুটি ভাগে বিভক্ত হয় এবং একটি রেখা চন্দ্রের দিকে যায় ( ১ চিত্র ৪৩ ) এবং অপরটি যেভাবে চলছিল সেইভাবে চলে অর্থাৎ শুক্রের ক্ষেত্রটিকে বেষ্টন করে থাকে ( ২ চিত্র ৪৩ )।

এর মধ্যে প্রথম চিহ্নটি এক দেশ থেকে সম্পূর্ণ অন্য দেশে বাসস্থানের পরিবর্তন ইঙ্গিত করে। এই রেখাটি যদি দ্বিতীয় ব্যক্ত রেখার চেয়ে বেশী সবল হয়, তবে নিজের জন্মস্থান থেকে বহুদূরে দীর্ঘ অবস্থান নির্দেশ করে।

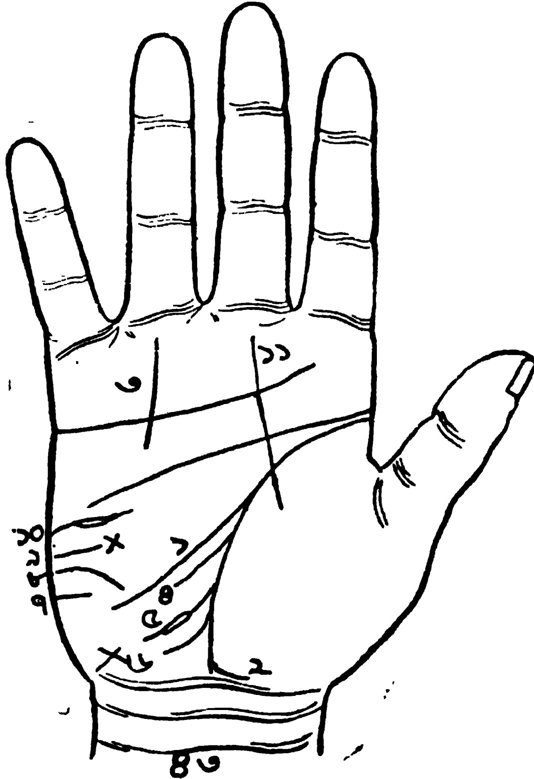
যদি প্রথম এবং দ্বিতীয় রেখাটি কিছুদিন পরে মিলিয়ে যায়, তবে জাতক স্থায়ীভাবে বহু দূরবর্তী দেশে নিজের বসতি স্থাপন করবেন।

আয়ুরেখা যদি নিজের স্থান ত্যাগ করে অপরদিকে যায় বা চন্দ্রের দিকে যায়—তবে বিদেশ বাস করার সম্ভাবনা আরও বেশী উজ্জ্বল হয়। এ যেন জাতকের জন্ম সময়

থেকেই হাতে লেখা আছে যে, তিনি স্বদেশ ত্যাগ করে বিদেশে গিয়ে বসবাস করবেন। এটাই নিয়তি।

একটি আশ্চর্যজনক ব্যাপার যা আমি দীর্ঘদিনের গবেষণায় পেয়েছি যে, জাতকের ঐ বয়সে রবিরেখা যদি ভাল হয় তবে এই পরিবর্তনটি সার্থক হবে। কিন্তু অপরদিকে যদি ঐ বয়:স রবিরেখাটি দুর্বল হয় বা মিলিয়ে যায় তবে অপর দেশে স্থান পরিবর্তন দুর্ভাগ্য নিয়ে আসবে ( ৩ চিত্র ৪৩ )।

এই নিয়মটি যদি সমগ্র আয়ুরেখাটি স্বস্থান ত্যাগ করে বাইরের দিকে চন্দ্রের ক্ষেত্রের দিকে যায়, সে সম্বন্ধে প্রযোজ্য। এতে সৌভাগ্য আসবে কি দুর্ভাগ্য আসবে তা আরও ভাল করে বোঝা যায় যদি ভাগ্যরেখাটি এবং রবিরেখাটি এই পরিবর্তনে দুর্বল হয়ে পড়ে।




এই মহামূল্য গবেষণা আমি যা আমার বহুদিনের অভিজ্ঞতা থেকে অর্জন করেছি, আমার জ্ঞানতঃ দুনিয়াকে কখনও দেওয়া হয়নি।

সূনিম্নগামী রেখাসকল যা আয়ুরেখা থেকে নির্গত হয় সেগুলিও সমুদ্রযাত্রা বা দীর্ঘ ভ্রমণ নির্দেশ করে ( ৩ চিত্র ৪৩ )। এর মধ্যে যদি কোনও রেখা কোনো দ্বীপ-

চিহ্নের ওপর গিয়ে পড়ে তবে যাত্রাটি খারাপভাবে শেষ হয়—সাধারণতঃ নিজের পরিকল্পনার ভুলের জন্যই হবে ( ৫ চিত্র ৪৩ )।

যদি কোনো ক্রস চিহ্ন যত ছোটই হোক না কেন দীপচিহ্নের কাছাকাছি বা ভ্রমণ রেখার শেষে দেখা যায় তবে ভবিষ্যৎ ভ্রমণ নির্দেশ করে। যদি এই ক্রস চিহ্নটি চন্দ্রের প্রকট হয়ে থাকে, বিশেষ করে ক্ষেত্রের নিচে, তবে জলমগ্ন হবার প্রচণ্ড সম্ভবনা থাকে এবং এই বিপদটি আশঙ্কা করা যায়; এমনকি ভ্রমণ রেখাটি যদি শুধুমাত্র এইদিকেই নিশানা করে থাকে এবং সত্যি সত্যিই ক্রস চিহ্নকে স্পর্শ নাও করে ( ৬ চিত্র ৪৩ )।

ডবলিউ টি. স্টিড-এর ডান হাত থেকে এই বিষয়েও খুব পরিস্কারভাবে বোঝা যাবে। আমি পূর্বেই বলেছি, এই চিহ্নটি বারো বছর আগে শ্রীযুক্ত স্টিডকে আমার বলতে সাহায্য করেছিল এবং পুনরায় আবার যখন আমরা লণ্ডনে সাক্ষাৎ করি, এই ঘটনাটি ঘটবার ৯ মাস আগে অর্থাৎ তার ৩৬ বছর বয়সে জলমগ্ন হবার নানা বিপদাশঙ্কা আছে। ঠিক এই ধরনের আর একটি নির্দেশ পাওয়া যায়, যিনি পরে লর্ড কিচেনার হয়েছিলেন এবং ব্রিটিশ সৈন্যের অধিনায়ক হয়েছিলেন, যে কথাটি কাগজে বহুবার প্রকাশিত হয়েছিল। আমি তাকে বলেছিলাম যে, তার ৬৬ বছর বয়সে সমুদ্র দুর্ঘটনা থেকে জীবন শেষ হয়ে যাবে।

শিক্ষার্থীদের এই ভ্রমণরেখাগুলি কি ধরনের বিপদ জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে কোথায় বিপদ আসবে যা তাদের আমি পূর্বে আয়ুরেখা থেকে ভ্রমণরেখা সম্বন্ধে বলেছিলাম এবং কোন্ মাসে কোন্ গ্রহের প্রভাব বেশী থাকে, সেই পাতাগুলি আরেকবার উল্টে পাল্টে দেখে নিতে বলছি।

আগের পরিচ্ছেদে শিরোরেখা সম্বন্ধে আলোচনা করার সময় আমি দেখিয়েছিলাম যে জ্যোতিষের চিহ্নগুলির অর্থ শুধুমাত্র জানলে সচরাচর কোন্ সময়ে কি আঘাত লাগতে পারে তা জানা যায়।

জলমগ্ন হয়ে মৃত্যু হওয়ার বিপদ সম্পর্কে আমি আবার বলছি যে তিনটি চিহ্ন জলরাশির অন্তর্গত। আমি এ বিষয়ে আগের পরিচ্ছেদটি আর একবার পড়তে অনুরোধ করছি এবং যাঁরা ২১শে জুন থেকে ২১শে জুলাই ( জলের প্রথম ঘর , ২২শে অক্টোবর থেকে ২১শে নভেম্বর ( জলের দ্বিতীয় ঘর ) ও ২১শে ফেব্রুয়ারী থেকে ২১শে মার্চ ( জলের তৃতীয় ঘর ) জন্মগ্রহণ করেছেন তাঁরা জলের ঘরের লোক।

তাহলেই তাঁরা বুঝতে পারবেন, সমুদ্রযাত্রা বা ভ্রমণে যে বিপদের সম্ভবনা রয়েছে তা জল থেকে হবে না অন্য কিছু থেকে হবে।

উদাহরণস্বরূপ লর্ড কিচেনার এবং ডবলিউ. টি. স্টিডের জীবনের ঘটনাবলী বিশদভাবে বলবো।

লর্ড কিচেনার ১৮৫০ সালের ৬ই জুন বায়ুর প্রথম ঘর জ্যোতির চিহ্ন মিথুনে জন্মগ্রহণ করেন। শুধুমাত্র এই ব্যাপারটি অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক যদি কেউ এইচ. এম. এস হ্যামশ্যায়ার-এর দুর্ঘটনার সত্যিকারের কারণটি অনুসন্ধান করেন। ১৯১৬ সালের ৫ই জুন হ্যামশায়ারের জাহাজটি প্রচণ্ড ঝড়ের মধ্যে পড়ে গিয়েছিল তার

তীব্রতা 'এত বেশী ছিল যে তার সাথী টর্পেডো বোট ডেস্টয়ার তার সঙ্গে যেতে পারেনি এবং বন্দরে ফিরে এসেছিল।

লর্ড কিচেনারের জন্ম সময় দেখলে তিনি শুধুমাত্র জ্যোতিষ শাস্ত্রমতে বায়ুর প্রথম ঘরে জন্মেছিলেন তাই নয়। রবি প্রাণদাতা ঐ তারিখে কর্কট চিহ্নে পৌঁছেছিলেন যেটি জলের প্রথম ঘর। সুতরাং আমরা বায়ু জলরাশির দুটি বিভিন্ন ঘরে সর্বাপেক্ষা প্রবল যোগাযোগ দেখছি এবং তার হাতে মৃত্যুর কারণ সাইক্লোন এবং জল। আমরা দেখি যে চন্দ্রের ক্ষেত্রে ক্রস চিহ্নটি তাঁর ৬৬ বছরের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে।

আরেকটি আধিভৌতিক বিদ্যাসংখ্যা বিজ্ঞানসংক্রান্ত আমার পুস্তকে বুঝিয়েছি যে তার ৬৬ বছর বয়সটি উপযোগী হয়েছিল। শুধুমাত্র একটি মিশ্র সংখ্যাতে ৬৬তে আনা যায়, তা হচ্ছে ৬+৬ অর্থাৎ ১২। এই সংখ্যার রূপক হচ্ছে লাঞ্ছনা ভোগ করা। এই চিহ্নটি আবার বলি যা অপরের গ্রাস হয় সচরাচর যার অর্থ হচ্ছে যিনি অপরের যন্ত্রণা এবং ষড়যন্ত্রে নিজে বলি হন।

এই কথাটি শুধু লর্ড কিচেনারের সম্বন্ধে লেখা হতো, তবে সেই সময়ে লর্ড কিচেনারের জীবনে যা ঘটেছিল তার চেয়ে সত্যি কিছু হতো না।

১৯১৬ সালের জুন মাসটা প্রথম যুদ্ধের একটা বিপজ্জনক সময়। নানারকম সব ষড়যন্ত্র এই বিখ্যাত সৈনিকের বিরুদ্ধে চলেছিল। তাঁকে এক গোপন কার্যের জন্য রাশিয়া পাঠানো হয়েছিল, কিন্তু যে কোন সৈনিককে পাঠানো যেতে পারতো। তিনি সবরকমেই অপরের পরিকল্পনা এবং ষড়যন্ত্রের বলি হয়েছেন। তার নির্দেশক সংখ্যা হচ্ছে ৬৬ বছর বয়স।

ডবলু. টি. স্টিড ১৮৪৯ সালের ৫ই জুলাই জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তখন রবি ছিল কর্কটে, জলের প্রথম ঘর। তিনি ১৯১২ সালের ১৫ই এপ্রিল টাইটানিক জাহাজ নিমজ্জিত হলে জলমগ্ন হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৩ বছর। ওই বয়সে আয়ুরেখার উল্টোদিকে চন্দ্রের ক্ষেত্রে ক্রস চিহ্ন ছিল।

আমি আর একটা উদাহরণ দিচ্ছি—তিনি হচ্ছেন লেডী ডাফ গর্ডন—যার চন্দ্রের ভ্রমণরেখার শেষে চতুষ্কোণ বা রক্ষা কবচের চিহ্ন রয়েছে।

লেডী ডাফ গর্ডন যিনি প্রসিদ্ধ ব্যবসা প্রতিষ্ঠান লুসিল লিমিটেড-এর প্রবর্তক ছিলেন। ১৮৬৩ সালের ১৩ই জুন জন্মগ্রহণ করেছিলেন। অর্থাৎ তাঁর রবি ছিল বায়ুর প্রথম ঘরে।

তিনি আশ্চর্যজনকভাবে রক্ষা পেয়েছিলেন। তিনিই একমাত্র রমনী যিনি জাহাজটি থেকে রক্ষা পেয়েছিলেন।

এই ভয়ঙ্কর ঘটনা বর্ণনা করতে করতে তিনি আমায় বলেছিলেন, তিনি তাঁর স্বামী স্যার কসমো গর্ডন (২২শে জুলাই কর্কটের শেষ দিন। জলের প্রথম ঘর) এর পাশে দাঁড়িয়েছিলেন এবং যখন বাঁচবার সব আসাই ত্যাগ করেছেন, তখন ওপরের ডেক থেকে একটি বোট ঠিক তাঁরা যেখানে সেইখানে নেমে এল। তাঁর নিজের ভাষায় বলতে গেলে—এটা যেন শূন্য থেকে আমাদের কাছে নেমে এলো। আমার স্বামী

একটি রজ্জু ধরলেন। আমরা কোনরকমে ভেতরে ঢুকলাম এবং কয়েক ঘণ্টা পরে ক্যারপাটিয়ান জাহাজ এসে আমাদের উদ্ধার করলো।

জলমগ্ন হওয়া থেকে এক অকল্পনীয় অব্যাহতি। কিন্তু জন্মদিন সম্বন্ধে আমি যা বলেছি তা যদি কেউ বিশদভাবে লক্ষ্য করেন, তবে দেখবেন লেডী ডাফ গর্ডন জলের ঘর থেকে ৭ দিন পূর্বে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। একেবারে সবশেষ দিনে যে সময়টির জোর সবচেয়ে কম, তাঁরা সময়গুলিরই প্রায় কাছাকাছি ছিলেন। তাই জন্যে তাঁদের মৃত্যুর এত কাছে মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়েছিল।

ভ্রমণরেখা আমি এই পরিচ্ছেদে গোড়ার দিকে বলেছি চন্দ্রের ক্ষেত্রের কনিষ্ঠাঙ্গুলের নিম্নে থাকতে পারে (৭ চিত্র ৪৩)। চন্দ্রের ক্ষেত্রের এই জায়গায় রেখাগুলি ডব্লু. টি. স্টিড এবং লেডী ডাফ গর্ডন দুজনের হাতেই পরিষ্কারভাবে ছিল, যাঁরা বহুবার আটলাণ্টিক অতিক্রম করেছেন, কেবলমাত্র যে রেখাগুলি কোন না কোন মনের উপর বিশেষভাবে ছায়া ফেলে সেই রেখাগুলিই ফুটে ওঠে।

এই ভ্রমণরেখাগুলি নিচু দিকে ঢালু হয়ে থাকে (৮ চিত্র ৪৩)। চন্দ্রের ক্ষেত্রের সঙ্গে সোজা আড়াআড়িভাবে থাকাটা মঙ্গলজনক নয়। প্রধান বিষয়গুলি যেগুলি মনে রাখতে হবে সেগুলি হচ্ছে—যদি এই চন্দ্রের ক্ষেত্রের ভ্রমণরেখাগুলি ছোট দ্বীপ-চিহ্নে শেষ হয়। তবে জলমগ্ন হবার আশংকা থাকে এবং আরও বিশেষ করে যদি ক্রসটি বৃহৎ এবং দৃষ্টি আকর্ষণকারী হয় (৯ চিত্র ৪৩)।

যদি এই রেখাটি দ্বীপচিহ্নে শেষ হয় বা দ্বীপচিহ্নের দিকে যায় তবে এই ভ্রমণ যাত্রা ক্ষতি বা হতাশায় শেষ হবে (১০ চিত্র ৪৩)।

যদি ভ্রমণরেখাটি আয়ুরেখার থেকে আসে বা কনিষ্ঠার নিম্নে চন্দ্রের ক্ষেত্রে ছোট রেখা যদি চতুষ্কোণ-এর মধ্যে বা ওই দিকে যায় তবে প্রবল বিপদ সূচনা করে, তবে আবার এই চিহ্ন বিপদ থেকে অব্যাহতি নির্দেশ দেয়। ওর থেকে বোঝা যায় চন্দ্রের ক্ষেত্রে ছোট ছোট রেখাগুলি, প্রায় আয়ুরেখা থেকে আসা ভ্রমণরেখার মতনই হবে।

আমি আগে উদাহরণ দিচ্ছি যে কি করে ভ্রমণের সময় দুর্ঘটনা বোঝা যায়। এছাড়া অবশ্য আর এক ধরনের বিপদাশঙ্কা বা দুর্ঘটনার চিহ্ন আছে যা যে কোনো সময়েই ঘটতে পারে। এই রেখাটি শনির ক্ষেত্র থেকে এসে আয়ুরেখাকে যে কোন সময়েই ছেদ করে (১১ চিত্র ৪৩)।

শনির ক্ষেত্র থেকে এই রেখাটিকে সহজেই আয়ুরেখা থেকে যে রেখাটি শনির ক্ষেত্রের দিকে গেছে তার সঙ্গে আলাদা করা যায়। এই মারাত্মক রেখাটিতে দেখা যায় যে আয়ুরেখাকে কর্তিত করে যে স্থানে দুটি রেখা মিলছে সেখানেই মারাত্মক বিপদের নির্দেশ দিচ্ছে।

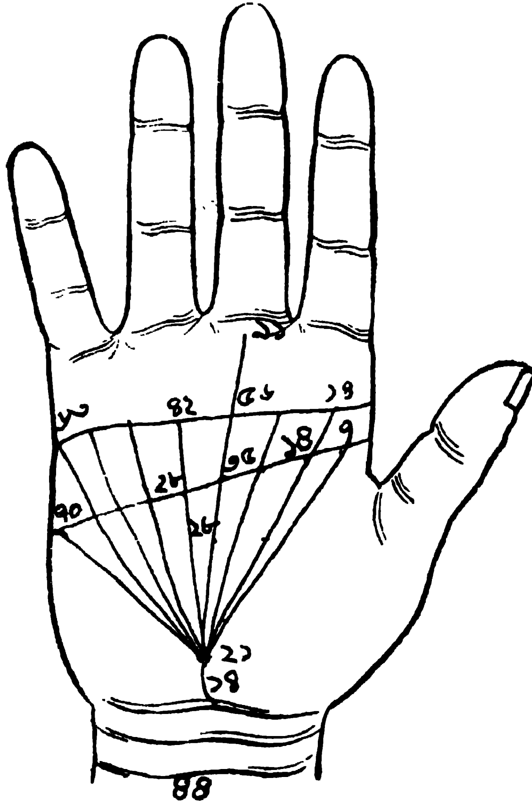
এই বিপদের কারণ বা মারাত্মক চিহ্নের উপযোগিতা বোঝা যেতে পারে যদি পাঠক চতুর্থ পরিচ্ছেদে যা বিশেষ করে আলোচনা করছি তা বিশেষভাবে অনুসন্ধান করেন।

## ষোড়শ অধ্যায়

# সময় বা ঘটনার কাল নিরূপণ—সাতের থিয়োরী

মানবজীবনে কখন এবং কি করে ঘটনা ঘটতে চলেছে বা ঘটে গেছে এইগুলি নিরূপণ করার বিদ্যা বা হিসাব কি করে করা যায় এই সম্বন্ধে বলতে চলেছি। আমি আমার দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতায় তা বুঝতে পেরেছি যে কি করে জীবনের উল্লেখযোগ্য ঘটনাগুলির বয়স নিরূপণ করা যায়।

এখন আমি প্রথমে সাতের প্রণালীর কথা বলতে চলেছি। অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে এটা জানতে পারা গেছে যে মানবজীবনের বৃত্ত সাত বছর অন্তর ঘোরে।




ডাক্তারী বিজ্ঞান থেকে জানতে পারা গেছে যে মানবদেহে সাত বছর অন্তর রক্তসংবহন তন্ত্রের পুরোপুরি পরিবর্তন হয়। মাতৃগর্ভে গর্ভসঞ্চার হবার পর থেকে ভূমিষ্ঠ হবার সময় পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য সাতটি স্তর অতিক্রম করে।

পৃথিবীর ইতিহাসে সাতটি উল্লেখযোগ্য বস্তুর মধ্যে কয়েকটির কথা আমি বলছি। যেমন—পৃথিবীর সাতটি জাতি। পৃথিবীর সাতটি আশ্চর্য বস্তু। সাতটি গ্রহ।

চন্দ্র সাতদিন ধরে বাড়ে। সাতদিন পূর্ণ চন্দ্র হিসাবে থাকে। সাতদিন ধরে চন্দ্র কমতে থাকে। সাতদিন চন্দ্র নিজেকে গঠন করতে থাকে। প্রাচীন ম্যাথী সাতটি সৃষ্টিধর্মী গ্রহের দূরত্ব থেকে ভাওয়েল আবিষ্কার করেছিলেন যা সকল ভাষারই প্রধান ভিত্তি। যেমন—চন্দ্র—a, বুধ—e, শুক্র—ee, রবি—i, মঙ্গল—o, বৃহস্পতি—u, শনি—oo।

পৃথিবীতে সাতটি ধাতু দ্রব্য আছে। প্রত্যেক গ্রহের আবার একটি করে নির্দিষ্ট ধাতু আছে। যেমন, চন্দ্র—রৌপ্য, বুধ—পারা, শুক্র—তাম্র, রবি—স্বর্ণ, মঙ্গল—লোহ, বৃহস্পতি—টিন, শনি—সীসা।

সাত সংখ্যার এত প্রয়োজনীয়তার জন্যই আমি এই সাত সংখ্যাটিকে মানব জীবনের ঘটনাবলীকে উপলব্ধি করার জন্য ব্যবহার করছি।

হৃদয়রেখা, শিরোরেখা এবং ভাগ্যরেখার কি করে সময় এবং ঘটনা দেখতে হয় বা হিসেব করতে হয় তার জন্য ৪৪ নং ছবি দেখে নিন।

প্রাচীন গ্রীকরা হস্তরেখা বিদ্যায় একুশ বছর বয়সটিকে যাকে 'মঙ্গলের ক্ষেত্র' বলে আমি তা ঠিক ধ'রে রেখেছি। একুশ বছর থেকে প'য়ত্রিশ বছর বয়সটি জীবন যুদ্ধের সবচেয়ে বিপজ্জনক সময়। ঠিক এই ভিত্তির ওপর নির্ভর করেই মানব জাতির পরবর্তী প'য়ত্রিশ বছর কাটে।

যদি কেউ জীবনের কেন্দ্রস্থলে তার অস্তিত্বকে বজায় রাখবার জন্য কিছু না করে থাকে, তবে ধরে নিতে পারা যায় যে সে তার পরবর্তী প'য়ত্রিশ বছরের মধ্যেও আর বিশেষ কিছু করতে পারবে না।

এই সময়টিকে হাত দেখাবার সময় অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সময় বলে ধরে নিতে হবে। ভাগ্যরেখা এবং রবিরেখা এই সময় থেকে যদি সুবর্ধন হতে থাকে, তবে বুঝতে হবে সে জাতক বা জাতিকা তাঁদের সব সঞ্চিত শক্তি ক্ষয় করে ফেলেছেন। ধীরে ধীরে অবনতির দিকে চলে যাচ্ছেন।

অন্যদিকে আবার এই কেন্দ্রস্থল থেকে এই রেখাগুলি যদি আরও শক্তিশালী মনে হয় তবে তার অর্থ হচ্ছে জাতক বা জাতিকা জীবন যুদ্ধে ভাল ফল দেখিয়েছেন বা উন্নতির দিকে যাচ্ছেন।

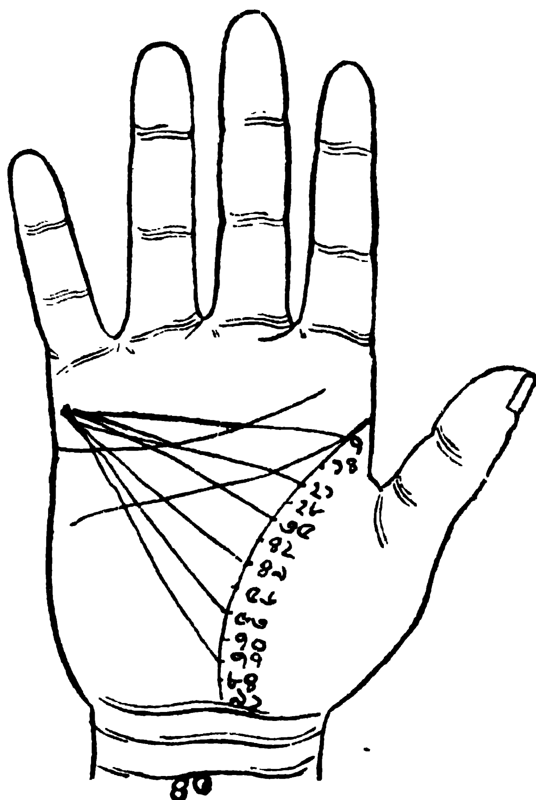
আয়ুরেখা থেকে অসুস্থতা, স্থান পরিবর্তন প্রভৃতি সম্বন্ধে জানতে গেলে যুক্তি সম্মত ভাবে বোঝা যায় যে বুধের ক্ষেত্রে প্রভাবকারী রেখা আয়ুরেখার দিকে আসবে। (ছবি—৪৫)।

স্বাস্থ্য সম্বন্ধে কিছু বলতে গেলে যা আমি পূর্বে বলেছি। স্বাস্থ্যরেখা শুরু হয়েছে বুধের ক্ষেত্রে থেকে, নেমে এসেছে নিচে আয়ুরেখায় এবং যে স্থানে এই রেখাটি অপর রেখায় কর্তন করেছে সেইটি জীবন মৃত্যুর সন্ধিক্ষণ। এ যেন মনে হয় অবচেতন মস্তিষ্কের নির্দেশে কাজ করে, যেন আগে থেকেই জানতে পেরেছিল রোগের জীবাণুগুলি কিভাবে আমাদের ধ্বংস করবে এবং সেই চিহ্নই আয়ুরেখায় পড়েছে।

এটা ঠিক যে বুধের ক্ষেত্র থেকে স্বাস্থ্যরেখা যদি আয়ুরেখার দিকে যায় তবে

জাতক বা জাতিকার মেজাজ চড়া হবে। এর ফলেই জাতক বা জাতিকা সর্বদা উদ্বিগ্ন-মনা এবং চিন্তান্বিত হবেন।

শুক্রের ক্ষেত্র থেকে আয়ুরেখার দিকে যাদের এই রেখা আছে তাদের এই আনন্দের কথাই বলতে চাই যে—হাতের স্বাস্থ্যরেখার মত আর কোন রেখাই এত পরিবর্তনশীল নয়।



৪৫

এটা লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, কয়েকবছর পর পর যদি হাতের ছাপ নেওয়া যায় তবে এই স্বাস্থ্যরেখাটি হয় বর্ধিত হচ্ছে না হয় কেটে যাচ্ছে। আমি যতদূর দেখেছি যে এই জাতক বা জাতিকা তাঁর উদ্বিগ্নভাবকে এত প্রশমিত করতে পেরেছিলেন এবং সব জিনিসকে চিন্তাধারার মধ্যে আনতে শিখেছিলেন, যার ফলেই এই রেখাটি একেবারে পুরোপুরি মুছে গেছে।

আয়ুরেখায় স্নায়বিক দৌর্বল্য ও শারীরিক অসুস্থতা দেখতে হলে হাতের অপর-দিকে স্বাস্থ্যরেখার অবস্থান দেখতে হবে।

যদি আয়ুরেখার একই সময়ে 'দ্বীপচিহ্ন' দেখা যায় এবং অপরদিকে স্বাস্থ্যরেখাটি

গভীরভাবে দেখা যায় এবং এই স্বাস্থ্যরেখাটির ওপর যদি 'দ্বীপচিহ্ন' থাকে তবে বুঝতে হবে সাংঘাতিক রকমের অসুখ হবে এবং তা সারতেও অনেক সময় লাগবে।

অসুখ কি ধরনের হবে এবং তা আয়ুরেখায় কত বয়সে সেটা নির্দেশ করছে তা হাতের অনেক অংশ পর্যবেক্ষণ করে বলতে হবে। রোগের প্রবণতা সম্বন্ধে জানতে গেলে হাতের নখগুলিও দেখতে হবে।

## সপ্তদশ অধ্যায়

## পাগলের লক্ষণ

মানুষের হাত এমন অদ্ভুত জিনিস, যে তা থেকে বোঝা যাবে যে, কোন লোক পাগল হবে কিনা এবং সে পাগল হলে সেটা বংশগত, না ঘটনা চক্রের বিবর্তন? বর্তমান পরিচ্ছেদে আমি এ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করছি।

একথা মনে রাখতে হবে যে, স্বাভাবিক মানসিকতার থেকে কিছু অস্বাভাবিক বা পরিবর্তন ঘটলে মানুষ পাগল হয়। শিরোরেখা চন্দ্রের দিকে নামলেই বোঝা যায় যে লোকটি কল্পনাপ্রবণ এবং তার বাস্তব জ্ঞান কম। যদি লোকটির হাত চৌকো, আদিম দার্শনিক বা চেপ্টা হয় তাহ'লে এই ভাব বেশী হয়। যদি একটি সামান্য শিশুর হাতে বা নারীর হাতে এ ধরনের রেখা দেখা যায়, তাহলে বুঝতে হবে তাদের মনের ভারসাম্য নষ্ট হতে পারে এবং তার ফলে তাদের পাগলামীর ভাব প্রকাশিত হতে পারে।

যদি এই ধরনের শিরোরেখাযুক্ত হাতে শনির ক্ষেত্রে অশুভ হয় তাহলে বুঝায় যে, তারা জন্ম থেকেই জেদি অথচ কল্পনাপ্রবণ মন নিয়ে জন্মেছে। এরা হয় গম্ভীর, হতাশাগ্রস্থ, অন্যায় পথগামী এবং তাদের মনের ভারসাম্য একেবারে থাকে না।

এই ধরনের হাতে, শিরোরেখায় যদি ছোট্ট দ্বীপচিহ্ন থাকে তাহলে তাদের সাময়িক মনের বিকার বা সাময়িক পাগলামির লক্ষণ প্রকাশ পেতে পারে। তবে চিকিৎসা করলে ধীরে ধীরে তাদের মনের অবস্থা ঠিক হয়ে যায়।

যদি এই ধরনের শিরোরেখা শৃংখলযুক্ত হয় এবং বৃদ্ধাঙ্গুলী সুগঠিত না হয় তাহলে তারা হয় জন্মগত মূর্খ।

যদি বৃদ্ধাঙ্গুলী গদার মত এবং শিরোরেখা এ ধরনের থাকে, তাহলে তারা যৌনতার তাগিদে অথবা আত্মরক্ষার জন্য খুন করতে পারে। এদের মধ্যে সূক্ষ্মভাবে একটি হত্যার প্রবণতা থাকে।

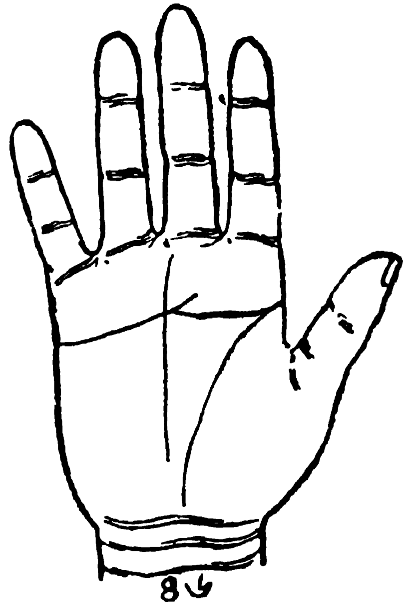
তবে এ ছাড়াও তাদের মধ্যে পাগলামি ভাব, জেদি ভাব এবং ভয়ংকর হতাশার ভাব থাকে। তার ফলে এদের পক্ষে সাময়িক আত্মহত্যার প্রবৃত্তি আসতে পারে। যদি শিরোরেখা থেকে নিম্নাভিমুখি রেখা নেমে আসে তাহলে বোঝা যাবে, যে বয়স থেকে

এই ধরনের রেখা নামছে, সেই বয়স তাদের পক্ষে অশুভ। ঐ সব বয়স সম্পর্কে তাদের সাবধান করে দেওয়া কর্তব্য।

আমি এর আগেই আলোচনা করেছি যে শিরোরেখা হাতকে প্রধান দুটি ভাগে বিভক্ত করে। উপরের অংশ মন এবং নিচের অংশ বাস্তবতা। যদি শিরোরেখা হাতের অতি উপরে অবস্থান করে তাহলে সেই মানুষ হয় অনেকটা পাশবিক ভাবাপন্ন এবং প্রবৃত্তির তাড়নায় সে সব কাজে এগিয়ে যায়। তার মধ্যে ছয় রিপুর প্রবণতা বেশী হয়। এই ধরনের লোকদের বে-আইনি কাজ এবং মারামারি খুনোখুনি প্রভৃতির প্রবৃত্তি থাকে।

যদি শিরোরেখা উঠে হৃদয়রেখার সঙ্গে মিশে যায় তাহলে সে লোক প্রায়ই অন্যের দ্বারা পরিচালিত হয় এবং তার ফলে জীবনে অনেক প্রতারিতও হয়। কিন্তু যদি সেই লোকের মাথা একবার গরম হয় তাহলে নরহত্যা পর্যন্ত করতে পারে—সে একটাই হোক বা বিশটাই হোক। প্রকৃত কথা হলো তাদের মনের মধ্যে একটা অস্বাভাবিকতা থাকে। নিজের স্বার্থের জন্য তারা যে কোন কাজ করতে পিছপা হয় না।

এখন মজার কথা হলো এই যে, তাদের হাত দেখে ঠিক কোন্ বয়সে তারা অন্যায় কাজ করবে এবং নিজের ধ্বংস ডেকে আনবে সে বিষয়েও ভবিষ্যদ্বাণী করা যায়। যদি শিরোরেখা এবং হৃদয়রেখা শনির ক্ষেত্রে একত্রে মিশে যায়, তাহলে ২৫ বছরের কাছাকাছি অশুভ ভাব নির্দেশ করে। যদি এটা রবিরক্ষেত্রে একত্রে মিশে যায় তাহলে এটি ৪৫ থেকে ৫০ বছর সময় নির্দেশ করে। যদি শনি এবং রবির মাঝামাঝি জায়গায় মেশে তাহলে ৩৫ বছরের কাছাকাছি নির্দেশ করে। তবে এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই যে, তাদের জীবনে একটা ভয়ঙ্কর কিছু ঘটবে। যদি বৃহস্পতি এবং শুক্রের ক্ষেত্র শুভ থাকে, তাহলে এরূপ ঘটনা ঘটে সাময়িক বিভ্রান্তি বা উন্মাদনায়—কিংবা এরূপ ঘটনা ঘটতে ঘটতে আটকে যেতেও পারে। কিন্তু ঐ দুটি ক্ষেত্র অশুভ হলে জাতক হাসতে হাসতে যখন তখন যা কিছু অন্যায় করে ফেলতে পারে। মনুষ্যত্ব, দয়া, মায়া, মমতা প্রভৃতি কিছুই তাদের জীবনে থাকে না। তারা যেন চীৎকার করে বলে, কোনো ফলাফল আমি মানতে চাই না,—'কি বীজ আমি বুনছি এবং তাতে কি ফসল হবে তা আমি জানতে চাই না।'



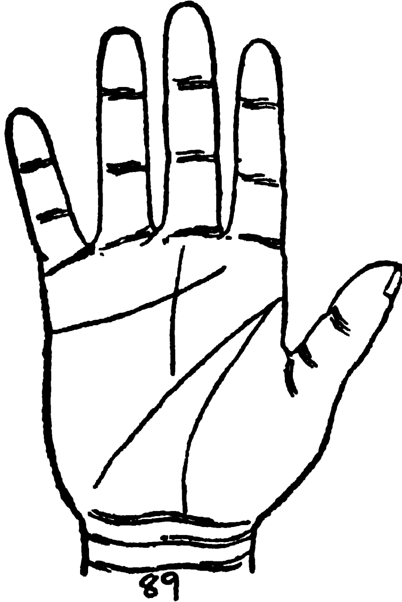
এখানে আর একটা কথা। যদি শনির ক্ষেত্রে যব এবং তিল থাকে তাহলে সেটিকে অনেকে খুনির চিহ্ন বলে মনে করেন।

কিন্তু আমার মতে, যদি আগের চিহ্নগুলি না থাকে, তাহলে জাতক হয়তো অন্যায়কারী হতে পারে কিন্তু খুনি না হতেও পারে।

## আত্মহত্যার প্রবণতাযুক্ত হাত

মানুষ আত্মহত্যা করে কেন? পৃথিবীতে মানুষ তার চারপাশের সবাইকে ভালবাসতে চায়। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, জানা-অজানা প্রিয়জন থেকে শুরু করে চারপাশের জীবজন্তু, গাছপালা, সবকিছুকেই ভালবেসে মানুষ জীবনধারণ করতে চায়। এর ওপরে মানুষ সবচেয়ে ভালবাসে নিজেকে। তাহলে এই সুন্দর পৃথিবী ছেড়ে সে চলে যেতে চায় কেন? নিজেকে এত ভালবেসেও সে আত্মহণন করতে যায় কেন?

অত্যন্ত ভয়ঙ্কর কোন দুঃখ, শোক, ব্যথা, বেদনা, উদ্বেগ প্রভৃতি যখন মানুষের জীবনে আসে তখন আত্মসম্বরণ করা মানুষের ধর্ম। কিন্তু যাদের মধ্যে এই আত্মসম্বরণ করার ক্ষমতা কম বা মনের জোর কম তাদের মধ্যে একটি ভয়ঙ্কর তাড়িৎ প্রবাহের মত আচমকা আত্মহণনের প্রবৃত্তি মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। তাদের বিচার শক্তি লোপ পায়। তারা নিজের চোখ দিয়ে দেখে না, নিজের কান দিয়ে শোনে না, নিজের দৃঢ় বিচার-বুদ্ধি সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলে। তাই বলা চলে আত্মহত্যা একটি সাময়িক পাগলামির লক্ষণ।


৪৭

এখানে আমি আদালতের জুরিদের ভাষায় বলছি, 'Committed suicide while the balance of mind was disturbed—অর্থাৎ মনের সমত্বরক্ষা করতে পারেনি বলেই আত্মহত্যা করেছে।

এখন প্রশ্ন হলো, তাদের মনের সমত্বরক্ষা হয় না কেন? তারা জানে, তাদের মৃত্যুর পর কি ঘটবে। মাতা, পিতা, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, প্রিয়জন হয়তো আকুল হয়ে কাঁদবে। পৃথিবীর সকলে তাদের জন্য মমত্ববোধ করবে বা সহানুভূতি জানাবে, এই পৃথিবীর সুন্দর আলো বাতাস থেকে সে চিরবঞ্চিত হবে। সব শেষে পুরোহিত বা পাদ্রী ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করবে—"হে ঈশ্বর, তুমি এই সাময়িক পাগলামির শিকারকে তার পাপ থেকে মুক্তি দাও।"

এখন দেখা যাক্ এইরূপ প্রবৃত্তি আসে কেন? তাদের মস্তিষ্কে বা ব্রেণে রক্ত সঞ্চালন হয়তো সাময়িকভাবে কমে যায়।

চন্দ্রের ক্ষেত্র যদি অত্যন্ত ঢালু হয় এবং শিরোরেখা সোজা চন্দ্রের ক্ষেত্রে ঢালু হয়ে নেমে আসে তাহলে সংবেদনশীলতা প্রকাশ পায়। তারা হয় অত্যন্ত কল্পনাপ্রবণ কিন্তু সেই সঙ্গে কোন দুঃখ, ব্যথা, বেদনা তারা সহ্য করতে পারে না। এইসব লোকেদের যদি শনির ক্ষেত্র বেশী উঁচু হয় তাহলে তাদের মধ্যে একদিকে আসে অত্যন্ত জেদীভাব, অন্যদিকে ভয়ংকর হতাশার ভাব। অনেক সময় এই অতিরিক্ত হতাশা তাদের আত্মহত্যার কারণ হয়। তারা এই দুঃখজনক পৃথিবীটাকে তাদের বাসস্থান হিসাবে নিতে পারে না।

যদি কৌণিক বা শিল্পী হাতে শিরোরেখা চন্দ্রের দিকে অতিরিক্ত ঢলে পড়ে তাহলে তাদের মধ্যেও এইরূপ মানসিক প্রবণতা আসতে পারে।

আবার অনেক সময় দেখা যায়, শিরোরেখা চন্দ্রের দিকে নেমে এলেও চন্দ্রের ক্ষেত্রটি উন্নত হয় এবং শনির চেয়ে বৃহস্পতির ক্ষেত্র উচ্চ এবং সুস্পষ্ট হয় তা হল কিছুটা বিচার বুদ্ধিসম্পন্নর লক্ষণ।

এই ধরনের লোকেরা বিপদে বা দুঃখে অত্যন্ত ম্রিয়মাণ হতে পারে, তবে তারা জীবনের জুয়াখেলায় সহজে হার মানতে চায় না। তাই তারা সাধারণতঃ আত্মহত্যার শিকার হয় না।

চন্দ্রের ক্ষেত্র দুর্বল হলেও এবং শিরোরেখা চন্দ্রে নেমে এলেও আত্মহত্যা থেকে রক্ষা করতে পারে সুন্দর বৃহস্পতি, মঙ্গল এবং রবি। এদের মনের জোর হয় বেশী, তাই চন্দ্র তাদের ডোবাতে পারে না। তবে মঙ্গল সম্বন্ধে একটা কথা—এইরূপ ক্ষেত্রে মঙ্গলের ক্ষেত্র বেশী উচ্চ হলে আবার জাতককে হত্যাকারীতে পরিণত করতে পারে।

## হত্যাকারীর হাত

মানুষ কেন হত্যাকারীতে পরিণত হয় তা আগে বিচার করে দেখা কর্তব্য।

১। হত্যাকারী নিজের হত্যার প্রবৃত্তির মধ্যে খুন করে। হত্যা যেন তার কাছে একটা নেশার মতো।

২। লোভ বা প্রাপ্তির আশায় খুন করে। এদের উদ্দেশ্য থাকে আর্থিক লাভ।

৩। দুরন্ত হত্যাকারী—যারা আনন্দের মধ্যেই হত্যা করে থাকে। হত্যাই যাদের আনন্দ। অন্যের চেষ্টাই যেন এদের কাছে এক পরম আনন্দ।

এদের হাতের বৈশিষ্ট্য হলো—

(১) হাতের আঙ্গুল সরু সরু এবং হাত খুব শক্ত হবে।

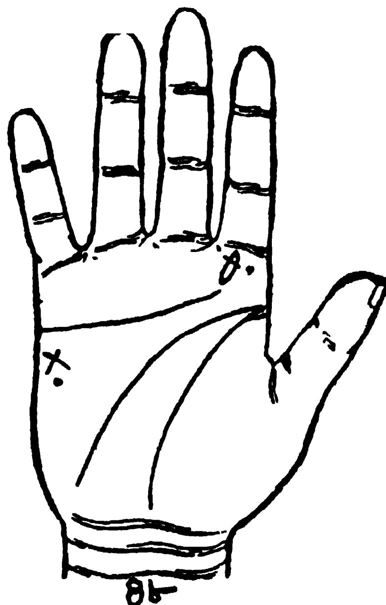
(২) হাতের আঙ্গুল ভেতরের দিকে কিছুটা বক্র হবে।

(৩) বৃদ্ধাঙ্গুলী বেঁটে হবে। কখনো বা বৃদ্ধাঙ্গুলীর প্রথম পর্ব গদার মত হবে।

(৪) শিরোরেখা চন্দ্রের দিকে ঢলে পড়ে।

(৫) অনেক সময় মঙ্গলের ক্ষেত্র বিশেষ উচ্চ হয়। ক্রস বা তিল থাকে।

(৬) বৃহস্পতির ক্ষেত্র নীচস্থ বা অশুভ হয়। যব বা তিল থাকে।
(৭) শনির ক্ষেত্র অনেক সময়ই সুউচ্চ হয়।
(৮) শুক্রের ক্ষেত্র নিচস্থ হলে এরা হয় সাধারণ হত্যাকারী। আর যদি শুক্র খুব



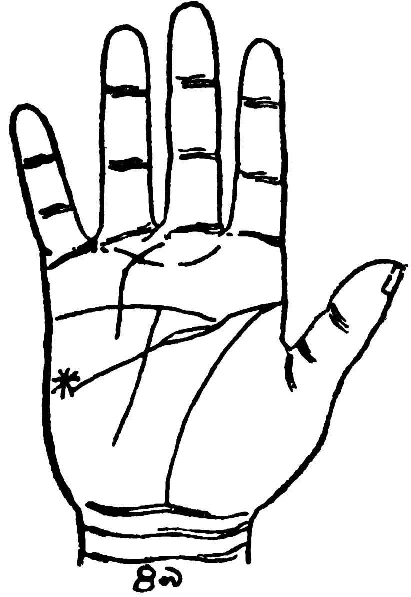

উচ্চ হয় তাহলে এরা হয় সুকৌশলী হত্যাকারী। উচ্চ শুক্রের হত্যাকারীরা সাধারণতঃ অস্ত্র দিয়ে হত্যা করে না। এরা এমনভাবে বিষ প্রভৃতি দিয়ে হত্যা করে যাতে জজ-সাহেব পর্যন্ত বিচারের সময় বলতে বাধ্য হন—এটি স্বাভাবিক মৃত্যু।

## অষ্টাদশ অধ্যায়

## লেডি ইনফ্যাণ্টা ইউলেলিয়ার হাত

ইনফ্যাণ্টা ইউলেলিয়া ছিলেন স্পেনের একজন খ্যাতনামা বুদ্ধিমতী. আকর্ষণীয় মহিলা। স্পেনের ভূতপূর্ব রাজার কাকীমা ছিলেন তিনি। তিনি বুদ্ধির জোরে বিশেষ একটি উচ্চ পোজিশন লাভ করেছিলেন। কিন্তু তাঁর অতিরিক্ত দুঃসাহসিক এ্যাডভেঞ্চার প্রভৃতির জন্যে তাঁর বিবাহিত জীবন ব্যর্থ হয়, তাঁর দুর্নাম ছড়িয়ে পড়ে এবং তাঁর পতন ঘটে।

তিনি সুন্দর গান গাইতে, বাজনা বাজাতে, ছবি আঁকতে পারতেন। রাইফেল হাতে ঘোড়ায় চড়ে তেজী শিকারীর মত ছুটতে পারতেন। বহু লোককে আকর্ষণের ক্ষমতা তাঁর ছিল।


৪৯

১। তাঁর রবিরেখা নিচের দিকে শুভ ছিল ওপরের দিকে তা চলে শনির দিকে গিয়েছিল।

২। তাঁর হৃদয়রেখা বেঁকে গিয়েছিল নিচের দিকে।

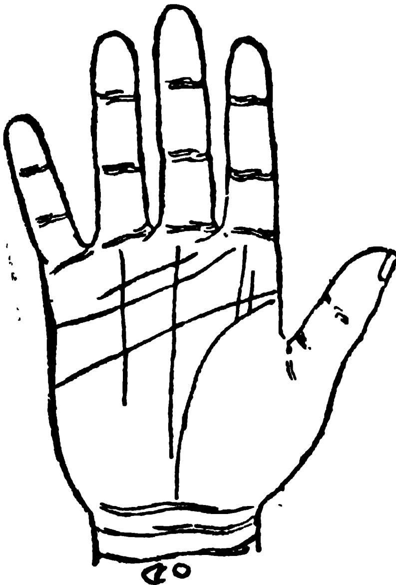
৩। ভগ্ন শুক্রবন্ধনী ছিল হাতে।

৪। শিরোরেখার মাঝে ছিল একটা যব, ঠিক কেন্দ্রে।

৫। শিরোরেখা মঙ্গলে গিয়ে সেখানে ছিল একটা তারকা চিহ্ন।

এর ফলে তিনি ইউরোপের সব ভাষা অনর্গল বলতে পারতেন বটে, তবে তার শেষ পরিণতি অশুভ হবে এই নির্দেশ পাওয়া যাচ্ছিল।

## জেনারেল স্যার বুলারের হাত


৫০

স্যার বুলার ছিলেন একজন বিখ্যাত মিলিটারী জেনারেল। তাঁর সংগঠন শক্তি, যুদ্ধবিদ্যা প্রভৃতির ক্ষেত্রে বিরাট পাণ্ডিত্য ছিল। নিজের সব লোক তাঁর আদেশ শুনতো। কিন্তু সবশেষে তাঁর পতন ঘটেছিল।

১। শিরোরেখা এবং হৃদয়রেখা সমান্তরালভাবে তাঁর হাত জুড়ে ছড়িয়ে ছিল। এই দুটি রেখা বৃহস্পতির ক্ষেত্রের চিহ্ন থেকে শুরু হয়েছিল।

২। আয়ুরেখা থেকে কটি রেখা উঠে বৃহস্পতির ক্ষেত্রে গিয়েছিল।

৩। হাতটি ছিল লম্বা এবং মননশীল ধরনের হাত।

৪। কনিষ্ঠা আঙুলের গঠন ভাল ছিল না। তার ফলে তিনি ভাল বক্তা হয়েও ঠিক সময়মত কথা বলতে পারতেন না।

৫। ভাগ্যরেখা ও রবিরেখা শুভ ছিল। কিন্তু একটি রেখা রবিরেখাকে কেটে শনির ক্ষেত্রে গিয়েছিল। এটি ভাগ্যরেখাকেও কেটে দিয়েছিল। এটিই হয় পতনের মূল।

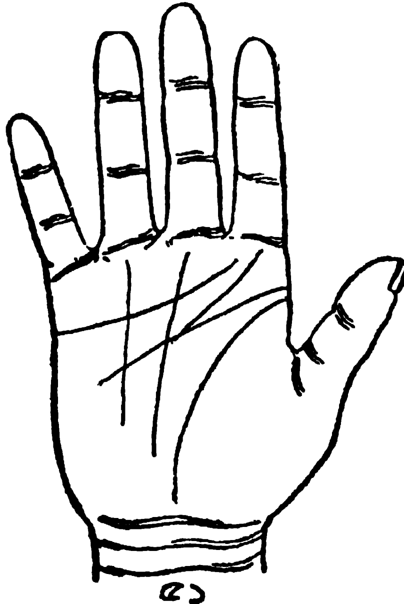
৬। বৃহস্পতির ক্ষেত্র খুব উচ্চ ছিল। তাঁর মধ্যে একটি বিশেষ সংগঠন শক্তি ছিল।

কিন্তু রবিরেখাকে ও ভাগ্যরেখাকে ঐ রেখাটি কেটে শনির ক্ষেত্রে গিয়ে তাঁর পতন ডেকে আনে।

তিনি প্রথম জীবনে বহু সাফল্য অর্জন করলেন। কিন্তু পরে শেষ জীবনে রবিরেখাকে কেটে ও ভাগ্যরেখাকে কেটে বুয়র যুদ্ধে তাঁর অসাফল্য ডেকে নিয়ে আসে। তাঁর কর্মচ্যুতি ঘটে।

## স্যার আর্থার সুলিভ্যান কার্টের হাত

স্যার আর্থার তাঁর সঙ্গীতকলার জন্য বিশ্বে বিখ্যাত এক ব্যক্তিত্ব। তাঁর শিরোরেখা ও আয়ুরেখার মধ্যে ফাঁক ছিল। শিরোরেখা চন্দ্রের দিকে কিছুটা নেমে এসেছিল। চন্দ্রের ক্ষেত্র খুব শুভ ছিল। ফলে উদ্ভাবনী শক্তি ছিল প্রচুর।



৫১

একটি ভাগ্যরেখা শুভ ছিল। দ্বিতীয় একটি ভাগ্যরেখা শিরোরেখা থেকে উঠে বৃহস্পতির ক্ষেত্রে গিয়েছিল।

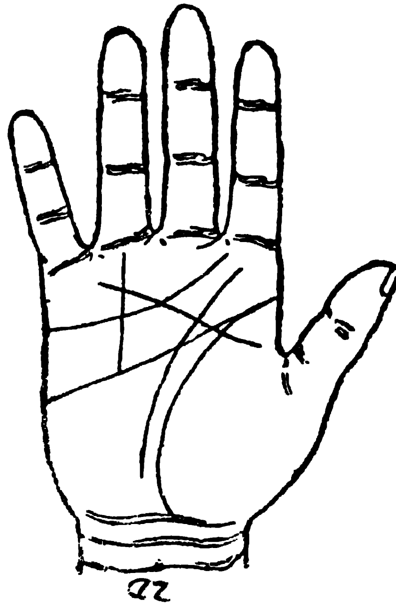
রবিরেখা খুব সুন্দর ছিল। ফলে তিনি জীবনে নাম, অর্থ, সম্পদ সব পেয়েছিলেন।

## উইলিয়াম হোয়াইট্‌লির হাত

উইলিয়াম হোয়াইট্‌লি ছিলেন ইংলণ্ডের একজন বিখ্যাত ব্যবসায়ী। তিনি সরবরাহ ব্যবসার জন্যে খ্যাত ছিলেন। একটি সূঁচ থেকে একটি জাহাজ পর্যন্ত তিনি সবসময় সরবরাহ করতে পারতেন। যে কোনও জরুরী সময়েও তিনি সব সরবরাহ করতে পারতেন।

তাঁর আঙ্গুলের মাথাগুলি প্রায় সমান ছিল।

১। ভাগ্যরেখা এবং রবিরেখা খুব ভাল ছিল। ভাগ্যরেখা বৃহস্পতির ক্ষেত্রে গিয়েছিল।




২। শিরোরেখা, আয়ুরেখা ও হৃদয়রেখা শুভ ছিল।

৩। একটি অশুভ রেখা প্রথম মঙ্গলের ক্ষেত্র থেকে উঠে গিয়ে ভাগ্যরেখাকে কেটে রবিতে শেষ হয়েছিল।

আমি তাঁর হাত দেখে বলেছিলাম, এই বয়সে আপনার বিরাট বিপদ আছে।

তিনি প্রশ্ন করেন—কতদিন পরে ?

আমি উত্তর দিই—আর তেরো বছর পরে।

আমার উত্তর সঠিক হয়। তেরো বছর পরে তিনি তাঁর অফিসে অজ্ঞাত আততায়ীর গুলিতে নিহত হন।

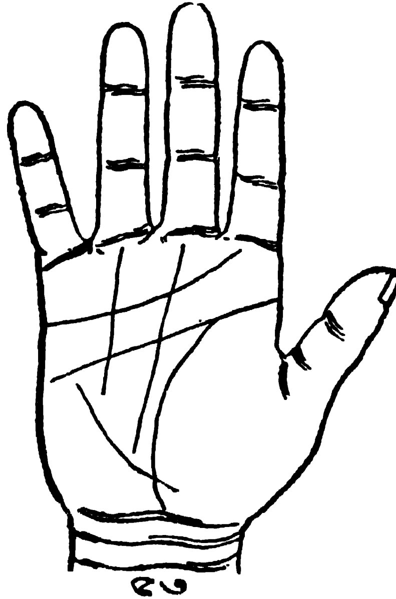
## জোসেফ চেম্বারলেন এবং তাঁর পুত্র স্যার অস্টেন চেম্বারলেনের হাত

জোসেফ চেম্বারলেন ইংলণ্ডের M.P.। তাঁর পুত্রও সরকারী পদে পিতার চেয়েও উন্নত হন। পিতা ও পুত্রের দুটি হাতে অদ্ভুত সাদৃশ্য ছিল।

১। দুজনের শিরোরেখা, হৃদয়রেখা ও আয়ুরেখা শুভ ছিল।

২। দুজনের রবিরেখা ও ভাগ্যরেখা শুভ ছিল।

৩। দুজনের ৬৩ এবং ৬৫ বছর বয়সে একটি রেখা যা স্বাস্থ্যরেখার মত ছিল, তা আয়ুরেখাকে কেটে নিচে গিয়েছিল।



৫৩

ঠিক ঐ বয়সে তাঁরা সত্যই অসুস্থ হন এবং তাঁরা অসুস্থতার জন্য কর্মত্যাগ করতে বাধ্য হন। স্নায়বিক দুর্বলতা তাঁদের প্রধান অসুখ ছিল।

## কিরোর নিজের হাত

কিরোর হাতের তখন কতকগুলি বৈশিষ্ট্য ছিল, যার জন্য তিনি বিশ্ববিখ্যাত জ্যোতিষী ও হস্তরেখাবিদ্ হতে সক্ষম হন।

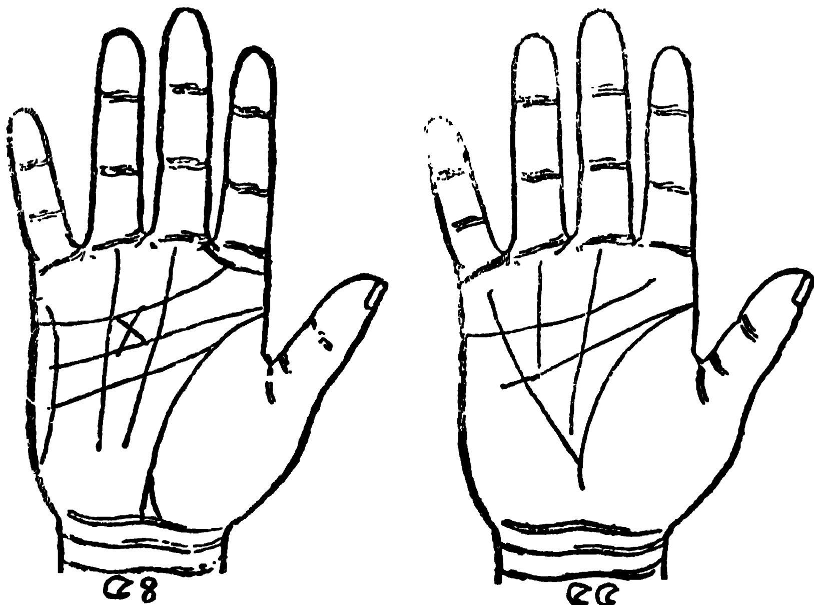
১। কিরোর ডান হাতে দুটি শিরোরেখা ছিল, বাঁ হাতে ছিল মাত্র একটি। কিন্তু দুটি শিরোরেখাই ছিল সুগঠিত।

কিরোর বয়স যখন প্রায় তিরিশ তখন তাঁর ডান হাতে দ্বিতীয় উপরের শিরোরেখাটি স্পষ্ট ফুটে ওঠে।

২। তাঁর হৃদয়রেখা, আয়ুরেখা, রবিরেখা, ভাগ্যরেখা, সুগঠিত ছিল।

এর ফলে তাঁকে দুই ধরনের জীবন-যাপন করতে হয়। তিনি একদিকে ছিলেন সাহিত্যিক ও কবি—অপরদিকে বিরাট জ্যোতিষী।

৩। সলোমান বন্ধনী ছিল তাঁর হাতে।




২৪ ঘণ্টা বয়সযুক্ত শিশুর হাত

শিশুর হাত পরবর্তী জীবনে অনেক পরিবর্তিত হয়ে যায়। তবে তা সত্ত্বেও শিশুর হাতের প্রধান প্রধান রেখা দেখে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কিছু কিছু বলা যায়।

একটি শিশুর হাতে আমি দেখি হৃদয়রেখা, শিরোরেখা ও আয়ুরেখা সুগঠিত। রবিরেখা ও ভাগ্যরেখাও স্পষ্ট। আমি নির্দেশ করি, এ জীবনে উন্নতি করবে প্রচুর। পরবর্তীকালে সে একজন বিখ্যাত ব্যবসায়ী হয়েছিল।

তবে শিশুদের হাত পরবর্তীকালে পরিবর্তন হয় বলে তাদের বিচারে সঠিক মতামত দেওয়া কঠিন।

## ম্যাডাম সারা বার্ণাডের হাত

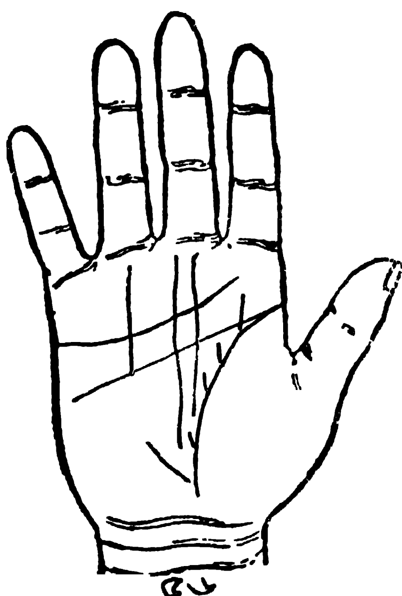
ম্যাডাম সারা ১৬ বছর বয়সে অভিনেত্রী হিসাবে জীবন শুরু করেন। ২৬ বছর বয়সের মধ্যে তাঁর খ্যাতি সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। তিনি দীর্ঘায়ু হন এবং প্রায়

৯৮ বছর বয়সে দেহত্যাগ করেন। তিনি প্রচুর খ্যাতি, যশ, অর্থ সম্পদেরও অধিকারিণী হন।

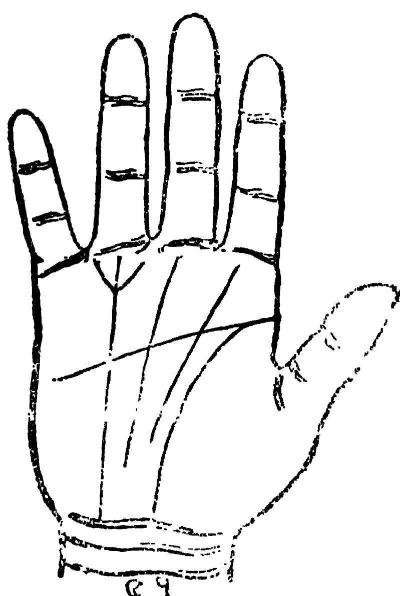
১। তাঁর হাতে শিরোরেখা এত সুন্দর ছিল, যেন একটি কালির দাগ টানা।

২। ভাগ্যরেখা, রবিরেখা শুভ ছিল। ভাগ্যরেখা ছিল দুটি।

৩। আয়ুরেখা থেকে অনেক রেখা উঠেছিল কিন্তু পর পর। ওগুলি তাঁর জীবনে বার বার সাফল্যের নির্দেশ করে।



৫৬



৫৭

৪। তিনি বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত অটুট স্বাস্থ্যের অধিকারিণী ছিলেন—কারণ তাঁর স্বাস্থ্যরেখা সামান্য উঠে বন্ধ হয়ে যায়।

## লর্ড লিটনের হাত

লর্ড লিটন যে শুধু একজন বিখ্যাত রাজপুরুষ ছিলেন, তাই নয়। তিনি ছিলেন একজন দার্শনিক, কবি ও প্রকৃত শিল্পী।

(১) তাঁর হাতে রবিরেখা প্রায় মণিবন্ধ থেকে উঠে রবির ক্ষেত্রের শেষ পর্যন্ত ছিল।

(২) তাঁর হাত ছিল শিল্পীর হাত।

(৩) শিরোরেখা, আয়ুরেখা সুন্দর ছিল। রবিরেখা ছাড়া তাঁর দুটি ভাগ্যরেখা ছিল শনি এবং বৃহস্পতির ক্ষেত্রে।

(৪) রবির ক্ষেত্রে ত্রিশূলের মত রেখা ছিল।

## মার্ক টোয়েনের হাত

বিখ্যাত মার্কিন লেখক মার্ক টোয়েনের হাতের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য ছিল।

(১) শিরোরেখা স্পষ্ট ছিল এবং হাতকে আড়াআড়িভাবে কেটে গিয়েছিল।

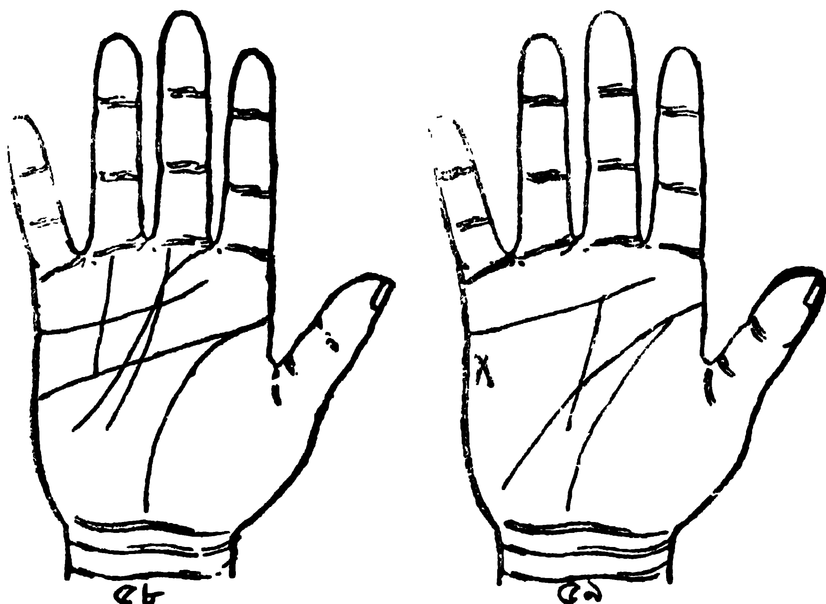
(২) চন্দ্রের ক্ষেত্র থেকে ভাগ্যরেখা উঠে দু'ভাগে যায় ও শনিতে শেষ হয়ে মিশে আবার দু'ভাগ হয়।

(৩) রবিরেখা, ভাগ্যরেখা, আয়ুরেখা, হৃদয়রেখা শুভ ছিল।

মার্ক টোয়েন কিরোর সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ হাত নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। তিনি কিরোর বিচার সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেন এবং তাঁর নিজের সম্পর্কে কিরো যা যা বলেন, তা হুবহু মিলে যাবার জন্য কিরোকে প্রশংসাবলীপূর্ণ অভিজ্ঞান দেন।

## খুনি ডাঃ মেয়ারের হাত

ডাঃ মেয়ারের সঙ্গে পরিচয় ছিল না। তাঁর হাতের ছাপ একটি মার্কিন সংবাদপত্র থেকে আমাকে দেখিয়ে আমার মতামত চাওয়া হয়।এবং আমাকে পরীক্ষা করান হয়।




আমি বলি—এই লোকটি প্রথমে একটি স্বাভাবিক সুস্থ জীবন যাপন করত। কিন্তু পরবর্তীকালে লোকটি ক্রাইম করতে শুরু করে। একটি হোক বা বিশটাই হোক খুন করে সে ঠিক চুয়াল্লিশ বছর বয়সে ধরা পড়ে যাবে। তখন তার প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ হবে। তবে শেষ পর্যন্ত তার প্রাণদণ্ডাদেশ বহাল থাকবে না—যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হবে। জেলেই তার মৃত্যু হবে।

আমার ঐ কথা পরে অক্ষরে অক্ষরে সত্য প্রমাণিত হয়। আমি পরে শুনি ডাঃ মেয়ার তাঁর ধনী রোগীদের মোটা অংকের ইঙ্গিত করতেন। পরে শ্লো পয়জনিং করে তাদের মৃত্যু ঘটাতেন। আমি নিউইয়র্কে যাবার কিছুদিন আগেই ডাঃ মেয়ার ধরা পড়েন।

যাহোক তাঁর প্রাণদণ্ডের আদেশ তিন বছর বহাল থাকে। শেষ মুহূর্তে সুপ্রীম কোর্ট থেকে তা মকুব করে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়। কারাগারে পনেরো বছর থেকে, ডাঃ মেয়ার মৃত্যুবরণ করেন জেলখানার হাসপাতালে।

# আপনি ও আপনার হাত

## You and your hand

## ভূমিকা

### মুখবন্ধ

এই বইটি হয়তো শেষ বই যা আমি লিখেছি হস্তরেখা সম্বন্ধে।

৪০ বছরেরও অধিককাল হল এই বৃত্তিতে নিযুক্ত আছি এবং ইউরোপ ও আমেরিকায় গবেষণা করার পর আমি বুঝতে পারছি যে আমার সময় শেষ হয়ে আসছে এবং যাবজ্জীবন গবেষণার উপলব্ধির ফল-কথা জনসাধারণের কল্যাণের ও অবগতির জন্য এক্ষুনি আমাকে তৈরী হতে হয়েছে।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, আমার জীবনের দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতায় আমি প্রমাণ করতে পেরেছি যে, এ বিদ্যা পিতামাতার পক্ষে শেখা কতখানি দরকার যাতে তাঁরা তাঁদের সন্তান-সন্ততিদের অশেষ কল্যাণ করতে পারেন। আমি হাতের গঠন এবং হাতের প্রকৃতি এবং করতলের রেখা দিয়ে যা লেখা হয়েছে তা যথাসম্ভব সহজভাবে বোঝাতে চেষ্টা করব যার দ্বারা চারিত্রিক প্রবণতা এবং মানসিকতার ধারা নির্দিষ্ট হয়।

অবশ্য এই বিষয়ে আমার মত বিশদভাবে বিশ্লেষণ করে বিভিন্ন সময়ে প্রকাশ করেছি যা অসীম জনসম্বর্ধনায় ধন্য হয়েছে এবং এ বিষয়ে আমার বক্তব্যও আমি পুরোপুরি বলেছি, তবুও আমার এই বইটির সঙ্গে অন্যানা বইগুলির তফাৎ আছে। এই বইটি হয়তো আমার শেষ বই। তজ্জন্য যে ভিত্তির ওপর আমার অন্যান্য পুস্তকগুলি রচিত শুধু সেইটুকু ইহাতে থাকবে না। এই পুস্তকে এই বিদ্যার শেষ অংশটিও লিখিত হচ্ছে। এ যেন বাড়ী শেষ হয়ে যাবার পর একে চুনকাম করা হচ্ছে। মানব চরিত্র অধ্যয়নে একে সর্বশ্রেষ্ঠ মাধ্যম করা হচ্ছে।

এই বইটি আমার পূর্বোক্ত বইগুলির পুনরুক্তি নয়। সেগুলি যতই ভাল বা প্রাঞ্জল হয়ে থাকুক না কেন, এই বইটিতে আরও অনেক মৌলিক এবং নতুন অভিজ্ঞতা যা আমি জ্ঞান বৃদ্ধি করে বছর বছর সঞ্চয় করেছি সেইসব আছে। ফলে আমি বিনয়ের সঙ্গে বলছি যে, যে বিষয়টি জগতের সবাইকার পক্ষে আকর্ষণীয় এবং মঙ্গলজনক সেই সম্বন্ধে এই বইটি জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ পুস্তক।

'আগে থেকে জানলে সাবধান হওয়া যায়।' আগের চেয়ে অনেক বেশী অর্থবহ এখন। 'জীবনযুদ্ধ' এখন সহজ হয়ে আসছে না। জীবনযুদ্ধ অনেক বেশী তীব্র রূপ পরিগ্রহ করেছে। সুতরাং এমন একটি বিদ্যা যা পুরুষ বা রমণীকে নিজেকে জানতে সাহায্য করবে, তাদের দুর্বলতা এবং স্বাভাবিক প্রবণতা জানতে সাহায্য করবে—অতি অবশ্যই অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, বিশেষ করে যাঁরা সফল হতে চান।

হাতের রেখাগুলি যে ঘটনাবলীর কথা অভ্রান্তভাবে বলে তার যুক্তিসঙ্গত কারণ

আছে। যা আমি একটু পরে বুঝিয়ে বলছি। আমি প্রথমেই বলে রাখি যে এই বিদ্যাটি শুধু একটিমাত্র বিষয়, ভগবান প্রকৃতির বুকে আরো কত রকমের কত কি লিখে রেখে দেন, গাছের পাতায়, পাথরের বুকে, আরো কত কি জিনিসে।

আমি আমার অনুরাগী পাঠকদের এমন কিছু বোঝাতে চাইছি না, যার জন্ম কুসংস্কারের মধ্যে। সাধারণের অন্যরকম ধারণা থাকলেও হস্তরেখা অধ্যয়ন সর্বকালের সর্বযুগের শ্রেষ্ঠ মনীষীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। এর অতীত অন্ধকারের গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে যার আদি এখন খুঁজে পাওয়া খুবই শক্ত।

প্রত্যেক দেশেই, প্রত্যেক সভ্যতাতেই হস্তরেখা অধ্যয়ন জীবন অধ্যয়নের সাথে মিশে আছে। যীশুখ্রীষ্ট জন্মাবার হাজার হাজার বছর আগে জাপানী, পার্শীয়ান এবং হিন্দুরা মনুমেণ্ট এবং মন্দিরে হাত এঁকে তার ওপর হাতের রেখাসকল অংকিত করতেন। এঁদের মধ্যে শেষোক্ত জাতি জগতের সর্বাপেক্ষা সূক্ষ্মতম এবং মহৎ বিদ্যার সৃষ্টি করেছিল। এ সমস্ত মহান ব্যক্তিরা প্রথমে শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিদ্যা আবিষ্কার করেছেন। একে তাঁরা সামুদ্রিক বিদ্যা বলেন। এর থেকে ক্রমশঃ তাঁরা আরো এক বিদ্যা সৃষ্টি করলেন এবং তাকে তাঁরা হস্তারিকা বা হস্তরেখা বলে বিচার বিবেচনা করতেন।

অজ্ঞান লোকেরা যাঁরা নিজেদের অজ্ঞতার জন্যে প্রাচীন জাতিদের জ্ঞানকে অবহেলা করেন, তাঁরা ভুলে যান যে ভারতের এক মহান অতীত রয়েছে এবং জীবন, দর্শন সম্বন্ধে যে গভীর জ্ঞানগম্ভীর দৃষ্টিভঙ্গী আছে, যা পরবর্তী সভ্যতাও কিন্তু পাল্টাতে পারেনি বরং তাকে মেনে নিতে হয়েছে।

উদাহরণ স্বরূপ এ জিনিসটি প্রমাণিত হয়েছে যে প্রাচীন হিন্দুরা বিষুববৃত্ত সম্বন্ধে আবিষ্কার করেছিলেন যে এটা প্রতি ২৫,৮৫০ বছর অন্তর সংঘটিত হয়। যে অসীম পর্যবেক্ষণ শক্তি এবং অংকশাস্ত্র সম্বন্ধে সুগভীর জ্ঞান এই জিনিসটি আবিষ্কার করতে গেলে প্রয়োজন হয়, তা বর্তমানের জ্যোতির্বিজ্ঞানীগণ অত্যন্ত আগ্রহ এবং প্রশংসার সঙ্গে লক্ষ্য করেছেন। বর্তমানের জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা বহুসঞ্চিত জ্ঞানরাশি এবং অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি নিয়ে নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করে যাচ্ছেন যে এটি প্রতি ২৫,৮৫০ বছর অন্তর সংগঠিত হয় না, প্রতি ২৪,৫০০ বছর অন্তর সংগঠিত হয়। এর মধ্যে বেশীরভাগ বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করেন যে হিন্দুরা হিসাবে কোন ভুল করেন নি। কিন্তু তাঁরা কি করে এত নিখুঁতভাবে এই সংখ্যাটি আবিষ্কার করেছিলেন তা জীবনের শুরুর মতই রহস্যজনক।

আমরা এই মহতী সভ্যতার প্রতিনিধিদের কাছ থেকেই হাত দেখা সম্বন্ধে প্রচুর বিষয় জানতে পারি। আমার পরম সৌভাগ্য হয়েছিল ভারতবর্ষে যোশী জাতির একজনের কাছে গিয়ে তাঁদের পূর্বপুরুষদের সংরক্ষিত একখানি অমূল্য পুস্তক দেখবার। এই বইতে স্মরণাতীত কাল থেকে করতল এবং করতলের রেখাসকলের বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। তাদের অর্থ কি হবে এবং কোথায়, প্রত্যেকটি রেখা অভ্রান্ত প্রমাণিত হয়েছিল।

মঙ্গোলীয়ানরা যখন ভারতবর্ষ আক্রমণ করে তখন তারা আধিভৌতিক বিদ্যা-

সংক্রান্ত সব পুস্তক এবং পাণ্ডুলিপি ধ্বংস করে ফেলে, তাদের ভয় হয়েছিল যে বিজিত জাতি যদি তাদের উৎকৃষ্ট জ্ঞানের সাহায্যে তাদের কোন ক্ষতি করে। সুতরাং এইভাবে যখন ভারতবর্ষ তার স্বাধীনতা ফিরে পেল তখন নতুন বংশধররা এই যে হস্তরেখা এবং জ্যোতিষ সম্বন্ধে তাদের পূর্বপুরুষরা অমূল্য জ্ঞান সঞ্চয় করেছিলেন তার ব্যবহার থেকে বঞ্চিত হলেন।

তাঁরা নতুনভাবে আবার এই বিদ্যার চর্চা আরম্ভ করলেন, কিন্তু এ ক্ষেত্রে তাঁরা চৈনিক এবং মঙ্গোলীয়দের দ্বারা প্রভাবান্বিত হলেন। ফলে এই বিদ্যা পূর্বে যা ছিল সেই মৌলিক বিদ্যা থেকে অনেকটা তফাতে সরে এল। এই কারণে ভারতবর্ষে যে ধরনের হস্তরেখা বিদ্যা, জ্যোতিষ বিদ্যা চর্চা করা হয়ে থাকে অন্যান্য জাতির চেয়ে অনেক আলাদা, যাদের গবেষণার ফলাফল নষ্ট হয়নি এবং শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বর্তমান বংশধরদের হাতে নেমে এসেছে।

এই কারণটি আমার সঠিক মনে হয়। কারণ হিন্দু জ্যোতিষী মতে যে যে রেখাটিকে যে যে নামে অভিহিত করা হয় ক্যালডেন, ইজিপ্টশিয়ান বা গ্রীক সভ্যতার যা তারা পূর্বপুরুদের কাছ থেকে পেয়েছে, তা এই নামে অভিহিত হয় না। রূপক, যাকে সব মানব জাতির গোপন ভাষা বলা যায়, সেইভাবে হিন্দু রূপকগুলিকে পাঠ করলে দেখা যায় যে অনেক উদাহরণে রূপকগুলির অর্থ অপর সভ্যতার অর্থের সঙ্গে এক, যাদের জ্ঞান বহু পুরুষ সঞ্চিত জ্ঞানরাজি থেকে নেমে এসেছে।

আমার কাছে একটা সংস্কৃত পুস্তক আছে যাতে রেখা সকলের অর্থ ছবির সাহায্যে বোঝানো হয়েছে। আমরা যাকে আয়ুরেখা বলি তার শেষে একটি হস্তীর চিহ্ন আছে যার অর্থ রেখাটি যদি এতদূর অবধি আসে তবে অতিদীর্ঘ জীবনের নির্দেশ পাওয়া যায়—হস্তী দেখানোর অর্থ হস্তীরা দীর্ঘদিন যাবৎ বেঁচে থাকে।

আর একটি ক্ষেত্রে যে রেখাটিকে সচরাচর রবিরেখা বা সৌভাগ্য বা খ্যাতির রেখা বলে সে স্থানে রেখার বদলে 'প্যাগোডা'-র ছবি বা রাজকীয় পাল্কীর ছবি দেওয়া আছে· অর্থ সেই একই সম্পদ, খ্যাতি বা ক্ষমতা। আমি এবার এই প্রাচীন বিদ্যার ইতিহাস অন্য এক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখাব।

পৃথিবীর বহু বিখ্যাত গ্রন্থাগারে সত্যিকারের প্রমাণ আছে যার থেকে বোঝা যায় যে জ্যোতিষ এবং হস্তরেখা বিদ্যা সৃষ্টির আদিকাল থেকেই আছে। ইতিহাস থেকে আমরা জানতে পারি যে অ্যাডাম-এর তৃতীয় পুত্র শেথ এত ভাল জ্যোতিষ জানতেন যে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে প্রলয় আসছে, তাই তাঁর জ্ঞান পরবর্তী বংশধরদের মধ্যে রেখে যাবার জন্য তিনি দুটি বিরাট পিলার তৈরী করেছিলেন যাতে তিনি গ্রহের চিহ্নগুলি অঙ্কিত করেছিলেন এবং তাদের গুণাবলীও ব্যাখ্যা করেছিলেন।

এই সত্যটি হিব্রু ঐতিহাসিক জোসেফাস দ্বারাও স্বীকৃত। তাঁর খ্রীষ্টপূর্ব ৭০ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত 'ইহুদীদের প্রাচীনত্ব' গ্রন্থতে তিনি লিখেছিলেন যে ঐ সময় তিনি শেথের তৈরী একটি পিলারকে তখনও সিরিয়ার একটি জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছেন।

প্রসিদ্ধ ব্রিটিশ জ্যোতির্বিজ্ঞানী নিউটন জ্যোতিষ শাস্ত্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে বলেন

'ঈজিপ্টের লোকেরা" বছর ও সৌর গণনা করতো এবং অ্যামন মেমনন-এর রাজত্বের কালে Solistices ঠিক করেছিলেন এবং সাইপের রাজা একজন পুরোহিত-এর সাহায্যে গ্রহ সংস্থানের ওপর ভিত্তি করে জ্যোতিষবিদ্যার প্রবর্তন করেছিলেন।

জ্যোতিষশাস্ত্র থেকে হস্তরেখা বিদ্যা জন্মগ্রহণ করলো। দেখা গেল বৃহস্পতি যদি জন্মকালীন ছকে সবলভাবে অবস্থান করে তবে করতলের প্রথমাঙ্গুলীতে এটি পরিস্ফুট থাকবে। কারণ এর তলদেশ বা ক্ষেত্রটি বৃহৎ সুচিহ্নিত। যদি এই অঙ্গুলিটি ছোট বা বাঁকা হতো এবং এর নীচের ক্ষেত্রটি ফাঁপা বা নীচু হতো তবে জন্ম পত্রিকায় বৃহস্পতিও ভাল জায়গায় থাকতো না।

এইভাবে কালক্রমে প্রথমাঙ্গুলীকে বৃহস্পতির অঙ্গুলি, দ্বিতীয় অঙ্গুলী ইত্যাদি এইভাবে অন্যান্য অঙ্গুলীগুলি এবং করতলের ক্ষেত্রগুলি নির্ণীত হলো।

এমন কি যারা সামান্য মাত্র এই বিদ্যা নিয়ে আলোচনা করেছেন তাঁরা জানেন যে শুক্রের ক্ষেত্রটি যদি বৃহৎ বা সুউচ্চ হয় তবে ইন্দ্রিয়শক্তি অনেক বেশী হবে, এই ক্ষেত্রটি যদি ছোট বা নীচু হয় তার চেয়ে তবে কম হোত।

চিকিৎসকেরা এ বিষয়ে অনেকটা একমত। তাঁদের মতে যাকে 'গ্রেট প্যামার আর্চ" যাকে প্রধান রক্ত সংবহক বলে তা করতলের এই অংশটির ওপর দিয়ে অতিক্রম করে। ফলে রক্ত সংবহকটি অতিরিক্ত বড় হয়, তবে শুক্রের ক্ষেত্রটি আরও বেশী উন্নত হবে। এর থেকে আমরা হস্তরেখাবিদরা এই ধারণা করেছি যে যদি দেহের শক্তি বা ক্ষমতা অস্বাভাবিক রকম বেশী হয়, তবে কামজ অনুভূতিও বেশী হবে। ইন্দ্রিয়ানুভূতি সচরাচর প্রভূত স্বাস্থ্য ও অত্যধিক রক্ত সঞ্চালনের উপর নির্ভর করে।

শুধুমাত্র বৃদ্ধাঙ্গুলিই প্রমাণ করে যে হস্তরেখা একটি প্রকৃতিগত বিদ্যা যা পর্যবেক্ষণ এবং সত্যিকারের গবেষণার ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। প্রসিদ্ধ ফরাসী বৈজ্ঞানিক দী আরপেনটিনী বলেছেন "বৃদ্ধাঙ্গুলিই মানুষকে অপরের চেয়ে তফাৎ করে।" স্যার চার্লস বেল তাঁর একটি গবেষণামূলক পুস্তকে শিম্পাঞ্জীর থাবা বা হাতের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, যা মনুষ্যজাতির বৃদ্ধাঙ্গুলীর প্রায় কাছাকাছি আসতে পারে। শিম্পাজীর বৃদ্ধাঙ্গুলী যদিও সবরকমভাবেই সুগঠিত, তবু অঙ্গুলীর পর্ব পর্যন্ত পেঁাছোয় না। সুতরাং এর থেকেই আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে বৃদ্ধাঙ্গুলী যত দীর্ঘ আর সুগঠিত হবে, মানুষ তত বেশী পশুত্ব থেকে দেবত্বে উন্নীত হবে।

শুধুমাত্র সাধারণভাবে দেখলেও এই সিদ্ধান্তটি ঠিক। একজন মানুষের যদি ছোট, অদ্ভুত দেখতে লাগা মোটা বৃদ্ধাঙ্গুলীযুক্ত হয়, তবে সে ব্যক্তি চরিত্রগতভাবে কর্কশ ও পশুসুলভ হবে, অপর দিকে কোনো পুরুষ বা মহিলার যদি দীর্ঘ উচ্চস্তরের বৃদ্ধাঙ্গুলী হয়, তিনি দৃঢ়চেতা এবং প্রখর ইচ্ছাশক্তি সম্পন্না হবেন।

কোন পাগলাগারদে গেলে শিক্ষার্থীরা অনেক চাঞ্চল্যকর তথ্য সংগ্রহ করতে পারবেন। এখানে দুর্বল কুগঠিত বৃদ্ধাঙ্গুলিসম্পন্ন রোগীরা তাকে কৃত নিশ্চয় করবে চরিত্র এবং ইচ্ছাশক্তি না থাকলে মানুষের কি হতে পারে সে সম্বন্ধে। ইচ্ছাশক্তির প্রয়োজন জগতে। অবশ্য ইচ্ছাশক্তি না হলেই যে পাগল হতে হবে

এর কোন অর্থ নেই। এই বইয়ের অন্যত্র আমি পুরো একটি পরিচ্ছেদে এই বিষয়টি অনেক ছবি দিয়ে বুঝিয়েছি। এর মধ্যে অপরাধীদের আবার নানারকম হাত আছে, যার থেকে আমরা বলতে পারি বৃদ্ধাঙ্গুলীই মানুষকে ব্যক্তিত্ব দেয়। আমরা বিশেষ করে প্রাচীন সভ্যতার দেশ, গ্রীক, এদের কাছে হস্তরেখা সম্বন্ধে ব্যবহারিক এবং আধুনিক ভিত্তির জন্য বিশেষভাবে ঋণী।

ইতিহাসে পাওয়া যায় যে বহু প্রসিদ্ধ গ্রীক দার্শনিকগণ শুধু যে এই বিদ্যাটি নিজেরা অধ্যয়ন করতেন তাই নয়, এগুলি তাঁদের ছাত্রদের শিক্ষা দিতেন। প্রাচীন গ্রীক সভ্যতাকে এখনও মনে করা হয় সর্বাপেক্ষা উচ্চস্তরের এবং সর্বাপেক্ষা বুদ্ধি-বৃত্তিসম্পন্ন সভ্যতা। এটা খুবই যুক্তিযুক্ত যে এইরকম পরিবেশের মধ্যেই হস্তরেখা বিদ্যা বা কিরোম্যানসির সৃষ্টি হয়। গ্রীক ভাষায় Cheir কথাটির অর্থ হচ্ছে হাত। এইসব অতি প্রসিদ্ধ দার্শনিকদের মধ্যে এই বিজ্ঞান আলোচিত হতো, যাঁদের রচনা এবং শিক্ষা এখনও জগতের সব বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং কলেজে শিক্ষণীয় করে রাখা হয়েছে।

ইতিহাসে ফিরে গিয়ে আমরা আরও দেখতে পাই যে 'হার্মেস'-এর বেদীতে স্বর্ণ অক্ষরে লিখিত কিরোম্যানসি সম্বন্ধে একটি পুস্তক হিসপ্যানাস উৎসর্গ করেছেন। এইটি তিনি আবার জগৎ বিজয়ী 'আলেকজান্ডার দি গ্রেট'-এর কাছে জিজ্ঞাসু এবং উচ্চমান ব্যক্তির পাঠের এবং লক্ষ্য করবার বস্তু বলে উপহার পাঠিয়েছিলেন।

ইতিহাস থেকে আমরা আরও জানতে পারি যে হস্তরেখাবিদ্যা নিম্নোক্ত দার্শনিক মনীষীগণ কর্তৃক বিশেষভাবে আলোচিত হতো। যেমন, পাইথাগোরাস, অ্যানাক্সাগোরাস, প্যারসেলসাস প্লিনী কর্ডামিস, আলবার্টাস ম্যাসনাস এবং সম্রাট অগাস্টাস।

ইতিহাসে লিপিবদ্ধ আছে যে রোমের সম্রাট সীজার হস্তরেখা বিদ্যায় এত সুপণ্ডিত ছিলেন যে, একবার যখন একজন বৈদেশিক রাজা সীজারের কাছে তাঁর পরিচয়-পত্র পেশ করছিলেন, তখন সীজার তাঁর হাত দেখতে চাইলেন। হস্তরেখা পরীক্ষা করে তিনি তাঁকে একজন প্রবঞ্চক বলে অভিহিত করলেন। কারণ তিনি তাঁর হাতে রাজকীয় জন্ম বা রাজকীয় কিছু দেখতে পেলেন না।"

এইসব থেকে বুঝা যায় যে এইসব বিদ্যা ইতিহাসে শুধু সুপ্রাচীন ছিল তা নয়, পৃথিবীর উচ্চমান ব্যক্তিদের গভীর মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল এই বিদ্যাটি।

সুতরাং বর্তমানকালের শিক্ষার্থীদেরও লজ্জিত হবার বা নিরুৎসাহ হবার কোন কারণ নেই, এই বিদ্যা অধ্যয়ন করতে গিয়ে যদি জ্ঞানহীন লোকদের ঠাট্টা বিদ্রূপ সহ্য করতে হয়—যাদের এই প্রাচীন বিদ্যার সম্বন্ধে কোনো ধ্যান-ধারণা নেই। তাদের মতে এই বিদ্যা ভয়ঙ্করী এবং তাদের উচ্চবুদ্ধির যোগ্য শিক্ষণীয় বিষয় নয়।

আমি মধ্যযুগে কিরোম্যান্সি বিদ্যার দুর্নামের কারণ সম্বন্ধে কিছু বলতে চাই। শুধুমাত্র সাধারণ পাঠকের কৌতূহল চরিতার্থ করবার জন্যেই নয়, শিক্ষার্থীদের নয়ন-গোচর করবার জন্যেও যে বিদ্যা তাঁরা অধিগত করতে যাচ্ছেন তার ইতিহাস সম্বন্ধে।

দুর্ভাগ্যজনকভাবে এই উক্তি আমায় করতে হচ্ছে যে চার্চ যে কোন কারণেই হোক না কোন নিজে তার প্রবর্তন না করলেও সব সময়ই তার শত্রুতা করে এসেছে। প্রথমেই

চার্চের বিশপ অধিকারিক-রা হস্তরেখাবিদ্যাকে অখ্রীষ্টানদের সৃষ্টি বলে এসেছেন, ফলে অর্থ দাঁড়ায় এর সৃষ্টির আদি কারণ এক তা ঠিক নেই।

এ ছাড়াও ভাগ্য বা ভবিষ্যতে কি হবে তা নির্দেশ করে, যা চার্চের প্রথমদিকের শিক্ষার থেকে একেবারে বিভিন্ন, যদিও এপিসকোপালিয়ান শাখায় তার ধর্মের অনুচ্ছেদে লিপিবদ্ধ করা আছে যে "জীবনে কি হবে না হবে জানা ভগবান চিরকালই প্রত্যাশা করেন।"

হস্তরেখা সম্বন্ধে কোনো জ্ঞান লাভ সম্বন্ধে এত বেশী বিরুদ্ধতার চার্চ সৃষ্টি করেছিলেন যে অনুবাদকেরা ইচ্ছা করে "জব"-এর ৩৭ পরিচ্ছেদের ৭ম সর্গটি ভুল অনুবাদ করেছিলেন। মৌলিক হিব্রুতে এই সর্গটি লিখিত আছে, "ভগবান তাঁর সন্তানদের সবাইকার হস্তে রেখা এবং চিহ্ন দিয়েছেন যাতে তারা নিজেদের ভাগ্য আগে থেকে জানতে পারে।" ইংরাজী অনুবাদে এটা ইচ্ছাকৃত ভুল অনুবাদ করে দাঁড়ায়, "ভগবান মানুষের হাত রুদ্ধ করে দিয়েছিলেন যাতে তারা প্রত্যেকে ভগবানের কাজ বুঝতে পারে।"

এই সর্গটি নিয়ে ষষ্ঠদশ শতাব্দীর ভগবৎ বিশ্বাসীদের মধ্যে একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় মীমাংসা সভা বসেছিল। এই সময়ের সর্বাপেক্ষা জ্ঞানী এবং চিন্তাশীলরা যেমন, ব্রানসিসাসাস, ভ্যালেসিয়াস, স্টুপটেনস, ল্যাইরেননাস এবং ভেক্রে তাঁরা প্রত্যেকে প্রস্তাব করলেন যে ও লাইনটি ভুল অনুবাদ, ওটি হবে, "প্রত্যেক মানুষ যাতে নিজেদের ভাগ্য আগে থেকে জানতে পারে।" এই সমস্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের বিরুদ্ধাচরণ সত্ত্বেও ইংরাজী অনুবাদে এই ভুলটি থেকেই গেল এবং অন্যান্য জায়গায় এই দাগটি একদম মুছে দেওয়া হলো।

এই সময় থেকেই চার্চ, যাকে গোপন বিদ্যা বলে তার বিরুদ্ধে কঠোরভাবে সংগ্রাম ঘোষণা করলেন। আদি ভৌতিক বিদ্যার কোনো শাখাই এর থেকে বাদ গেল না।

প্রত্যেক চার্চে, প্রত্যেক দেশে আদেশ পাঠানো হলো যে যদি কোন ব্যক্তির কাছে 'শয়তানের বিষয়' যেমন, হস্তরেখা বিদ্যা, জ্যোতিষবিদ্যা, ধাতুকে স্বর্ণে রূপান্তরিত করবার বিদ্যা বা যাদুবিদ্যা সংবন্ধে কোন পুস্তক বা পাণ্ডুলিপি থাকে, তবে তিনি যেন পুরোহিতদের হাতে সমর্পণ করে নষ্ট করে ফেলেন বা প্রকাশ্যে বড় রাস্তায় পুড়িয়ে ফেলেন, এই আদেশ না মানলে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে। এরপর যদি কোনো ব্যক্তিকে এই ধরনের কোনো বই রাখতে দেখা যায় তবে তৎক্ষণাৎ তাকে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারা হবে।

এই রকম হঠাৎ আদেশ জারীর ফলে অমূল্য পাণ্ডুলিপিসকল এবং পুস্তকাদি ধ্বংস হলো বা হারিয়ে গেল। হারানো অর্থে আমি বলছি জনচক্ষুর সামনে থেকে সরিয়ে দেওয়া হলো। কারণ অনেক ক্ষেত্রে পুরোহিতরা সর্বাপেক্ষা মূল্যবান জিনিস-গুলি নিজেদের জন্য রেখে দিয়েছিলেন। অবশেষে বেশীরভাগ পুস্তকই রোমের ভাটিকান প্রাসাদে পৌঁছাল, যেখানে জ্যোতিষবিদ্যা, আধিভৌতিকবিদ্যা এবং হস্তরেখা সম্বন্ধে শত শত বই এখনও দেখতে পাওয়া যেতে পারে।

ইংলণ্ডেও এই আদেশটি যে শুধুমাত্র অতিরিক্ত কঠোরতার সঙ্গে পালিত হয়েছিল তাই নয় অষ্টম হেনরী এই সময় নিজেকে ইংলিশ চার্চের 'জনক' বলে ঘোষণা করলেন

এবং পার্লামেণ্টে এক আইন পাশ করলেন যাতে সব হস্তরেখাবিদ, জ্যোতিষী, ডাকিনী ও শয়তানের অনুচরদের 'দুবৃত্ত' এবং ভবঘুরে' বলে ঘোষণা করা হলো এবং তাদের সবকিছু কেড়ে নেওয়া হলো, একবছর জনগণের ঠাট্টা বিদ্রুপের পাত্র করে রাখা হলো, একটা কাঠের ফ্রেমে খুঁটো করে তার মাথা এবং হাতটা বার করে রাখা হলো এবং পরে দেশ থেকে বহির্গত করে দেওয়া হল।

হয়তো এই বহু বিবাহিত রাজা ভেবেছিলেন যে তাঁর পত্নীরা হয়তো তাঁদের ভাগ্যের বিষয় জেনে ফেলতে পারেন।

যতই আশ্চর্যজনক মনে হোক না কেন এই সংকীর্ণমনা রাজার একটি কন্যা ছিল তাঁর নাম এলিজাবেথ। তিনি সিংহাসনে বসে শুধুমাত্র এই নিষিদ্ধ বিদ্যাকে সমর্থনই জানাননি, তিনি তাঁর প্রিয় হস্তরেখাবিদ্ এবং জ্যোতিষ ডাঃ জন ডি-র রাজকীয় সব দরকারী ব্যাপারে মতামত নিতেন।

ডাঃ জন ডি-র পিতা রোলাণ্ড ডি তাঁর পিতার রাজসভায় এক কর্মচারী ছিলেন তথাপি যে সময় হস্তরেখা, জ্যোতিষ প্রভৃতির ওপর প্রচুর পরিমাণে হামলা চলছে সেই সময়েই এই জ্যোতিষী এবং হস্তরেখাবিদ্ জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ভাগ্য রহস্যজনক উপায়ে অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেয়।

১৫৬৮ সালে রাণী মেরী যাঁকে 'রক্তমুখী মেরী' বলা হয় মারা যান, তখন তরুণী রানী এলিজাবেথ তাঁর বিশিষ্ট সুধী এবং জ্ঞানী ডাঃ ডি-কে ডেকে পাঠিয়ে তাঁর অভিষেকের জন্য একটি শুভদিন দেখে দিতে বলেন।

জ্যোতিষ শাস্ত্রের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি ১৫৫৯ সালের ১৪ই জানুয়ারী দিনটি ঠিক করে দেন এবং ইংলণ্ডের পরবর্তী ঘটনা সাক্ষ্য দেয় যে তিনি দিন গণনায় কোন-রকম ভুল করেন নি।

রাণী এলিজাবেথের বিশেষ নির্দেশক্রমেই জন ডি প্রায়ই রাণীর দরবারে হাজির হতেন এবং ইতিহাস অনুযায়ী তাঁকে রাজদরবারে নিয়ে যেতেন রাণীর প্রিয়পাত্র আর্লভাড্‌লী।

এইসময় থেকেই ডাঃ ডি'র অত্যাশ্চর্য গণনাসকল শুরু হয়েছিল। রাণী তাঁর রাজকীয় পাত্র মিত্র পাদিষদ নিয়ে ডাঃ ডি মটলেকের কাছে যে পুরানো কুটীরে বাস তিনি করতেন সেখানে হাজির হতেন!

১৫৮০ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই সেপ্টেম্বর পূর্বাহ্নে কিছু না জানিয়েই সেখানে তিনি হাজির হলেন।

তাঁর কোচ-এর কাছে ডি-কে আসতে বলা হলো এবং রাণী তাঁর হাতের গ্লাভস খুলে ফেললেন। যাতে তিনি রাণীর হাত দেখতে পারেন। তিনি রাণীকে স্পেনের ফিলিপ-এর সঙ্গে মৈত্রী সূত্রে বা বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ না হবার উপদেশ দিলেন এবং গ্রেট আর্মাদার সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করলেন। এই শেষোক্ত ভবিষ্যদ্বাণী রাণীকে অভিভূত করলো। তিনি ঠিক লণ্ডন টাওয়ারে ফিরে গিয়েই র‍্যালকে ডেকে পাঠালেন এবং পোর্টস মাউথে অগ্নিতরী প্রস্তুত করে রাখতে বললেন, আগত আক্রমণের বিরুদ্ধে।

ইংলণ্ড যে হস্তরেখাবিদ্যা এবং জ্যোতিষবিদ্যার কাছে কিভাবে ঋণী তা সঠিকভাবে গণনা করা কখনই সম্ভব নয়। তথাপি এই দেশই শত শত বছর ধরে হস্তরেখাবিদ্যার এবং জ্যোতিষীদের অতি কঠোর সাজা দিয়ে এসেছে।

রাণী এলিজাবেথ মারা যাবার পর প্রথম জেমস সিংহাসনে বসেই হস্তরেখাবিদ্, জ্যোতিষ, ডাকিনীদের ওপর অত্যাচার শুরু করলেন এবং তাঁর পার্লামেণ্ট পাশ করা আইন ঘোষণা করলেন তাদের বিরুদ্ধে "যাদের শয়তানের সঙ্গে কারবার আছে।"

এই আইনটি এখনও বলবৎ আছে। এটি পুনঃপ্রবর্তিত হয়েছিল বিভিন্ন জর্জ রাজাদের আমলে। রাণী ভিক্টোরিয়া, রাজা সপ্তম এড্ওয়ার্ড এবং বর্তমান জর্জ পঞ্চম জর্জ-এর সময়ে। গত তিন বছরে সমগ্র দেশে হস্তরেখা বিদ্দের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে এবং অনেক ক্ষেত্রে ওদের জেলে অবধি পাঠানো হয়েছে।

তৎসত্ত্বেও ভাগ্যের কি নিষ্ঠুর পরিহাস এবং ভণ্ডামির কি ফল—জ্যোতিষী রেম ও ঝিলিকেও পার্লামেণ্টে ডেকে পাঠানো হয়েছিল এবং জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল কি করে তিনি লণ্ডনের ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের বিষয় সম্বন্ধে পূর্বাহ্ণেই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। তাঁকে এই ভবিষ্যদ্বাণীর জন্য একহাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হয়েছিল।

পরে তাঁকে হ্যাম্পটন কোর্টে রাজা চার্লস-এর দরবারে রাজার ভাগ্যের বিষয় ভবিষ্যদ্বাণী করতে বলা হলো। তিনি যদি জ্যোতিষীর কথা শুনতেন, তবে হয়তো তাঁর ঘাড়ে মাথা থাকতো এবং স্বাভাবিকভাবেই তাঁর জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটতো।

রাণী এ্যানী তার হস্তরেখাবিদ্ এবং জ্যোতিষ-ভ্যান প্যানগেপ্রেক-এর নাম তাঁর রাজকীয় তহবিলের বেতন খাতায় লিখে রেখেছিলেন। লিখিত আছে যে রাণীর মৃত্যুর তিন বছর পূর্বে তিনি তাঁর মৃত্যুর দিন সঠিকভাবে বলে দিয়েছিলেন।

বর্তমান সময়ে এবং ব্যক্তিগত ব্যাপারে আসতে গেলে এটি ঐতিহাসিক সত্য যে বোর যুদ্ধ সম্বন্ধে এবং রাণী ভিক্টোরিয়া ঠিক কোন্ মাসে মারা যাবেন এ সম্বন্ধে ঠিক ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলাম।

যখন রাজা সপ্তম এড্ওয়ার্ড প্রিন্স অফ ওয়েলস্ ছিলেন তখন আমি তাঁর হাত দেখেছিলাম। এক অদ্ভুত রকম পরিবেশের মধ্যে লেডী আর্থার প্যাজেট-এর বাড়ীতে আমি কার হাত দেখছি যেন জানতে না পারি তার জন্য আমার মক্কেল হাতটি মশারীর মধ্য দিয়ে শুধু বার করে দিলেন। তার থেকেই আমার সংখ্যাতত্ত্ব দিয়ে তাঁর অভিষেকের দিন, মৃত্যুর দিন, মাস এবং বছর একেবারে সঠিকভাবে বলেছিলাম।

এই জিনিস রাণী আলেকজান্দ্রাকে বশীভূত করল। যখন ১৯০২ সালে জুন মাসে রাজা ভীষণভাবে অসুস্থ এবং তজ্জন্য অভিষেক বন্ধ রাখা হয়েছে, এমন অবস্থায় রাণী আমাকে ডেকে পাঠালেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন, আমি যে পূর্বে বলেছিলাম ৯ই আগষ্ট ১৯০২ সালে অভিষেক হবে এবং তিনি আট বছর বাঁচবেন।

"মানসিক বিজ্ঞান" যাই বলুন না কেন রাণী আলেকজান্দ্রা আমায় একটি বার্তা পাঠিয়ে জানালেন যে আমার কথা রাজাকে এত হর্ষোৎফুল্ল করেছে যে তৎক্ষণাৎ দ্রুত

উন্নতি শুরু হয়েছে। এই মর্মে আদেশ জারি করেছেন যে আমি যেদিন বলেছি সেই দিন যেন অভিষেকের আয়োজন করা হয়।

আমি এড্‌ওয়ার্ডের রাজত্বেরকালে আরো অনেকবার তাঁর কাছে গিয়েছিলাম। সেগুলি এই মুখবন্ধের আওতায় আসে না। আমি সেগুলি আমার স্মৃতি চিত্রণে মুদ্রিত করেছি। কিন্তু এটাও ঠিক যে সপ্তম এড্‌ওয়ার্ড মারা যান ১৯১০ সালের ৬ই মে ১৯০২ সালে "কিরোর ওয়ার্ল্ড প্রেডিকশন"-এর অন্যান্য বিষয় ছাড়াও আমি পঞ্চম জর্জের ১৯২৮ সাল থেকে ১৯৩০ সাল অবধি কঠিন অসুখ হবে বলে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলাম। প্রত্যেকেই জানেন তা সত্যি। ব্রিটিশ রাজপরিবারে এমনি অনেকের বিষয়েই আমার গণনা সত্যি হয়েছে এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্য সম্পর্কেও আমার ভবিষ্যদ্বাণী নির্ভুল প্রমাণিত হচ্ছে।

আমি এই কথাগুলি বলছি শুধুমাত্র শিক্ষার্থীদের বোঝাবার জন্য যে শুধুমাত্র একনিষ্ঠ সাধনা দ্বারা কতখানি জীবনে উন্নতি করা যায়।

এ বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নেই ভবিষ্যৎ ঘটনা সম্বন্ধে নিখুঁতভাবে বলা যায় যদি হাতটি ভালভাবে পরীক্ষা করা যায়। আমার কাছে সহস্র চিঠি আছে, দুনিয়ার সব প্রান্ত থেকে আমার কাছে এসেছে। শুধুমাত্র আমায় জানাতে কখন এবং কবে আমার এই ভবিষ্যদ্বাণীগুলি সত্যি প্রমাণিত হয়েছিল। যদি এটা স্মরণ করা যায় যে কত কম লোকে লেখার ঝুঁকি নিতে রাজী হয় সেই বিচারে অনেক সম্পাদকের মতে আমার এই চিঠি পাওয়া 'অভূতপূর্ব'।

এই ঘটনাগুলি আমি ব্যক্তিগত গর্বের জন্য বলছি না—আমি বলছি শুধুমাত্র সেই বিজ্ঞানকে তার যথাসাধ্য পাওনা দেবার জন্য, যার কল্যাণে আমি এমন ভবিষ্যদ্বাণী করতে সক্ষম হয়েছিলাম এবং গভীর মনোযোগের সঙ্গে কোন বিষয় অধ্যয়ন করলে তাতে যে সুফল আসবেই সে সম্বন্ধে অবহিত করার জন্যে।

হাতের রেখায় কেন ভবিষ্যৎ বোঝা যাবে, আমার ব্যক্তিগত মত হচ্ছে যে এটি যুক্তিসম্মতভাবে ধরে নেওয়া যায় যে অন্যান্য প্রকার জীবিত বস্তুর মতই মস্তকের সমগ্র অংশই সব সময়েই পরিবর্তন সাধন করে, বিশেষ করে হাতের রেখাগুলোকে।

সুতরাং আমরা বুঝতে পারি যে এটা পুরুষ বা মহিলা, ধরুন ২০ বছর বয়সে কোনো নতুন চিন্তাধারা বা বিদ্যাশিক্ষা দিয়ে চালিত হতে লাগলেন, যা তাঁর জীবনের আমূল পরিবর্তন ঘটাবে ৪০ বা ৫০ বছর বয়সে। ২০ বছর বয়সে মস্তিষ্কে সেই পরিবর্তন তার মধ্যেই শুরু হয়ে গেছে এবং মস্তিষ্কের কোষকে দুর্বল করে তার ছাপ স্নায়ুমণ্ডলীর ওপর রেখেছে বিশেষ করে মস্তিষ্ক এবং হাতের মধ্যে যে স্নায়ুর যোগ রয়েছে তার মধ্যে।

চিকিৎসা শাস্ত্রে প্রমাণিত হয়েছে, যে বহু বছর ধরে ব্যবহারের ফলে মস্তিষ্ক থেকে হাত অবধি যে স্নায়ু অত্যন্ত বেশী উন্নত হয়েছে এবং হাত সচল বা অচল যাই হোক না কেন মস্তিষ্কের চাকর ছাড়া আর কিছুই নয়।

এই রেখাগুলি যদি কাজ করার ফলে হতো তবে যে মহিলা সেলাই করেন এবং দিনের মধ্যে হাজারবার হাতটা মোড়েন তাঁর তো যুক্তিসঙ্গতভাবেই অপর সামাজিক মহিলা অপেক্ষা হাতে অনেক বেশী রেখা থাকবে। কিন্তু সচরাচর এর উল্টোটাই হয়ে

থাকে। যিনি সেলাই করেন, তিনি একটি যন্ত্রে পরিণত হন, যাতে তাঁর হাতের রেখা আর বাড়ে না। অপর দিকে এই বিলাসী এবং সহজ জীবনরত মহিলাটির অত্যন্ত সবল মস্তিষ্ক সব সময়ই (তা বাগানে চড়ুইভাতি, সান্ধ্যাভোজ এবং নাচ-গানের আয়োজন করতেই হোক না কেন) ফলে হাতের রেখা তার অপর মহিলাটির চেয়ে অনেক বেশী থাকবে।

এর মধ্যে হাস্যকর হবার মত কিছুই নেই যদি একজন হস্তরেখা বিশেষজ্ঞ সত্যিকারের হস্তরেখাবিদ্ হন তবে তিনি সঠিকভাবে একজনের স্বাস্থ্য, অতীত এবং বর্তমানের পরিবেশ এবং এমন কি ভবিষ্যতের সম্ভাবনার কথাও বলতে পারেন অন্য কোনো তত্ত্বের সাহায্য না নিয়ে।

আর একটি উপপাদ্য বিষয় আমি এখানে উপস্থিত করেছি। যদিও অনেক বেশী রহস্যজনক এবং হয়তো আরও বেশী সত্যি।

এই অবচেতন মস্তিষ্ক যে রহস্যের দ্বারা অঘটনগুলিকে বোঝাবার চেষ্টা করে, যদিও সূত্র নির্ধারণের সাহায্য করতে পারে না। এই যে ভগবৎ দত্ত মস্তিষ্কের ঘিলু, যা অতীত জানে, ভবিষ্যতের কঠিন পরীক্ষার কথাও জানে, যা অতিক্রম করে নিজেকে সার্থকতার পথে নিয়ে যাবে বিপদ বা প্রলোভনের পরীক্ষা যা তার জন্য অপেক্ষা করে আছে। এমনকি কি ধরনের মৃত্যু যা একে মুক্তি দেবে মৃত্যুর পরে বৃহদাকাশের দিকে।

আমার প্রতিপাদ্য এ বিষয়টি হয়তো যাকে বিজ্ঞান বিমূর্ত বলে তা গ্রহণ করবে না কিন্তু ওর অর্থ ওটা নয় যে ওটা সত্যি নয়। বিজ্ঞান এটা গবেষণা করেও নিরূপিত করতে পারে নি "জীবনটা" কি? আরও শত শত প্রশ্নের জবাবও বিজ্ঞান দিতে পারেনি। যে জিনিস দিনের পর দিন আমরা চোখের সামনে দেখি।

বিজ্ঞান অস্বীকার করে না যে 'অবচেতন' মনের অস্তিত্ব আছে। বিজ্ঞান এমার্সনের কথাও অস্বীকার করতে পারে না যখন তিনি বলেছিলেন, "একটু ধৈর্য্য ধরে আমরা যদি আমাদের আশেপাশে কি ঘটছে লক্ষ্য করি, তবে বুঝতে পারবো কোনো উচ্চতর কার্যাবলী যা আমাদের ইচ্ছাধীন নয় তা ঘটনা প্রবাহকে নিয়ন্ত্রণ করে।"

সুতরাং তবে সেই উচ্চতর শক্তি আমাদের অবচেতন মস্তিষ্কের ভেতর দিয়ে আমাদের হাতের রেখা দিয়ে অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ বলছে না কে বলবে? জবের ৩৭ পরিচ্ছেদের সপ্তম সর্গে লিখিত আছে, যদি না এই রহস্য সমাধানের ইঙ্গিত না হবে।

ভগবান মানুষের হাতে রেখা এবং চিহ্নসকল দিয়েছেন যাতে ভগবানের সন্তানগণ তাদের দুনিয়ায় এসে কি কি কর্ম করতে হবে জানতে পারেন।

ভাগ্য বড় না পুরুষকার বড় তা জাতকের স্বকীয় দৃষ্টিভঙ্গি বা ধর্মের বিধান মতে হয়, তার লেখাপড়ারও অনেক সময় এর মধ্যে ছায়া পড়ে। কেউ কেউ আছেন যাঁরা জন্ম এবং মৃত্যুর মধ্যে যে একটি বাঁধাধরা ভাগ্য আছে স্বীকার করতে চান না। অপর সবাইকার মতে বরং কিছু পূর্ব থেকে নির্ধারণ করা আছে জগতের জন্ম সময় থেকে এই পাঠ্যবস্তুটি অবধি 'তাঁর অজান্তে গাছ থেকে চড়ুই পাখিটি অবধি মাটিতে পড়ে না।'

আমি যা বলতে চাইছি তা বুঝিয়ে বলছি জনসমক্ষে। একজন ইঞ্জিন ড্রাইভারকে

আগে থেকে সতর্ক করে দেওয়া হলো যে ১০ বা ২০ মাইল দূরে একটা ভাঙ্গা ব্রীজ আছে এবং সে যদি আরও এগোয় তবে তার নিজের বা ট্রেনের সর্বনাশ হবে। সে যদি যুক্তিগ্রাহী হয় তবে সে এই সতর্কতাটি গ্রহণ করবে—ব্রীজটি মেরামত না হওয়া অবধি অপেক্ষা করবে। নিজের এবং অপর আরোহীদের জীবন রক্ষা করবে। অপরদিকে সে যদি মাথা মোটা গোঁয়ার হয়, যে জ্ঞান পেয়েছে সেই জ্ঞান ধরে না চলে তবে একেবারে সমূলে বিনষ্ট হবে।

আমি জীবনে ভগ্নসেতু সম্বন্ধে সাবধান করার বিষয়ে এর চেয়ে ভালো উদাহরণ হয়ত আর দিতে পারবো না। জীবনের ভগ্নসেতু সম্বন্ধে এইভাবে সাবধান বাণী উচ্চারণ করতে হয়।

আমার ব্যবসার গোড়ার দিকে একটি বড় অভ্যর্থনা সভায় জালের মধ্য দিয়ে আমি অসকার ওয়াইল্ড-এর হাত দেখেছিলাম। তিনি তখন একেবারে খ্যাতির সর্ব্বোচ্চ শিখরে। আমি তাঁকে বললাম যে এখন থেকে ঠিক সাত বছর পরে তাঁর ভাগ্য এবং সাফল্য রেখা ভগ্ন হয়েছে। এই সতর্কবাণী না শুনে তিনি পিছু ফিরে সমবেত অতিথিদের দিকে তাকিয়ে গম্ভীর গলায় বললেন: "কিরো হয়ত ঠিকই বলছেন। কিন্তু ভাগ্য কোন রাস্তা মেরামত করবার লোক রাখে না—যে সারা সারা—যা হবার তাই হবে।"

অন্যদিকে চতুর লোকটি বুঝতে পারেন নি রাস্তা মেরামত করবার লোকটি তিনি নিজে। তাঁর স্বভাবের কোন পরিবর্তনই তিনি করলেন না এবং অনিবার্য ধ্বংসের পথে তলিয়ে গেলেন। আবার অপরদিকে, অনেককে দেখেছি, যারা এই ভগ্নপথ সম্বন্ধে সচেতন হয়েছেন, সময় মত থমকে দাঁড়িয়েছেন এবং নিজেদের তো বাঁচিয়েছেন, তার সঙ্গে আরও অনেককে বাঁচিয়েছেন।

এই সব জায়গায়ই, এই বিদ্যাটি ছেলেমেয়ের অন্তর্নিহিত গুণাবলী জানবার জন্য পিতা-মাতার পক্ষে অসীম কল্যাণদায়ক হবে। শুধুমাত্র যে তাঁরা তাদের প্রিয়জনদের যে বৃত্তিতে গিয়ে অনর্থক বছরের পর বছর মাথা খুঁড়ে মরতে হবে সেই বৃত্তি থেকে নিরত করতে পারবেন তাই নয়, যেহেতু তাঁদের পিতৃ-পিতামহ এই কাজ করেছেন বলে সেই কাজই তাঁকে করতে হবে, তাই থেকে বিরত করতে পারবেন, কারণ তার ওদিকে কোনরকম প্রবণতাই নেই।

অনেকে অনেক ক্ষেত্রে সংকীর্ণ মন বা ধর্মের গোঁড়ামীর ফলে এই বিদ্যা অধ্যয়ন করেন নি, ফলে তাঁরা তাদের ছেলেমেয়েদের সম্বন্ধে বিপদজ্ঞাপক নির্দেশ সম্বন্ধে পূর্ব থেকেই অবহিত হতে পারেন নি।

স্বাস্থ্য, বংশগত রোগ বা প্রবণতা সম্বন্ধে আমার এমন কোন বিদ্যার কথা জানা নেই, যা এত সঠিকভাবে রোগের প্রকৃতি সম্বন্ধে নির্দেশ দিতে পারে তাই নয়, রোগের দিন সম্বন্ধেও বহু বছর পূর্ব থেকেই বলতে পারে—যদি এই সতর্ক বাণী গ্রহণ করা না হয়; তখন হয়তো বিপদ অতিক্রম করা সহজসাধ্য থাকে না।

এইরকম সবক্ষেত্রেই ভগ্ন সেতুকে মেরামত করা যেত—কিন্তু এই ভয়ঙ্কর কথা "বহু

দেরী হয়ে গেছে'' জীবনকে এক বিয়োগান্ত নাটকে পরিণত করার পরিবর্তে যেখানে ফুলে ফলে জীবন ভরে উঠতো। পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলিতে আমি এই 'ভগ্নরাস্তা' বা ব্রীজ সম্বন্ধে বহু উদাহরণ দিয়েছি, যা আমার এই বহুবর্ষব্যাপী বৃত্তির মধ্যে দেখবার ভাগ্য হয়েছিল।

## অনুবাদকের মন্তব্য

ভূমিকার পর এই গ্রন্থে যে সব বিষয়ে লেখা আছে, তা আগের প্রথম গ্রন্থের সঙ্গে সব মিল আছে। তাই সেই অংশ বাদ দিয়ে আমরা যেটুকু অংশ এতে অতিরিক্ত আছে তা এরপর সন্নিবেশিত করলাম। প্রথম এবং দ্বিতীয় খণ্ড বাদ দিয়ে আমরা তৃতীয় খণ্ডের অংশ অনুবাদ করছি।

---

# তৃতীয় খণ্ড

শিক্ষার্থীদের সুবিধার জন্য বিখ্যাত লোকদের হস্তরেখা বিচার, পৃথিবীর যাবতীয় অঞ্চল থেকে কতকগুলি চিত্তাকর্ষক এবং বিখ্যাত লোকদের হস্তরেখা বিশ্লেষণ অথবা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যগুলো দেখিয়ে দেবার জন্যে বহু অনুরোধ আমার কাছে এসেছে। এই সুযোগে সে সব অনুরোধ রক্ষা করতে পেরে আমি পরিতৃপ্তি লাভ করছি।

আমাকে হাত দেখাতে এবং আমার পরামর্শ নিতে এসে যাঁরা আমার সংগ্রহের জন্য নিজেদের হাতের ছাপ দিয়েছিলেন তাঁদের ব্যক্তিগত জীবনের গোপনীয় কথাগুলি প্রকাশ করা সঙ্গত হবে না। তাই আমি কেবলমাত্র তাঁদের চরিত্র এবং কর্মজীবনের বিশিষ্ট দিকগুলির ওপর মনোযোগ আকর্ষণ করব। তাঁদের ডান হাতের ছাপ বইয়ের এই অংশে স্থান পেয়েছে। জাতকের কর্ম বা তার ব্যক্তিসত্বার বিকাশ অনুধাবন করতে পারা যায় তার ডান হাত থেকে। কাজেই একমাত্র এই হাতের ছাপ প্রকাশ করবার অধিকার আমার আছে।

প্রকৃত হাতের ছাপ এই বিষয়ের শিক্ষার্থীদের চেখের সামনে থাকলে তাদের কতটা সাহায্য হতে পারে তা জানি বলেই যাঁরা হাতের ছাপ পাঠিয়ে সহযোগিতা করেছেন, এই সুযোগে তাঁদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

এই বইয়ে বর্ণিত বিশিষ্ট রেখা ও চিহ্নাদি যে সব হাতে পাওয়া গেছে, সেগুলির মধ্যে হাতের ছাপ নির্বাচন সীমাবদ্ধ রাখতে হয়েছে।

এ পর্যন্ত হাতের ছাপ সংগৃহীত হয়েছে ৬০,০০০ এর ওপরে।

এ অবস্থা থেকে সহজেই বোঝা যায়, এই বিপুল সংখ্যক হাতের ছাপের বর্ণনাসমূহ সংগ্রহকে স্থান দিতে গেলে গ্রন্থখানি এত বিপুলায়তন হয়ে উঠত যে, তা প্রকাশ করাই সম্ভবপর হতো না। কিন্তু পুস্তকখানি প্রকাশিত হওয়াতে আমি আমার প্রকাশক হ্যরলাস ( লণ্ডন ) লিমিটেডের নিকট গভীরভাবে ঋণী। কেননা এ বিষয়ে যত বই প্রকাশিত হয়েছে তাদের যে কোনটির চেয়ে এই বর্তমান গ্রন্থখানিকে মহার্ঘ চিত্রশোভিত করবার সুযোগ করে দিয়েছেন।

ওলগা হল ব্রাউন আমার বর্ণিত বিষয়গুলির বোধ সৌকার্যে যেরকম চমৎকার সাবলীল ভঙ্গিতে ছবিগুলি এঁকেছেন সেজন্যে এই সুযোগে তাঁকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। হাতের প্রতিটি রেখা ও চিহ্ন যা বোঝাতে চায় তাঁর আঁকা ছবিগুলিও যাতে হুবহু তাই প্রকাশ করতে পারে সেই উদ্দেশ্যে আর সমস্ত কাজ বাদ দিয়ে তিনি আমার কাছে হাত দেখা শিখতে আরম্ভ করেন। কেননা, তিনি বুঝতে পারেন যে এতে জিনিসটি এমন নিখুঁত ও নির্ভুল হবে যেমনটি অন্য কোনো উপায়ে হওয়া সম্ভব নয়।

উপসংহারে আমি কম বয়সী ছেলেমেয়েদের, পিতা-মাতা এবং অভিভাবকদের মনে এই বিদ্যা অনুশীলনের উপযোগিতা সম্বন্ধে অবহিত করতে চাই। যাদের ভাগ্য

নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব তাঁদের উপর, এই করেরখা বিজ্ঞানের সাহায্যে তাঁরা তাদের হাতে আগাম শুভ বা অশুভ লক্ষণ দেখতে পাবেন।

এই বিদ্যার সাহায্যে তাঁরা মেরামত করতে পারবেন অনেক ভগ্ন সেতু এবং ভবিষ্যতের অনেক দুর্ঘটনাও এড়িয়ে চলতে পারবেন। জ্ঞানই শক্তি। কাজেই অজ্ঞতার দরুন যাতে পরে তিক্ত অভিজ্ঞতা না হয় সেজন্য আগে থাকতে সতর্ক হওয়া সমীচীন। অত্যন্ত বিলম্বে চরিত্র শোধরানোর জন্যে ব্যর্থ চেষ্টা না করে বরং উচিত বয়সে ছেলে-মেয়েদের মনকে প্রভাবিত করা এবং কোনো মহৎ উদ্দেশের দিকে তাদের চরিত্রের মোড় ঘোরানো সম্ভবপর।

করেরখা বিজ্ঞানের মূল সূত্রগুলি আয়ত্ত করবার মতো একটু ধৈর্য থাকলে এর সাহায্যে জীবনের ঘটনাবলী পূর্বে জানা এবং জীবন রহস্য উপলব্ধি কঠিন নয় এবং পৃথিবীতে এমন আর কোনো বিদ্যাও নেই যা এর চেয়ে বেশী প্রতিদান দিতে সক্ষম।

এই বিদ্যার সাহায্যে শুধুমাত্র মনুষ্য-চরিত্র বুঝতে পারাই সকলের পক্ষে সহায়ক, কিন্তু ভবিষ্যতে অনেক দূর পর্যন্ত দেখতে পারা এবং উপদেশ ও পরামর্শ দ্বারা অপরের সাহায্য করা এমন একটা কিছু যা প্রায় দৈব আনুকূল্যের কাছাকাছি। কাজেই এই বিদ্যার বিনিময়ে যা পাওয়া যায় তার মূল্য অপরিমেয়।

### প্রথম পরিচ্ছেদ

## প্রিন্সেস দ্য মন্টিগ্লাইয়নের হাত

দ্য মারসি আরজনটে, প্রিন্সেস দ্য মন্টিগ্লাইয়নের স্বাক্ষরযুক্ত হাতের ছাপ পাঠকদের নিকট অনন্যসাধারণ কৌতুহলোদ্দীপক বলে মনে হবে।

এটি একটি ছোট কৌণিক বা শিল্পী হাত, শিরোরেখা এবং আয়ুরেখার মাঝে ফাঁক অনেকখানি, এতে বোঝায় ঝোঁকের মাথায় কাজ করা এবং হঠকারিতা। চতুর্থ আঙুল বা কনিষ্ঠার অবস্থান এই মানসিকতাকে আরো জোরালো করেছে। কনিষ্ঠা দাঁড়িয়ে আছে অন্য আঙুলগুলি থেকে বিচ্ছিন্নভাবে দূরে সরে। আঙুল সম্বন্ধীয় অধ্যায়ে আমি বলেছি যে, এই ধরনের আঙুল কর্মের স্বাধীনতা নির্দেশ করে।

লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, ভাগ্যরেখাটি গোড়ার দিকে শুক্রের স্থানের সহিত সংযুক্ত। সপ্তম অধ্যায়ে এই লক্ষণ সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে আমি উল্লেখ করেছিলাম যে, প্রণয়ঘটিত ব্যাপারে এটি একটি অশুভ চিহ্ন। হৃদয়রেখাটি অত্যন্ত প্রকট এবং গোড়ার নিম্নমুখী বক্ররেখা সমূহ থাকায় হৃদয়ঘটিত অর্থাৎ স্নেহ প্রেমের ব্যাপারে হতাশার পূর্বাভাস দেয়।

আয়ুরেখা থেকে শক্ত সমর্থ শারীরিক গড়ন এবং প্রচন্ড প্রাণ শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। সেই সঙ্গে বলবো আয়ুরেখার সহকারী রেখা ( Inner life line ) থাকায় এই ফলের আরো বৃদ্ধি হয়েছে।

সম্রাটের সিংহাসন হারানোর আট বছর আগে তাঁর একমাত্র সন্তানের জন্ম। এই কন্যাটির কথাই বলা হচ্ছে বর্তমান জীবনীলেখ্যয়। জাঁকজমকপূর্ণ ফরাসী রাজদরবার কর্তৃক এই ঘটনা আনন্দোৎসব সহকারে প্রতিপালিত হয়। সম্রাট নেপোলিয়ন স্বয়ং কন্যাটির ধর্মপিতা হন।

কন্যাটির জননী কাউন্টেসের কাছে কিন্তু তাঁর জন্ম তিক্ততা ও নৈরাশ্যের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তিনি চেয়েছিলেন পুত্র, কিন্তু নবজাতকটি মেয়ে হওয়াতে তিনি প্রায় ঘৃণা করতেই শুরু করলেন।

ছোটবেলায় ঘরে কড়াকড়ি অসুবিধার মধ্যে রাজকন্যার দিন কাটত। যে স্নেহ-ভালবাসা তাঁর প্রাপ্য ছিল তা থেকে তিনি বঞ্চিত ছিলেন।

তা সত্ত্বেও স্বেচ্ছায় তিনি মায়ের ইচ্ছার নিকট আত্মনিবেদন করেছিলেন। আঠারো বছর বয়সে তিনি এমন একজন লোককে বিয়ে করেন যিনি ছিলেন ফ্রান্সের অন্যতম গৌরবময় খেতাবধারী। বিয়ের পর তিনি হলেন প্যারিসের ডাচেস দ্য আভারীর।

তার বিবাহ দুর্ভাগ্য টেনে এনেছিল ( হৃদয় রেখার শুরুতে নিম্নাভিমুখী ঢালু-রেখাগুলি এবং শুক্রের ক্ষেত্রের সহিত সংবন্ধ অথবা সংযুক্ত ভাগ্যরেখা লক্ষ্য করুন এবং হৃদয়রেখা ও ভাগ্যরেখা সম্পর্কিত অধ্যায়গুলিতে এইসব সম্বন্ধে যা বলা হয়েছে তা অনুধাবন করুন )।

তিনি এরূপ বিশিষ্ট্য সুন্দরী এবং এমন আকর্ষণপূর্ণ ব্যক্তিত্বের অধিকারিণী ছিলেন যে শ্রেষ্ঠ রমণীদের রাণী বলে তাঁর প্রশস্তি করা হ'তো।

বছর কয়েক চূড়ান্ত গৌরবময় জীবন-যাপন করেছিলেন তিনি। তাঁর গৃহে—ইউরোপের সর্বশ্রেষ্ঠ অভিজাত এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের সমাগম হতো। এমন কি প্রিন্স অব ওয়েলস ( পরবর্তীকালে রাজা সপ্তম এডওয়ার্ড ) ছিলেন তাঁর একজন গুণমুগ্ধ ভক্ত।

প্রায় তেত্রিশ থেকে পঁয়ত্রিশ বছরের মধ্যে ( ভাগ্যরেখা দেখুন ) কোনো স্ত্রীলোকের ঈর্ষা এবং শত্রুতা তাঁর জীবনকে এমন তিক্ত-বিরক্ত করে তুলেছিল যে যথার্থই তিনি ( গৃহত্যাগ ) করলেন এবং সব কিছু পিছনে ফেলে রেখে গেলেন ( রবি রেখাটির সমাপ্তি লক্ষ্য করুন। )

ঝোঁকের মাথায় এই হঠকারিতাপূর্ণ কাজের ( তাঁর হাতে যে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের নির্দেশ পাওয়া যায় তার সঙ্গে এ ধরনের আচরণের পুরোপুরি মিল আছে ) সব কিছু তাঁর হাত ছাড়া হয়ে যেতে শুরু করল। ধন-সম্পদ তাঁর কাছ থেকে উঠে গেল। মণিরত্নাদি এবং মহার্ঘ পুরাকীর্তির নিদর্শনসমূহ বিক্রি করে ফেলতে হলো, শেষ পর্যন্ত পাওনাদারেরা শাতো দ্য আর্জেন্ট দখল করল এবং অদৃষ্টের পরিহাসে সকলের শেষে যে কক্ষটি বিক্রি হ'লো এবং শাতো ছেড়ে যাবার আগে যে কক্ষটিতে শুয়েছিলেন, সেই কক্ষটিতেই তিন দশকের কয়েক বছর আগে তাঁর জন্ম হয়েছিল।

কিন্তু তাঁকে নিয়ে নিয়তির খেলা তখনো শেষ হয়নি। যে ভাগ্যরেখা হৃদয়রেখা পর্যন্ত এসে তার সঙ্গে মিশে গেছে তার উদ্দেশ্য তখনো চরিতার্থ হয়নি।

এটা খুবই অদ্ভুত ব্যাপার যে, এই বিচিত্র জীবনের আর একটি যবনিকা যখন উন্মোচিত হল তখন দৈবক্রমে আমি উপস্থিত ছিলাম সেই ঘটনাস্থলে।

বছর কয়েক আগে মক্কেলরূপে যখন তিনি আমার কাছে আসতেন আমি তাঁকে রবিরেখা বিরতির অর্থ এবং সে সম্বন্ধে বহুবার সতর্ক করে দিয়েছি। তিনি বরাবরই তাঁর রমণীয় গ্রীবা নেড়ে হেসে বলেছেন—'যা হবার তা হবেই।"

অধিক বয়সে একটি প্রণয়াসক্তি সম্বন্ধে আমি তাঁকে সাবধান করে দিয়েছিলাম কেননা তাঁর হাতে হৃদয়রেখা ভাগ্যরেখা পর্যন্ত এসে থেমে গেছে শুনে আরো বেশি করে হাসতে লাগলেন তিনি। বললেন যে, প্রণয়াসক্তি। ৬০ বছর বয়স তাঁর পেরিয়ে গেছে তথাপি যে প্রণয় তাঁকে সর্বস্ব ত্যাগে বাধ্য করেছিল সেই রোমান্সের যখন সূচনা হল তখন আমায় নিয়তি আমাকে টেনে নিয়ে গেল ঘটনাস্থলে।

এক রাত্রে প্যারিসে তিনি আমন্ত্রণ জানালেন আমাকে গুপ্ত মূল্য রুদ্ধ থিয়েটারে উপস্থিত থাকবার জন্যে। সিংহকে পোষ মানাবার দুঃসাহসিকতাপূর্ণ একটি প্রদর্শনে আমি উপস্থিত থাকি এটাই তিনি চেয়েছিলেন। আমেরিকার সেরা সিংহ বশীভূতকারী বোনাভিটা রঙ্গমঞ্চের পরে প্রথম দর্শকের সামনে উপস্থিত হয়ে তাঁর খেলা দেখাবেন। রঙ্গমঞ্চের প্রথম আসনে আমরা বসলাম। তিনি আমাকে বললেন যে, সিংহদের তিনি ভালোবাসেন। আসলে আমার মনে হয় তিনি বলেছিলেন : মানুষকে যত বেশি করে জানছি, পশুদের ততই বেশি করে আমি ভালবাসছি।

ঘন লাল রঙের পর্দা পিছন দিকে গুটিয়ে গেল। গোটা রঙ্গমঞ্চটা জুড়ে ফেলল একটা ইস্পাতের খাঁচা। প্রকান্ড প্রকান্ড সব আফ্রিকার সিংহ উপর নীচে পায়চারি করতে থাকে, দর্শকদের দিকে তাকিয়ে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে গর্জন করতে শুরু করে। হঠাৎ একে অপরকে কামড়ে দেয় কট্ করে এবং সিংহরা যে রকম আচরণে অভ্যস্ত সেই রকম আচরণেই করতে থাকে। রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করলেন বোনাভিটা ; বন্ধ করে দিলেন তার পেছনের ইস্পাত নির্মিত প্রবেশ পথ। প্রস্তর মূর্তির মতো নিশ্চল হয়ে দাঁড়ালেন মুহূর্তকাল। চমৎকার তাঁর দেহের গড়ন, পরনে আধা সামরিক পোশাক। দর্শকমন্ডলী উচ্ছ্বসিত কন্ঠে তাঁর জয়ধ্বনি করল। সারা দুনিয়ায় তিনিই একমাত্র সিংহ বশীভূতকারী যিনি কখনো চাবুক ব্যবহার করেন নি। নিরুদ্বিগ্নভাবে সিংহদের মাঝখান দিয়ে তিনি হাঁটতে লাগলেন, তাদের চলন পরীক্ষা করে দেখতে লাগলেন এবং তিনি বার বার হুকুম দিলেন। শিশুর মতো তাঁর আদেশ তারা পালন করতে লাগল, সকলেই শুনল তাঁর কথা কেবল একটি ছাড়া।

একটি প্রকান্ড জানোয়ার চাপা রাগে গোমড়া মুখে নীরবে এক কোণে গিয়ে আশ্রয় নিল এবং শাসানির ভঙ্গিতে বোনাভিটার দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকাল।

দর্শকবৃন্দ পুলকিত হয়ে উঠল। তাদের কাছে এ হলো একটি সাহসী মানুষের সঙ্গে ক্রুদ্ধ ভয়ংকর জন্তুর দ্বৈত সংগ্রাম।

বোনাভিটা সিংহকে হুকুম করলেন কোণ থেকে বেরিয়ে আসবার জন্য। ক্ষণকালের জন্যে মনে হল জানোয়ারটা বুঝিবা তাঁর হুকুম মেনে চলতে উদ্যত,

পরক্ষণেই কিন্তু ঝুঁকে পড়ে কুশ্রী ভঙ্গিতে চলে গেল খাঁচার পেছন দিকে এবং গুটি মেরে অবস্থান করে বোনাভিটার দিকে তাকিয়ে রইল। বোনাভিটা দর্শকদের দিকে পিছন ফিরে সিংহটার মুখোমুখি দাঁড়ালেন। আসন্ন বিপদের পূর্বাভাস পেয়েই অন্যান্য জন্তুরা যেন ভীতচকিতভাবে কোণাগুলিতে গিয়ে আশ্রয় নিল।

অবাধ্য সিংহটাকে এবং তার মনিবকে রেখে গেল—তারা নিজেদের মধ্যে যাতে মিটমাট করে নেয় সেই অভিপ্রায়ে। জনাকীর্ণ থিয়েটারে এমন নৈঃশব্দই বিরাজ করতে লাগল যে, আলপিন পড়লেও তার শব্দ শোনা যায়। আমার পার্শ্ববর্তিনী রাজকন্যা তীব্র উত্তেজনায় আমার বাহু আঁকড়ে ধরলেন।

অকস্মাৎ প্রকাণ্ড জন্তুটা 'যুদ্ধং দেহি' ভাব ধারণ করে এমনভাবে গর্জন করে উঠল যে, বাড়ির ঝাড়গুলি পর্যন্ত কেঁপে উঠল। অবশেষে সমাগত হয়েছে সেই মুহূর্ত। একলাফে সে ঝাঁপিয়ে পড়ল বোনাভিটার ওপরে, তাঁকে ফেলে দিল মেঝেতে, তাঁর ডান কাঁধ এবং বহু স্থান ক্ষত-বিক্ষত করে ফেলল।

তারপর ঘটল এক অপ্রত্যাশিত ব্যাপার। যখন প্রত্যেককেই—মনে হচ্ছে আতঙ্কে আড়ষ্ট, তখন নিজের আসন থেকে লাফিয়ে উঠলেন রাজকন্যা। এক সেকেণ্ডের মধ্যে তাঁর হাত এবং বাহু ঢুকে গেল গরাদের ভিতরে এবং যে ক্ষুদ্র ছাতাটি সঙ্গে করে তিনি এনেছিলেন তাই দিয়ে সিংহটার মুখে আঘাত করতে এবং খোঁচা দিতে লাগলেন, গর্জন করতে করতে জানোয়ারটা গিয়ে এক কোণে আশ্রয় নিল। একজন পরিচারক ইস্পাতের দরজা খুলে দিল, কিন্তু সিংহগুলিকে এমন অস্থির হয়ে বিচরণ করতে দেখে ভড়কে গিয়ে ইতস্ততঃ করতে লাগল। তাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে খাঁচার ভিতরে ঢুকে পড়লেন রাজকন্যা। কোলে তুলে নিলেন আহত বোনাভিটার মাথা। তারপর একজন পরিচারকের সাহায্যে তাঁকে আস্তে আস্তে শান্তভাবে সিংহদের মাঝখান দিয়ে গেটের বাইরে নিরাপদ স্থানে নিয়ে গেলেন।

তারপর অত্যন্ত তাড়াহুড়ো করে বোনাভিটাকে নিয়ে যাওয়া হলো একটি হাসপাতালে। রাজকন্যা তার সঙ্গে গেলেন অ্যাম্বুলেন্স করে। অস্ত্রোপচারের ফলে তাঁর জীবন রক্ষা পেল বটে। কিন্তু তাঁর ডান হাতটিকে কেটে বাদ দিতে হলো।

তখনও পর্যন্ত কিন্তু নিয়তির সকল নিষ্ঠুর খেলার অবসান হয়নি। কয়েক সপ্তাহ পরে খবরের কাগজে ঘোষণা করা হলো যে, আমেরিকার শ্রেষ্ঠ সিংহ বশীভূতকারী বোনাভিটা পরদিন সমুদ্র পথে নিউইয়র্ক যাত্রা করেছেন। সেই রাত্রিতে রাজকন্যা আমার বাড়িতে হাজির হয়ে বললেন—"আমি এসেছি আপনাকে বিদায় সম্ভাষণ জানাতে। কাল সকালেই আমি এ জায়গা ছেড়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যাত্রা করছি। বোনাভিটা এমন সুস্থ ও সবল নয় যে সে একাকী ভ্রমণ করতে পারে।

একমাস বা তার কাছাকাছি সময়ের পরে নিউইয়র্ক থেকে ডাকযোগে একটি চিঠি এল আমার কাছে। "আমার প্রিয় কিরো" রাজকন্যা লিখেছেন, "আপনি এখন আপনার বন্ধুদের জানাতে পারেন, আমার বন্ধুদের নিয়ে মাথা ঘামাবেন না, আমার এমন কোনো বন্ধু নেই যে, রাজকুমারী দ্য মাশ্টিগ্নাইয়ন সিংহ বশীভূতকারী বোনাভিটাকে

বিয়ে করেছেন তা জানাতে হবে। আমার জীবনে হয়তো অনেক কিছু আমি হারিয়েছি। —কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমি খুঁজে পেয়েছি ভালোবাসা।"

কিন্তু তখনও তো পুরোপুরি নিঃশেষিত হয়নি নিয়তির লীলা-খেলা। হৃদয়রেখা থেকে নিম্নমুখী সেই রেখাগুলির নৈরাশ্যের কাহিনী লেখার শেষ তখনো হয়নি। দু'বছর পরে এলো আর একখানা চিঠি।

প্রেমের স্বপ্নের তখন সমাধি হয়েছে। রাজকন্যা লিখেছেন—এ পর্যন্ত যত লোকের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে তন্মধ্যে বোনাভিটা হচ্ছে সবার সেরা এবং সকলের চেয়ে সম্ভ্রান্ত। কিন্তু তার পথ আমার পথ নয়, কিংবা আমার পথও নয় তার—পথ আমাদের ভিন্ন ভিন্ন।

চিরকালের মতো আমাদের বিচ্ছেদ হয়ে গেছে। আমেরিকাতেই থাকব আমি, কিন্তু একাকী। আমার হাতের যে ছাপ আপনি নিয়েছিলেন, যে কোন ভাবে তা ব্যবহার করতে পারেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

## ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী উইলিয়াম এওয়ার্ট গ্লাডস্টোনের হাত

মিঃ গ্লাডস্টোন মৃত্যুর এক বছর আগে নিজের স্বাক্ষর-সম্বলিত হাতের ছাপ আমাকে দিয়েছিলেন। আফ্রিকার অজ্ঞাত অঞ্চলে ভ্রমণকারী, বিখ্যাত দেশ আবিষ্কারক স্যার এইচ. এম. স্ট্যানলি প্রমুখাৎ তিনি আমার কথা জানতে পারেন। স্মরণ করা যেতে পারে যে হারিয়ে যাওয়া ডাঃ লিভিংস্টোনের সন্ধানে তাঁকে পাঠানো হয়েছিল আফ্রিকার অভ্যন্তর ভাগে। মিঃ গ্লাডস্টোন আমাকে হাওয়ার্ডের ক্যাসলে আমন্ত্রণ করেন এবং এই সাক্ষাৎকারের উপসংহারে তাঁর হাতের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ছাপটি দেন। সেই ছাপটি এই অধ্যায়ের অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। গ্লাডস্টোনের হাতের এই একটি মাত্র ছাপের অস্তিত্ব আছে।

গ্লাডস্টোনের হাতের ছাপ হস্তরেখা বিদ্যার সত্যতা নিশ্চিতরূপে প্রমাণ করে। শিরোরেখাটি অস্বাভাবিক রকম দীর্ঘ করতলের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত করপার্শ্ব পর্যন্ত প্রসারিত। এই ধরনের শিরোরেখা অসাধারণ মানসিকতা এবং মস্তিষ্কের শক্তির চিহ্ন।

স্মরণ করা যেতে পারে যে, এই বিশিষ্ট ব্যক্তিটি ছিলেন তাঁর সমকালীন শ্রেষ্ঠ গণিতজ্ঞদের অন্যতম। বারকয়েক তিনি হয়েছিলেন গ্রেট-ব্রিটেনের প্রধান অর্থমন্ত্রী এবং তিনি যে কয়টি বাজেট প্রণয়ন করেন, ব্রিটিশ সরকারের ইতিহাসে তা স্মরণীয় হয়ে আছে। চারবার তিনি ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী হন।

ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন মহান বিদ্বান, প্রাচীন গ্রীক এবং হিব্রু ভাষা সম্বন্ধে তিনি ছিলেন বিশেষজ্ঞ এবং নির্ভরযোগ্য শক্তি, এ বিষয়ে তাঁর মত প্রামাণ্য বলে স্বীকৃতি লাভ করেছিল। আটাত্তর বছর বয়সে তিনি বাস্ক ভাষা আয়ত্ত করেন—এটি ইউরোপের দুরূহতম ভাষা সমূহের মধ্যে একটি।

তর্জনীর নীচে শিরোরেখা থেকে সকল সূক্ষ্মরেখা ওপরের দিকে উঠে গেছে সেগুলি অপরের ওপর কর্তৃত্ব করার মানসিক ক্ষমতা বোঝায়। তাছাড়া নীচের দিকে ঈষৎ অবনত অতি দীর্ঘ শিরোরেখা নির্দেশ করে, বাগ্মীতা এবং প্রকাশ ক্ষমতা—যে দুটি গুণ ছিল হাউস অব কমন্সে গ্লাডস্টোনের গৌরবোজ্জ্বল কর্মজীবনের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য।

ভাগ্যরেখাটি দেখা যাচ্ছে, মণিবন্ধ থেকে উঠে—কয়েকটি অত্যন্ত সুস্পষ্ট শাখায় বিভক্ত হয়ে ভিন্ন ভিন্ন গ্রহের ক্ষেত্রে শেষ হয়েছে। দুটি শাখা চলে গেছে তর্জনীর মূল দেশের নীচের দিকে, দুটি শেষ হয়েছে মধ্যমার নীচে। এবং একটি এগিয়ে গেছে অনামিকার মূলদেশের দিকে। এই ধরনের ত্রিমুখী শাখাবিশিষ্ট রেখা অনন্য সাধারণ ও নির্দেশ করে প্রবল ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, একটি শাখারেখা অনামিকার নীচে রবিক্ষেত্রের অভিমুখী হওয়াতে জনকল্যাণমূলক কর্মে অসাধারণ গৌরব ও সাফল্য বোঝায়।

পূর্ববর্তী একটি অধ্যায়ে রবিরেখা সম্বন্ধে আমি যা বলেছি, এখানেও তার পুনরুক্তি করছি। উত্তম শিরোরেখাযুক্ত হাতে যদি দেখা যায় যে, কোন স্পষ্ট সরলরেখা অনামিকার মূলদেশ পর্যন্ত চলে গেছে তাহলে বুঝতে হবে যে, জাতকের মধ্যে অসাধারণত্ব এবং সাফল্য অর্জনের প্রতিশ্রুতি আছে।

গ্লাডস্টোনের বেলায় দেখা যায়,—কেবল যে ভাগ্যরেখার একটি শাখা অনামিকার দিকে গেছে তা নয়, উপরন্তু কতকগুলি অত্যন্ত স্পষ্ট রেখাও হাতের তেলোর মাঝখান দিয়ে ওপরের দিকে উঠে অনামিকার নীচে গিয়ে শেষ হয়েছে।

যাকে বলা হয় আয়ুরেখার অনুগরেখার তাও এটি হাতের ছাপে দেখতে পাওয়া যাবে। এই অনুগ বা সহায়ক রেখা অসাধারণ জীবনীশক্তি এবং শক্তসমর্থ শারীরিক গঠন সূচিত করে। এর থেকে যে দীর্ঘ জীবনের আভাস পাওয়া যায় তা নয়, এই রেখা থাকলে বুঝতে হবে যে শেষ পর্যন্ত জাতকের স্বাস্থ্য অটুট থাকবে।

গাছ কাটা ছিল গ্লাডস্টোনের প্রিয় ব্যায়াম এবং এই ব্যায়াম দ্বারা দেহানুশীলনের অভ্যাস তিনি তাঁর শেষ অসুখের কয়েক মাস আগে পর্যন্ত বজায় রেখেছিলেন।

তাঁর হাতে বিরল এবং অসাধারণ দৈবানুভূতি রেখাও প্রবল এবং স্পষ্টভাবে অঙ্কিত আছে।

গ্লাডস্টোনের হাতটি দার্শনিক শ্রেণীর হাত—কনিষ্ঠা অসাধারণ দীর্ঘ। শুধুমাত্র অতি দীর্ঘ কড়ে আঙুলই নির্দেশ করে যে, এই ধরনের দীর্ঘ শিরোরেখা বিশিষ্ট জাতক যে সকল বিষয়ের অনুশীলনেই ব্যাপৃত হোক না কোন তার অর্থ উপলব্ধি করবার মতো মানসিক ক্ষমতা তাঁর থাকে এবং তিনি বাকপটু হন।

গ্লাডস্টোনের মৃত্যুতে ইংল্যাণ্ড তার সর্বশ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রনীতিককে হারিয়েছে।

মুখ মানুষকে প্রতারিত করতে পারে কিন্তু হাত কখনো তা করে না।"

**প্রথম নেপোলিয়ন**

১৫ই আগস্ট, ১৭৬৯ সালে বেলা সাড়ে এগারোটার সময় কর্সিকা দ্বীপে প্রথম নেপোলিয়নের জন্ম হয়। হস্তরেখা বিদ্যায় তিনি ছিলেন দৃঢ় বিশ্বাসী, জ্যোতিষ শাস্ত্রেও তাঁর আস্থা ছিল।

আমার কাছে তাঁর ডান হাতের ছাপের যে ব্রোঞ্জের ছাঁচ আছে, পৃথিবীতে সেটি ছাড়া নেপোলিয়নের হস্তরেখার আর দ্বিতীয় কোনো নিদর্শন নেই, এই ধারণা সকলেই পোষণ করেন।

হাতের গড়ন, আঙ্গুল এবং বুড়ো আঙ্গুল এই অনন্যসাধারণ লোকটির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের দ্যোতক।

ছবিটি লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যে, গোটা হাতটাই ঝুঁকে পড়েছে যেন বৃহস্পতির অঙ্গুলী তর্জনীর দিকে। একে প্রায়শঃই বলা হয় একনায়কের আঙ্গুল অথবা তাদের আঙ্গুল "যারা অপরের ওপর আইন চাপিয়ে দেয়।" নেপোলিয়নের হাতে এই আঙ্গুলটি আর সব আঙ্গুলের চেয়ে লম্বা, এমনকি অনামিকার চেয়ে দীর্ঘ এটি।

এটা অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক ব্যাপার যে, জ্যোতিষশাস্ত্র, নেপোলিয়নের জীবনে বৃহস্পতির এই প্রভাব সমর্থন করে। তাঁর জন্মলগ্নে বৃশ্চিক রাশিতে (মঙ্গলের দ্বিতীয় স্থান) আছে বৃহস্পতি আর মঙ্গল স্বয়ং আছে দশম গৃহে রবিসহ।

নেপোলিয়নের হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলীটি অত্যন্ত লম্বা। এত লম্বা যে তা দৃষ্টি আকর্ষণ করে। যদি হাতের তেলোতে এই আঙ্গুলটি মোড়া যায় তাহলে নখযুক্ত পর্বটি তর্জনীর মূলদেশ ছাড়িয়ে বহুদূর পর্যন্ত প্রসারিত হবে, এটি অসাধারণ ইচ্ছা-শক্তির চিহ্ন। দ্বিতীয় খণ্ডে বৃদ্ধাঙ্গুলী সম্পর্কিত অধ্যায়ে এই বিষয়টি বোঝানো হয়েছে।

কড়ে আঙ্গুলটিও লম্বা এবং এই ব্রোঞ্জের ছাঁচের ওপরকার রেখাগুলি নিয়ে আলোচনা করা যাক। একটি শাখাসহ দীর্ঘ শিরোরেখাটি সরাসরি নেমে এসেছে বৃহস্পতির ক্ষেত্র থেকে। এই শ্রেণীর শিরোরেখা থাকলে জাতক অপরিসীম উচ্চাভিলাষী হয়। রেখাটি ঈষৎ ঢালুভাবে চন্দ্রের ক্ষেত্রের উপরিভাগে নেমে এসেছে। এই ধরনের রেখার বৈশিষ্ট্য এই যে, উচ্চাশার সঙ্গে সঙ্গে জাতককে বিপুল কল্পনা শক্তির অধিকারী করে। ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সে মনে মনে বিরাট ছবি আঁকে এবং অনন্যসাধারণ ক্ষমতা অর্জনের স্বপ্ন দেখে।

এই হাতে রেখা আছে দুটি। একটি আছে সরাসরি হাতের ওপর দিকে। অপরটি করতলের মাঝখানে ভাগ্যরেখা থেকে সাতাশ বছরের কাছাকাছি সময়ে বেরিয়ে বুধের ক্ষেত্রের পাশে রবির ক্ষেত্রে চলে গিয়েছে। কর্মজীবনের যাত্রার সূচনার বয়সে নেপোলিয়নের ভাগ্যরেখা থেকে বেরিয়ে যাওয়া এই রবিরেখা যে বয়ঃক্রম সূচিত করে তার মিল দেখা যায়।

ভাগ্যরেখাটি অত্যন্ত নিবিড়ভাবে শুক্র ক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত। এর থেকে স্নেহ-প্রেমের ব্যাপারে সম্রাট যে অসুখী হবেন তা বুঝতে পারা যায়। সম্রাজ্ঞী জোসেফিনের সঙ্গে তাঁর

বিবাহিত জীবনের কথা মনে করলে এই চিহ্ন যা নির্দেশ করছে তার সমর্থন পাওয়া যায়। জোসেফিনের গর্ভে কোনো উত্তরাধিকারী না হওয়াতে নিরাশ হয়েছিলেন সম্রাট। তিনি বিয়ে করেছিলেন ১৭৬৯ সালের ৯ই মার্চ তারিখে সাতাশ বছর বয়সে, এতেও আবার ৯ সংখ্যার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। এটি হচ্ছে তাঁর কর্ম জীবনের সংখ্যা।

করতলের মাঝামাঝি জায়গার ভাগ্যরেখা থেকে একটি উর্দ্ধমুখী শাখা সরাসরি বৃহস্পতির ক্ষেত্রের দিকে চলে গিয়েছে। ভাগ্যরেখা থেকে নির্গত রবিরেখা এবং এই উর্দ্ধমুখী রেখাটি একই বয়স নির্দেশ করে, অর্থাৎ সাতাশ বছর। এই বয়সেই যে নেপোলিয়নের উচ্চাভিলাষ চরিতার্থতার সূচনা হয়, একমাত্র এই রেখাটি থেকেই তার পূর্বাভাস পাওয়া যায়।

প্রায় ছেচল্লিশ বছর বয়সে মঙ্গলের ক্ষেত্র থেকে একটি রেখা শনির ক্ষেত্রের নীচে ভাগ্যবেখাকে অতিক্রম করে চলে গেছে। সেই বছর ওয়াটারলুর যুদ্ধে তাঁর পতন এবং উচ্চাভিলাষ বিধ্বস্ত হওয়ার সঙ্গে উপরিউক্ত রেখাটি দ্বারা নির্দেশিত বয়সের মিল আছে।

তাঁর কোষ্ঠীতে শনি আছে নবম গ্রহে মকর রাশিস্থ (শনির স্বক্ষেত্র) চন্দ্রের প্রত্যক্ষ বিরুদ্ধভাবে। গ্রহের অবস্থান বিচার করলে যে দেশের ওপর এই গ্রহের আধিপত্য সে দেশ থেকে যে সাংঘাতিক দৈব দুর্ঘটনা আসার সম্ভাবনা তার পূর্বাভাস পাওয়া যায়। প্রাচীনতম কাল থেকে রাশিয়ার উপর শনি কর্তৃত্ব করছে বলে মনে হয়। এর থেকেই জ্যোতিষ বিচারে রাশিয়ার যুদ্ধে নেপোলিয়নের সম্পূর্ণ পরাজয় এবং মস্কো থেকে পলায়নের পথে তাঁর অপরাজেয় ফরাসী সৈন্যবাহিনীর বিনষ্টের কথা বুঝতে পারা যায়।

বৃশ্চিক রাশির লগ্ন হওয়াতে সমস্ত রকম গুহ্য বিদ্যার প্রতি আকর্ষণ সূচিত করে। নেপোলিয়নের বেলায় নিশ্চিতভাবেই তার পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল।

এই অধ্যায় লেখবার সময় প্যারিসের মহাফেজখানা থেকে আনীত কিছু পাণ্ডুলিপি আমার সামনে আছে। তাতে নিম্নলিখিত বৃত্তান্তটি পাওয়া যায়—

ফরাসী বিপ্লবের কয়েক বছর আগে একদা সৈন্যবাহিনীর এক নগণ্য নিম্নপদস্থ কর্মচারীকে পুইত-দ্যা আরমাইত এর দিকে ঘোরাঘুরি করতে দেখা গেল। কোনো একটা ঠিকানা খুঁজছিলেন তিনি এবং বৃথাই এক দরজা থেকে অপর দরজায় সন্ধান নিচ্ছিলেন। শেষ পর্যন্ত জনৈক দারোয়ান তাঁর প্রতি সদয় হয়ে জিজ্ঞেস করল—'কাকে খুঁজছেন আপনি?"

"আবে দ্যা লা ক্লার্ক নামক একজন বুড়ো মানুষকে খুঁজছি আমি," জবাব দিলেন সৈন্যবাহিনীর ছোট-খাটো কর্মচারীটি।

"ও তাহলে সেই যাজককেই খুঁজছেন আপনি যিনি গ্রহ নক্ষত্রের সাহায্যে মানুষের ভাগ্য গণনা করেন। এখান থেকে তিনটি দরজা ছাড়িয়ে ছয়তলার উপরের একটি চিলেকোঠায় তাঁকে পাবেন।"

সৈনিক কর্মচারীটি তাকে ধন্যবাদ জানালেন। যে বাড়ীটি—খুঁজছিলেন তা পেয়ে গেলেন এবং একটা নড়বড়ে জীর্ণ সিঁড়ি বেয়ে কায়ক্লেশে ছয়তলায় উঠতে লাগলেন।

দরজা খোলাই ছিল। তিনি ভিতরে তাকালেন। সাদা লম্বা চুলওয়ালা এক বৃদ্ধ বসেছিলেন সেখানে, পরনে তাঁর যাজকের মত পোশাক, কিন্তু তা অত্যন্ত জীর্ণ। তাঁর সামনে টেবিলের উপরিস্থ একটি জ্যোতিষ শাস্ত্রের মানচিত্র একাগ্র দৃষ্টিতে দেখছিলেন তিনি।

নগণ্য সৈনিক কর্মচারীটি পকেটের মুদ্রাগুলি নেড়ে চেড়ে দেখলেন। গুণলেন, সেগুলো সাকুল্যে দশটি মাত্র সু ( এক সু প্রায় তিন নয়া ) পয়সার সমান আছে তাঁর। তিনি বুঝতে পারলেন যে এত কম পয়সা দেওয়া যায় না দক্ষিণা হিসাবে, ফিরে যেতে উদ্যত হলেন। দরজার ভাঙ্গা চৌকাঠ বেজে উঠল তাঁর পায়ের শব্দে।

মুখ তুলে তাকালেন ধর্মযাজক। মুহূর্তকাল ভালো করে নিরীক্ষণ করলেন তিনি আগন্তুককে। তারপর এগিয়ে গিয়ে হাত বাড়িয়ে দিলেন। "আপনি কি এসেছেন আমার পরামর্শের জন্যে, না আমার প্রার্থনা শুনতে'—তিনি জিজ্ঞাসা করলেন।

"আপনার পরামর্শের জন্য—জবাব দিলেন তরুণ যুবা। কিন্তু দেখছি, আমার কাছে যথেষ্ট পয়সা নেই, কাজেই চলে যাচ্ছি আমি।"

এই আগন্তুকের এমন একটা বৈশিষ্ট্য ছিল যা অভিভূত করেছিল বৃদ্ধকে।

তোমার মুখ তোমার সম্বন্ধে কৌতূহল করে তুলছে আমাকে। বৎস, তুমি ভেতরে প্রবেশ কর। অর্থকেই যে আমি সব সময় পুরস্কার বা প্রতিদান বলে মনে করি তা নয়।"

টেবিলে বসে যে যাজক আকাশের যে মানচিত্রটি এতক্ষণ নিরীক্ষণ করছিলেন, সেটিকে এক পাশে সরিয়ে দিলেন। সে আর কিছুই নয়—এ হল ফ্রান্সের কোষ্ঠী।

''দেখি আপনার হাত'' যাজক বললেন, "যেমন গ্রহ নক্ষত্রে তেমনি হাতে অদৃষ্ট লেখে তার সংকেত লিখন।"

ডান হাত দেখে তিনি একখন্ড কাগজে কিছু মন্তব্য লিখলেন। তরুণ যুবকের দিকে ঘুরে তাকিয়ে তাঁকে তিনি তাঁর জন্মস্থানের কথা জিজ্ঞেস করলেন, জন্ম তারিখ এবং সময়ের কথা জানতে চাইলেন—সঠিক ঘণ্টা মিনিট বলা যদিই বা সম্ভবপর না হয় তাহলে যতটা সম্ভব কাছাকাছি হলেও চলবে। তিনি প্রথমে ইটালীয় মতে Napoleon Bunopart, নেপোলিয়নের পুরোনামটি এইভাবে বানান করলেন। ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দের ১৫ আগষ্ট সাড়ে এগারোটার সময় নেপোলিয়ন কর্সিকা দ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন।

বৃদ্ধ কতকগুলো জ্যোতিষ্ক গণনা করলেন, তারপর তা কাবালিষ্টিক অক্ষরে অনুবাদ করে বললেন, 'আমি প্রথমেই আপনাকে পরামর্শ দেব যে, আপনার নামের ইটালীয় বানান পরিবর্তন করে তাকে ফরাসী বানানে রূপান্তরিত করুন : Napoleon Bonaparte তাতে আপনার নামটি কাবালিষ্টিক প্রতীক সংখ্যাবাচক-এর আওতায় আসবে। যে সকল গ্রহের প্রভাবাধীনে আপনি জন্মেছেন তাদের স্পন্দনের সঙ্গে এই প্রতীকের সঙ্গত বিধান হবে।

এটি রহস্যময় সংখ্যা তেরো মর্মার্থ প্রকাশ করে। এর যে প্রতীক চিহ্ন চিত্রায়িত হয়েছে, তা হলো : মৃত্যু একটি কাস্তে দিয়ে কাটছে ফসলের মতো। বৈপ্লবিক পরিবর্তন এবং বিনষ্টের প্রতীক এটি ; কিন্তু ক্ষমতা যদি অন্যায়ভাবে প্রযুক্ত হয় তাহলে, তা নিজের ওপরেই ধ্বংসকে ডেকে এনে নিজেরই সর্বনাশ সাধন করবে।

"আপনি কি নামের বানানটা পাল্টাবেন? যাজক জিজ্ঞেস করলেন। হ্যাঁ, নিশ্চয়ই 'আমি পাল্টাব' তরুণ জবাব দিলেন এবং "পাল্টাব এই মুহূর্ত থেকেই।"

আপনি একটি দ্বীপে জন্মেছিলেন, বলতে লাগলেন যাজক, "এবং আপনার নিয়তি হচ্ছে এই যে, একটি দ্বীপেই আপনাকে মরতে হবে, তবে সেটি হবে আপনার জন্মস্থান থেকে দূরে। আমার যেন মনে হচ্ছে সমুদ্রের মাঝখানে একটি নিভৃত পাহাড়ে।

জন্ম এবং মৃত্যুর এই দুই প্রান্তের মাঝখানে আপনি আরোহণ করবেন উচ্চাভিলাষের এবং ক্ষমতার সুমেরু চূড়ায়। এখন থেকে চার বছর পরে সৈন্যবাহিনীর নগণ্য কর্মচারীর পরিবর্তে আপনি হবেন বিপুল বাহিনী সমূহের সর্বাধ্যক্ষ। আপনার সর্বশেষ উচ্চাভিলাষ চরিতার্থতার পথে আপনার সত্তর বছর বয়সটি হবে মাহেন্দ্রক্ষণ। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দটি এমন একটি বছর, যার সংখ্যাগুলি যোগ করলে হয় একক সংখ্যা, এটি মঙ্গল গ্রহের প্রতীক। (বৃহস্পতির পরেই আপনার কোষ্ঠীতে এই মঙ্গল হল সবচেয়ে বলবান গ্রহ।) এই ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দটি একটি সন্ধিক্ষণের ইঙ্গিত দিচ্ছে যখন ডিক্টেটর বা একনায়ক রূপে আপনি স্বীয় ক্ষমতায় আসীন হবেন।

এই সময় থেকে পরবর্তী দিনগুলোতে ক্ষমতা এবং গৌরবের এমন কোনো শীর্ষ স্থান নেই যেখানে আপনি পেঁছিতে পারবেন না। কিন্তু সাবধান থাকবেন, আপনার নতুন নামের মধ্যে যে ইঙ্গিত নিহিত রয়েছে তার সম্বন্ধে এই বানানে আপনার সংখ্যা হয়েছে তেরো। এটি শক্তির প্রতীক, কিন্তু যদি অন্যায়ভাবে প্রযুক্ত হয় তাহলে নিজের ওপরেই ধ্বংস এবং বিনষ্টকে ডেকে আনবে।

এ বিষয়ে এই লিপিবদ্ধ বিবরণ পাওয়া যায় যে, সম্রাট হবার পর প্রথমে যে সকল কৃত্য সম্পাদন করেছিলেন নেপোলিয়ন তার মধ্যে একটি হচ্ছে এই যে সেই বর্ষীয়ান ধর্মযাজককে খুঁজে বের করে ভার্সাইয়ের ওয়েল পার্কে তাঁর জন্য একটি বাসগৃহ এবং বাকী জীবনের জন্য পেনসনের ব্যবস্থা করে দেন তিনি।

যাজকের জীবনের অন্তিম দৃশ্যটি বড়ই শোকাবহ এবং করুণ। ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে যখন তিনি নেপোলিয়নের জন্য একটি কোষ্ঠী তৈরি করছিলেন তখন বিচার করে তিনি পরবর্তী বৎসরের জুন মাসে যে তাঁর পতন হবে সেই ভাবী ঘটনার পূর্বাভাস পান।

শেষ জীবনে যাঁর কাছে এত ঋণী হয়েছেন যাজক, সেই মনিবের সন্ধানে তৎক্ষণাৎ তিনি রওনা হলেন। ১৮১৪ সালের যুদ্ধ-বিগ্রহগুলিতে পদব্রজে তিনি নেপোলিয়নের সৈন্যবাহিনীর অনুসরণ করেন।

নৈরাশ্যের মধ্যে এই আশা তিনি মনে মনে পোষণ করতেন যে, তাঁকে শেষ সতর্কবাণী শোনাবার অনুমতি তিনি পাবেন।

১৪ই জুন ওয়াটারলু যুদ্ধের আগের দিন রাত্রে তিনি প্রায় সম্রাটের কাছে গিয়ে পেঁছিছিলেন। কিন্তু নেপোলিয়নের দেহরক্ষী তাঁকে দেখা করতে দেয় নি এবং পাগল বলে তাঁকে শিবিরের বাইরে তাড়িয়ে দিয়েছিল।

নেপোলিয়নের প্যারিসে পলায়নের দিনকয়েক পরে যুদ্ধক্ষেত্র সন্নিহিত এক গর্তের মধ্যে বর্ষীয়ান ধর্মযাজকের মৃতদেহ পাওয়া যায়। নিজের মনিব এবং হিতৈষীর জন্য তৈরী করা শেষ কোষ্ঠীকে মৃত্যুকালেও তিনি আঁকড়ে ধরে রেখেছিলেন।

# কিরোর সংখ্যাতত্ত্ব

## Neumerology of Cheiro

### "প্রাথমিক কথা"

যদি একজন বুদ্ধিমান মানুষ, কোন একটি বিশেষ বিষয় নিয়ে ধীরভাবে গবেষণা করেন, তাহলে সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতা, চর্চা এবং গবেষণার দ্বারা সেই বিষয়ের অনেক কিছু রহস্য ভেদ করে একটি নিখুঁত সিদ্ধান্তে আসতে সক্ষম হন।

একজন শিল্প শিক্ষার্থীর কাছে বিভিন্ন রং, রেখা, পদ্ধতি এবং অংকন শাস্ত্রের বিবিধ রহস্য ধীরে ধীরে এমন ভাবে ধরা পড়ে যায়, যা সাধারণ একজন লোকের পক্ষে চিন্তা করা অসম্ভব। একজন উদ্ভিদ বিজ্ঞানীর কাছে একটি ছোট পাতা যেন বলে চলে তার নিজের কাহিনী, প্রত্যেকটি গাছ জানায় তার বয়স, প্রত্যেকটি ফুল জানায় তার নিজের কাহিনী।

একজন পদার্থ বিজ্ঞানের ছাত্র বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্যের মিশ্রণে এমন দৃশ্য সৃষ্টি করতে পারেন, যা সাধারণ মানুষের কাছে মনে হবে একটি অলৌকিক যাদুবিদ্যা।

বর্তমান গ্রন্থটি জনসাধারণের সম্মুখে তুলে ধরবার আগে, আমি সুদীর্ঘ কাল এই বিষয় নিয়ে কজস্র গবেষণা করেছি এবং বিভিন্ন দেশ-বিদেশের অজস্র গবেষণার ফলাফল নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সঠিক সিদ্ধান্তে আসতে সক্ষম হয়েছি।

আধিভৌতিক বিদ্যার যে কোন বিষয় নিয়ে সুদীর্ঘ দিন ধরে গবেষণা এবং বিশ্লেষণ করলে আমরা সব সময়ই মানুষের জীবনের গভীরতম রহস্যময় বিষয়গুলিকে এমন ভাবে বুঝতে পারি যে তারা বিস্মিত এবং হতবাক হতে বাধ্য।

এমন কি অধিকাংশ জ্ঞানী-গুণী লোকেরাও তা দেখে বিস্মিত ও স্তব্ধ হবেন।

বর্তমান যুগ পদার্থ বিজ্ঞান ও রসায়ন বিজ্ঞানের যুগ। বেতারের আবিষ্কার এবং—রেডিয়াম আবিষ্কারের পর বিজ্ঞানের জয়যাত্রা সারা বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। কাল যা ছিল অজ্ঞাত, আজ তা হয়েছে সর্বজ্ঞাত। আজকের বিজ্ঞান তাই একদিকে লক্ষ লক্ষ জীবনকে ধ্বংস করতে, অন্য দিকে তেমনি জীবনকে রক্ষা এবং নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

যখন স্যার নিউটন মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আবিষ্কার করলেন, তখন তিনি দেখালেন যে কতকগুলি "স্থির নক্ষত্র" আছে, যেমন সূর্য তাদের একটি। এর চার পাশে গ্রহ ও উপগ্রহ তাকে অবিরাম আবর্তন করে চলেছে। কিন্তু এই আবিষ্কারের পর সমস্যা বেড়েই গেল। কোটি কোটি বা অসংখ্য স্থির নক্ষত্র কি ভাবে এই বিশাল মহাশূন্যে ভাসমান আছে, তা আবিষ্কার করা গেল না। তখন তিনি বললেন যে, সবার পেছনে আছে একটি আধিভৌতিক নিয়ম যা আবিষ্কার করা মানুষের পক্ষে অসাধ্য। জাগতিক এবং মহা-জাগতিক নিয়মের ওপর আছে যে একটা অতি-মহাজাগতিক বিশাল

বিশাল বাস্তব তত্ত্ব, কোন্ মানুষ তাকে ব্যাখ্যা করতে সক্ষম ? এমন কি তাকে সঠিক ভাবে কল্পনা করতেও মানুষ সক্ষম নয়।

ভূমিকাতে এই কয়েকটি কথা বলে আমি অতীন্দ্রিয় গ্রাহ্য পরম রহস্যময় শাস্ত্র সম্পর্কে মানুষকে অবহিত করছি এবং পরবর্তী পরিচ্ছেদগুলিতে তাকে সুষ্ঠু ভাবে ব্যাখ্যা করে বোঝাব কিভাবে অতীন্দ্রিয় অলৌকিক নানা বিষয় মানুষের জীবন পদ্ধতিকে নিয়ন্ত্রণ করে চলেছে।

যখন আমি প্রথম যৌবনে প্রাচ্যে ভ্রমণ করি, তখন আমার সৌভাগ্য হয়েছিল, ভারতের কয়েক শ্রেণীর হিন্দু ব্রাহ্মণদের সংস্পর্শে আসার। ঐ সব ব্রাহ্মণগণ অতীন্দ্রিয় এবং আলৌকিক বহু রহস্যময় বিষয়ের জ্ঞান যুগ যুগ ধরে বংশ পরম্পরাক্রমে শিখে এসেছেন এবং সব জ্ঞানকে তাঁরা ধর্মশাস্ত্রের শিক্ষার মতই পবিত্র বলে মনে করেন। তাঁরা আমাকে হিন্দু জ্যোতিষ শাস্ত্রের এবং অতীন্দ্রিয় শাস্ত্রের কিছু কিছু জ্ঞান অর্জনে সাহায্য করেন। ঐ সব জ্ঞানের মধ্যে সংখ্যাতত্ত্বের নিখুঁত রহস্যগুলি এবং মানব জীবনে তার প্রভাব সম্পর্কে আমাকে অবহিত করেন।

পরবর্তীকালে আমি এই সব বিষয়ে অনেক গবেষণা এবং পরীক্ষা করে নিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে মানব জীবনের উপর সংখ্যাতত্ত্বের প্রভাব অপরিসীম।

পরবর্তীকালে আমি এই সব বিষয়ে অনেক গবেষণা এবং পরীক্ষা করে নিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে মানব জীবনের উপর সংখ্যাতত্ত্বের প্রভাব অপরিসীম।

প্রাচীন হিন্দু ব্রাহ্মণগণ হাজার হাজার বছর ধরে প্রকৃতির নিয়ম-কানুনগুলি নিয়ে গবেষণা করেছেন এবং বংশ পরম্পরায় তাঁরা এ বিষয়ে শিক্ষা দিয়ে গেছেন। কিন্তু তাঁরা সব সময়ই এই জ্ঞানকে অত্যন্ত সংগোপনে রক্ষা করে এসেছেন। কি সংস্কারের বশে তাঁরা এটা করতেন তা জানা যায় না।

প্রাচীন হিন্দুদের মত, প্রাচীন মিশরীয় এবং চ্যালডিয়্যান মতেও সংখ্যাতত্ত্বের ওপর বিশেষভাবে জোর দেওয়া হয়েছিল এবং এই সব পণ্ডিতগণও সংখ্যাতত্ত্বের মানব জীবনের ওপর প্রভাব সম্পর্কে স্থিরনিশ্চিত ছিলেন।

এই প্রশ্ন সম্বন্ধে পরীক্ষা করতে গেলে আমাদের মনে রাখতে হবে যে, প্রাচীন হিন্দুরা সূর্যের নিয়মিত নিরক্ষবৃত্তে পরিবর্তন সম্পর্কে পূর্ণজ্ঞান লাভ করেছিলেন এবং তাঁদের হিসাবে এই ঘটনাটি ঘটে "প্রতি 25, 82"—বৎসর পর পর। আমাদের বর্তমান বিজ্ঞানীরা শত শত বৎসর পরিশ্রম করে দেখেছেন যে তাঁদের এই মত অভ্রান্ত।

কেন এবং কি ভাবে তাঁরা এই তথ্য আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছিলেন, তা আজও অজ্ঞাত। এমনি আরও অজ্ঞাত তথ্য এবং হিসাব হিন্দু পণ্ডিতরা জানতেন, যা তাঁরা নিজেদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন এবং কখনও বাহিরে প্রকাশ করেন নি।

ঠিক একই নিয়মে তাঁরা এবং চ্যালডিয়্যানরা বিভিন্ন গ্রহের সূর্যকে পরিক্রমাকাল, বিভিন্ন গ্রহের আবর্তন পথ এবং আবর্তন কাল, বিভিন্ন নক্ষত্রের অবস্থান এবং ক্রিয়া প্রভৃতি সম্পর্কে, সেই কোন্ সুদূর অতীত কালে জ্ঞান অর্জন করেছিলেন, যা ভাবলে আমরা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যাই। বর্তমান বিজ্ঞানীরা স্বীকার করেছেন তাঁদের প্রত্যেকটি তথ্য সত্য এবং ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত।

কেন এবং কিভাবে তাঁরা এসব বিষয়ে নির্ভুল হিসাব করতে সক্ষম হয়েছিলেন তা জানা সত্যই কঠিন। তার কারণ, তখনকার যুগে বিজ্ঞান যন্ত্র কিছুই ছিল না। তা সত্ত্বেও তাঁরা প্রতিটি গ্রহ কতদিনে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে, তার সঠিক হিসাব বের করেছিলেন নয়টি গ্রহ হিসাব করে। তাঁরা 1 থেকে 9 এই নয়টি সংখ্যা উদ্ভাবন করেন। এই নয়টি সংখ্যার সঙ্গে মাত্র মাত্র "0" যোগ করে সম্পূর্ণ অঙ্ক শাস্ত্রের হিসাব নির্ণয় করার পদ্ধতি বের করেন। বর্তমান বইতে স্বল্প পরিসরে এই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা সম্ভব নয়। তবে এটা জানা যায় যে, যুগ যুগ ধরে "7" সংখ্যাটিকে রহস্য এবং আধ্যাত্মিক সংখ্যা বলে তাঁরা গ্রহণ করেছেন।

আবার "9" সংখ্যাটিকে তাঁরা সংখ্যাতত্ত্বের শেষ সংখ্যা বলে গ্রহণ করেছেন। নয়ের পর সব সংখ্যাই শুধু পুনরাবৃত্তি মাত্র। যেমন—10, 11, 12, 13 প্রভৃতি।

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে সব মিশ্রই সংখ্যাই এই নয়টি সংখ্যার মধ্যেই নিহিত।

সাত সংখ্যাটির মধ্যে যেন একটা স্বর্গীয় শক্তি মিশ্রিত আছে বলে প্রাচীনকালে মনে করা হত। এটি যেন ঈশ্বর প্রদত্ত এক শক্তি। যেমন—

সপ্ত স্বর্গ কল্পনা করা হয়েছে।

সপ্ত সিংহাসন।

সাতটি গীর্জা।

সাতটি ঈশ্বরের শক্তি পৃথিবীতে প্রেরিত হয়েছে বলে বাইবেলে বলা হয়েছে।

ঈশ্বরের সাতটি দূত বা দেবদূত পৃথিবীর সব কাজ করেন। সাতটি গ্রহ পৃথিবীকে নিয়ন্ত্রণ করে এটি যেন তারই প্রকাশ।

মিশরীয় ধর্মে আছে সাতটি তাত্ত্বিক শক্তির কথা।

হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থে সাতটি দেবতার কথা আছে।

পারস্য ভাষাতে সাতটি ঐশ্বরিক শক্তির কথা লেখা আছে।

চ্যালডিয়ানদের গ্রন্থে সাতটি দেবদূতের কথা লেখা আছে।

হিব্রুকাবালাতে, কোকিরহের কথা আছে।

বিশ্বের সব ধর্মেই সাতটি দৈবিক শক্তির কথা লেখা আছে। তাই আধিভৌতিক বিচারে সাতের শক্তির কথা বলা হয়েছে।

বিশ্বের সব সংখ্যাকেই সাত দিয়ে ভাগ করলে অনন্তের সংখ্যা মেলে। অর্থাৎ 9 সংখ্যা এসে যায়।

### উদাহরণ

1 সংখ্যা হলো স্রষ্টার সংখ্যা বা সৃষ্টিকর্তার সংখ্যা। শূন্য বা o সংখ্যা শূন্যহীন। কিন্তু 1 সংখ্যার সঙ্গে 0 যোগ হলে সংখ্যাবৃদ্ধির সহায়ক হয়। যত শূন্য বাড়ে তত অংক বাড়ে ধরা যাক, আমরা এই পেলাম 1,000,000 বার কে। তাকে 7 দিয়ে ভাগ করে কি পাই—

7 | 1000,000
  142857

এই সংখ্যা যতোই বড়ো হোক না কেন, তাকে 7 দিয়ে ভাগ করলে আমরা পাব, 142857 সংখ্যা। একে মোট যোগ করলে হবে 27 এবং 27 এবং 2+7=9—অর্থাৎ নয় সংখ্যা।

যদি তারও অনেক বাড়ানো হয়, তা হলে আমরা যোগ করে পাব ঐ একই সংখ্যা—9 সংখ্যা।

গৌতম বুদ্ধের যে মূর্তি আমরা দেখি, তাতে দেখা যায় তিনি সাতটি পাথরযুক্ত আসনের উপর বসে আছেন। এই সাত পাথর হলো যে সংখ্যা 7 মাত্র। তিনি অন্য সব সংখ্যা ছেড়ে সাত সপ্তদল পদ্মে বসে রইলেন কেন? সেই সাতকে শূন্য আধ্যাত্মিক দিকে অসীম ঝোঁক থাকবে বলা যায়।

অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে সভ্যতার বিকাশের অনেক—অনেক আগে থেকেই 7 সংখ্যা এবং সপ্ত গ্রহের বিচার পৃথিবীর লোক অবহিত ছিল। আর এই সাতের প্রভাবকে সর্বত্র স্বীকার করা হয়েছে।

## সপ্তাহের দিনগুলি

সপ্তাহের ৭টি দিন ৭টি গ্রহের অনুযায়ী করা হয়েছে। যে কোন জাতির কথাই ধরা যাক না কেন—হিন্দু, চীনা, মিশরীয়, আসিরিয়ান, গ্রীক, লাটিন, ফ্রেঞ্চ, জার্মান অথবা ইংলিশ—প্রত্যেক জাতির ক্ষেত্রেই ৭ দিনে এক সপ্তাহ ধরা হয়। খৃষ্টানদের ধর্মগ্রন্থে আছে ঈশ্বর বলছেন—শনিবার শনিগ্রহের দিন, সেদিন আমি (ঈশ্বর) ইস্রায়েলের সন্তানদের সঙ্গে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করি।' এই দিনটিকে তারা 'স্যাবাথ্‌ডে' বা পরিপূর্ণ বিশ্রামের দিন হিসাবে পালন করে যাবে। ধীরে ধীরে সারা বিশ্বের সব জাতির মধ্যেই শনিবারকে পবিত্র দিন হিসাবে গণ্য করার কথা আমরা চিন্তা করছি এবং তা মান্য করাও হয়েছে।

ঈশ্বরের নিয়ম অনুযায়ী ৩৬৫ দিনে পৃথিবী সূর্যের চার দিকে একবার প্রদক্ষিণ করে—তাকে বলা হয় এক বৎসর। আবার দুমাসের পর ঋতু পরিবর্তন হয় এবং তাকে দুভাগে ভাগ করে বারো মাসে এক বৎসর ধরা হয়।

কিন্তু সাতটি দিনে একটি সপ্তাহের পরিকল্পনা মানুষ করেছে সাতটি গ্রহ হিসাব করে। তার সেই সাতটি গ্রহ হলো রবি, চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র এবং শনি।

প্রাচীন হিন্দুরা এই সাতটি গ্রহের নাম অনুযায়ী সপ্তাহের সাতটি দিনের নাম দেন। তাই এই সাতের থিয়োরীর সঙ্গে ধর্ম বা মাসের বা ঋতুর হিসাবের কোন মিল নেই।

সাত সংখ্যাটির তাই একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে। পরবর্তী কালে অবশ্য আরও দুটি গ্রহ আবিষ্কৃত হয়।

প্রাচীন হিন্দু মতে রাহু ও কেতু গ্রহ ধরে মোট নয়টি গ্রহের কথা বলা হয়েছিল। কিন্তু বৈজ্ঞানিকরা অবশেষে সূর্যের আরও দুটি গ্রহ আবিষ্কার করেন। তাহলো ইউরেনাস বা হার্সেল এবং নেপচুন।

আমরা জানি, মহাশূন্যের গ্রহ নক্ষত্ররা নির্দিষ্ট নিয়মে আবর্তন করে বলে তারা

কেউ এক মিনিট কম বেশি করে না। কিন্তু কিভাবে তা ঘটে তা আজও একটা মহারহস্য জালে আবৃত। কোন্ নিয়ম যে একবিন্দুতে নিয়ন্ত্রণ করে তা এক মহা বিস্ময়। কিন্তু দেখা যায় যে নয়টি মূল সংখ্যা যা আবহমান কাল থেকে চলে আসছে, তা স্থির এবং ধ্রুব! আর তার মূলে এই নয়টি গ্রহের হিসাব কাজ করছে।

আমরা রাশিচক্র বা Zodiac কে ৩৬০ ডিগ্রীতে ভাগ করেছি। ৩+৬+০=৯— সেই নয় সংখ্যাতে ক্রমে শেষ হচ্ছে।

ইংলণ্ডের ডারউইন, ফ্রান্সের ফ্লেমারিয়ান এবং জার্মান বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেন যে পৃথিবীতে পূর্ণিমা ও অমাবস্যাতে বিরাট জোয়ার-ভাটা হয়! মহাসমুদ্রের জলের বিশাল স্ফীতি হয়। তাঁরা বলেন যে চন্দ্রের আকর্ষণে এই জোয়ার-ভাটা হয়ে থাকে।

তাঁদের কথা মানলেও এটা চিন্তা করতে হবে যে চন্দ্রের চেয়েও বহু বহু গুণ বড় গ্রহদের কি পৃথিবীর উপর কোন ক্রিয়া নেই।

এবার আমরা বিভিন্ন গ্রহের কার্য নিয়ে চিন্তা করতে পারি।

| | | | |
|---|---|---|---|
| বুধ গ্রহের | ব্যাস | | ২,০০০ মাইল |
| চন্দ্রের | , | ... | ২,১০০ ,, |
| শুক্রের | ,, | ... | ৭,৫১০ ,, |
| পৃথিবীর | ,, | ... | ৭,৯১৩ ,, |
| মঙ্গলের | ,, | ... | ৪,৯২০ ,, |
| বৃহস্পতির | ,, | ... | ৮৮,৩৯০ ,, |
| শনির | ,, | ... | ৭১,৯০০ ,, |
| ইউরেনাসের | ,, | ... | ৩১,০০০ ,, |
| নেপচুনের | ,, | . | ৩৬,০০০ ,, |
| সূর্যের | ,, | ... | ৮৬০,০০০ ,, |

এই হিসাব কোনও লোকের সামনে রেখে যদি জিজ্ঞাসা করা হয়, এই সব গ্রহের বিরাট প্রভাব কি পৃথিবীর উপরে নেই—তা হলে তিনি কি উত্তর দেবেন?

যাহোক গ্রহ এবং সংখ্যার বিষয়ে কোন্ সুপ্রাচীন কাল থেকে মানুষ জ্ঞান অর্জন করেছিল তা আমরা জানি না। যে কোন প্রাচীন জাতির প্রাচীনতম ইতিহাস পাঠ করলেই আমরা বুঝতে পারি, তাঁরা এটা জানতেন। হিন্দু, গ্রীক, হিব্রু, মিশরীয় চ্যালডিয়্যান সবার ক্ষেত্রেই একই তথ্য জানা যায়। এমন কি সকলেরই দিন, মাস, ধর্ম, সপ্তাহ, সেকেণ্ড, মিনিট, ঘণ্টা প্রভৃতির হিসাবই এক ও অভিন্ন। মানব জীবনের সঙ্গে যেন গ্রহ ও সংখ্যার অচ্ছেদ্য সম্পর্ক।

আবার রসায়ন বিদ্যা (Chemistry) পাঠ করলেও আমরা প্রত্যেক পদার্থের একটি সংখ্যা এবং Symbol দেখতে পাই।

| | | | |
|---|---|---|---|
| জল হলো | ... | ২০১০ Symbol | $H_2O$ |
| হাইড্রোজেন। ,, | ... | ২১২ ,, | H |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| অক্সিজেন | হলো | ... | ১০৩০ | Symbol | O |
| নাইট্রোজেন | ,, | ... | ১৯৬৯ | ,, | N |
| কার্বন | ,, | ... | ১০৫০ | ,, | C |

রাজা সলোমন সাতটি পরিপুষ্ট একটি Seal ব্যবহার করতেন। তিনি বলতেন—'আমি বিশ্বের মূলতত্ত্ব এবং প্রকৃতির নিয়ম শৃঙ্খলা সব জানি।'

এই সাতটি Seal-এর অর্থ সাতটি গ্রহ। তার সঙ্গে জড়িত নয়টি সংখ্যা। তার মধ্যে ১-৪ রবির এবং ২-৭ চন্দ্রের সংখ্যা। পরে এটি পরিবর্তিত হয়ে ৪কে ইউরেনাস এবং ৭কে নেপচুন ধরা হয়।

বাইবেলে লেখা আছে যে, যদি আমরা ঈশ্বর তথা প্রকৃতির নিয়ম শৃঙ্খলার সঙ্গে মানিয়ে চলতে পারি, তবে আমরা সুখী হতে পারি—আর না পারলে আমাদের দুঃখ ভোগ করতে হবে।

আধিভৌতিক বা occult বিদ্যাতে ধর্মবিরুদ্ধ কিছু নেই। বরং সব কিছুই ধর্মের ভিত্তিতে স্থাপিত। তাই যারা ধর্মীয় কথা বলে বা ধর্মের নামে জ্যোতিষ-শাস্ত্রকে অবজ্ঞা করে থাকে, তারা অধার্মিক। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

মনে করুন কোনও একজন লোক, যে ফ্যাক্টরীতে কাজ করছে, যদি যে চাকা যে ভাবে চলছে তার বিরুদ্ধে কাজ করে চলে, তাহলে কি হবে? হয় চাকা ভেঙ্গে যাবে, না হয় লোকটির মৃত্যু হবে। তখনি বলবে, লোকটি মূর্খ—তা না হলে সে বিপরীত কাজ করতে গেল কেন?

তা সত্ত্বেও যারা প্রকৃতির বিরুদ্ধ কাজ করে তারা প্রকৃতিকে বলে অসত্য বা নিষ্ঠুর। কিন্তু নিজে যে ভুল করেছে তা তারা বুঝতে পারে না।

জ্যোতিষশাস্ত্র এমন একটি শাস্ত্র, যাকে না মানার অর্থ, মেসিনকে উল্টোদিকে ঘোরাবার চেষ্টা করার মতো। তা কি ধর্মবিরুদ্ধ নয়? তা কি অধ্যাত্ম বিরুদ্ধ নয়?

জ্যোতিষকে মিথ্যা বা ভাল বলে কে? যে ভাল বলে সে নিজেই ভাল। যে মিথ্যা বলে সে ঈশ্বরের নির্দিষ্ট নিয়মকে অবহেলা বা অবজ্ঞা করে চলেছে। সংখ্যা হলো ঈশ্বর—আবার সংখ্যা হলো মহাবিশ্ব বা স্বর্গ। যে সংখ্যাকে অবজ্ঞা করে বা জ্যোতিষ শাস্ত্রকে অবজ্ঞা করে সে মহাপাপিষ্ঠ, কু-তার্কিক এবং অসংখ্য কষ্ট, দুঃখ, রোগ-ব্যাধি তাকে যে জীবনে বহন করতেই হবে। তা থেকে নিস্তার বা পরিত্রাণ নেই।

বাইবেলের প্রধান উপদেশ এবং সারমর্ম হলো—'Ten Commandments' অর্থাৎ দশটি আদর্শ বাক্য। এই দশটির প্রথম সংখ্যা যদি ধরা যায় o তাহলে বাকী রইল নয়টি। অর্থাৎ নবগ্রহ।

এখন সব শাস্ত্রে বলা আছে যে গ্রহ নয়টি হলেও তার মধ্যে ক্রিয়াশীল গ্রহ হল সাতটি—অর্থাৎ রবি, চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি—এই সাতটি। এখন কথা যে, এই 'o' সংখ্যাটির অর্থ কি?

শূন্য অর্থাৎ মহাশূন্য। এটি হল মহাশূন্যের প্রতিকৃতি। এই মহাশূন্যে

দিবা-রাত্র আবর্তন করে চলেছে কোটি কোটি সূর্য এবং তাদের ঘিরে অসংখ্য গ্রহ-উপগ্রহ। সেই অসংখ্য নক্ষত্রের একটি হল আমাদের সূর্য।

যেমন সূর্যের চারিদিকে ঘুরে চলেছে নয়টি গ্রহ এবং তাদের উপগ্রহ তেমনি অন্যান্য নক্ষত্র 'রূপী' সূর্যের চারিদিকে আছে আরও কত গ্রহ-উপগ্রহ। আজ পর্যন্ত কোনও সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভব নয় এবং সম্ভব হয়নি এর সঠিক হিসাব বের করা। এখন আধিভৌতিক শাস্ত্রের মতে, শেষ জীবন্ত গ্রহ শনি, যার উপরে হল মহাশূন্য বা '০' সংখ্যা।

আবার আধুনিক মতে এলে নেপচুন হলো শেষ গ্রহ। তারপরেই হলো মহাশূন্য।

সে যাই হোক না কেন, সূর্যের গ্রহগুলির পরেই হলো মহাশূন্য। সৌর-মন্ডলের থেকে দূরে—বহুদূরে হলো পরবর্তী সৌরমন্ডল। তার দূরত্ব সাধারণ ভাবে মাপা যায় না। তার হিসেব করা হয়—আলোক-বর্ষ হিসাবে।

তা হলে সাধারণ মানুষ আমরা, অতি সহজেই যে সব কিছুকেই হঠাৎ অবিশ্বাস করে বসি, তার কারণ অনেক সময় আমাদের জ্ঞানের অভাব, আবার অনেক সময় সেই বিশালত্বকে অনুভব করার ক্ষমতার অভাব।

* * *

যে কোনও ব্যবসাদার লোকের কাছে শুভ সংখ্যাগুলি জানতে পারলে তার পক্ষে তা খুব সহায়ক হয়। কোন্ সময়ে তার ব্যবসা শুভ হবে, কখন অশুভ হবে, কখন নতুন কাজে হাত দেওয়া যায়। এসব বিষয়ে কাজ ভাল করতে সে সক্ষম হয়।

এখন দেখা যাক্, গ্রহরা কোন্ কোন্ বিষয়ে কতটা প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়।

দেহভাব, প্রকৃতি ( nature ), মানসিক দিক প্রভৃতির সুন্দর সন্ধান পাওয়া যায় জ্যোতিষ শাস্ত্র থেকে। রবি চন্দ্রকে ঘিরে প্রাচীন মতে ছিল নয়টি গ্রহ। কিন্তু ইউরেনাস ( হার্সেল ) নেপচুন এবং প্লুটোর আবিষ্কারের পর আমরা ধরতে পারি ১২টি গ্রহ। আবার রাশিতত্ত্বেও ১২টি ভাগ। যীশুখৃষ্টের শিষ্য ছিলেন ১২ জন। তার তাৎপর্য তাই আমরা এখন বুঝতে পারি। যীশুখৃষ্টের ক্রুশীফিকেশন দিন ছিল শুক্রবার ষষ্ঠ দিন। বারো সংখ্যার অর্ধেক হলো ছয় সংখ্যা। তাই সংখ্যাতত্ত্বের দিক থেকেও এর একটা তাৎপর্য আছে নিশ্চয়ই।

এখন কথা হলো সপ্তম দিন বা শনিবারের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে। তাহলো সাতটি 'ক্রিয়াশীল গ্রহের'। শনিবার হলো শনিগ্রহ। এটি হলো বিশ্রাম, শান্তি, মৃত্যু প্রভৃতির দ্যোতক। সব কাজকর্ম থেকে মুক্তি ও সব শ্রম থেকে বিশ্রাম। পরবর্তী দিন কি?

তা হলো রবিবার বা রবির দিন বা ঈশ্বরের দিন বা খৃষ্টের নিজের দিন।

কিন্তু ব্যক্তিগত হিসাবে কার পক্ষে কোন্‌দিন বা কোন্ সংখ্যা শুভ তা বের করতে হবে। তা করতে পারলে তার পক্ষে জীবনে উন্নতির পথ সহজ ও সরল হয়ে উঠবে। আমি এই বিষয়ে বিভিন্ন ব্যক্তিকে তাদের শুভ দিন, শুভ সংখ্যা প্রভৃতির বিষয়ে জানতে সাহায্য করেছি এবং তাঁরা তা স্বীকার করে আমাকে প্রশংসা-পত্র পাঠিয়েছেন।

আমেরিকা, লন্ডন প্রভৃতি স্থান থেকে এমন অনেক প্রশংসা পত্র আমি পেয়েছি।

বিভিন্ন জাতির এবং বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের প্রশংসা পত্র পেয়ে আমি বুঝেছি এই মতবাদ কত সত্য এবং বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপরে স্থাপিত।

এই জ্ঞানকে সবার উপযোগী করে পরিবেশন করার জন্যই এই গ্রন্থটি আমি রচনা করলাম। আশা করি এতে সর্বসাধারণ উপকৃত হবেন।

কিরো

প্রথম অধ্যায়

# রাশিতত্ত্ব

প্রথমেই আমি রাশিতত্ত্ব সম্পর্কে আলোচনা করতে প্রবৃত্ত হয়েছি।

সূর্য বা রবি হলেন সব সৌরমণ্ডলের জনক বা পিতা। রাশিতত্ত্বকে বারোটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে—অর্থাৎ ষষ্ঠকে 'বারোটি' ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এর এক একটি ভাগ হলো এক একটি রাশি।

১ম গ্রহ মেষ—২১শে মার্চ থেকে ১৯শে এপ্রিল।
২য় ,, বৃষ—২০শে এপ্রিল ,, ২০শে মে।
৩য় ,, মিথুন—২১ মে ,, ২০শে জুন।
৪র্থ ,, কর্কট—২১শে জুন ,, ২০শে জুলাই।
৫ম ,, সিংহ—২১শে জুলাই ,, ২০শে আগষ্ট।
৬ষ্ঠ ,, কন্যা—২১শে আগষ্ট ,, ২০শে সেপ্টেম্বর।
৭ম ,, তুলা—২১শে সেপ্টেম্বর ,, ২০শে অক্টোবর।
৮ম ,, বৃশ্চিক—২১শে অক্টোবর ,, ২০শে নভেম্বর।
৯ম ,, ধনু—২১শে নভেম্বর ,, ২০শে ডিসেম্বর।
১০ম ,, মকর—২১শে ডিসেম্বর ,, ২০শে জানুয়ারী।
১১ম ,, কুম্ভ—২১শে জানুয়ারী ,, ১৮ই ফেব্রুয়ারী।
১২শ ,, মীন—১৯শে ফেব্রুয়ারী ,, ২০শে মার্চ।

এখন এই বারোটি রাশিকে চারটি ত্রিভুজে ভাগ করা হল। তা হলো—

১। অগ্নি ত্রিভুজ। ৩। জল ত্রিভুজ।
২। বায়ু ত্রিভুজ। ৪। পৃথিবী ত্রিভুজ।

মেষ, সিংহ, ধনু হলো অগ্নিরাশি।
বৃষ, কন্যা, মকর হলো পৃথিবী রাশি।
মিথুন, তুলা, কুম্ভ হলো বায়ু রাশি।
কর্কট, বৃশ্চিক, মীন হলো জলরাশি।

### রাশি থেকে সংখ্যা ধরলে

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| মেষরাশি | হলো | মঙ্গলের | রাশি সংখ্যা | ৯ |
| বৃষরাশি | ,, | শুক্রের | ,, সংখ্যা | ৬ |
| মিথুনরাশি | ,, | বুধের | ,, ,, | ৫ |
| কর্কটরাশি | ,, | চন্দ্রের | ,, ,, | ২-৭ |
| সিংহরাশি | ,, | রবির | ,, ,, | ১-৪ |
| কন্যারাশি | ,, | বুধের | ,, ,, | ৫ |
| তুলারাশি | ,, | শুক্রের | ,, ,, | ৬ |
| বৃশ্চিকরাশি | ,, | মঙ্গলের | ,, ,, | ৯ |
| ধনুরাশি | ,, | বৃহস্পতির | ,, ,, | ৩ |
| মকররাশি | ,, | শনির | ,, ,, | ৮ |
| কুম্ভরাশি | ,, | শনির | ,, ,, | ৮ |
| মীনরাশি | ,, | বৃহস্পতির | ,, ,, | ৩ * |

### গ্রহ ও সংখ্যা ( আধুনিকতম বিষয় )

| | | | |
|---|---|---|---|
| রবির | সংখ্যা | হলো | —১ |
| চন্দ্রের | ,, | ,, | —২ |
| বৃহস্পতির | ,, | ,, | —৩ |
| ইউরেনাসের | ,, | ,, | —৪ |
| বুধের | ,, | ,, | —৫ |
| শুক্রের | ,, | ,, | —৬ |
| নেপচুনের | ,, | ,, | —৭ |
| শনির | ,, | ,, | —৮ |
| মঙ্গলের | ,, | ,, | —৯ * |

আবার অনেকের মতে ১ হলো Positive রবি এবং ২ হলো Negative রবি। তেমনি ২ হলো Positive চন্দ্র এবং ৭ হলো Negative চন্দ্র।

এখন যে কোন শুভ তারিখ হিসাব করতে গেলে যুগ্ম সংখ্যা ধরা হয়, যাদের যোগ ফল মূল সংখ্যাতে ফিরে আসে।

যেমন ১ শুভ হলে—১০, ১৯, ২৮ শুভ হবে। ২ শুভ হলে ১১, ২০, ২৯ শুভ হবে। ৩ শুভ হলে ১২, ২১, ৩০ শুভ হবে। ইত্যাদি।

---

* রাশির পরে হলো নক্ষত্র। তাদেরও অধিকর্তা আছে। সংখ্যা আছে। তবে কিরো এ বিষয়ে কিছু বলেননি—অনুবাদক।

* ভারতীয় মতে ৪কে রাহুর সংখ্যা এবং ৭কে কেতুর সংখ্যা ধরা হয়।

## দ্বিতীয় অধ্যায়

# সংখ্যা থেকে প্রাপ্ত গ্রহদের শুভাশুভ প্রভৃতি বিচার

### বৃহস্পতির প্রভাব (৩)

বৃহস্পতির প্রভাব বেশি থাকলে, জাতকের উচ্চবংশে বিবাহ হয়, বিবাহে অর্থ লাভ হয়।

এই জাতক ধার্মিক হয়, মনে প্রাণে ঈশ্বরকে ভালবাসে, একান্ত ভাবে সহজ পথে চলতে ভালবাসে। টাকা-পয়সা ও আর্থিক ব্যাপারে আকর্ষণ কম থাকে। এরা অতি সহজে অপরের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে। তাদের জন্মগত কর্তৃত্ব করার ক্ষমতা থাকে এবং এটা তাদের স্বভাবসিদ্ধ। সে নেতৃত্ব করতে পারে ও সংগঠন-মূলক কাজ করতে পারে।

দশের একজন হতে অর্থাৎ নিজেকে বড় করে তুলতে পারে এবং অপরের উপর প্রভাব বিস্তার করতে বিশেষ সহায়ক হয়। দেশনেতা, বিখ্যাত উকিল, বক্তা, শিল্পী, সাহিত্যিক প্রভৃতিদের বৃহস্পতির প্রভাব থাকে। এদের মধ্যে ব্যক্তিত্ব বেশি থাকে। এরা অন্যের অধীনে কাজ করতে পারে না বা তা ভালবাসে না। নিজের ইচ্ছায় ও মতে কাজ করে তাতে তাদের উন্নতিও হয়।

এদের স্বাতন্ত্র্য যেমন বেশি—তেমনি আদর্শপ্রিয়তা খুব বেশি হয়। আদর্শের জন্য এরা সর্বস্ব ত্যাগ করতেও কুণ্ঠিত হয় না দেখা যায়।

জাতকের ধর্মবোধ প্রবল এবং তা প্রকৃত ধর্মবোধ, লোক দেখানো ধর্ম বা পূজা অর্চনা এরা পছন্দ করে না। গভীর ঐকান্তিকভাবে ঈশ্বর আরাধনা ও সৎ পথে চলার দিকে ঝোঁক হয় এদের।

এরা জ্ঞানী, চিন্তাশীল, আনন্দপ্রিয় লোক হয়। এদের জীবন-আনন্দময়তা প্রিয়। নৈরাশ্য, হতাশা, দুঃখ এসব এরা পছন্দ করে না। জাতক জীবনে প্রচুর অর্থ উপার্জন করে এবং তা সৎ-পথে সৎ-ভাবে। মেয়েদের এই ভাব বেশি থাকলে তারা শান্তিপ্রিয়, নম্র, কোমলমনা, সাধ্বী, ধার্মিক হয়ে থাকে। তবে এই সব মেয়েদের মনে কিছুটা আবার অহঙ্কারের ভাবও দেখা যায়।

সৎ বন্ধু ও ধার্মিক সঙ্গ এদের যেমন উন্নত করে, তেমনি অধর্ম পথের সঙ্গী জুটলে বিড়ম্বিত করে এদের। তাই স্ত্রী ও বন্ধু নির্বাচন এদের সাবধানে করা কর্তব্য।

বৃহস্পতির শত্রুগ্রহ তুঙ্গ হলে ও বৃহস্পতি নীচস্থ হলে সে হয় সন্দিগ্ধচেতা ও তার সন্দেহ বাতিক দেখা যায়। তার মন অন্যায় পথে ও অন্যায় উপার্জনের দিকে বেশি আকৃষ্ট হয়ে থাকে। সৎ বন্ধুদের সঙ্গে সে ভালভাবে মিশতে পারে না। জাতকের

জীবনে নানা বিড়ম্বনা আসে ও নানা পথে দুঃখ আসা স্বাভাবিক। বিরুদ্ধ বৃহস্পতি মারাত্মক হতে পারে।

## শনির প্রভাব (৮)

শনির প্রভাব বেশি থাকলে জাতক নিঃসঙ্গ ও একাকী থাকতে সব সময় ভালবাসে, তার মনে নৈরাশ্য, অবসাদ, বিষাদ আসে। তবে তার মন সব সময় স্থির থাকে। জাতক গুপ্ত বিদ্যা, আধিভৌতিক প্রভৃতি বিষয়ে নিপুণ হতে পারে।

যোগীর মত জীবন কাটাবার ইচ্ছা, কঠোর তপস্যা, যোগ বিদ্যা, গুপ্ত বিদ্যা প্রভৃতি জাতকের প্রিয় হয়। সে শিক্ষায় পারদর্শী হতে পারে, জীবনে কঠোরতা অবলম্বন করে চলে।

শনির প্রবণতা উচ্চ শক্তি হলে জাতক হয় ভাগ্যবান, ধনী, বেশি বয়সে জ্ঞানী— হঠাৎ অর্থ লাভ ঘটে তার জীবনে। এই সব—জাতকের বিচার ও সহনশীলতা বেশি হয়। এরা ভাল উপদেশ দিতে পারে। এরা ভাল উকিল, জজ, ম্যাজিস্ট্রেটও হতে পারে! জাতক সব কিছু জানতে চায়। ধর্মভাব তার মনে প্রবল ভাবে দেখা যায়।

এই সব জাতক শুভ শনির প্রভাবে বিশাল সম্পদ লাভ করতে পারে—এমন কি সম্রাট তুল্যও হতে পারে। নানা তন্ত্র-মন্ত্র, রহস্য বিদ্যা, ভৌতিক ও সম্মোহন বিদ্যা, যাদুবিদ্যা প্রভৃতিতে সে পারদর্শী হয়ে প্রচুর অর্থ লাভ করতে পারে। তাহারা হয় প্রকৃত দার্শনিক। নিজে বেশি ভোগবিলাস পছন্দ করে না। গ্রাম্য জীবন ভালবাসে। চাষ বাস ভালবাসে।

বিশ্বের সব কিছুর নিয়ন্তা বিধাতাকে এরা প্রাণ দিয়ে ভালবাসে। এরা প্রায়ই মাতৃভক্ত বা কালীভক্ত হয়। এরা বড় সন্ন্যাসী বা ধর্ম প্রচারক হতে পারে। সংসার ত্যাগ করতেও এরা আদৌ কুণ্ঠিত হয় না। সন্ন্যাসী হলে এরা ধার্মিক শ্রেষ্ঠ বলে জগতে খ্যাতি অর্জন করতে পারে।

এরা খুব কর্তব্যপরায়ণ হয়। দায়িত্ব-জ্ঞান, নীতিজ্ঞান প্রভৃতি এদের মধ্যে খুব বেশি দেখা যায়। ন্যায়পরায়ণতা সব সময় এদের প্রিয় হয়। অনেক সময় তার জন্য এরা আত্মীয়-স্বজন বা বন্ধু-বান্ধবকে ত্যাগ করতেও কুণ্ঠিত হয় না। কোন রকম অন্যায় বা অবিচার এরা সহ্য করতে পারে না, তা করতেও তারা ভালবাসে না। তার জন্য সংগ্রাম করতে রাজি হয়।

অবসাদ বা নির্জন স্থানে বসে থাকার স্বভাব বেশি হলে এরা কর্ম বিমুখ ও হতাশ হতে পারে যা এদের পক্ষে সব সময়ই খুব খারাপ ফল দেয়। তাই এদের নির্জনতা, আলস্য ও দীর্ঘসূত্রতা ত্যাগ করে কর্ম পথে এগিয়ে যেতে হবে সব সময়।

শনির শত্রুগ্রহ তুঙ্গ হলে ও শনি নীচস্থ হলে জাতকের মন হয় হালকা—গাম্ভীর্য থাকে না। হালকা কথা বলে, কোনও জিনিষের মূল্য দেয় না। তারা কোনও গভীর বিষয় ঠিকমতো বুঝতে পারে না। এদের চরিত্র দৃঢ় হয় না। এরা হয় খুব বেশি সন্দিগ্ধমনা। এরা সামান্য কিছু পেলে আনন্দিত হয়—তবে সেভাব বেশিক্ষণ থাকে না।

## রবির প্রভাব—(১)

রবির প্রভাব বেশি হলে জাতক বা জাতিকা অন্যের সঙ্গে ভাল ভাবে মানিয়ে চলতে সক্ষম হয়। সে হয় বহু লোকের প্রিয়—তার সম্মান দিকে দিকে বিস্তৃত হয়। জাতকের খ্যাতি প্রতিপত্তি ও প্রতিভা থাকে। সে জীবনে সফলতা অর্জন করতে পারে। সে হয় যুদ্ধে অজেয়। সে হয় বিরাট দাতা ও উদারমনা। সংসার যুদ্ধেও সে জয়লাভ করে।

জাতক সব সময় দেহে গরম ভাব অনুভব করে। গ্রীষ্মকাল থেকে শীতকাল তার প্রিয় হয়। স্নান করতে তার ভাল লাগে।

এরা যশস্বী নেতা, খ্যাতনামা গায়ক বা বাদক, বিখ্যাত লেখক বা শিল্পী, অভিনেতা প্রভৃতি হতে পারে। এরা সহজে অন্যকে আপন করে নিতে পারে। কখনো এরা নিজের ব্যক্তিত্ব হারায় না। কলা বিদ্যায় প্রবল অনুরাগ থাকে। এরা সুন্দরের পূজা করতে ভালবাসে। শিল্পী, অভিনয় প্রভৃতিতে এরা যশস্বী হয়ে থাকে। এরা যত সহজে ও যত ভালভাবে লোকের মন জয় করতে পারে, অন্যে তা সহজে পারে না।

এরই ক্ষেত্র উচ্চভাব বিরাট সৌভাগ্য চিহ্ন। এরা সব সময়ই হাসি খুশী হয়। এদের রুচির মধ্যে একটা উচ্চতা ও দরাজ ভাব থাকে সব সময়। তবে এদের মনে দাম্ভিকভাবও কিছুটা থাকে সব সময়।

এরা স্নেহপূর্ণ, উদার ও মমতাপূর্ণ হয়। ছল, চাতুরী, মিথ্যা এ সবকে এরা প্রশ্রয় দেয় না—দিতে ভালবাসে না। ভণ্ডামি এরা সহ্য করতে পারে না। যাকে এরা ঘৃণা করে, তাকে প্রচুর ঘৃণা করে।

এরা নিজেকে সব সময় বড় মনে করে। অন্যের অনুগ্রহ পাবার আগে মৃত্যুকে শ্রেয় মনে করে। জীবনে এরা নিচু হতে চায় না। অন্যের প্রশংসা এরা খুব ভালবাসে। এদের প্রশংসা করে অনেকে প্রতারণা করতেও পারে। এদের গুণগান করে—এদের কাছ থেকে সব কিছু পাওয়া যায়।

রবির শত্রুগ্রহ উচ্চ ও তুঙ্গ হলে রবি নীচস্থ হয় ও তার ফলে সে হয় সংকীর্ণমনা—জীবন যুদ্ধে পদে পদে সে বাধা পেয়ে থাকে। জীবনে মান, সম্মান, প্রতিপত্তি, যশ অর্জন করতে পারে না। জীবনে সুযোগ পেলেও তা নষ্ট করে এবং তার জন্য দুঃখ ভোগ করতে হয়। নানা বিষয়ে কষ্ট পেয়ে থাকে জীবনে।

## বুধের প্রভাব (৫)

বুধের প্রভাব যাদের বেশি হয় তাদের বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা ও উপস্থিত বুদ্ধি হয় অপূর্ব। তারা বুদ্ধির দ্বারা জীবনে অনেক উন্নতি করতে সক্ষম হয় এবং জাতকের জীবন হয় বুদ্ধিজীবীর জীবন। যে সব কাজে বুদ্ধি বা ব্রেণের প্রয়োজন হয় তাতেই তার সব রকম ভাবে সাফল্য ও উন্নতি।

জাতক তীক্ষ্ণধী কিন্তু তা সত্ত্বেও তার মধ্যে আজীবন একটা বালকের মতো

স্বভাব বর্তমান থাকে। বুধ হচ্ছে চঞ্চলমতি উদ্যমশীল বালক গ্রহ। এর প্রভাবও জাতকের উপর ঐ ভাবেই পড়ে ও প্রতিফলিত হয়।

এদের চরিত্র সহজে বোঝা যায় না। এদের স্বভাব বালকের মত চঞ্চল হয়। কথা বেশি বলে, হাসিখুশী হয়, চিন্তাশীল বা বাক-পটু হয় এরা সব সময়। এদের শক্তি প্রচুর—স্মৃতিশক্তি চমৎকার।

চিকিৎসা, আইনবিদ্যা, মাষ্টারী, শিল্পী, সাধারণ জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা দিকে এরা যথেষ্ট ক্ষমতা দেখাতে সক্ষম হয়।

ব্যবসা-বাণিজ্যও করে বুধ। এদের মধ্যে নব নব উপায়ে ভাল ভাবে ব্যবসা চালনা করার বুদ্ধি আপনা থেকেই প্রকাশিত হতে দেখা যায়। দুটি ভাব পাশাপাশি খেলা করে এদের মনে, একই সঙ্গে কাউকে ভালবাসে আবার ঘৃণা করে। কখনো কারও নিন্দা করে, আবার কখনো তারই প্রশংসা করে।

এদের মন কুটিল হলেও এরা বাইরে সরলতা দেখায় খুব বেশি। এরা কখনো বাস্তবাদী, কখনো নানা কল্পনার রঙে মন ভরায়।

এদের সহজ- সরল মনে হয়, তবে এরা বেশি বিচক্ষণ হয়। বিচক্ষণতার জন্য হাস্য রস, সরলতা প্রভৃতি বিদ্যমান থাকে সব সময়, বিশ্ব প্রকৃতির নানা ঘটনায় মন থাকে উদাসীন।

অভিনয়, খেলাধুলা, আবৃত্তি প্রভৃতিও ভাল করতে পারে। নিজের ও অন্যের সব দোষ গুণ এরা সহজে বুঝতে পারে নিজ বুদ্ধির দ্বারা। এরা এত দ্রুত বিভিন্ন পরিবেশে মিশতে পারে যে, তা কল্পনা করাও যায় না।

এরা বন্ধুত্ব করে সহজে—বন্ধুও হয় অনেক। কিন্তু বন্ধুদের কাউকে সহজে বেশি বিশ্বাস করে না। বন্ধুত্ব যতটা মৌখিক হয়, ততটা আন্তরিক হয় না প্রায়ই।

যদি বুধের শত্রুগ্রহ প্রবল ও বুধ নিস্তেজ হয়, তাহলে জাতকের ব্যবসায়ে ক্ষতি, বুদ্ধিহীনতা, নানা কাজে-কর্মে বুদ্ধির অভাবে ব্যর্থতা প্রভৃতি দেখা দিয়ে থাকে। এরা অসাধুপথে চলতে পারে এবং নানা সময় সেই দিকে এদের প্রবণতা দেখা যায়।

### মঙ্গলের প্রাবল্য ( ৯ )

মঙ্গল হল প্রভুত্ব, তেজস্বিতা, যুদ্ধবিগ্রহ, ভূমি ও সম্পদ লাভ প্রভৃতির প্রতীক। মঙ্গল প্রবল হলেই জাতক ছেলেবেলা থেকেই হয় খুব তেজী, সাহসী। এরা নিজের মত চলতে ভালবাসে, কখনও কারও আদেশ বা উপদেশ মেনে চলতে এরা রাজি হয় না। একগুঁয়ে ও জেদী হবার সম্ভাবনা থাকে এদের। এরা যুদ্ধের গল্প, বীর-পুরুষদের গল্প প্রভৃতি শুনতে ভালবাসে। যুদ্ধ-বিগ্রহেব নামে এদের মন মেতে ওঠে আনন্দে। ছেলেবেলা থেকেই এরা স্বপ্ন দেখে বড় বীর হবার ও বিপ্লবীদের জীবনী শুনতে ভালবাসে।

কারও অধীনে এরা থাকতে পারে না, সব সময় এরা চায় প্রভুত্ব করতে। বয়স বাড়লে এরা হয় অহংকারী এবং দাম্ভিক ধরনের সব সময় ভাবে আমি একজন বিরাট বা কেউকেটা মানুষ।

নিজেদের কাজের কথা বা সমালোচনার কথা এরা সহ্য করতে পারে না। যদি কেউ করে তাদের উপর ভীষণ রেগে উঠে। আবার যদি কেউ এদের প্রশংসা করে, তাহলে ভীষণ খুশি হয়। সব সময় প্রশংসা করে এদের দ্বারা কাজ করানো যায়।

এরা হঠাৎ রেগে উঠলে নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ থাকে না। রেগে গেলে এরা যা খুশি করতে পারে। তবে রাগ কমে গেলে নিজের ভুল বুঝতে পারে এবং অনুশোচনা আসে। এদের সঙ্গে সব সময় অন্যের সাবধানে কথা বলা উচিৎ। বড় বড় সেনাপতি, সৈনিক, পাইলট, নৌ-যোদ্ধা, পুলিশ অফিসার প্রভৃতির দেখা যায় মঙ্গল উচ্চস্থ, এরা ভূ-সম্পত্তিরও মালিক হতে পারে এবং ভূমি কেনা প্রভৃতির দিকে প্রবণতা থাকে বেশি, চাষবাস ভালবাসে।

অনেক সময় এরা বড় ডাকাত বা গুন্ডার সর্দার হতে পারে—অন্য গ্রহাদির অবস্থান অনুযায়ী।

যদি মঙ্গলের বিরুদ্ধ বা শত্রুগ্রহ প্রবল হয় তাহলে মঙ্গল হয় নীচস্থ। তাহলে এরা হয় ভীরু ও দুর্বল ধরনের স্বভাবের, এদের জীবনে একাধিক বার হঠাৎ রক্তপাত হবার প্রবণতা থাকে। তারা কোন দুসাহসিক কাজে এগিয়ে যেতে পারে না। তারা সব সময় মনে একটা দুর্বলতা পোষণ করে থাকে।

## চন্দ্রের প্রবণতা ( ২ )

চন্দ্র যদি প্রবল হয় তাহলে জাতক হয় কল্পনা-প্রিয়। এদের রাশি প্রবল হলে এদের ঐ গ্রহের প্রভাবও বেশি দেখা যায়। এরা হয় কল্পনা-প্রিয়, লেখক, কবি, আদর্শবাদী, ভাবপ্রবণ, ভ্রমণশীল, ও রোমান্টিক ধরনের, এরা শিল্পী ও গবেষক হতে পারে।

এরা হয় কল্পনা বিলাসী ও আদর্শবাদী, এরা প্রেমিকার সঙ্গে দৈহিক সম্পর্ক চায় না। সব সময় এরা শিল্পী ও গবেষক হতে পারে।

যাদের চন্দ্র প্রবল নয় বা দুর্বল তাদের জীবনে সহজে শান্তি আসে না। তাদের বুদ্ধির অভাব, চরিত্রের কলুষতা, সামাজিক জীবনে ব্যর্থতা, সর্দি, কাশি প্রভৃতি রোগ হতে পারে। এদের জল থেকে বিপদ হতে পারে। বুকের ও হার্টের রোগ হতে পারে।

## শুক্রের প্রাবল্য ( ৬ )

যাদের শুক্র প্রবল হয়, তারা ভোগ বিলাস ও আনন্দ সব সময় ভালবাসে। আনন্দ-প্রিয়তা তাদের স্বভাব এবং এতেই তাদের সুখ। বিষাদ ও মালিন্য তারা সহ্য করতে পারে না। তারা এতে অতিষ্ঠ হয়ে উঠে। তারা খুব বিলাসী হয় এবং ভোগ বিলাস তাদের প্রিয় হয় সব সময়।

এরা হয় সৌন্দর্যের পূজারী। এরা খুব ভাবপ্রবণ হয়। ভাবপ্রবণতা এদের ওপরে বিরাট প্রভাব বিস্তার করে থাকে।

এরা সহজে বিপরীত লিঙ্গের মন জয় করতে পারে। তবে এরা বেশি রমণপ্রিয় বা কামুক ও কামুকী হতে পারে। তাই আবার বিপরীত লিঙ্গের সঙ্গে অনেক সময় মনের অমিল হতে পারে।

এই গ্রহ প্রবল হলে তাদের অসুখ বেশি হয় না, হলেও তা সহজে ফিরে যায়। এদের জীবন হয় আনন্দময়। ভোগ বিলাসে জীবন কাটে।

এরা হয় কল্পনাবিলাসী ও আদর্শবাদী, এরা প্রেমিকার সঙ্গে দৈহিক সম্পর্ক চায়। সব সময় এরা রং ফলিয়ে কথা বলতে ভালবাসে।

এরা বিপরীত লিঙ্গের খুব প্রিয় হয়। সব সময় অতিরিক্ত কথা বলতে ভালবাসে। এরা সুন্দরের উপাসক, ফুল, পাখি, গান, শিল্প প্রভৃতি এদের প্রিয় হয়।এরা পোশাকে অর্থ ব্যয় করে থাকে। এরা সব কিছুতে পরিবর্তন চায়, এরা চায় ভোগ-সম্ভোগ, বৈরাগ্য ভালবাসে না এরা।

মৌলিকতা এদের বিশেষ গুণ, হঠাৎ কোন কিছু বাজারে চালু করে এরা প্রচুর উপার্জন করতে পারে। এরা হয় ভাবপ্রবণ ও আত্মকেন্দ্রিক ধরনের। ব্যবসা বুদ্ধি সব সময় ভাল হয়।

এরা ভ্রমণ করতে ভালবাসে ও ভ্রমণে লাভ হয়, ব্যবসাতেও উপার্জন হয়। তবে তরল দ্রব্যের ব্যবসা এদের কাছে বেশি প্রিয় হয়। তাতে উন্নতি হয়। এদের জীবনে নানা ঘাত-প্রতিঘাত এসে থাকে।

তবে বাধা বা ঘাত-প্রতিঘাতে এরা মোটেই সাহস হারায় না কোন সময়, জীবনে সফল হবার সুযোগ আসে অবশ্য এদের। জনগণ মন জয় করে এরা অর্থ পেতে পারে। এরা ধৈর্যশীল হয়। শিল্পী, গায়ক, বাদক, অভিনেতা, কবি প্রভৃতি হলে তাতেও উন্নতি হয় জীবনে।

এরা প্রচুর খেতে ও অন্যকে খাওয়াতে ভালবাসে। এরা ভাল রান্না-বান্না করতে পারে চেষ্টা করলেই।

এদের জীবনে অনেক বাধা আসতে পারে—তবে বাধা এদের টলাতে পারে না। বাধা জয় করে এরা ঠিকমত এগিয়ে যেতে পারে, ধৈর্য ও সহনশীলতা থাকে।

এরা খুব পরিশ্রম করতে পারে, ব্যবসা বাণিজ্যেতে এরা বেশি উন্নতি করতে পারে, কখনো কখনো এরা পিতৃধন, আত্মীয় ধনও পেতে পারে।

জীবনে কু-গ্রহের সময় কিছু না পেলে ওরা আবার শুভ গ্রহের সময় ফিরে পায়। পরিবারের সকলে এদের মেনে চলে এবং এরা তাদের মন জয় করতে পারে।

যদি শুক্রের শত্রুগ্রহ উচ্চস্থ হয় তাহলে শুক্রের কাজ ব্যাহত হয় বা নীচস্থ হয়; তাহলে এরা হয় দুর্বল, রোগা ও খিটখিটে ধরনের।

ওদের বুক, পেট ও যৌনাঙ্গে নানা রোগ হতে পারে।

তাদের জীবনে কষ্ট, বাধা ও দারিদ্র্য আসা সম্ভব।

## ইউরেনাসের প্রভাব ( ৪ )

ইউরেনাস প্রবল হলে জাতক সব সময় শত্রুদের জয় করবে। তার কাছে শত্রুরা মাথা নত করতে বাধ্য হয়। জীবনে কেউ সহজে তাদের অমান্য করতে পারে না।

এরা যে পথে কাজ করে তার কাছে শত্রুরা মাথা নত করতে বাধ্য হয়। জীবনে কেউ সহজে তাদের অমান্য করতে পারে না।

এরা যে পথে কাজ করে, সে পথে শত বাধা-বিঘ্ন তুচ্ছ করে এগিয়ে যায়। জীবন এদের বিচিত্রতায় ভরা।

এই গ্রহ প্রবল হলে এরা পুলিশ বা মিলিটারী বিভাগে সফল হয় ও উন্নতি হয়। এরা বড় নেতা, মন্ত্রী প্রভৃতি হতে পারে। জীবনে বড় সুযোগ আসে। এরা হয় একগুঁয়ে, দৃঢ় প্রকৃতির। তার ফলে, কেউ তাদের সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলে সহসা জয়লাভ করতে পারে না। নানা বাধা জীবনে আসে। তবে তাতে এদের জয় হয়।

এরা হয় একগুঁয়ে, দৃঢ় প্রকৃতির। অনেক সময় আবার এরা দাম্ভিক, অহংকারী হতে পারে।

জুয়া, ফাটকা, লটারী প্রভৃতি থেকে অর্থ উপার্জন করা এদের পক্ষে সম্ভব। এরা বড় গুণ্ডা, পালোয়ান হতেও পারে।

ইউরেনাসের শত্রুগ্রহ প্রবল হলে ইউরেনাস নীচস্থ হয়, ফলে জাতকের জীবনে পদে পদে বাধা আসে। বন্ধুরা শত্রুতা করে। উন্নতিতে বাধা হয় বিনা কারণে এরা দাঙ্গা বা ঝামেলাতে জড়িয়ে যায়। এদের অর্থ ও সম্পদ লাভ করা কঠিন হয়। এদের জীবনে অযথা রক্তপাত, দুর্ঘটনা প্রভৃতি হবার ভয় থাকে। এদের জীবনে সুখ কম হয়।

## নেপচুনের প্রভাব ( ৭ )

কেতু প্রবল হলে জাতকের ভূ-সম্পত্তি, জমি প্রভৃতি লাভ করার যোগ হয়। এরা অনুগ্রহ পেতে পারে। এরা ব্যবসা ও কর্মে উন্নতি করতে পারে। এরা জীবনে নানা পথে আকস্মিক অর্থ পেতে পারে।

জীবনের পথে বাধা আসতে পারে। তবে সে বাধা এরা সহজে অতিক্রম করে এগিয়ে যায়। এরা বড় চাকুরে হতে পারে বা উচ্চপদে আসতে পারে। এরা রাজার মহা সম্মানও পেতে পারে জীবনে। কেতুর শত্রুগ্রহ উচ্চ হলে তা অশুভ হয়। এরা ব্যবসা-বাণিজ্যে বাধা পায়। মান-মর্যাদা প্রভৃতিতে বাধা আসা এদের পক্ষে সম্ভব।

## তৃতীয় অধ্যায়

# অক্ষর, নাম, সংখ্যা

অক্ষর থেকে সংখ্যা জানবার পদ্ধতি প্রাচীন হিব্রুদের এবং চ্যালডিয়্যানদের মতবাদ থেকেই আমি গ্রহণ করেছি। A থেকে Z পর্যন্ত প্রতিটি অক্ষরের পৃথক সংখ্যা আছে। তা হলো—

| | |
|---|---|
| A = ১ | O = ৭ |
| B = ২ | P = ৮ |
| C = ৩ | Q = ১ |
| D = ৪ | R = ২ |
| E = ৫ | S = ৩ |
| F = ৮ | T = ৪ |
| G = ৩ | U = ৬ |
| H = ৫ | V = ৬ |
| I বা J = ২ | W = ৬ |
| K = ২ | X = ৫ |
| L = ৩ | Y = ১ |
| M = ৪ | Z = ৭ |
| N = ৫ | |

এখন এইসব সংখ্যা যোগ দিয়ে তা থেকে নামের সংখ্যা বের করা হয়।

আগেকার দিনে লোক বলতো, নামে কি এসে যায়? কিন্তু তা ঠিক নয়। নাম থেকে জ্যোতিষীরা অনেক কিছু শুভাশুভ বিচার করতে পারেন।

যেমন ইংল্যাণ্ডের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী লয়েড জর্জের নাম বিচার করা যাক।

| | | |
|---|---|---|
| L = ৩ | B = ২ | G = ৩ |
| L = ৩ | A = ১ | E = ৫ |
| O = ৭ | L = ৩ | O = ৭ |
| Y = ১ | D = ৪ | R = ২ |
| D = ৪ | W = ৬ | G = ৩ |
| | I = ১ | |
| ১৮ = ৯ | N = ৫ | E = ৫ |
| | ২২ = ৪ | ২৫ = ৭ |

কেবল লয়েড নামটি ধরে বিচার করলে তাঁর সংখ্যা আগের—যা আমি বলেছি, তা হলো জীবনে সংগ্রাম করে প্রতিষ্ঠিত হবার প্রতীক।

জর্জ এই কথাটির সংখ্যা হলো 7 অর্থাৎ তার মধ্যে একটি বিশেষ আকর্ষণী শক্তি

আছে। লয়েড জর্জ মিলিয়ে হলো ৯+৭=১৬=৭ অর্থাৎ ৭ সংখ্যাটির প্রবণতা ও ফল বেশি হলো।

লয়েড জর্জের জন্ম হলো ১৭ই জানুয়ারী। ১+৭=৮ হলে জন্মের তারিখ হিসাবে ৮ সংখ্যার প্রাবল্য তাঁর ওপর ছিল। তার ফলে ৭ সংখ্যার শুভ ফল মাঝে মাঝে ৮ সংখ্যার ফলের জন্য ব্যাহত হয়েছে। তা না হলে তিনি আজীবন উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারতেন। কিন্তু তা তিনি পারেননি।

আবার তাঁর নাম বলডুইন হলো ৪ সংখ্যা—যা অশুভ। এর প্রভাবও তাঁর ওপর পড়েছে।

### স্যার অস্টেন চেম্বারলেন

স্যার অস্টেন চেম্বারলেনের নাম বিচার করলে কি দাঁড়ায় তা দেখা যাক্—

| | |
|---|---|
| A=১ | C=৩ |
| U=৬ | H=৩ |
| S=৩ | A=১ |
| T=৪ | M=৪ |
| E=৫ | B=২ |
| N=৫ | E=৫ |
| ২৪=৬ | R=২ |
| | L=৩ |
| | A=১ |
| | I=১ |
| | N=৫ |
| | ৩২=৫ |

এখানে দেখা যাচ্ছে যে দুটি সংখ্যাই হলো সৌভাগ্যসূচক সংখ্যা। সংখ্যা ৬ হলো উচ্চ অবস্থা বা 'পোজিসান' যুক্ত লোক এবং তারা রাজনৈতিক জীবনে, উচ্চ অবস্থায় যেতে সক্ষম হয়। ২৪ যুগ্ম সংখ্যাটিও শুভ সংখ্যা। উচ্চ অবস্থায় লোক-দের মিলন বা বন্ধুত্ব সূচনা করে।

সংখ্যা ৫ একটি বিশেষ শুভ সংখ্যা। যারা নানা ধরনের 'রিস্ক' বা আশংকার মধ্য দিয়েও উচ্চ অবস্থায় গমন করে এটি তেমনি সংখ্যা। ৩২ সংখ্যাটি হলো বিশেষ জ্ঞানী ও সন্ন্যাসী লোকের সংখ্যা।

কিন্তু তাঁর জন্ম হয়েছিল ১৬ অক্টোবর তারিখে। ৬+১=৭ হয়। এই সাত সংখ্যাটি তাঁর নামের সংখ্যার সঙ্গে ঠিক তাল রেখে চলেনি। তাই তাঁর কর্মজীবনের শেষ দিকটাতে তাঁকে কষ্ট করতে হয়। তবে তা সত্ত্বেও কখনো দুর্বলতা জীবনে নেমে আসেনি তা ঠিক।

## রামসে ম্যাকডোনাল্ড

ইংলন্ডের লেবার পার্টির প্রথম 'প্রধান মন্ত্রী হন রামসে ম্যাকডোনাল্ড। তাঁর 'সংখ্যা' দেখা যাক—

| | |
|---|---|
| R=২ | M=৪ |
| A=১ | A=১ |
| M=৪ | C=৩ |
| S=৩ | D=৪ |
| A=১ | O=৭ |
| Y=১ | N=৫ |
| ১২=৩ | A=১ |
| | L=৩ |
| | D=৪ |
| | ৩২=৫ |

রামসে নাম ধরলে পাওয়া যায় যুগ্ম অক্ষর এবং ১২=৩ সংখ্যা হলো নিজের লোকদের চোখে আদর্শ মানুষ। ১২ সংখ্যা হলো নিজের কাজকর্মের পেছনে বহু লোকের সাহায্য। ৫ সংখ্যাটি হলো বিশেষ শক্তিশালী লোকের প্রকাশ। তবে তারা হয় ত্যাগী ও উন্নত আদর্শ চরিত্রের মানুষ। তারা সৎপথে চলা পছন্দ করে।

৫ এবং ৩ যোগ করলে হয় 8 সংখ্যা—যা একদিকে কষ্ট, ত্যাগ, সহিষ্ণুতা এবং শ্রমের প্রতীক, তেমনি তা হলো বিপ্লবের প্রতীক। তাই তিনি ছিলেন বিদ্রোহ, জ্ঞান এবং সহিষ্ণুতার প্রতীক।

কিন্তু তা সত্ত্বেও ৮ সংখ্যাটি হলো শেষ পর্যন্ত অশুভ এবং যদি তিনি শুধু ম্যাজিকের মত কার্যকরী ৩২ সংখ্যাযুক্ত ম্যাকডোনাল্ড কথাটি ব্যবহার করতেন তবে খুব শুভ হতো নিশ্চয়।

এই ম্যাজিকের মত ৩২ সংখ্যাযুক্ত বিখ্যাত আরও লোক হলেন জর্জ ওয়াশিংটন, আব্রাহাম লিঙ্কন, থিয়োডার রুজভেল্ট, উড্রো উইলসন, হারবার্ট হুভার প্রভৃতি।

কিন্তু ৮ সংখ্যার জন্য রামসেকে শেষ পর্যন্ত কর্মত্যাগ করতে হয়েছিল।

* * * *

পরবর্তী পরিচ্ছেদে নাম থেকে সংখ্যা জেনে কিভাবে শুভদিন, শুভ সময়, শুভ বর্ষ প্রভৃতি জানতে পারা যায় সে বিষয়ে আলোচনা করেছি। আশা করি পাঠকরা এইগুলি অনুসরণ করলে এইগুলি সম্পর্কে বিস্তৃত জ্ঞান লাভ করতে সক্ষম হবেন।

---

## চতুর্থ অধ্যায়

# জন্ম তারিখ অনুযায়ী সংখ্যা বিচার

জন্ম তারিখ অনুযায়ী শুভ সংখ্যা বের করা পদ্ধতির বিষয়ে আগে কিছু বলা হয়েছে, যা থেকে একটা মোটামুটি আন্দাজ করা যেতে পারে। জন্ম তারিখ অনুযায়ী যে তারিখটি পাওয়া যায় তাতে তারিখটি এবং সব মিলিত সংখ্যা এই দুটি প্রধান উল্লেখযোগ্য বিষয় ধরা যায়।

যেম ধরা যাক জন্ম তারিখ হলো—

২১. ২. ১৯৩১

তাহলে একটি উল্লেখ্য তারিখ হলো ২১=২+১=৩, অন্যটি হলো—২১+২+১৯+৩১=৭৩=৭+৩=১০=১। লোকটির জীবনের প্রধান দুটি উল্লেখ্য সংখ্যা হবে ১ এবং ৩ ; ঐ দুটি তারিখে তার জীবনের উল্লেখযোগ্য সব ঘটনা ঘটবে যা শুভ হবে।

জন্ম তারিখ অনুযায়ী সংখ্যা বিচার করলেও দেখা যায় যে, জাতকের জীবনে পরীক্ষা পাশ, কর্মপ্রাপ্তি, ব্যবসায়ে উন্নতি, চাকরি লাভ, হঠাৎ অর্থ বা লটারী প্রাপ্তি প্রভৃতি সংখ্যা ঐ শুভ সংখ্যা অনুযায়ী হবে।

এখন ওই শুভ সংখ্যা অনুযায়ী বিচারে, মাসে কোন্ কোন্ তারিখ জাতকের শুভ হবে তাহাও বলা যায়। যেমন—

| সংখ্যা | মাসের শুভ তারিখগুলি |
|---|---|
| ১ | ১, ১০, ১৯, ২৮ |
| ২ | ২, ১১, ২০, ২৯ |
| ৩ | ৩, ১২, ২১, ৩০ |
| ৪ | ৪, ১৩, ২২, ৩১ |
| ৫ | ৫, ১৪, ২৩, |
| ৬ | ৬, ১৫, ২৪, |
| ৭ | ৭, ১৬, ২৫, |
| ৮ | ৮, ১৭, ২৬, |
| ৯ | ৯, ১৮, ২৭, |

উপরের হিসাব থেকে দেখা যাচ্ছে যে, যে তারিখগুলি দেওয়া হয়েছে, তাদের প্রতিটি সংখ্যার যোগ ফল ঠিক শুভ সংখ্যার সমান হয়ে থাকে।

যার দুটি শুভ সংখ্যা তাদের—দুটি অনুযায়ী সব তারিখ শুভ। যেমন যার শুভ তারিখ হলো ৪ ও ৭—তার শুভ তারিখ হবে ৪, ১৩, ২২, ৩১, ৭, ১৬, ২৫—এই ভাবে শুভ সংখ্যা থেকে তার—প্রতি মাসের লক্ষণীয় তারিখগুলির বিষয় জানা যায়।

এই ভাবে জীবনের শুভ তারিখ পাশ্চাত্য মতে নির্ণয় করা সম্ভব হয়।

( রাশি ও সংখ্যা )

প্রত্যেক রাশির একটি সংখ্যা থাকে—১ থেকে ৯ পর্যন্ত কি কি রাশি তা জানা যায়—তার পরের সংখ্যাগুলি যোগ করে রাশি শুভ সংখ্যা অনুযায়ী নম্বর ধরা হয়।

১—মেষ. ২—বৃষ, ৩—মিথুন, ৪—কর্কট,
৫—সিংহ. ৬—কন্যা, ৭—তুলা, ৮—বৃশ্চিক,
৯—ধনু, ১০ মকর, ১১—কুম্ভ, ১২—মীন।

এখন ৯—এর পর মকর ১, কুম্ভ ২ এবং মীন ৩ সংখ্যা ধরা হবে

( সংখ্যা থেকে নাম )

উপরের সংখ্যা থেকে যে কোন লোকের নামের সংখ্যার হিসাব করা হয়। যেমন মনে করা যাক এক জনের নাম হলো Ram Sen, তাহলে তার সংখ্যা হবে হেব্রোইক মতে—

R=২, A=১, M=৪, S=৩, E=৫, N=৫,—অর্থাৎ ২+১+৪+৩+৫+৫=২০ অর্থাৎ=২

পাইথাগোরিয়ান মতে…

R=৮, A=২, M=৩, S=৯, E=৫, N=৪ অর্থাৎ লোকটির উপরে ২ এবং ৪ সংখ্যার প্রভাব বেশি হবে। অবশ্য দুই ও চার একই ধরনের সংখ্যা অর্থাৎ দুটির ক্রিয়া সম সম্পর্ক যুক্ত।

( গ্রহ ও সংখ্যা )

প্রতিটি গ্রহের এক একটি নির্দিষ্ট সংখ্যা ধরা হয় জ্যোতিষ মতে।

তা হলো—

১…… রবি ( Sun ) ২…চন্দ্র ( Moon )
৩ ……বৃহস্পতি ( Jupiter ) ৪—ইন্দ্র ( Urenus )
৫……বুধ ( Mercury ) ৬—শুক্র ( Venus )
৭……বরুণ ( Neptune ) ৮—শনি ( Saturn )
৯……মঙ্গল ( Mars )

দিন গত সংখ্যা—

প্রতিটি দিনের ওপরে এক একটি সংখ্যার বিশেষ প্রভাব থাকে। যেমন—

রবিবার ( Sunday )…১ এবং ৪
সোমবার ( Monday )……২ এবং ৭
মঙ্গলবার ( Tuesday )……৯
বুধবার ( Wednesday )……৫
বৃহস্পতিবার ( Thursday )……৩
শুক্রবার ( Friday )……৬
শনিবার ( Saturday )……৮

এই অনুযায়ী দেখা যায়, যে সব লোকের উপরে ১ এবং ৪ প্রধান তাদের মধ্যে বন্ধুত্ব হয়। যাদের মধ্যে ২ এবং ৭ প্রধান তাদের মধ্যেও খুব বন্ধুত্ব হয়।

তেমনি যে সব লোকের জন্ম ১লা, ৪, ১০, ১৩, ১৯, ২২, ২৮ এবং ৩১'তারিখে তাদের মধ্যে খুব বন্ধুত্ব হয়।

তেমনি যাদের জন্ম ২, ৭, ১১, ১৬, ২০, ২৫ এবং ২৯ তারিখে তাদের মধ্যে ভীষণ বন্ধুত্ব হয়।

একইভাবে বিবাহের যোটক বিচার, বন্ধুত্ব বিচার, পার্টনার বিচার প্রভৃতি করা যায়। তাতে শুভ হয়। এভাবে বিচার করার সময় তারিখের যোগফল বিচারও করা যায়।

সংখ্যা—১ এবং ৪

সংখ্যা ১ এবং ৪ এর সময় হলো সিংহের সংখ্যা।

এই সময় হলো রবির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। রবির সময় হলো ২১শে জুন থেকে ২০শে জুলাই।

সংখ্যা—৩

সংখ্যা—৩ হলো ধনুর সংখ্যা এবং এটি নিয়ন্ত্রিত হয় বৃহস্পতির দ্বারা। এই সময় হলো ২১শে নভেম্বর থেকে ২০শে ডিসেম্বর। সংখ্যা ৩ এর দ্বিতীয় অংশ হলো বৃহস্পতির দ্বিতীয় অংশ, সময় ১৯শে ফেব্রুয়ারী থেকে ২০শে মার্চ। এটি মীনরাশির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

সংখ্যা—২ এবং ৭

সংখ্যা ২ এবং ৭ এর সময় হলো কর্কটের চিহ্ন। এই সময় হলো চন্দ্রের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। ২১শে জুন থেকে ২০শে জুলাই হলো এই সময়।

সংখ্যা—৫

এটি হলো মিথুন রাশির সংখ্যা। এটি চলে ২১শে মে থেকে ২০শে জুন পর্যন্ত সময়। এটি বুধ গ্রহ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। কন্যা রাশিও বুধ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

সংখ্যা—৬

এটি হলো বৃষ রাশির সংখ্যা, এটির ২০শে এপ্রিল থেকে ২০শে মে পর্যন্ত সময়। এটি শুক্রগ্রহ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

সংখ্যা ৬ এর দ্বিতীয় অংশ হলো বুধ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত তুলা রাশির সংখ্যা। এটির ২১শে সেপ্টেম্বর থেকে ২০শে অক্টোবর পর্যন্ত সময়।

সংখ্যা—৮

সংখ্যাটি হলো মকর রাশির সংখ্যা। এটি শনি গ্রহ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এটির ২১শে ডিসেম্বর থেকে ২০শে জানুয়ারী পর্যন্ত সময়।

সংখ্যা ৮ এর দ্বিতীয় অংশ হলো কুম্ভরাশির সংখ্যা। এটিও শনিগ্রহ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এটির ২১শে জানুয়ারী থেকে ২১শে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত সময়।

সংখ্যা—৯

সংখ্যা ৯ হলো মেষ রাশির সংখ্যা। এটি চলে ২১শে মার্চ থেকে ২৯শে এপ্রিল

পর্যন্ত। এটি মঙ্গল দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং নেগেটিভ দিক। সংখ্যা ৯ এর দ্বিতীয় অংশ হলো বৃশ্চিক রাশির সংখ্যা ও এটি পজেটিভ দিক। এটি মঙ্গল দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

তাহলে চার্ট করলে দেখা যায়—

| সংখ্যা | রাশি | গ্রহ |
|---|---|---|
| ১ এবং ৪ | সিংহ | রবি |
| ২ এবং ৭ | কর্কট | চন্দ্র |
| ৩ | ধনু এবং মীন | বৃহস্পতি |
| ৫ | মিথুন, কন্যা | বুধ |
| ৬ | বৃষ এবং তুলা | শুক্র |
| ৮ | মকর এবং কুম্ভ | শনি |
| ৯ | মেষ এবং বৃশ্চিক | মঙ্গল |

সংখ্যা ৪ এবং ৭কে অনেকে যথাক্রমে ইন্দ্র বা ইউরেনাস বা বরুণ বলেন। প্রথমটি রবি এবং দ্বিতীয়টি চন্দ্র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বলা হয়। বাংলা নাম অনুযায়ী উপরের রাশির সময় হলো ( রবি সংক্রমণ মতে ) বৈশাখে—মেষ, জ্যৈষ্ঠে—বৃষ, আষাঢ়ে—মিথুন, শ্রাবণে—কর্কট, ভাদ্রে—সিংহ, আশ্বিনে—কন্যা, কার্তিকে—তুলা, অঘ্রাণে—বৃশ্চিক, পৌষে—ধনু, মাঘে—মকর, ফাল্গুনে—কুম্ভ, চৈত্রে – মীন।

## সংখ্যার বৈশিষ্ট্য

যদি বিভিন্ন লোকের নামের প্রতিটি অক্ষরের সংখ্যা বসিয়ে তা যোগ করে তা থেকে যে সংখ্যা পাওয়া যায় তাতে দেখা যায়, সেই সংখ্যাটির বিশেষ প্রভাব থাকে তার জীবনের সব কাজে। যেমন ধরা যাক একজন লোকের—মোট সংখ্যা—ধরা হলো ৫, তার জীবনের ঐ সংখ্যার বর্ষগুলিতে তার বিশেষ উন্নতি হবে। অথবা বিশেষ লক্ষণীয় হবে।

যেমন ঃ—৫, ১৪, ২৩, ৩২, ৪১, ৫০ প্রভৃতি বর্ষে তার জীবনে বিশেষ ঘটনা ঘটবে। বছরের সংখ্যাগুলি যোগ করলে ৫ হবে।

তেমনি নাম যাই হোক, তার সংখ্যার যোগফল যাদের ৫ হবে তাদের মধ্যে খুব ভাব ভালবাসা থাকবে। পাইথাগোরিয়ান বা হেব্রইক যে কোনও একভাবে বিচার করা যায়। অথবা অক্ষর সংখ্যা হলেও বিচার করা যায়। যাই হোক 'একই নম্বরের' দুজন লোকের মধ্যে বন্ধুত্ব বা প্রেম প্রভৃতি শুভ হবে।

## আকর্ষণীয় সংখ্যা

একই সংখ্যা ছাড়া কতকগুলি সংখ্যার সঙ্গে কতকগুলি সংখ্যার আকর্ষণ থাকে তাদের বলা হয় আকর্ষণীয় সংখ্যা—Attractive সংখ্যা। তাদের মধ্যে বন্ধুত্ব, প্রেম, পার্টনারশিপ প্রভৃতি ভাল হয়। যেমন—

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| সংখ্যা | ১নং | এর | বিশেষ আকর্ষণীয় সংখ্যা হলো | ৪ এবং ৮ |
| ,, | ২ ,, | | ,, | ৭ এবং ৯ |
| ,, | ৩ ,, | | ,, | ৫, ৭ এবং ৯ |
| ,, | ৪ ,, | | ,, | ১ ,, ৮ |
| ,, | ৫ ,, | | ,, | ৩ ,, ৯ |
| ,, | ৬ ,, | | ,, | ৩ ,, ৯ |
| ,, | ৭ ,, | | ,, | ২ ,, ৬ |
| ,, | ৮ ,, | | ,, | ১ ,, ৪ |
| ,, | ৯ ,, | | ,, | ২, ৩ ,, ৬ |

## বিকর্ষণীয় সংখ্যা

কতকগুলি সংখ্যার সঙ্গে কতকগুলি সংখ্যার বিকর্ষণ থাকে। তাদের বলা হয় Repulsive সংখ্যা, তাদের মধ্যে এক সংখ্যার লোক অন্য সংখ্যার লোককে আদৌ সহ্য করতে পারে না। তাছাড়া তাদের থেকে সাবধান থাকা অবশ্য কর্তব্য। তাদের থেকে ক্ষতি ছাড়া লাভ কখনো হয় না। যেমন—

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ১ এর | বিকর্ষণীয় | সংখ্যা | হলো | ৬, ৭ |
| ২ ,, | ,, | ,, | ,, | ৫ |
| ৩ ,, | ,, | ,, | ,, | ৪, ৮ |
| ৪ ,, | ,, | ,, | ,, | ২, ৪ |
| ৫ ,, | ,, | ,, | ,, | ২ |
| ৬ ,, | ,, | ,, | ,, | ১, ৮ |
| ৭ ,, | ,, | ,, | ,, | ১, ৯ |
| ৮ ,, | ,, | ,, | ,, | ৩, ৬ |
| ৯ ,, | ,, | ,, | ,, | ৭ |

এইভাবে সংখ্যা বিচার করার সময় আগে বর্ণিত—যে কোন একটি পদ্ধতি মতে প্রতি ক্ষেত্রে হিসাব করতে হবে।

## সংখ্যা ও ঘটনা

কোনও বিশেষ ঘটনা কোন্ কোন্ সংখ্যার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে তা জানা যায় কতকগুলি বিষয় থেকে। তা হলো—

১। দিনটির সংখ্যা।
২। স্থানটির সংখ্যা।
৩। কাজটির সংখ্যা।
৪। যে লোকটির সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাওয়া হচ্ছে তার নামের সংখ্যা।
৫। যে দেখা করতে যাচ্ছে তার নিজের নামের সংখ্যা।

এখন এই সংখ্যাগুলি যদি এক সংখ্যা বা আকর্ষণীয় সংখ্যার মধ্যে হয় তা হলে তাতে ফল শুভ হয়। বিকর্ষণীয় হলে তা অশুভ হয়। এইগুলি থেকে শেষ হিসাব নির্দিষ্ট করা হয়ে থাকে।

তারিখের উপরে সংখ্যার প্রভাব—কোনও নির্দিষ্ট তারিখের উপরে কোন্ সংখ্যার প্রভাব চলে তার হিসাব করে বের করা যায়। যেমন—

জুন ১৩, ১৯৭৫ = ১৩, ৬, ১৯৭৫

= ১ + ৩ + ৬ + ১ + ৯ + ৭ + ৫ = ৩২

= ৩ + ২ = ৫

অর্থাৎ এই তারিখটিতে ৫ সংখ্যার প্রাধান্য হবে সব দিকে।

ফেব্রুয়ারি—৪, ১৯৬৪

= ৪, ২, ১৯৬৪

= ৪ + ২ + ১ + ৯ + ৬ + ৪ = ২৬ = ২ + ৬ = ৮

অর্থাৎ এই তারিখটিতে ৮ সংখ্যার প্রাধান্য হবে।

## পঞ্চম অধ্যায়

### সংখ্যা—১

প্রথম সংখ্যাটি হলো ঈশ্বরের প্রতীক। এটি রবি বা সূর্যের প্রতীক এবং রবিই—জীবন। সূর্য যেমন সৌরমণ্ডলের কেন্দ্র এবং এক, তেমন ১ সংখ্যা। এটি সবচেয়ে শক্তিশালী সংখ্যা।

১। এরা জন মন জয় করে কোনও কিছু গড়ে তোলে।

২। তারা পৃথিবীতে একটা গভীর ছাপ রেখে যায়।

৩। এরা সংগঠন চালাতে পারে ভালভাবে এবং ক্ষমতা সম্পন্ন হয়ে থাকে।

৪। তাদের দৈহিক ও মানসিক বল খুব বেশি হয়।

৫। তাদের লক্ষ্য সম্পর্কে স্পষ্ট জ্ঞান থাকে। এবং দৃঢ় পায়ে সে দিকে এগিয়ে যায়।

৬। ছোট-খাট ব্যাপারে নজর দেয় না—তবে তা উচিত নয়। সব দিকে ঠিক নজর দেওয়া কর্তব্য।

৭। তারা খুব জেদী হয়—যা করবে বলে স্থির করে—তা সহজে ছাড়তে চায় না।

৮। তারা নিজ চিন্তা মত কাজ করে যেতে পারলে জীবনে ঠিক সফল হয়। তা না করতে পারলে তাদের কর্ম বা শক্তি ব্যাহত হয়।

### সংখ্যা—২

সংখ্যা ১-কে পুরুষ সংখ্যা ও তারপর ২-কে স্ত্রী সংখ্যা ধরা হয়। নারীদের এটি থাকলে তাদের খুব শক্ত ও দৃঢ় করে। তবে সংখ্যা ১-এর চেয়ে এদের দৃঢ়তা কম হয়।

১। এরা সহজে মত পাল্টায় বা মন পাল্টে থাকে। যদি কোনও বিষয়ে সংখ্যা ১ বলে হ্যাঁ তা হলে সংখ্যা ২ তাতে না বলতে কখনোই পারে না।

২। এরা সেন্টিমেন্ট বা ভাবাবেগের দ্বারা চালিত হয়। এদের মধ্যে ভাবালুতা ও প্রেম, স্নেহ প্রভৃতি বেশি থাকে।

৩। এরা সহজে ভুল স্বীকার করেও প্রায় পাল্টে থাকে।

৪। এরা খুব লাজুক হয়ে থাকে।

৫। অপরের প্রতি এদের মনে দ্বৈত ভাব থাকতে পারে।

৬। এরা খুব ধৈর্যশীল হয়। এরা প্রতিবাদে প্রচন্ড কঠিন কাজ করতে পারে।

৭। এরা জীবজন্তু এবং আরাম ভালবাসে—তবে তা পেলেও চলে যায় এদের।

৮। এরা গাহর্স্থ্য জীবন খুব ভালবাসে।

৯। অপরের কাজকে বড় করে দেখে, নিজের সম্পর্কে ভাবনা তত উচ্চ থাকে না।

১০। সব ঘটনা ও পরিবেশের সঙ্গে সহজে খাপ খাইয়ে নিতে পারে। জীবনের জোয়ার-ভাটায় বিভ্রান্ত হয় না।

## সংখ্যা—৩

১। এদের ইচ্ছা থাকে নিজের কণ্ঠস্বরকে সবার উপরে তুলে ধরতে বা নিজের আদর্শকে উচ্চে তুলতে।

২। এদের মধ্যে দর্শন, কাব্য, শিল্প, কলা প্রভৃতির ভাব বেশি থাকে। এবং তা থেকে বিচ্যুত হয় না।

৩। এরা নীরব দর্শক হতে পারে না। সব সময় কথা-বার্তায় নিজ মত প্রকাশ করতে চায়।

৪। এদের ১ এর মতো উচ্চ আদর্শ থাকে এবং ২ এর মতো পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে চলতেও চায়।

৫। এরা খুব দয়াবান হয় কর্মচারীদের প্রতি এবং তাদের মন জয় করতে পারে। দয়ালু ও উদারমনা হয়।

৬। এদের জীবনের সম্পর্কের খুব আনন্দময় ও আশার ভাব থাকে। সব সময় উচ্চ আশা নিয়ে চলে।

৭। তারা ভাল খেলা-ধুলা, সিনেমা, অভিনয়, গান প্রভৃতির উচ্চ প্রশংসা করে ও তা ভালবাসে।

৮। নিজের সম্পর্কে উচ্চ-ধারণা থাকে এবং রসিয়ে কথা বলতে এরা খুব ভালবাসে।

৯। এরা বেশি কথা বলে। ফলে অন্যের বিশ্বাস ঠিক মতো অর্জন করতে পারে না।

১০। বর্তমান সম্পর্কে বেশি ভাবে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে এরা কম ভাবে।

## সংখ্যা—৪

এই লোকেরা হয় বাস্তববাদী ধরনের মানুষ। এরা সহ্য করে, এদের বিশ্বাস করা যায় ঠিক মতো। বাহ্যিক ব্যাপারে ঝোঁক কম। নিজ কাজ ও স্বার্থে ঝোঁক বেশি হয় এদের।

১। এরা হয় নিয়মমতো চলার লোক। পরিচ্ছন্ন এবং সব কাজ পূর্ণভাবে করতে চায়।

২। এরা কথা কম বলে—নিজ মত বা চিন্তা সহজে পাল্টে ফেলে না।

৩। আত্মবিশ্বাস প্রবল হয় এবং এরা মতবাদে হয় ধীরস্থির এবং সম্পূর্ণ দৃঢ়। ইন্দ্রিয়গণ সহজে এদের কর্তব্য কাজ থেকে বিচলিত করতে পারে না।

৪। এরা রক্ষণশীল এবং প্রাচীন রীতিনীতির প্রতি শ্রদ্ধা ও দৃঢ় মনোভাব থাকে এদের।

৫। এরা হয় ধীর শক্তিমান লোক—তবে কল্পনা শক্তি কম থাকে এদের মনে।

৬। এরা ঈর্ষাকুল হয়—কিন্তু আবার বিশ্বাসী, বাস্তব সব কাজে অভিজ্ঞ হয়, তবে আবেগ খুব কম হয়।

৭। এরা সত্য কথা বলতে চায় এবং এই জন্য এরা হয় অনেক সময় কটু অপ্রিয়-ভাষী মানুষ। তবে বিনা কারণে হঠাৎ সমালোচনা করে না ওরা।

৮। ঠিক মতো লোকের প্রশংসা বা স্বীকৃতি না পেলেও এরা দীর্ঘ সময় ধরে কাজ করে যেতে পারে। এরা ঠিক শ্রম ছাড়াও উচ্চ পদ পেতে পারে জীবনে।

৯। নিজ সঙ্গীদের এবং দলের লোকদের মধ্যে এরা খুব ভাল ভাবে কাজ করে চলে—তবে অজানা গণ্ডীতে এরা নিজেদের হারিয়ে ফেলে প্রায়ই।

১০। একটা বিশাল বিল্ডিং এর সঙ্গে এদের তুলনা করা যায়। এদের দৃঢ়তার জন্য এদের প্রসিদ্ধি। এরা অচেনাদের বেশি বিশ্বাস করে না।

## সংখ্যা—৫

সংখ্যা—৫ এর লোকেরা হয় উচ্চ চিন্তাশীল লোক। এরা বিরাট চিন্তাবিদ ও আদর্শবাদী হয়। কিন্তু এরা সহজে মত পাল্টায় এবং গভীর হয় না। তার সংখ্যা মধ্য সংখ্যা তাই নানা দিকে নানা পথে তার জ্ঞান থাকে। সে খ্যাত হয় কিন্তু শেষ পর্যন্ত টিকে থাকতে পারে না এক পথে।

১। এরা সব বিষয়ে কিছুটা করে জ্ঞান রাখে। কিন্তু এক বিষয়ে সমস্ত জ্ঞান অর্জন করতে পারে না।

২। এরা মানসিক ভাবে সতর্ক। তাদের দৃষ্টিশক্তি উচ্চ এবং সব কিছু সহজে বুঝতে, জানতে ও শিখতে পারে।

৩। এদের সাহস খুব বেশি থাকে বটে কিন্তু লেগে থাকার ক্ষমতা কম থাকে। জয়ী বাবর হতে পারে কিন্তু ধৈর্যশীল আকবর হতে পারে না।

৪। এদের বাস্তবে সফল হবার মতো নানা পথে প্রচুর ধ্যান-ধারণা ও বুদ্ধি থাকে। কিন্তু সবদিকে কাজ করতে গিয়ে কোনও দিকেই পূর্ণতম কাজ করতে পারে না।

৫। যদি এক-একটি বিষয় নিয়ে সব ধৈর্য ও সাধনা নিয়োগ করে তবে জীবনে খুব সফল হয়।

৬। এদের মস্তিষ্ক খুব উর্বর হয়; এরা দ্রুতগতিতে কাজ করে যেতে পারে। নিত্যনতুন ধ্যান-ধারণা নিয়ে এরা দ্রুতগতিতে এগিয়ে যেতে পারে। প্রাথমিক সফলতা অর্জন করতে পারে যে কোনও দিকে। কিন্তু শেষ রক্ষা করা কঠিন হয়।

৭। এরা সব কিছুতে নানা বস্তু পছন্দ করে। এক রকম খেতে বা পরতে বা চলতে ভালবাসে না। খাওয়া, পোশাক, মতবাদ সব দিকে নানা রকম পছন্দ এদের।

৮। সব চেয়ে বড় কথা এদের মন চায় বন্ধন মুক্তি। চাকরি চায় না—বিভিন্ন ব্যবসা চায়। ভ্রমণ ভালবাসে, গতি ভালবাসে।

৯। নিত্য নতুন লোকের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়—কিন্তু স্থায়ী বন্ধু হয় না, বা খুব কম হয়।

১০। যার সঙ্গে যখন ভালভাবে চলে তখন এরাও ভাল থাকে আবার খারাপ ভাব হলে তাদের সহজে ত্যাগ করে থাকে।

### সংখ্যা—৬

১। এরা অত্যন্ত শান্তিপ্রিয় হয়ে থাকে এবং শান্তির জন্য যে কোনও মূল্য দিতে রাজী হয়ে থাকে।

এরা হয় বিশ্বাসী, সৎ এবং একরোখা ধরনের লোক।

২। এরা দ্বন্দ্ব চায় না—শান্তি চায়। এজন্য নিজের একটু ক্ষতি হলে তা মেনে নেয়।

৩। যখন জীবন সরল ভাবে চলে তখন এরা খুব সুখী কিন্তু বিস্ময়কর একটু না ঘটলে পরিবর্তন চায় না বা সহ্য করতে পারে না।

৪। তাদের জীবন সম্বন্ধে দৃষ্টিভঙ্গী খুব ব্যালেন্স যুক্ত হয়ে থাকে।

৫। এরা বন্ধু এবং আত্মীয়দের সাহচর্য ভালবাসে অবশ্য লোককে ভালবাসে না এতটুকু।

৬। এরা কাঁধের উপর বিরাট বোঝা সহ্য করে এবং শান্তিপূর্ণ হয়ে তা পালন করে চলে।

৭। ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করতে ভালবাসে এবং তাতে এরা খুব আনন্দ পায়।

৮। এরা খুব আশাবাদী কখনো জীবনে আশা ত্যাগ করে না।

৯। এরা চায় সহানুভূতিশীল বন্ধু বা সাথী। প্রাচীন সাথীদের এরা প্রাণ দিয়ে ভালবাসে ও আঁকড়ে রাখতে চায়।

১০। নিজের ব্যাপার ছাড়াও অন্য বা বন্ধুদের বিষয়ে এরা অনেক সময় বেশি মাথা ঘামায়—অন্য লোকদের বিষয়েও যুক্তভাবে কথাবার্তা বা সমালোচনা করে।

### সংখ্যা—৭

১। এই ধরনের লোকেরা জীবনে অনেক উত্থান ও পতন ভোগ করে থাকে। বন্ধু নির্বাচনের উপরেই তাদের জীবনের সাফল্য অনেকটা নির্ভর করে।

২। নানা বিচিত্র অভিজ্ঞতা জীবনে লাভ করে যার আশা সহজে করতে পারে না।

৩। টাকা জমাবার চেয়েও দেহ ও মনে উন্নতি করা এদের কাম্য।

৪। এদের অদ্ভুত দৈবদর্শন বা আধ্যাত্মিক ক্ষমতা থাকতে পারে। সব বাহ্যিক বাস্তব থেকে তার ভেতরের বিষয় পর্যন্ত এরা সহজে বুঝতে পারে।

৫। শান্তিপ্রিয়তা, মুক্তিভাব, সহ্য ক্ষমতা থাকে। এরা দার্শনিক ভাবযুক্ত ও ধর্মভীরু হয়ে থাকে।

৬। মাঝে মাঝে এদের মধ্যে কল্পনাশক্তি ও ভাববাদী উত্তেজনা হঠাৎ এসে থাকে।

৭। তাদের মধ্যে যে দৈবশক্তি বলে Intuition আসে, কখনো ব্যর্থ হয় না, নিজের পথে চললে স্থায়ী হয়। অন্যের মতে চললে অশুভ হতে পারে।

৮। প্রচণ্ড ঝড় বা দুর্বিপাকে এদের উচ্চ মানসিকতা নষ্ট হয় না এবং অন্য দৃষ্টি ঠিক থাকে।

৯। এরা অভ্যাস, কাজকর্ম সব কিছুতেই নিয়ম-শৃঙ্খলা খুব পছন্দ করে। তাদের রুচি উচ্চ হয়। স্বপ্ন ও ভাব উচ্চ হয়।

## সংখ্যা—৮

এটি হলো চাকুরীর সংখ্যা। এটি একদিকে আত্মত্যাগী, তন্ত্রমন্ত্র সাধনার দিকে আকর্ষণ থাকে। অন্যকে সাহায্য করতে গিয়ে নিজের ক্ষতি করা অনেক সময় হয়ে থাকে। এরা ভাববাদী হয়।

১। এদের মুক্ত ধ্যান-ধারণার জন্য আকাঙ্ক্ষা খুব থাকে—কিন্তু তা হয় না—এদের চাকুরী করতে অথবা অন্যের হুকুম মেনে চলতে হয়।

২। নিম্ন শ্রেণীর বা কেরাণীর চাকুরী এদের ভাল হয়।

৩। তারা চেষ্টা করলে চাকুরীতে খুব উন্নতি করতে পারে কিন্তু অনেক সময় তা পারে না।

৪। নিজেদের কাজ খুব ভাল বোঝে—নিয়মানুবর্তিতা চায়—কিন্তু নিজে তা মানে না।

৫। এরা নিজে কি করবে সেই বিচার করে ধীরে ধীরে এগোয়।

৬। ধীরে ধীরে শ্রম করতে ভালবাসে—চিন্তা করে হঠাৎ কিছু করতে চায় না।

৭। এদের ভাগ্যও ভাল নয় দৈব ভাবে। এদের ভাগ্য ভাল হয় কর্মদ্বারা বা শ্রম দ্বারা।

৮। এদের কাছে মনুষ্যত্ব বা মানসিকতা শ্রেষ্ঠ ধর্ম।

৯। এরা প্রাচীন পথে চলে বটে—তবে মনে মনে বৈপ্লবিক কাজকেও পছন্দ করে।

## সংখ্যা—৯

এই সংখ্যাটি একটি ধাঁধার মত সংখ্যা। এটি যেটি ঠিক বিপরীত ভাবকে প্রতিফলিত করে। এটি সংখ্যাতত্ত্বের শেষ সংখ্যা। একদিকে এটি বৃহত্তম সংখ্যা, অন্যদিকে এটি আহত হবার সংখ্যা।

১। এটি দুটি বিপরীত ভাবের প্রতীক কিন্তু শেষ পর্যন্ত জীবন যুদ্ধে এরা জয়ী হয়ে থাকে।

২। এরা জীবনে অনেক বাধা, আঘাত পায়, তবে শেষ পর্যন্ত জীবনে জয়ী হতে পারে।

৩। নানা অবস্থায় এদের জীবনে অনেক বিপদ এবং দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। নিজ দায়িত্ব নিয়ে অনেক ঝামেলাতে পড়তে পারে জীবনে। কিন্তু আদর্শ ও লক্ষ্যে এরা স্থির ধ্রুব।

৪। এরা অল্প লাভে এবং অনেক সময়ে যেভাবে অর্থ পাওয়া যায় সেই ভাবেই অর্থ উপার্জন করে।

৫। এরা ভীষণ পরিশ্রমী, উদ্যমশীল। ফলাফলে হারজিত যাই হোক না কেন এরা উদ্যম হারায় না বা তা নিয়ে নিরাশ হয় না।

৩। এরা খুব কৌশলী, সচেতন, উপস্থিত বুদ্ধিযুক্ত মানুষ এবং খুব উচ্চ আশাবাদী।

৭। অবস্থা অনুযায়ী কি করে চলতে হয় তাতে এদের জ্ঞান খুব গভীর হয়। এরা যেন হুকুম করতে তন্ময়—হুকুম পালনও করে।

৮। যখন সৃজনীয় কাজ করে তখন এরা খুব সফল। সাবধানী এত, উদার মন—বিরাট অন্তঃকরণ এদের, যদি ধ্বংসের কাজ করে, তখন এরা নির্দয়, নিষ্ঠুর।

৯। উচ্চ আদর্শ, আকাঙ্ক্ষা, উচ্চলক্ষ্যের জন্য এরা বিখ্যাত হতে পারে জীবনে।

## ষষ্ঠ অধ্যায়

# সংখ্যানুযায়ী ব্যক্তিগত ভাগ্যফল

সৌরমণ্ডলের মোট নয়টি গ্রহ, তেমনি সৌরমণ্ডলে ৯টি সংখ্যা হয়ে থাকে। পৃথিবী কেন্দ্র বলে তাকে বাদ দিয়ে সূর্য ও চন্দ্র ধরলেও ( প্লুটো বাদ ) নয়টি গ্রহ। এখন জন্মতারিখ অনুযায়ী বিভিন্ন সংখ্যায় জন্মেছেন যে সব বিখ্যাত লোক তাঁদেরও জন্মতারিখ এখানে দেওয়া হচ্ছে—

### যাদের জন্মতারিখ ১ সংখ্যা

১ নম্বর জন্ম তারিখে শ্রেষ্ঠ লোক, এদের রবি ও সোমবার শ্রেষ্ঠ বার। শ্রেষ্ঠ রং হলো হলুদাভ, সাদা, গোলাপী ও সোনালী রং। শুভ রত্ন হলো—চুনী, পোখরাজ হলুদাভ হীরা, য়্যাম্বর।

### জন্ম তারিখ ১-এর শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ

আলেকজাণ্ডার দি গ্রেটের জন্মতারিখ—জুলাই ১লা।
ডিউক অব ওয়েলিংটনের জন্মতারিখ—মে ১লা।

জেনারেল গর্ডনের জন্মতারিখ—জানুয়ারী ২৮=২+৮=১০=১+০=১
প্রেসিডেণ্ট গারফিল্ডের জন্মতারিখ—নভেম্বর ১৯=১+৯=১০=১+০=১
প্রেসিডেণ্ট জুবারের জন্মতারিখ—আগষ্ট ১০=১+০=১
প্রেসিডেণ্ট মনরোর জন্মতারিখ—এপ্রিল ২৮=২+৮=১০=১+০=১
প্রেসিডেণ্ট উইলসনের জন্মতারিখ—ডিসেম্বর ২৮=২+৮=১০=১+০=১
এ্যানি বেসান্তের জন্মতারিখ—অক্টোবর ১লা।
ক্যাপ্টেন কুকের জন্মতারিখ—২৮=২+৮=১০=১+০=১
আলেকজাণ্ডার ডুমেসের জন্মতারিখ—জুলাই ২৮=২+৮=১০=১+০=১
বিসমার্কের জন্মতারিখ—এপ্রিল ১লা।

**যাদের জন্মতারিখ ২ সংখ্যা**

এদের মন পরিবর্তনশীল, সহজে কম্পমান। দোষ-গুণ মিশ্রিত উচ্চ আদর্শের মানুষ। এদের শুভ বার—রবি, সোম, বৃহস্পতি। শুভ রং হলো হাল্কা লাল, সাদা, ক্রীম। শুভরত্ন হলো মুক্তা, হলুদাভ চুনী, শ্বেত প্রবাল এবং মুনস্টোন।

**যে সব বিখ্যাত লোকের জন্মতারিখ ২, তাঁরা হলেন**

টমাস হার্ডি—জুন ২রা।
টমাস এডিসন—ফেব্রুয়ারী ১১=১+১=২
মহাত্মা গান্ধী—অক্টোবর ২রা।
লালবাহাদুর শাস্ত্রী—অক্টোবর ২রা।
নেপোলিয়ন (৩য়)—এপ্রিল ২০=২+০=২
গ্লাডস্টোন—ডিসেম্বর ২৯=২+৯=১১=১+১=২।
টমাস ট্যাবাটন—নভেম্বর ২০=২+০=২
লুইনবার্গ—জানুয়ারী ২৯=২+৯=১১=১+১=২

**যাদের জন্মতারিখ ৩ সংখ্যা**

৩ হলো বৃহস্পতির সংখ্যা, উচ্চাশাযুক্ত এবং সব সময়ই আইন, নিয়ম-শৃঙ্খলা পছন্দ করে। আদেশ পালনেও এরা দক্ষ হয়। কিন্তু এদের মধ্যে গর্বভাব বেশি থাকে এবং এরা স্বৈরাচারী হতে পারে।

এদের শুভ বার বৃহস্পতি, সোম এবং মঙ্গলবার।
এদের শুভ রং হলো হলুদ ও গাঢ় গোলাপী।
এদের শুভ রত্ন হলো চুনী ও পোখরাজ।

**৩ সংখ্যায় যে সব বিখ্যাত লোকের জন্ম, তাঁরা হলেন**

লর্ড রাসেল—আগস্ট ১২=১+২=৩
রাজা পঞ্চম জর্জ—৩রা জুন।
এব্রাহাম লিংকন—ফেব্রুয়ারী ১২=১+২=৩

রামসে ম্যাকডোন্যাল্ড—অক্টোবর ১২=১+২=৩
ভল্‌টেয়ার—নভেম্বর ২১=২+১=৩
ডীজ লুইফ্‌ট—নভেম্বর ৩০=৩+০=৩
কার্ডিয়্যাল নিউম্যান—ফেব্রুয়ারী ২১=২+১=৩
মার্ক টোয়েন—নভেম্বর ৩০=৩+০=৩
রুডিয়ার্ড কিপলিং—ডিসেম্বর ৩০=৩+০=৩
উইনস্টন চার্চিল—নভেম্বর ৩০=৩+০=৩।

## যাদের জন্মতারিখ ৪ সংখ্যা

সংখ্যা ৪ হলো ইউরেনাস্ বা ইন্দ্রের প্রতীক। এটি রবির সঙ্গে যুক্ত গ্রহ বলে বর্ণিত হয়। তাই ২ আর ৪-এর প্রতিক্রিয়া জাতকের উপর একরকম হয়। ১ ও ৪ সংখ্যার লোকদের মধ্যে পরম মিত্রতা হয়।

এরা সব বিষয়ে বিপরীত মতবাদ গ্রহণ করে। তার ফলে তাদের অনেক শত্রুও হতে পারে। সবাইকে প্রতিবাদ করছি হয় যেন তাদের ধর্ম।

এদের শুভ বার হলো রবি ও সোমবার।

এদের শুভ রং হলো লাল, সাদা ও চকলেট।

এদের শুভ রত্ন হলো চুনী এবং মুনস্টোন ও গোমেদ।

## ৪ সংখ্যার কয়েকজন বিখ্যাত লোক হলেন

ফ্যারাডে—অক্টোবর ২২=২+২=৪
টমাস কার্লাইল—ডিসেম্বর ৪
লর্ড ব্র্যাডেন পাওয়েল—ফেব্রুয়ারী ২২=২+২=৪
জর্জ ইলিয়ট—নভেম্বর ২২=২+২=৪
জর্জ ওয়াশিংটন—ফেব্রুয়ারী ২২=২+২=৪
স্যার আইজ্যাক পিট্‌ম্যান—জানুয়ারী ৪
ইমানুয়েল কান্ট—এপ্রিল ২২=২+২=৪
ন্যাথানিয়েল হথর্ন—জুলাই ৪।
স্যার আর্থার কোনান ডয়েল—মে ২২=২+২=৪
টমাস হাক্সলি—মে ৪।
স্যার ফ্রানসিস বেকন—জানুয়ারী ৪।

## যাদের জন্মতারিখ ৫ সংখ্যা

সংখ্যা ৫ হলো বুধের প্রতীক। এরা খুব সহজে বন্ধুত্ব করতে পারে। এরা খুব উচ্চভাব এবং আদর্শযুক্ত হয়। এরা সব বড় আঘাতকে কাটিয়ে উঠতে পারে। এদের শুভ বার হলো বুধবার ও শুক্রবার।

এদের শুভ রং হলো সবুজ, ধূসর বা সাদা। এদের রত্ন হলো হীরা বা স্ফটিক এবং পান্না।

### কয়েকজন বিখ্যাত ৫ সংখ্যার লোক হলেন

জওহরলাল নেহেরু—নভেম্বর ১৪=১+৪=৫
নেতাজী সুভাষ চন্দ্র—জানুয়ারী ২৩=২+৩=৫
সেক্সপীয়র—এপ্রিল ২৩=২+৩=৫
টমাস হুড্—মে ২৩=২+৩=৫
ডিউক অব উইন্ডসর—জুন ২৩=২+৩=৫
মেস্মের্—মে ২৩=২+৩=৫
কার্ল মার্কস—মে ৫।
কারেন হাইট্—মে ১৪=১+৪=৫

### যাদের জন্মতারিখ ৬ সংখ্যা

৬ সংখ্যা হলো শুক্রের প্রতীক। এরা হলো ঠিক চুম্বকের মত এবং খুব সহজে অন্যাকে আকৃষ্ট করতে পারে। এরা হলো রোম্যান্টিক এবং আদর্শবাদী।

এদের শুভদিন হলো বুধ, শনি ও শুক্রবার। এদের শুভ রং হলো নীল ও সাদা ও সবুজ। এদের শুভ রত্ন হলো ইন্দ্রনীল, টার কোবোজ, হীরা বা জারকোন ও পান্না, শ্বেত-প্রবাল।

### কয়েকজন বিখ্যাত ৬-এর সংখ্যার মনীষী হলেন

এলিজাবেথ ব্রাউনিং—মার্চ ৬।
মাইকেল এ্যাঞ্জেলো—মার্চ ৬।
স্যার হেনরী আরীভন—ফেব্রুয়ারী ৬।
স্যার ওয়ালটার স্কট—ডিসেম্বর ৬।
জোয়ান অফ্ আর্ক—জানুয়ারী ৬।
সেসিল রোড্স—জুলাই ৬।
অলিভার ক্রমওয়েল—এপ্রিল ২৪=২+৪=৬
ডিউক অফ মার্লবরো—মে ২৪=২+৪=৬
ফেড্রারিক দি গ্রেট্—জানুয়ারী ২৪=২+৪=৬
প্রথম নেপোলিয়ান—আগস্ট ১৫=১+৫=৬
মহারাণী ভিক্টোরিয়া—মে ২৪=২+৪=৬
কবি টেনিসন্—আগস্ট ৬।
জর্জ ওয়াশিংটন—অক্টোবর ৬।
ম্যাক্স মুলার—ডিসেম্বর ৬।
ওয়ারেন হেস্টিংস—ডিসেম্বর ৬।

## যাদের জন্মতারিখ ৭ সংখ্যা

সংখ্যা ৭ হলো নেপচুন বা বরুণের প্রতীক। এই গ্রহটি চন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত—তার ফলে ৭ এবং ২ সংখ্যার মধ্যে শুভ যোগাযোগ আছে।

এরা পরিবর্তন ও ভ্রমণ ভালবাসে। এদের মধ্যে চাঞ্চল্যভাব বেশি দেখা যায়। এরা বিখ্যাত লেখক, শিল্পী প্রভৃতি হতে পারে। এরা জীবনের সব কিছুকে একটা বিচিত্র দার্শনিক দৃষ্টি দিয়ে দেখে থাকে। এদের মানসিক ইনটুইশন বেশি হয়।

এদের শুভদিন হলো রবিবার ও সোমবার। এদের শুভ রং হলো সাদা, গোলাপী রং।

এদের শুভ রত্ন হলো মুক্তো ও মুনস্টোন এবং গোলাপী চুনী।

### সংখ্যা ৭-এর কয়েকজন বিখ্যাত লোক হলেন

কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ—এপ্রিল ৭।
কবি রুশো—এপ্রিল ১৬=১+৬=৭
স্যার আইজ্যাক নিউটন—ডিসেম্বর ২৫=২+৫=৭
আর ডব্লু এমারসন—জুন ২৫=২+৫=৭
রবার্ট ব্রাউনিং—মে ৭।
অসকার ওয়াইল্ড—অক্টোবর ১৬=১+৬=৭
লুই চতুর্দশ—সেপ্টেম্বর ১৬=১+৬=৭
রাণী এলিজাবেথ—সেপ্টেম্বর ৭।

## যাদের জন্মতারিখ ৮ সংখ্যা

এই সংখ্যাটি হলো শনির সংখ্যা। এদের অনেক লোকেই ভুল বোঝে। তার ফলে এদের জীবন হয় নিঃসঙ্গ ধরনের। এরা হয় ভাগ্যের হাতের ক্রীড়নক। এরা বন-জঙ্গল প্রভৃতি ভালবাসে, মনে অবসন্নতা আসে মাঝে মাঝে। এদের জীবনে বিরাট সাফল্য অর্জিত হয়—অন্যথা জীবন ধ্বংস।

এদের শুভ বার হলো শনিবার। এদের শুভ বর্ণ হলো বাদামী, কালো, ঘননীল, নীল, শুভরত্ন হলো মুক্তা, এমিথিষ্ট।

### সংখ্যা ৮-এর কয়েকজন বিখ্যাত লোক হলেন

জন ওয়েলেসলী—জুন ১৭=১+৭=৮
জোত্ত রকফেলায়—জুলাই ৮।
সিংহ হৃদয় রিচার্ড—সেপ্টেম্বর ৮।
স্যার জেনার—জুন ১৭=১+৭=৮।
স্যার কলিন্স—জানুয়ারী ৮।
ডেভিড্ লয়েড্ জর্জ—জানুয়ারী ১৭=১+৭=৮

জর্জ বার্ণাডশ—জুলাই ২৬=২+৬=৮
কুইন মেরী ( রক্তলোভী ) ফেব্রুয়ারী ১৭=১+৭=৮

### যাদের জন্মতারিখ ৯ সংখ্যা

সংখ্যা ৯ হলো মঙ্গলের প্রতীক। এরা জন্মগত ভাবে যোদ্ধা এবং এদের দুর্ঘটনা, অগ্নিভয় প্রভৃতি থাকে। যুদ্ধ-বিগ্রহ বা বীরত্বের মান দিয়েও এরা বিখ্যাত হতে পারে।

এদের শুভ দিন হলো মঙ্গল, বৃহস্পতি বার। এদের শুভ বর্ণ হলো গাঢ় গোলাপী। এদের শুভ রত্ন হলো চুনী, রক্ত প্রবাল, গারনেট।

### কয়েকজন ৯ সংখ্যার বিখ্যাত লোক হলেন

জর্জ স্টিফেনসন—জুন ৯।
রাশিয়ার নিকোলাস দ্বিতীয়—মে ১৮=১+৮=৯
বেলজিয়াম লিওপোলড দ্বিতীয়—এপ্রিল ৯।
রাজা সপ্তম এডওয়ার্ড—নভেম্বর ৯।
প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট—অক্টোবর ২৭=২+৭=৯
স্যার জেমস ব্যারী—মে ৯।

## সপ্তম অধ্যায়

# মিশ্র সংখ্যা দ্বারা ব্যক্তিগত ভাগ্যফল

একক সংখ্যা সম্পর্কে আগে বলা হয়েছে—এবার আমরা মিশ্র সংখ্যার বিষয়ে আলোচনা করছি।

সংখ্যা—১০ নির্দেশ করে অনন্ত—এটি নির্দেশ করে বিরাট ও স্থায়ী সফলতা। এটি সৌভাগ্য নির্দেশ করে।

১১—নির্দেশ করে গুপ্তশত্রুর অভাব। এই লোককে সহজে চালানো যায় না বা এ কারও কথা শোনে না। ত্যর মধ্যে বল সিংহের মতো।

১২—নির্দেশ করে কষ্ট ও দুশ্চিন্তা। শত্রুর চক্রান্তের শিকার হয়।

১৩—নির্দেশ করে প্ল্যান ও স্থান ঘন ঘন পরিবর্তন করা। এটি নানা ঝামেলা ও ধ্বংস নির্দেশ করে। এর প্রতীক হলো কংকাল।

১৪—প্রকৃতি থেকে বিপদ নির্দেশ করে। যেমন—ঝড়, ঝঞ্ঝা, আগুন, ভূমিকম্প, বন্যা প্রভৃতি।

১৫—নির্দেশ করে যাদুবিদ্যা ও রহস্যবিদ্যা। অন্যায় বা বিপদে অর্থ উপার্জনও নির্দেশ করে।

১৩—নির্দেশ করে দুর্ঘটনার ভয় এবং অদৃশ্য কারণে প্ল্যান পরিবর্তন করতে বাধ্য হওয়া। বিরাট উন্নত লোকের হঠাৎ পতন ধ্বংসও নির্দেশ করে। এর সংকেত হলো অট্টালিকাতে বজ্রপাত হয়েছে এবং তা থেকে একজন মুকুটধারী লোক পড়ে যাচ্ছে।

১৭—এটি নির্দেশ করে লোকটি—সব বাধা কাটিয়ে জীবনে উন্নত হবে। শুক্রের আটটি রশ্মি নির্দেশ করে।

১৮—বাস্তববাদ প্রকৃতির দার্শনিকতা, ধ্বংস করার সংকেত হলো এই সংখ্যা।

১৯—এটি নির্দেশ করে সূর্য সফলতা ও আনন্দ।

২০—নতুন প্ল্যান ও কর্মের আহবান নির্দেশ করে। একটি পরী একটি ড্রাম বাজাচ্ছে, এই চিহ্ন।

২১—সম্মান এবং জীবনে উন্নতি নির্দেশ করে। এটি বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের প্রতীক।

২২—একটি ভালো লোক সূর্যের রাজত্বে বাস করে। বিনা দোষে বা অন্যের দোষে একজন ভাল লোক কষ্ট পায় এই সংখ্যা অনুযায়ী।

২৩—উচ্চ লোকদের সাহায্য ও তার সাহায্য নির্দেশ করে।

২৪—বিপরীত লিঙ্গের সাহায্যে উন্নতি নির্দেশ করে।

২৫—নানা বিচার—ও ভুলের মাঝ দিয়ে শক্তি অর্জন নির্দেশ করে।

২৬—নির্দেশ করে—ভুল পার্টনারশীপ ও হিসাব প্রভৃতি।

২৭—সংকেত রাজদণ্ড। নির্দেশ করে শক্তি, প্রভুত্বে উন্নতি।

২৮—নির্দেশ করে—বিরাট লাভ, কিন্তু অন্যকে বিশ্বাস করে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া।

২৯—নির্দেশ করে বিচার, কষ্ট, বিপরীত লিঙ্গ থেকে নানা ঝামেলা।

৩০—অন্য লোকের মানসিক প্রভুত্ব।

৩১—নির্জনতা ভালবাসে—লোকজন ভাল লাগে না।

৩২—নিজের বিচারে চললে প্রচুর উন্নতি, কিন্তু অন্যের পরামর্শ শুনে চললে ধ্বংস হবার আশংকা।

৩৩—২৪ এর একই পথ।

৩৪—২৫ এর একই পথ।

৩৫—২৬ এর একই পথ।

৩৬—২৭ এর একই পথ।

৩৭—২৮ এর একই পথ।

৩৮—২৯ এর একই পথ।

এই ভাবে আবর্তিত হতে থাকবে।

গ্লাড্‌স্টোনের জন্মদিন

২৯শে ডিসেম্বর ১৮০৯

=২৯, ১২, ১৮০৯=১১, ৩, ১৮

২+৩+৯=১৪=৫

গ্লাড্‌স্টোনের জীবনে ৫ এর প্রভাব দেখা যাক—

তিনি প্রথম পার্লামেন্টে নির্বাচিত হন ১৮৩২=৫
তখন তাঁর বয়স ছিল ২৩ =৫
প্রথম বক্তৃতা দেন ৫০ মিনিট ধরে =৫
তিনি মোট ভোট পান ৮৮৭টি ——=৫
তাঁর মা মারা যান ২৩ তারিখে——=৫
এক্সচেকারের চ্যান্সেলার হন ২৩ তারিখে=৫
গ্লাসগো স্বাধীন হয়—১, ১১, ১৮৬৫=৫
ডাবলিন স্বাধীন হয় ১, ১১, ১৮৬৫ তারিখে=৫
ইংলন্ডের প্রধানমন্ত্রী হন ১৮৬৮ সনে=৫
তাঁর বয়স ছিল তখন ৫৯ বছর=৫
মিড্লোবিয়ানে ফিরে যান ২, ৭, ১৮৬৮=৫
তাঁর মৃত্যু হয় ১৯, ৫. ১৮৯৮ তারিখে— =৫
তাঁকে প্রোথিত করা হয় ২৮. ৫. ১৮৯৮=৫

## তারিখের সংখ্যার ব্যাখ্যা

এক—১

এটি নির্দেশ করে তাপ, বুদ্ধি, আলো বা দীপ্তিমান, বিদ্যা, লাভ, প্রাচুর্য, উন্নতি, আনন্দ, অগ্রগতি—জীবনে নানা ভাবে চরম সাফল্য।

দুই—২

এটি নির্দেশ করে প্রেম, রোমান্স, বিপরীত বস্তুর প্রতি আকর্ষণ, উদ্ধত মনোভাব। শিল্পে আকর্ষণ ও রুচি।

তিন—৩

তিন নির্দেশ করে বুদ্ধিমত্তা, সহজ বোধশক্তি, দৃঢ় মনোবল। গতি, শক্তি, আনন্দ, অর্থ প্রভৃতি।

চার—৪

চার নির্দেশ করে জ্ঞান, কাজকর্ম, ধৈর্য, ফললাভ, বিচারশক্তি, আনন্দ, অর্থ, প্রভৃতি।

পাঁচ—৫

পাঁচ নির্দেশ করে বিচার, সহানুভূতি, উদার মনোভাব, বিচ্ছিন্নতা, অ্যাডভেঞ্চার, অপ্রত্যাশিত সুফল লাভ।

ছয়—

ছয় নির্দেশ করে শান্তি, আনন্দ, তৃপ্তি, শৃঙ্খলা এবং আশা মতো ফললাভ। এটি নির্দেশ করে বোঝাবার ক্ষমতা, শুভ সহযোগ এবং সুনাম, ব্যবসাগত সুনাম প্রভৃতি।

সাত—৭

সাত নির্দেশ করে বিশ্রাম, বুদ্ধি, সহজে বড় কাজে সফল হওয়া, ভুল বোঝা প্রভৃতি। এটি নির্দেশ করে বিপদ, অন্ধকার এবং মৃত্যু পর্যন্ত নির্দেশ করে এটি।

আট—৮

আট নির্দেশ করে বিদ্রোহ, ফাটল, পার্থক্য, বিপথগামিতা, লোকসান, ক্ষয়ক্ষতি, কাজে বোকামি এবং অনর্থক ভুল কাজে সময় নষ্ট করা।

নয়—৯

নয় নির্দেশ করে পুনরাব জীবন প্রাপ্তি বা কষ্টের থেকে উদ্ধার। এটি নির্দেশ করে ভ্রমণ এবং কাজের বৃদ্ধি ও ব্যাপ্তি। এটি নির্দেশ করে অপ্রত্যাশিত সুখ, বিরাট উচ্চ কাজ, উন্নতি, সামনে ঝাঁপ দেওয়া, শুভ পরিবর্তন।

এবারে আমরা জন্মদিন থেকে প্রাপ্ত সংখ্যার ব্যাখ্যা করছি। যেমন ১৪, ৫, ১৯৭৪ =৪ সংখ্যা জন্ম দিন হলে তার কি হবে?

## জন্মদিন প্রাপ্ত সংখ্যার ব্যাখ্যা

জন্মদিন থেকে প্রাপ্ত সংখ্যার বিরাট একটি ক্ষমতা আছে মানবের জীবনে। যেমন অলিভার ক্রমওয়েল, জন্ম ৩রা সেপ্টেম্বর। ডানবারের যুদ্ধে জয়লাভ করেন ৩রা সেপ্টেম্বর, পার্লামেণ্টে প্রবেশ করেন ৩রা সেপ্টেম্বর এবং তিনি মারা যান ৩রা সেপ্টেম্বর। জন্মদিনের থেকে প্রাপ্ত সংখ্যা থেকে জীবন সম্পর্কে অনেক কিছু জানা যায়।

## জন্মদিন সংখ্যা—১

এটি নির্দেশ করে জীবনে আদর্শ কাজ করা, উচ্চ স্বপ্ন এবং উচ্চ স্তরের কাজ। স্বল্প স্থায়ী প্ল্যানের চেয়ে দীর্ঘস্থায়ী প্ল্যানে এদের জীবনে শুভ হয়। এরা জীবনে একটি বিরাট উচ্চ স্থান লাভ করে থাকে। তারা নেতৃত্ব করার জন্মগত ক্ষমতা নিয়ে জন্মায়। সকলে তাদের দিকে আলোক ও নেতৃত্বের জন্য তাকিয়ে থাকে। জীবনে যে কোনও আনন্দ ও সুখ সে ইচ্ছামত পেতে পারে। সব জায়গায় সফলতা ও উন্নতি দেখা যায়।

কিন্তু এরা অন্যের দুর্বলতা সহ্য করে না বলে কিছু উপদ্রব করার ভাবও এদের মধ্যে দেখা যেতে পারে। তবে অর্থ ভাগ্য ভাল হয়; ব্যবসায় ভাল প্রতিদান পায়, চাকরিতে উন্নতি দেখা যায় এদের। বন্ধু কম কিন্তু তারা হয় পরম বন্ধু। তাদের মানসিক ভাব কোমল হয়। এদের প্রচুর বিশ্রাম শ্রেষ্ঠ ওষুধ কিন্তু তা এরা খুব কমই পেতে সক্ষম হয়।

ব্যবস্থাপনা বা সরকারী কাজ কিম্বা পরিচালনার কাজ হয় এদের পক্ষে শুভ। অন্যের উপকার করার চেষ্টাও থাকে এদের।

## জন্মদিন সংখ্যা—২

এরা বিভিন্ন বন্ধু এবং বিভিন্ন প্যাটার্নের অধীনে বা প্রভাবে থাকে। অন্যের ধ্যান-ধারণা অনুযায়ী চললে এদের শুভ হয়। তাই প্রকৃত বন্ধু খুঁজে পাওয়া এদের জীবনে খুব কঠিন কাজ হয়ে দাঁড়ায়।

তারা মাঝে মাঝে বাহ্যিকভাবে মত পালটায় কিন্তু কাউকে অসন্তুষ্ট করে না বা

দুঃখ দিতে পারে না। এদের অন্তর্দৃষ্টি থাকে স্থির, পরিচ্ছন্ন এবং দৃঢ়। তারা নিজেদের জাহির না করে ঠিক পেছন থেকে কাজ করে চলে। এরা কঠোর কর্মী কিন্তু কখনো গর্ব প্রকাশ করে না।

এরা কাজ থেকে লাভ করে—সে কাজ একা করুক বা অন্যের সাহায্যেই করুক না কেন। তাদের বন্ধু অনেক থাকে এবং তাদের অনেক শুভ বন্ধু হয়। নারীর প্রয়োজনীয় বস্তুর ব্যবসা করলে এরা লাভ করে থাকে।

এদের স্বাস্থ্য দুর্বল হয়—তাই কাজ কর্মে সফল হতে হলে এদের স্বাস্থ্যের দিকে নজর রাখা কর্তব্য। এরা হয় সেণ্টিমেটাল এবং কাবিাক হতে পারে। শিল্প ও রস-বোধ বেশি থাকে। এরা শান্তিপ্রিয় হয় এবং অশান্তি ভালবাসে না আদৌ। এদের কঠোর সমালোচনা করলে এরা হঠাৎ মিইয়ে যায়।

## জন্মদিন সংখ্যা—৩

অর্থগত চিন্তা এদের জীবনে প্রাধান্য লাভ করে। এরা প্রচুর অর্থ উপার্জন করতে সক্ষম হয়। এদের স্বাস্থ্য ভাল যায়, তবে পেটের জন্যে উদ্বেগ হতে পারে।

জন্মগত ভাবে এদের আবিষ্কারের প্রতিভা থাকে। বৃদ্ধ এবং বয়স্ক লোকদের সঙ্গে মিশলে তার ফল শুভ হয়—অল্প বয়স্ক লোকেরা তত শুভ হয় না।

এরা উদার এবং আদর্শবাদী হয়। এরা সহজে পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারে এবং তা থেকে এদের খুব ভাল হয় এবং শুভ ফল পায়। এরা হয় খুব অতিথিপরায়ণ এবং এদের রস জ্ঞান খুব থাকে।

এদের প্রচুর দৈব ক্ষমতা থাকে এবং অতীত ও বর্তমানের মতো অতি সহজে ভবিষ্যৎকে দেখতে সক্ষম হয়। এদের বিচারশক্তি খুব বেশি হয়। এদের মতামত সহজে গ্রহণীয় হয়।

এদের জীবনে চূড়ান্ত আশীর্বাদ দেখা যায়। এরা আশা নিয়ে যুদ্ধ করে এবং তাতে সফল ও সার্থক হয়। এরা চায় সুবিচার ও সভ্যতা—জীবনের প্রতি পদে।

## জন্মদিন সংখ্যা—৪

যাদের জন্মদিন সংখ্যা হয় ৪, তারা হয় বাস্তববাদী, আত্মবিশ্বাসী এবং তার মাঝ দিয়ে সফলতা অর্জন করে। তারা অ্যাডভেঞ্চার খুব ভালবাসে। এদের মধ্যে প্রচুর মৌলিক চিন্তা থাকে। এরা স্বতন্ত্র চিন্তা ও কাজ ভালবাসে সব সময়।

তারা নির্দিষ্ট পথে কাজ সব সময় ভালবাসে না। তারা বাস্তব অনুযায়ী প্ল্যান পাল্টে এগিয়ে চলতে পারে।

অর্থগত ব্যাপারে এরা কুশলী ও সফল হয়। এরা চারিদিক দেখে কাজ করে, বিনা কারণে কোনও ঝুঁকি নেয় না এবং সুযোগ পেলে তা ত্যাগ করে না।

এদের স্বাস্থ্য দৃঢ় হয়—তবে স্নায়ুর রোগ হতে পারে। তার কারণ হলো বেশি শ্রম। তাদের মাঝে মাঝে বিশ্রাম নেওয়া কর্তব্য। এরা নিজস্ব স্বকীয়তা এবং পরিবারের দায়িত্ব ঠিক মতোই পালন করে থাকে।

## জন্মদিন সংখ্যা—৫

এদের নানা বিষয়ে বিশেষ আকর্ষণ থাকে এবং একাধিক বিষয়ে পাণ্ডিত্য অর্জন করে। কিন্তু নানা বিষয়ে পাণ্ডিত্য থাকলেও এদের উপার্জন বা অধিকার যদি একটি বিষয়ে বিশেষ না হয়, তা হলে এরা খুশি হয় না।

এরা হয় অ্যাডভেঞ্চার প্রিয়। এক কাজ বা একধরনের কাজ অথবা এক জায়গায় বাস করা বা এক ধরনের খাদ্য রোজ পছন্দ করে না কখনো।

এরা সরল—কথা বলে বেশি। এরা গোপন কথা গোপন রাখতে পারে না কখনো। এরা অনেকের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্তও হতে পারে। এরা নিজেদের সুবিধার দিকে না তাকিয়ে অন্যের উপকার করে। এরা পেশা হিসাবে ভ্রমণ ভালবাসে। কিন্তু খরচ কম করতে চেষ্টা করলেও বেশি করে ফেলে। তারা ধনী খুব কম হয়। জীবনে আনন্দই এদের পরম মূলধন।

এরা খুব কৌতূহলী। তাই নানাদিকে জ্ঞান অর্জন করতে সক্ষম হয়। টাকা নিয়ে অবিরাম চিন্তা করে এরা। বেশি চিন্তার জন্য ব্যাধি হয়। নিজের চেয়েও অন্যের জন্য টাকা এরা বেশি চায়।

এরা ভাল বক্তা, লেখক ও শিল্পীও হতে পারে। যতো কথা বলে ততো গম্ভীর অনেক সময় থাকে না।

## জন্মদিন সংখ্যা—৬

এদের জীবনে একটা ঐক্যতান থাকে না। এদের জীবনে ব্যালেন্সের অভাব হয়ে থাকে। এরা বন্ধুদের মাঝে খুব জনপ্রিয় হয়। কর্মী, পার্টনার প্রভৃতিদের মাঝেও জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারে।

সামাজিক যোগাযোগ তাদের সুখী করে একথা ঠিক। কিন্তু প্রচুর বাহ্যিক কাজ করে অনেক সময় এদের স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়তে পারে।

এরা লাজুক কিন্তু খুব প্রতিভাযুক্ত। তবে তাদের শিক্ষা করতে সময় লাগে। তাই অনেকে বোকা বলে মনে করতে পারে। তারা মাথার চেয়েও বেশি হৃদয় দ্বারা পরিচালিত হয়। এরা সেণ্টিমেণ্টাল হয়। বাজে টাকা উপায়ে মন দেয় না কখনো। জীবনে বা তর্কের ক্ষেত্রে তারা ভাবাবেগ দিয়ে চালিত হয়—যুক্তি তর্ক দ্বারা নয়।

## জন্মদিন সংখ্যা—৭

এই ধরনের লোকেরা বাস্তববাদী এবং জীবনকে একটা চ্যালেঞ্জ বলে মনে করে। তবে এরা প্ল্যান করতে বড়ো সময় ক্ষয় করে বস্তুত কাজ করতে তত সময় ক্ষয় করে না।

এদের আধ্যাত্মিক ও দৈব ক্ষমতা থাকে। তাদের স্বপ্ন বাস্তবে রূপায়িত হয়। আবার অনেক সময় তারা বাস্তবে যা ঘটবে তা আগে কল্পনা করে নেয়। তারা একটি বিরাট অন্তর থেকে প্রাপ্ত উদ্যমের বলে কাজ করে চলে।

যখন তাদের উদ্যম শেষ হয়—তখন তাদের জীবনও শেষ হয়ে যায়। তাদের ওই অন্তরের আলোই তাদের এক শ্রেষ্ঠ সম্পদ বলা যায়।

লাভ ধীরে ধীরে হয় এদের, মোটা কোনও রকম স্পেকুলেশন দ্বারা হয় না। যত খাটে তত উপার্জন হয়। হঠাৎ প্রাপ্তি কম হয়। যদি প্র্যাকটিক্যাল কাজ কম থাকে, জীবনে কষ্ট আসে। প্রচুর লোককে বিশ্বাস করে এবং তার জন্য প্রতারিত হয়। এরা মুক্ত মনা হয় এবং অন্যের জন্য প্রচুরভাবে ত্যাগ করে।

## জন্মদিন সংখ্যা—৮

এরা কেবল প্রচেষ্টা, উদ্যম ও শ্রম দিয়ে অনেক কিছু প্রাপ্ত হয়ে থাকে। এরা প্রাচীন সংস্কারকে আঁকড়ে থাকে—তার জন্য জীবনে শুভ হয়। এরা যদি বাস্তববাদী হয়ে কাজ করে যায়, তাহলে ধীরে ধীরে জীবনে অনেক উন্নতি হয়। যদি তা না করে ফাটকাবাজী বা জীবনে অনেক অর্থ পেতে চায় তবে তাতে ব্যর্থ হবার যোগ প্রবল হয়।

এরা কৌতূহলী, প্রচুর শিখতে চায়—কিন্তু তা নিয়ে এগিয়ে গিয়ে কিছু করতে চায় না। তারা কেবল শ্রম দিয়ে সব বাধা বিপত্তি জয় করে থাকে। হঠাৎ বিরাট কাজ তারা করতে পারে না। এরা হয় কচ্ছপের মত ধীর কিন্তু দৃঢ়।

নতুন পথে যাত্রা করতে ভালবাসে না। কষ্ট পেলেও একই পথে চলে এবং প্রাচীনপন্থী মত হয় তাদের। এরা বাস্তববাদী—ভালপদে গেলে এরা ব্যর্থ হয়। বিনা কারণে দায়িত্ব নিতে চায় না এরা। কি করলে ভাল হবে তাই নিয়ে মাথা ঘামায়।

## জন্মদিন সংখ্যা—৯

এরা হয় আদর্শবাদী মানুষ। এরা সাহসের সঙ্গে এগিয়ে যেতে চায় দ্রুতগতিতে। তাদের এগিয়ে যাবার পথ হয় নিত্য নতুন। অভিনব ধরনের। দ্রুত ফল পাওয়া যাবে, এমন প্ল্যান নিতে তারা অভ্যস্ত হয়।

নিত্য নতুন পথে এগোলে তাদের আর্থিক সাফল্য হয়। এরা নিত্য অভিনব পথে সফল হয়। অন্যেরা তাদের অনুকরণ করে মাত্র। তারা প্ল্যান পরিবর্তন না করলে শুভ হয় না—কারণ অন্যে তাদের নকল করে বেশি উপার্জন করে। উপার্জনধর্মী ততটা নয় এরা।

এরা এক এক সময় প্রচণ্ড শ্রম করতে পারে তবে লেগে থাকতে পারে না বা চায় না। এরা সবসময় অন্যদের সাহায্য করতে চায় এবং তাতে আনন্দ পায় খুব বেশি।

এরা প্রচণ্ড বুদ্ধিমান—তর্ক করে, তবে অন্যকে আঘাত দিতে চায় না কখনো।

এরা আজীবন শ্রম ও যুদ্ধ করতে চায়, উচ্চ আদর্শ এদের থাকে না একটুও।

অষ্টম অধ্যায়

## নামের প্রথম অক্ষর বা আদ্যাক্ষর

'নামে কি যায় আসে ?' বলেছেন শেকসপীয়র।

'নামের মধ্যেই সব কিছু নিহিত' বলেছেন নিউমারোলজিস্ট বা সংখ্যাতত্ত্ব-বিশারদরা।

প্রতি নামের থেকে কিভাবে সংখ্যা নির্ধারণ করা যায়। তার শুভ ও অশুভ সংখ্যা কি কি হতে পারে এ বিষয়ে আগে বর্ণনা করা হয়েছে। প্রতি নামের প্রথম অক্ষর থেকে তার বিষয়ে শুভ-অশুভ নির্দেশ বা প্রকৃতি নির্দেশ করা যায়।

(A) এটি একটি উচ্চ আদর্শবাদীর চিহ্ন। তাদের প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তি থাকে মনে। এদের কাজ হয় গঠনমূলক ও দৃঢ়। এরা খুব বেশি সোজা এবং সরল। দৃঢ়তা এদের বৈশিষ্ট্য। এরা খুব প্র্যাকটিক্যাল। বহু লোকের মন জয় করে নিজ চরিত্রের বৈশিষ্ট্য—বক্তৃতাদি দ্বারা নয়।

(B) এরা নিজেদের চিন্তা ও ভাবনা নিজেদের মনের মাঝে যথেষ্ট গোপন রাখতে সক্ষম হয়। এদের জীবন যেন একটি আবদ্ধ বড়ে। একই পথে চলে সফলতা অর্জন করে চলে—অন্য পথে জ্ঞান থাকতে কিন্তু অগ্রসর হবে না। এরা খুব 'মুডি' হয়। জীবনে প্রকৃত বিশ্বাসযোগ্য বন্ধু খুব কম হয় এদের। এরা আগন্তুকদের দেখে লজ্জিত হয় এবং তাদের বিচারে খুব সতর্ক থাকে। নতুন পরিবেশ ভাল লাগে না—নিজ চির অভ্যস্ত পরিবেশ ভালবাসে।

(C) এরা খুব বেশি কর্মক্ষম ও খুব বেশি উদ্যমশীল হয়ে থাকে। যখন প্রচুর কাজ থাকে এরা খুশি থাকে—কাজ ছাড়া এরা জল থেকে তুলে আনা মাছের মতো। কখনো বা এরা খুব চঞ্চল বলে মনে হয়—তবে তা কর্মচাঞ্চল্য। মন সহজে চঞ্চল হয় না বরং তার বিপরীত।

(D) এরা হলো আত্মসম্পূর্ণতার প্রতীক। এরা কথা কম বলে, কারও কথায় হঠাৎ কান দেয় না, প্রচুর চিন্তা করে কাজ করে। মাত্র সামান্য কয়েকজন বন্ধু তাদের গোপন কথা জানে। এদের সহ্যশক্তি প্রচণ্ড হয়ে থাকে।

এদের মধ্যে একটা জন্মগত উচ্চতার ভাব থাকে। এরা আত্মসম্মানের জন্য ব্যাকুল হয় এবং তার জন্য প্রচুর শ্রম করতে পারে। এরা ধীর ও স্থিরভাবে কাজ করে সবসময়।

(E) বাস্তব, মানসিক ও আধ্যাত্মিক চিন্তাধারা নিয়ে কাজ নির্দেশ করে এই আদ্যাক্ষরের জাতকরা। তারা খুব ব্যালেন্সযুক্ত হয়ে কাজ করে চলে। অতীতের চেয়ে ভবিষ্যৎ নিয়ে বেশি চিন্তা করে এরা। এরা নানা ধরনের ও নানা চিন্তার লোকের সঙ্গে মেলামেশা করতে ভালবাসে ও তাদের মাঝ দিয়ে সুনামও অর্জন করে।

(F) ফ্রয়েড—এই আদ্যাক্ষর নির্দেশ করে স্নেহ ও প্রীতি এবং ভালবাসার চিহ্ন।

এরা নিম্নস্তরের কারও অভব্যতা সহ্য করে না কখনো। এদের মানসিকতা দৃঢ় ও গম্ভীর হয়। এদের হৃদয়ে আকর্ষণ খুব বেশি থাকে। এরা সুখ ভাল করে পেতে চায়।

যদি কখনো কঠোর অবস্থা অথবা বিপর্যয়ের অবস্থা আসে, তখনো এদের মনের মধ্যে একটা শান্তভাব দেখা যায়।

(G) এই আদ্যাক্ষরের নামের লোকদের সবচেয়ে বৈশিষ্ট্য হলো তাদের মানসিক সংকল্পের দৃঢ়তা। তাদের কোন কাজে এদিক-ওদিক হয় না। যা করবে বলে স্থির করে তা—যেন তেন প্রকারেণ করার চেষ্টা করে তারা। আগে থেকে না ভেবে সময় মতো ভাবধারণা তাদের মাথায় গজিয়ে ওঠে। যাতে তাদের সাফল্য আসে।

এইসব ভাব বা চিন্তা নিয়ে দেরী না করে দ্রুত কাজ করলে তাদের সাফল্য এসে থাকে। তারা আত্মসমালোচনা খুব ভালভাবে করতে সক্ষম হয়।

(H) এরা আত্মকেন্দ্রিক চিন্তাধারা নিয়ে এগোয়। নিজ সম্পর্কে বা নিজ সমাজ বা জাতি সম্পর্কে এদের আত্মকেন্দ্রিক ও গর্ব মিশ্রিত ভাব সব সময় থাকে। যে সব সমস্যা জীবনে আসে সে সম্পর্কে একটা সমকোণ, উদার দৃষ্টিভঙ্গি বা ধারণা তাদের মধ্যে থাকে।

তার নিজ মনে ধারণা থাকে এবং সে জনসাধারণকে দেখাতে চেষ্টা করে যে সে কঠোর দৃঢ়মনা। কিন্তু তার বাহিরেও থাকে তার অন্তরের অন্য একটা বস্তু—যা হলো মায়া-মমতা, স্নেহ-প্রীতি, ভালবাসা প্রভৃতি। কিন্তু তার কথা বলার মধ্যে এমন একটা ভাব থাকবে, যা থেকে মনে হবে যে, সে হৃদয়হীন বা অতি কঠোর ধরনের মানুষ—অনেকটা কাঠখোট্টা ধরনের।

(I) ইন্দিরা গান্ধী—এই আদ্যাক্ষরযুক্ত লোকদের মন হয় অত্যন্ত সজীব এবং সব সময়ে খুব সচেতন। আত্মবিশ্বাস খুব বেশি। এরা আইন ভাল জানে এবং প্রয়োজনে নতুন আইনের পথ সৃষ্টি করতে পারে। এরা সব কাজ দ্রুত করতে চায় দেরী পছন্দ করে না। এদের বিরুদ্ধে অনেক লোক যেতে পারে। কিন্তু এরা ওদের জয় করে এগিয়ে যায়। এরা বলিষ্ঠ ও প্রত্যেক পথে এগিয়ে গিয়ে সফল হয়।

(J) জিন্না—এরা সব সময় নড়ে চড়ে এগিয়ে যাওয়া ভালবাসে। এরা নব নব সহকর্মী বা সহায়ক পেয়ে থাকে। এরা উন্নতি করে এবং তার জন্য খুব বেশি গর্ব অনুভব করে। সব প্রশ্ন দুদিক চিন্তা করে বিচার করে।

নিজ দল ও বিপরীত দল দু'পক্ষ নিয়ে বিবেচনা করে কাজ করে এরা। নতুন ধ্যান-ধারণা মাথায় এলে তা যুক্তিতর্ক দিয়ে হিসাব বিচার করে কাজ করে এরা, এদের একটা সৃষ্টিধর্মী প্রতিভা থাকে এবং মন যুক্তিপূর্ণ হয়। নানা দিকে এদের প্রতিভা দেখা দিতে পারে।

(K) এরা খুব মুক্তচেতা মানুষ হয়। এরা কাজ করে কিছুটা উন্মাদনায়, কিছুটা নক্ষত্রদের সহায়তায়। এরা কল্পনাপ্রবণ ও সহানুভূতিশীল হয় এবং এদের চিন্তায় মৌলিকতা থাকে। এদের ভাগ্য কখনো কখনো হঠাৎ এদের প্রতি বিরূপ হতে পারে। এরা কর্তব্যপরায়ণ ও পরিশ্রমী হয়।

(L) এরা সাধারণ বাস্তব বুদ্ধি দিয়ে জীবন দর্শনকে চিন্তা করে। জীবনে ঝড় বা মেঘ এলেও এরা বুদ্ধি হারায় না। এদের যুক্তিতর্ক নিখুঁত হয়। এরা বুদ্ধিমান হয়, অন্যকে বোঝাতে পারে, ভাবাবেগ থাকে তবে তা বাস্তবতাপূর্ণ হয়ে থাকে।

(M) এই আদ্যাক্ষর নির্দেশ করে—'মুক্তি' ভাব, কিন্তু যে কোনও বিষয়ে বাস্তব ভাব ও প্রকৃত হিসাব করে চলে। দেশ, জাতি, পরিবার, সমাজ সবকিছুর প্রকৃত হিসাব ও ফল এরা মনে মনে হিসাব করে দ্রুত এবং সেইভাবে চলতে চায়। হঠাৎ কোনও কথা বিশ্বাস করতে রাজী নয়। এদের স্মৃতিশক্তি খুব প্রখর—কোন বর্ণনা সহজে ভোলে না। কতকগুলি স্থির ধারণা থাকে এদের।

(N) এই আদ্যাক্ষর যুক্ত লোকেরা কাজ করে আকস্মিক ভাবাবেগে ও সাময়িক উত্তেজনা নিয়ে। এদের ভাবাবেগ প্রচুর হয়। তাদের গঠনমূলক চিন্তাও থাকে প্রচুর। এদের চিন্তাশক্তি গভীর হয়। ত্যাগ ও কর্মের সঙ্গে ভোগ স্পৃহা যুক্ত থাকে। নিজের সম্পর্কে গর্বভাব বেশি থাকে।

নাটকীয় ভাবধারা এদের ত্যাগ করে চলা উচিৎ। ভাগ্য চক্রাকারে আসে—উত্থান-পতন এই ভাবেই আসে এদের জীবনে। কখনো সব দিকে ব্যর্থতা আসে—কখনো নানা ভাবে সফলতা।

(O) এরা নিজেকে পূর্ণ মনে করে এবং ভাবধারাকে এরা খুব গোপন রাখতে ভালবাসে। এরা বিস্ময় ভাবকে নিজস্ব ভাবে পেতে ও তাতে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে চায়। বিরুদ্ধদের সেই বিষয়ে দমিত করতে চায়। সৌন্দর্যপ্রিয়তা বেশি থাকে। মাঝে মাঝে মনে অবসাদ আসে। এরা নিজের কষ্টকে বেশি করে দেখে। কিন্তু সব মিলিয়ে এরা বহু লোককে আকৃষ্ট করে থাকে।

-(P) এরা নিজেদের মনের ভাবকে বেশি প্রকাশ করতে বা তুলে ধরতে ভালবাসে না - কর্মে চাপা হয়। জন-সম্পর্ক এড়িয়ে চলে—তবু জনমন জয় করে। এরা নিজেদের রুচি এবং ভাবাবেগকে ঠিক রেখে চলে এবং এদিকে ভীষণ দৃঢ় হয়। অন্যে সহজে এদের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে না, তা পারে উপযুক্ত যুক্তিতর্ক দ্বারা এদের বুঝিয়ে।

(Q) যে কোন ভাবে এরা আদর্শে পেঁছাতে চায় এবং তার জন্যে এরা স্থির-প্রতিজ্ঞ হয়। ছলে, বলে, কৌশলে জয় এদের কাম্য। লক্ষ্য স্থির থাকে, মাথা ঠিক থাকে, অভ্যাস সবসময় এক ধরনের হয়। প্রচণ্ডভাবে আশাবাদী। বিপদে ধৈর্য হারায় না। অন্যে যা করে, তার উপরে নিজের ভাবধারা যোগ করে সুনাম ও জনপ্রীতি অর্জন করে এরা।

(R) এরা উদ্বিগ্ন হয় বা চিন্তা করে, নিজের প্রভাব অন্যদের উপর প্রচুরভাবে বিস্তার করে। এরা যুক্তিযুক্তভাবে এবং সুন্দরভাবে উপদেশ দিতে পারে। কিন্তু নিজে তা অনুসরণ করে কম ও খুব ধীরে। এরা অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিক্ষা লাভ করে। এরা অন্যের মুখ থেকে শুনে শিখতে চায় না। এরা আত্মকেন্দ্রিক। নিজের বন্ধু-বান্ধব এবং আত্মীয়দের মঙ্গল প্রচুর কামনা করে। স্বদেশ ও জাতির প্রীতি এদের

আকর্ষণ থাকে। বিদেশ বা অন্য জাতি থেকে শিক্ষা নেয়। তবে তাদের প্রাণ দিয়ে ভালবাসে না যতটা ভালবাসে নিজ দেশ ও জাতিকে। এরা ঝামেলা বা কষ্ট থেকে নিজেদের মুক্ত করতে প্রচণ্ড চেষ্টা করে।

(S) এই আদ্যাক্ষর নির্দেশ করে যে, এরা জীবনে অনেক দৃঢ় প্রতিজ্ঞ বন্ধু লাভ করে থাকে।—এরা অন্যের জীবন এবং ভাব ধারার বিষয়ে পূর্ণজ্ঞান অর্জন করে খুব সহজে।

এরা কতকগুলি আদর্শ স্থানীয় হতে পারে এবং তাদের পুজো পেতে পারে। তারা যদি কখনো তাকে ত্যাগ করে তবে এরা মনে খুব দুঃখ পায়। এরা চায় ঠিক ব্যালেন্সযুক্ত জীবন। জীবনে অনেক ভাবতে পারে ও খ্যাতিও পেতে পারে এরা। নিজের চেয়েও জনস্বার্থের দিকে কম দৃষ্টি দেয় না এরা। কিন্তু একেবারে ভেঙ্গে পড়লে ভীষণ দুঃখের আবর্তে পড়ে যায়।

(T) এই আদ্যাক্ষর ত্যাগ নির্দেশ করে। এরা নিঃস্বার্থতা ভালবাসে—তবে প্রয়োজনে দুনিয়ার পথে চলতে স্বার্থ চিনতে শেখে। এরা নিজের কৃতিত্বের ভাগ অন্যকে দিতে কুণ্ঠিত হয় না। এদের মধ্যে উচ্চ আদর্শ ও আধ্যাত্মিক ভাব প্রচুর থাকে। এরা কেবল নিজের জীবনে উচ্চ আদর্শই চায় না। সঙ্গে সঙ্গে আরও অনেককে উচ্চভাবে বিভাবিত করতে সাহায্য করে। বন্ধুপ্রীতি ও স্নেহভাজনদের প্রতি প্রীতি প্রচুর থাকে। উদ্ভাবনী পথে এগোলে এরা চরম কৃতী হতে পারে।

(U) এরা সবসময় নতুন ধরনের কিছু করতে চায়। এরা এক থেকে অন্য বিচারেও আকৃষ্ট হতে পারে সহজে। এদের কল্পনাশক্তি প্রচুর এবং তা এদের সাহায্য করে। এরা সত্যসন্ধানী সত্যনিষ্ঠ হয়ে থাকে। এদের মন খোলা থাকে। ছোটখাট গণ্ডীর মধ্যে এরা আবদ্ধ থাকতে কদাচ চায় না। বিনা কারণে এরা কষ্ট পাচ্ছে বলে ভাবতে পারে অনেক সময়। বয়স অনুযায়ী সুস্থ দেহের অধিকারী হয়।

(V) 'এই আদ্যাক্ষর নির্দেশ করে একটি উচ্চ ও গ্রহণীয় প্রকৃতি। এরা জীবনের যে কোনও সময় যা কিছু শিখতে শুনতে পারে এবং তা গ্রহণ করতেও পারে। এরা জীবনে উচ্চ আদর্শ নিয়েই চলে প্রকৃতই। জীবনের নানা অভিজ্ঞতা থেকে এরা প্রচুর শিক্ষা লাভ করে থাকে। তারা তাদের জ্ঞানকে বাস্তবে প্রয়োগ করে থাকে এবং তার ফলে এরা খ্যাতিও পায় প্রচুর। মন উদারধর্মী হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে সৎকারও চায় এরা। এরা জীবনে উচ্চ স্থান অধিকার করতে পারে।

(w) এদের উচ্চাকাঙ্ক্ষার কোনও সীমা-পরিসীমা থাকে না। যখন এরা কোনও প্রচেষ্টা চালায় তা চালায় সর্বান্তঃকরণে। এরা বিরাট রিস্ক জীবনে নিতে পারে। এদের মধ্যে বিরাট কৌতূহল থাকে সর্বদা—সারা জীবন ধরে। জীবনের স্বাদ সর্বদা নানাভাবে গ্রহণ করতে চায় এরা। এদের হৃদয় হয় উত্তপ্ত এবং উদার। এরা জীবনের সব বাধাবিঘ্ন সহজে জয় করে।

(Y) এরা মনের কথা একান্ত চাপা রাখে। এদের প্রকৃত বন্ধু খুব কম হয়। জনতাকে সহ্য করতে পারে না। সে চায় কাজ-কর্ম ইত্যাদি সব বিষয়ে স্বাধীনতা।

সে সম্পূর্ণভাবে একাকীত্ব পছন্দ করে এবং সেটা তার খুব ভাল লাগে। মনে ধর্মভাব প্রবল থাকে। এবং এরা তাতে উন্নত হতে পারে বা পরম যোগীর মত হতে পারে।

(Z) এদের চরিত্র খুব দৃঢ় ও ধীর হয়। এদের অভ্যাস নিয়মিত ধরনের হয়ে থাকে এবং তা মেনে চলে। এরা নিজ কর্তব্য সমানভাবে পালন করতে সচেষ্ট হয়। কর্তব্য বা উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য চেষ্টায় কদাচ ঢিলা দেয় না। নিজের কাজকে পরিচালনা করার থেকেও অন্যের কাজ-কর্মের সুষ্ঠু চালনার জন্য মাথা খাটায় বেশি।

## শুভদিন :

একটি প্রাচীন প্রবাদ আছে ইংরাজীতে যার—বাংলায় অর্থ হলো—

সোমবারেতে ধন-সম্পদ
মঙ্গলবারে স্বাস্থ্য
বুধবারের দিনটি হয় সবার মাঝে শ্রেষ্ঠ
বৃহস্পতি কাটাকাটি ; শুক্রবারে ক্ষতি
শনিবারে ধর্ম কর্ম,
রবিবারে কোন কাজেই থাকে না মতি।

কিন্তু এইভাবে ঠিক স্থির সংখ্যাতত্ত্বীবদরা করেন না। তাঁরা লোকের নামের সংখ্যা থেকে কোন্ দিন শুভ হবে তা স্থির করেন। দিন দুভাবে ঠিক করা যায়—

(১) দিনের নিজস্ব সংখ্যা। (২) দিন মাস ও বর্ষ ধরে সংখ্যা।

দিনের সংখ্যা কেমন দেখা যাক—

২৪ তারিখ—২+৪=৬
২৫ তারিখ ২+৫=৭
২৬ তারিখ—২+৬=৮
২৮ তারিখ—২+৮=১০=১+০=১

জানুয়ারী—১ ফেব্রুয়ারী—২, মার্চ—৩, এপ্রিল—৪, মে—৫, জুন—৬, জুলাই—৭, আগষ্ট—৮, সেপ্টেম্বর—৯, অক্টোবর—১০=১, নভেম্বর—১১=২, ডিসেম্বর—১২=৩।

দিন মাস বর্ষ মিলিয়ে—

১৫ই আগষ্ট ১৯৫২=১৫.৮ ১৯৫২=৬.৮. ৮=২২=৪, এই দিন ৪, ১ এবং ৮ সংখ্যার লোকের পক্ষে খুব শুভ এবং ৩ এবং ২ সংখ্যার লোকের অশুভ ভাবে কাটবে।

এইভাবে বার্ষিক হিসাব ছাড়াও দিন মাস প্রভৃতি পৃথক পৃথক হিসাব করা যায়।

## নবম অধ্যায়

# সংখ্যা এবং রোগ ব্যাধি

### সংখ্যা ১ হার্টের রোগ

যাদের নাম সংখ্যা বা জন্মদিন সংখ্যা ১ হয় তাদের হৃদপিণ্ডের গোলমাল, প্রেসার প্রভৃতির প্রবণতা দেখা যায় সবসময়। বৃদ্ধ বয়সে তাদের এইসব রোগ বেশি হয়। যে কোনও মাসের যে সব তারিখে তাদের জন্ম হলে এই সংখ্যা হবে, তা হলে ১লা, ১০ই, ১৯শে এবং ২৮শে। তাদের শুভ খাদ্য হলো. কমলা লেবু, খেজুর, আদা, যবের রুটি, বার্লি, লবঙ্গ প্রভৃতি।

### সংখ্যা ২ পেটের রোগ

এই সংখ্যার লোকদের পেটের রোগ হবার সম্ভাবনা খুব বেশি দেখা যায়, যে কোন মাসের ২রা, ১১ বা ২৯ তারিখে জন্ম হলে তাদের ঐ সংখ্যা হয়। তাছাড়া নাম সংখ্যা থেকেও বিচার করা হয়। তাদের পক্ষে সুখাদ্য হলো বাঁধা কপি, লেটুস, লাউ, শালগম, শশা, পাকা বা কাঁচা কলা, পেঁপে প্রভৃতি।

### সংখ্যা ৩ স্নায়ুর রোগ

যাদের জন্মতারিখ সংখ্যা বা নাম সংখ্যা ৩ তাদের এই রোগ হবার সম্ভাবনা বেশি দেখা যায়। যে কোন মাসের ৩, ১২, ২১ এবং ৩০ তারিখে জন্ম হলে এই সংখ্যা প্রবল হয়। তাদের পক্ষে সুখাদ্য হলো নোনা ফল, বীট, গাজর, আপেল, আতা, আঙ্গুর, লবঙ্গ, ডুমুর, গম ইত্যাদি।

### সংখ্যা ৪ এনিমিয়া ও রক্তের রোগ

যাদের নাম সংখ্যা বা জন্মতারিখ সংখ্যা ৪ তাদের রক্ত কণিকার রোগ. এনিমিয়া, মানসিক অবসাদ প্রভৃতি নানা রোগ হবার প্রবণতা দেখা দেয়। যে কোন মাসের ৪, ১৩, ২২, ৩১ তারিখে জন্ম হলে এই সংখ্যা প্রবল হয়। তাদের পক্ষে সুখাদ্য হলো জলপাই, আমড়া, পালং, কপি, শাক-সব্জী প্রভৃতি। মাছ, মাংস বা মশলাযুক্ত খাদ্য খাওয়া তাদের পক্ষে উচিৎ নয়।

### সংখ্যা ৫ ব্রেণ ও ফুসফুসের রোগ

যাদের নাম সংখ্যা বা জন্মতারিখ সংখ্যা—৫ তাদের পক্ষে ব্রেণের রোগ, স্নায়ুমণ্ডলীর রোগ, ফুসফুসের রোগ প্রভৃতি হবার আশঙ্কা বেশি দেখা যায়। অকাল-বার্ধক্য আসাও সম্ভব।

যে কোনও মাসের ৫, ১৪, ২৩ তারিখে জন্মালে এই রোগ প্রবল হয়। এদের

পক্ষে শুভ খাদ্য হলো গাজর, বিট, বার্লি, মিষ্টি, কুমড়ো, বাদাম, দুধ বা ছানা, টম্যাটো প্রভৃতি।

### সংখ্যা ৬ নাক-কানের রোগ

নাক, কান, গলা, মুখ, বুকের রোগ হবার সম্ভাবনা বেশি দেখা যায়। যে কোনও মাসের ৬, ১৫ বা ২৪ তারিখে জন্ম হলে এই আশঙ্কা প্রবল হয়। এদের পক্ষে শুভ খাদ্য হলো বীন (বরবটি), মটরশুঁটি, মাংসের মজ্জা বা মেটে, আপেল, বিভিন্ন ফল, লাউ, কুমড়ো, শশা, ডুমুর, লাল শাক প্রভৃতি।

### সংখ্যা ৭ চর্মরোগ

যাদের জন্মতারিখ বা নাম সংখ্যা হয় ৭, তাদের পক্ষে চর্মরোগ বা দেহের ভেতরের মিউকাস-মেমব্রেণের রোগ হবার সম্ভাবনা বেশি থাকে। যাদের জন্ম তারিখ ৭, ১৬ ২৫ হয় তাদের মধ্যে এই সম্ভাবনা প্রবল থাকে। এদের পক্ষে শুভ খাদ্য হলো—আঙ্গুর, আপেল, বাঁধাকপি, লেটুস, টম্যাটো এবং নোনা ফল।

### সংখ্যা ৮ লিভারের রোগ

যাদের জন্মতারিখ সংখ্যা বা জন্মদিন সংখ্যা ৮ হয় তাদের লিভারের রোগ ও নানা আন্ত্রিক রোগ হবার সম্ভাবনা বেশি দেখা যায়। এদের বাত এবং রক্তদুষ্টির সম্ভাবনাও বেশি দেখা যায়। এদের পক্ষে শুভ খাদ্য হলো—মানকচু, কলা, আখ, বেল, গাজর, শশা, পটল প্রভৃতি।

### সংখ্যা ৯ হাম, বসন্ত

যাদের নাম সংখ্যা বা জন্মতারিখ সংখ্যা ৯, তাদের পক্ষে হাম, জ্বর, বসন্ত প্রভৃতি বা অন্য সব ভাইরাস্ রোগ হবার সম্ভাবনা বেশি দেখা যায়। যাদের জন্মতারিখ ৯, ১৮, ২৭ তাদের পক্ষে এই সম্ভাবনা বেশি দেখা যায়। তাদের পক্ষে সুখাদ্য হলো পেঁয়াজ ( শশা আদা, গোল মরিচ, ফলের রস, পাকা ফল এবং দুধ প্রভৃতি।

### মাস সম্পর্কে সাবধান

এক এক সংখ্যার লোকের কয়েকটি মাস সম্পর্কে বিশেষ সাবধান থাকা কর্তব্য। নাম সংখ্যা ও জন্মতারিখ সংখ্যা দুটির বিচার করতে হবে।

এইসব মাসে এদের রোগ ব্যাধি হতে পারে বা নানা রকম অশুভ ঘটনা, দুর্ঘটনা প্রভৃতি হবার যোগ দেখা যায়। যেমন

১ সংখ্যার পক্ষে সাবধান—অক্টোবর, ডিসেম্বর, জানুয়ারী মাস।
২ " " " —জানুয়ারী ফেব্রুয়ারী, জুলাই মাস।
৩ " " " —সেপ্টেম্বর, ডিসেম্বর, ফেব্রুয়ারী, জুন মাস।
৪ " " " —জানুয়ারী, জুন, জুলাই মাস।

৫ সংখ্যার পক্ষে সাবধান—জুন, সেপ্টেম্বর, নভেম্বর, ডিসেম্বর মাস।
৬ " " " —মে, অক্টোবর, নভেম্বর মাস।
৭ " " " —জানুয়ারী, জুলাই, আগস্ট মাস।
৮ " " " —জানুয়ারী, ফেব্রুয়ারী, জুলাই মাস।
৯ " " " —এপ্রিল, মে, ডিসেম্বর মাস।

## সংখ্যার নানা বাস্তব প্রয়োগ

ভারতীয় জ্যোতিষশাস্ত্র মতে সংখ্যাকে আরও নানা বাস্তবে প্রয়োগ করে তা থেকে নানা বিচিত্র বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব হয়।

প্রাচীন মত অনুযায়ী বাংলা কোন্ সালে ফসল কেমন হবে তা বার করা হয় সংখ্যা দিয়ে। সালের সংখ্যাকে ২ দিয়ে গুণ করা হয়—তারপর তা থেকে ৮ বাদ দিয়ে তাকে ৭ দিয়ে ভাগ করা হয়। যা অবশিষ্ট থাকে তা থেকে নির্দেশ করা হবে এই বছরের ফসল অবস্থা কেমন যাবে। যেমন ধরা যাক, ১৩৭০ সাল। তাকে ২ দিয়ে গুণ করলে পাই ২৭৪০ সংখ্যাটি। তা থেকে ৮ বাদ দিয়ে পাওয়া যায় ২৭৩২ সংখ্যাটি। তাকে ৭ দিয়ে ভাগ করলে ভাগফল হয় ৩৯০ এবং ভাগশেষ থাকে ২।

ভাগশেষ—১ অভাব ও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি।
ভাগশেষ—২ প্রাচুর্য ও দ্রব্যমূল্য হ্রাস।
ভাগশেষ—৩ মধ্যম ফসল ও দ্রব্যমূল্য মধ্যম।
ভাগশেষ—৪ অভাব ও দারিদ্র্য।
ভাগশেষ—৫ প্রাচুর্য ও দ্রব্যমূল্য কম থাকবে।
ভাগশেষ—৮ প্রাচুর্য কিন্তু দ্রব্যমূল্য মধ্যম।
ভাগশেষ—৭ অভাব ও দুর্ভিক্ষ।

আমরা বাস্তবেও দেখি প্রতি চতুর্থ বছরে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি এবং অভাব হয় এবং প্রতি সপ্তম বর্ষে দুর্ভিক্ষ হয়ে থাকে।

## হারানো দ্রব্য প্রাপ্তি

প্রাচীন ভারতীয় মতে হারানো দ্রব্য প্রাপ্তির বিচার বা তা কোথায় আছে জানার বিষয়ে চন্দ্র থেকে একটি হিসাব বের করা হতো সংখ্যাতত্ত্ব হিসাবে এবং তা থেকে দ্রব্যটি কোথায় আছে তা জানা যেত। এই পদ্ধতি প্রাচীন পুরোহিত তান্ত্রিক এবং প্রাচীনপন্থী ভারতীয় ব্রাহ্মণদের মধ্যে অনেক দেখা যেতো, তাঁরা তা থেকে সুফল পেতেন।

প্রথমে জানতে হবে বস্তুটি হারাবার দিন চন্দ্র কোন্ নক্ষত্রে ছিল। তারপর চন্দ্রের তিন সংখ্যা যোগ করা হতো। প্রতিপদ ১, দ্বিতীয়া ২, তৃতীয়া ৩, এইভাবে সংখ্যা স্থির হয়। অমাবস্যা বা পূর্ণিমাকে ধরা হয় ১৫ সংখ্যা। এই সংখ্যা এবং তার

চন্দ্রের রাশির সংখ্যা নক্ষত্র সংখ্যার সঙ্গে যোগ করে তা থেকে ৩ বাদ দেওয়া হয়; তারপর তাকে ৮ দিয়ে গুণ করা হয়। ভাগশেষ থেকে দ্রব্য বিচার করা হয়।

ধরা যাক, ঐ দ্রব্য চুরির দিন চন্দ্র ছিল উত্তর ফাল্গুনী নক্ষত্রে তার সংখ্যা হলো ১২। ঐ দিন ছিল অষ্টমী। চন্দ্র ছিল কন্যারাশিতে যার সংখ্যা ৬। তাহলে সব মিলে হলো ১২+৮+৬=২৬। তা থেকে তিন বিয়োগ করলে সংখ্যা দাঁড়াল ২৩। তাকে ৮ দিয়ে গুণ করলে গুণফল হলো ১৮৪। তাকে ৭ দিয়ে ভাগ করলে ভাগফল হবে-২৬ এবং অবশিষ্ট থাকল ২। এর অর্থ হলো হারানো দ্রব্যটি একটি পাত্রে আছে। ভাগশেষ থেকে ফল হবে—

ভাগশেষ—১ দ্রব্যটি মাটির তলে আছে।
ভাগশেষ—২ দ্রব্যটি একটি পাত্রে বা কক্ষে আছে।
ভাগশেষ—৩ দ্রব্যটি জলে আছে।
ভাগশেষ—৪ দ্রব্যটি খোলা জায়গাতে আছে।
ভাগশেষ—৫ দ্রব্যটি ধানের তুষে বা খড়ে বা কোনও স্তূপে আছে।
ভাগশেষ—৬ দ্রব্যটি চাষের খেত বা ধারে আছে।
ভাগশেষ—০ দ্রব্যটি ছাই গাদায় আছে। এছাড়া দাহ্য বস্তুতে থাকলে তা সংখ্যার দ্বারা নির্দিষ্ট হয়।

## দশম অধ্যায়

# থট রিডিং ও সংখ্যাতত্ত্ব

সংখ্যাতত্ত্ব দ্বারা মানুষের মনের চিন্তা বা ভাবনা বুঝে তার উত্তর দেওয়া যায়। কোন্ ব্যক্তি কি ভাবছে তা জানবার জন্য তাকে ০ থেকে ৯ পর্যন্ত সংখ্যার মধ্যে যে কোন সংখ্যা বলতে হবে ৯ বার। তারপর সংখ্যাগুলি লিখে তা যোগ দিয়ে তার সঙ্গে ৩ যোগ করে যা হবে তা থেকে লোকটি কি ভাবছে তা বলা যায়। তাকে বলা হয় সংখ্যাতত্ত্ব থেকে থট্ রিডিং ব্যবস্থা।

ধরা যাক, একজনকে নয়টি সংখ্যা পর পর বলতে বলা হলো। সে বললে ১৮৫১৩২-৬৪৯=৫০ তার সাথে (৩) যোগ করলে হয় ৫৩। তাহলে লোকটি যে বিষয়ে চিন্তা করছে তা হলো, একটি উচ্চ অফিস, কোন রাজা, জমিদার বা বড়লোক বা মন্ত্রী সম্পর্কে, বেশি ক্ষমতাশালী লোক সম্পর্কে অথবা সোনা হারানো সম্পর্কে। সবচেয়ে কম সংখ্যার নয়টি সংখ্যা যোগ করলে হতে পারে ৯টি ০=০ এর সঙ্গে ৩ যোগ করলে হবে ৩। তাই ৩ থেকে পর পর বিভিন্ন সংখ্যা অনুযায়ী কি ভাবছে লোকটি তা একটি তালিকা থেকে বলা যায়। যদি যোগফলের সঙ্গে ৩ যোগ করে উত্তর ৩ হয় তাহলে ভাবনা কি হবে তা থেকে শুরু করে ফলাফল লেখা হচ্ছে। সবচেয়ে বড় সংখ্যা হতে

পারে ৯টি ৯ অর্থাৎ ৮১ তার সাথে ৩ যোগ করলে হবে ৮৪। ৩ থেকে ৮৪ পর্যন্ত প্রতিটি ফলাফল থেকে থট্ রিডিং-এর ফল কি হবে তা লেখা হচ্ছে—

## চিন্তার বিষয়গুলি

৩। আপনি ভাবছেন নিজস্ব ঘটনা, কোন রোগ, জ্বর, তাপ বা ক্রোধ সম্পর্কে।

৪। আপনি ভাবছেন গ্রহ সম্পর্কে, পরিবার সম্পর্কে, ভালবাসা, আনন্দ, হৃদয় বা কোন বিরাট কামনা সম্পর্কে।

৫। বিবাহ, বোঝাপড়া, চুক্তি বা এগ্রিমেণ্ট, কোন মিলন ব্যবস্থা বা শান্তি সম্পর্কে।

৬। কোন শ্বশুর, ভ্রাতা বা ভ্রাতৃস্থানীয় ব্যক্তি, যোগাযোগ সম্পর্কে বা ভ্রমণ সম্পর্কে।

৭। কবি সম্পর্কে, মাটির তলার বা গুপ্ত বস্তু সম্পর্কে, খনি, জল বা সাগর সম্পর্কে, পরিবর্তন বা অপসারণ সম্পর্কে।

৮। দামী সুন্দর বস্তু, বিদেশী বস্তু বা বিদেশী সম্পর্কে।

৯। মৃত্যু বা ক্ষতি সম্পর্কে, গোলমেলে চুক্তি সম্পর্কে, জীবনে স্থির হবার উপায় সম্পর্কে।

১০। দুর্ভাগ্যজনক যোগাযোগ, গোলমেলে চুক্তি, অথবা কোন ঝগড়া-বিবাদ বা মোকদ্দমা সম্পর্কে।

১১। সম্পত্তি, খনি বা বিষয় সম্পর্কে।

১২। সুন্দর পরিবেশ, উৎসব, সুন্দর পোশাক বা ব্যক্তিগত স্বাচ্ছন্দ্য সম্পর্কে।

১৩। অর্থ, স্পেকুলেশন বা লাভ সম্পর্কে।

১৪। ছোটখাট ভ্রমণ, জলের ওপারের বার্তা অথবা কোনও নারী আত্মীয় সম্পর্কে।

১৫। শোক, মৃত্যু, ক্ষতি বা দুর্ভাগ্য সম্পর্কে।

১৬। সৌভাগ্য ও আনন্দদায়ক যোগাযোগ, স্ত্রী, শুভ বোঝাবুঝি অথবা চুক্তি সম্পর্কে।

১৭। চাকর, নিকটস্থ লোক, অস্বাচ্ছন্দ্য বা রোগ সম্পর্কে।

১৮। সুন্দর ভ্রমণ, সোনার বস্তু, প্রেম ও গার্হস্থ্য বিষয়, ভাই অথবা বোন ও শুভ বার্তা সম্পর্কে।

২০। ভ্রমণ, পত্র, কিছু বহন করা, পথ সম্পর্কে।

২১। লাভ, অর্থ, অর্থনৈতিক সুবিধা, সাদা বা রুপালী কোনও বস্তু বা টাকা সম্পর্কে।

২২। দুর্ভাগ্যজনক বিবাহ বা অসুস্থ আত্মীয়, খারাপ চুক্তি, কোনও অসুবিধা, শত্রু অথবা প্রতিদ্বন্দ্বী সম্পর্কে।

২৩। ভালোভাবে বাঁচা, দামী পোশাক, প্রচুর খাদ্য, বিশ্বস্ত চাকর, ভাল স্বাস্থ্য, কোনও প্রাণীর স্বাচ্ছন্দ্য বা পদোন্নতি সম্পর্কে।

২৪। অনিশ্চিত অবস্থা, পারিবারিক দ্বন্দ্ব, সন্ধান, দুর্ভাগ্যজনক কাজে নিযুক্ত বা অবৈধ সম্পর্কে।

২৫। প্রচুর লাভ, প্রচুর সম্পদ, সোনা, কোনও উজ্জ্বল বস্তু বা উন্নতি কিছু সম্পর্কে।

২৬। শান্তিতে থাকা, ভাল সম্পত্তি, বাড়ি, সমতলভূমির ভিত্তি স্থাপন সম্পর্কে।

২৭। আবদ্ধ স্থান বা ঘর, ছোট ভ্রমণ, ভাই বা আত্মীয়, চিঠি বা খবর আনার উপযুক্ত লোক সম্পর্কে।

২৮। নিজের কল্পনা সম্পর্কে, সাদা কাপড়, রুপোর পাত, নতুন চাঁদ বা ঐ ধরনের বস্তু সম্পর্কে।

২৯। স্বাস্থ্যহানি, রক্তের গোলমাল, দারিদ্র্য,, বিচার প্রভৃতি সম্পর্কে।

৩০। সুখী সন্তান, শুভ অনুভূতি বা অভিজ্ঞন, মিলন, সৌভাগ্যপূর্ণ উপহার সম্পর্কে।

৩১। মাটির তলের বস্তু, মালা, বিছা বা মাটির তলের পোকামাকড় অথবা বিদেশ সম্পর্কে।

৩২। রাজ্য বা স্বর্ণবস্তু, সূর্য বা নিজের প্রকৃতির বা চরিত্রের সঙ্গে জড়িত বস্তুর সম্পর্কে।

৩৩। কোন সুখবর, উচ্চ পদ, কোন বিশেষ উন্নতি অথবা কোন ভাই সম্পর্কে।

৩৪। অর্থনৈতিক লাভ, খাদ্যদ্রব্য বা অন্যান্য প্রয়োজনীয় বস্তু ক্রয় ইত্যাদি, কোন বস্তুর লাভ সম্পর্কে।

৩৫। কোন নারী, কোন জন্ম, কোনও প্ল্যান ও নিজস্ব কোন গোপন কথা, কোনও প্রসব সম্পর্কে বা কারাবাস সম্পর্কে।

৩৬। ব্যবসায়ে বা কোনভাবে ক্ষতি, অসুস্থ শিশু, একটি দুঃখী পরিবার, দারিদ্র্য বা কষ্ট সম্পর্কে।

৩৭। কোন ব্যর্থ চুক্তি, অসুখী বিবাহ, বাড়ি বা সম্পত্তি সম্পর্কে।

৩৮। ম্যালেরিয়া বা অন্য জ্বর বা কঠিন অসুখ, কোনও ভ্রমণ সংবাদ, কোন জলাশয় বা কোন ভগ্নী সম্পর্কে।

৩৯। কোনও আবদ্ধ স্থান বা মন্দির, কোনও বদ্ধ ঘর সম্পর্কে, কোন রাজা বা মন্ত্রী সম্পর্কে।

৪০। টাকা, মূল্যবান বস্তু, জুয়েলারী, খাদ্যশস্য বা তার মূল্য প্রভৃতি সম্পর্কে।

৪১। নিজের চেহারা, স্বাস্থ্য, উচ্চাশা, খাদ্য, পদ, ধার-দেনা প্রভৃতি সম্পর্কে।

৪২। কোনও বন্ধু, উচ্চমানের নারী, কোন নারীর সাহায্য লাভ, কোন জনশ্রুতি বা গতানুগতিক ঘটনা সম্পর্কে।

৪৩। পৈতৃক সম্পত্তি, বৃদ্ধ লোক, প্রাচীন বাড়ি, ধাতুর মূল্য বা ঐ বিষয়ে, কারও মৃত্যু সম্পর্কে।

৪৪। কোন ভাই, দূর থেকে সংবাদ প্রাপ্তি, ধর্ম বা শাস্ত্রাদি সম্পর্কে, ভাল স্বাস্থ্য, ব্যক্তিগত সুখ-সুবিধা, আনন্দ সম্পর্কে।

৪৫। কোন বিবাহ, লাভ-ক্ষতি, কম দামী বস্তু, কোন প্রতারণা বা চুরি সম্পর্কে।

৪৬। কোনও বস্তু, উচ্চ অবস্থান বা সম্মানীয় কোন লোক সম্পর্কে, ঋণ বস্তু বা জুয়েলারী সম্পর্কে।

৪৭। নিজের সম্পর্কে সুবিচার, ওজন বা মাপ, শান্তি লাভ বা আনন্দ লাভ সম্পর্কে, মৃত্যু সম্পর্কে।

৪৮। কোনও নিভৃত স্থান, পোশাকঘর, লুকানো চাকর বা কর্মচারী, কোনও নারীর স্বাস্থ্য, কোন দূর থেকে আসা সম্পর্কে।

৪৯। অবস্থার পরিবর্তন, নিজের আপন মা, কোন বিশেষ মূল্যবান বস্তু, ক্ষমতাশালী কোন নারী সম্পর্কে।

৫০। কোন কষ্টকর ভ্রমণ, কোনও বিপন্ন ভগ্নী, কোন দুঃখের খবর বা কোনও অফিসের যোগাযোগ সম্পর্কে।

৫১। লাভ ও প্রাচুর্য, কোন বাজীধরা, শিশু, দূরগত টাকা পয়সা বা কোন বেগ সম্পর্কে।

৫২। ব্যক্তিগত রোগ বা মৃত্যু, হারানো বা লুকানো বস্তু, কোনও চাকর, লাল কাপড়, খাদ্য, মৃত্যু, কোন সাপে কাটা সম্পর্কে।

৫৩। উচ্চ অফিস, রাজা বা উচ্চ ব্যক্তি, সোনা হারানো বা কোনও জীবের মৃত্যু সম্পর্কে।

৫৪। প্রচণ্ড ব্যাধি, আর্ত নারী, স্ত্রী, মহিলা, চুক্তি বা হার সম্পর্কে।

৫৫। কোনও মৃত্যু, হারানো কাগজ, কোন হারানো বার্তা, তরুণী নারী, কোনও জনতা, মিটিং বা বন্ধু সম্পর্কে।

৫৬। সাগর পারের বিদেশ, সমুদ্র যাত্রা, শক্তি ধর্মীয় অনুষ্ঠান, কোন কিছু প্রকাশনা, জাহাজ বা ভৌতিক কিছু সম্পর্কে।

৫৭। সঞ্চিত ধন, সঞ্চয়, পেনশন, উত্তরাধিকারীর, কোন পুরুষ আত্মীয়, সম্পর্কে।

৫৮; কোন মামলা বা নালিশ, ব্যক্তিগত প্রভাব, উকিল বা আইনজ্ঞ, জজ, গুরু বা পুরোহিত, ধর্ম উপদেশ, ব্রাহ্মণ বা ব্যক্তিগত সম্পত্তি।

৫৯। মৃত্যুভয়, হাসপাতাল, পুরুষ শিশু, অগ্নিভয় কোন নতুন কর্মোদ্যম, ঝামেলা সম্পর্কে।

৬০। কোনও প্রতিবেশী, ধর্ম অনুষ্ঠান, বিদেশী রাজ্য, ঋষি, সমাধি, ব্রহ্ম, ঈশ্বর, ধর্মতত্ত্ব, আত্মতত্ত্ব বা সময় সম্পর্কে।

৬১। খাদ্য, ব্যবসা, পুরুষ, কর্জ, বাজার কেনাকাটা, পুরুষ চাকর, বা কোনও ব্রাহ্মণ বা বৈষ্ণব সম্পর্কে।

৬২। কোনও চুক্তিপত্র লেখা, কোনও চুক্তি করা, আইনের ব্যাপার, ক্ষমতা বা পোজিশন, কর্তৃত্ব বা পিতা সম্পর্কে।

৬৩। কোনও মৃত্যু, নারী, হারানো সম্পদ, হারানো কাপড়াদি, স্ত্রীর যৌতুক বা মানসিক ঝামেলা সম্পর্কে।

৬৪। নিজের ক্ষমতা বা ব্যক্তিত্ব, প্রাপ্ত সম্পত্তি, উত্তরাধিকারী, বন্ধু লোক, সময়-সীমা, লাভ বা একচেঞ্জ সম্পর্কে।

৬৫। ছোট খাট ভ্রমণ, যাতায়াত বন্ধ ঘর, সৌভাগ্য, প্রসব, লগ্নী বা বস্তু সম্পর্কে।

৬৬। কোন শ্মশান বা কবর, পাহাড়ী অঞ্চল, খনিজ ধাতু, চিকিৎসক, মৃত বস্তু, পোড়োবাড়ি, শুকনা মাটি বা বালি সম্পর্কে।

৬৭। মৃত রাজা বা উচ্চ লোক, হারানো স্বর্ণ বা স্ত্রীর যৌতুক, কঠিন ঝামেলা, অসুস্থ শিশু প্রভৃতি।

৬৮। স্ত্রী, শিশু, পারিবারিক অবস্থা, কোন বিশ্বাস বা বিশ্বস্ত লোক, নিরাপত্তা প্রভৃতি।

৬৯। পোশাক, জাহাজ, চাকর, বাণিজ্য, খাদ্যদ্রব্য, বিবাহের বস্তু প্রভৃতি।

৭০। জনতা বা জনসভা, স্ত্রী, চুক্তি, দৈব কোন বিষয়।

৭১। পাত্র বা কুঞ্জ, পুরানো আত্মীয়তা বা বন্ধুত্ব, বস্তু, জন সম্পর্কে, কোনও গোপন স্থান বা ঘর বা জেলখানার ঘাতক সম্পর্কে।

৭২। সম্পত্তি, উচ্চপদ, বন্ধু, ব্রাহ্মণ, ধর্মীয় মিটিং, জুতা বা জোড়া বস্তু সম্পর্কে।

৭৩। ভাই, উচ্চপদ, কোনও উচ্চপদস্থ লোকের মৃত্যু, দ্রুত এমন রোগের পতন, সম্মান, উত্তরাধিকারীত্ব, কোনও লেখা সম্পর্কে।

৭৪। উজ্জ্বল বস্তু, জীবনের উজ্জ্বলতা, দৃষ্টিশক্তি, গর্বিতা স্ত্রী বা নারী, কঠোর শত্রু বা কিছু খোঁজ সম্পর্কে।

৭৫। সুন্দর স্থান, ধনীর স্টেট, মোক্ষ, গুপ্তধন, গো-মহিষাদি বা গোপন বিষয় সম্পর্কে।

৭৬। কোন পুত্র, শিক্ষার স্থান, স্কুলঘর, দম্পতি, ব্রহ্মচারী বা জ্ঞান সম্পর্কে।

৭৭। সাদা কাপড় বা ধুতি, ঝি, ঔষধ, জল বা পানীয় বস্তু প্রভৃতি সম্পর্কে।

৭৮। বন্ধ, বস্তু, কোনও প্রতিষ্ঠান, প্রাচীন চুক্তি, হাসপাতাল, বন্দী, কোনও লোক সম্পর্কে।

৭৯। নিজের বিষয়, উন্নতি, ধন-সম্পদ, ক্ষমতা লাভ, প্রাচুর্য, হাত-পা, পাদুকা, বোঝাপড়া বা জজ কিংবা আইন বিষয়ে।

৮০। এতে লোকসানের ভয়, অগ্নিভয়, বিদেশ, দূরের কারও মাহাত্ম্য ধ্বংস বা প্রলয়, দাতা, এমন সম্পর্কে।

৮১। ধনী আত্মীয়, সুন্দর বস্তু বা গহনা, নিজস্ব স্বাস্থ্য বা পাকা ফল বা বাগান প্রভৃতি সম্পর্কে।

৮২। শান্তিময় মৃত্যু, প্রচুর উপঢৌকন, শুভবার্তা, কোনও লাভের জন্য ভ্রমণ বা কোন ভ্রমণ সম্পর্কে।

৮৩। ব্যবসা-বাণিজ্য, কোনও চুক্তি, কোনও সম্পত্তি লীজ, কোনও পথ, সম্পত্তি প্রতারণা সম্পর্কে।

৮৪। কোনও কন্যা, ট্যাংক বা স্নানের স্থান, পাবলিক উৎসব, দুর্গাপূজা, ছুটি বা প্রিয় ব্যক্তি সম্পর্কে।

দ্বাদশ অধ্যায়

# সঠিক প্রশ্ন কোনটি

উপরের পদ্ধতিতে অনেকগুলি প্রশ্ন দেখা যায় এক একটি নম্বর থেকে। এখন এর মধ্যে কোনটি সঠিক প্রশ্ন তা জানার জন্য কিছুটা মানসিক ভাব বা চিন্তা এবং প্রশ্ন করার সময় কোন্ গ্রহ প্রবল তা দেখে বিচার করতে হবে।

## হারানো দ্রব্য সন্ধান

আগের মত একটা পদ্ধতিতে নয়টি সংখ্যা প্রশ্ন করে জেনে নিতে হবে যিনি হারানো দ্রব্য সম্পর্কে জানতে এসেছেন তাঁর কাছ থেকে। তারপর নয়টি সংখ্যা যোগ দিয়ে তার সঙ্গে ৩ যোগ করে সঠিক সংখ্যা জেনে নিয়ে সেই অনুযায়ী বিচার করতে হবে। সবচেয়ে কম সংখ্যা হতে পারে ৩ এবং সবচেয়ে বড় সংখ্যা হতে পারে ৮৪। এই সংখ্যা থেকে জানা যেতে পারে হারানো বস্তুটি কোথায় আছে।

৩। বস্তুটি বাড়িতেই আছে বা বারান্দা কিম্বা কাগজ পত্রের মধ্যে আছে।

৪। বস্তুটি নিজের কাছেই আছে। হারায় নি।

৫। বস্তুটি নিজে নিজে খুঁজলেই পাবেন।

৬। সেল্‌ফ র‍্যাক বা কোন স্ট্যাণ্ডে এটি আছে।

৭। কোন ঝি-চাকরকে প্রশ্ন করতে হবে।

৮। সেল্‌ফে বা তাকে আছে। কোনও চাকর বা কর্মচারী খুঁজলেই পাবেন।

৯। কোন শিশু সেটি কাপড় বা পোশাকে লুকিয়ে রেখেছে।

১০। আপনি এটি ফিরে পাবেন। এটি প্রধান বড় ঘরে আছে।

১১। কাছাকাছি কোনও পুকুর, জলের চৌবাচ্চা বা জলাশয়ে বস্তুটি রাখা আছে।

১২। বস্তুটি হারায় নি—নিজের কাগজ পত্র, ড্রয়ার, অফিস বা আলমারীতে বা বইয়ের মধ্যে রাখা আছে।

১৩। যেখানে কাপড়-চোপড়, শাল প্রভৃতি রাখা হয় সেখানে খোঁজ করলে পাওয়া যাবে।

১৪। পাওয়া সন্দেহজনক, পায়খানা।

১৫। স্ত্রীকে (স্বামীকে) জিজ্ঞাসা করুন, না পেলে বাড়ির আস্তাবল বা বাড়ির বাইরে কোন ঘরে খোঁজ করুন।

১৬। পাচক বা চাকরকে জিজ্ঞাসা করুন—প্রাপ্তি হবার যোগ্য তাহলে হতে পারে।

১৭। দামী বস্তু রাখার সেল্‌ফ বা আলমারীতে খোঁজ করুন। প্রাপ্তি হবার যোগ্য তাহলে হতে পারে।

১৮। ধারেই আছে—কাপড়-চোপড়ে খোঁজ করুন।

১৯। বাড়ি থেকে সামান্য দূরেই মাটি বা জমিতে পোঁতা আছে বা খোলা বাতাসে আছে।

২০। জিনিসটি হারায় নি, ভুল হচ্ছে। বাড়ির ভেতর সব জায়গায় খোঁজ করুন।

২১। জিনিসটি আপনার কাছেই বাক্স, সিন্দুক বা স্যুটকেসে আছে।

২২। বস্তুটি বাড়ির সেলফে আছে। সত্বর মিলবে।

২৩। বাড়ির কাছেই আছে। পাশের ঘরে খোঁজ করুন।

২৪; জিনিসটি হারায় নি, একেবারে কাছেই আছে।

২৫। আত্মীয়দের মধ্যে বা জানাশোনা কারও কাছে সেটি সাদা পুঁটলিতে আছে।

২৬। বাড়ির বৃদ্ধ লোককে প্রশ্ন করুন।

২৭। বাড়ির গাড়োয়ান, ড্রাইভার বা বাড়িতে খোঁজ নিন। পাবার সম্ভাবনা কম।

২৮। বুড়ো কোনও চাকর থাকলে তাকে জিজ্ঞাসা করুন। পাবার কিছু সম্ভাবনা আছে।

২৯। অনুসন্ধান নিষ্ফল—পাবেন না।

৩০। শিশু বা ছাত্রাদের জিজ্ঞাসা করলে পেতে পারেন। খেলতে খেলতে কোথায় ফেলেছেন।

৩১। ড্রেন বা চৌবাচ্চাতে পড়েছে। সৌভাগ্য তা পেতে পারেন।

৩২। বারান্দা প্যাসেজ বা লম্বা স্থানে আছে।

৩৩। কোন জানা জায়গাতেই রেখেছেন। মাথা ঠাণ্ডা করে খোঁজ করুন।

৩৪। আগুনের কাছে বা রান্না ঘরে খোঁজ নিন।

৩৫। জলের কাছে কোথাও আছে। গোপন স্থানে, স্ত্রীর বা (স্বামীর) ঘরেও খোঁজ করুন।

৩৬। শিশুদের শিক্ষক বা আয়াকে জিজ্ঞাসা করুন। পাবার সম্ভাবনা কম।

৩৭। নিজের জিনিস পত্রে খোঁজ নিন—তাহলে ঠিক ফিরে পাবেন।

৩৮। কোন জায়গায় বাহিরে ফেলে এসেছেন।

৩৯। দ্রব্যটি হারায় নি—শেলফ বা তাকে আছে।

৪০। বাড়িতেই যেখানে কাপড় জড়ানো সেখানে আছে।

৪১। বাড়িতে যেখানে জুতা আছে সেখানেই আছে।

৪২। জলের কাছে বা কলসীতে খোঁজ করুন।

৪৩। খুব দূরে নেই—কোন প্যাণ্ডেলে বা আবদ্ধ স্থানে দেখুন। পাবার যোগ প্রবল।

৪৪। তেলের পাত্র বা ল্যাম্প বা কোনও পাত্রে রাখা আছে। খুঁজে দেখুন।

৪৫। জিনিসটি পেতে কষ্ট বা অসুবিধা হবে। নাও পেতে পারেন।

৪৬। একেবারে সামনেই আছে। খোঁজ করলেই সঙ্গে সঙ্গে পাবেন।

৪৭। আপনার পার্টনার বা আত্মীয় এটি সাবধানে রেখেছে।

৪৮। জল খাবার জায়গার কাছাকাছি আছে। সেখানে অর্থাৎ যেখানে জল থাকে সেখানে খোঁজ করুন।

৪৯। পাওয়া কঠিন। পেলেও তা ভীষণভাবে বিনষ্ট অবস্থায় পাবার যোগ।

৫০। হারায় নি—বাক্স বা কেসে আছে।

৫১। ফাঁকা কোনও জায়গায় রেখেছেন দেখুন।

৫২। বাড়ির কর্ত্রী বা পার্টনারকে জিজ্ঞাসা করুন। তাদের আত্মীয়-স্বজনরা করতে পারে। এটি হাত পরিবর্তন করা হয়েছে।

৫৩। কোন চাকর এটি পেয়ে রেখে দিয়েছে।

৫৪। পরিবারের কারও কাছে আছে। ছোট ছেলের কাছে খোঁজ করুন।

৫৫। যেখানে জল বা জলের পাইপ আছে, সেখানে খোঁজ করুন।

৫৬। অল্প দূরে আছে। ঠিক আগে যেখানে গিয়েছিলেন সেখানে খোঁজ করুন।

৫৭। এটি পকেটে বা ব্যাগে আছে।

৫৮। এটি দু'জন লোকের হাতে আছে। এটি কাল পাওয়া যেতে পারে—সম্ভাবনা কম।

৫৯। কোনও বৃদ্ধ চাকরের কাছে আছে অথবা রুটির মধ্যে, কেকের মধ্যে বা মেঝেতে পাবেন।

৬০। এটি পাওয়া দুঃসাধ্য।

৬১। বাড়ির নিচের তলায়, জিনিস পত্র বা জুতা প্রভৃতির মধ্যে।

৬২। অনেক দূরে ফেলে এসেছেন। ফিরে গিয়ে খোঁজ নিন।

৬৩। জিনিসটি না পাবার সম্ভাবনাই বেশি।

৬৪। জিনিসটি রেখে দিয়ে ভুলে গেছেন। কোনও অন্ধকার কোণে খোঁজ নিন।

৬৫। এটি বাইরে চলে গেছে। কোনও লোক বা পুলিশের সাহায্যে পেতে পারেন।

৬৬। দু'জন চাকর চক্রান্ত করে নিয়েছে বা একজনই চুরি করে নিয়েছে। এটি পাওয়া কঠিন।

৬৭। তরুণ লোক বা শিশুদের সাহায্যে পেতে পারেন।

৬৮। বাড়ির উপরে আছে বা ছাদে আছে। কোন চাকর তা পেতে পারে।

৬৯। কোনও আত্মীয় বা বন্ধুর বাড়ি বা যেখানে আগে গিয়েছিলেন সেখানে ফেলে রেখে এসেছেন। সেখানে ভাল করে খোঁজ করুন।

৭০। যেখানে খাবার জল, কলসী প্রভৃতি রাখা হয় সেখানে খোঁজ করুন।

৭১। কাছেই আছে। মনে করুন বা কাছাকাছি জায়গায় খোঁজ করুন।

৭২। কলসী বা পাত্রের কাছে রেখেছেন, খুঁজে দেখুন।

৭৩। অফিসে খোঁজ করলে বা পুলিশের সাহায্যে পাবেন।

৭৪। বিশ্বস্ত চাকর বা কর্মচারী এটি রেখেছে, ভাল করে খোঁজ নিন।

৭৫। ছেলেরা খেলা করতে করতে জিনিসটির কিছুটা ক্ষতি করেছে—পাওয়া কঠিন।

৭৬। যেখানে খাবার, রুটি, শস্যাদি থাকে সেখানে খোঁজ করে দেখুন।

৭৭। কিছু দূরে আছে—কোনও চাকর খুঁজে আনবে।

৭৮। পাওয়া কঠিন।

৭৯। বস্তুটি কোনও লোহার বস্তু বা সিন্দুকের মধ্যে আছে।

৮০। বস্তুটি আপনার কাছেই আছে। কোনও বাক্স বা ঐ ধরনের বস্তুর মধ্যে রয়েছে।

৮১। কাপড়-চোপড়-এর মধ্যে আছে। তবে তা আপনি পেতে হলে একটু কষ্ট পেতে হবে।

৮২। রান্না ঘর বা তার কাছাকাছি আছে।

৮৩। কোনও তরুণী এটি উদ্ধার করবে।

৮৪। বাক্স, কেস প্রভৃতি দু'টি পাত্রের মধ্যে বাড়িতেই আছে।

## ঘটনা চক্রাকারের পরিবর্তন

সংখ্যাতত্ত্ব থেকে কোন ঘটনার চক্রাকারের পরিবর্তন নির্দেশ করে থাকে। এটি একটি বিস্ময়কর ঘটনা তাতে সন্দেহ নেই। একটি ঘটনা—বাল্য জীবনে একজন লোকের ধরা যাক্ ৩ বছর বয়সে একটা মারাত্মক ফাঁড়া গেছিল।

তাহলে তার জীবনে যে যে বয়সে ফাঁড়া বা অশুভ ভাব থাকার আশঙ্কা দেখা যায়, তা হলো—

৩ বছর অশুভ
৩+৯=১২ " "
১২+৯=২১ " "
২১+৯=৩০ " "
৩০+৯=৩৯ " "
৩৮+৯=৪৮ বছর অশুভ
৪৮+৯=৫৭ " "
৫৭+৯=৬৬ " "
৬৬+৯=৭৫ " "

ঠিক এইভাবে জানা গেল লোকটির ৫ বছর বয়সে খুব ভাল গেছে। তাহলে তার জীবনে যে যে বয়সে শুভ ভাব যাবে, তা হলো—

৫ বছর বয়সে শুভ ভাব
৫+৯=১৪ " " " "
১৪+৯=২৩ " " " "
২৩+৯=৩২ " " " "
৩২+৯=৪১ " " " "
৪১+৯=৫০ বছর বয়সে শুভ ফল
৫০+৯=৫৯ " " " "
৫৯+৯=৬৮ " " " "
৬৮+৯=৭৭ " " " "

# ত্রয়োদশ অধ্যায়

## জন্মসংখ্যা সবচেয়ে প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ কেন

জন্ম তারিখটা হচ্ছে মানবজীবনের পথনির্দেশক একটা বিশেষ বিষয়। এর কারণ হলো অন্য সব সংখ্যার থেকেও এই সংখ্যাটি প্রত্যক্ষভাবে একটি বিশেষ দিক নির্দেশ করে। এটি একটি নির্ভুল ( বা acurate ) সংখ্যা। তা ছাড়া এ থেকে জাতকের বিষয়ে বিস্তৃত বিষয় জানা যায়।

একজন লোক কোনও মাসের ১, ১০, ১৯ বা ২৮ তারিখে জন্ম নিলে তার মধ্যে কতকগুলি বিশেষ বৈশিষ্ট্য থাকবেই। যেমন ৪ সংখ্যা হলো স্ত্রী সংখ্যা বা দুর্বল সংখ্যা বা Negtative সংখ্যা—১ সংখ্যা তার বিপরীত। ৪ সংখ্যার লোকের জীবনে পার্থিব দিকে দ্রুত এগিয়ে যাওয়া বা সফলতা অর্জন করা খুব কঠিন। কিন্তু ১ এর পক্ষে তার বিপরীত।

সাধারণ নাম বা অন্যান্য বিষয় থেকে যে সংখ্যা পাওয়া যায়, তা নামের মতো অতটা প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ সংখ্যা নয়। জন্ম সংখ্যা থেকে যা পাওয়া যায়, তা হলো এত প্রত্যক্ষ যে, তা জীবনে নিজের ক্ষমতার বা সম্ভাব্যতার বাইরে একটা অদৃশ্য শক্তির দ্বারা যে মানব জীবন চালিত, তা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত করে। আমি স্পষ্ট দেখেছি যে ৪, ১৩, ২২, ৩১ তারিখে যাদের জন্ম, তাদের অকস্মাৎ প্রায়ই দুর্ঘটনা বা দুঃখজনক মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে। তারা ৪ সংখ্যাযুক্ত গৃহে বা ফ্ল্যাটে বা হোটেলের ঘরে বাস করলে তাদের সাময়িক কিছুটা শুভ হতে পারে ( ৪, ১৩, ২২, ৩১, ৪০, ৪৮ ইত্যাদি )—তবে তা সত্ত্বেও তাদের জীবনের শেষদিকে পূর্ণ সাফল্য অর্জন করতে খুব কষ্ট দেখা যায়।

যাদের জন্ম ৮ তারিখে—যা হলো শনির সংখ্যা, তাদের কখনো ৪, ১৩, ২২ প্রভৃতি সংখ্যার গৃহে বাস করা বা ৪ সংখ্যার সম্পর্কে থাকা উচিত নয়। এমন কি নামও ঐ সংখ্যাযুক্ত হওয়া উচিত নয়।

তেমনি আবার ৪ সংখ্যাযুক্ত লোকদের ৮ সংখ্যাকে এড়িয়ে চলা অবশ্য কর্তব্য।

১ সংখ্যার পক্ষে অবশ্য ২ এবং ৭ সংখ্যা খুব অশুভ নয়। ২, ৭, ১১, ১৬, ২০, ২৫, ২৯, ৩৪ প্রভৃতি সংখ্যা ১ সংখ্যার জীবনে মোটামুটি শুভ ফলই বহন করে। তবে যাদের সংখ্যা ৭ তাদের জীবন ২ এর মতো সাফল্যমণ্ডিত হয় না। তবে ২ এবং ৭ সংখ্যার লোকেরা প্রায়ই মীমাংসাপূর্ণ কাজ করে সফল হয়—যেখানে জটিলতা সেখানে তারা ব্যর্থ হয়। যাদের জন্মসংখ্যা ৮ তারা ৪ বা ৮ ছাড়া অন্য যে কোন সংখ্যার সম্পর্কে শুভ ফল পায়।

যাদের জন্মসংখ্যা ৪ বা ৮ তাদের জীবনে ৪ এবং ৮ ছাড়া অন্য সংখ্যার সংস্পর্শ থাকলে শুভ হয়। তাদের নাম যদি ৮ বা ৪ সংখ্যাযুক্ত হয়, তাহলে নাম পরিবর্তন করে অন্য সংখ্যা করা উচিত। তাদের জীবনে বিশেষ শুভ হয় ১, ৩, ৫, ৬ প্রভৃতি এবং ২, ৭ মধ্যম শুভ হয়।

অবশ্য সবসময় মনে রাখতে হবে যে জন্মসংখ্যা সবচেয়ে শুভ অংশ কাজ করে আসে। আবার বিশেষ ভাবে বলছি—জন্মসংখ্যা সবচেয়ে শুভসংখ্যা।

আমি কি বলতে চাই তার একটা উদাহরণ দিচ্ছি।

ধরা যাক একজন পুরুষ বা নারীর জন্ম হয়েছে ৮, ১০ বা ২৬ জানুয়ারী। এখন এই সংখ্যা ১, ২, ৫-এর যোগফল বা ৩ ও ৫ এর যোগফল বা ৬ ও ২ এর যোগফল। কিন্তু ৮ সংখ্যার লোকের সবসময় শুভ সংখ্যার সঙ্গে চলাফেরা করা বা যোগাযোগ করা কর্তব্য। ৮ সংখ্যার লোকের অবশ্য অন্তত ৮ ও ৪ সংখ্যা বাদ দিয়ে শুভ সংখ্যা ১, ২, ৫, ৬ এদের সঙ্গে মেলামেশা ও যোগাযোগ করা কর্তব্য।

তবে আমি ৯ সংখ্যাকে সবসময় এড়িয়ে চলছি—কারণ তা হলো বিরাট বড়ো সংখ্যা। তা হলো মঙ্গলের সংখ্যা—অতি শুভ বা অশুভদাতা মঙ্গল। তাই ৯ হলো Extreme সংখ্যা। তাকে সাধারণভাবে শুভ ধরা হয়, তবে কোন কোন ক্ষেত্রে তা অশুভ।

কিন্তু বিশ্বাস করুন বা না করুন—সংখ্যা ৮ ( শনি ) ৪ ( ইউরেনাস বা অশুভ রবি ) এবং ৫ ( মঙ্গল ) হলো শেষ পর্যন্ত দুঃখদাতা বা অশুভ বা ভয়াবহ সংখ্যা। যেদিক থেকে হোক না কেন, তাদের জীবন শেষ পর্যন্ত দুঃখপূর্ণ বা মারক হতে পারে।

এখানে একটি কথা। নামের সংখ্যার অবশ্য একটা গুরুত্ব আছে। তবে তা অপ্রধান। প্রধান হলো জন্মতারিখ সংখ্যা।

এখন কথা হলো, জন্মদিন সংখ্যা জন্মমাস সংখ্যা এবং জন্মসাল সংখ্যা—তিনটির বিচার প্রয়োজন। কি করে তা করতে হবে ?

**উদাহরণ**—ধরা যাক একজন লোকের জন্মতারিখ হলো, ৬ই জুন ১৮৬৬। তাহলে লিখতে হবে—

৬ = ৬ ( নিজস্ব জন্মসংখ্যা।

জুন = ৬ ( সাধারণ বিষয় )

১৮৬৬ = ২১ = ৩ ( ভাগ্যের হাতের ফলাফল )

এই লোকটির জীবনে ৬ এবং ২১ সংখ্যাটির বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

তার জীবনের প্রধান বর্ষ আসবে এইভাবে—

১৮৬৬ + ২১ = ১৮৮৭

ঐ বর্ষে কোন বিশেষ ঘটনা নিশ্চয় ঘটবে। এটি ছিল প্রুশিয়ার উইলিয়াম ১ম এর জন্মতারিখ।

এইভাবে হিসাব করলে জন্মতারিখ থেকে বহু বিস্তৃত কথা জানা যায়।*

---

*জন্মতারিখ থেকে আরো বিস্তৃতভাবে ভাগ্য সম্পর্কে জানতে হলে পড়ুন কিরোর 'আপনি ও আপনার নক্ষত্র' বইটি।

## চতুর্দশ অধ্যায়

# নাম এবং সংখ্যা সম্পর্কে কিছু বিশেষ কথা

কি করে ১ থেকে ৯ সংখ্যার দ্বারা বিশেষ ভাবে জীবন সম্পর্কে হিসাব করা যায়, তা আমি এখানে কিছু উদাহরণ দ্বারা বর্ণনা করছি। নাম এবং তা থেকে সংখ্যা কি ভাবে জীবনে ভাগ্যকে নিয়ন্ত্রণ করে তা দেখানো হচ্ছে।

নেপোলিয়ন ( Napoleon ) থেকে সংখ্যা আসছে ৫।

বোনাপাট ( Buonoparte ) থেকে সংখ্যা আসছে ৫।

আগেই বলেছি, জ্যোতিষ মতে ৫ সংখ্যা হলো একটি ম্যাজিক সংখ্যা এবং গ্রীক বীররা যুদ্ধযাত্রার সময় এই সংখ্যাকে সঙ্গে বহন করতেন। নেপোলিয়ানের ক্ষেত্রে দুটি ৫ যুক্ত করে দাঁড়াল ১০ সংখ্যা, তাও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

কিন্তু নেপোলিয়ন পরে তার নাম পাল্টে করেন Bonaparte যা হলো ৮ সংখ্যা। এটি তিনি ভাল করেন নি। ৮ সংখ্যা হলো বিপ্লব, বিদ্রোহ, দ্বন্দ্ব, ঝামেলা এবং জীবনের একটি অতি দুঃখময় পরিণতি।

যদিও নেপোলিয়ন ছিলেন একজন মহাপুরুষ কিন্তু জীবনে কেবল দ্বন্দ্ব, দুঃখ ঝামেলার মধ্য দিয়েই সারা জীবন কাটাতে হয়েছে তাকে।

যেহেতু নেপোলিয়ন বোনাপার্ট দুটি কথা মিলে হলো ৫+৮=১৩। তাই নানা ক্ষমতা বা শক্তিকে তাহার কাজে প্রয়োগ করে তার ফলে নিজের ধ্বংস ডেকে আনবে। তাই নামের বানান পরিবর্তন করার ফলে নেপোলিয়ন কতটা ভুল করে ছিলেন তা বোঝা যাচ্ছে।

এর প্রতিটি কথা এত সুন্দরভাবে সত্য প্রমাণিত হয়েছিল যে, আমাদের কোন মন্তব্য করার প্রয়োজন নেই।

যুদ্ধজাহাজ—ইউনাইটেড স্টেটসের একটি যুদ্ধ জাহাজের নাম ছিল মেইন (Maine) —যার পূর্ণ সংখ্যা হবে ১৬ অর্থাৎ ৭ বা নেগেটিভ চন্দ্র। আবার ১৬ সংখ্যার চিহ্ন হচ্ছে বজ্রদ্বারা আঘাত প্রাপ্ত একটি টাওয়ার বা স্তম্ভ। সত্যি কথা এই জাহাজটি অদ্ভুত রহস্যময়ভাবে হ্যাভোনা পোতাশ্রয়ে বিস্ফোরণের শিকার হয় এবং তার ফলে এই বিশাল যুদ্ধজাহাজ ধ্বংস হয়।

আর একটি যুদ্ধজাহাজ নাম ছিল বারাটা ( Waratah )। এর সংখ্যা ছিল ২০ অর্থাৎ 'বিচার'—এর চিহ্ন হচ্ছে একটি পুরুষ, একটি নারী এবং একটি শিশু একটি কবরখানায় দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে দুহাত বাড়িয়ে বিচার প্রার্থনা করছে ঈশ্বরের কাছে। এই জাহাজ 'বারাটা' অস্ট্রেলিয়া ত্যাগ করে বহু যাত্রী নিয়ে। তারপর সব নাবিক ও যাত্রীসহ এটা এমনভাবে অদৃশ্য হয় যেন সমুদ্র তাকে গিলে ফেলেছে।

আর একটি যুদ্ধজাহাজের কথা ধরা যাক। তার নাম ছিল লেইনস্টার (Leinster)

—যার সংখ্যা যোগ করলে দাঁড়ায় ২৮—এর অর্থ হলো 'অন্যকে বিশ্বাস করে ক্ষতি।' এই জাহাজটি আয়ারল্যাণ্ডের উপকূলে টর্পেডোর আঘাতে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়—প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়। এই জাহাজে অনেক সৈন্য-সামন্ত ছিল, যারা মিশরের কর্তৃপক্ষের উপর বিশ্বাসস্থাপন করেছিল। এই জাহাজ ধ্বংস হবার ফলে অনেক সৈন্য মারা যায়।

আমি কিছু কিছু লোককে জানি, যাঁরা জলপথে যাত্রা করার সময় জাহাজের নামের সংখ্যা ২৮ বলে ঐ জাহাজে যাত্রা করেন নি। যাঁরা ও সময় লেইনস্টার জাহাজে যাত্রা করেন নি, শেষ মুহূর্তে মালপত্র নামিয়ে নেন, তাঁরা বেঁচে যান।

অবশ্য একথা ঠিক যুদ্ধের সময় অনেকেই এই রকম সংস্কারকে বিশ্বাস করেন। অবশ্য তার ফল শেষ পর্যন্ত তাঁদের পক্ষে ভালই হয়। তাই এই সংখ্যা সংকেতকে বিশ্বাস করে অনেকের জীবনে বহু সুফল ঘটেছে।

অনেকে ৮ সংখ্যাযুক্ত বাড়ি, ঘর, ফ্ল্যাট প্রভৃতি ভাড়া নেন না বা ৮ সংখ্যাযুক্ত যানবাহনে ভ্রমণ করেন না। এতে অবশ্য দেখা যায় শেষ পর্যন্ত তাঁদের শুভই হয়েছে।

আবার অনেকে ৮, ১৭, ২৬ তারিখে কোন শুভ কাজ করতে চান না। তাতে কিন্তু ফল খারাপ হয় না—বরং অনেক সময় অশুভ ঘটনা এড়িয়ে যেতে সক্ষম হন।

## পঞ্চদশ অধ্যায়

# জীবনে একটি সংখ্যা ফিরে ফিরে আসে

আমার জীবনে লক্ষাধিক চিঠি আমি পেয়েছি। তার মধ্যে একটি বিশেষ চিঠি তুলে ধরছি। এটি একটি কৌতুহলপূর্ণ চিঠি। তিনি লিখেছেন, কিভাবে জীবনে সংখ্যা ঠিক মত ফিরে ফিরে এসে কাজ দিয়ে যায়।

প্রিয় মহাশয়,

আমি সংখ্যাতত্ত্ব সম্পর্কে কিছু ঘটনা বিবৃত করছি—আমার জীবনে সংখ্যার প্রভাব সম্পর্কে। আমার সংখ্যা হলো ৭ (সাত)।

আমার জন্ম—সপ্তম মাসের—৭ তারিখে।

আমার কোনও অসুখ হয়নি—৭ বছর বয়স পর্যন্ত।

আমি কোন পরীক্ষায় ফেল করি নি—৭ বছর পর্যন্ত।

আমার জীবনে বিবাহ—৭ম কন্যাকে।

আমার জীবনের শুভদিন—৭, ১৮, ২৫=৭ তারিখ।

আমার একজন কাকা আছেন যাঁর অশুভ সংখ্যা হলো—৮, ৬, ৩, ১।

তাঁর স্ত্রী নিহত হন ৮৬৩১ সংখ্যার রেল কম্পার্টমেণ্টে ভ্রমণ করবার সময় একটি দুর্ঘটনায়। তিনি নিজেও একটি মোটর গাড়িতে চড়ে যেতে যেতে দুর্ঘটনায় আহত হয়ে একটি পা হারান। তারও নম্বর ছিল ৮,৬৩১। তাঁর তিনটি সন্তান মারা যায়—

৮, ৬ এবং ৩ তারিখে। বিশেষভাবে প্রতি মাসের ৮, ৬, ৩ এবং ১ তারিখ তাঁর পক্ষে অশুভ দেখা গেছে।

আপনার বশম্বদ
এ. বি. ফ্রেঞ্চ

### স্যার আলমা ট্যাডেমা এবং সংখ্যা

বিখ্যাত শিল্পী স্যার আলমা ট্যাডেমা তাঁর জীবনের সংখ্যা তত্ত্বের প্রভাব সম্পর্কে যা বলেন, তা লণ্ডনের বহু বিখ্যাত সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল।

তিনি বলেন তাঁর প্রধান সংখ্যা হলো ১৭।

তাঁর জন্ম—১৭ই আগস্ট।

তাঁর গৃহ নির্মাণ শুরু হয়—১৭ই নভেম্বর।

তাঁর বিবাহ বৎসর ১৮৭১ সালে অর্থাৎ—১৭ সংখ্যায়।

তাঁর বাড়ির নম্বর—১৭।

প্রতি মাসের ১৭ তারিখ তাঁর জীবনে শুভ প্রমাণিত হয়।

### সপ্তম এডওয়ার্ড ও সংখ্যা

রাজা এডওয়ার্ডের জন্ম ৯ই নভেম্বর। নভেম্বর মাস ৯ সংখ্যা বা আধিপত্যযুক্ত।

তাঁর বিবাহ হয় ১৮৬৩ সালে অর্থাৎ ৯ সংখ্যায়।

তিনি সিংহাসন পান—২৭শে জুন—২+৭=৯।

রাজ্যাভিষেক হয়—৯ই আগস্ট=৯।

আমি তাঁর রাজা হবার আগেই তাঁর হাত দেখি। তখনই বলেছিলাম তাঁর আয়ু ৬৯ বৎসর। ৬ এবং ৯ একই ৩ সংখ্যার ভাজ্য। ৬+৯=১৫=৬ অর্থাৎ বুধের সংখ্যা শেষ হয়ে শুক্রে আসছে। মঙ্গলের শত্রু বুধ। তিনি মঙ্গলের জাতক ছিলেন।

তিনি আমার ভবিষ্যৎবাণী বিশ্বাস করতেন যে ৬৯ বৎসর বয়সে তাঁর মৃত্যু হবে। সেটি সত্য প্রমাণিত হয়েছিল।

যা হোক আমার সঙ্গে ৬৯ বৎসর বয়সে তাঁর দেখা হয়। তখন তিনি বলেন, 'প্রিয় কিরো, আমি ৬৯ বর্ষে পদার্পণ করলাম। এ বছরটি সাবধানে চলবো।'

অতীব দুঃখের বিষয়, এর কয়েকটি সপ্তাহ পরেই তিনি পৃথিবী থেকে চির বিদায় নেন। সে দুঃখ আমার মনে প্রচুর আঘাত করেছিল। তিনি মারা যান মে মাসের সেই ৬ তারিখে।

### লর্ড র‍্যানডলফ বার্বিল

রাজা সপ্তম এডওয়ার্ডের সূত্রেই লর্ড বার্বিলের সঙ্গে আমার পরিচয়। তাঁর অশুভ সংখ্যা ছিল—১৩—তাঁর জন্ম ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দের ১৩ই ফেব্রুয়ারী, মোট সংখ্যা ২২ অর্থাৎ ৪। লর্ড বার্বিল ভাবতেন তাঁর ধারণা ১৩ সংখ্যা তাঁর জীবনে ভীষণ অশুভ।

আমি তাঁকে বললাম যে যাদের জন্মসংখ্যা ৪এর তাঁদের জীবনে ৪, ১৩, ২১ প্রভৃতি অশুভ নয়—শুভ সংখ্যা। তিনি ১৩ সংখ্যার অশুভ কুসংস্কারে ভীত—কিন্তু ১৫ তাঁর পক্ষে মোটেই অশুভ নয়।

কয়েক বছর পর এই বিখ্যাত রাজনীতিক স্বীকার করেন যে আমার কথা সত্য। তাঁর অশুভ সংখ্যা ১৩ বা ৪ নয়—বরং অশুভ সংখ্যা ৫।

সত্য কথা প্রমাণিত হয় তাঁর মৃত্যুতে। তিনি মারা যান ১৮৯৫ সালে বা ৫ সংখ্যায়।

### কিলোয়েমের লর্ড রাসেল

সংখ্যাতত্ত্বে আর একটি প্রধান ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলাম স্যার চার্লস রাসেল সম্পর্কে। তিনি জ্যোতিষ শাস্ত্র খুব বেশি বিশ্বাস করতেন না। আমি তাঁকে বললাম যে তাঁর প্রধান সংখ্যা ছিল ১ এবং ৪। তিনি ১ সংখ্যার তারিখে জীবনের সবচেয়ে সাফল্যজনক অবস্থায় উঠবেন। ২ এবং ৭ সংখ্যার মাসের ১, ১০, ১৯ বা ২৮ তারিখে তিনি জীবনের শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করবেন।

আমার কথা তিনি নোট করে নেন এবং তা সত্য প্রমাণিত হয়। তিনি ইংলণ্ডের প্রধান বিচারপতি হয়েছিলেন। তিনি সেইদিনই আমাকে ডেকে স্বীকার করেন যে, আমার ভবিষ্যৎবাণী সত্য প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু কিভাবে আমি তা বলেছি তা তিনি জানেন না। তবে আমার বিদ্যার প্রতি তিনি পূর্ণ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।

## ষোড়শ অধ্যায়

# ১৩ সংখ্যা কি অবৈধ বা অশুভ ?

আমি জানি বর্তমান সভ্য জগতে অনেক লোকেরই ১৩ সংখ্যা সম্বন্ধে একটি অহেতুক ভয় আছে। সাধারণ লোকে বলে ১৩ হলো অশুভ সংখ্যা।

এই ধারণার মূলে হয়েছিল কোথা থেকে তা দেখা যাক। অতি প্রাচীনকালে জ্যোতিষশাস্ত্র চর্চাকারীরা এই সংখ্যাকে ধ্বংসাত্মক সংখ্যা মনে করতেন। কিন্তু আবার প্রাচীন শ্রেষ্ঠ ঋষিরা বলেছেন—১৩ সংখ্যার প্রকৃত অর্থ যে বুঝতে পারবে, সে শক্তি এবং আধিপত্য করার ক্ষমতা অর্জন করবে।

চার্চ পুরোহিতগণ প্রথম যুগে জ্যোতিষের বিরোধিতা করতেন বলে ১৩ সংখ্যাকে আরও বেশি অশুভ গণ্য করা হয়েছিল। যীশুখ্রীষ্ট তাঁর গ্রেপ্তার হবার রাতে ১৩ জন শিষ্যসহ আহার করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন—এই ১৩ জনের একজন আমার শত্রুতা করবে এবং এই বছরের মধ্যেই তাঁর মৃত্যু হবে।

তা থেকেই ১৩ সংখ্যাকে দুর্ভাগ্যপূর্ণ সংখ্যা ধরা হয়। আমি মনে করি যে যদি

যীশু যেদিন স্বেচ্ছায় ধরা দিয়ে ক্রুশে মৃত্যু বরণ না করতেন, তাহলে তাঁকে ক্রুশে দেবার ক্ষমতা পৃথিবীতে কোন শক্তিরই ছিল না। তিনি নিজে স্বেচ্ছায় ক্রুশে দাঁড়িয়ে বললেন—পিতা, এদের ক্ষমা করো এরা জানে না এরা কি করছে। তাইত তাঁর আদর্শে আজ সারা বিশ্ব উদ্বুদ্ধ হলো, তাই নয় কি? কিন্তু ক্রুশের পর জানা গেল, তাঁর মৃত্যু হয়নি। তিনি সশরীরে প্রিয় শিষ্যদের দেখা দিয়েছিলেন। তারপর তিনি কোথায় গেলেন তা জানা যায় না।

সুতরাং ১৩ জন শিষ্যের সঙ্গে আহার যীশু ইচ্ছা করেই করেছিলেন—এবং সংখ্যাটি বিরাট আদর্শের প্রতীক—তাই নয় কি?

১৩ সংখ্যাকে ভয় পাবার আর একটি কারণ ছিল। তা হলো এর প্রতীক চিহ্ন। ১৩ সংখ্যার প্রতীক চিহ্ন হলো একটি নরকঙ্কালের হাতে কাস্তে—তার দ্বারা সে শস্যের মত বস্তু ও ঘাস প্রভৃতি কাটছে। একটি মুকুটযুক্ত মানুষের কাটা মাথা তার কাস্তের আগায় এবং পেছনে একটি এলোচুল নারীর মাথা।

ছবিটি রহস্যময় এবং ভয় বা সন্দেহ নেই। কিন্তু এর প্রকৃত অর্থ আমাদের খুঁজতে হবে। ১৩ সংখ্যাটির দুটি অঙ্ক যোগ করলে হয় ৪ সংখ্যা। ৪ সংখ্যা যাদের সারা জীবন সব থেকে যেন একাকী। 'সহস্র বান্ধব মাঝে আমি যে একাকী, আমার মনের ব্যথা বুঝিবে না কেহ—অনেকটা এই রকম। বহু লোক হয় তার গুপ্তশত্রু। প্রতিপদে লোকের শত্রুতা তাকে করে বিড়ম্বিত।

কিন্তু এই লোকে সবসময় চায় সামাজিক পরিবর্তন, সমাজের উন্নতি—জনকল্যাণ। অজ্ঞানতা দূর, নারীর উন্নতি, দেশের উন্নতি প্রভৃতি এদের কাম্য।

আমার মনে হয় কাস্তে হাতে কঙ্কাল হলো দুঃখময় জীবনে পূর্ণ একটি লোক। কিংবা যে অন্যায়কারী রাজা-সাজা লোককে ধ্বংস করেছে ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা করতে। অন্যায় ফসল কাস্তে দিয়ে কেটে ফেলে ন্যায়কে সে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। পেছনের নারীমূর্তি হলো সততা ও ন্যায়পরায়ণতার প্রতীক।

প্রকৃতপক্ষে ১৩ সংখ্যার কোন বিশেষ কু প্রভাব নেই—এক জাত ৪ এর প্রভাব ছাড়া। ৪, ১৩, ২২, ৩১ সবই একই ধরনের ফলপ্রদ সংখ্যা।

পাশ্চাত্য মতে ৪ হলো হার্সেল বা ইউরেনাস এবং ভারতীয় মতে রাহুর প্রতীক। এটি হলো একদিকে বাহ্যিক দিক থেকে ব্যর্থতার প্রতীক, অন্যদিকে পার্থিব দিকে শ্রম করে এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধ লড়াই করে সাফল্য অর্জন করার প্রতীক। সংগ্রাম ছাড়া এই সংখ্যাযুক্ত লোকদের জীবনে কোনও রকম সাফল্য আসবে না।

আমার সঞ্চয়ে এমন লোকের জীবনী আছে, যাদের জীবনে ১৩ সংখ্যা বারবার এসেছে।

কোলোরাডো শহরের এইচ্ সি শেরম্যান।

তাঁর বিবাহ স্থির হয় মিস্ উইকসের সঙ্গে প্রেম করে ১৩ তারিখে।

১৩ই জুন ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে ১০ টা ১৩ মিনিটে তাঁদের বিবাহ হয়। স্বামী-স্ত্রী দুজনেরই জন্মতারিখ ১৩ ছিল।

বিবাহবাসরে অতিথি ছিলেন ১৩ জন।

স্ত্রী যে ফুলের তোড়াটি উপহার দিলেন, তাতে ১৩টি গোলাপ ফুল ছিল।

১৩ তারিখে প্রতিমাসে তাঁদের জীবনে কিছু কিছু শুভ ঘটনা ঘটতে দেখা যেতো।

পুলিস সার্জেণ্ট জন্ ফিগ্ আর একজন ১৩ সংখ্যার লোক—যাঁর কাছে এই সংখ্যাটি ছিল বিশেষ শুভ। তিনি বললেন—আমি জীবনে কখনো ১৩ সংখ্যাতে অশুভ কিছু দেখিনি।

তাঁর পরিবারের লোকসংখ্যা ছিল ১৩ জন।

তিনি প্রথম চাকরি পান ১৩ বছর বয়সে। দিনটি ছিল ১৩ তারিখ।

তিনি ১৩ই এপ্রিল চাকরিতে যোগ দেন। যে কটি উন্নতি বা প্রমোশনের সংবাদ তিনি পান, সব ১৩ তারিখে। ১৩ সংখ্যাই যেন তাঁর কাছে শুভ প্রতীক।

নর্থ বার্টামের মিঃ কুভা রাতের জীবনে কিন্তু এই সংখ্যা ছিল ধ্বংসাত্মক সংখ্যা।

তাঁর পরিবারের ১৩ জন লোক ছিল। তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র নৌবাহিনীতে কাজ করতো —তার সংখ্যা ১৩ ছিল।

কিন্তু তিনি মারা যান ১৩ তারিখে। মৃতদেহ সৎকারের দিনে তার ছোট ছেলের ছিল ১৩ তম জন্মদিন। তাঁর মৃতদেহ বহন করে সঙ্গে গেছিল ১৩ জন লোক। টেলিগ্রাম অফিস থেকে ১৩ টি টেলিগ্রাম গেছিল বিভিন্ন স্থানে তাঁর মৃত্যু ঘোষণা করে।

আর একজন তেরো সংখ্যক লোকের চিঠি এখানে তুলে ধরছি।

প্রিয় মহাশয়,

আপনার পাঠক-পাঠিকারা ১৩ সংখ্যা সম্পর্কে কৌতূহলী। তাই, আমি লিখছি যে আমিও একজন ১৩ সংখ্যার লোক। আমার জন্ম হয় ১৪৮০ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই জানুয়ারী (১+৮+৪+০=১৩)। আমার অর্থ উপার্জন শুরু হয় ১৩ বছর বয়সে। আমি প্রথম রাজনৈতিক বক্তৃতা দিই ২৬ বছর বয়সে ( ১৩+১৩ এবং ২৬ তারিখে। এই বক্তৃতার ফলেই আমার রাজনৈতিক জীবনে সাফল্য আসে। আমি শহরের এম. পি. হই এবং ভাগ্য খুলে যায়। ১৩ বছর বয়সে আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয় যে নারীর সঙ্গে পরবর্তীকালে তিনিই আমার স্ত্রী। তিনি মারা যান ২৬ তারিখে। আমার দ্বিতীয় বিবাহ হয় ৫৮ ( ৫+৮=১৩ ) বৎসর বয়সে। সালটা ১৮৯৮ ( ১+৮+৯+৮=২৬ এবং তাঁর জন্মতারিখ ১৩ই।

আমি পার্টির সদস্য হিসাবে মিঃ চেম্বারলেনকে সাপোর্ট করি ১৯০৩ সালে ( ১৩ ) এবং ভোটে দাঁড়াই।

সেবার আমি জয়লাভ করি ১২, ৩৩৪ ভোট যোগ করলে হয় ( ১৩ সংখ্যা)। আমার জীবনে বহু শুভ ঘটনা ঘটেছে ১৩ বা ২৬ তারিখে। ইতি।

## তেরো সংখ্যার ভয়

যা আজকের জগতে ১৩ সংখ্যা দুর্ভাগ্য বলে যে এত বিপুল প্রচার, তা সর্বাংশে সত্য নয়। তা সত্ত্বেও এই তেরো সংখ্যা ভীতি ঠিকই প্রচলিত। ব্রিটিশ মিউজিয়ামে

A13 থেকে T13 পর্যন্ত ১৩ সংখ্যার সীটগুলিতে কেউ বসতে চান না। ঐ সংখ্যার যাদের ভাগ্যে পড়ে, তারা পৃথক চেয়ার নিয়ে বসে।

অনেক হোটেলে বা সিনেমা হলে দেখা যায় ১৩ সংখ্যক সীট থাকেই না। ১২ এর পরই হয় ১৪ নং সীট।

কিন্তু প্রাচ্যদেশে ১৩ সংখ্যা একটি সম্মানিত সংখ্যা। ভারতীয় শাস্ত্রে বুদ্ধের ১৩টি মাথার কথা আছে। অর্থাৎ ১৩ জন বুদ্ধ জন্ম নেয়। প্রাচীন ভারতীয় সৈনিক প্যাগোডাকে ঘিরে ১৩টি রিঙ্ক দেখা যায়। জাপানে আটনুসার মন্দিরে যে পবিত্র তরবারী আছে তাতে তেরোটি বিচার অঙ্কিত আছে তার বাঁটে। মেক্সিকানদের পবিত্র সর্পদেবতা হলেন ১৩ জন।

আমেরিকার ইউনাইটেড স্টেটসে ১৩টি রাজ্য।

আমেরিকার ঈগলের আছে ১৩টি পালক তার পাখায় আঁকা। প্রথম যখন জর্জ ওয়াশিংটনের অভিষেক হয়, তখন তাঁকে তেরোটি কামানের শব্দ দ্বারা অভিবাদন জানানো হয়েছিল। তাই ১৩ সংখ্যা নিশ্চয় দুর্ভাগ্য নয়।

## সপ্তদশ অধ্যায়

# সংখ্যার বিশেষ কয়েকটি নমুনা

জীবনের প্রতিটি বিশেষ ঘটনা একই সংখ্যা অনুযায়ী ঘুরে আসে—এমন একটি প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত হলো ফ্রান্সের রাজা ষোড়শ লুইয়ের জীবনের ঘটনাবলী।

ফ্রান্সের রাজা প্রথম লুইয়ের ৫৩৯ বৎসর পরে ষোড়শ লুই সিংহাসন পান। এই ৫৩৯ সংখ্যাটি জীবনে বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। কেন? এবার তা বর্ণনা করছি। দেখা যাবে প্রথম লুইয়ের সালের সংখ্যার সঙ্গে ৫৩৯ যোগ দিয়ে ষোড়শ লুইয়ের জীবনের বিশেষ ঘটনা ঘটেছে।

| সেন্ট লুই ( প্রথম লুই ) | ষোড়শ লুই |
|---|---|
| সেন্ট লুইয়ের জন্ম ২২শে এপ্রিল ১২১৪ খ্রীঃ<br>পার্থক্য ৫৩৯<br>১৭৫৪ | ষোড়শ লুইয়ের জন্ম ১৭৫৪ |
| ভগ্নী ইসাবেলার জন্ম ১২২৫<br>৫৩৯<br>১৭৬৪ | ষোড়শ লুইয়ের ভগ্নী এলিজাবেথের জন্ম—১৭৬৪ |
| পিতার মৃত্যু—১২২৬<br>৫৩৯<br>১৭৬৫ | পিতার মৃত্যু—১৭৬৫ |

| সেন্ট (প্রথম লুই) | ষোড়শ লুই |
|---|---|
| বিবাহ সাল—১২২৬<br>৫৩৯<br>১৭৬৫ | বিবাহ—১৭৬৫ |
| রাজ্যাভিষেক—১২৩১<br>৫৩৯<br>১৭৭০ | রাজ্যাভিষেক—১৭৭০ |
| তৃতীয় হেনরীর সঙ্গে সন্ধিপত্রে সই করে<br>১২৪৩<br>৫৩৯<br>১৭৮২ | তৃতীয় জর্জের সঙ্গে সন্ধিপত্রে সই<br>১৭৮২ |
| প্রাচ্যের এক যুবরাজ দূত পাঠান খৃষ্টান হবার ইচ্ছায় ১২৪৯<br>৫৩৯<br>১৭৮৮ | প্রাচ্যের যুবরাজ দূত পাঠান—১৭৮৮ |
| কারাবরণ করেন ১২৫০<br>৫৩৯<br>১৭৮৯ | ক্ষমতা হারান—১৭৮৯ |
| রাজ্যত্যাগ করেন ১২৫০<br>৫৩৯<br>১৭৮৯ | রাজ্যত্যাগ করেন—১৭৮৯ |
| প্রজাদের বিদ্রোহ ১২৫০<br>৫৩৯<br>১৭৮৯ | ব্যাষ্টিল দুর্গের পতন ও বিদ্রোহ—১৭৮৯ |
| জ্যাকবের নেতৃত্বে নতুন নেতৃত্ব<br>১২৫০<br>৫৩৯<br>১৭৮৯ | জ্যাকোবিনদের নেতৃত্ব<br>১৭৮৯ |
| ইসাবেলের মৃত্যু ১২৫০<br>৫৩৯<br>১৭৮৯ | এলিজার মৃত্যু<br>১৭৮৯ |

| | | |
|---|---|---|
| **সেণ্ট ( প্রথম লুই )** | | **ষোড়শ লুই** |
| মাতার মৃত্যু | ১২৫৩ | মাতার মৃত্যু— |
| | ৫৩৯ | ১৭৯২ |
| | ১৭৯২ | |
| কর্মত্যাগের ইচ্ছা | ১২৫৪ | মৃত্যু—১৭৯৩ |
| | ৫৩৯ | |
| | ১৭৯৩ | |

ইতিহাস যেন নির্দিষ্ট বৎসর অন্তর অন্তর ফিরে এসেছে এটি তাই প্রমাণ করছে। ৫৩৯ যোগ করলে ১৭ অর্থাৎ ৮ সংখ্যা। আবার LOUIS XVI যোগ করলে হয় ১ সংখ্যা। এই সংখ্যা হলো ন্যায় বিচারের প্রতীক।

আবার নামের দিক থেকে—

আবার কয়েকজন বিখ্যাত লোকের নাম সংখ্যা বিবেচনা করে দেখা যাক। রাজা সপ্তম এডওয়ার্ড—

| | | |
|---|---|---|
| KING | =১১ | =২ |
| EDWARD | =২২ | =৪ |
| VII | =৭ | =৭ |
| | | ১৩ |

আমরা আগেই ১৩ সংখ্যা সম্পর্কে আলোচনা করেছি। এই সময়ই ইংলণ্ডে অনেক আইনের পরিবর্তন ঘটে নতুন রীতিনীতি চালু হয় এবং তারপর থেকেই যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ধীরে ধীরে পতনের দিকে এগিয়ে যাবে এবং শোধন ঘটবে ব্রিটিশ জাতির তাও নির্দেশিত হয়। তারপর ধরা যাক রাজা পঞ্চম জর্জ—

| | | |
|---|---|---|
| KING | =১১ | =২ |
| GEORGE | =২৫ | =৭ |
| V | =৫ | =৫ |
| | ১৫=৫ | |

পঞ্চম সংখ্যা হলো যুদ্ধ জয়, আনন্দ, উন্নতি নাশ শুভভাব। কিন্তু প্রকৃতি থেকে বায়ু, জল, অগ্নি প্রভৃতির বিপদ ভয়—বাইরের বিপদ কিছু থাকবে। তবে পাঁচ বুধের সংখ্যা। বুদ্ধি বিচক্ষণতা শুভ বুদ্ধির দ্বারা চালিত হয়েছিল তাঁর সাম্রাজ্য।

তাঁর ফলে চূড়ান্ত উন্নতি হয়েছিল তাঁর সময়ে। কিন্তু ৫ সংখ্যা হলো বায়ুর সংখ্যা। লণ্ডন শহরের সংখ্যাও ৫। তাই বায়ুর তাড়নায় লণ্ডনের অনেক বিপদ হয়েছে ও হবে। বায়ুবাহিত বীজাণু, বায়ুবাহিত কুয়াশা এসব থেকেই মাঝে মাঝে বিপদ সূচিত হয়েছে লণ্ডনের।

রাণী মেরীর আরও অন্য পূর্ব নাম থাকলেও তিনি সাধারণের কাছে পরিচিত রাণী নামেই। তাঁর নামের সংখ্যা দেখা যাক—

| | |
|---|---|
| QUEEN | ২২=৪ |
| MARRY | ৮=৮ |
| | ১২=৩ |

যুগ্ম সংখ্যা ১২ হলো 'মনের উদ্বেগেব লক্ষণ'। আবার এই সংখ্যা হলো আবেগের লক্ষণ।

আবার ৪ এবং ৮ সংখ্যা হলো দুঃখ-কষ্টের মধ্য দিয়ে জীবনে প্রতিষ্ঠা। রাণী মেরীর জন্মও ২৬ তারিখে অর্থাৎ ২+৬=৮ সংখ্যা আসছে।

তাই তার জীবনে ৪, ৮ এবং ৩ সংখ্যার প্রভাব স্পষ্ট বোঝা গেছে। ৪ এবং ৮ কষ্টদায়ক সংখ্যা আর ৩ হলো শুভ সংখ্যার প্রতীক।

## অষ্টাদশ অধ্যায়

# সংখ্যা থেকে শুভদিন নির্ণয়

সংখ্যা থেকে শুভদিন ও অশুভদিন সুন্দরভাবে বুঝতে পারা যায়। যদি জন্ম-তারিখ থাকে, তাহলে এটি খুব সহজ হয়। যদি না থাকে তাহলে নাম থেকে সংখ্যা বের করেও শুভ, অশুভ ও মধ্যম দিন কোন্‌টি তা বের করা যায়।

আমরা এখানে একটি তালিকা করে দিচ্ছি। তা থেকে কিরোর মতে শুভ, অশুভ ও মধ্যম দিন নির্ণয় করা খুব সুবিধাজনক হবে, এটি তারিখ অনুযায়ী করা হচ্ছে।

| জন্ম তারিখ | শুভদিনের তারিখ | অশুভ তারিখ | মধ্যম তারিখ |
|---|---|---|---|
| ১, ১০, ১৯, ২৮ | ১, ২, ৩, ৫, ১০ ১১, ১২, ১৪, ১৯ ২০, ২১, ২৩, ২৮ ২৯, ৩০ | ৪, ৬, ৮, ১৩, ১৫, ১৭, ২২, ২৪, ২৬, ৩১ | ৫, ৭, ৯, ১৪, ১৬, ১৮, ২৩, ২৫, ২৭ |
| ২, ১১, ২০, ২৯ | ১, ২, ৩, ৯, ১০ ১১, ২, ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০, | ৪, ৫, ৭, ৮, ১৩, ১৪, ১৫, ১৭, ২২, ২৩, ২৪, ২৬, ৩১ | ৭, ১৬, ২৫ |

| জন্ম তারিখ | শুভদিনের তারিখ | অশুভ তারিখ | মধ্যম তারিখ |
|---|---|---|---|
| ৩, ১২, ২১, ৩০ | ১, ২, ৩, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২৮, ২৯, ৩০ | ৪, ৫, ৬, ১৩, ১৪, ১৫, ২২, ২৩, ২৪, ৩১ | ৭, ৮, ১৬, ১৭, ২৫, ২৬ |
| ৪, ১৩, ২২, ৩১ | ৪, ৫, ৬, ৮, ১৩, ১৪, ১৫, ১৭, ২২, ২৩, ২৪, ২৬, ৩১ | ১, ২, ৩, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০ | ৭, ১৬, ২৫ |
| ৫, ১৪, ২৩ | ৫, ৬, ৮, ১৪, ১৫, ১৭, ২৩, ২৪, ২৬ | ২, ৩, ৭, ১১, ১২, ১৬, ২০, ২১, ২৫, ২৯, ৩০ | ১, ৫, ৯, ১০, ১৩, ১৮, ১৯, ২২, ২৭ |
| ৬, ১৫, ২৪ | ৫, ৬, ৮, ১৪, ১৫, ১৭, ২৩, ২৪, ২৬ | ১, ২, ৩, ৭, ১০, ১১, ১২, ১৬, ১৯, ২০, ২১, ২৮, ২৯, ৩০ | ৪, ৯, ১৩, ১৮, ২২, ২৭, ৩১ |
| ৭, ১৬, ২৫ | ১, ২, ৭, ৯, ১০, ১১, ১৬, ১৮, ১৯, ২০, ২৫, ২৭, ২৮, ২৯ | ৬, ৮, ১৫, ১৭, ২৪, ২৬ | ৩, ৪, ৫, ১২, ১৩, ১৪, ২১, ২২, ২৩, ৩০, ৩১ |
| ৮, ১৭, ২৬ | ৪, ৫, ৬, ৮, ১৪, ১৫, ১৭, ২২, ২৪, ২৬, ৩১ | ১, ২, ৩, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০ | ৭, ১৬, ২৫ |
| ৯, ১৮, ২৭ | ১, ২, ৩, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০ | ৪, ৫, ৮, ১৩, ১৭, ২২, ২৩, ২৬, ৩১ | ৬, ৭, ১৫, ১৬, ২৪, ২৫ |

এইভাবে শুভ. অশুভ ও মধ্যম তারিখ নির্ণয়ের যে পদ্ধতি প্রচলিত তা কিন্তু সব সময় পূর্ণভাবে সঠিক মেলাতে গেলে জন্মতারিখ সংখ্যাই শ্রেষ্ঠ। তবে তা না পাওয়া গেলে নাম থেকে সংখ্যা বের করলেও তাতে সব সময় সঠিক না মিলতেও পারে।

আবার সংখ্যাটি যে গ্রহের, নির্দিষ্ট সময়ে সেই গ্রহ রাশিচক্রে কিভাবে অবস্থান করছে, শুভ না অশুভভাবে, তুঙ্গী বা নীচস্থভাবে তাও বিচার করতে হবে। যেমন ধরা যাক—

একই লোকের রবির সংখ্যা শুভ। কিন্তু যখন রবি তুলায় থাকবে সেই সময় রবির সুফল কম হবে। যার বুধ শুভ, তার বুধ মীনে থাকলে শুভ কম হবে ইত্যাদি।

## ঊনবিংশ অধ্যায়

# সংখ্যা, রঙ এবং রত্ন

প্রত্যেকটি সংখ্যা হলো এক একটি গ্রহের প্রতীক। তাই তাদের অনুকূল, প্রতিকূল রঙ আছে। আবার যে গ্রহের রঙ যেমন, সেই জাতক সেই রঙের পোশাক পরলে তা শুভ হয়। এবার এসব নিয়ে আলোচনা করা যাক।

১ সংখ্যা হলো রবির প্রতীক। তার রঙ হলো গোলাপী লাল রঙ। শুভ রত্ন চুনী, স্টার রুবী, গারনেট, হাল্কা লাল প্রবাল, স্যারডামিক্স।

২ সংখ্যা হলো চন্দ্রের প্রতীক। চন্দ্রের রঙ হল চুনের মতো সাদা। শুভ রত্ন হলো মুক্তা, মুনস্টোন, সাদা প্রবাল, শাঁখ।

৩ সংখ্যা হলো বৃহস্পতির প্রতীক। তার রঙ হলো হাল্কা হলুদ। শুভ রত্ন হলো পীত পোখরাজ, টোপ্যাজ, পীত কর্কেন বা ইয়োলো স্যারডামিক্স, পীত মুক্তা।

৪ সংখ্যা হলো ইউরেনাসের প্রতীক। ইউরেনাসের রঙ হলো বাদামী বা লালচে বাদামী রঙ। শুভ রত্ন হলো, গোমেদ, গারনেট প্রভৃতি।

৫ সংখ্যা বুধের প্রতীক। বুধের রঙ হলো হালকা সবুজ রঙ। কাঁচ কলা পাতার রঙ। শুভ রত্ন হলো পান্না, ফিরোজা, ওনেক্স, জেট্ প্রভৃতি।

৬ সংখ্যা হলো শুক্রের প্রতীক। শুক্রের রঙ হলো অতি স্বচ্ছ সাদা রঙ। শুভ রত্ন হলো হীরা, জারকোন ( বিক্রান্তমণি ), একোয়ামেরিন, ধব্‌ধবে শ্বেত প্রবাল, স্ফটিক।

৭ সংখ্যা হলো নেপচুনের প্রতীক। শুভ বর্ণ হলো হালকা ক্রীম রঙ বা নানা বিচিত্র বর্ণসমাবেশ। শুভ রত্ন হলো ক্যাট্স্ আই ( বিড়ালাক্ষ ), ল্যাপিস্ ল্যাজুলী (রাজপট্ট ), সাজভাব পান্না, ব্ল্যাক স্টার।

৮ সংখ্যা হলো শনির প্রতীক। শুভ বর্ণ হলো, হালকা নীল, ঘন নীল, বেগুনী। শুভ রত্ন হলো হালকা নীলা, ঘন নীলা, এমিথিস্ট ( সন্ধ্যামণি ) প্রভৃতি।

৯ সংখ্যা হলো মঙ্গলের প্রতীক। শুভ বর্ণ হলো ঘনলাল বা রক্তাভ রঙ। শুভ রত্ন হলো রক্তপ্রবাল, গৈরিকপ্রবাল, গারনেট, স্যারডামিক্স প্রভৃতি।

* * *

## বিভিন্ন শহরের নাম এবং সংখ্যা

এক একটি শহরের এক একটি সংখ্যা আছে। সেই শহরের সংখ্যার সঙ্গে মানুষের নিজের সংখ্যা মিলিয়ে বোঝা যায় সেই শহরে তার পক্ষে বাস করলে ভাল হবে না অশুভ হবে।

আমরা এখানে পৃথিবীর কিছু বিখ্যাত শহরের সংখ্যা আলোচনা করছি।

**১ সংখ্যার শহর।**

MANCHESTER ( ম্যাঞ্চেস্টার )

4 1 5 3 5 5 3 4 5 2=37=1

অন্যান্য এমনি হলো—

| | | |
|---|---|---|
| বার্মিংহাম | — | ১ |
| বস্টন | — | ১ |
| নিউইয়র্ক | — | ১ |
| আলেকজান্দ্রিয়া | — | ১ |
| হোয়াইট চ্যাপেল | — | ১ |

১, ৪, ২, ৭ সংখ্যার লোকদের পক্ষে এমনি শহর বা গ্রাম শুভ।

**২ সংখ্যার শহর**

LEEDS

3 5 5 4 3=20=2

এমনি সংখ্যার আরো শহর হলো—

| | | |
|---|---|---|
| প্লাইমাউথ | — | ২ |
| লসএঞ্জেলস্ | — | ২ |
| নরউইক্ | — | ২ |
| ব্রাইটন্ | — | ২ |

১, ২, ৭ সংখ্যার লোকদের পক্ষে এই শহর শুভ।

**৩ সংখ্যার শহর**

CREWE

2 3 5 6 5=21=3

এমনি সংখ্যার অনা শহর হলো—

| | | |
|---|---|---|
| ডাবলিন | — | ৩ |
| বাথ্ | — | ৩ |
| রিডিং | — | ৩ |
| লিমেরিক | — | ৩ |
| মস্কো | — | ৩ |
| মেলবোর্ণ | — | ৩ |

| | | |
|---|---|---|
| ইয়র্ক | — | ৩ |
| নটিংহাম | — | ৩ |
| ডেভনপোর্ট | — | ৩ |
| ব্রাড্‌কোট | — | ৩ |

২, ৩, ৯ সংখ্যার লোকদের পক্ষে এইসব শহরে বাস মোটামুটি শুভ ফল দেয়।

**৪ সংখ্যাযুক্ত শহর**

LONDON

3 7 5 4 7 5 = 31 = 4

৪ সংখ্যার আরো কতকগুলি প্রধান শহরের নাম এখানে দেওয়া হলো—

| | | |
|---|---|---|
| পেইস্‌লি | — | ৪ |
| ব্রিস্টল | — | ৪ |
| লীসেস্টার | — | ৪ |
| কুইবেক | — | ৪ |
| মণ্ট্রল | — | ৪ |
| স্টকপোর্ট | — | ৪ |
| স্যালিস্‌বেরী | — | ৪ |

৪ এবং ৫ সংখ্যার লোকদের পক্ষে এইসব শহরে বাস করা শুভ হবে। ৬, ৭ এবং ৮ সংখ্যার পক্ষে মোটামুটি শুভ।

**৫ সংখ্যাযুক্ত শহর**

TAUNTON

4 1 6 5 4 7 5 = 32 = 5

এই সংখ্যাযুক্ত অন্য কতকগুলি শহর হলো—

| | | |
|---|---|---|
| সাউথপোর্ট | — | ৫ |
| পোর্টস্‌মাউথ | — | ৫ |
| চিকাগো | — | ৫ |
| কর্ক | — | ৫ |
| ভিয়েনা | — | ৫ |

৫ সংখ্যা যুক্ত লোকের এইসব শহরে বাস করলে শুভ হয়। সাধারণতঃ ৫ সংখ্যা ছাড়া অন্য সংখ্যার খুব শুভ হয় না। তবে ৬, ৮ সংখ্যা মোটামুটি শুভ হতে পারে।

**৬ সংখ্যাযুক্ত শহর**

LIVER POOL

3 1 6 5 2 8 7 7 3 = 42 = 6

এই সংখ্যাযুক্ত আরো কতকগুলি প্রধান শহর হলো—

| | | |
|---|---|---|
| এডিনবরা | — | ৬ |

| | | |
|---|---|---|
| সোয়ানসী | — | ৬ |
| প্যারিস | — | ৬ |
| ডোভার | — | ৬ |
| হ্যালিফ্যাক্স | — | ৬ |
| অক্সফোর্ড | — | ৬ |
| সান ফ্রান্সিসকো | — | ৬ |
| শেফিল্ড | — | ৬ |

৬ সংখ্যাযুক্ত লোকদের পক্ষে এইসব শহরে বাস করা শুভ। ৫, ৮ সংখ্যাযুক্ত লোকদের পক্ষে মোটামুটি শুভ।

**৭ সংখ্যাযুক্ত শহর**

**WIGAN**

6 1 3 1 5 = 16 = 7

এই ৭ সংখ্যাযুক্ত আরো কতকগুলি শহর হলো—

| | | |
|---|---|---|
| ডন্কাস্টার | — | ৭ |
| হলিউড | — | ৭ |
| হোয়াইটহাভেন | — | ৭ |
| অক্ল্যাণ্ড | — | ৭ |
| ক্যালকাটা | — | ৭ |
| টিভার্টন্ | — | ৭ |
| গ্রিম্স্বী | — | ৭ |
| প্রেস্টন্ | — | ৭ |

১, ২, ৪, ৭ সংখ্যাযুক্ত লোকদের পক্ষে এইসব শহরে বাস শুভ হবে।

**৮ সংখ্যাযুক্ত শহর**

**GLASGOW**

3 3 1 3 3 7 6 = 26 = 8

এই সংখ্যাযুক্ত আরও কতকগুলি বিখ্যাত শহর হলো—

| | | |
|---|---|---|
| বেল্ফাস্ট | — | ৮ |
| স্টোক্ অন্ ট্রেন্ট | — | ৮ |
| হুল্ | — | ৮ |
| বম্বে | — | ৮ |
| বোর্নমাউথ | — | ৮ |

একমাত্র ৪ এবং ৮ সংখ্যা ছাড়া অন্য লোকদের পক্ষে এইসব শহর ততটা শুভ হবে না। আবার যাদের নামের সংখ্যা ৪ বা ৮ হয়, তাদের কর্তব্য নামের অক্ষর পাল্টে ফেলা যাতে ১, ৩, ৫ বা ৬ সংখ্যাতে নামটি আসে।

৯ সংখ্যাযুক্ত শহর

WOLVERHAMPTON

6736525148475 = 63 = 9

এই শহর ছাড়াও এই সংখ্যাযুক্ত অন্য যে সব শহর আছে, তাদের কয়েকটি হলো—

ব্ল্যাকপুল—৯

হোয়াইটহেড্—৯

সেণ্ট লুইস্—৯

বার্লিন—৯

রোম—৯

টরেণ্টো—৯

ব্রুসেল্স্—৯

৩, ৬ এবং ৯ একই ৩ সংখ্যার অন্যগতি বলে মনে করা হয়। এইসব সংখ্যক লোকদের পক্ষে এই শহরগুলি শুভ ফল দিয়ে যাবে।

## ৪ এবং ৮ সংখ্যা সম্পর্কে বিশেষ কথা

আমি আগেই বলেছি ৪ এবং ৮ সংখ্যাযুক্ত লোকদের জীবন অনেকটা নির্বান্ধব হয় এবং তাদের প্রকৃত ভালবাসা ও মর্যাদা পেতে অসুবিধা হয়।

যাদের জন্ম সংখ্যা ৪ এবং ৮ হয় অর্থাৎ ৪, ১৩, ২২, বা ৮, ১৭, ২৬ তারিখে যাদের জন্ম, তাদের সাফল্য অর্জন করতে হয় বিরাট শ্রম অথবা সংগ্রামের মধ্য দিয়ে। তাদের পক্ষে শ্রেষ্ঠ পথ হলো নিজেদের নামকে এমন করা যে তার সংখ্যা ১, ২, ৩, ৪ বা ৬ হয়।

তারপর তাদের কর্তব্য নিজেকে ঐ শুভ সংখ্যার লোক বলে সর্বদা চিন্তা-ভাবনা করা। তার ফল তার জীবনে নিশ্চয় শুভ হবে।

আমি সব সময় এই নামের বানান লিখতে লোককে অভ্যস্ত হতে বলে সুফল পেয়েছি।

## বিংশ অধ্যায়

# ঘোড়াদৌড় এবং সংখ্যাতত্ত্ব

আমার কাছে আজ পর্যন্ত অসংখ্য চিঠি এসেছে এই সংখ্যাতত্ত্ব বিচারকে কেন্দ্র করে। তারা জানতে চান, আমার এই সংখ্যাতত্ত্ব থেকে রেস খেলার বাজী ধরার ব্যাপারে কিভাবে সাহায্য হতে পারে। হাজার হাজার লোকের কাছে এই বিষয়টি বিশেষ কৌতুকপূর্ণ এবং আকর্ষণীয়। তাই আমি এখানে এ সম্পর্কে কিছু আলোচনা করছি।

একথা স্থির সত্য যে সংখ্যাতত্ত্ব থেকে সাফল্যজনকভাবে ঘোড়ার বাজি ধরে সাফল্য অর্জন করা যায়। কিন্তু এখানে একটা কথা আছে। তা হলো—'অল্প বিদ্যা ভয়ংকরী' অর্থাৎ সব তত্ত্ব ও তথ্য না জেনে ঘোড়ার বাজী ধরলে তার শুভ হবে না।

আমার অভিজ্ঞতা হলো, সঠিকভাবে সংখ্যাতত্ত্ব অনুসরণ করে এই বিচারে সফলতা অর্জন করা খুব কঠিন ব্যাপার। তাতে কোন সন্দেহ নেই। নিজের সংখ্যা জেনে তা থেকে জীবনের শুভ ও অশুভ দিন বা মাস বা তারিখ বের করা যতোটা সহজ—তার চেয়ে ঘোড়ায় জেতা বা হারা বোঝা অনেক কঠিন।

অনেকে দেখেছি চোখ কান বুজে নিজের যে সংখ্যা—সেই সংখ্যায় ঘোড়ার বাজী ধরেন! কিন্তু এই পথে সফলতা অর্জন করা যায় না। কারণ তার সংখ্যায় ঘোড়াই জিতবে এমন কথা নেই।

মনে রাখতে হবে সর্বদা যে ঘোড়দৌড় একটি জটিল বিচার।

প্রথম কথা হলো, এটা দেখা গেছে যে ঘোড়দৌড়ের সময় মালিক বা জকী যে টিপ্‌স্ দেন, তা অনেক সময় ভুল পথে পরিচালিত করে থাকে। বিভিন্ন জায়গায় ভিন্ন ভিন্ন টিপ্‌স থেকে হয়—কোনটা মেলে—কোনটা বা মেলে না। প্রত্যেক সংবাদ-পত্রের টিপ্‌স ভিন্ন।

আবার অনেক সময় দেখা যায়, বিভিন্ন কাগজ একটি ঘোড়া সম্পর্কে খুব ভাল বলল—কিন্তু কাজের বেলা সেই ঘোড়া মার খেয়ে গেল।

এর সঙ্গে জড়িত আছে, ক্লাব, মালিক, ট্রেনার, সঙ্গী প্রভৃতি অনেক লোকের স্বার্থ। তাই তাদের ইচ্ছামত রেস করানো হয় প্রায় সময়ই।

তবে বড় বড় ক্লাবে, যেখানে সম্মান জড়িত থাকে, সেখানে সবাই মিলতে চেষ্টা করেন—তখন সঠিক বাজী হয়।

যাঁরা টিপ্‌স্ দেন তাঁরা ঘোড়ার বর্তমান অবস্থা বা ফর্ম, তার পিতামাতার ইতিহাস, তার আগের দৌড়ের অবস্থা ইত্যাদি প্রচুর বিবেচনা করে টিপ্‌স্ দেন। তা সত্ত্বেও দেখা যায় তা ব্যর্থ হয়ে গেল। কেননা প্রচুর ফেভারিট ঘোড়া যার চেয়ে একটি কম ফেভারিট ঘোড়া বাজী জিতলো। তার সঠিক উত্তর বের করা দুঃসাধ্য।

তাহলে শুধু সংখ্যাতত্ত্ব থেকে কোন ঘোড়া প্রথম, দ্বিতীয় বা তৃতীয় হবে তা বের করা দুঃসাধ্য নয় কি?

এবারে পরবর্তী ঘটনায় আসছি।

আমি খুব কম লোক দেখেছি, যারা মাঠে এসে তাদের মাথা ঠিক রাখতে পারে। হয়তো মনে মনে স্থির করে এসেছে, ৫নং ঘোড়ায় বাজী ধরবে। মাঠে এসে মন পাল্টে গেল—অন্য ঘোড়ার বাজী ধরলো। কিন্তু পরে দেখা গেল সেই ৫নং ঘোড়াই বাজী জিতলো।

তাই নিয়মিতভাবে একই সংখ্যাতত্ত্বকে অনুসরণ করা কত দুঃসাধ্য ব্যাপার।

আবার এরকম লোক বহু দেখেছি, যারা মাঠে এসে মাথা ঠিক রেখে বাজী ধরে চলে। তাদের বেলায় দেখা যায়, তারা অনেক বাজীতে জয়লাভ করে।

এখন সংখ্যাতত্ত্ব অনুসরণ করতে গেলে কি কি বিষয়ে লক্ষ্য রাখতে হবে তা দেখুন।

১। নিজের জন্মদিন বা সংখ্যা বের করুন। দেখুন সেটা সঠিক হলো কি না।

২। ঠিক ঐ সংখ্যার দিন নিজেই মাঠে যাবেন—অন্যদিন যাবেন না—তাতে ভুল হবে।

যেমন ধরা যাক একজনের সংখ্যা ১ হলো। তাকে ১, ১০, ১৯, ১৮ ইত্যাদি তারিখে যে বাজীর খেলা হবে, সেইদিন মাঠে গেলে ভাল হবে—অন্যদিন নয়।

৩। তারপর তাকে ১ বা ১০ সংখ্যক ঘোড়াকে উইন ও প্লেসে মিলিয়ে ব্যাক করতে হবে। কিন্তু দেখতে হবে সেই ঘোড়ার নাম কি। এবং নাম সংখ্যা কি হচ্ছে। নাম সংখ্যা ১ বা তার মিত্র ২, ৩, ৪, ৭ কিছু হচ্ছে কিনা।

৪। তারপর জকীর নাম থেকে সংখ্যা বের করতে হবে এবং প্রয়োজনে মালিক বা ট্রেনারের নাম থেকেও সংখ্যা বের করে দেখতে হবে ঐ সব সংখ্যা ১ বা তার মিত্র ২, ৩, ৪ বা ৭ কিছু হচ্ছে কিনা।

৫। যদি দেখা যায় তিনটি ঘোড়া বা দুটি ঘোড়া একটি রেসে শুভ বলে মনে হচ্ছে—তখন যেটি ভাল ফর্মে আছে তাকে ব্যাক করতে হবে।

৬। এসব হিসাব সঙ্গে সঙ্গে করা যায় না। তাই পাকা বই দেখে আগেই হিসাব করে নিয়ে মাঠে ঢুকতে হবে এবং ঢুকে আর মত পাল্টানো চলবে না।

৭। যদি একটা রেসে উইন ও প্লেস দুটিই ব্যর্থ হয়, তবে তার দ্বিগুণ বাজী পরবর্তী শুভ রেসটিতে ধরতে হবে। যে সব রেসে ঠিক শুভ হচ্ছে না, সে সব রেস বাদ দিতে হবে।

এইভাবে মন স্থির করে বাছা বাছা রেস কয়টি খেলতে হবে। অবশ্য সকলে মাথা ঠিক রেখে এভাবে খেলতে পারেন না। অনেকে হয়তো এক পদ্ধতিতে একটি রেসে হেরে গেলে পরের রেসে অন্য পদ্ধতিতে বাছাই করতে যান—ফলে ভুল হয়ে যায়।

যাঁরা নিজে মাঠে যেতে পারেন বা ঝুঁকির মাধ্যমে খেলেন, তাঁদের পক্ষে এভাবে খেলা সম্ভব হবে না। কারণ অনেক সময়ই ঘোড়ার সংখ্যা ইত্যাদি বা জকী মাঠে পাল্টে যায়।

## উপসংহার

আমার এই ছোট গ্রন্থে সংখ্যাতত্ত্ব সম্পর্কে যা আলোচনা করা হলো, তা থেকে বাস্তবে সাফল্য অর্জন করতে হলে, এটি ধীরে ধীরে অভ্যাস করতে হবে।

জ্যোতিষশাস্ত্র যেমন সত্য, তেমনি তার একটি প্রধান ভিত্তি হলো এই সংখ্যাতত্ত্ব। জ্যোতিষশাস্ত্রের সঙ্গে সংখ্যাতত্ত্ব মিলিয়ে বিচার করলে আরো শুভ ফল লাভ করা যায়।

সব শেষে বক্তব্য জ্যোতিষকে ভালবাসতে হলে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিটি খুঁজে বের করতে হবে। এটি যে ডাকিনী বা পিশাচ বিদ্যা নয়, তা বিশ্বাস করতে হবে।

আশা করি আমার পাঠকরা তা করতে সফল হবেন নিশ্চয়ই।

———

# আপনি কবে জন্মেছেন ?

"When You Born ?"

## প্রথম অধ্যায়

## জানুয়ারী মাসে যাঁরা জন্মেছেন

রবি মকরে প্রবেশ করে ২১ ডিসেম্বর। সাতদিন পূর্বতন গ্রহের প্রভাব থাকার দরুন ২৮শে ডিসেম্বর অর্থাৎ আরো সাত দিন গত না হওয়া পর্যন্ত রবি শক্তিশালী হতে পারে না।

২০শে জানুয়ারী পর্যন্ত পূর্ণ শক্তিশালী থাকে এবং তারপর ধীরে ধীরে দুর্বল হতে থাকে এবং পরের ঘর অর্থাৎ কুম্ভের ওপর প্রভাব পড়তে থাকে।

যাঁরা ২০শে জানুয়ারী থেকে ২৭শে জানুয়ারীর মধ্যবর্তী তারিখে জন্মেছেন তাঁদের মধ্যে মকর এবং কুম্ভ এই দুই রাশিরই প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়। এই সময়ের মধ্যে যাঁদের জন্ম হয়েছে তাঁদের মধ্যে অসম্ভব মনের জোর দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু লোকে তাঁদের ভুল বোঝে। এঁরা ভাল ব্যবসায়ী, সরকারী চাকুরে, চিন্তাশীল এবং জ্ঞানী হন। এঁরা দায়িত্ব না পেলে কোন কাজ সুসম্পন্ন করতে পারেন না। পরাধীনতা ভালবাসেন না।। স্বাধীনচেতা এবং উচ্চমনা হন। প্রতিবেশীদের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে পারেন।

এঁরা ধার্মিক যদি নাও হন তবুও এঁদের হৃদয়ে প্রচুর ভক্তি থাকে। সমষ্টিগতভাবে মানুষের কল্যাণ করতে ভালবাসেন। এঁরা হন স্পষ্টবাদী এবং ভাল বক্তা। অনেক সময় ভুল বোঝাবুঝির দরুন অনেক শত্রু বেড়ে যায়। এঁরা নিজেদের দায়িত্ব সম্বন্ধে বেশ সচেতন। এঁদের অন্তর্দৃষ্টি প্রখর থাকে। কিন্তু এঁদের একটি প্রধান দোষ হলো এঁরা অল্পে দমে যান, যার দরুন আত্মবিশ্বাসটা একটু কম হয়ে যায়। এঁরা বাইরে কঠোর, কিন্তু ভিতরে কোমল। কারও দুঃখ দেখলে সহজে অভিভূত হয়ে পড়েন। দান করার ইচ্ছাটা প্রবল থাকে।

বুদ্ধিমান এবং চালাক ব্যক্তিদের এঁরা শ্রদ্ধা করেন; এঁরা অপরের কোন কাজে মাথা গলাতে চান না। জনসাধারণের সঙ্গে যে সব প্রতিষ্ঠান জড়িত সেই সব প্রতিষ্ঠান পরিচালনার কাজে এঁরা পটু হন।

অপরের কাছ থেকে নিন্দা বা বাধা পেলেও সহজে এঁরা চিন্তাশীল বা দার্শনিকদের মতো তা গ্রহণ করে নিতে পারেন। পারিবারিক জীবনে এঁরা সুখ পান না। নিজের সব কিছু সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিসর্জন দিয়ে দুঃস্থ আত্মীয়-স্বজনের দেখাশোনার ভার গ্রহণ করে থাকেন। এঁরা সকল সময় যেন নিঃসঙ্গ বোধ করেন। হয়তো এর দরুনই লোকে এঁদের ভুল বুঝবেন।

### বন্ধুত্ব

এ'দের স্থায়ী এবং শুভ বন্ধুত্ব হয়ে যাঁরা ২১শে ডিসেম্বর থেকে জানুয়ারীর শেষ সপ্তাহের মধ্যে এবং ২০শে এপ্রিল থেকে মে মাসের শেষ সপ্তাহের মধ্যে জন্মেছেন। আর ২১শে জুন থেকে ২৭শে জুলাইয়ের মধ্যে এবং ২১শে আগস্ট থেকে ২৭শে সেপ্টেম্বর-এর মধ্যে যাঁরা জন্মেছেন তাঁদের প্রতি আকর্ষণ থাকবে।

### স্বাস্থ্য

এই সময়ের মধ্যে যাঁরা জন্মেছেন তাঁদের বেশির ভাগ পেটের গণ্ডগোল, বাত, পায়ের কোন রকম অসুখ, লিভার ও দাঁতের অসুখ প্রভৃতি হতে পারে।

### শুভবর্ণ

এ'দের পক্ষে শুভবর্ণ হচ্ছে বেগুনী, লাল, ধোঁয়াটে রং।

### শুভরত্ন

এ'দের সব চেয়ে উপযোগী রত্ন হচ্ছে মুনস্টোন, মুক্তা, এমীথিস্ট্।

## দ্বিতীয় অধ্যায়

## ফেব্রুয়ারী মাসে যারা জন্মেছেন

রবি কুম্ভে প্রবেশ করে ২১শে জানুয়ারী। সাতদিন পূর্বতন গ্রহের প্রভাব থাকে বলে ২৮শে জানুয়ারী আরো সাতদিন গত না হওয়া পর্যন্ত পূর্ণ শক্তিশালী হতে পারে না।

১৯শে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত পূর্ণ শক্তিশালী থাকে। এরপর থেকে ধীরে ধীরে দুর্বল হতে থাকে এবং পরের ঘর অর্থাৎ মীনরাশির ওপর কর্তৃত্ব করতে থাকে।

যাঁরা ২০শে ফেব্রুয়ারী থেকে ২৭শে ফেব্রুয়ারীর মধ্যে জন্মেছেন তাঁদের মধ্যে এই দুই গ্রহের প্রভাবই দেখতে পাওয়া যায়। এ'রা জীবনে বেশির ভাগ সময় নিঃসঙ্গ বোধ করেন। বেশির ভাগ এ'রা অনুভূতিশীল হন। খুব সামান্য ব্যাপারে এ'দের মনে আঘাত লাগে।

এ'দের অন্তর্দৃষ্টি খুব প্রবল হয়। খুব সহজে এ'রা লোক চরিত্র বুঝতে পারেন বলে সহজে সুখী হতে পারেন না। এ'রা লোককে ভালবাসলে তাঁদের জন্য অনেক কিছু করতে পারেন। বাহ্যিক স্নেহ বা মমতা প্রকাশ করা এ'দের স্বভাব বিরুদ্ধ। শত্রুরূপে যাঁদের দেখেন তাঁদের জন্য কোন কিছু করতে এ'রা পিছিয়ে যান না।

এ'দের মস্তিষ্ক প্রায় সব সময়ই উত্তেজিত অবস্থায় থাকে এবং এর দরুন সময় সময় এমন কাজ করে বসেন যার জন্য পরে এ'রা অনুতপ্ত হন।

জনসাধারণের কল্যাণ করা যেন এ'দের স্বভাবসিদ্ধ কাজ এবং প্রয়োজন হলে অপরের জন্য জীবনে অনেক কিছু ত্যাগও করতে পারেন।

এ'রা তর্ক করতে ভালবাসেন এবং নিজের সিদ্ধান্তকে সঠিক বলে ঘোষণা করেন। এ'দের মধ্যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। ব্য সা-বাণিজ্য অতি দক্ষতার সঙ্গে পরিচালনা করতে পারেন। এ'রা নিজের চেয়ে অপরের ভাগ্যবৃদ্ধির সহায়ক হন।

এ'রা জীবনে আঘাত না পেলে নিজস্ব অন্তর্নিহিত প্রতিভার বিকাশ করতে পারেন না। যদি একবার এ'দের প্রতিভার বিকাশ হয় তবে দেখা যায় যে এ'রা নানা দিকে প্রতিভাবান ব্যক্তি হয়ে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকতে পারেন। আর যদি প্রতিভার বিকাশ না হয় তবে চিরতরের জন্য গভীর অন্ধকারে ডুবে থাকেন।

এ'রা যদি সংবেদনশীলতাকে জয় করতে সক্ষম হন তবে এ'দের মনের জোর বাড়িয়ে এমন কাজ নেই যা করতে পারেন না। এ'রা কোন প্রতিষ্ঠানে যদি ঠিকমতো দায়িত্ব পান তবে নিজের প্রতিভার স্ফুরণ করতে পারেন। একবার যদি এ'রা জেগে ওঠেন তবে ইতিহাসের পাতায় এ'দের নাম চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেই।

এ'রা সার্বজনীন ব্যাপারে অর্থাৎ যাত্রা-থিয়েটার, গান-বাজনা প্রভৃতিতে আগ্রহশীল হয়ে থাকেন। এ'দের জনসমাবেশ খুব ভাল লাগে। কিন্তু হাজার লোকের মধ্যে থেকেও এ'রা মনে করেন যেন এ'দের অন্তরের কথা কেউ বুঝতে পারছে না। এ'রা মনে করেন হয়তো সঙ্গীবিহীন জীবন যাপন করছেন।

এ'দের জীবনে মাথা গরম বা উন্মাদ লোকের সংশ্রবে বহুবার আসতে হয়। এ'দের জীবনে একমাত্র দোষ হলো ধাক্কা না খেলে জেগে ওঠেন না। অর্থাৎ সৎ গুণাবলীর বিকাশ হয় না।

### বন্ধুত্ব

এ'দের গভীর বন্ধুত্ব হবে যাঁরা ২১শে মে থেকে ২৭শে জুনের মধ্যে জন্মেছেন। ২১শে সেপ্টেম্বর থেকে ২৭শে অক্টোবর এবং ২৭শে নভেম্বরের মধ্যে যাঁরা জন্মেছেন।

### স্বাস্থ্য

এ'রা বেশির ভাগ পাকস্থলীর রোগে আক্রান্ত হন। কোন শিরা-উপশিরা সংক্রান্ত ব্যাপারেও ভুগতে পারেন। সাধারণ ওষুধে এ'দের রোগ সারে না। যদি শরীরের প্রতি যত্ন না নেন তবে এ'রা মূত্রাশয়, যকৃৎ, উদরী প্রভৃতি রোগে ভুগতে পারেন। এ'দের ন্যাবা, দাঁতে আঘাতজনিত ব্যথা, হাঁটু, মেরুদণ্ডের ব্যথা, পায়ে নানা জায়গায় আঘাতজনিত ব্যথা, দৃষ্টিশক্তির ক্ষীণতা প্রভৃতি রোগে ভুগতে পারেন।

### শুভবর্ণ

এ'দের সবচেয়ে শুভবর্ণ হচ্ছে বেগুনী বা ধোঁয়াটে রং। এইগুলি হচ্ছে সবচেয়ে ভাল রং। বিশেষ কোন দিনে জন্মালে এ'দের সর্বাপেক্ষা শুভবর্ণ কি তা শুভবর্ণের অধ্যায়ে দেখুন।

### শুভরত্ন

এ'দের শুভরত্ন হচ্ছে টোপাজ, মুনস্টোন, স্যাফায়ার।

তৃতীয় অধ্যায়

## মার্চ মাসে যাঁরা জন্মেছেন

রবি মীনে প্রবেশ করে ২০শে ফেব্রুয়ারী। সাতদিন পূর্বতন গ্রহের প্রভাব থাকার দরুন ২৭শে ফেব্রুয়ারী পূর্ণ ফল দিতে পারে না। ২০শে মার্চ পর্যন্ত পূর্ণ শক্তিশালী থেকে ধীরে ধীরে দুর্বল হতে থাকে এবং পরে মেষ-রাশির ওপর কর্তৃত্ব করতে থাকে।

এই সময়ের মধ্যে যাঁরা জন্মেছেন তাঁদের অনুশীলন প্রয়োজন হয় না। এ'রা অতি সহজে ইতিহাস, ভ্রমণ, গবেষণা প্রভৃতিতে জ্ঞান লাভ করে থাকেন। এ'রা উদার হলেও অর্থ সম্বন্ধে একটা দুশ্চিন্তা থাকে এবং ভাগ্য নিয়ে খুব চিন্তা করেন।

এ'দের এই লালসার জন্য অনেকে এ'দের ভুল বোঝেন। অনেক আবার কৃপণ বলেও আখ্যা দেন। এ'রা সাধারণতঃ কথার ঠিক রাখতে পারেন না। অনেককে অর্থ সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়ে এ'রা সময় কালে কথার ঠিক রাখতে পারেন না।

এ'রা উচ্চাভিলাষী হন কিন্তু এ'দের মূল চরিত্রের মূল দুর্বলতা হচ্ছে আত্ম-বিশ্বাসের অভাব। এ'রা মাঝে মাঝে অবসাদগ্রস্ত হন এবং ভাবেন অন্যের দ্বারা নিপীড়িত হচ্ছেন।

এ'রা দায়িত্ব পেলে অপরের কাজ বিশ্বাসের সঙ্গে সম্পন্ন করেন। যে কাজে লাগেন সে কাজ শেষ না করে ছাড়েন না।

এই সময়ের মধ্যে অনেক শিল্পী গায়ক জন্মেছেন যাঁরা একটু নিজের প্রশংসা পেতে ইচ্ছা করেন। এ'রা খুব বিশ্বস্ত হন এবং সমস্ত কাজ দায়িত্বের সঙ্গে সম্পন্ন করে দায়িত্ব-শীলতার পরিচয় দেন।

এ'রা আইন শৃঙ্খলা মেনে চলেন এবং সামাজিক রীতিনীতি মেনে চলেন।

এই সময়ের মধ্যে জন্মালে খুব শক্তিশালী আবার খুব দুর্বল লোকও জন্মাতে দেখা যায়। এ'দের মধ্যে বিলাসপ্রিয়তা দেখা যায়। এ'দের মধ্যে আবার উদাসীনতা এবং অসৎ বন্ধু দ্বারা প্রভাবান্বিত হতে দেখা যায়। এ'দের আবার বেশির ভাগ মাতাল, জুয়াচোর, ধাপ্পাবাজ প্রভৃতি হতে দেখা যায়। আবার এ'দের মধ্যে অনেকের সৎ ভাবে জীবনযাপন করার ইচ্ছা প্রবল থাকে। এ'দের মধ্যে শুভ বা অশুভর পরিবর্তন চট্ করে হয় বলে অনেকে অবাক হয়ে যান। মনের ইচ্ছা প্রবল হলে এ'রা যে কোন রকম ত্যাগ স্বীকার করতে পারেন। এই জন্যই এ'দের মধ্যে দ্বৈত মনোবৃত্তি দেখা যায়।

এ'দের অনুভূতি প্রবল। সমুদ্র এবং নদী-নালা এ'রা খুব ভালবাসেন। বেশির ভাগ এ'রা সমুদ্র ও নদী নালার ধারে বসবাস করতে ভালোবাসেন।

এ'রা বিদেশ থেকে আমদানী-রপ্তানী ব্যবসায়ে খুব কৃতিত্ব দেখাতে পারেন। জাহাজের ক্যাপ্টেন, নাবিক, ভ্রমণপ্রিয় ব্যক্তিরা এই সময় জন্মগ্রহণ করে থাকেন। এ'দের আধিভৌতিক দিকে আকর্ষণ থাকার দরুন অনেকে এ'দের কুসংস্কারাচ্ছন্নর দিকে মন বলে ধারণা করেন। এ'রা রহস্যজনক বস্তু বা দর্শন অনুসন্ধান করতে ভালোবাসেন।

এ'দের কল্পনা শক্তি, দূরদৃষ্টি এবং উদ্ভাবনী শক্তি প্রবল থাকে।

### বন্ধুত্ব

এ'দের সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী বন্ধুত্ব হয় যাঁরা ২১শে জুন থেকে ২৭শে জুলাইয়ের মধ্যে জন্মেছেন। এ'দের কেন্দ্রবিন্দুতে যাঁরা জন্মেছেন তাঁরা হচ্ছেন ২১শে আগস্ট থেকে ২৭শে সেপ্টেম্বর এবং ২১শে অক্টোবর থেকে ২৭শে নভেম্বরের মধ্যে যাঁরা জন্মেছেন।

### স্বাস্থ্য

এ'দের স্নায়বিক দৌর্বল্য, রক্তদুষ্টি, অনিদ্রা, রক্ত চলাচলে ব্যাঘাত, রক্তহীনতা প্রভৃতি রোগ হতে পারে। তাছাড়া আন্ত্রিক গোলযোগ, মাথায় বা পায়ে ব্যথা, বাতের ব্যথা, পিত্তরোগ প্রভৃতি হবার সম্ভাবনা থাকে। এ'দের উজ্জ্বল আবহাওয়া এবং মুক্ত বায়ুতে ভ্রমণ, নিয়মিত ব্যায়াম শরীরের পক্ষে হিতকর হয়। এ'রা ভ্রমণপ্রিয় হন এবং সব সময় একটা কিছু কাজ করতে ভালবাসেন।

### শুভবর্ণ

সব রকমের বেগুনী মেজেন্টা এবং সব রকমের উজ্জ্বল রং শুভ হবে। প্রত্যেক দিনের শুভবর্ণ জানবার জন্য শুভবর্ণের অধ্যায় দেখুন।

### শুভরত্ন

এদের সৌভাগ্যজনক রত্ন হচ্ছে এমিথিস্ট, পান্না এবং পোখরাজ।

## চতুর্থ অধ্যায়

## এপ্রিল মাসে যাঁরা জন্মেছেন

রবি মেষে প্রবেশ করে ২১শে মার্চ। সাতদিন পূর্ববর্তী গ্রহের প্রভাব থাকার দরুন ২৭শে মার্চের আগে পূর্ণ ফল দিতে পারে না। ১৯শে এপ্রিল পর্যন্ত পূর্ণ শক্তিশালী থাকে। তারপর থেকে ধীরে ধীরে দুর্বল হতে থাকে এবং পরে বৃষরাশির ওপর কর্তৃত্ব করতে থাকে।

যাঁরা এই সময়ের মধ্যে জন্মেছেন তাঁদের ইচ্ছা শক্তি অতি প্রবল হয়। দৃঢ় মনোভাবাপন্ন হন। এ'রা যেন সারাজীবন যুদ্ধ করতেই জন্মেছেন। বড় ব্যবসা পরিচালনা, সৈন্যদল গঠন প্রভৃতি বড় বড় কাজে এ'দের প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। এ'রা কোন রকম সমালোচনা পছন্দ করেন না। যুক্তি, প্রত্যক্ষ প্রমাণ ছাড়া এ'রা কোন কিছু বিশ্বাস করেন না।

স্বাধীনভাবে কাজ করতে এ'রা ভালবাসেন। এ'রা সমস্ত কিছুই নিজেদের মত

অনুসারেই করতে ভালবাসেন। কোন কাজে বাধা দিলে এ'রা গণ্ডগোল করে ফেলেন। বিপরীত লিঙ্গের লোক এ'দের বুঝে উঠতে পারে না বলে দাম্পত্য জীবনে অসুখী হন।

এ'রা স্নেহ-মমতার আকাঙ্ক্ষা বেশি করেন এবং সত্যিকারের মানুষ যদি খুঁজে না পান তবে সারা জীবনই বৃথা হয়ে যায়। এ'রা মাথা ঠাণ্ডা করে চললে জাগতিক যে কোন কাজেই সাফল্য লাভ করতে পারেন! এ'রা গোঁয়ার্তুমি বা গর্বিত ব্যবহারের জন্য অনেক সময় নিজেদের সর্বনাশ নিজেরা টেনে আনেন। এ'দের সকল সময় অস্থিরতা ভাব থাকে। সব কিছুতেই এ'রা বাড়াবাড়ি করেন।

এ'রা হন স্পষ্ট বক্তা। সরল চেতার দরুন চাতুর্যের অভাবে অনেক সময় শত্রুর সৃষ্টি করেন।

এ'দের উচ্চাকাঙ্ক্ষা অতি প্রবল। এ'রা জীবনে সাফল্য লাভ করেন এবং অর্থ সঞ্চয় করেন। যদি এ'রা অসৎভাবে চলেন তবে অত্যন্ত অত্যাচারী এবং পাশবিকতার পরিচয় দেন এবং জীবনে অপঘাতে মৃত্যু পর্যন্ত হয়। এ'রা ভবিষ্যৎবাণী করতে ভালবাসেন। এ'রা কর্তৃত্ব করতে ভালবাসেন। জীবনে এ'রা স্নেহ-মমতার ব্যাপারে আঘাত পান বেশি। এ'রা মেয়েদের একদম বুঝতে পারেন না বলেই আচার ব্যবহারে ভুল করে বসেন। এ'রা জীবনে দুর্ঘটনা বা মাথায় আঘাত পান।

## বন্ধুত্ব

এ'দের সবচেয়ে স্থায়ী বন্ধুত্ব হয় যাঁরা ২১শে জুলাই থেকে ২৭শে আগস্ট তারিখের মধ্যে জন্মেছেন। ২১শে নভেম্বর থেকে ২৭শে ডিসেম্বর এবং ত্রিভুজের কেন্দ্রস্থল ২১শে সেপ্টেম্বর থেকে ২৭শে অক্টোবরের মধ্যে যাঁরা জন্মেছেন।

## স্বাস্থ্য

এই সময়ে যাঁরা জন্মেছেন তাঁদের ঘুমের প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি। তাঁরা ব্রেণের কাজ করেন খুব বেশি, যে কারণে এ'দের মাথার যে কোন রকম অসুখ হতে পারে। মাথা ধরা, মাথায় রক্ত উঠে যাওয়া, চোখের রোগ প্রভৃতি হতে পারে। সাধারণতঃ এ'দের মৃত্যু হয় অগ্নি, কোন রকম বিস্ফোরণ প্রভৃতি থেকে। এ সময়ে যাঁরা জন্মেছেন তাঁদের জীবনে কোনদিন অস্ত্রোপচার হয়নি এমন খুব কম দেখা যায়।

## শুভবর্ণ

এ'দের পক্ষে শুভবর্ণ হচ্ছে, সব রকমের লাল। শারীরিক অসুস্থতার সময় নীল বা বেগুনী রং শুভ হয়।

## শুভরত্ন

এ'দের পক্ষে শুভ রত্ন হচ্ছে—চুনী, গার্নেট, রক্ত পাথর।

পঞ্চম অধ্যায়

## মে মাসে যাঁরা জন্মেছেন

রবি মেষ রাশিতে প্রবেশ করে ২০শে এপ্রিল। সাতদিন পূর্বতন গ্রহের প্রভাব থাকার দরুন ২৭শে এপ্রিলের পূর্বে শক্তিশালী হতে পারে না। এরপর ২০শে মে পর্যন্ত পূর্ণ শক্তিশালী হয়ে বর্তমান থাকে। তারপর ধীরে ধীরে শক্তি হারিয়ে পরবর্তী রাশি মিথুনের ওপর কর্তৃত্ব করতে থাকে।

এই সময়ের মধ্যে যাঁরা জন্মেছেন তাঁরা অপরের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারেন, একথাটা তাঁরা নিজেরাও জানেন না। এঁরা হন দৃঢ় প্রতিজ্ঞ এবং এঁদের মত সহজে বদলান যায় না। এই কারণেই অনেকে এঁদের একগুঁয়ে মনে করেন। কিন্তু এঁরা যাঁদের ভালবাসেন তাঁদের কাছে এঁদের চরিত্র কোমল ও নমনীয় বলে মনে হয়। সহ্য শক্তি হয় অপরিসীম। এঁদের ক্লান্তিতে শরীর ভেঙ্গে পড়লেও নিজেদের লক্ষ্যে পেঁছান না পর্যন্ত লক্ষ্যভ্রষ্ট হন না।

এঁদের স্মৃতিশক্তি হয় খুব প্রখর। স্মৃতির পাতায় যা লেখা হয়ে যায় তা সহজে বিস্মরণ হয় না। সাহিত্যিক হিসাবে এঁরা খুব সুনাম অর্জন করতে পারেন। এঁরা আত্মীয়, বন্ধু-বান্ধব নিয়ে আনন্দ করতে খুব ভালবাসেন। এসময়ে যাঁরা জন্মেছেন তাঁরা নারী হন আর পুরুষই হন, তাঁরা যত সহজে অতিথি আপ্যায়ন করে তুষ্ট করতে পারেন তত অন্য কেউ পারে না। এঁদের পরিচালনার ক্ষমতা বেশি থাকে এবং ব্যবসায় দক্ষতা থাকে প্রচুর পরিমাণে। কামনার-বাসনার চেয়ে স্নেহ-মমতাই বেশি পছন্দ করেন।

এঁরা ভালবাসার পাত্রকে তো ভালবাসেনই উপরন্তু শত্রুকেও ভালবাসা দিয়ে জয় করতে চেষ্টা করেন। এঁরা স্পষ্ট বক্তা হন এবং ছল-চাতুরী, প্রতারণা, কপটতাকে ঘৃণা করেন।

এঁদের তাড়াতাড়ি বিবাহ করা উচিত নয়। কারণ এঁদের প্রথম বিবাহ শুভপ্রদ হয় না। এঁরা যদি কেউ অন্যায় করে ক্ষমা চায় তবে সহজেই ক্ষমা করে ফেলেন।

এই একটা চরিত্রের বিশেষ দিক, যা এঁদের সহজে লোকে বোকা বলে ভেবে নেয়। জীবনে এঁদের ঘাড়ে প্রচুর দায়িত্ব এসে পড়ে। এঁরা সহজেই সঙ্গীত, কবিতা এবং শিল্প কলায় পারদর্শী হতে পারেন। কিন্তু অর্থের ব্যাপারে নিস্পৃহ বলে প্রতিভা পরিস্ফুট হয় না। এঁরা অনেক সময় ক্রোধের বশবর্তী হয়ে কোন কিছু করবার পর অনুশোচনা করতে থাকেন। এঁরা অত্যন্ত বিশ্বস্ত এবং দয়ালু বন্ধু হন। এঁরা সরাসরি চাকুরে হিসাবে এবং সৈন্য বিভাগের কর্মকর্তা হিসাবে প্রচুর খ্যাতি অর্জন করতে পারেন। এঁদের ভেতর সৌখীন ফুল-বাগিচা এবং কৃষি কার্য করার প্রবল ইচ্ছা থাকে।

### বন্ধুত্ব

এঁদের শুভ এবং দীর্ঘস্থায়ী বন্ধুত্ব হয়। যাঁরা ২৭শে আগস্ট থেকে ২৭শে সেপ্টেম্বর

এবং ২১শে ডিসেম্বর থেকে ২৭শে জানুয়ারীর মধ্যে যাঁরা জন্মেছেন যেমন ২১শে অক্টোবর থেকে ২৭ নভেম্বরের মধ্যে।

### স্বাস্থ্য

এঁদের সাধারণতঃ স্বাস্থ্য খুব ভালই হয়। তবে মাঝে মাঝে কণ্ঠসংক্রান্ত এবং ফুসফুসের রোগ, গলা ফোলা, টনসিল, ডিপথেরিয়া প্রভৃতি রোগের সম্ভাবনা দেখা যায়। এঁদের আবার মাঝে মাঝে হৃদরোগ, রক্তচাপ, কোষবৃদ্ধি প্রভৃতি রোগও হতে পারে।

### শুভবর্ণ

সবচেয়ে শুভ বর্ণ হয় নীল, লাল। এদের নীল, লাল রং ব্যবহার করা উচিত, কারণ এই রং-এ এঁদের মনে উন্মত্ততা আনে। কখন জন্মালে ঠিক কোন্ রং শুভ হবে তা বর্ণের অধ্যায়ে দেখুন।

### শুভরত্ন

এঁদের সৌভাগ্যসূচক রত্ন হচ্ছে, পান্না, টারকুইজ, ল্যাপিসল্যাজুলি।

## ষষ্ঠ অধ্যায়

# জুন মাসে যাঁরা জন্মেছেন

রবি প্রবেশ করে ২১শে মে মিথুন রাশিতে। সাতদিন পূর্বতন গ্রহের প্রভাব থাকে বলে ২৮ তারিখের আগে পূর্ণ শক্তিশালী হয়ে থাকে। এরপর থেকে সাতদিন ধরে ধীরে ধীরে ক্ষমতাহীন হতে হতে পরবর্তী রাশি কর্কট রাশির ওপর কর্তৃত্ব করতে থাকে।

এই সময়ের মধ্যে যাঁরা জন্মেছেন তাঁদের মানসিকতা হয় দ্বৈত ভাবের। এঁদের বিভিন্ন দিকে আকর্ষণ থাকে। এঁদের বুদ্ধি তীক্ষ্ম, একাগ্রতা কম। এঁদের চট্ করে বোঝা যায় না। কখনও গরম মেজাজ আবার কখনো ভদ্র মেজাজ এই রকম ভাবধারার একমাত্র কারণই হচ্ছে দ্বৈত মনোভাব। প্রতিটি ক্ষেত্রেই এঁদের দ্বৈত মনোভাব প্রকাশ পায়। এঁরা লোকের খুঁত ধরতে ভালবাসেন এবং স্পষ্ট বক্তা হন। মানসিকতা খুব প্রবল হয় এবং বুদ্ধি তীক্ষ্ম হয়।

এঁরা নিজেরাই জানেন না যে সত্যিকারের এঁরা কি করতে চান। উচ্চাকাঙ্ক্ষা, উচ্চপদে আসীন হবার ইচ্ছা এঁদের প্রবল থাকে। এঁরা মিনিটে নিজের বক্তব্য এবং ভাবধারা পাল্টাতে পারেন। এঁরা সব সময় কিছু না কিছু একটা করেন কিন্তু নিয়মমাফিক যা এঁদের হাতে আসে নাই সেটার দিকেই ঝোঁকটা বেশি যায়। অপরের দুর্বলতা এঁদের চোখে সহজেই ধরা পড়ে। এঁরা বক্তা, অভিনেতা, ব্যারিস্টার হতে পারেন। টাকা-পয়সার ব্যাপারে এঁরা খুব সাফল্য লাভ করতে পারেন।

এঁরা কোন সংস্থা বা ভাণ্ডারে দান অপেক্ষা ব্যক্তিকে দান করতে ভালবাসেন। এঁদের শরীরের গঠন খুব মজবুত হয় না। মাথা সরু আর মুখ লম্বা হয়। চোখ দুটো খুব সুন্দর হয়। এদের কোন কাজে মনস্থির করতে খুব বেশি দেরি হয় এই কারণেই কথা রাখা বা কোন কাজ ঠিক সময় মতো করতে পারেন না। অথবা মানসিক দুশ্চিন্তা এঁদের মন দুর্বল করে ফেলে।

যে কাজে চট্ করে হাতে দু-পয়সা আসে সেই কাজ করতে এঁরা খুব পটু হন। এঁরা বন্ধুদের খুব আকর্ষণ করতে পারেন। এঁদের জীবনে অনেক উত্থান-পতনের মধ্যে দিয়ে চলতে হয়।

### বন্ধুত্ব

এঁদের দীর্ঘস্থায়ী এবং শুভ বন্ধু হয় যাঁরা ২১শে সেপ্টেম্বর থেকে ২৭শে অক্টোবরের মধ্যে জন্মেছেন এবং যাঁরা কেন্দ্রে জন্মগ্রহণ করেছেন যেমন ২১শে ডিসেম্বর থেকে ২৭শে ডিসেম্বরের মধ্যে।

### স্বাস্থ্য

এঁদের অন্য অসুখের চেয়ে স্নায়ুমণ্ডলীর অসুখ সব চাইতে বেশি হয়। তাছাড়া হজমে গণ্ডগোল, জিহ্বার জড়তা, ব্রঙ্কাইটিস, নিউমোনিয়া, প্লুরিসি প্রভৃতির রোগ হতে পারে।

### শুভবর্ণ

এঁদের শুভ বর্ণ হচ্ছে, রুপালী, চকচকে সাদা এবং সব রকম জ্বলজ্বলে রং। ঠিক রংয়ের জন্য বর্ণের অধ্যায় দেখুন।

### শুভরত্ন

এঁদের শুভ রত্ন হচ্ছে সাদা কর্ণেলিয়ান, পোখরাজ, হীরক এবং সব রকম চকচকে বর্ণের রত্ন।

## সপ্তম অধ্যায়

# জুলাই মাসে যাঁরা জন্মেছেন

রবি কর্কট রাশিতে প্রবেশ করে ২১শে জুন। সাতদিন পূর্বতন গ্রহের প্রভাব থাকার দরুন ২৮শে জুনের পূর্বে শক্তিশালী হতে পারে না। ২০শে জুলাই পর্যন্ত পূর্ণ শক্তিশালী থাকে। এরপর ধীরে ধীরে শক্তিহীন হতে হতে পরবর্তী রবি সিংহের ওপর কর্তৃত্ব করতে থাকে।

এই সময়ের মধ্যে জন্মালে এঁদের চট্ করে বুঝে উঠা মুস্কিল। এদের গৃহের প্রতি গভীর আকর্ষণ থাকে কিন্তু প্রকৃতিগতভাবে এঁরা চঞ্চল হন। বেশিদিন এক জায়গায় মন টেঁকে না। গৃহে একটু অশান্তি লেগেই থাকে। কিন্তু তবুও দাম্পত্য জীবনে এঁরা সুখী। অর্থ সঞ্চয় করতে খুব ভালবাসেন। এঁদের জীবনের প্রথম দিকটায় উঠা পড়ার মধ্যে দিয়ে চলতে হয়। এঁদের চট্ করে বড় লোক হবার জন্য ফাট্কা খেলার দিকে একটা ঝোঁক থাকে। কিন্তু কার্যকালে তা সফল হয় না। এঁরা ব্যবসাতে বিশেষভাবে সাফল্য লাভ করেন।

এঁরা কঠিন পরিশ্রমী এবং অধ্যাবসায়শীল কিন্তু ভাগ্য এঁদের সুযোগ করে দেয় না। শুভ বা অশুভ যাই হোক না কেন অপ্রত্যাশিতভাবে এঁদের কাছে চলে আসে। কল্পনাশক্তি অতি প্রবল। এঁরা বেশির ভাগ শিল্পী, গায়ক, লেখক হয়ে থাকেন। এঁদের হৃদয় হয় স্নেহ-মমতা পূর্ণ। কেউ এঁদের ওপর কর্তৃত্ব করুক সেটা চান না। যাঁর অধীনে এঁরা কাজ করেন তাঁদের ফাঁকি দেন না। নিজের সুখ-সুবিধার চেয়ে অপরের সুখ-সুবিধার দিকে বেশি নজর থাকে।

এঁরা খুব অনুভূতিপ্রবণ। কেউ এঁদের ভুল বুঝলে অমনি কাজ কর্ম ছেড়ে দিয়ে দুশ্চিন্তা করতে বসেন। এঁরা বেশি প্রশংসা চান। যে কোন রহস্যজনক বস্তুর ওপর এঁদের ঝোঁক থাকে।

কাঁকড়ার মতই এঁদের কখন অগ্রসর, কখন পশ্চাদ্‌পসরণ করা চরিত্রের একটা ভাবধারা থাকে। এরা খ্যাতির উচ্চশিখরে পেঁছিান। কিন্তু গার্হস্থ্য জীবনে অনেক রকম বাধা-বিঘ্নের মধ্যে চলতে হয়। অপরের মঙ্গলের জন্য অনেক বড় বড় আদর্শের পথ দেখান কিন্তু তাতে যদি বাধা পান তবে মনে খুব দুঃখ পান।

## স্বাস্থ্য

এঁদের পেটের রোগ বেশি হয়। এছাড়া উদরী, শিরায় রক্ত চলাচলের ব্যাঘাত এবং পায়ের পাতা সম্বন্ধে কোন রোগ হবার সম্ভাবনা। খাদ্য দ্রব্যের মধ্যে এঁদের অনেক কিছু বেছে খাওয়া উচিত। মাছের মধ্যে সোল মাছ খাওয়া উচিত নয়।

## বন্ধু

এঁদের শুভ এবং দীর্ঘস্থায়ী বন্ধু হবে যাঁরা ২১শে জুন থেকে ২৭শে জুলাই এবং ২১শে অক্টোবর থেকে ২৭শে নভেম্বর জন্মেছেন। ১৯শে ফেব্রুয়ারী থেকে ২৭শে মার্চ অর্থাৎ ত্রিভুজের কেন্দ্রে যাঁরা আছেন অর্থাৎ ২৫শে ডিসেম্বর থেকে ২৭শে জানুয়ারী পর্যন্ত। (জীবনের ত্রিভুজ দেখুন)।

## শুভবর্ণ

এঁদের মঙ্গলজনক বর্ণ হচ্ছে সব রকম সবুজ, মাখনের মত রং (ক্রীম কালার) এবং সাদা।

**শুভরত্ন**

এঁদের শুভ রত্ন হচ্ছে, মুক্তা, হীরক, ওপ্যাল, বৈদূর্যমণি এবং মুনস্টোন

## অষ্টম অধ্যায়

# আগস্ট মাসে যাঁরা জন্মেছেন

রবি সিংহ রাশিতে প্রবেশ করে ২৫শে জুলাই। সাতদিন পূর্বতন গ্রহের প্রভাব থাকার দরুন ২৮শে জুলাইয়ের আগে পূর্ণ শক্তিশালী হতে পারে না। এরপর থেকে ২৩শে আগস্ট পর্যন্ত পূর্ণ শক্তিশালী হয়ে বর্তমান থাকে। এরপর থেকে ধীরে ধীরে শক্তি হারাতে হারাতে, পরবর্তী রাশি কন্যার ওপর কর্তৃত্ব করতে থাকে।

এই সময়ের মধ্যে যাঁরা জন্মেছেন তাঁরা সকল সময় মাথা উঁচু করে থাকতে চান। অর্থাৎ যাঁরা প্রবল ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন তাঁদের প্রতি আকৃষ্ট হন। এঁরা অপরের দুঃখ দেখলে সমবেদনা জানান। অপরের ভুল ত্রুটি সহজে ক্ষমা করে নেন। এঁরা বিশ্বাস-ঘাতকতাকে এবং প্রতারণাকে মনে প্রাণে ঘৃণা করেন।

এঁরা অত্যন্ত সত্যবাদী এবং সাধু প্রকৃতির হন। এই কারণেই অনেক সময় এঁরা প্রতারিতও হন। অর্থভাগ্য এঁদের ভাল হয়। নেতা হিসাবে অপরকে উৎসাহিত করার শক্তি এঁদের থাকে। নেপোলিয়ান বোনাপার্ট এই সময় জন্মেছিলেন। এঁরা সহস্র বিপদকে পায়ে ঠেলে এগিয়ে চলতে পারেন। এঁরা উচ্চমনা, উদার, স্বাধীনচেতা হন।

এঁরা অত্যন্ত স্থির এবং কষ্টসহিষ্ণু কিন্তু উত্তেজিত হলে ঠিক সিংহের মতই ঝাঁপিয়ে পড়েন। স্পষ্টবাদিতার জন্য এঁরা শত্রুর সৃষ্টি করেন। ইচ্ছাশক্তি প্রবল, কর্তব্যকর্মে নিষ্ঠা এঁদের অপরিসীম। বড় বড় সৈনিক, আর্থিক উপদেষ্টা এবং বড় বড় জননেতা এই সময়ে জন্মগ্রহণ করেছেন।

এঁরা বিষাদময় এবং স্বেচ্ছাচারী জীবন-যাপন করে থাকেন।

**বন্ধুত্ব**

এ সময়ে যাঁরা জন্মেছেন তাঁদের সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী বন্ধুত্ব হবে যাঁরা ২১শে মার্চ থেকে ২৭শে এপ্রিলের মধ্যে জন্মেছেন। এঁদের সবচেয়ে প্রিয় মানুষ হবেন যাঁরা ২১শে জানুয়ারী থেকে ২৮শে ফেব্রুয়ারীর মধ্যে জন্মেছেন ও ২১শে নভেম্বর থেকে ২৭শে ডিসেম্বর-এর মধ্যে জন্মেছেন।

**স্বাস্থ্য**

এঁদের হৃদযন্ত্রের দুর্বলতা, মূর্চ্ছা, বুক ধড়ফড়ানি, কানে এবং মাথায় ব্যথা, মূত্রাশয়ের কষ্ট এবং পায়ে আঘাত প্রভৃতি হয়।

### শুভবর্ণ

এঁদের সর্বাপেক্ষা শুভবর্ণ হচ্ছে, হলদে রং, কমলা রং, হালকা সবুজ রং এবং সাদা। প্রতি দিনকার শুভ রং অধ্যায় দেখুন।

### শুভরত্ন

এঁদের সবচেয়ে শুভ রত্ন হচ্ছে টোপাজ, এ্যাম্বার, চুনী এবং গোল্ডস্টোন।

## নবম অধ্যায়

# সেপ্টেম্বর মাসে যাঁরা জন্মেছেন

রবি কন্যা রাশিতে প্রবেশ করে ৩১শে আগস্ট। সাতদিন পূর্বতন রাশির প্রভাব থাকে বলে ২৯শে আগস্টের আগে পূর্ণ শক্তিশালী হতে পারে না। ২৬শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত পূর্ণ শক্তিশালী থেকে ধীরে ধীরে শক্তি হারাতে হারাতে পরবর্তী রাশির ওপর কর্তৃত্ব করতে থাকে।

যাঁরা এসময়ের মধ্যে জন্মেছেন তাঁরা বেশির ভাগ জীবনে সাফল্য লাভ করে থাকেন। এঁরা দেখেশুনে লোকের সাথে মেলামেশা করেন। এঁদের বুদ্ধি হয় অতি তীক্ষ্ম। এঁদের বিবেচনা শক্তি প্রবল কাজেই এঁরা সহজে প্রতারিত হন না। সব কিছুতে বিচার-বিশ্লেষণ করে সুচিন্তাধারা নিয়ে কাজ করতে ভালবাসেন।

এঁরা সাহিত্যের ভালো সমালোচক হন। অপরের দুর্বলতাগুলি সহজে ধরতে পারেন। স্মৃতিশক্তি হয় অতি প্রবল। স্বাধীনভাবে ব্যবসা করার চেয়ে অপরের অধীনে কাজ করা পছন্দ করেন। নিজেদের পোশাক সম্বন্ধে অতিমাত্রায় সচেতন থাকেন।

এঁদের দোষের মধ্যে হচ্ছে নিজের ধারণার মধ্যে স্থিতিশীল থেকে নিজের লক্ষ্যবস্তুর দিকে এগোতে থাকেন এবং নিজে বড় স্বার্থপর হয়ে যান। সব সময় এঁদের মধ্যে একটা উপস্থিত বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায় এবং কঠোর পরিশ্রমী ও আত্মবিশ্বাসী হন। এঁদের সব রকম পথে রোজগার করার ইচ্ছা থাকে এবং চেষ্টা করেন। জীবনের প্রথম ভাগে এঁরা অত্যন্ত ধার্মিক এবং পবিত্র মন নিয়ে চলেন।

এঁদের অতি তীক্ষ্ম বুদ্ধি থাকার দরুন নিজের যে কোন দোষ চট্ করে ঢেকে ফেলতে পারেন।

### স্বাস্থ্য

এঁদের স্বাস্থ্য সবচেয়ে ভাল হয়। কিন্তু রোগের ব্যাপারে অতি খুঁতখুঁতে মন হয়। মনে হয় এই বোধহয় কোন রোগ হলো। খাদ্যের দিকেও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার

উপর লক্ষ্য থাকে। এঁদের উপর পারিপার্শ্বিকের প্রভাব বিস্তার করে খুব বেশি। মাঝে মাঝে এঁদের পরিপাক শক্তির ব্যাঘাত ঘটে।

মাঝে মাঝে কোষ্ঠবদ্ধতা রোগে ভোগেন এঁরা। ফুসফুসের কোন প্রকার রোগ হতে পারে। শরীরের যে কোন জায়গায় বাতের ব্যথা হতে পারে। এঁদের সূর্যের আলো এবং মুক্ত বায়ু স্বাস্থ্যের জন্য বিশেষ প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এঁরা ইচ্ছা করলে যৌবনকে অনেক দিন পর্যন্ত ধরে রাখতে পারেন। এঁদের কোন রকম নেশা করা উচিত নয়।

### বন্ধু

এঁদের সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী এবং শুভ বন্ধু হলো যাঁরা ২০শে এপ্রিল থেকে ২৭শে জুন জন্মেছেন। এঁদের অতি প্রিয় মানুষ যাঁরা ১৯শে ফেব্রুয়ারী থেকে ২৭শে মার্চ এবং ২১শে ডিসেম্বর থেকে ২৭শে জানুয়ারীর মধ্যে জন্মেছেন।

### শুভবর্ণ

এঁদের শুভ এবং মঙ্গলজনক বর্ণ হচ্ছে ধোঁয়াটে রং, রুপোলী রং। ( বর্ণের অধ্যায়ে দেখুন )।

### শুভরত্ন

এঁদের শুভরত্ন হচ্ছে, হীরা, পান্না।

## দশম অধ্যায়

# অক্টোবর মাসে যাঁরা জন্মেছেন

রবি তুলা রাশিতে প্রবেশ করে ২১শে সেপ্টেম্বর। কিন্তু সাত দিন পূর্বতন রাশির প্রভাব থাকে বলে ২৮ তারিখের আগে পূর্ণ শক্তিশালী হতে পারে না। অক্টোবরের ২০ তারিখ পর্যন্ত পূর্ণ শক্তিশালী হয়ে থাকার পর ধীরে ধীরে শক্তিহীন হতে হতে পরবর্তী রাশি বৃশ্চিক রাশির ওপর কর্তৃত্ব করতে থাকে।

এই সময়ের মধ্যে যাঁরা জন্মেছেন তাঁদের চিন্তাধারার ভেতর একটা স্পষ্ট ব্যক্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। এঁরা সহজে মন স্থির করতে পারেন। দূরদৃষ্টি হয় প্রবল এবং চট্ করে ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারেন। আধিভৌতিক জগতের প্রতি এঁদের আকর্ষণ প্রবল হয়। এঁরা এত যুক্তিবাদী হন যে সমস্ত কিছুই যুক্তি তর্কের মধ্যে আনতে চান।

জুয়া এবং ফাটকা খেলায় অনেক টাকা উপার্জন করতে পারেন। অনেক উত্থান-

পতনের মধ্যে দিয়ে এঁদের চলতে হয়। এঁদের মধ্যে অনেকেই উকিল, জজ, ব্যারিস্টার হয়ে সুনাম অর্জন করতে পারেন। এঁরা কোন গবেষণা কার্য করে প্রতিভার পরিচয় দেন। এমনকি আজীবন বিদ্যার্জনের জন্য কাটিয়ে দিতে পারেন।

এঁরা যে সমস্ত কাজে গভীর চিন্তাশীলতা এবং বিবেচনা শক্তির দরকার হয় সেই সব কাজ করতে ভালবাসেন। সে সব কাজে এঁরা কৃতকার্যও হন।

বিবাহিত জীবনে খুব কম সুখী হন এঁরা। স্নেহ-মমতার ব্যাপারে এঁরা ওজন করে চলেন এবং সেই কারণে মনে আঘাতও পান।

### স্বাস্থ্য

এই সময়ে যাঁরা জন্মেছেন তাঁদের সবচেয়ে স্নায়ুঘটিত অসুখ বেশি হয়। পিঠে ব্যথা এবং বেশির ভাগ সময় মাথার যন্ত্রণায় কষ্ট পান। চর্মরোগ এবং মেয়েরা আভ্যন্তরিক প্রদাহে ভুগতে পারেন। এঁদের অস্ত্রাঘাতের সম্ভাবনা থাকে।

### বন্ধুত্ব

এঁদের সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী বন্ধুত্ব হবে যাঁরা ২১শে জানুয়ারী থেকে ২৭শে ফেব্রুয়ারী এবং ২১শে মে থেকে ২৭শে জুনের মধ্যে জন্মেছেন। এঁদের সবচেয়ে প্রিয় মানুষ হবেন যাঁরা ২১শে মার্চ থেকে ২৭শে এপ্রিলের মধ্যে জন্মেছেন।

### শুভবর্ণ

এঁদের শুভবর্ণ হচ্ছে নীল, বেগুনী, মেজেণ্টা। ঠিক কোন্‌দিন জন্মালে কোন্‌ রং শুভ হবে তা বর্ণ অধ্যায়ে দেখুন।

### শুভরত্ন

এঁদের শুভ রত্ন হচ্ছে ওপ্যাল এবং মুক্তা।

## একাদশ অধ্যায়

# নভেম্বর মাসে যাঁরা জন্মেছেন

রবি বৃশ্চিক রাশিতে প্রবেশ করে ২১শে অক্টোবর। সাতদিন পূর্বতন গ্রহের প্রভাব থাকে বলে ২৮শে অক্টোবরের আগে পূর্ণ শক্তিশালী হতে পারে না। এরপর থেকে ২০শে নভেম্বর পর্যন্ত পূর্ণ কর্তৃত্ব করতে থাকে। তারপর ধীরে ধীরে শক্তিহীন হতে হতে আগত ধনু রাশির ওপর কর্তৃত্ব করতে থাকে।

এ সময়ের মধ্যে যাঁরা জন্মগ্রহণ করেছেন তাঁরা একটু হেঁয়ালী ধরনের হন। এঁরা প্রায় ২০ বছর বয়স পর্যন্ত অত্যন্ত পবিত্রমনা, ধার্মিক প্রকৃতির হন। কিন্তু যদি এঁদের স্বভাব একবার পাল্টে যায় তবে একেবারে বিপরীত হয়ে যান।

এই সময়ের মধ্যে অনেক বড় বড় সাধু-সন্ন্যাসী জন্ম গ্রহণ করেন। এঁরা হন খুব ভাবপ্রবণ। এঁদের আকর্ষণ শক্তি থাকে প্রবল। এঁরা যুক্তি তর্ক ভালবাসেন। এঁদের বর্ণনাশক্তি অতি প্রবল এবং বহুমুখী প্রতিভা থাকে। এঁদের সবচেয়ে বড় দোষ হচ্ছে সব শ্রেণীর লোকেদের সঙ্গে মিশে যেতে পারেন। সাধারণত এঁরা দ্বৈত জীবন-যাপন করে থাকেন। এঁরা রাজনীতি ক্ষেত্রে গেলে মেধা এবং তীক্ষ্ম বুদ্ধির পরিচয় দিতে পারেন। এঁরা অপরের পরামর্শদাতা হিসাবে সুনাম অর্জন করতে পারেন। এঁদের মধ্যে দীর্ঘসূত্রিতা বেশি দেখতে পাওয়া যাক্ত। সংগঠন শক্তি প্রবল হয়।

যৌনতা এঁদের মধ্যে অতি প্রবল। এঁরা যদি অতিকামুতা সংযত না করতে পারেন তবে কামোন্মাদনা রোগে সারাজীবন ভোগেন। এঁরা একটু দার্শনিক প্রকৃতির মন এবং বিশ্লেষণী শক্তি প্রবল হয়।

এঁদের ছোট বেলায় অনেক বিপদ-আপদের মধ্যে দিয়ে এবং নিঃসঙ্গভাবে জীবন কাটাতে হয়।

## স্বাস্থ্য

এসময়ে যাঁরা জন্মেছেন তাঁরা ছোটবেলায় ক্ষীণকায় এবং দুর্বল হন। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশ মোটা হতে থাকেন। পুরুষ এবং মহিলা উভয়েরই যৌনাঙ্গ সংক্রান্ত রোগ হয়। এঁদের হৃৎপিণ্ডের রোগও হতে পারে। এঁদের খুব বেশি খাটাখাটনি করে হার্টকে সবল রাখা উচিত।

## বন্ধুত্ব

এঁদের সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী বন্ধুত্ব হবে যাঁরা ২১শে জুন থেকে ২৭শে জুলাইয়ের মধ্যে জন্মেছেন। ১৯শে মার্চ থেকে ২০শে মার্চ এবং জীবনের ত্রিভুজ অর্থাৎ যাঁরা এপ্রিলের ২০ তারিখ থেকে ২৭শে মের মধ্যে জন্মেছেন।

## শুভবর্ণ

এসময়ে যাঁরা জন্মগ্রহণ করেন তাঁদের পক্ষে সবচেয়ে শুভবর্ণ হচ্ছে ঘোর লাল রং এবং নীল রং। কোন্‌টি এদের উপযোগী হবে তা দেখার জন্য বর্ণের অধ্যায়ে দেখুন।

## শুভরত্ন

এঁদের সবচেয়ে শুভরত্ন হলো টারকুইজ, চুনী বা লাল পাথর।

## দ্বাদশ অধ্যায়

# ডিসেম্বর মাসে যাঁরা জন্মেছেন

রবি ধনুতে প্রবেশ করে ২১শে নভেম্বর। সাতদিন পূর্বতন গ্রহের প্রভাব থাকার দরুন ২৮শে নভেম্বরের পূর্বে পূর্ণ শক্তিশালী হতে পারে না। এরপর থেকে ২০শে ডিসেম্বর পর্যন্ত পূর্ণ শক্তিশালী হয়ে থাকে। এরপর থেকে ধীরে ধীরে দুর্বল হতে হতে পরবর্তী রাশি মকরের ওপর কর্তৃত্ব করতে থাকে।

এই সময়ের মধ্যে যাঁরা জন্মেছেন তাঁরা কর্তৃত্বপ্রবণ, নির্ভয় এবং আত্মবিশ্বাসী হয়ে থাকেন। এঁরা হন স্পষ্টবাদী এবং অন্যায়কে সহ্য করতে পারেন না। এঁরা যে কাজে হাত দেন সে কাজ সমাপ্ত না করে ছাড়েন না। এঁরা অত্যন্ত কর্মঠ এবং পরিশ্রমী হন। প্রতারণা পছন্দ করেন না। এঁরা কথার মাধ্যমে লোকের সত্যি মুখোসটা খুলে দেন। চট্ করে লোককে বিশ্বাস করতে পারেন না কারণ প্রতারণাকে এঁরা ভয়ানক ভয় করেন।

এঁরা সবসময় এবং সব কাজে উৎসাহ প্রকাশ করেন। নিজের নাম যশটা খুব পছন্দ করেন। নিজের নাম যশের দরুন দরকার হলে এঁরা টাকা-পয়সাও খরচ করতে রাজি থাকেন। সঙ্গীত, যাত্রা, থিয়েটার এঁরা ভালবাসেন।

এসময়ের মধ্যে যাঁরা জন্মেছেন তাঁরা ঝোঁকের মাথায় বিয়ে করে আজীবন মনস্তাপ করতে থাকেন। এই সময়ে যে সব মহিলারা জন্মেছেন তাঁরা নিজেদের সন্তানদের কঠোর শৃঙ্খলার মধ্যে জীবন গড়তে শেখান।

### স্বাস্থ্য

এঁদের মধ্যে বাতের প্রবণতা বেশি থাকে। তাছাড়া কণ্ঠ, ফুস্‌ফুস্, ফোঁড়া, কারবাংকল, চর্মরোগ প্রভৃতি হতে পারে। স্নায়বিক দুর্বলতা, সাইটিকা, পক্ষাঘাত প্রভৃতি রোগও হতে পারে।

### বন্ধুত্ব

এঁদের সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী বন্ধুত্ব হবে যাঁরা ২১ মার্চ থেকে ২৭শে এপ্রিল এবং ২১শে জুলাই থেকে ২৭শে আগস্টের মধ্যে জন্মেছেন। জীবনের ত্রিভুজের কেন্দ্র-২১শে মে থেকে ২৮শে জুনের মধ্যে যাঁরা জন্মেছেন।

### শুভবর্ণ

সবচেয়ে শুভবর্ণ হলো বেগুনী, হাল্কা, রং, ঘোর ও চক্‌চকে রং। বর্ণের অধ্যায়ে বিশেষ বর্ণনা পাওয়া যাবে।

### শুভরত্ন

এঁদের মঙ্গলজনক রত্ন হচ্ছে এমিথিস্ট, পোখরাজ, রক্তমুখী নীলা এবং হলদে রং-এর পাথর।

## ত্রয়োদশ অধ্যায়

# জন্মদিনের সঙ্গে সংখ্যার যোগাযোগ

আমার দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর করে যা আমি লিখছি—যে কোন লোকের মধ্যে ভালবাসা বা বন্ধুত্ব সংখ্যাতত্ত্বের সাহায্য নিয়ে যে কোন লোক বুঝতে পারবেন। অনেকে হয়তো ভাবতে পারেন যে, এটা হয়তো ভাঁওতা কিন্তু তা নয়, এর মধ্যে একটা সত্য নিহিত আছে। একটু পরীক্ষা করলেই তা বুঝতে পারবেন।

### সংখ্যা নয়টি

আমাদের এটা জেনে রাখা উচিত যে সংখ্যা মাত্র নয়টি। বিজ্ঞান বা গণনার ভিত্তিতে সংখ্যা হচ্ছে ১ থেকে ৯ পর্যন্ত। অন্যান্য সংখ্যা এগুলির পুনরাবৃত্তি। এর উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে ১০ নম্বর সংখ্যায় ১-এর সঙ্গে ০ যোগ হয়েছে। তেমনি ১১ হচ্ছে ১ এবং ১-এর যোগফল ২। তেমনি ১২ হচ্ছে ৩, ১৩ হচ্ছে ৪ এইগুলি হচ্ছে সংখ্যাতত্ত্বের প্রধান ভিত্তি।

এর আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা হচ্ছে যে কোন মানুষ জন্ম গ্রহণ করে সাতটি সৃষ্টিধর্মী গ্রহের সাহায্যে। এই সাতটি গ্রহ ছাড়াও আরও দুটি গ্রহ আছে, যার নাম ইউরেনাস ও নেপচুন। এই গ্রহ দুটি মন বা আত্মার ওপর কর্তৃত্ব করে।

অনেক দিন ধরে রবি এবং চন্দ্রকে দুটি গ্রহের ওপর কর্তৃত্ব করতে দেখা যায়। সেই কারণেই এই দুটি গ্রহই দুটি করে সংখ্যার ওপর কর্তৃত্ব করে। উদাহরণ স্বরূপ ঃ—রবি ( ১—৪ ) চন্দ্র ( ২—৭ ) বা এই গ্রহগুলি এইভাবে সংখ্যার ওপর প্রভাব বিস্তার করে যেমন, রবি—১, চন্দ্র—২, বৃহস্পতি—৩, ইউরেনাস্—৪, বুধ—৫, শুক্র—৬, নেপচুন—৭, শনি—৮, মঙ্গল—৯।

এইভাবে নয়টি সংখ্যার তত্ত্ব জানতে পারলে মানব জীবনের ভবিষ্যত সম্বন্ধে জানতে পারা রায়।

### জন্মদিন সম্বন্ধে কিছু জ্ঞাতব্য বিষয়

সংখ্যাতত্ত্ব সম্বন্ধে ভাল করে বুঝতে পারলেই পাঠকেরা আমি জন্মদিন সম্বন্ধে যা বলছি তা উপলব্ধি করতে পারবেন। বৎসরের যে কোন সময়েই জন্মগ্রহণ করে থাকুন না কেন তাঁদের মধ্যে এক অদ্ভুত মিল থাকবে যদি তাঁদের জন্ম সংখ্যা এক হয়।

স্বরূপ বলছি—যদি কেউ ১লা, ১০ই, ১৯শে এবং ২৮ তারিখের মধ্যে অন্যান্য তারিখের লোকদের চেয়ে এই তারিখগুলিতে যাঁরা জন্মেছেন তাঁদের মিল হবে অনেক বেশি। শুধু ব্যতিক্রম হচ্ছে যাঁরা রবি এবং চন্দ্রের সংখ্যায় জন্মেছেন—যেমন রবি ১—৪ এবং চন্দ্র ২—৭। এঁদের প্রত্যেকেই বন্ধু হবেন। কিন্তু অন্যান্য সংখ্যাগুলি নিজের ঘরের লোকের মতই আকর্ষণ করবে।

### প্রীতি বা ভালবাসা

যদি একই সংখ্যার গ্রহের মনের ওপর আধিপত্য করে এবং বিশেষ বিশেষ দিনে যাঁরা জন্মগ্রহণ করেছেন তাঁদের মধ্যে মিল বা ভালবাসা এবং চিন্তাধারার মধ্যে একটা সুন্দর সামঞ্জস্য এনে দেয়। তবে এই প্রীতি বা ভালবাসা শারীরিক অপেক্ষা মানসিক বেশি হয়। কিন্তু শারীরিক আকর্ষণ বেশি হয় যদি বিশেষ' বিশেষ ব্যক্তিরা জন্মগ্রহণ করে থাকেন।

যদি সংখ্যাও পরস্পরের প্রতি সংবেদনশীল হয় তাহলে শারীরিক এবং মানসিক দুই আকর্ষণ বন্ধনকে চিরজীবন অবিচ্ছেদ্য করে রাখে। এ থেকেই আমরা বুঝতে পারি চিরদিন যে ভুল প্রবাদটা শুনে আসছি—তা একেবারেই মিথ্যা। সে প্রবাদটা হলো "বিবাহ ভগবানের দ্বারা স্থিরীকৃত"। এইরূপ বিবাহ সত্যি কথা বলতে কি ভগবানের দ্বারাই ঠিক হয় তবে তা গ্রহ এবং জন্ম সময় পরস্পরের মধ্যে ভালবাসার সঞ্চার করে।

## চতুর্দশ অধ্যায়

# জীবনের ত্রিভুজ

মাসের যে কোন তারিখে জন্মগ্রহণ করুন না কেন যদি ঐ একই তারিখে কোন পুরুষ বা মহিলা জন্মগ্রহণ করেন তবে তাঁদের উভয়ের প্রতি উভয়ের সহানুভূতি এবং আকর্ষণ থাকবে। উদাহরণ দিয়ে বলা যেতে পারা যায়।

যাঁরা যে কোন মাসের ১লা তারিখে জন্মগ্রহণ করেছেন আর যাঁরা যে কোন মাসের ১লা, ১০ই, ১৯শে, ২৮শে তারিখে জন্মগ্রহণ করেছেন তাঁদের প্রতি আকর্ষণ থাকবে। পূর্বেই বলা হয়েছে রবি এবং চন্দ্র দুটি সংখ্যার ওপর আধিপত্য করে। যেমন রবি (১—৪) এবং চন্দ্র (২—৭) পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল। একক সংখ্যা হিসাবে যদি ধরা যায় যেমন যদি কেউ ২ তারিখে জন্মগ্রহণ করেছেন, আর যাঁরা ৭, ১১, ১৬, ২০, ২৫, ২৯ তারিখে জন্মগ্রহণ করেছেন, এঁরা একক সংখ্যা হিসেবে ২ এবং ৭ সংখ্যা।

যাঁরা রবির সংখ্যায় জন্মগ্রহণ করেছেন তাঁদের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে থাকেন যাকে রবির সংখ্যা বলে যেমন ১লা, ৪, ১০, ১১, ১৯, ২২, ২৮ এবং ৩১ এগুলো পূর্বে যা বোঝানো হয়েছে সবগুলোরই একক সংখ্যা ১ এবং ৪।

১২টি মাসকে ৪টি ত্রিভুজ দ্বারা ভাগ করা হয়েছে এবং বর্ণনা করা হয়েছে।

মানুষের জীবন ধারণের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় ৪টি বিষয়কে নির্দেশ করে। এই ৪টি বিষয় না থাকলে মানুষ জীবন ধারণ করতে পারতো না। এই ৪টি বিষয় বা জিনিষ হলো —অগ্নি, জল, বায়ু ও পৃথিবী।

### অগ্নি ত্রিভুজ

৩১শে মার্চ থেকে ৩০শে এপ্রিলকে সবচেয়ে ওপরে রাখতে হবে। ২১শে জুলাই থেকে আগস্ট পর্যন্ত দ্বিতীয় বিন্দুতে বাঁ বাহুর দিকে রাখতে হবে এবং ২১শে নভেম্বর থেকে ২০শে ডিসেম্বর পর্যন্ত তৃতীয় বিন্দু ডান বাহুতে রাখতে হবে এইভাবে অগ্নিমিত্রদের ঠিক জায়গায় পাবেন।

আপনার ত্রিভূজের রেখাগুলি যদি সমান হয়ে থাকে এবং আপনি যদি প্রত্যেক শীর্ষ স্থান থেকে তলদেশ পর্যন্ত কেন্দ্রে একটি রেখা টেনে দেন তবে তা সমান দূরে অবস্থান করবে বছরের ওই দুই ভাগের প্রত্যেক বিন্দুতে। এইভাবে আমরা যাকে প্রেম বা প্রীতি কেন্দ্র বলে আখ্যা দিচ্ছি তা পাবেন যা নিয়ম মাফিক সমান সহানুভূতিশীল চরিত্র হিসাবে একেবারে বিপরীত।

আর যদি দেখেন এই চারটি বিভাগে যাঁরা জন্মেছেন তাঁরা যদি সহানুভূতিশীল সংখ্যায় জন্মগ্রহণ করেছেন তবে দৈহিক এবং মানসিক দুয়ের এক অদ্ভুত যোগাযোগ তাঁদের মধ্যে দেখতে পাওয়া যাবে।

### জল ত্রিভুজ

জল ত্রিভুজ এইভাবে তৈরী হয়ে থাকে। ২১শে জুন থেকে ২০শে জুলাই ওপরে রাখতে হবে। ২১শে অক্টোবর থেকে ২০শে নভেম্বর নীচে বাঁ কোণে রাখতে হবে এবং ১৯শে ফেব্রুয়ারী থেকে ২০শে মার্চকে নীচে ডান কোণে রাখতে হবে। এইভাবে জল ত্রিভুজ তৈরী হলো। ওপর থেকে প্রতি বিন্দু থেকে এবার রেখা টেনে নিন। পূর্বে বলা হয়েছে। এইভাবে কোন্ সংখ্যা পরস্পরের কাছে আকর্ষণীয় তা বের করে নিন।

### বায়ু ত্রিভুজ

বায়ু ত্রিভুজ এইভাবে তৈরী করা হয়। জল ত্রিভুজের মতই একটি ত্রিভুজ তৈরী করে নিন। তারপর ২১শে মে থেকে ২০শে জুনকে সবচেয়ে ওপরে রাখুন। (পূর্বে বলা হয়েছে) বাঁ দিকের বিন্দুতে ২১শে সেপ্টেম্বর থেকে ২০শে অক্টোবরকে রাখুন এবং ডানদিকে ২১শে জানুয়ারী থেকে ১৮ই ফেব্রুয়ারীকে রাখুন। এখন শীর্ষ বিন্দুগুলি থেকে রেখা টেনে দিন। এইভাবে পরস্পর সংখ্যার মধ্যে সংবেদনশীলতা বার করে নিন।

### পৃথিবী ত্রিভুজ

পৃথিবী ত্রিভুজটা এইভাবে তৈরী করতে হবে। প্রথমে একটি ত্রিভুজ তৈরী করে নিন, তারপর সেই ত্রিভুজের উপরে ২০শে এপ্রিল থেকে ২০শে মে লিখুন। বাঁদিকে

২১শে আগষ্ট থেকে ২০শে সেপ্টেম্বর লিখুন। ডানদিকে ২১শে ডিসেম্বর থেকে ২০শে জানুয়ারী লিখুন। প্রত্যেক শীর্ষ থেকে একটি করে রেখা টেনে দিন। এইভাবে কোন্ সংখ্যায় কার সঙ্গে মিল হচ্ছে ঠিক করে নিন।

এইভাবে চারটি ত্রিভুজ আঁকার পর আমরা সমস্ত বৎসরটাই বুঝতে পারছি। এখন বৎসরের যে অংশেই মানুষ জন্মগ্রহণ করুক না কেন তাঁদের যদি জন্ম সংখ্যায় মিল থাকে তবে পরস্পরের পরস্পরের সঙ্গে মিল থাকবে।

যাঁরা বায়ু বা জল ত্রিভুজে জন্মগ্রহণ করেছেন তাঁদের পরস্পর পরস্পরকে ভাল লাগবে। কিন্তু ঠিক এটাকে ভাল লাগা বা আকৃষ্ট হওয়া বলা যায় না। পৃথিবী এবং বায়ুর মধ্যেও অনেকটা এই রকম। আবার অগ্নি ও বায়ুর মধ্যেও সেই রকম। তবে বায়ুর লোকেরা অপরের ওপর কর্তৃত্ব করবে মানসিক শক্তিতে।

জল এবং পৃথিবী ত্রিভুজের মানুষদের মধ্যে ঠিক এরকম মিল দেখা যায়।

পরস্পরের মিলের কথা যা এ পর্যন্ত বলা হলো। এগুলি পরস্পরের সঙ্গে মিল থাকলেও কিন্তু একদিন না একদিন এরা আলাদা হয়ে যায়; কাজেই এগুলো সত্যিকারের স্থায়ী মিল নয়।

জল বা অগ্নি ত্রিভুজের মধ্যে যাঁরা জন্মগ্রহণ করেছেন তাঁদের মধ্যে মিল কখনই হতে পারে না। যদি কোন কার্যবশতঃ এঁরা একসঙ্গে থাকতে বাধ্য হন তবে তাঁদের মধ্যে একদিন না একদিন বিচ্ছেদ হবেই।

পঞ্চদশ অধ্যায়

# কোন্ কোন্ তারিখে জন্মালে তাঁদের শুভবর্ণ কি এবং তা কিভাবে কি করা যায়

বর্ণ এবং সংখ্যা পাঠকরা সর্ববিধ কার্যের মধ্যে কি করে মিলাতে পারেন বা ব্যবহার করতে পারেন সেই কথাই উল্লেখ করছি।

জন্মকালীন তারিখের একক সংখ্যাটি জাতকের চরিত্রের বিচিত্রতার পরিচয় দেয়। এ বিষয়ে আমরা আরোও ভাল করে বুঝতে পারি যদি শুভ বর্ণের সঙ্গে যে যে সংখ্যার সম্বন্ধ আছে তা বের করে নিতে পারি। পার্থিব সুখ-ঐশ্বর্য নিয়ে যাঁরা বেশি চিন্তা করেন, তাঁরাই এ বিষয়ে শিক্ষা লাভ করে বেশি সাফল্য লাভ করবেন। আধ্যাত্মিক দিক থেকে বাস্তব ক্ষেত্রে এটা বেশি প্রতিফলিত হয়। তবে একথা ঠিক আধ্যাত্মিক দিকটাও বাস্তবের সহায়ক হতে পারে।

যে কোন বাদ্যযন্ত্র যদি ঠিকমতো সঙ্গীতের সঙ্গে না বাজান যায় তাহলে যেমন বেসুর বাজে, ঠিক তেমনি মানুষের জীবন বীণার তার যদি ঠিক মত সঙ্গীতের সঙ্গে না বাজানো যায় তবে তা একদিন মানুষের কাজে ও চিন্তাধারার মধ্যে দ্বন্দ্ব আনবেই।

পৃথিবীর সমস্ত কিছুর ভেতরেই তাই মিল আছে—এটা যেদিন থাকবে না, সেদিন পৃথিবীর ধ্বংস অনিবার্য।

একটা মানুষের জীবনের ধারাবাহিক সময়গুলোর দাম হয়তো এই বৃহৎ পৃথিবীর কাছে কিছুই না, কিন্তু একটি মানুষের জীবনের দৈর্ঘ তাই হচ্ছে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় এবং দামী। যদি আমরা প্রকৃতির গোপন তথ্যগুলি জেনে নিতে পারি, তবে আমরা নিজেরা নিজেদের মধ্যে প্রকৃতির সুষ্ঠ পরিকল্পনার মধ্যে মানিয়ে নিয়ে চলতে পারি।

এবার আমি বলছি শুভবর্ণ কি করে নির্ণয় করা যায়। যদি আমরা আমাদের সত্যিকারের বর্ণটি বেছে নিতে পারতাম তবে পৃথিবীর বুকে আরও সুন্দরভাবে বসবাস করতে পারতাম বা পৃথিবীকে আরও সুন্দর মনে হতো। পৃথিবীর বুকে কত নানা রঙের ফুল ফুটে থাকে। কিন্তু প্রত্যেকেরই কি সব রকম রং-এর ফুল ভাল লাগে না পছন্দ হয়? এক একজনের কাছে এক-একরকম রং ভাল লাগে। তাই যার যেরকম রং * পছন্দ বা শুভ সেটা জেনে নিয়ে নির্বাচন করে সেই সেই রং যদি প্রত্যেকের ঘর-বাড়ীতে, অফিস-কাছারিতে বা নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের ভেতর প্রতিফলিত করা যায় তবে এর সুফলগুলি অনুভব করতে পারা যায়।

## ১ সংখ্যা বিশিষ্ট লোকদের শুভবর্ণ

১ সংখ্যায় যাঁরা জন্মেছেন ঃ—১, ১০, ১৯, ২৮ তারিখের যে কোনে মাসে জন্মান না কেন তাঁদের প্রধান সংখ্যা ১-৪। এদের সঙ্গে ২-৭-এর বর্ণের খুব সুন্দর মিল থাকে। ১-৪ এবং ২-৭ হচ্ছে দুটো করে সংখ্যা যাদের এইরকমভাবে দেখতে হবে। ১-৪ সংখ্যার সবচেয়ে শুভ যাঁরা ১-৪ গৃহে জন্মগ্রহণ করেছেন, যেমন ২১ থেকে ২৮শে জুলাই এবং ২০ থেকে ২৮শে আগস্ট যাঁরা জন্মেছেন।

এঁদের সবচেয়ে শুভবর্ণ হচ্ছে হালকা হলদে, কমলা রং বা সোনালী রং। এঁরা আবার ২-৭-এর রংও ব্যবহার করতে পারেন, যেমন, ফিকে সবুজ, সাদা ঘিয়ে রং। বেগুনী, টক্‌টকে লাল রং এঁদের পক্ষে প্রয়োজন। এগুলো কিন্তু এঁদের প্রধান রং নয়—সহযোগী হিসাবে ব্যবহার করতে পারেন। ১ সংখ্যার লোকদের উচিত তাঁদের প্রধান রংগুলো তাঁদের পোশাক-পরিচ্ছদে, আসবাবপত্রে যতদূর সম্ভব ব্যবহার করা।

## ২ সংখ্যা বিশিষ্ট লোকদের শুভবর্ণ

২ সংখ্যায় যাঁরা জন্মেছেন ঃ—২রা, ১১ই, ২০শে, ২৯শে যে কোন মাসের এই তারিখগুলোতে জন্মেছেন, তাঁদের প্রধান সংখ্যা ২-৭। ১-৪ সংখ্যার বর্ণে সঙ্গে এঁদের খুব সুন্দর মিল হবে। এঁদের শুভ বর্ণ হালকা সবুজ রং, সাদা এবং

* যার শরীরে যে রকম রংএর রশ্মির প্রয়োজন ঠিক সেই সেই রংই তাদের ব্রেণ সেলে আকর্ষণ করে এবং মনের চাহিদা বাড়ায়। অনেক মনোবিজ্ঞানী ডাক্তারদের কালার ট্রিটমেন্ট করে পাগল ভাল করতে দেখা গেছে। —এন নন্দী

ক্রীম রং। এরা ইচ্ছা করলে গোলাপী, হালকা নীল রংও ব্যবহার করতে পারেন। কোন রকম চক্চকে রং এঁদের ব্যবহার করা উচিৎ নয়।

### ৩ সংখ্যা বিশিষ্ট লোকদের শুভবর্ণ

৩ সংখ্যায় যাঁরা জন্মেছেন ঃ—৩রা, ১২ই, ২১শে, ৩০শে যে কোন মাসের এই তারিখগুলোতে জন্মেছেন, তাঁদের সঙ্গে বর্ণের ভাল মিল থাকবে যাঁরা ১৯শে ফেব্রুয়ারী থেকে ২৭শে মার্চ বা ২১শে নভেম্বর থেকে ২৭শে ডিসেম্বরের মধ্যে জন্মেছেন এবং এঁদের শুভ রং হচ্ছে—লাল ও নীলের সংমিশ্রণ বর্ণ, ভায়োলেট। এঁদের সহকারী বর্ণ হিসাবে নীল, টক্টকে লাল, সোনালী, হলদে, এইসব রং ব্যবহার করা উচিত।

### ৪ সংখ্যা বিশিষ্ট লোকদের শুভবর্ণ

৪ সংখ্যায় যাঁরা জন্মেছেন ঃ—৪, ১৩, ২২, ৩১শে—যে কোন মাসের এই তারিখগুলোতে জন্মেছেন, এঁদের বর্ণের সঙ্গে ভাল মিল থাকবে যাঁরা ২১শে জুলাই থেকে ২৭শে আগস্ট, ২১শে জানুয়ারী থেকে ২৬শে ফেব্রুয়ারী তারিখের মধ্যে জন্মেছেন।

এঁদের শুভবর্ণ হচ্ছে হালকা হলদে, বাদামী, ধোঁয়াটে রং, হালকা সবুজ রং। এঁদের এই সব ব্যবহার করা উচিত।

### ৫ সংখ্যা বিশিষ্ট লোকদের শুভবর্ণ

৫ সংখ্যায় যাঁরা জন্মেছেন ঃ—৫ই, ১৪ই, ২৩শে। যে কোন মাসের এই তারিখগুলোতে জন্মেছেন, এঁদের সঙ্গে বর্ণের ভাল মিল থাকবে যাঁরা ২১শে থেকে ২৭শে জুন এবং ২১শে আগস্ট থেকে ২৭শে সেপ্টেম্বর-এর মধ্যে জন্মেছেন।

এঁদের শুভবর্ণ হচ্ছে—রূপালী, হাতীর দাঁতের মত সাদা। এঁদের সহকারী রং হচ্ছে হালকা ধরনের যেকোন রং। এইসব রংগুলো ব্যবহার করলে এঁদের আকর্ষণী শক্তি বেড়ে যায়।

### ৬ সংখ্যা বিশিষ্ট লোকদের শুভবর্ণ

৬ সংখ্যায় যাঁরা জন্মেছেন ঃ—৬ই, ১৫ই, ২৪শে, যেকোন মাসের এই তারিখগুলোতে জন্মেছেন, এঁদের সঙ্গে বর্ণের ভাল মিল থাকবে যাঁরা ২০শে এপ্রিল থেকে ২৭শে মে এবং ২১শে সেপ্টেম্বর থেকে ২৭শে অক্টোবরের মধ্যে জন্মেছেন।

এঁদের শুভ ও প্রধান বর্ণ হচ্ছে—সব রকম নীল, হালকা বা ফিকে সব রকম রং। এঁদের নিষিদ্ধ রং হচ্ছে—কাল এবং লাল।

### ৭ সংখ্যা বিশিষ্ট লোকদের শুভবর্ণ

৭ সংখ্যায় যাঁরা জন্মেছেন ঃ—৭ই, ১৬, ২৫শে, যেকোন মাসের এই তারিখ-

গুলোতে জন্মেছেন, এঁদের সঙ্গে বর্ণের ভাল মিল থাকবে যাঁরা ২১শে জুন থেকে ২৭শে জুলাই-এর মধ্যে জন্মেছেন।

এঁদের শুভবর্ণ হচ্ছে সবুজ ও হলদে রং।

## '৮ সংখ্যা বিশিষ্ট লোকদের শুভবর্ণ

৮ সংখ্যায় যাঁরা জন্মেছেন ঃ—৮ই, ১৭ই, ২৬শে যেকোন মাসের এই তারিখ-গুলোতে জন্মেছেন, এঁদের সঙ্গে বর্ণের ভাল মিল থাকবে যাঁরা ২১শে ডিসেম্বর থেকে ২৭শে জানুয়ারী এবং ২৫শে জানুয়ারী থেকে ২৬শে ফেব্রুয়ারীর মধ্যে জন্মেছেন।

এঁদের প্রবল ব্যক্তিত্ব থাকে, কিন্তু একটু খিট্‌খিটে মেজাজের হন। সাধারণতঃ এঁরা চিন্তাশীল এবং গম্ভীর প্রকৃতির হন। এঁদের গভীর রংযুক্ত জিনিস ইত্যাদি ব্যবহার করা উচিত। এছাড়া ধোঁয়াটে রং, নীল, বাদামী প্রভৃতি রং ব্যবহার করা উচিত।

## ৯ সংখ্যা বিশিষ্ট লোকদের শুভবর্ণ

৯ সংখ্যায় যাঁরা জন্মেছেন ঃ—৯ই, ১৮ই, ২৭শে, যেকোন মাসের এই তারিখ-গুলোতে জন্মেছেন, এঁদের সঙ্গে বর্ণের ভাল মিল থাকবে যাঁরা ২১শে মার্চ থেকে ২৬শে এপ্রিল এবং ২১শে অক্টোবর থেকে ২৭শে নভেম্বর-এর মধ্যে জন্মেছেন।

এদের প্রধান বর্ণ হচ্ছে টক্‌টকে লাল রং। সহকারী বর্ণ হচ্ছে গোলাপী, ফিকে লাল। নীল রং এঁদের মঙ্গলজনক রং।

আমি সংখ্যা এবং বর্ণের বিষয় যেসব বর্ণনা করলাম, তা যদি সকলে মেনে চলতে পারেন, তবে দৈনন্দিন জীবন যাত্রার পথে বেশ শুভ ফল পাবেন।

---

# কিরোর আত্মজীবনী

( Cheiro's Memoirs )

## প্রাথমিক কথা

আমি বিশ্বাস করি যে আমার সময় পর্যন্ত যাঁরা আধিভৌতিক এবং জ্যোতিষ-শাস্ত্র নিয়ে গবেষণা করেছেন তাঁদের মধ্যে নিশ্চয় কেউ আমার থেকে বেশি সার্থকতা ও বিজ্ঞানভিত্তিক সফলতায় আসতে পারেননি—যা আমি কিরো ছদ্মনাম নিয়ে এই সুদীর্ঘ দিনের মধ্যে সফল হয়েছি।

অতি বিনয়ের সঙ্গে আমি একথা বলছি। কোন অতিপ্রাকৃত শক্তি যেন কোন উদ্দেশ্যে আমার মধ্যে এই প্রতিভার সঞ্চার করেছেন। এটা একটি মহা সৌভাগ্য দান বা অবদান বলে মনে করা যেতে পারে।

আমি ছাড়া এত ভালভাবে আর কেউ একথা জানেন না যে আমাকে অনুসরণ করে বা নকল করে অনেকে এই মহাবিদ্যায় সফলতা অর্জন করতে চেষ্টা করেছেন—কিন্তু তাঁরা সকলেই এই প্রয়াসে ব্যর্থ হয়েছেন। অনেকে আবার আমার ছদ্মনাম পর্যন্ত নকল করে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করেছেন বটে—কিন্তু তাঁদের সেই উপযুক্ত প্রতিভা, মানসিক শক্তি বা ক্ষমতা ছিল না, যার ফলে তাঁরা এই বিদ্যায় এগোতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছেন।

এখানে একটা কথা। সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিল্প, ইত্যাদি বিষয়ে সাফল্য অর্জন করতে গেলে যে পরিমাণ পরিশ্রম, মেধা এবং প্রচেষ্টার প্রয়োজন জ্যোতিষশাস্ত্রেও তার চেয়ে কম নয়।

একটি ছবি আঁকতে গেলে ( যদি চরম সার্থক ছবি আঁকতে হয় ) শিল্পীর প্রথমে প্রয়োজন উপযুক্ত মানসিকতা, নিখুঁত দৃষ্টিভঙ্গী, পরিশ্রম, সৎসাহস এবং সেই সঙ্গে বিশেষ প্রতিভা। এই সবগুলির একত্র সমন্বয় হলে যে শিল্পের সৃষ্টি হবে তা সত্যিই এক যুগান্তকারী সৃষ্টি হতে পারে, যা হাজার হাজার বছর ধরে শিল্পীর নামকে অম্লান করে রাখবে।

বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও সেই একই কথা। কি অফুরন্ত সাধনা, অসহ্য পরিশ্রম ও প্রবল ইচ্ছা শক্তি নিয়ে দিনের পর দিন একজন বিজ্ঞানীকে এগিয়ে যেতে হয় সাফল্য অর্জন করার জন্য। একজন উদ্ভিদ বিজ্ঞানী একটি সামান্য সবুজ পাতা হাতে নিয়ে উদ্ভিদ বিজ্ঞানের বিশাল রহস্যময় ইতিহাস উদঘাটন করেন। একজন জীব বিজ্ঞানী একটি সামান্য হাড়ের টুকরো হাতে নিয়ে হয়তো একটি মানব জাতির বিশাল জীবন রহস্য বর্ণনা করতে পারেন।

সেই একই নিয়ম অনুসরণ করে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম নানা বিষয়ে গবেষণা করে একজন জ্যোতিষ বিজ্ঞানী মানব চরিত্রের নানা আলো-ছায়ার খেলা, তার প্রকৃতি, ভাগ্য,

কর্ম, অর্থ, উন্নতি, অবনতি, রোগ, ব্যাধি, ইত্যাদি নানা বিষয়ে সফল গবেষণা করতে সক্ষম হন।

মানুষের সংস্কার, সূক্ষ্ম দৃষ্টি এবং সূক্ষ্ম জ্ঞানের আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তির জন্য ঈশ্বর যেন নানা সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বার্তার মাধ্যমে অনেক কিছু জানবার একটি পথ সৃষ্টি করে রেখেছেন।

সেই বার্তা কেবলমাত্র সেই বুঝতে পারে, যার প্রকৃত দেখবার মত চোখ আছে—শুনবার মত কান আছে।

কিন্তু সুবিশাল মানব সমুদ্রের অফুরন্ত ঢেউয়ের মধ্যে কেবলমাত্র ব্যর্থতা এবং বুঝতে না পারার আকুতিই ভেসে আসে—প্রকৃত সার্থকতার স্পন্দন সেখানে সহজে দেখা যায় না।

এই অনুভূতির সার্থকতার জন্য চাই উচ্চ মানসিকতা এবং প্রবল বিশ্বাস।

বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে যে বিভিন্ন ধাতুর বিভিন্ন গুণাগুণের মধ্যেও আধিভৌতিক ক্ষমতা বর্তমান। পাথর পাথরকে আকর্ষণ করে, চুম্বক লোহাকে আকর্ষণ করে, অণু পরমাণু পরস্পরকে আকর্ষণ করে—এ সবকিছুর মূলেই একটি আধিভৌতিক বিষয় বর্তমান আছে। লক্ষ কোটি গ্রহ-নক্ষত্র মহাশূন্যে ভাসমান, কিন্তু তাদের সকলের মধ্যেই রয়েছে একটা আকর্ষণ মহাকর্ষের খেলা, সেটাও আধিভৌতিক।

ঠিক তেমনি মানুষের সঙ্গে মানুষের মধ্যেও আছে আকর্ষণ-বিকর্ষণের খেলা। একজন একজনকে ভালবাসে, আবার একজন একজনকে ঘৃণা করে—অথচ তার মধ্যে কোন আপাত কারণ হয়তো খুঁজে পাওয়া যায় না। বিভিন্ন স্থান, কাল, পাত্র এবং সংখ্যা এগুলিও এক একজনের ক্ষেত্রে এক একরকম আকর্ষণ বা বিকর্ষণ যুক্ত হয়। একটি নির্দিষ্ট স্থান বা একটি নির্দিষ্ট সংখ্যা একজনের পক্ষে বারবার শুভ প্রমাণিত হয়—আবার আর একজনের পক্ষে বার বার অশুভ প্রমাণিত হয়। এগুলির মধ্যেও রয়েছে এক আধিভৌতিকতার খেলা।

দর্শনশাস্ত্রের মতো "একটি চড়ুই পাখীও ঈশ্বরের ইচ্ছা ছাড়া মাটিতে পড়তে পারে না।"

সুতরাং লক্ষ কোটি মানুষের জীবনে যা কিছু ঘটে চলেছে, সব কিছুই সেই মহান সৃষ্টি কর্তার ইচ্ছাতেই ঘটেছে। জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এই যে অনেকগুলি বর্ষের নির্দিষ্ট ঘটনাচক্রের আবর্তন, এর মধ্যে প্রতি মিনিট, প্রতি ঘণ্টা, প্রতি মাস, প্রতি বৎসর, যা কিছু ঘটেছে সবই সেই মহান সৃষ্টিকর্তার নির্দিষ্ট বিধান। সেই বিধানের সম্পর্কে পূর্ব থেকেই কিছু জানতে গেলে মানুষকে এগোতে হয় ধীরে ধীরে সন্ধানী দৃষ্টি মেলে। তার ফলে যে বিধান বা নিয়মকানুন এ বিষয়ে আমরা আবিষ্কার করি, তা ঈশ্বরেরই প্রেরিত বার্তা এবং তার সম্পূর্ণ বিশ্লেষণটাই হলো জ্যোতিষশাস্ত্রের ভিত্তি।

একজন বিখ্যাত দার্শনিক বলেছেন, এই যে মহাবিশ্ব ঈশ্বর সৃষ্টি করেছেন অংকশাস্ত্রের উপর ভিত্তি করে—এবং তার প্রতি মুহূর্তের অংকও ঈশ্বরের জানা। তা যদি সত্য হয়, তাহলে ঈশ্বরের বিধান জানবার যে বিদ্যা, তাকে যারা অবহেলা করেন, তাঁরা কি ঈশ্বরকেও অবহেলা করেন না?

একথা বিশ্বাস করুন বা না করুন আধিভৌতিক বিজ্ঞানের ছাত্রদের কর্তব্য হলো সূক্ষ্মভাবে প্রতিটি বিষয়ের অনুসন্ধান করা এবং ধীরে ধীরে বিচারশক্তি নিয়ে এগিয়ে যাওয়া। কিন্তু এর জন্যে চাই কঠোর পরিশ্রম এবং প্রবল মানসিক বিশ্লেষণ। হয়তো কত নিদ্রাহীন রজনী এর জন্য অতিক্রান্ত হবে, সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিষয় নিয়ে গবেষণা করতে হয়তো কত বছর সময় লাগবে—কিন্তু পরিশেষে আমরা জীবনের যে মহান বার্তা সংগ্রহ করতে সক্ষম হবো তা হয়তো মানব জাতিকে এক নতুন পথ দেখাবে। তখন আধিভৌতিক বিজ্ঞানের ছাত্ররা বুঝবেন যে তাঁদের পরিশ্রম বৃথা হয়নি এবং তাঁরা মানব জাতির এক সুমহান ঐতিহ্যের দিশারী।

আমার নিজের জীবনের যা কিছু পরিশ্রম, সফলতা ও ব্যর্থতা সব কিছু এই গ্রন্থের মধ্যে লিপিবদ্ধ করতে চেষ্টা করলাম। —কিরো

## প্রথম অধ্যায়

# একটি পেশা তৈরী : লণ্ডনের ডাক

অনেকদিন থেকেই আমি আমার আত্মজীবনী লেখার জন্যে অনুরোধ পেয়ে এসেছি। কিন্তু কতকগুলি কারণে আমাকে এটি লিখতে অনেক বছর অপেক্ষা করতে হলো।

সবচেয়ে প্রধান কারণ হলো নিজের সম্বন্ধে কিছু লেখা বড়ই কঠিন কাজ। অনেক সময়ই কোন ঘটনা কোথা থেকে শুরু করে কোথায় শেষ করবো তা স্থির করতে অসুবিধা হয়। নানা ঘটনার জাল যেন এক সঙ্গে এসে জড়িয়ে যায়।

দীর্ঘদিন আমি এই গ্রন্থটি প্রকাশ করা থেকে বিরত থেকেছি। যদি আমার ইচ্ছা মত কাজ করা হতো তাহলে আমি এখনও এই বইটি প্রকাশ করতাম না। কিন্তু পৃথিবী বিচিত্র এবং মানুষের খেয়াল খুশী আরোও বিচিত্র। সুতরাং প্রকাশক এবং গুণগ্রাহীদের তাড়ায় আমার সব আপত্তি মহাশূন্যে উধাও হয়ে গেল।

এবার আসছি পরবর্তী কথায়। যদি আমি বইটি প্রকাশ না করতাম, তাহলে নিশ্চয়ই অন্য কেউ এটি লেখবার জন্য অনুরুদ্ধ হতো। তার ফলে আমাকে ঘিরে হয়তো অনেক আজব রূপকথাও গজিয়ে উঠতো। আমাকে মানুষ না ভেবে তাঁরা হয়তো দেবতা ভেবেই বসে থাকতেন।

আমার পেশা যেমন বিচিত্র তেমনি আমাকে জীবনে বহু বিচিত্র ও উদ্ভট লোকের সঙ্গে মিশতে হয়েছে। এইসব বিচিত্র লোকদের সম্বন্ধে সব সহজ সত্য বাস্তব বিবরণ আমাকে লিখতে হয়েছে—যার ফলে জনসাধারণ নিশ্চয়ই বইটি পড়ে আনন্দ অনুভব করবেন।

আর সবচেয়ে বড় কথা হলো আমার সম্পূর্ণ জীবনটা যেন ভাগ্যদেবীর হাতের খেলার পুতুলের মত কেটেছে। এবং একের পর এক বিচিত্র ঘটনাবলী ঘটেছে আমার জীবনে।

আমি তাই নিজের সম্বন্ধে কম বলে আমার পারিপার্শ্বিক বিভিন্ন চরিত্র সম্বন্ধে বলার চেষ্টা করেছি। কিন্তু তা সত্ত্বেও ঘটনাচক্রের যোগাযোগের সূত্র ধরে নিজের সম্বন্ধেও কিছু কিছু কথা আপনা থেকেই এসে গেছে।

সেই সূক্ষ্ম সূত্র হিসাবেই আমার জীবনের প্রথম অধ্যায়ের কয়েকটি কথা এখানে বর্ণনা করছি।

আমার পিতা ছিলেন ইংরেজ---জাতিতে নরম্যান। মা ছিলেন ফরাসী মহিলা। কিন্তু তাঁর জন্ম হয়েছিল আয়ার্ল্যাণ্ডে। আমার পিতার কাছ থেকে আমি পেয়েছিলাম কাব্য, দর্শন এবং কিছুটা জমিদারী সুলভ গর্ব। মায়ের কাছ থেকে আমি পেয়েছিলাম আধিভৌতিক বিদ্যাকে ভালোবাসা, ধর্ম এবং ঈশ্বরে নিশ্চিৎ বিশ্বাস।

পরবর্তীকালে জীবন সংগ্রামের আগুনে গলে গিয়ে এই সবগুলি মিলে মিশে তৈরী হয়েছিল আমার পেশা যা তখনকার কালে ছিল সত্যিই একটা বিচিত্র বস্তু। কিন্তু আমি আমার পূর্ব পুরুষদের কারোরই গতানুগতিক পথে কখনো চলিনি।

অনেক তুচ্ছ তুচ্ছ ঘটনা মানুষের জীবনে বিরাট পরিবর্তন নিয়ে আসে—ঠিক তেমনি একটাই ঘটনা ঘটেছিল কোন এক রবিবারের বর্ষণক্লান্ত বিকেল বেলায়। আমার বয়স তখন মাত্র এগার। বাবার কাব্য এবং সাহিত্য সৃষ্টিতে আমি যাতে বিরক্ত না করি সেজন্য মা আমাকে নিয়ে পাশের ঘরে গিয়ে হাতের বিভিন্ন রেখা ও মাউণ্ট সম্পর্কে আমাকে বোঝাতে লাগলেন। সেটাই হলো আমার জ্যোতিষশাস্ত্রের প্রতি আকর্ষণের প্রথম সূত্র। যেন একটা নূতন জগতের সোনালী দরজা আমার সামনে খুলে গেল।

আমার স্মরণ শক্তি খুব ভাল ছিল, বলেন আমার মা। সেটা হয়তো ঠিক, তা না হলে মাত্র একবার দেখে হাতের প্রধান রেখা এবং মাউণ্টগুলিকে মনে রাখা আমার সম্ভব হতো না।

ভয়ঙ্কর একটা কৌতূহল নিয়ে আমি একের এর এক লোকের হাত দেখতে এবং ভবিষ্যদ্বাণী করতে শুরু করলাম। বাড়ীর সব ঝি-চাকরদের হাত দেখা হয়ে গেল। তারপর এক মাইল দূরের গ্রামে গিয়ে সেখানকার সহজ সরল লোকগুলোর হাত দেখতে লাগলাম। ঐ সরল লোকগুলো আমাকে দেবতা না দানব কি ভেবেছিল জানিনা, তবে আমার চিন্তাগ্রস্ত পিতা-মাতা অনেক খুঁজতে খুঁজতে সেখানে এসে আমাকে জোর করে বাড়ীতে টেনে নিয়ে গেলেন এবং খাইয়ে-দাইয়ে বিছানায় শুইয়ে দিলেন।

আধিভৌতিক বিদ্যার প্রতি আমার আকর্ষণ দেখে আমার পিতা আমাকে চার্চের স্কুলে ভর্তি করলেন। উদ্দেশ্য চার্চ স্কুলের কড়াকড়িতে যাতে আমার মাথা থেকে সমস্ত আধিভৌতিক ঝোঁককে ঘুষি মেরে বের করে দেওয়া যায়।

চার্চ স্কুলের পড়াশুনা করতে করতে ধর্ম এবং ঈশ্বর বিশ্বাস আমার মনের মধ্যে দৃঢ় হলো। কিন্তু এটাও আমি বুঝলাম যে ঈশ্বর বিশ্বাসের সঙ্গে বা ধর্মের সঙ্গে মানুষের ভাগ্যের বা জ্যোতিষশাস্ত্রের কোন বিরুদ্ধতা বা ঝগড়া নেই।

তাই আধিভৌতিক বা হস্তরেখা বিচার করার প্রবল ইচ্ছা বা জেদ আমার মধ্যে

দিনের পর দিন বেড়েই চললো। মানুষের আত্মার জীবন রূপ বন্দীশালায় তাকে নিশ্চয়ই কোন নির্ধারিত ভাগ্যের অধীনে চলতে হবে এবং তার ফলাফল বিচারের পদ্ধতিটাই হলো জ্যোতিষশাস্ত্র। বাইবেলের যে ঊনচল্লিশটি অধ্যায় আমাকে জোর করিয়ে মুখস্থ করানো হয়েছিল তার কোনটির সঙ্গেই জ্যোতিষশাস্ত্রের বিরুদ্ধতা নেই।

এইভাবে ধর্মশাস্ত্র এবং দর্শন আমি যতই পড়তে লাগলাম, ততই উপলব্ধি করতে লাগলাম যে প্রতিটি মানুষ ভাগ্যের হাতের খেলার পুতুল এবং সেই ভাগ্যের রহস্যময় পৃষ্ঠাগুলি বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে মানুষ আগেই পাঠ করতে সক্ষম হতে পারে।

আমাদের আনন্দের সীমা সেদিন ছাড়িয়ে গিয়েছিল, যেদিন আমি "Book of Fate" নামক মহান গ্রন্থটি পাঠ করলাম এবং ঈশ্বর শুধু মানুষের ভাগ্য নয়, বিভিন্ন জাতির ভাগ্যও আগে থেকেই নির্ধারণ করেন।

আমি কখনোই সেই রাত্রিটির কথা ভুলব না, যেদিন আমি বিশ্বাসঘাতক এবং সৎমানুষদের কাহিনীটি পাঠ করেছিলাম। 'জুডা' নিজেই ছিলেন ভাগ্যের শিশু এবং সেই জন্যই তাঁর জীবনে ঈশ্বরের বাণী একে একে সফল হয়েছিল। আমি যেন প্রতিটি কেন এবং কোথায়ের উত্তর খুঁজতে শুরু করলাম এবং সঙ্গে সঙ্গে ভাগ্যতাড়িত 'জুডার' মুখমণ্ডল আমার চোখের সামনে ভেসে উঠলো কোন এক সুপ্রাচীন অতীতের পৃষ্ঠা থেকে। একটা গোটা জাতির ইতিহাস, শুধুমাত্র ভাগ্যের খেলার ইতিহাস।

পরদিন সেই ঊনচল্লিশটি অধ্যায়ের যে নতুন অর্থ খুঁজে পেয়েছিলাম তা আমি আমার একজন শিক্ষকের কাছে বর্ণনা করলাম। কিন্তু ফল হলো উল্টো। আমাকে শাস্তি দেওয়া হলো এবং সেদিনের মতো খেলাধুলা বন্ধ করে দেওয়া হলো।

কিন্তু প্রত্যেক অশুভ থেকেই শুভ বেরিয়ে আসে। খেলা বন্ধ করে আমি যখন বাইবেল, জুডা এবং ভাগ্য নিয়ে চিন্তা করছিলাম, সেই সময় দেখি আমাদের একজন বৃদ্ধ প্রফেসার ধীরে আমার কাঁধে হাত রেখে দাঁড়িয়ে আছেন।

আমি আশা করেছিলাম কঠোর কথা বা ধমকানি, কিন্তু আশ্চর্য সেই বৃদ্ধ মানুষটি আমার সঙ্গে খুব বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার করলেন। তিনি আমার জ্যোতিষশাস্ত্রের প্রতি অনুরাগের প্রশংসা করলেন এবং পরীক্ষার জন্য তাঁর নিজের হাতটি আমার দিকে বাড়িয়ে দিলেন।

লম্বা, রোগা, সাদা চুল প্রফেসারকে তাঁর পোষাকে একজন বৃদ্ধ পুরোহিত বলে মনে হচ্ছিল। তাঁকে দেখে মনে হয় না জীবনে কখনো কোন আবেগ তাঁর মনে স্থান পেতে পারে। রুক্ষ, শুকনো, ভদ্রলোকটি নিশ্চয়ই জীবনে কখনো ভালবাসেন নি বা বিবাহ করেন নি। কিন্তু আমি তাঁর হাত দেখে বললাম যে তাঁর জীবনে নিশ্চয়ই একটি ভালবাসা এসেছিল এবং তাতে ব্যর্থ হয়ে ভালবাসার বাইরের জীবনকেই তিনি বেছে নিয়েছিলেন।

কথাটা বলে আমি থামলাম এবং ভাবলাম হয়তো আমি ভুল বলেছি। কিন্তু আশ্চর্য বৃদ্ধ ভদ্রলোক যখন হাতটি টেনে নিলেন তখন দেখলাম, তাঁর দুটো চোখের

অশ্রুধারা দুটি গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে। অথচ জীবনে কখনো কেউ এই কঠোর চোখে অশ্রু দেখতে পান নি।

সেদিনের পর থেকে আমরা দুজনে যেন বন্ধু হয়ে গেলাম। আমার সাহায্যের জন্য তিনি প্রাচীন গ্রীক্ এবং ল্যাটিন্ ভাষা থেকে অনেক হস্তরেখা বিষয়ে অনুবাদ করে আমাকে পড়তে দিলেন। সেগুলি পাঠ করে আমার জ্ঞান আরো দৃঢ় এবং পরিব্যাপ্ত হলো।

এরপর বিদ্যা অর্জন শেষ করে আমি যখন চাকুরীতে ঢুকলাম তখন আমার পিতা ব্যবসায়ে হাজার হাজার টাকা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে প্রায় নিঃস্ব অবস্থায় ঘরে ফিরে এসেছেন। আমাদের পরিবারের বিরাট অর্থ স্বাচ্ছল্যের দিন প্রায় শেষ হয়ে গেছে। আমার পিতা বুঝলেন যে, আমার জীবিকাকে নিয়ন্ত্রণ করার অধিকার তাঁর নেই। আমি মাত্র সামান্য কিছু টাকা সম্বল করে পৃথিবীর মহাসমুদ্রে আমার জীবনের ছোট নৌকাটা ভাসিয়ে দিলাম।

ভাগ্যে কি আছে, জীবনের জুয়া খেলায় জিতবো না হারবো তা নিয়ে বিশ্লেষণ করার মত মন আমার ছিল না। লণ্ডন মহানগরীর ডাক তখন আমার কানে বাজছিল এবং কোন চিন্তা না করে নতুন ভাগ্য সৃষ্টির উচ্চ আশা নিয়ে আমি পৃথিবীর সেই বৃহত্তম মহানগরীর পথে পা বাড়ালাম। এরপর ছোটখাটো ঘটনার কথা এখানে লিখে লাভ নেই।

একদিন রাত্রে আমি লিভারপুল থেকে লণ্ডনের পথে চলেছি, লিভারপুল স্টেশনে হস্তরেখা বিদ্যার ওপর লেখা একটি অনুবাদ-গ্রন্থ আমি কিনলাম। তার ওপরে একটি হাতের ছবি আঁকা ছিল। ট্রেনে বসে আমি বইটি পড়তে লাগলাম। ট্রেনে ছিলেন মাত্র আর একজন যাত্রী। আমি বইটি খানিকটা পড়ে যখন তাঁর দিকে তাকালাম তখন আমার সহযাত্রী ভদ্রলোক বললেন—"তাহলে আপনি হাত দেখা বিশ্বাস করেন ?"

এটি একটি অদ্ভুত শাস্ত্র তাই নয় কি? অনেকে আবার মাথা এবং মুখের আকৃতি দেখেও মানুষ সম্বন্ধে অনেক ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারে।

আমি বললাম—"ঠিক বলেছেন"। হাত দেখে বা মাথা বা দেহের যেকোন অংশ দেখে মানুষ সম্বন্ধে অনেক কিছু ভবিষ্যদ্বাণী করা সম্ভব।

তিনি হেসে মানুষের চরিত্র, প্রকৃতি, স্বভাব, মনের সবল এবং দুর্বল দিক ইত্যাদি সম্বন্ধে যেসব কথা বলা যায়, তেমনি কোন্ পথে গেলে সে উন্নতি করবে, কোন্ বয়সে কতটা উন্নতি বা অবনতি হবে, কখন ভাগ্য তাকে সাহায্য করবে, কখন সব দিকে তার জীবনে নিরাশা নেমে আসবে—এ সবকিছু বলা সম্ভব। কিন্তু এর জন্য তাঁকে এই শাস্ত্রের ওপর বিরাট গবেষণা করে সার্থক প্রকৃত জ্ঞান অর্জন করতে হবে।

তিনি বললেন ভাল কথা, তোমার তত্ত্ব বিশ্লেষণ আমার খুব ভালো লেগেছে। এবারে বলতো কোন্ পথে আমার জীবনে উন্নতি করা সম্ভব? এই বলে তিনি তাঁর হাতটি এগিয়ে দিলেন।

আমি দেখলাম তাঁর হাতটি একটি বিরাট প্রতিভাশালী লোকের হাত। প্রবল ইচ্ছাশক্তি তাঁর মধ্যে বর্তমান যা সাধারণ লোকের ওপরে তাঁর কর্তৃত্ব করার ক্ষমতা

এনে দিয়েছে। ভাগ্যরেখা সুন্দরভাবে ওপরে উঠে গিয়ে ৪৫ বৎসর পর্যন্ত তাঁর জীবনের সফলতা নির্দেশ দিচ্ছে।

কিন্তু তার পরেই রেখাটি ভেঙ্গে শীর্ণ হয়ে গেছে।

আমি বললাম—আপনি একজন বিখ্যাত নেতা বা বিখ্যাত ব্যক্তি সন্দেহ নেই। সাধারণ হাজার হাজার মানুষের ওপরে আপনি। কিন্তু তা স্থায়ীভাবে এই ৪৫ বৎসর পর্যন্ত। কথাটা বলে আমি থামলাম।

ভদ্রলোক বললেন—তারপর কি হবে? আমি হেসে বললাম—তার পরের জীবনটা সেণ্ট হেলেনাতে নেপোলিয়নের জীবনের মত।

তিনি নার্ভাসভাবে বললেন—আমার জীবনের সেই 'ওয়ার্টালুর যুদ্ধ' কিভাবে আসবে?

আমি বললাম—নিঃসন্দেহে একজন মহিলাই আপনার জীবনের পতন ডেকে আনবে। কারণ এই দেখুন ঠিক এই বয়সেই আপনার হৃদয়রেখা ভগ্ন হয়েছে এবং ভেঙ্গে যাওয়া ভাগ্যরেখার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে।

এই সময়েই ট্রেনটি এসে 'ইউষ্টন' ষ্টেশনে থামলো। ভদ্রলোক হেসে বিদায় জানিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—আপনার হিসাব সবই ঠিক হয়েছে, কিন্তু হয়তো এই নারী ঘটিত ব্যাপারটি মিথ্যা প্রতিপন্ন হবে। পুরুষদের নিয়েই আমার কাজ কারবার —আমার জীবনে কোন নারীর স্থান নেই।

এই কথা বলে একটি কার্ড আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন—প্রয়োজন হলে পরে আমার সঙ্গে দেখা করবেন। তারপর তিনি ট্রেন থেকে নেমে গেলেন।

আমি দেখলাল কার্ডে নাম লেখা আছে "চার্লস স্টুয়ার্ড পারনেল।"

আমি তাঁর নাম আগেই শুনেছিলাম। তিনি একজন বিখ্যাত ব্যবসায়ী এবং দেশনেতা। কয়েক বছর পরে আমার ভবিষ্যদ্বাণী সার্থক হয়েছিল। "ওশিয়া" ডাইভোর্স মামলা এক সময় লণ্ডনে বিরাট চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল এবং তারপরেই ঘটেছিল এই নেতার জীবনের পতনের অধ্যায়।

মানুষ যে ভাগ্যের হাতের কত বড় খেলার পুতুল—এটি তার একটি জ্বলন্ত উদাহরণ।

## দ্বিতীয় অধ্যায়

# ভ্রমণ এবং জীবিকা আরম্ভ ঃ ভারত এবং মিশর ভ্রমণ, একটি রহস্যময় খুন

লণ্ডন মহানগরীতে আমার ছোট-খাটো পেশাগত জীবন শুরু হলো। কোন রকমে নিজের জীবিকার উপযোগী খরচ-পত্র চালিয়ে ধীরে ধীরে সামান্য কিছু অর্থ সঞ্চয় করলাম।

তারপর আমার মাথায় চাপলো ভ্রমণের নেশা। দেশ-বিদেশ ভ্রমণ করে

জ্যোতিষের বিভিন্ন বিভাগ সম্পর্কে আরো জ্ঞান অর্জন করবো এই ছিল আমার সংকল্প। এই উদ্দেশ্যে ভারতগামী একটি মার্চেণ্ট জাহাজে চেপে বসলাম এবং বম্বের বন্দরে অবতরণ করলাম।

ভারতে অবস্থান কালে আমি একদল মানুষের সংস্পর্শে এলাম যাদের বলা হত ব্রাহ্মণ। এরা যীশুখ্রীষ্টের জন্মের হাজার হাজার বছর আগে একটি বিশেষ বিদ্যা আয়ত্ত করেছিলেন—যাঁর নাম সামুদ্রিক বিদ্যা। এই বিদ্যা অনুযায়ী মানব শরীরের বিভিন্ন অংশ দেখে নানা ভবিষ্যদ্বাণী করা হতো। আর একটি উচ্চতর বিদ্যা তাঁরা জানতেন, যার নাম 'হস্তীরিকা'। এই বিদ্যা অনুযায়ী মানুষের হাতের গড়ন ও হাতের রেখা দেখে মানুষের জীবন ও ভাগ্য সম্বন্ধে নানা ভবিষ্যদ্বাণী করা হতো।

আমি শুনেছিলাম জ্যোতিষশাস্ত্রের জন্মভূমি হলো ভারতবর্ষ। তাই সুদীর্ঘ দিনের আশা-আকাঙ্ক্ষা সফল হলো যখন এইভাবে ভারতের বিভিন্ন অংশে ভ্রমণ করে, আমি এই শাস্ত্র সম্পর্কে প্রচুর জ্ঞান অর্জন করতে সক্ষম হলাম। পাশ্চাত্য দেশের তথাকথিত জ্যোতিষশাস্ত্রের জ্ঞানের চেয়ে আমার এই সব লব্ধ জ্ঞান ছিল অনেক অভিনব এবং বহু বিস্তৃত।

এইভাবে জ্যোতিশাস্ত্রের জন্মভূমিতে বিভিন্ন জ্ঞান লাভ করে লণ্ডনে ফিরে এলাম। আমার অনুপস্থিতির সময় আমার দূরসম্পর্কীয় নিঃসন্তান আত্মীয় মারা গিয়েছিলেন এবং সেই সূত্রে আমি প্রচুর অর্থ এবং সম্পত্তি লাভ করলাম। আমার বেশ ভাল ভাবে কাটতে লাগলো। কোন কোন লোক যেমন পুরোন টিকিট সংগ্রহ করে, কেউ বা পুরনো মুদ্রা সংগ্রহ করে, কেউ বা পুরনো 'কিউরিও' সংগ্রহ করে তেমনি আমিও আমার বিচিত্র কাজের নেশায় মেতে উঠলাম।

কখনো বিভিন্ন হাসপাতাল পরিদর্শন করি, কখনো বিভিন্ন কারাগার পরিদর্শন করি, কখনো আদালতে যাই। বিভিন্ন ধরনের মানুষের হাতের দাগ সংগ্রহ করি এবং তা থেকে যা জানতে পারি তা বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ করে রাখি। কিন্তু প্রাচ্য দেশে ভ্রমণের জন্য আমার যা নেশা ছিল তা সুপ্রাচীন সুসভ্য দেশ ভারতবর্ষ ভ্রমণ করে কিছুটা পরিতৃপ্ত হয়েছিল। তারপর আর একটি প্রাচীন দেশ আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকতে লাগলো—সেই দেশটি হলো মিশর। শুনেছিলাম মিশর একটি প্রাচীন আধিভৌতিক জ্ঞানের কেন্দ্রভূমি। মিশরের প্রাচীন মমি, পিরামিড, মন্দির—মসজিদ, অতীন্দ্রিয় বিভিন্ন জ্ঞান, যেন নীল নদীর দুটি তীরে ছড়িয়ে আছে।

এক সুন্দর প্রভাতে আচমকা এক জাহাজে আমি চেপে বসলাম। মিশরে ভ্রমণ কালে অনেক দ্রষ্টব্য বস্তু আমি দেখলাম। কিন্তু জ্যোতিষশাস্ত্র সম্বন্ধে, যা কিছু জানলাম তা অধিকাংশই ভারতীয় জ্যোতিষশাস্ত্রেরই মত। মহানন্দে কয়েক মাস মিশরে কাটিয়ে আমি লণ্ডনে ফিরে এলাম। কিন্তু লণ্ডনে নেমেই আমি বিস্ময়ে হতবাক। আমার বিষয়-সম্পত্তি এবং টাকা-কড়ি দেখাশুনা করার জন্য যার ওপরে ভার দিয়ে এসেছিলাম তিনি সব উল্টা-পাল্টা অপব্যয় করে বসে আছেন।

সবচেয়ে দুঃখের বিষয় সেই ভদ্রলোক নিঃস্ব অবস্থায় আত্মহত্যা করে পৃথিবীর

মায়া কাটিয়েছেন। মৃত্যুর অপর পারে যিনি অবস্থিত তাঁর কাছে আমি আর কি কৈফিয়ত চাইব?

তবে একথা আমি ভালভাবে বুঝতে পারলাম যে বর্তমান সময়ে আর্থিক দিক দিয়ে আমি একেবারেই নিঃস্ব। জ্যোতিষশাস্ত্রে নবলব্ধ বিপুল জ্ঞানগুলি ছাড়া আমার জীবনের সম্বল বলতে আর কিছু নেই।

অতি সহজ সরল জীবন-যাপন করতে আমার মন্দ লাগছিল না। দিনের বেলায় নতুন কোন কাজের সন্ধানে ঘুরে বেড়াই। আর রাতের বেলা টেমস নদীর ধারে বসে আকাশের গ্রহ-নক্ষত্রগুলি অবলোকন করি। আর নদীর কলগান শুনি।

একটি সাত তলা বাড়ীর সবচেয়ে উপরের তলায় ছোট একটা চিলে কুঠরীতে অতি অল্প খরচে আমি আমার বাসস্থান নির্দিষ্ট করেছিলাম। পুরনো জ্যোতিষ-শাস্ত্রের ব্যবসা আবার শুরু করলাম। ব্যবসা খুব একটা না চললেও নিভৃতে পড়াশুনা করার ব্যাপারে আমাকে প্রচুর সাহায্য করেছিল আমার এই ছোট ঘরটি।

এই সময় ঘটলো একটি আশ্চর্য ঘটনা। একটি রহস্যময় হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছিল লণ্ডনের পূর্ব প্রান্তে। আমার উপরে ভার পড়লো একটি রক্তমাখা হাতের ছাপ দেখে খুনীকে খুঁজে বের করার। নিহত লোকটি ছিলেন একজন ধনী ব্যক্তি। তাঁকে যে ছোরা মেরে খুন করে তাঁর একটি রক্ত মাখা হাতের ছাপ পাওয়া যায় একটি দরজার ওপর। ঐ ছাপ দেখে খুনীকে বের করতে পুলিশ আমার সাহায্য চায়। আমি ভাল ভাবে মৃত ব্যক্তির হাতের ছাপ দেখলাম। তারপর দেখলাম দরজায় রক্ত মাখা হাতের ছাপের সঙ্গে মৃত ব্যক্তির হাতের ছাপের অনেকটা মিল আছে। আমি পুলিশকে জানালাম যে নিশ্চয়ই কোন নিকট আত্মীয়ের দ্বারা এই খুনটি সংঘটিত হয়েছে। আমার সূত্র ধরে পুলিশ এগোতে লাগলো এবং কয়েক দিনের মধ্যেই খুনীকে গ্রেপ্তার করা হলো। খুনী নিজের অপরাধ স্বীকার করলো। কিন্তু পুলিশ আগে এই লোকটিকে মোটেই সন্দেহ করে নি।

আমার সুনাম চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো। কিন্তু তাতে আমার কোন লাভ হলো না— কারণ খুনী বা চোর ধরার কাজে আমি নিজেকে নিযুক্ত করতে চাই না।

দেশ-বিদেশে ভ্রমণের আগে আমি বিভিন্ন পত্রিকাতে ধর্ম এবং দর্শনের ওপরে ভিত্তি করে কিছু কিছু কবিতা লিখতাম। তা থেকে আমার মোটামুটি ভালই আয় হতো। আমি আবার সেই সব কাজে মন দিলাম। অনেকগুলি কবিতা লিখে বিভিন্ন ধর্ম সম্বন্ধীয় পত্রিকায় পাঠালাম।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় সব কবিতাই একে একে ফেরত এলো। সব সম্পাদকই মন্তব্য করলেন যে আমার লেখার ধারা পালটে গেছে। সুতরাং তারা কবিতাগুলি ছাপতে পারবেন না।

বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করে আমি যে সব নতুন জ্ঞান লাভ করেছিলাম, তার ছাপ এসে পড়েছিল আমার কবিতাগুলির ওপরে।

একদিন একটি বিখ্যাত ধর্মসম্বন্ধীয় পত্রিকার সম্পাদক আমাকে ডেকে পাঠালেন।

তিনি বয়সে পৌঢ়। চোখে মুখে প্রবল ঈশ্বর বিশ্বাসের ছাপ। প্রতিটি কথার মধ্যে ধর্মভাবের ছাপ স্পষ্ট।

তিনি আমাকে ডেকে পাশের চেয়ারে বসালেন। আমার নতুন লেখা কয়েকটি কবিতা বার করে আমার সামনে ধরলেন। বললেন—এই দেখুন নিবিষ্ট কল্প ঈশ্বর ভক্তির ছাপ আপনার কবিতায় আর নেই। যুক্তি এবং তর্ক এসে সেই স্থানকে দখল করেছে। ধর্মের বিশাল 'চওড়া' রাস্তা ছেড়ে আপনি পাশের নানা গলির গোলক-ধাঁধায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন। আমি সেখান থেকে বেরিয়ে এলাম। আমি যেন সত্যি একটা অন্ধকার খালের মধ্যে পড়ে গেছি। সেই পাক চক্র থেকে কোন্ পথে আমি উদ্ধার পাবো? আমি একটি নির্দিষ্ট সুরে এককালে বীণা বাজিয়েছিলাম। কিন্তু সে বীণার তার যেন ছিঁড়ে গেছে। নতুন করে তার বাঁধতে গিয়ে ব্যর্থ হচ্ছি। বুঝতে পারছি না কোন্‌টা সত্য কোন্‌টা মিথ্যা।

কিন্তু সারা বিশ্বের বিশাল বীণার তার বেঁধে যিনি বাজনা বাজান, তিনি হয়তো আমাকে নিয়ে অন্য এক সুরের চিন্তায় মেতে উঠেছিলেন।

## তৃতীয় অধ্যায়

# লণ্ডনে শুভারম্ভ : একজন ইহুদী বন্ধু : একটি চুক্তি

একদিন আমার ছোট সাততলার ঘরে ফেরার পথে একজন লোককে দেখলাম, বিস্মিতভাবে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। দেখে মনে হলো, লোকটি জাতিতে ইহুদি।

আমার জীবনে দেখেছি, ইহুদি লোকদের সঙ্গে অর্থের সম্পর্ক সুনিবিড়। নানা সৎ-অসৎ উপায়ে এমন কি টাকা ধার দিয়ে মোটা সুদ নিয়ে তারা অর্থ সঞ্চয় করে।

ইহুদি জাতির সম্পর্কে আমার মনে যেন একটা বিরাট ধাঁধা ছিল। স্কুল জীবনে তাদের জাতির ইতিহাস আমি মন দিয়ে পাঠ করেছিলাম। তাদের ধর্ম সম্পর্কেও আমার প্রচুর পড়াশুনা ছিল। তাদের 'কাবালা' নামক অত্যদ্ভুত আধিভৌতিক পত্র আমি কত বিনিদ্র রাত জেগে পাঠ করেছি।

এই জাতিকে যেন ঈশ্বর নিজে আধিভৌতিক শিক্ষা দিয়েছেন। তাদের বারোটি জাতি থেকেই রাশিচক্রের বারোটি রাশির চিন্তা উদ্ভূত হয়েছিল। পরে এটি বৈজ্ঞানিক ভিত্তি হিসাবে জ্যোতিষশাস্ত্রে গৃহীত হয়েছিল।

এই জাতির শ্রেষ্ঠ মনীষীরা আগে থাকতেই বলতে পারতেন যে, জাতির জীবনে কখন শুভ বা অশুভ ভাব আসছে। তাঁদের শ্রেষ্ঠ মনীষীরা ছিলেন শ্রেষ্ঠ ভবিষ্যৎ বক্তা। আমি হিব্রুভাষা শিখেছিলাম শুধু ইহুদীদের ধর্মশাস্ত্র ও জ্যোতিষশাস্ত্র এবং ভবিষ্যৎ বলার ক্ষমতার বিশেষ জ্ঞান অর্জন করার জন্যে। এই জাতিই প্রথম সংখ্যাতত্ত্ব সম্পর্কে বিশেষ আধিভৌতিক জ্ঞান অর্জন করেছিল।

প্রকৃতির মধ্যে যে বিরাট আধিভৌতিক খেলা লুকিয়ে আছে তা এই জাতির মনীষীরাই প্রকাশ ও প্রমাণ করেন।

ইহুদী জাতির লোকদের 'ঈশ্বর প্রেরিত' বিশেষ মানুষ বলা হতো। মহান ধর্মগ্রন্থসমূহে এর প্রমাণ আছে। আমার ধারণা এই জাতির ভাগ্যনাশের মধ্য দিয়েই বোধহয় ঈশ্বব পাপের ফল কি তা জানতে চেয়েছিলেন—তাই বোধ হয় তাদের বিশেষ ঈশ্বর প্রেরিত বলা হতো।

এই জাতি যেন ভাগ্যের শিশুগণ—তারা যেন প্রচার করছে, সাধুদের আদি, মধ্য এবং শেষ কি। মনে হয় কোন সুপ্রাচীন ঐতিহাসিক যুগে, ইহুদীদের সাতটি দিনে সপ্তাহের ধারণা এসেছিল—এবং এটি নিশ্চয়ই সাতটি প্রধান শাসনকর্তা গ্রহের ধারণা থেকে।

তাদের প্রাচীন ধর্মগ্রন্থে লেখা আছে যে ঈশ্বর ছয়দিনে পৃথিবী সৃষ্টি করেন এবং সপ্তম দিনে বিশ্রাম নেন। এই ধারণাতে সৃষ্টি হয়েছে সাতটি গ্রহ।

প্রথম দিন ছিল সূর্যের ( রবির ) চক্র। প্রথমদিনে ঈশ্বর আলো এবং অন্ধকার দুটি ভাগ করেন।

দ্বিতীয় দিন ছিল চন্দ্রের চক্র। এইদিন ঈশ্বর পৃথিবীর সব জলকে ভাগ করেন। চন্দ্র জলের প্রতীক। জোয়ার-ভাটাও দ্বিতীয় দিনে সৃষ্টি হয়।

তৃতীয় দিন মঙ্গলের চক্র—ঐ দিন ঈশ্বর সব স্থূল সৃষ্টি করেন।

চতুর্থ দিন ছিল বুধের চক্র—ঐ দিন সব বিজ্ঞানের সৃষ্টি হয়। ঐ দিন তিনি রাত্রির উপর গ্রহদের সৃষ্টি করেন।

পঞ্চম দিন বৃহস্পতির চক্র। ঐ দিন ঈশ্বর চাঞ্চল্যভাব, উচ্চ আকাঙ্ক্ষা এবং প্রকৃতির মধ্যে ইচ্ছাশক্তির সৃষ্টি করলেন।

ষষ্ঠ দিন শুক্রের চক্র। ঐ দিন তিনি সব পুরুষ ও স্ত্রী প্রাণীদের সৃষ্টি করলেন। তারপর পুরুষ ও নারী মানুষ সৃষ্টি করলেন।

সপ্তম দিন শনির চক্র—ঐ দিন বিশ্রাম। ঐদিন আবার মৃত্যুরও প্রতীক।

সাতটি গ্রহের ক্রিয়ার কল্পনা করেই এইসব কল্পনা করা হয়েছিল।

পরবর্তীকালে যীশুখৃীষ্ট নিজেও ষষ্ঠ দিনের শেষে মৃত্যু বরণ করেন। সপ্তম দিনে যীশুখৃীষ্ট নিজেও পূর্ণ বিশ্রামে ছিলেন। তারপর আবার পরদিন তিনি মৃত্যু থেকে জেগে ওঠেন।

সাতটি দিনের এই আধিভৌতিক ব্যাখ্যা প্রথম পাওয়া যায় ইহুদীদের ধর্মগ্রন্থ থেকেই।

ইহুদী জাতি তাদের এই প্রাচীন আধিভৌতিক বিদ্যা থেকে দূরে সরে গেছে বলেই কি তাদের মধ্যে এসেছে বিপর্যয়? তারা ভবিষ্যৎ দৃষ্টি হারিয়েই সর্বস্বান্ত হয়েছে বোধহয়। তাই তাদের জীবনে নেমে এসেছিল নানা বিপর্যয়। সব হারিয়ে আজ তারা কেবল নানা সৎ-অসৎ পথে অর্থ উপার্জনের যন্ত্রে পরিণত হয়েছে।

তারা আশা করে যে 'মেশায়া' আবার ফিরে আসবেন। তা যদি আসেন, তবে এবার তিনি নিজ ধর্মের ঐ তাত্ত্বিক বা আধিভৌতিক অর্থ ব্যাখ্যা করতেই আসবেন।

আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এইসব কথা ভাবছিলাম। এমন সময় দেখলাম ঐ ইহুদী লোকটি আমার আশে-পাশে ঘুরছে ও একদৃষ্টে আমার দিকে তাকাচ্ছে।

একসময় সে আমার পাশে এসে দাঁড়াল। প্রশ্ন করল—

আপনার কি মনে আছে আমার কথা ?

আমি বললাম —না, মনে করতে পারছি না।

সে বলল —আপনার কথা আমি মনে রেখেছি। তার কারণও আছে। মিশরে আপনি আমার হাত দেখে যা যা বলেছিলেন, সব ঠিক মিলে গেছে। এমন কি গত মাসে আমার বিবাহবিচ্ছেদ পর্যন্ত ঘটে গেছে।

আমি বললাম—তাহলে আপনি এখন নিশ্চয় জ্যোতিষশাস্ত্র বিশ্বাস করেন ?

-না, আমি পুরোপুরি বিশ্বাস করি না বন্ধু, তবে —

—তবে কি ?

-মানে এই শাস্ত্রের মধ্যে প্রচুর অর্থ, যাতে টাকা পয়সা নিহিত আছে। তুমি এ থেকে প্রচুর অর্থ উপার্জন করতে পারো নিশ্চয়ই। তুমি কি এখনও ঐ বিষয় চর্চা করছো ? আমার কয়েকজন বন্ধু তোমাকে দিয়ে ভাগ্য জানতে চায় বুঝলে ?

—না, আমি এখন জ্যোতিষের কাজ করছি না।

-তবে কি করছো ?

-নানা কাগজে কবিতা লিখি।

সে হেসে বললে—বোকারা কেবল কবিতা লেখে। ওতে কি পেট ভরে ? যাক আমার সঙ্গে চল, কথা আছে।

সে তার অফিসে আমাকে নিয়ে গেল। সামনে গোছানো সুন্দর বিরাট অফিস ঘর। দেয়ালে দামী দামী সব ছবি। দামী দামী ফুলদানী, টেবিল, চেয়ার প্রভৃতি। সে একজন বড় সরকারী অফিসার—তবে যে কোন পথে অর্থ উপার্জন করতে উৎসাহী।

সেই সঙ্গে বললে —আমি তোমার সঙ্গে একটি চুক্তি করতে চাই। রাজী ?

— কি চুক্তি ?

—আমি সুন্দর অফিস, বিজ্ঞাপন সব দিয়ে তোমাকে সাহায্য করব। তুমি জ্যোতিষ প্র্যাকটিস করবে। টাকা যা হবে দুজনে সমান ভাগ। কেমন ? বারো বছর ধরে এই চুক্তি চলবে।

-বেশ রাজী।

—তখুনি লেখাপড়া করে চুক্তিপত্র সই হয়ে গেল। আমি লণ্ডনে নতুনভাবে আবার নতুন ব্যবসা শুরু করলাম।

## চতুর্থ অধ্যায়

# নাম নির্বাচন : পার্লামেণ্টের একটি আইন : চুক্তিভঙ্গ

আমাদের চুক্তি অনুযায়ী, প্রথম কাজ হলো, একটি ভাল অফিস ঘর নির্বাচন। কথা ছিল, লণ্ডনের পশ্চিম অংশে, জনবহুল কেন্দ্রে আমরা একটি ভাল ঘর নেবো।

কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখলাম আমাদের উদ্দেশ্য অনুযায়ী ঘর পাওয়া খুব কঠিন ব্যাপার।

সেই যুগে হস্তরেখা বা জ্যোতিষ শাস্ত্র নিয়ে ব্যবসা ছিল লণ্ডনে একটি অশ্রুত-পূর্ব বিষয়।

এই শাস্ত্র ছিল যাযাবর, ভবঘুরে এবং ঠকবাজ প্রভৃতি লোকের বিষয়। মাঝে মাঝে বড় বড় জমিদাররা এই ধরনের দু'চারজন লোককে প্রশ্রয় দিতেন অন্যের ক্ষতি করার জন্য। এই শাস্ত্রর দ্বারা যে কারো ভাল করা যায় তা তখনকার যুগে কেউ বিশ্বাস করতো না।

তাই যারা ঘর ভাড়া দেবে, তারা আমাদের মুখের উপরে পরিষ্কার বলে দিল—ওসব শয়তান-টয়তান নিয়ে বিদায় ত্যাগ কর। ঐ ধরনের লোককে আমরা ঘরভাড়া দেব না। এই বলে তারা আমাদের নাকের ডগার ওপর অনেক ধর্মীয় বুলি ছাড়লো।

অবশেষে একজন স্কচ্ মহিলা আমাদের ঘর দিতে রাজি হলেন। স্কচ্ জাতিদের আমি ইহুদীদের কাছাকাছি বলেই মনে করি—কারণ তারা ইহুদীদের মতই টাকা চেনে বেশি।

স্কচ্ ভদ্রমহিলার পয়সা কড়ির খুব টানাটানি ছিল এবং তাঁর স্বামীর ছিল টি বি রোগ। আমি এই সুযোগে তাঁকে ডবল ভাড়া কবুল করে তাঁর ঘরখানি দখল করলাম।

কিন্তু স্কচ্ মহিলার টাকার নেশা সহজে নিবৃত্ত হলো না। তিনি প্রতিদিন সন্ধ্যায় আমার ঘরের সামনে পবিত্র জল ছিটাতেন এবং বিড়বিড় করে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানাতেন, যাতে তাঁর কোন ক্ষতি না হয়।

তাঁর মনের ভাব বুঝতে পেরে আমি একমাস পরেই যখন গৃহ পরিবর্তন করলাম তখন তিনি আমাকে কার্পেটে দাগ লেগেছে বলে মোটা টাকা ক্ষতিপূরণ নিলেন। তবে নতুন যে ঘরটা পেলাম সেটি সুন্দর। তাঁর মালিক নাস্তিক এবং বিজ্ঞানী। তাই তিনি সাদরে আমার নতুন বিজ্ঞান চর্চায় সাহায্য করতে রাজি হলেন এবং স্বাভাবিক ভাড়াতেই আমাকে ঘরটা দিলেন।

এখন আমার নতুন সমস্যা হলো একটি ভাল ছদ্মনাম নির্বাচন। আমার ইহুদী পার্টনার বললেন, আমার ভারিক্কি পৈতৃক নাম নিয়ে জ্যোতিষ গবেষণা চলতে পারে না। এর জন্যে একটা ভাল ছদ্মনাম চাই। আমি এবং আমার ইহুদী বন্ধু দুজনে মিলে দিনের পর দিন ধরে একটি ভাল ছদ্মনাম খুঁজতে লাগলাম।

কয়েকদিন ধরে চেষ্টা করার পর আমরা একটি নাম বের করলাম 'SOLOMON'.

কিন্তু আমার বয়সের একজন ছোকরার গায়ে এমন একটা ভারিক্কি রাজা সলোমনের নাম এঁটে দেওয়া ঠিক পছন্দ হলো না ইহুদী ভদ্রলোকের।

আমিও এতে ঠিক রাজি হলাম না।

ইহুদী ভদ্রলোক সেক্সপিয়ারের একটি উদ্ধৃতি দিয়ে বললেন 'নামে কি এসে যায়'। যে কোন একটা নাম নিলেই হলো।

পরদিন রাতে আমি যেন স্বপ্নে পেয়ে গেলাম একটি গ্রীক নাম 'CHEIRO'.

পরদিন সকালে আমি ইহুদী বন্ধুকে গিয়ে বললাম এই নামের কথা। তিনি বার বার মুখে নামটি উচ্চারণ করতে লাগলেন। অবশেষে বললেন আমি একটি নির্বোধ কারণ কেউ নামটি ঠিক উচ্চারণ করতে পারবে না আর তার মানেও বুঝবে না।

আমি তাকে বারবার বোঝাতে লাগলাম যে গ্রীক 'Cheir শব্দের অর্থ হলো হাত —আর সেই সূত্রে 'Cheiro' শব্দটি খুব মানানসই। জ্ঞানী লোকেরা এর অর্থ খুবই বুঝতে পারবেন।

'মূর্খ'' তিনি বললেন—কজন বুঝবে এত গভীর অর্থ। কিন্তু যেহেতু নামটি সলোমনের চেয়ে ভাল মানাবে—তাই শেষ পর্যন্ত তিনি রাজী হলেন। আমি সঙ্গে সঙ্গে ছাপাখানায় গিয়ে 'CHEIRO' নামটি ছেপে লেটারহেড্ বানাতে দিলাম।

কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই মক্কেলরা নিয়মিত যাতায়াত করতে শুরু করলো, কারণ আমার ইহুদী বন্ধু খুব ভালভাবেই আমার নামটি বিজ্ঞাপিত করলেন। মাস খানেকের মধ্যেই তিনি তাঁর সম্পূর্ণ খরচের টাকা ফিরে পেলেন এবং লাভের অর্ধেক টাকা হিসাবেও অনেক টাকা পেলেন। তিনি তখন মহাখুশী।

তিনি বললেন—দেখলে তো জ্যোতিষ শাস্ত্রে কেমন টাকা পাওয়া যায়? কিন্তু তাঁর এই আনন্দ বেশিদিন স্থায়ী হলো না। একদিন বিকালে তিনি উত্তেজিতভাবে একখানি সান্ধ্য দৈনিক খবরের কাগজ হাতে নিয়ে আমার চেম্বারের প্রবেশ করলেন। তিনি কাগজখানা আমার সামনে ফেলে দিয়ে বললেন—দেখুন—ভয়ঙ্কর—সর্বনাশ —আমি ধ্বংস হয়ে যাবো!

আমি কাগজখানা খুলে দেখলাম। একজন রিপোর্টার লিখেছেন যে—পার্লামেণ্টের নিয়ম অনুযায়ী আমরা যে বিষয় নিয়ে কাজ করছি তা সম্পূর্ণ বে-আইনী। এই কাজ জঘন্য এবং অন্যায়।

এই আইনটি পাশ হয়েছিল বহু যুগ আগে সম্রাট অষ্টম হেনরীর আমলে। তিনি বোধহয় সেই সময় এই আইনের দ্বারা তাঁর আটটি পত্নীর ভবিষ্যৎকে চাপা দিয়ে রাখতে চেয়েছিলেন। যদি আকস্মিকভাবে কোন জ্যোতিষী তাঁর কোন পত্নীর হাত দেখে সত্যিকারের ভবিষ্যদ্বাণী করতেন যে তাঁদের ফাঁসী হবে জল্লাদের খাঁড়ায়, তাহলে নিশ্চয়ই তাঁর দাম্পত্যঘটিত জীবনই সুখের হতো না।

সে কথা যাক। পার্লামেণ্টের বিধান ছিল এই রকম।

"যদি কোন লোক বা লোকেরা কখনো প্রমাণিত হয় যে তারা জ্যোতিষ শাস্ত্র,

পিশাচ বিদ্যা, ডাইনি বিদ্যা, শয়তান বিদ্যা প্রভৃতির চর্চা করছে—তাহলে সেই শয়তান বা যাযাবরকে কঠোর শাস্তি দেওয়া হবে।

তার সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হবে। তাকে এক বছরের জেল বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হবে। অথবা তাকে এই দেশ থেকে নির্বাসিন দণ্ড দেওয়া হবে।

এই আইনটি পাশ করার পর বহু স্ত্রী-ঘাতী সম্রাট নিশ্চয়ই শান্তিতে ঘুমিয়ে ছিলেন—কারণ তিনি নিশ্চিন্ত ছিলেন যে তাঁর স্ত্রী এনী বোলিন বা ক্যাথরীন হেওয়ার্ড প্রভৃতিরা তাদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে জানতে পারবে না।

কিন্তু প্রকৃত শয়তান ছিল কে? জ্যোতিষীরা না সম্রাট নিজে?

কিন্তু ইতিহাসে বলে যে সম্রাটের বিরুদ্ধে বিরাট বিদ্রোহ হয়েছিল। কোন আইন তাকে থামাতে পারেনি।

তার বহুদিন পরে বিখ্যাত রাণী এলিজাবেথ কিন্তু একজন বৃদ্ধ জ্যোতিষীর নির্দেশ অনুযায়ী চলতেন। তাঁর নাম "John Dee".

ইতিহাস বলে এই বিখ্যাত জ্যোতিষীর নির্দেশ অনুযায়ী চলেই রাণী এলিজাবেথ একজন বিখ্যাত সম্রাজ্ঞী হিসাবে বন্দিত হয়েছিলেন।

জ্ঞান-বিজ্ঞান, আবিষ্কার ইত্যাদি নানা বিষয়ে সেই সময় ইংলণ্ড প্রচুর এগিয়ে গিয়েছিল—এবং সেই সময়কেই বলা হয় ইংলণ্ডের নবযুগ।

কিন্তু সেই প্রাচীন আইনটি আর পালটানো হয়নি। তার ফলেই খবরের কাগজে ঐ আইনের কথাটি পাঠ করে আমার বন্ধু আতঙ্কিত হয়েছিলেন।

তিনি চীৎকার করে বললেন—আমার প্রিয় বন্ধু—আমি ধ্বংস হয়ে যাব। আমি একজন সরকারী কর্মচারী। দু-এক বছরের মধ্যেই রিটায়ার করবো এবং কয়েক পাউণ্ড পাবো। সুতরাং আমি কখনই আইন অমান্য করতে পারি না।

আমি বললাম, তাহলে আপনি কি চান?

তিনি বললেন—আমি আমার সব টাকা এবং লাভ বুঝে পেয়েছি। আমি আর কিছু চাই না। তুমি শুধু চুক্তি পত্রটি এক্ষুণি আমার সামনে পুড়িয়ে ফেল। তোমার সঙ্গে আমার কোন ব্যবসা নেই বা ছিল না। বুঝলে?

হ্যাঁ—সব বুঝেছি।

সঙ্গে সঙ্গে আগুন জেলে চুক্তি পত্রটি পুড়িয়ে ফেলা হলো।

তিনি বললেন—আমি তোমাকে চিনি না, তুমিও আমাকে চেন না।

আমি বললাম, ঠিক আছে।

তিনি আমার সঙ্গে সেক্ হ্যাণ্ড করে বেরিয়ে গেলেন।

আমি আবার একজন স্বাধীন মানুষ হয়ে গেলাম।

পঞ্চম অধ্যায়

# বিচিত্র রোগীরা : মা এবং মেয়ে

আমার ইহুদি বন্ধুর সঙ্গে চুক্তি ভেঙ্গে গেল। তবে তাতে আমি দুঃখিত হয়নি। তিনি টাকা নিয়ে চলে গেলেন বটে, তবে আমি পেলাম প্র্যাকটিস করার ভাল সুযোগ।

ইতিমধ্যে আমার নাম ছড়িয়ে পড়েছিল। যারা আগে আমাকে হাত দেখিয়ে সুফল পেয়েছিল, তাদের মুখে মুখে আমার নাম ছড়িয়ে পড়েছিল।

তখন নিয়মিত আমার চেম্বারে লোক আসে—টাকা দেয়। কাজ করায়। আমার বিচার দেখে তারা মুগ্ধ হয়। আরও নাম ছড়িয়ে পড়ে।

নানা বিচিত্র রোগীর ভীড় হয়। তারা সবাই তুষ্ট হয়। আমাকে পরীক্ষা করতে এসে মুগ্ধ হয়ে চলে যায়।

আমার ভালই লাগছিলো। অবশ্য এর মধ্যে আইনের বিষয় নিয়ে কেউ আমাকে বিরক্ত করেনি।

ইতিমধ্যে কিন্তু একটি ঘটনা ঘটল। ঘটনাটি আমাকে বিচলিত করলো। কিন্তু তা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত আমি তাতে জয়লাভ করেছিলাম।

একদিন বিকেলবেলা।

আমার চেম্বারে এলো একটি উনিশ-কুড়ি বছরের মেয়ে এবং তার মা।

মায়ের বয়স প্রায় চল্লিশ হবে। কিন্তু তিনি খুবই মুখরা এবং রোগী মহিলা বলে বুঝলাম তাঁর মুখ দেখেই।

—কি চান? আমি প্রশ্ন করলাম।

—মেয়েটির হাত দেখাবো।

—বেশ ত।

আমি মেয়েটিকে চেম্বারের ভেতরের ঘরে একা ডাকলাম।

মা বললেন—তা হবে না। একা যুবতী মেয়ে কেন একজন পুরুষের সঙ্গে এক ঘণ্টা বন্ধ ঘরে কথা বলবে?

আমি বললাম—কিন্তু না—আমি ত শুধু ওর হাত দেখবো।

তাতে তিনি রাজী হলেন না। অগত্যা মায়ের সামনেই মেয়ের হাত দেখতে রাজী হলাম। কিন্তু এটি আমি জীবনের বড় ভুল করলাম।

আমি দেখেছি, একজন পরম বন্ধুর সামনেও অন্য বন্ধুর হাত দেখা উচিত নয়। তাতে নানা অসুবিধা হয়।

কেন?

উদাহরণস্বরূপ বলছি—যে বন্ধু সঙ্গে থাকলেন, তিনি হয়তো অন্য বন্ধুর আপাত বন্ধু—কিন্তু প্রকৃত শত্রু। তাই বন্ধুর দুর্বল কথাগুলি তিনি জানতে এসেছেন। গোপন কথাটি তাঁর মনেই আছে। আমার কাজ লোকের উপকার করা —জনসেবা।

জ্যোতিষীর কাজ লোক ঠকানো নয়—জনসেবা তা সব সময় মনে রাখতে হবে।

যা হোক, মায়ের সামনেই মেয়ের হাত দেখতে রাজী হয়ে গেলাম।

মেয়েটি সুন্দরী নিঃসন্দেহে। সে তার হাতটি মেলে ধরলো।

আমি মোটামুটি কিছু কথা বললাম। তারপর বললাম—তোমার যে বিবাহ হয়েছে তা সুখকর নয়। এই বিবাহ তোমার জীবনে বিরাট দুঃখের কারণ হতে পারে। তবে তা ভগ্ন হবে। চিন্তা করো না। বিচ্ছেদ ঘটবেই। আমি ভুল করলাম এখানে।

আমি ভাবলাম, মা সব জানেন। তিনি আমার উপদেশ নিতেই এসেছেন বোধ হয়।

কিন্তু তা ভুল।

মেয়েটি উঠে দাঁড়ালো। হাতে গ্লাভ্‌স লাগালো, বললো সব ভুল।

মা বললেন, সব মিথ্যা। তোমার বিদ্যা মিথ্যা। তোমার সব লোক ঠকানো ব্যাপার। এ রকম ধাপ্পা কখনো দিও না।

তারা আমার ফিস্‌ দিলো না। গট্‌গট্‌ করে বেরিয়ে চলে গেলো।

আমি দুঃখিত হলাম।

কেন ?

এরা আমার সম্পর্কে মিথ্যা অপপ্রচার করবে। অশুভ ঘটনা এটা নিশ্চয়ই। এর ফলে আমার পেশার ক্ষতি হবে।

মা বলে গেলেন—আমার মেয়ের বিয়েই হয়নি—আর তুমি এসব বাজে কথা বলছো।

সারা রাত আমার ঘুম হলো না।

আমি জানি, আমি যা বলেছি, সব ঠিক। কিন্তু মা জানে না মেয়ের কথা। গোপনে কথাটা বললে ঠিক কাজ হতো। কিন্তু আমি ভুল করেছি সব।

তবে আমার দুর্ভাগ্য দূর হলো কয়েকদিন পর।

মেয়েটি একা দেখা করলো আমার সঙ্গে। আমার 'ফিস্‌' আগের দিন দিয়ে যায়নি বলে ক্ষমা প্রার্থনা করলো। সেটা দিলো। তারপর বলল—সেদিন আমি মিথ্যা অভিনয় করে অন্যায় করেছি, মা সব জেনে গেছেন।

দু'বছর আগে গোপনে তাদের বিয়ে রেজিস্ট্রি হয়েছিল। কিন্তু স্বামী ছিল শয়তান। ক্রিমিন্যাল। একটি জাল চেক ক্যাশ করতে গিয়ে ধরা পড়ে গেছে। জেলে আছে এখন কি হবে ?

আমি হেসে বললাম—হবে বিবাহ বিচ্ছেদ। সত্যিই তাই ঘটেছিল। মেয়েটি পরে আবার অন্য বিবাহ করেছিল আমার নির্দেশ অনুযায়ী। সে পরে সুখীও হয়েছিল।

## ষষ্ঠ অধ্যায়

# ম্যাডাম শারা বার্ণাড এবং তাঁর হাত

এদিকে লণ্ডনের বুকে আমার ব্যবসা বেশ সাড়া জাগিয়ে তুলেছিল। সব সময় এতলোকের ভীড় থাকতো যে, আমার সঙ্গে কথা বলার জন্য এবং হাত দেখাবার জন্য এক সপ্তাহ আগে বুক করতে হতো।

এই সময়ই আমার জীবনে একটি বিশ্ববিখ্যাত মহিলার হাত দেখার সুযোগ পাই।

একদিন বিকেলে একজন ভদ্রলোক গাড়ী করে আমার কাছে এলেন। তিনি প্রশ্ন করলেন আমি একজন বিখ্যাত মহিলার বাড়ি গিয়ে তাঁর হাত দেখতে রাজী কিনা? এর জন্য যত টাকাই চার্জ হোক তিনি দেবেন। আমি যেতে রাজী হলাম এবং গাড়ীতে উঠে বসলাম। গাড়ী চলতে লাগলো এবং একটু পরে একটি বিরাট বাগান বাড়ীর ভেতরে প্রবেশ করলো। সামনের পথ পার হয়ে একটি দরজা খুলে গেল। দরজা দিয়ে প্রবেশ করে একটি ঘরে আমি বসলাম। একটু পরে পাতলা কালো কাপড়ে মুখঢাকা একজন ভদ্রমহিলা প্রবেশ করে আমার সামনে বসলেন এবং ইলেকট্রিক আলোর নিচে তাঁর হাতটি এগিয়ে দিলেন।

সেই অপূর্ব হাতখানি দেখে আমি বিস্ময়ে স্তম্ভিত হলাম। হাতের রেখা এবং চিহ্ন সবকিছুর মধ্যে একটা শুভ ইঙ্গিত। আমি ধীরে ধীরে বলতে লাগলাম। প্রথমে একটু নার্ভাস ভাব ছিল তবে সেটা কেটে গেল যখন ভদ্রমহিলা বললেন কোন চিন্তা নেই—নিশ্চিন্তে বলে যান। আমি বললাম তাঁর জীবন চূড়ান্ত সফল জীবন।

তিনি ধাপে ধাপে খ্যাতির উচ্চ শিখরে উঠবেন। শিল্পের পথে উন্নতি করে একদিন তাঁর নাম সারা বিশ্বে পরিব্যাপ্ত হবে। পৃথিবীর লক্ষ কোটি মানুষের চক্ষে তিনি হবেন আদরণীয়া এবং সমাদৃতা। জীবনে অফুরন্ত অর্থ তিনি উপার্জন করবেন। কিন্তু সব শেষে একটি ট্রাজেডি তাঁর জীবনে আসবে। সেটা হয়তো তাঁর হৃদয়কে প্রবল আঘাত দেবে।

ভদ্রমহিলা সাদা হাত খানা টেনে নিলেন। অবগুণ্ঠনের আড়াল থেকে ফুঁপিয়ে কান্নার শব্দ শুনতে পেলাম। ভদ্রমহিলা মুখের আবরণ সরিয়ে ফেললেন। চেয়ে দেখলাম আমার সামনে বসে আছেন তৎকালীন ইংলণ্ডের সর্বশ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী শারা বার্ণাড।

তিনি তাঁর ব্যথা কাতর দুটি অপূর্ব সুন্দর চোখের দৃষ্টি আমার চোখের ওপর স্থাপন করলেন। সত্যি কথা বলতে গেলে, আমার মধ্যে তখন যে আবেগ এবং অনুভূতির সৃষ্টি হয়েছিল এটা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। আমি মনে মনে একটু-খানি গর্ব অনুভব করলাম। বিশেষ করে যখন সেই অপূর্ব সুন্দরী ফিস্‌ফিস্ করে বললেন—সত্যিই এটি একটি অপূর্ব বিদ্যা, অপূর্ব, অপূর্ব, অপূর্ব।

তারপর ভাবলাম যে, আমি এই বিশ্ববন্দিত অভিনেত্রীর হাত দেখেছি তা হয়তো

অনেকে বিশ্বাস করবে না। তাই আমার অটোগ্রাফের খাতাটা তাঁর দিকে এগিয়ে দিয়ে বললাম—আপনি কিছু লিখে দিন।

তিনি ইতস্ততঃ করলেন না। ধীরে ধীরে লিখলেন, তারপর সই করলেন। তিনি যা লিখলেন তার সারমর্ম এইরূপ—

'ঈশ্বর আমাদের হাতে যে সব রেখা ও চিহ্ন সৃষ্টি করেছেন, তার দ্বারা আমরা আমাদের অতীত এবং বর্তমানকে জানতে পারি। তবে দুঃখের বিষয় আমরা সব প্রিয়জনের হাত দেখতে বা বুঝতে শিখিনি বলে, তাদের বিপদের বিষয়ে আগে থেকে তাদের সতর্ক করতে পারি না। কিন্তু ঈশ্বর তাঁর কাজ ঠিকই করে যান। তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ হোক। আমেন।

শারা বার্ণাডের ওখান থেকে বেরিয়ে আসার আগে আমি প্লাস্টার দিয়ে তাঁর হাতের ছাপ নিয়ে নিলাম। তাঁর হাতের কিছু বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আমি বর্ণনা করছি।

প্রথমতঃ তাঁর হাতের আকৃতি ছিল এমন যে তা থেকে বোঝা যায় তিনি জন্মগত-ভাবে উচ্চবংশের নারী। তাঁর মধ্যে শিল্পীভাব যেন জন্মগত ভাবে এসেছে। শিল্পের যে কোন শাখায় তিনি সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম। তাঁর মেজাজ ও ব্যক্তিত্ব, কথা বলবার ভঙ্গি আকর্ষণীয় হবে। কিন্তু তাঁর মনের মধ্যে আবেগ প্রবল থাকবে।

এবার আসা যাক রেখার ব্যাপারে। তাঁর হাতের প্রতিটি রেখাই বেশ পরিষ্কার। শিরোরেখা দেখে বোঝা যায় যে তাঁর মধ্যে শক্তি ও দমনশীলতা প্রচুর। যে কোন বিষয়ে তিনি প্রচুর জ্ঞান অর্জন করতে পারবেন। ইচ্ছাশক্তিও প্রবল হবে। আয়ু-রেখাতে কাটাকাটি বিশেষ নেই। বড় অনগ্রতা বা ফাঁড়া বিশেষ নেই।

রবিরেখা দীর্ঘ এবং সুগঠিত। খ্যাতির উচ্চতম শিখরে তিনি আরোহণ করবেন। ভাগ্যরেখাও অদ্ভুত পরিষ্কার—সফলতা, খ্যাতি ও অর্থ সবই প্রচুর পাবেন। খুব অল্প বয়স থেকেই ধীরে ধীরে তিনি উন্নতির উচ্চশিখরে উঠবেন। কিন্তু ভাগ্যরেখা ওপরের দিকে উঠে শনির ক্ষেত্রে বিভক্ত ও কর্তিত হয়েছে।

হার্টলাইনেও মাঝে মাঝে কাটাকাটি রয়েছে। তার অর্থ শেষ জীবনে নিকট জনদের কাছ থেকে তিনি মনে আঘাত পাবেন। একে একে তাঁর জীবনের আলো নিভে আসবে। অনেক অর্থ অগোচর হবার জন্য শেষ জীবনে তিনি কিছু আর্থিক কষ্টের মধ্যেও পড়তে পারেন। তবে বৃহস্পতির ক্ষেত্র ভাল থাকার জন্য একেবারে নিচে তলিয়ে যাবেন না কোনদিনই।

এসব কথাই আমি শারাকে বলেছিলাম এবং সব কিছুই সে বিশ্বাস করেছিল। তাঁর জীবনে আমার ভবিষ্যদ্বাণী সফল হয়েছিল।

আমার মনে হয় যাঁরা হস্তরেখা নিয়ে একটু ভালভাবে চর্চা করেন তাঁরা নিশ্চয়ই আমার মত কথাগুলি বলতে পারতেন। এর মধ্যে কুসংস্কার বা কোন রহস্যময়তা কিছুই নেই।

## সপ্তম অধ্যায়

# শ্রীমতী ওয়াল্টার পামারের বাড়িতে

আবার লন্ডনের বুকে আমাকে ঘিরে আলোচনা বা আলোড়ন চললো বিপুল-ভাবে। কিন্তু আমার সাফল্যের খবরে একদল লোক কিন্তু মোটেই আনন্দিত হলো না। শকুনির মত কয়েকজন সাংবাদিক আমাকে আইনের ভয় দেখাতে লাগলো এবং তাদের দু-একজন প্রকাশ্যে আমার বাড়ির সামনে এসে আমাকে ব্ল্যাক্ মেল করার ভয় দেখালো।

অবশ্য আমি তাদের কাউকে আমল দিলাম না। এখন কাগজের বুকে পার্লা-মেন্টের আইন নিয়ে প্রবন্ধ বেরোতে আরম্ভ করলো।

সম্রাট অষ্টম হেনরীর আমলে পাকা হওয়া প্রাচীন আইন নিয়ে আমার বিরুদ্ধে তারা উঠে পড়ে লাগলো।

আমি তখন বয়সে তরুণ। আমি তখন মনুষ্য চরিত্রের নির্দয় ভাব, ঈর্ষা, হিংসা, প্রভৃতি কিছু জানতাম না। বছরের পর বছর ধরে আমি আমার নিজস্ব বিদ্যা নিয়ে পড়াশুনা এবং গবেষণাতে এত ব্যস্ত ছিলাম যে পৃথিবীর হিংসা, ঈর্ষা, প্রভৃতি আমার কাছে ছিল সম্পূর্ণ অজানা। এখন আমি সেটি অনুভব করলাম—এবং অনুভব করলাম গভীরভাবে। সেদিন সকালবেলা দুটি কাগজে আমার বিরুদ্ধে লেখা মন্তব্য পাঠ করলাম। আমি যেন সম্পূর্ণ হতাশ হয়ে পড়লাম। আমি আমার সেক্রেটারীকে বললাম—আজ সন্ধ্যা ছ'টায় আমি আমার শেষ মক্কেলকে দেখবো। তারপর তুমি আর কোন খদ্দের বুকিং করবে না।

সেদিন সারাদিন প্রচণ্ড খেটে আমি সমস্ত খদ্দেরকে দেখেছিলাম। তারপর ভাবলাম আজকেই 'কিরো' হিসাবে আমার কাজ শেষ করবো।

ভাগ্য কিন্তু আমাকে নিয়ে অন্য খেলা খেলবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল—যার ওপরে আমার কোন নিয়ন্ত্রণ ছিল না।

আমি একটি নারীর কন্ঠস্বর শুনতে পেলাম। তিনি আমার সেক্রেটারীকে বললেন যে, তক্ষুণি আমাকে দিয়ে—হাত দেখাতে চান। আমি রাজি হলাম ভদ্র-মহিলা প্রবেশ করলেন। আমার হাত দেখা শেষ হলে ভদ্রমহিলা চেয়ারে ঝুঁকে পড়ে বললেন আজকে রাতে আমার বাড়ীতে কয়েকজন খুব চমকপ্রদ লোক আসবেন। তুমি তোমার কাজ করতে কত দক্ষিণা চাও?

—কিছুই না ম্যাডাম্—একেবারেই কিছু না। আজকে সন্ধ্যা ছ'টা থেকে আমার অস্তিত্ব শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু আপনি অনুমতি দিলে আমি আনন্দের সঙ্গে আপনার কাজ করবো। আমি জ্ঞানী লোকদের সামনে প্রমাণ করতে চাই যে, যারা এই বিদ্যা চর্চা করে তারা শয়তানও নয়, অসাধু লোকও নয়।

—তিনি বললেন, আজ রাতেই তুমি তার সুযোগ পাবে। এই আমার কার্ড, আমি রাত্রি সাড়ে নটার সময় তোমাকে আশা করছি। কার্ডে লেখা ছিল 'মিসেস্ ওয়াল্টার পামার, ব্রুক্ ষ্ট্রীট'।

* * *

অতিথিরা কথা বলতে বলতে এবং হাসতে হাসতে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে এলেন। প্রথমে যে লোকটির হাত দেখবার জন্য আমাকে বলা হলো তিনি একজন প্রবীণ ভদ্রলোক এবং সকলে তাঁকে 'ডাক্তার' বলে সম্বোধন করছিলেন। ডাক্তার তাঁর হাত মেলে ধরলেন এবং ঠোঁট ফাঁক করে মৃদু হাসি হাসতে লাগলেন। কয়েক মুহূর্তে তাঁর জীবনে কোন্ কোন্ বছরে কি কি পরিবর্তন হয়েছে, সেই সব ঘটনার উল্লেখ করলাম। তিনি কৌতূহলী হলেন এবং তাঁর মুখের হাসি মিলিয়ে গেল এবং সব কিছু বলে আমি যখন থামলাম তখন তিনি বললেন—ভাল কথা, আজ সারা সন্ধ্যা আমি এইরূপ ঘটনা সম্ভব নয় বলে তর্ক করেছি এবং আমি তোমার সম্বন্ধে সবচেয়ে বড় অবিশ্বাসী ছিলাম। তুমি আমার হাত দেখে না জুতো দেখে এসব কথা বলেছ তা আমি জানতে চাই না।

তবে তুমি যে সব ঘটনা ও তারিখের কথা বলেছ তা হুবহু মিলে গেছে। তুমি কিভাবে যে এগুলি বলতে সক্ষম হলে তা আমি জানি না।

আমি বললাম, আমার শেষ কথা হলো—আপনি যদি ডাক্তার হন তাহলে আমার বিজ্ঞান সম্পূর্ণ মিথ্যা। চিকিৎসা বিজ্ঞানের চর্চা করে এতোটা উন্নতি করা আপনার মত লোকের পক্ষে সম্ভব না।

তিনি বললেন—তাহলে বলুন স্যার, আমার হাতের রেখা অনুযায়ী কি পেশা গ্রহণ করলে আমার পক্ষে উন্নতি করা সম্ভব ?

আমি উত্তর দিলাম—মাত্র একটি পেশা—একজন ব্যারিষ্টার অথবা আরও ভাল হয়, একজন ফৌজদারী উকিল।

নিজের কেস থেকে কার্ড বের করে তিনি বললেন—আমি স্বীকার করছি আমি কে তা তোমাকে নিশ্চয়ই জানানো উচিত। এই বলে তিনি কার্ডটি আমাকে দিলেন। আমি পড়ে দেখলাম তার ওপর লেখা আছে।

"মিস্টার জর্জ লুইস্।

তারপর একের পর এক অতিথি আমাকে হাত দেখালেন। যেমন—মিস্টার হামবার্ট গ্লাডষ্টোন, স্যার হেনরী আরভিং, মিস্টার কমিন্সকার এবং এই ধরনের প্রায় ডজনের ওপর লোক। দেখতে দেখতে রাত্রি তিনটে বাজলো। মিস্টার পামারকে বললাম—আমি খুব ক্লান্ত।

তিনি আমাকে পরদিন আসতে বললেন এবং আরো বললেন যে আজকের রাত্রি আমার এবং তাঁর উভয়েরই বিজয়ের রাত্রি।

পরদিন ছিল রবিবার। সেদিন মিসেস পামার বললেন—তুমি একাজ বন্ধ করতে পারবে না।

আমি বললাম, পার্লামেন্টের প্রাচীন আইন এবং সংবাদপত্রগুলির প্রবন্ধের কথা।

তিনি প্রবল উৎসাহের সঙ্গে বললেন—তুমি কাল রাত্রে মিঃ জর্জ লুইস্ সম্পর্কে প্রচুর সাফল্য অর্জন করেছ। তিনি একজন বিখ্যাত আইনজীবী এবং এক্ষুণি তাঁর মতামত জেনে আসছি। আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত এখানে অপেক্ষা কর।

আমি অপেক্ষা করতে লাগলাম এবং তিনি আধঘণ্টা পরে ফিরে এসে বললেন—মিঃ জর্জ লুইস্ বলেছেন যে, এই আইনটি যে উদ্দেশ্যে রচনা করা হয়েছিল তা তোমার কর্মপদ্ধতি এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। সুতরাং যদি এ নিয়ে তোমাকে কেউ বিরক্ত করে তাহলে তুমি তোমার কেস তাঁর হাতে দেবে এবং তিনি তোমাকে সাহায্য করবেন।

পরের দিন সকালবেলা থেকে আমি আবার আমার পেশা শুরু করলাম এবং তারপর থেকে সেই প্রাচীন আইন নিয়ে আর কেউ বিরক্ত করেনি।

## অষ্টম অধ্যায়

### র‍্যাঙ্ক রুজভেল্ট ও তাঁর অনুরাগীরা

যখন আমি আবার আমার কাজ শুরু করলাম, তখন স্থির করলাম যে, প্রত্যেক সপ্তাহে দু'দিন করে আমি বিনা ফি-এ গরীবদের হাত দেখবো। আমি ভাবলাম, ঈশ্বর আমাকে যে ক্ষমতা দিয়েছেন তার কিছুটা গরীবদের সাহায্যে ব্যয় করা উচিৎ। কয়েক সপ্তাহ এরূপ চললো। আমার মন আনন্দে ভরে উঠলো, কারণ আমি ভাবলাম, আমি কিছুটা দাতব্য সেবার মধ্য দিয়ে ধর্ম এবং সত্যের পথে চলেছি।

কিন্তু কয়েক সপ্তাহ পরেই আমি বুঝলাম যে ভাল করা খুব কঠিন—অন্যায় করা খুব সহজ।

তার কারণ হলো কোন প্রকৃত গরীব-দুঃখীই আমার কাছে আসতো না। তার বদলে আসতেন কোন জমিদার গিন্নী, ডিউক পত্নী, লেডী বা লর্ড ইত্যাদি। তাঁরা অনেকটা দূরে তাঁদের গাড়ী থামিয়ে অতি সাধারণ বেশভূষা পরে বিনা পয়সায় হাত দেখিয়ে চলে যেতো। ফলে গরীবদের সাহায্য করা আমার পক্ষে অসম্ভব বলে বুঝলাম।

আমিও প্রতিশোধ নিলাম। আমি ফি বাড়িয়ে দিলাম এবং বিনা পয়সায় একটি হাতও দেখতাম না।

তবে যদি কোন প্রকৃত গরীব-দুঃখী দরখাস্ত করতো তাহলে আমি তাদের ফেরাতাম না। এভাবে প্রতি বছরেই আমি কয়েক'শ লোকের হাত দেখে দিতাম।

একদিন বিকেল বেলায় একজন অসামান্যা সুন্দরী মেয়ে হাত দেখাতে এলেন।

তিনি ছিলেন আমার সেদিনের শেষ মক্কেল। তিনি হাত দেখিয়ে চলে যাবার পর আমি তাঁর সম্বন্ধে চিন্তা করতে লাগলাম। আমি যেসব দিন, তারিখ, বছর, মাস হিসাব করে ভবিষ্যদ্বাণী করেছি তা নিয়ে চিন্তা করতে লাগলাম। সবগুলি ঠিকমত ঘটবে বলে আমার দৃঢ় ধারণা হলো। ঘটনার সংখ্যা এবং তারিখ নির্ণয় পদ্ধতি আমার 'সংখ্যা তত্ত্ব' বইতে আলোচনা করেছি।

মহিলাটি সম্বন্ধে আমার ধারণা হলো যে, সেদিন রাত্রেই তাঁর কোন ভয়াবহ বিপদ

বা অগ্নিভয় আছে। আমার এই চিন্তা দেখে অনেকে হয়তো ভাববেন যে, এত সঠিক সময় আমি কি করে বের করলাম ?

আসলে আমার অঙ্কের হিসাব হয়তো ছিল কিন্তু সেই সঙ্গে আমার একটি বিশেষ ভবিষ্যৎ দৃষ্টির ক্ষমতা (ইনটুইশন )—যার ফলে অনেক আগামী ঘটনার ছায়া আমার মনে রেখাপাত করতো। যেমন অনেক জীবজন্তু আপনা থেকেই আগামী বিপদের গন্ধ পায়।

সে কথা যাক্। আমি ভদ্রমহিলার সম্বন্ধে চিন্তা করে নিশ্চিন্ত হলাম যে তাঁর সেই রাত্রেই একটি ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা বা অগ্নিভয়ের সম্ভাবনা। আমি স্থির করলাম যে, এক্ষুণি তাঁকে সতর্ক করা বিশেষ প্রয়োজন।

তাঁর নাম ঠিকানা আমি কিছুই জানতাম না। তবে আমার চাকর বলল যে, তিনি গাড়ীতে উঠে একটি নামকরা হোটেলে তাঁকে পৌঁছে দিতে বলেছিলেন। সুতরাং আমি সঙ্গে সঙ্গে সেই দিকে রওনা হলাম।

হোটেল-অফিসে তাঁর চেহারার বর্ণনা করতেই তারা চিনতে পারলো এবং তারা আমার কার্ড তাঁর ঘরে পৌঁছে দিল। তিনি আমাকে সাদরে অভ্যর্থনা করলেন। আমার সব কথা শুনে তিনি প্রথমে ভাবলেন, আমি হয়তো পাগল। আমার পীড়াপীড়িতে ঐ হোটেল ছেড়ে সেই রাত্রের মত অন্যত্র থাকতে রাজী হলেন।

ভদ্রমহিলার কোন দুর্ঘটনা হলো না সত্যিই। কিন্তু হোটেলের ঘরে তাঁর যে কুকুরটা ছিল সেটি দম বন্ধ হয়ে মারা গেছিল। ঐ হোটেলের তলা থেকে কোন বিষাক্ত গ্যাস তাঁর ঘরে প্রবেশ করে কুকুরটির মৃত্যু ঘটিয়েছিল। তিনি ঐরাত্রে ঐঘরে থাকলে তাঁর নিশ্চয়ই মৃত্যু হতো।

এই ভাবেই আমি বিখ্যাত এবং সুন্দরী নারী ব্র্যাণ্ডিক রুজভেল্টের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলাম।

ব্র্যাণ্ডিক ছিলেন একজন আমেরিকান মহিলা। কিন্তু লণ্ডনের সকলেই তাঁকে খুব ভালবাসতো—একজন সামান্য পথের ভিখারী থেকে একজন প্রাসাদের রাজকুমার পর্যন্ত তাঁকে ভালোবাসতো এবং শুধু 'ব্র্যাণ্ডিক' নামে ডাকতো। নামের সঙ্গে কোন পদবী যেন তাঁকে মানাতো না। ঈশ্বর তাঁকে অসাধারণ প্রতিভা এবং মেধা দিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন একজন শ্রেষ্ঠ লেখিকা এবং কবি। তার লেখা 'কপার কুইন' উপন্যাসটি বর্তমান যুগের একটি শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। তিনি অতি সুন্দর ছবি আঁকতে পারতেন। আবার তিনি এমন গান গাইতেন যা যে কোন সঙ্গীত শিল্পীর পক্ষে গর্বের বিষয়।

তাঁর এই সব প্রতিভা ছাড়াও ছিল এক অপূর্ব সৌন্দর্য, যা সব নর-নারীর চোখেই তাঁকে আকর্ষণীয় করে তুলতো। ভাষায় তাঁর রূপ বর্ণনা করা কঠিন। এমনকি মহারাণী ভিক্টোরিয়াও তাঁর প্রশংসা করেছিলেন।

ঝকমকে সাদা দাঁত, অতি ফর্সা চামড়া, নীল চোখের তারা, সোনালী চুল, সুদীর্ঘ গঠন, সব মিলিয়ে তাঁর মধ্যে যেন একটি রাণীর আভিজাত্য প্রকাশ পেতো। কিন্তু সেই সঙ্গে মুখের মধ্যে যেন লুকিয়ে ছিল শিশুর সারল্য।

তাঁর সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের কিছুদিন পরেই তিনি একটি ডিনার পার্টির ব্যবস্থা করেন। এই পার্টিতে বহু বিখ্যাত লোক এসেছিলেন। একটি পর্দার আড়াল থেকে হাত বের করে তাঁরা দেখাচ্ছিলেন, কারণ যাঁতে আমি তাঁদের চিনতে না পারি। এই শহরেই আমি প্রিন্স কলোনা, ম্যাডাম মেলবা, লর্ড লিটন, হেনরী য়্যাবে প্রভৃতির হাত দেখি।

এই সময়েই আমার শ্রেষ্ঠ সাফল্যলাভ ঘটেছিল, বিখ্যাত সাহিত্যিক অস্কার ওয়াইল্ডের হাত দেখে। তিনি সে সময় লণ্ডনের একজন সেরা সাহিত্যিক—এক কথায় বলা যায় দিক্‌পাল সাহিত্যিক।

যেদিন আমি তাঁর হাত দেখি, সেদিনই তাঁর একটি শ্রেষ্ঠ উপন্যাস বাজারে প্রকাশিত হয়। কিন্তু আমি পর্দার আড়াল থেকে তাঁর দুটি হাত দেখে সেসব কিছুই জানতে পারিনি।

আমি দেখলাম তাঁর ডান হাত এবং বাঁ হাতের রেখার মধ্যে বিরাট পার্থক্য। আমি বললাম তাঁর বাঁ হাত প্রমাণ করছে তাঁর বংশগত ধারা ও প্রকৃতি। ডান হাত প্রমাণ করছে তিনি কতটা সাফল্য অর্জন করতে পারবেন। তাঁর মধ্যে আছে বিরাট প্রতিভা ও শিল্প প্রকাশের ক্ষমতা এবং অভূতপূর্ব সাফল্য। কিন্তু ডান হাতে ভাগ্য-রেখা ভেঙ্গে গেছে। ঠিক এখানেই হবে তাঁর সব সৌভাগ্যের সমাপ্তি এক কথায় বলা যায়, বাঁ হাতটি হলো একজন রাজার হাত। কিন্তু ডান হাত প্রমাণ করছে সেই রাজার নির্বাসন দণ্ড। রাজা নিজেই নিজের পতন ঘটাবেন।

হাতটির মালিক কিন্তু হাসলেন না। তিনি ধীর কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, কতদিন পরে এটি ঘটবে?

আমি উত্তর দিলাম এখন থেকে কয়েক বছর পরে ধরুন আপনার একচল্লিশ কি বিয়াল্লিশ বছর বয়সে।

অবশ্য সকলেই হেসে উঠলো। তারা ভাবলো আমার কথা বোধ হয় সত্য হবে না। কিন্তু নাটকীয় ভঙ্গীতে তিনি বললেন—ডান হাতটি রাজাকে নির্বাসনে পাঠাবে—আশ্চর্য।

একটি কথাও না বলে তিনি গম্ভীরভাবে চলে গেলেন।

তখন সন্ধ্যা শেষ হয়ে রাত নামছে। ব্র্যাণ্ডিক কিছুটা উদ্বিগ্ন হলেন। কারণ তাঁর পার্টির প্রধান লোকটিই বিদায় নিল। ব্র্যাণ্ডিক আমাকে বললো আমার এত বাস্তবভাবে কথা বলায় হয়তো ঐ অতিথি মনঃক্ষুণ্ণ হয়েছেন। যাহা হউক পর্দাটা সরিয়ে ফেলা হলো। আমরা সকলে খেতে বসলাম।

এরপর অস্কার ওয়াইল্ডের সঙ্গে আমার আর দেখা হয়নি। দেখা হলো কয়েক বছর পর—যখন সেই মামলাটি শুরু হলো, যে মামলায় তিনি বিরাট ক্ষতিগ্রস্ত হলেন। সে সময় তিনি আবার আমাকে হাত দেখিয়ে বললেন—দেখুন তো সেই ভাঙ্গাস্থানটা এখন আছে কিনা।

আমি বললাম—সেটি ঠিকই আছে।

তিনি ধীর শান্ত কণ্ঠে বললেন—প্রিয় বন্ধু, আমি দুঃখিত যে ভাগ্যদেবী তাঁর

রাস্তা মেরামত করার জন্য কোন মিস্ত্রী রাখেন নি।

তারপর বহুদিন তাঁর সঙ্গে আর দেখা হয়নি। ইতিমধ্যে আমি সারা পৃথিবীর অর্ধেকটা পরিভ্রমণ করে ১৯০০ খৃষ্টাব্দে প্যারিসে পেঁছিলাম। একটি মনোরম গ্রীষ্মের বিকেল বেলায় আমি একটি মেলায় বেড়াতে গিয়েছিলাম। বেড়ানো শেষে আমি আমার বন্ধু-বান্ধবসহ একটি রেষ্টুরেণ্টে ঢুকে খাওয়া-দাওয়া করছিলাম। এমন সময় দেখলাম একজন লম্বা-চওড়া লোক ভিড় এড়িয়ে কোণের দিকে একটি সীটে বসলো। লম্বা-চওড়া চেহারা কিন্তু দেহ যেন একেবারে ভেঙ্গে পড়েছে।

আমি তাঁকে চিনতে পারিনি। কিন্তু আমাদের দলের একজন বলে উঠলো অস্কার ওয়াইল্ড্।

সঙ্গে সঙ্গে আমি উঠে দাঁড়ালাম। বললাম—আমি অবশ্যই তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা বলতে চাই।

আমার বন্ধু বললো—তুমি যদি ওঁর সঙ্গে কথাবার্তা না বলো, তাহলে আর ফিরে এসো না।

আমি চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলাম। আমি উঠে গিয়ে তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে তাঁর হাতে হাত রাখলাম।

সেই ভয়াবহ নির্জনতার মধ্যে আমি তাঁর হাতে হাত রাখতেই তাঁর দু'চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়লো।

তিনি বললেন—প্রিয় বন্ধু, তুমি কত ভাল। তুমি ছাড়া কেউ হয়তো আমাকে ভালবাসে না।

তারপর তিনি বলে চললেন। আমি মনোযোগ দিয়ে শুনতে লাগলাম। ধীরে ধীরে সময় কাটতে লাগলো।

তিনি বললেন—আবার তাঁর বিচার হয়েছিল—তাঁকে জেলখানায় কাটাতে হয়েছিল। সেখান থেকে ফিরে তিনি নিদারুণ মানসিক অশান্তির মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন। পুরোনো বন্ধুরা কেউ তাঁকে দুচোখে দেখতে পারেন না। তাঁর পুরোনো মর্যাদায় তিনি আর ফিরে যেতে পারবেন না। তিনি এমনভাবে কথাগুলো বলছিলেন যেন একজন লোক রক্ত দিয়ে একটি লেখা দলিল পাঠ করছে।

তাঁকে কোন সান্ত্বনা দিয়ে লাভ নেই। কোন আশার বাণী আমি শোনাতে পারলাম না। জীবনের বাস্তব সত্য তিনি এখন উপলব্ধি করতে পারছেন। ভাগ্য ভেঙ্গে গিয়ে কঠোর বাস্তবের মধ্যে তাঁকে নিক্ষেপ করেছে।

ধীরে ধীরে রেষ্টুরেণ্ট থেকে বেরিয়ে আমরা একটি নদী তীরে এলাম। তিনি ম্লান হাসি হেসে বললেন—

আমি জানি গুপ্ত শত্রুরা আমাকে ধ্বংস করেছে। আমার লেখার কদর্য করেছে কতকগুলি সংবাদ পত্র। যার ফলে আমাকে ওরকম বিড়ম্বনার মধ্যে পড়তে হয়েছে। দীর্ঘদিন কেউ কিন্তু তোমার মত এত সহানুভূতি নিয়ে এসে আমার সঙ্গে কথা বলেনি।

আকাশের বুকে চাঁদ। নদীর বুকে তার লুকোচুরির খেলা।

ধীরে ধীরে তিনি বললেন—আমার জীবনের আলোর খেলা শেষ হয়ে গেছে, এখন চলছে ছায়াচ্ছন্ন দিনগুলি। ব্র্যাঙ্কর বাড়ীতে তোমার সঙ্গে সেই আনন্দমুখর দিনগুলির কথা আজ আবার মনে পড়ছে। প্রাচীনকালের কবর খানা থেকে যেন অতীত আবার ফিরে এসেছে আমার সামনে। সেদিন তুমি আমাকে যে সতর্কবাণী দিয়েছিলে তা সঠিকভাবে মিলে গেছে। কিন্তু আমার কিছুই করবার ছিল না। শুভ্র রাত্রি জানিয়ে বিদায় নিলেন। ফিরে গেলেন প্যারিস থেকে দূরে কোন এক জীর্ণ গ্রাম্য ঘরে।

তারপর আমাদের আর দেখা হয়নি। কয়েকমাস পরে পেলাম তাঁর মৃত্যুর খবর। সেই মহান সাহিত্যিকের কফিন নিয়ে কয়েকজন মাত্র লোক চলেছিল কবরখানার দিকে। আমিও ছিলাম তাঁর মধ্যে একজন।

## নবম অধ্যায়

### রাজা সপ্তম এড্ওয়ার্ডের সঙ্গে দুবার দেখা ঃ ভাগ্য নির্ধারণ দিন স্থির

আমার সৌভাগ্য হয়েছিল রাজা সপ্তম এড্ওয়ার্ডের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার—প্রথমে ১৮৯১ সালে। যে ঘটনার মধ্য দিয়ে এই সাক্ষাৎকার ঘটেছিল তা বর্ণনা করছি।

আমার একজন মক্কেল ছিলেন। খুব খ্যাতনামা ভদ্রমহিলা। সোসাইটিতে তাঁর বিরাট প্রতিপত্তি ও সম্মান ছিল। তিনি একদিন আমার কাছে এসে বললেন— আজ বিকালে আমার বাড়ীতে আপনার নিমন্ত্রণ রইলো।

আমি বিকালে তাঁর বাড়িতে গিয়ে দেখা করলাম। তিনি আমাকে একটি পৃথক ঘরে নিয়ে গিয়ে বললেন—আপনার সঙ্গে আমার কিছু গোপন কথা আছে।

আমি বললাম—আপনি স্বচ্ছন্দে আপনার মনের কথা বলতে পারেন।

তিনি বললেন—আপনি দয়া করে আমার একটি উপকার করুন। একজন বিখ্যাত ব্যক্তি আপনাকে দিয়ে হাত দেখাতে চান। তিনি পর্দার আড়ালে থাকবেন—পরিচয় দেবেন না। তাঁর হাত দেখে আপনাকে ভবিষ্যদ্বাণী করতে হবে। আপনি ও তিনি একা থাকবেন—সঙ্গে কেউ থাকবে না। আপনি এতে রাজী আছেন তো?

আমি বললাম—নিশ্চয়ই—আমি আপ্রাণ চেষ্টা করবো।

আমি পর্দার আড়ালে বসলাম। ইলেকট্রিক আলো সব টানা হলো। তারপর আমি প্রতীক্ষা করতে লাগলাম।

কয়েক মিনিট পরে ভদ্রমহিলা একজন ভদ্রলোককে সঙ্গে নিয়ে পর্দার ওপারে এলেন। ভদ্রলোককে একা রেখে তিনি চলে গেলেন।

ভদ্রলোক যেই হোন না কেন, আমি যথারীতি আমার কাজ শুরু করলাম।

আমি যা বলছিলাম, তা ভদ্রলোকের বেশ ভালই মনে হচ্ছিল বোধহয়। কারণ মাঝে মাঝে তিনি হাত সরিয়ে আমার কথাগুলো নোট করে নিচ্ছিলেন। কোন্ কোন্

বছরে তাঁর কি কি ভাগ্য পরিবর্তন ঘটেছে বা ঘটবে তা আমি বলে দিলাম।

আমি তাঁকে বললাম যে সপ্তাহের মধ্যে তাঁর শুভদিন হবে মঙ্গল, বৃহস্পতি এবং শুক্রবার। তাঁর শুভ সংখ্যা হবে ৬ এবং ৯ সংখ্যা।

মার্চ ২১ থেকে এপ্রিল ২১—এপ্রিল ২১ থেকে মে ২৭ এবং অক্টোবর ২১ থেকে নভেম্বর ২৭ তাঁর শুভ সময় দেখা যায়।

তিনি বললেন—আশ্চর্য—আপনার কথা সব ঠিক মিলে যাচ্ছে।

তিনি কথা শুনতে শুনতে পর্দায় হয়তো একটু হেলান দিয়েছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে পর্দাটা ঝপ্ করে খুলে পড়ল। আমি দেখলাম আমার সামনে বসে যুবরাজ প্রিন্স অফ ওয়েলস্।

আমি হঠাৎ তাঁকে দেখে বোধহয় কিছুটা ভয় পেয়ে গেছিলাম। তিনি ধীরকণ্ঠে বললেন—তোমার নার্ভাস হবার কোনও প্রয়োজন নেই। তুমি যা বলেছো, তা আশ্চর্যজনক ভাবে সঠিক বলে প্রমাণিত হয়েছে। আমি জীবনে প্রথম এভাবে হাত দেখিয়ে প্রকৃত তৃপ্তি পেলাম। তোমার সংখ্যাতত্ত্ব স্থির গবেষণা একেবারে সঠিক সত্য। তুমি যেভাবে বলছো, বলে যাও। আমাকে ও বিষয়ে একটু বুঝিয়ে দাও।

আমি টেবিল থেকে একটি কাগজ নিয়ে তাঁকে কিভাবে দিন তারিখ হিসাব করা হয়, তা বুঝিয়ে দিলাম।

তিনি সব বুঝে নিয়ে হিসাব করে বললেন, তাহলে এই দুটি সংখ্যা যখন একত্রে মিলিত হবে, তখনই কি আমার শেষ?

আমি বললাম—তাই ত আশংকা করছি।

একথাটাও সত্য প্রমাণিত হয়েছিল—কারণ ঠিক ৬৯ বৎসর বয়সে রাজা এড্ওয়ার্ডের মৃত্যু হয়।

আশ্চর্য—এপ্রিল মাসের শেষেই তিনি রোগে পড়েন এবং সে মাসে অর্থাৎ ৬ সংখ্যক মাসে তিনি দেহত্যাগ করেন।

আবার ৬৯ = ৬ + ৯ = ১৫ = ১ + ৫ = ৬

সেই ছয় সংখ্যাতেই তাঁর মৃত্যু।

এভাবেই সেদিনের মত তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ শেষ হলো। দ্বিতীয় সাক্ষাৎ--কয়েক বছর পরে মহামান্য প্রিন্স অব ওয়েলসের সঙ্গে আবার আমার সাক্ষাতের অবকাশ ঘটেছিল। কিন্তু সেই সময় অবস্থা দিন সম্পূর্ণ পৃথক।

সেই সময় বুয়োর যুদ্ধ শুরু হয়েছিল। হাজার হাজার ব্রিটিশ সৈন্য জাহাজে চেপে রোজ যাচ্ছিল দক্ষিণ আফ্রিকার দিকে।

সেই সময় স্কটল্যাণ্ডের রাজকুমারী লণ্ডনে এসেছিলেন। তিনি প্রিন্স অব ওয়েল্সের বহুদিনের বান্ধবী! তিনি লণ্ডনে এসেছিলেন একটি প্ল্যান নিয়ে। তিনি শিশুদের জন্য বিস্কুট সরবরাহের সাহায্য করার প্ল্যান করেন।

ইংলণ্ডে বড় বড় বিস্কুট কোম্পানীর কাছ থেকে, কে কত বিস্কুট সরবরাহ করতে পারবে তার তালিকা তৈরী করে উপযুক্ত সরবরাহ বজায় রাখার চেষ্টা করছিলেন

তিনি। যুবরাজের সাহায্যের মধ্যেই তিনি একাজ করছিলেন। তিনি আমাকে একাজে সাহায্য করার জন্য আহ্বান জানান—কারণ অনেকের ওপর আমার আধিপত্য ছিল।

একদিন তাঁর বার্কলি হোটেলের ঘরে বসে আমি তাঁর সঙ্গে এ বিষয়ে কথা বলছিলাম। যন্ত্রটা সরবরাহের আশা পেলাম, তা প্রয়োজনের তুলনায় কম নয়। এসব কাগজ পত্র নিয়ে আলোচনা করছি, এমন সময় প্রিন্স অব ওয়েলস ভেতরে প্রবেশ করলেন।

প্রিন্সেস আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবেন ভাবছেন, এমন সময় যুবরাজ হেসে বললেন—আমি এঁকে ভাল ভাবেই চিনি। ইনি আমাকে উনসত্তর বছরের বেশি বাঁচতে দিতে চান না।

—কি আশ্চর্য, প্রিন্সেস বললেন—ক্রাইমার নও, যে তোমার প্রতি দণ্ডাদেশ হবে।

যাহোক প্রিন্সেসের প্ল্যান করতে হলো না আর। প্রিন্স অব্ ওয়েলস্ বললেন যে তিনি যুদ্ধস্থল থেকে খবর পেয়েছেন যে, যথেষ্ট খাদ্য ও বিস্কুট সরবরাহ ঠিকভাবেই হবে। কোন অসুবিধেই হবে না।

সুতরাং প্রিন্সেসের বিস্কুটের দুর্ভাবনা কেটে গেল।

কয়েকদিন পর একদিন বিকেলে প্রিন্সেসকে দেখলাম আবার। তিনি মার্লবরো ক্লাব থেকে বেরিয়ে আসছিলেন। তিনি বললেন—আপনি আমার সঙ্গে আসুন। আরও কয়েকজন খ্যাতনামা লোকের বিচার করতে হবে, আপনার সংখ্যার তত্ত্ব অনুযায়ী। আমার লাইব্রেরিতে চলুন, তাহলে কেউ আপনাকে বিরক্ত করবে না।

দুজনে একত্রে মার্লবরো হাউসে প্রবেশ করলাম। তিনি আমাকে একটি সিগার দিলেন। তিনি কয়েকজন লোকের জন্মতারিখ দিয়ে আমাকে হিসাব করতে বললেন।

সন্ধ্যা ছটা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত আমি কাজ করে চললাম। অবশেষে খবর এলো যে তাঁর ডিনারের সময় হয়েছে।

আমি যে সব কাগজ তাঁকে দিলাম, তার একটি করে নোট নিয়ে আমিও তা রেখে দিলাম। তবে এগুলি খুব গুপ্ত কথা বলে, আমি সে সব প্রকাশ করলাম না।

তারপর তিনি উঠে দাঁড়ালেন। তিনি আবার আমাকে একটি সিগার দিলেন—নিজে একটি ধরালেন। আমাকে নিয়ে শেষ প্রান্ত পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন। তিনি নিজে থেকেই আমার হাতে হাত রেখে বললেন—গুড্‌বাই।

আমি বিদায় নিলাম।

## দশম অধ্যায়

# রাজা এডওয়ার্ডের প্যারিস ভ্রমণ : শান্তির জন্য সংবাদপত্র প্রকাশ

রাজা সপ্তম এডওয়ার্ডের সঙ্গে পরিচয়ের অনেক পরে নতুন আর একটি ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে আমার যোগাযোগ হয়েছিল। ইংল্যান্ড এবং ফ্রান্সের মধ্যে যে বিখ্যাত 'মিত্রতার বন্ধন' ঘটেছিল, তার উদ্যোক্তাদের মধ্যে আমিও ছিলাম একজন।

সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ডের আমার প্রতি সদয় ব্যবহার আমি কখনো ভুলিনি। তার কিছু দিন পরে আমি প্যারিস সহরে বাস করছিলাম। সে সময় 'ফ্যাসোদা' ঘটনাবলী নিয়ে ইংল্যান্ড এবং ফ্রান্সের মধ্যে তীব্র মনোমালিন্য চলছিল। আমি চেষ্টা করেছিলাম সেই সব ব্যাপার ভুলে গিয়ে যাতে সম্রাট এডওয়ার্ড ফ্রান্সের লোকের কাছে সম্মান অর্জন করতে পারেন।

আমার শিক্ষাজীবনে আমার একজন বৃদ্ধ শিক্ষক একদা আমাকে বলেছিলেন—প্রিয় বালক, তোমাকে আমি জীবনের পথে চলার জন্য একটি স্বর্ণময় নিয়ম শিখিয়ে দিচ্ছি। তা হলো—যাঁরা তোমার ভাল করে তাদের প্রতি ভাল করবে। যাঁরা তোমার ক্ষতি করবে তাঁদের বিচার শক্তির স্বল্পতার জন্যে দুঃখ প্রকাশ করবে। যদি তুমি এই নিয়ম মেনে চল তাহলে তুমি লক্ষপতি হও বা না হও, তোমার মনে প্রচুর শান্তি থাকবে।

আমি আমার সেই শিক্ষার কথা কোন দিন ভুলিনি। তার ফলে আমি জীবনে নানা ক্ষেত্রে অনেক উপকৃত হয়েছি।

সেই সময় ফ্রান্সের লোকদের মনে ইংরেজদের প্রতি একটা বিদ্বেষের ভাব চলছিল। প্যারিসে ইংরেজরা রাস্তা ঘাটে ভালভাবে চলা ফেলা করতেও ভয় পেতো। আমেরিকানরা প্যারিসের পথে চলা ফেরার সময় হাতে আমেরিকান সংবাদপত্র রাখতো যাতে তাদের দেখে কেউ ইংরেজ বলে ভুল না করে। এ নির্দেশের কারণ হলো 'ফ্যাসোদা' অঞ্চল ইংরেজরা গ্রাস করেছিল।

সেই সময় আমি একটি খবরের কাগজের স্বত্ব কিনে সেটি চালাচ্ছিলাম। কাগজটির নাম 'আমেরিকান রেজিস্টার'। ইংল্যান্ড ফ্রান্স থেকে শুরু করে সারা ইউরোপে এই কাগজটি প্রচুর পরিমাণে চলতো। আমি সব সময় চেষ্টা করতাম যাতে রাজনৈতিক ব্যাপারে কাগজটির মতবাদ নিরপেক্ষ থাকে। তার ফলেই এর চাহিদা খুব বৃদ্ধি পেয়েছিল। আমার কাগজে আমি সমালোচনা করেছিলাম যে, মানুষ হিসাবে রাজা এডওয়ার্ড একজন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। কিন্তু ইংরেজ রাজনীতির পাক চক্রে, অনেক বিদেশীর চোখে তিনি একজন অশুভ ব্যক্তি।

তার পরেই আমার মনে এলো অন্য একটি কথা। আমি বিভিন্ন লোকের কাছ থেকে একটি বিশেষ বিষয়ের মতামত জানবার জন্যে জনসাধারণের কাছে অভিমত জানতে চাইলাম আমার কাগজের মাধ্যমে।

বিষয়টি হলো সম্রাট এড্ওয়ার্ড যদি এই সময় প্যারিস সফরে আসেন তাহলে জনসাধারণের মনে তার প্রতিক্রিয়া কি হবে ?

'আমেরিকান রেজিস্টার' কাগজে এই বিষয় নিয়ে জনসাধারণের মতামত জানতে চাওয়া হলো এবং তাতে বলা হলো যে এইসব মতামত কাগজে ছাপা হবে। হাজার হাজার চিঠিপত্র এসে গেল কয়েকদিনের মধ্যে। সারা ফ্রান্সের বিভিন্ন অঞ্চল থেকেই এই চিঠিপত্র এসেছিল।

কোন কোন চিঠি বিশাল ও সুদীর্ঘ, কোন কোনটি খুব ক্ষুদ্র। আবার কোন কোন চিঠি অতি সংক্ষিপ্ত।

বেশির ভাগ চিঠিতে সম্রাট এড্ওয়ার্ড সম্পর্কে শ্রদ্ধার ভাব ছিল এবং তাতে লেখা হয়েছিল যে সম্রাট এড্ওয়ার্ড প্যারিসে এলে তাতে দুই দেশের মধ্যে মিত্রতা স্থাপিত হবে। অবশ্য কিছু কিছু চিঠিতে বিরূপ মন্তব্যও ছিল।

স্যার এড্মণ্ড ছিলেন ফ্রান্সে ইংল্যাণ্ডের রাজদূত। তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয়ও খুব ভাল ছিল। আমি ভালভাবে লেখা চিঠিগুলির কপির প্যাকেট তাঁর হাতে দিলাম। সে সময় মঁসিয়ে ডেল ক্যাসি ছিলেন বিদেশ মন্ত্রী। তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় হয় এবং তিনি আমার উদ্যোগের প্রচুর প্রশংসা করেন।

যে সব চিঠিতে খুব খারাপ লেখা ছিল সেগুলি বাদ দিয়ে মিত্রতার প্রতি শুভেচ্ছামূলক চিঠিগুলি আমি একে একে আমার পত্রিকায় প্রকাশ করতে লাগলাম। তাছাড়াও আমি নিজে কিছু কিছু প্রবন্ধ লিখে পত্রিকায় প্রকাশ করলাম।

ভাল ভাবে লেখা চিঠিগুলির কপি আমি সম্রাট এড্ওয়ার্ডের হাতে পৌছে দেবার ব্যবস্থা করলাম।

প্রায় এক মাস কেটে গেল। আমি সম্রাটের কাছ থেকে কোন উত্তর পেলাম না। তবে সংবাদপত্রে আমি চিঠি ও প্রবন্ধ প্রকাশ চালিয়ে যেতে লাগলাম।

অবশেষে একদিন বিকেল বেলায় আমি একটি বার্তা পেলাম। ব্রিটিশ দূতাবাস থেকে আমাকে ডেকে পাঠান হলো। স্যার এড্মণ্ড আমার সঙ্গে সেখানে দেখা করলেন। তিনি বললেন—আমার কাজের জন্য সম্রাট আমাকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন এবং কয়েক দিনের মধ্যেই তিনি প্যারিসের বুকে মিত্রতা-মূলক সফর করবেন।

এই মিত্রতার যাত্রা সফল হয়েছিল। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের কাগজে এই নিয়ে সুখ্যাতি বের হয়েছিল।

সম্রাট এড্ওয়ার্ডকে প্রবলভাবে অভ্যর্থনা জানিয়েছিল প্যারিস মহানগরী। প্যারিসের রাজপথের ওপর দিয়ে যখন সম্রাটের গাড়ী চলছিল তখন পথের দুপাশে হাজার হাজার লোক তাঁকে স্বাগত জানিয়েছিল।

ফরাসী প্রেসিডেণ্ট আশঙ্কা করেছিলেন যে, কোন বিক্ষোভ ফের হতে পারে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তা মোটেই হয়নি। সাধারণ লোকের মনে এ যাত্রা ও সফর মিত্রতার যাত্রা বলে পরিগণিত হয়েছিল।

এর মাস খানেক পর আমি "মিত্রতার বন্ধন" নামে একটি সংবাদপত্র প্রকাশ

করেছিলাম। অনেকগুলি ভাষায় প্রকাশিত হয়ে সারা ইউরোপে তা প্রচারিত হয়েছিল। সম্রাট এড্‌ওয়ার্ডকে আমার কাগজে 'Edward the Peace maker' আখ্যা দেওয়া হয়েছিল।

বিভিন্ন জাতির নেতারা এ ব্যাপারে আমাদের প্রচুর প্রশংসা করেছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো, যে সব নেতারা মুখে শান্তির বুলি বলেন, তাঁরাই আবার গোপনে কামান সাজান, যুদ্ধ জাহাজ নির্মাণ করেন, যুদ্ধের প্রস্তুতির জন্যে। সুতরাং প্রকৃত আন্তর্জাতিক শান্তি হলো একটি স্বপ্ন মাত্র যা নির্বোধ লোকের খোয়াব।

তাই সারা বিশ্বে কোন দিন প্রকৃত শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে কিনা, তা আমি জানি না।

## একাদশ অধ্যায়

### রাণী মেরীর বই প্রাপ্তি ঃ রাজা জর্জের সংখ্যা

আমার জীবনের একটি মূল্যবান ঘটনা আসে রাণী মেরীর কাছ থেকে একটি পত্র প্রাপ্তি।

কিভাবে আমি পত্রটি পেয়েছিলাম সে বিচার বর্ণনা করছি।

রাণী মেরীর কুমারী জীবনে নাম ছিল প্রিন্সেস মে। আমাকে নাকি কুমারী মে গোপনে হাত দেখিয়ে গিয়েছিলেন। তা অবশ্য আমি জানতাম না—কারণ তিনি পরিচয় দেননি।

আমি তাঁকে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলাম যে—আপনার প্রথম প্রেমিক দীর্ঘদিন জীবিত থাকবেন না। তাঁর মৃত্যুর পর আপনার যে বিবাহ হবে, তার ফলে আপনি খুব উচ্চ মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত হবেন। আমি আরও বলি যে, তাঁর শুভ সংখ্যা ৩ এবং তার সংযোগ সংখ্যার দ্বারাই তাঁর জীবনের সব প্রধান ঘটনাবলী ঘটবে।

আমার অনেক অতিথি, পর্দার আড়াল থেকে হাত দেখাতেন এবং নাম ঠিকানা কিছুই বলতেন না। তাই কবে যে তিনি হাত দেখিয়ে গেছেন, তা আমি জানতে পারিনি। তবে আমার ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে সত্য প্রমাণিত হয়েছিল।

প্রিন্সেস মের প্রথম প্রেমিক ছিলেন ডিউক অফ ক্লারেথ। তাঁর মৃত্যু হয় আকস্মিক ভাবে।

তারপর সম্রাটের সঙ্গে তাঁর বিবাহ স্থির হয়। এই বিবাহের দ্বারা তিনি ইংলণ্ড সম্রাজ্ঞীর মর্যাদা লাভ করেন।

এই বিবাহের উপহার হিসাবে আমি আমার সদ্য প্রকাশিত হস্তরেখা সম্পর্কিত বইটি পাঠাবো বলে স্থির করি। আমার একজন বান্ধবী আমাকে এই পরামর্শ দেন।

আমি একখানি বই খুব ভাল চামড়ায় বাঁধিয়ে সোনালী অক্ষরে নাম লিখে তাঁর কাছে উপহার হিসাবে পাঠালাম। বিবাহের দিন পনেরো আগে আমি বইটি পাঠালাম।

আমি আশ্চর্যান্বিত হলাম এবং আনন্দ লাভ করলাম, যখন মাত্র কয়েক দিন পরে রাণী মেরী নিজের হাতে চিঠি লিখে বইটির প্রাপ্তি স্বীকার করলেন এবং আমার এই ক্ষুদ্র উপহারের জন্য ধন্যবাদ জানালেন। চিঠিটা ছিল এই—

হোয়াইট্ হাউস

২১শে মে, ১৮৯৩

যে রাজকন্যা অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে কিরোর বইটির প্রাপ্তি স্বীকার করছেন। তিনি এই উপহারটি পেয়ে খুবই খুশী এবং তাঁর বিবাহের যৌতুকের সঙ্গে সব জিনিসের সঙ্গে এটিও থাকবে একত্রে।

রাণী মেরীর জীবনেও শুভ সংখ্যাটি ঠিকই মিলে গিয়েছিল। তাঁর পুত্র রাজা পঞ্চম জর্জের জন্ম হয় ৩রা জুন। রাণীর বিবাহ হয় ১৮৯৩ সালে।

১+৮+৯+৩=২১=২১+ =৩

রাণী মেরীর অভিষেক হয়েছিল১৯১১ সালে=১২=৩ সংখ্যা।

তাছাড়া রাণীর জীবনে আরও অনেক ঘটনা ঘটেছিল যার সংখ্যা ছিল অবশ্য ৩ এবং তাঁর পর রাজা পঞ্চম জর্জের জীবনের অনেক শুভ ঘটনাও ঐ ৩ সংখ্যার সঙ্গে জড়িত ছিল। এসব বিষয় 'কেন' হয়, আমার 'সংখ্যাতত্ত্ব' গ্রন্থটি থেকে তা জানতে পারবেন।

## দ্বাদশ অধ্যায়

### অনেক বিখ্যাত ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎকার

এই সময়েই আমি ডব্লিউ টি স্টেডের সঙ্গে তাঁর বিখ্যাত অফিস মার্লবরো হাউসে দেখা করার জন্য নিমন্ত্রিত হয়েছিলাম।

এখানে একটা কাজ হলো, আমি আমার সেক্রেটারীকে বলেছিলাম যে, যে কোনও ব্যাপারে আমার সঙ্গে কেউ দেখা করতে এলে, আগন্তুকের পরিচয় যেন আমাকে জানানো না হয়। তাতে আমার কাজ কর্মের ক্ষেত্রে অনেক অসুবিধার সৃষ্টি হয়ে থাকে।

আমার মনে হয়, আমার পাঠকরাও আমার সঙ্গে এ বিষয়ে একমত হবেন। কোনও লোক সম্পর্কে যদি আগেই অনেক কিছু জানা যায়, তা হলে তা নিজের বিচার শক্তিতে বিঘ্ন ঘটায়।

জীবনের অভিনয় মঞ্চে এক একজন লোক এক এক ভাবে খেলা করে চলেছেন। সেখানে তাদের সব রূপ ধরা পড়ে না। কিন্তু জ্যোতিষীর কাছে সব সৃষ্টিও তাই। বিখ্যাত লোকের নাম শুনে বিচার করতে গেলে জ্যোতিষী বিভ্রান্ত হতে পারেন। জনসাধারণের চোখে একজন লোক যেমন—জ্যোতিষীর চোখে তিনি ভিন্ন।

এইজন্য খুব চেনা-জানা লোকদের বা বন্ধুদের হাত দেখতে আমি অনেক সময় রাজী হতাম না।

মিঃ স্টেডের বিষয়েও ছিল একই ব্যাপার। ইংলণ্ডের সব খবরের কাগজের মাধ্যমে তাঁর বিচার অনেক কিছুই জনসাধারণ জানতো। বিরাট ব্যক্তিত্ব। তাই এমন একজন লোকের হাত দেখা বা সঠিক বিচার করা একটু কঠিন নিশ্চয়ই।

আমি সব ঝামেলার কথা বললাম মিঃ স্টেডকে। তারপর তাঁর হাতের ছাপ নিলাম এবং কোন্ কোন্ রেখার জন্য তিনি জীবনে এত উন্নতি করেছেন তা সব বুঝিয়ে বললাম। তাঁর জীবনে যে আরও অনেক উন্নতি হবার সম্ভাবনা আছে, তাও আমি বললাম। তিনি রাজনীতিতে আরও অনেক বিখ্যাত হবেন—তার সম্ভাবনাও বুঝিয়ে দিলাম। তাঁর জীবনের প্রধান ঘটনাগুলি কোন্ কোন্ বছরে ঘটবে তাও বললাম।

তিনি এতে সন্তুষ্ট হলেন।

কয়েক বছর পর আবার প্যারিসে তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। সে সময় পারস্যের শাহ আমাকে একটি সম্মানজনক সুট উপহার দেন। তাতে আমার প্রতি তাঁর সম্মান জানাবার প্রতীক ব্যবহৃত হয়েছিল।

এর কারণও ছিল। শাহ্ এর হাত দেখে আমি তাঁকে সতর্ক করেছিলাম এবং বলেছিলাম যে, নির্দিষ্ট একটি দিনে তাঁকে হত্যা করার জন্য ষড়যন্ত্র হবে। এই ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী তিনি ঐদিন যথাযোগ্য প্রহরী রেখেছিলেন এবং তার ফলে ষড়যন্ত্রকারীরা ধরা পড়েছিল। শাহ্-এর জীবন রক্ষা পেয়েছিল। তাই তিনি শুভেচ্ছাসূচক ঐ বহু মূল্যবান সুটটি আমাকে উপহার দেন।

মিঃ স্টেডের সঙ্গে যখন প্যারিসে আমার দেখা হলো, তখন তিনি দিন কি করে নির্ধারণ করা হয়, এর বিচার ও আমার সংখ্যাতত্ত্বের থিয়োরী জানতে চাইলেন। কি করে অশুভ বা শুভ দিনের ব্যাপারে আমি জানতে পারি?

আমরা তখন বসেছিলাম প্যারিসের একটি বিখ্যাত রেস্টুরেণ্টে। আমরা ছিলাম তিনজন। আমি, মিঃ স্টেড এবং মিস মড্ গোনী। মিঃ স্টেড তখন বিরাট শান্তি আন্দোলনে সফল হয়েছিলেন রাশিয়ার জারের সঙ্গে দেখা করে। তাঁর সঙ্গে ছিলেন 'আইরিস জোয়ান অব্ আর্ক' মিস্ মিড্।

আমি বোঝালাম—প্রত্যেক মানুষের জীবনের একটি বিশেষ সংখ্যা থাকে। সেই সংখ্যার সঙ্গে যোগ-বিয়োগ করে হিসাব করে এবং হাত মিলিয়ে শুভ বৎসর, দিন, মাস সব পাওয়া যায়। জীবনের প্রধান প্রধান শুভ বা অশুভ ঘটনার দিন সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা যায়।

আমি বোঝালাম, কিভাবে শাহ্-এর জীবনের ভয়ংকর দিনটি আমি হিসাব করে বের করেছিলাম।

তারপর তিনি তাঁর পুত্রের জীবনের কয়েকটি পুরোনো ঘটনার তারিখ বললেন। তা থেকে হিসাব করে আমি তাঁর পুত্রের শুভ ও অশুভ ঘটনার দিনগুলি সম্পর্কে একটি তালিকা দিলাম।

পরবর্তীকালে আমার এই ভবিষ্যদ্বাণী তাঁর পুত্রের জীবনে হুবহু মিলে গিয়েছিল।

## মিঃ রিচার্ড ক্রোকার

মিঃ স্টেডের কাছে আমি কিন্তু একদিক থেকে ঋণী ছিলাম। কারণ তাঁর মাধ্যমেই আমার পরিচয় হয় একজন বিখ্যাত ব্যক্তির সঙ্গে। তাঁর নাম মিঃ রিচার্ড ক্রোকার। তিনি ইংলণ্ড এবং আমেরিকার একজন বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব। মিঃ রিচার্ড ক্রোকার ছিলেন নুাইয়র্কের ট্যামারী হলের খ্যাতনামা নেতা—পৃথিবীর একটি বৃহত্তম রাজনৈতিক সংস্থার নেতা ছিলেন তিনি।

তিনি আমার সঙ্গে দেখা করে বলেন যে, তাঁর বন্ধু মিঃ স্টেড্ আমার সম্পর্কে প্রশংসা করেছেন। অতএব তিনি তাঁর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আমার কাছে জানতে চান।

আমি তাঁকে ভালভাবে পরীক্ষা করে বললাম যে, তিনি শীঘ্রই বিনা কারণে রাজনীতি থেকে অন্য পথে চলে যাবেন। রাজনীতি তাঁর ভাল লাগবে না এবং যে পথে তিনি যাবেন তাতেও প্রচুর উন্নতি, সম্মান ও অর্থ আসবে।

তিনি শান্ত জীবন ও শান্তভাবে চলতে পছন্দ করতেন তখন থেকে।

তিনি আমাকে জানালেন যে, আমি তাঁর অতীত সম্পর্কে ঠিক বলেছি, ভবিষ্যৎ সম্পর্কে যা বললাম, তা কখনো হয়তো ঘটবে না।

কিন্তু আশ্চর্য—মাত্র এক বছর পরেই আমার ভবিষ্যদ্বাণী সফল হলো। তিনি আচমকা রাজনীতি থেকে একেবারে বিদায় নিলেন। আমেরিকা ও ইংলণ্ড ছেড়ে আয়ার্ল্যাণ্ডে একটি স্টেট কিনলেন। তিনি অবশেষে ব্যবসায় মন দিলেন এবং সেই সঙ্গে নানা জাতের উন্নত ঘোড়ার লালন-পালন করতে লাগলেন। অবশেষে তাঁর পালিত ঘোড়া একদিন ইংলণ্ডে ডার্বিং ব্লু রিবন জিতে ফেলল। তিনি প্রচুর সম্মান ও অর্থ লাভ করলেন।

## ম্যাডামোমেলী জানোথা

এই সময় আমার পরিচয় হয় আর একটি বিরাট ব্যক্তিত্বের সঙ্গে—তাঁর নাম ম্যাডা-মোমেলী জানোথা। তিনি জার্মানীর রাজদরবারে শ্রেষ্ঠ পিয়ানো-বাদিকা ছিলেন। তিনি বিভিন্ন রাজদরবারে যে পরিমাণ সম্মান ও অর্থ পেয়েছেন, তা কোন নারী জীবনে পেয়েছে কিনা সন্দেহ।

এই নারীর বাজনা শুনলে মনে হতো, যে কোন শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত শিল্পীর আত্মা তাঁর আঙ্গুলের মাঝ দিয়ে নৃত্য করে। কিন্তু তাঁর একজন অনুচর বা কালো বিড়াল ছিল 'প্রিন্স হোয়াইট্ হীদার'। দশ বছর ধরে তিনি ম্যাডামোমেলীর অর্থেই দিন কাটাতেন। বহু বাজারে চ্যারিটির জন্যে তাঁদের অর্থ সংগ্রহ করতে দেখা যেতো। ম্যাডাম বাজনা বাজাতেন আর তাঁর সঙ্গী 'কালো বিড়ালটি' 'প্রিন্স' জনসাধারণ প্রদত্ত নাম, অর্থ সংগ্রহ করতেন।

আমি তাঁর হাত দেখে তাঁর অতীত এবং ভবিষ্যৎ সব কিছু বর্ণনা করি। ভবিষ্যতে কি কি হবে কোন্ কোন্ সময়ে তাও স্পষ্ট বলে দিই।

এই নারী জনসাধারণের আদৃতা ছিলেন—কারণ তাঁর অসাধারণ সঙ্গীত প্রতিভা কি কি গ্রহের প্রভাবে তা ঘটেছিল, তাও আমি বলেছিলাম।

আমি তারপর বিদেশে যাই। অবশেষে কয়েক বছর পরে লণ্ডনে আবার ফিরে আসি। ফিরে এসে ম্যাডামোমোলীর কাছ থেকে একটি চিঠি পেলাম। তিনি লিখেছিলেন বহু বছর আগে আপনি যা যা বলে গেছিলেন সব সত্য প্রমাণিত হয়েছে। সব আনন্দ এবং সব দুঃখ ঠিক পর পর ঘটে গেছে। এমন নির্ভুল ভবিষ্যদ্বাণী যে কেউ করতে পারে এ বিষয়ে আমার কোন ধারণা ছিল না।

## ত্রয়োদশ অধ্যায়

## কম্‌টে ডি প্যারিস ঃ লেডি ডি বেথী (মিসেস ল্যাররী)

আমার সঙ্গে অনেক বড় বড় লোক এবং সাধারণ মানুষই দেখা করতে আসতো। তবে এই সময় একজন বিনয়ী, অমায়িক বয়স্ক ফরাসী ভদ্রলোক আমার সঙ্গে প্রায়ই দেখা করতে আসতেন। তিনি বিশেষভাবে আমার একটি পদ্ধতি সম্পর্কে খুব উদ্‌গ্রীব ও কৌতুহলী ছিলেন। জানতে চাইতেন আমার সংখ্যাতত্ত্ব পদ্ধতি।

কোন্ সাল কোন্ তারিখে কোনও বিশেষ ঘটনা ঘটবে, তা কি করে বের করা যায়? এটি নিয়েই তিনি বেশি উদগ্রীব ছিলেন। আমি এ বিষয়ে কয়েকটি ছক করেছিলাম। নেপোলিয়ন কোন্ কোন্ যুদ্ধে জয়লাভ করেন। কখন কখন পরাজিত হন এবং তা কেন হয়, তা আমার সংখ্যাতত্ত্বের হিসেবে হুবহু মিলে যায়।

এই সংখ্যাতত্ত্ব তিনি নিজে মিলিয়ে দেখতেন বিভিন্ন লোকের ক্ষেত্রে এবং তা মিলে যেত। তিনি বেশ অর্থ পেতেন।

নেপোলিয়নের শ্রেষ্ঠ সময় ছিল প্রতি বছরের ১লা জুলাই থেকে ৩০শে অক্টোবর এবং ১২ই জানুয়ারী থেকে ৩০শে এপ্রিল। আবার ডিউক অফ ওয়েলিংটনের (যিনি নেপোলিয়নকে পরাজিত করেন) শ্রেষ্ঠ সময় ছিল ১৫ই এপ্রিল থেকে ১৫ই জুলাই এবং ১৫ই অক্টোবর থেকে ১৫ই জানুয়ারী।

জীবনে একবারই এই দুই বিরাট জেনারেল মুখোমুখি যুদ্ধে মিলিত হন। ওয়াটালুর যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল ১৮১৫ খৃষ্টাব্দের ১৮ই জুন। এই সময়টা ছিল ডিউক অব্ ওয়েলিংটনের শুভ এবং নেপোলিয়নের অশুভ সময়। তাই নেপোলিয়নও পরাস্ত হতে বাধ্য হন। ফরাসী ভদ্রলোক প্রায়ই হিসাব করতেন—কয়েক মাস পরে যুদ্ধ হলে অবস্থাটা কি রকম হতো।

ফরাসী ইতিহাস ছিল ভদ্রলোকের নখদর্পণে। বিভিন্ন জাতি, বিপ্লব প্রভৃতির ইতিহাসের তারিখ তাঁর কণ্ঠস্থ ছিল। তিনি আমার তত্ত্ব মিলিয়ে সব বিচার করে

দেখতেন - কেন সেই সব প্রাচীন রীতি ঘটেছিল। কিন্তু আমি তাঁর বিস্তারিত সঠিক পরিচয় জানতাম না।

যা হোক, কিছুদিন পরে তিনি লণ্ডন থেকে আমেরিকা চলে যাবেন শুনলাম। তখন ভদ্রলোকের হাতের একটি ছাপ রাখতে ইচ্ছা প্রকাশ করলাম।

তিনি বললেন - না। আমার বিশেষ কোনও কারণ আছে, যে জন্য হাতের ছাপ দিতে পারবো না। তার বদলে তুমি আমার সই করা এই ফটোটা রেখে দাও।

তিনি তাঁর একটি ফটোর নীচে নাম সই করে তা আমার হাতে তুলে দিলেন।

তিনি চলে গেলে আমি ফটোটি নিয়ে দেখলাম। তাতে তাঁর নাম লেখা— ফিলিপ কম্‌টে ডি প্যারিস। তিনি একজন ফরাসী রাজনীতিবিদ্ এবং দেশকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসতেন।

## শ্রীমতী ল্যাররী ( লেডি ডি বেথী )

আমি শ্রীমতী ল্যাররী বা লেডি ডি বেথীকে চিনতাম না, যদিও তিনি ছদ্মবেশে অনেক দিন আগেই আমাকে দিয়ে তাঁর ভাগ্যবিচার করিয়ে নিয়ে গেছিলেন। সে সব কথা আমি জানলাম, যখন একদিন তিনি কালটজে নিজ মুখে আমাকে অভ্যর্থনা জানালেন।

আমি জানতে চাইলাম যে তিনি আমাকে দিয়ে হাত দেখাতে চান কিনা ?

তার উত্তরে তিনি হেসে বললেন—আমি চার বছর আগেই আপনাকে দিয়ে হাত দেখিয়েছি। আমি এমন কালো ওড়না পরে গেছিলাম যে আপনি আমাকে তখন চিনতে পারেননি।

শ্রীমতী ল্যাররীরও ঘরগুলি সুন্দর গোলাপ ফুল দিয়ে সাজানো। তাঁর মুখে হাসি এবং তৃপ্তির ছাপ।

যখন আমরা কথা বলছিলাম, তখন সেখানে একটি রুপার তৈরী দোয়াতদান এবং একটি জন্মদিনের শুভেচ্ছা লিপি বয়ে আনলো একজন। রাজা এড্‌ওয়ার্ড শ্রীমতী ল্যাররীর জন্মদিনের উপহার পাঠিয়েছেন।

সেদিন যে তাঁর জন্মদিন তা হয়তো শ্রীমতীর খেয়াল ছিল না। কিন্তু যথানির্দিষ্ট নিয়মে রাজার উপহার পেয়ে তাঁর সেকথা মনে পড়লো।

শ্রীমতী ল্যাররী বললেন—তোমার প্রতিটি ভবিষ্যদ্বাণী হুবহু মিলে গেছে। অপূর্ব !

তারপর শ্রীমতী তাঁর নিজের একটি ফটোতে নাম সই করে তা আমার দিকে ঠেলে দিলেন। কিন্তু বিশ্বের যে কোনও ফটো তাঁর অসামান্য রুপরাশি প্রকাশ করতে অসমর্থ। তাছাড়া তাঁর বিনয়, ভদ্রতা, সততা প্রভৃতি গুণ ছিল অসীম।

তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিলাম সেদিন।

তবে কিছুদিন পরেই তাঁর কাছ থেকে আমি একখানা চিঠি পেলাম।

'২৮, রিজেন্টস্‌ কোর্ট
হ্যানোভার গেট
১৫ই এপ্রিল, ১৯১২

প্রিয় কিরো,

আমি শুনলাম যে তুমি লণ্ডনে ফিরে এসেছো। আমি তোমাকে জানাতে চাই তোমার ভবিষ্যদ্বাণী তখন কত সফল ও নিখুঁত হয়েছিল আমার ক্ষেত্রে। তুমি যা যা বলেছিলে, বিগত দশ বছরে সব ঠিক মত ঘটে গেছে।

তোমার প্রতিটি কথা আমার জীবনে কি করে বিগত দশ বছর ধরে একের পর এক সমানে মিলে যাচ্ছে, তা ভেবে আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি।

তুমি বলেছিলে আমার স্বামীর সঙ্গে আমেরিকা যাওয়া হবে না। কিন্তু আমি স্থির নিশ্চয় ছিলাম যে আমি আমেরিকায় যাবই।

আশ্চর্য ব্যাপার, সত্যিই আমেরিকা যাওয়া শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হলো। ঐ সময়ে 'বুয়র যুদ্ধ' শুরু হলো। তোমার কথা হুবহু ফলে গেল।

তুমি তারপর বলেছিলে আমার মিথ্যা বদনাম ভয় আছে। সে কথাটাও হুবহু মিলে গেছে। আমি পরবর্তীকালে আমেরিকাতে গিয়ে একটি রাজনৈতিক পার্টির প্রচারের কাজে লিপ্ত ছিলাম। এই সময় আমার বিরুদ্ধে পার্টির লোকেরা আমার মিথ্যা বদনাম ছড়াতে লাগলো। বিভিন্ন শহরে তারা আমার বিরুদ্ধে বদনাম ছড়িয়ে চললো। আমি অবাক হয়ে দেখলাম তোমার কথা হুবহু সত্য প্রমাণিত হলো।

তারপর ঘটলো সবচেয়ে কৌতুহলোদ্দীপক এমন একটি ঘটনা, যা আবার প্রমাণ করলো, তোমার ভবিষ্যদ্বাণী কতো নির্ভুল।

তুমি বলেছিলে পরের জুলাই মাসে, আমি কোনও ঘোড়া সংক্রান্ত ব্যাপারে স্নায়বিক আঘাত পাব। সেই আঘাত সারতে কিছু সময় লাগবে। সেই ঘটনাটি সত্যি ঘটলো। আমার প্রিয় ঘোটকী 'সালুমা' লিভারপুল কাপে দৌড়তে গিয়ে পড়ে যায় এবং কাঁধ ভেঙে যায়। তারপর সে অকর্মণ্য বলে তাকে গুলি করে মেরে ফেলা হয়। বিশ্বাস করো, এর ফলে আমি প্রচুর স্নায়বিক আঘাত পাই। রেস খেলার প্রতি আমার সব স্পৃহা যেন একেবারে বিলুপ্ত হয়।

সুদীর্ঘ দিন আগে তোমাকে ফের আমি হাত দেখাই। কিন্তু আজ পর্যন্ত আমার জীবনের প্রতিটি ঘটনা তোমার বর্ণনার সঙ্গে হুবহু মিলে গেছে। সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কোনও ঘটনারই অমিল হয়নি।

আমি মনে করলাম যে, তোমার কাছে সব সত্য ঘটনা প্রকাশ করা উচিত। যে কোনও লোককে উৎসাহ দিলে, তাতে তার কাজ করার সাহায্য হয়। যদি জনসাধারণ তা না বোঝে তবে তাদের জন্য দুঃখ প্রকাশ করা উচিত—তা না হলে এই দুনিয়াতে সফলতার সংখ্যা অনেক বেশি হতো।

তোমার বিশ্বস্ত

লেডি ডি বেথী ( শ্রীমতী ল্যাররী )।

## চতুর্দশ অধ্যায়

# একটি আমেরিকান জাহাজে : ইংলণ্ডের রাণীর অভিনন্দন : ম্যাডাম নরডিকা

আমার লণ্ডনের আরও স্মৃতিকথা লিখে আমি আর পাঠকের মনকে ভারাক্রান্ত করতে চাই না। আমাকে সে সময় এত বেশি পরিশ্রম করতে হতো যে শেষ পর্যন্ত আমি অসুস্থ হয়ে পড়ি এবং ডেভনশায়ার রোডের একটি নার্সিং হোমে ভর্তি হই। আমার খাতাপত্র থেকে দেখা যায় যে আমি প্রতিদিন প্রায় কুড়ি জনের হাত দেখেছি। বৎসরে তিনশো দিন কাজ করেছি—বাকি দিন ছুটি। তাতে আমাকে বছরে প্রায় ছ হাজার লোকের হাত দেখতে হয়েছে। তাছাড়া বিভিন্ন লোকের বাড়ি, বাগান, পার্টি প্রভৃতিতেও আমার হাত দেখতে হয়েছে এই সময়ে।

লণ্ডনে হাজার হাজার লোকের হাত দেখার পর আমার মনে ইচ্ছা জাগলো অন্য দেশ ভ্রমণ করার। আমি স্থির করলাম যে, আমেরিকা ভ্রমণ করবো। এই উদ্দেশ্য নিয়ে একদিন সুন্দর সকালে আমি একটি আমেরিকাগামী জাহাজে টিকিট কেটে জাহাজঘাটায় গিয়ে দাঁড়ালাম।

শ্রীমতী ব্র্যাঙ্ক রুজভেল্ট সহ আমার ক'জন বন্ধু আমার কাছে উপস্থিত ছিলেন আমাকে বিদায় অভ্যর্থনা জানাতে। সেখানেই শ্রীমতী ব্র্যাঙ্ক আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন শ্রীমতী নরডিকার সঙ্গে। ম্যাডাম নরডিকাও আমার সঙ্গে একই জাহাজে আমেরিকাতে যাচ্ছিলেন।

আমার সমুদ্র যাত্রায় বিষয়ে বেশি বর্ণনা করে লাভ নেই—কারণ আজকাল সমুদ্র যাত্রা একই রকম ভাবে ঘটে। আমি চলেছিলাম কোনও পরিচয়পত্র ছাড়া। কেউ আমাকে সেখানে চেনে না। এমন কি আমেরিকানদের ব্যবহার কেমন তাও আমি জানতাম না। একজন আমেরিকাবাসীও আমার পরিচিত ছিল না।

সাময়িকভাবে আমি প্রিয় ইংলণ্ডের কাছে বিদায় নিলাম।

কিছুদূর চলবার পর আমাদের জাহাজের মাস্তুলে দেখলাম ইংলণ্ডের পতাকা নামিয়ে আমেরিকার পতাকা উত্তোলন করা হলো। শুধু বাতাসে আমেরিকার পতাকা পত পত করে উড়ছিল।

জাহাজে প্রচুর আমেরিকান নর-নারী বোঝাই ছিল। আমি মনে মনে ব্রিটিশদের থেকে তাদের কি পার্থক্য তা বিশ্লেষণ করতে লাগলাম। তা জাহাজের মালিক একজন আমেরিকান এবং আমেরিকানদের মধ্যে দেখলাম দেশাত্মবোধ প্রচুর পরিমাণে বর্তমান।

অনেকে ভুল করেন যে আমেরিকানদের দেশাত্মবোধ বোধহয় কিছু আক্রমণাত্মক—কিন্তু তা ঠিক নয়। নিজের দেশের বাইরে তাদের মধ্যে কিছুটা আক্রমণাত্মক ভাব থাকে—কিন্তু নিজের দেশের গণ্ডীর মধ্যে তারা যথেষ্ট শান্ত ও সমাহিত। নিজেদের বিরাট কীর্তির জন্যে তাদের মনে বেশ গর্বভাবও আছে।

কোন ইউরোপবাসীর বেশ কিছু পয়সা কড়ি হলেই তার মনে আমেরিকা ভ্রমণের ইচ্ছা আসে। ঠিক তেমনি আবার টাকা পয়সাওয়ালা আমেরিকানরা ইউরোপ ভ্রমণের ইচ্ছা সব সময়ই মনে পোষণ করে থাকে। ধনী আমেরিকানরা দরিদ্র বন্ধ ইউরোপীয়কে ঘৃণা করে না বরং ভালবাসে। সেই জন্যই লণ্ডন থেকে সাউদাম্পটন ভ্রমণ করলে অজস্র আমেরিকান নর-নারীকে দেখা যায়। কখনো তাদের দেখা যায় লোকাল ট্রেনে—হাতে মোটা চুরুট আর পা-দুটো উল্টো দিকের বেঞ্চের ওপরে তোলা। তারা নিজে যে অনেক বড় এই কথাটা জোর করে প্রচার করবার চেষ্টা করে। কিন্তু আশেপাশের লোকদের চোখে সেটা ভাল লাগে না। আবার ইংল্যাণ্ড বা ফ্রান্সের লোকেরাও আমেরিকায় গেলে নিজেদের একটু বড় দেখাবার চেষ্টা করে তবে তাদের মধ্যে কিছু ভব্যতা জ্ঞান বেশি থাকে।

আমি জাহাজের ডেকে বসে বসে এইসব বিভিন্ন শ্রেণীর লোকদের লক্ষ্য করছিলাম।

পরদিন একটা ছোট্ট ঘটনা ঘটলো। সেইদিন ছিল রবিবার, প্রার্থনার জন্য ঘণ্টা বাজলো।

কিন্তু যে কোন চার্চের ঘণ্টা ধ্বনির চেয়ে যেন অনেক মিষ্ট—অনেক সুমধুর।

যে কোন লোকের—যে কোন ধর্মই হোক না কেন, সমুদ্রের বুকে এই ঘণ্টার ধ্বনি শুনলে তার মনে একটা সম্ভ্রম বোধ জাগবেই।

জাহাজের মৃদু দোলার জন্যে সামান্য সামুদ্রিক অসুস্থতা সবার মধ্যেই দেখা দিয়ে ছিল।

এই সময় দুজন আমেরিকান ক্যাপ্টেন প্রার্থনা শেষে ইংল্যাণ্ডের মহারাণীর উন্নতির জন্যে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানালেন। একটি আমেরিকান জাহাজ, যার মাথার উপরে উড়ছে আমেরিকান পতাকা—সেখানে ইংল্যাণ্ডের রাণীর জন্যে প্রার্থনা করতে দেখে দৃশ্যটা আমার খুবই ভালো লাগলো।

এইভাবে তিন দিন কেটে গেল। তৃতীয় দিনে ম্যাডাম্ নরডিকার কাছ থেকে আমি একটা ছোট্ট আমন্ত্রণ পেলাম। তিনি আমাকে তাঁর কেবিনে চা-খাবার জন্য আমন্ত্রণ জানালেন।

সেখানে গিয়ে আমি দেখলাম, শিনর পেরুগিনিকেও তিনি চা-খাবার জন্য আমন্ত্রণ করেছেন।

ম্যাডাম্ নরডিকা প্রথমে আমাকে শিনর পেরুগিনির হাত দেখতে বললেন। ম্যাডাম বললেন—দেখুন তো পেরুগিনি সাহেব কর্ম ত্যাগ করে ধর্মীয় জীবনে যেতে চান, সেটা সফল হবে কিনা? বর্তমানে তাঁর জীবনে কোন পরিবর্তন ঘটবে কি না?

আমি যা বললাম, তা শুনে দুজনেই বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন। আমি বললমে—ধর্মীয় জীবন নয়, তবে একটা পরিবর্তন নিশ্চয়ই ঘটবে। তিনি শীঘ্রই একটা বিবাহ করবেন—তারপর মাস ছয়েকের মধ্যেই ডাইভোর্স হবে।

তাঁরা দুজনেই একসঙ্গে হেসে উঠলেন। বোধহয় আমার কথা তাঁদের ঠিক বিশ্বাস

হলো না। তাঁরা বললেন—আমেরিকাতে ঘটনা অবশ্য এমনি দ্রুত ঘটে, তবে তা হয়তো এত বেশি দ্রুত নয়।

যা হোক, আমার ভবিষ্যদ্বাণী পরে হুবহু সত্য প্রমাণিত হয়েছিল। শিনর পেরু-গিনির বিবাহের সংবাদ কয়েক মাস পরেই আমেরিকার বিভিন্ন পত্রিকাতে প্রকাশিত হয়েছিল। শিনর আমেরিকাতে এসেই লিলিয়ান রাসেল কোম্পানীতে গান গাইবার সুযোগ পান। তারপর এই সুন্দরী নারীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। লিলিয়ান তখন মার্কিন সাহেবের দেবী স্থানীয়া।

কিন্তু মাত্র ছটি মাসের মধ্যেই তাঁদের বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটে যায় আকস্মিকভাবে।

আমার এই ভবিষ্যদ্বাণীর সফলতার জন্য অবশ্য সত্যিই আমার নাম ছড়িয়ে পড়ে। তবে সে অনেক পরে। আমি আমেরিকাতে নেমে প্রথমে নানা বিপাকের মধ্যে পড়ি। সে সব কথা এবারে বলা হচ্ছে।

## পঞ্চদশ অধ্যায়

# নানা হাতের পরীক্ষা : বিচিত্র খুনীর হাত

নিউ ইয়র্ক শহরের ঠিক কেন্দ্রে ফিফ্‌থ্‌ এভিনিউতে, শহরের কেন্দ্রে আমি আমার হোটেল ফ্ল্যাট পেলাম। কোনও নামকরা লোকের পরিচয়পত্র ছাড়া এরূপ ফ্ল্যাট পাওয়া সত্যিই সৌভাগ্যের কথা। কিন্তু তা সত্ত্বেও অচেনা শহরের বুকে আমার ক্ষমতা প্রদর্শন করার কোনও সুযোগই আমার পক্ষে ছিল না।

আমি কিছুদিন এইভাবে ব্যয়বহুল জীবন কাটিয়ে এবং কোনও সুযোগ না পেয়ে ভাবলাম, এবার অবশ্য আমাকে ফিরে যেতে হবে। আমার পরিশ্রম এবং আত্ম-বিশ্বাস সত্ত্বেও কোনও ভাল সুযোগ পাবার সম্ভাবনা দেখতে পেলাম না।

এমন সময় একদিন ঘটল বিস্ময়কর ঘটনা। একদিন বিকালে একজন মহিলা সাংবাদিক আমার কাছে এলেন এবং একটি বিচিত্র প্রস্তাব করলেন।

তিনি বললেন—আমি 'নিউ ইয়র্ক ওয়ার্ল্ড' সংবাদপত্র থেকে প্রেরিত হয়েছি। আমরা তোমার ক্ষমতাকে পরীক্ষা করবো। যদি সে পরীক্ষাতে তুমি সফল হও, তা হলে তুমি জীবনের সবশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞাপন পেয়ে যাবে, কিন্তু তুমি অসক্ষম হও বা আমাদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান কর, তাহলে পরের জাহাজেই তোমাকে ফিরে যেতে হবে।

আমি প্রশ্ন করলাম—কি সেই পরীক্ষা?

তিনি বললেন—তোমার সামনে, অচেনা কতকগুলি লোকের হাতের ছাপ দেওয়া হবে। তাদের নাম ধাম কিছুই বলা হবে না। শুধু কাগজের ওপর তোলা তাদের হাতের ছাপ দেওয়া হবে। তাদের সম্বন্ধে তোমায় বলতে হবে, পরীক্ষা দেওয়া না দেওয়া এখন তোমার ইচ্ছার উপরে নির্ভর করছে।

আমি বললাম—ঠিক আছে, আমি এই কাজ গ্রহণ করছি। পরীক্ষা দিতে আমি প্রস্তুত।

মহিলাটি বললেন—আমি অনুমান করেছিলাম যে তুমি নিজেকে এমনি বোকা প্রতিপন্ন করতে প্রস্তুত হবে। তবে যা হোক, তুমি রাজী হলে। আমি তাহলে যথাসময়ে আসব। চলি এবার।

তিনি বিদায় নিলেন।

কয়েকদিন পরেই তিনি হাতের ছাপগুলি নিয়ে আবার ফিরে এলেন। তিনি বললেন—ছাপগুলি দেখে তুমি একে একে বলবে। আমি শর্টহ্যাণ্ডে সব লিখে ফেলবো। কেমন?

আমি একাজে স্বীকৃত হলেও কিছুটা নার্ভাস হয়ে পড়লাম। কারণ ছাপগুলি কালিমাখা কাগজের ওপর নেওয়া হয়েছিল বলে খুব স্পষ্ট ছিল না। আর ভদ্রমহিলার আমার প্রতি সহানুভূতি মোটেই ছিল না।

তবে আমার নার্ভাস ভাবই আমাকে মনঃসংযোগের চূড়ান্ত স্তরে তুলে দিয়েছিল। আমি ছাপ, রেখা, চিহ্ন সব একান্ত মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করে আমার মতামত ব্যক্ত করছিলাম। তাদের প্রকৃতি, মানসিক চিত্র সব যেন আমার সামনে ফুটে উঠছিল।

আমি একে একে প্রতিটি হাতের ছাপ সম্পর্কে বক্তব্য বললাম আর তিনি ভাবলেশহীন মুখে শর্টহ্যাণ্ড-এ নোট নিতে লাগলেন।

অবশেষে এলো ক্লাইম্যাক্স অবস্থা। চতুর্থ বা শেষ ছাপটি তিনি আমার সামনে ধরলেন।

আমি বললাম--এই হাতের ছাপটি সম্পূর্ণভাবে অস্বাভাবিক। হাতের মালিকের অনুমতি ছাড়া আমি কিছু বলতে পারি না।

তিনি বললেন--আমাদের সংবাদপত্র থেকে সকলের অনুমতি নেওয়া হয়েছে। এই যে অনুমতি পত্র। তিনি দেখালেন সব।

আমি তখন বলতে লাগলাম। যে লোকটির হাত আমি দেখছি, তা একজন খুনীর হাত। এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত। আমার কোনও ভুল হয়নি। বাঁ হাত দেখে বোঝা যাচ্ছে যে লোকটির বুদ্ধি ও মেধা প্রচুর। কিন্তু ডান হাত দেখে বোঝা যাচ্ছে যে লোকটি তার মেধা ও বুদ্ধি খাটায় কৌশলে খুন করে অর্থ উপার্জন করার জন্যে। এতে তার আত্মবিশ্বাস খুব বেড়ে যাবে। তার মধ্য জীবনের কিছু পরেই সেই আত্মবিশ্বাসের জন্যে, তার সুখের জন্যে, আইনের চোখে ধরা পড়ে যাবে। আত্মবিশ্বাস অতিরিক্ত হবে বলেই সে ঠকবে—ধরা পড়বে।

সে একটি খুন করবে না বিশটি করবে সেটা প্রশ্ন নয়—তবে মধ্য বয়সে প্রায় চুয়াল্লিশ বছর বয়সে, খুনের অপরাধে তার বিচার হতে বাধ্য।

সমাজের চোখে সে ঘৃণিত হবে। সেই বয়সে সে দেখবে যে এতদিন ধরে বুদ্ধি খাটিয়ে অপরাধ করে এসেছে, তা সব ভ্রান্ত প্রতিপন্ন হবে। সে ঘৃণিত হবে। মানসিক চূড়ান্ত চাঞ্চল্য ও দুশ্চিন্তা ঘটবে। মৃত্যুর ছায়ার নিচে সে বাস করবে। তার ফাঁসি

হবার সম্ভাবনা দেখা দেবে। তবে তা হবে না। বাকি সারা জীবন সে জেল-খানার কয়েদী হিসাবে কাটাবে।

আমার বক্তব্য আমি শেষ করলাম।

আসলে প্রকৃত ঘটনা যা ঘটেছিল, তা হলো - এ লোকটি হলো একজন বিখ্যাত চিকিৎসক। তাঁর নাম ডাঃ মেয়ার। আমি পরে সব জানতে পেরেছিলাম। তিনি ছিলেন একজন খ্যাতনামা চিকিৎসক। কিন্তু তিনি তাঁর রোগীদের বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে এক ধরনের অপরাধ করতে শুরু করেন। তিনি ধনী রোগীদের ইন্সিওর করাতেন। মোটা টাকার লাইফ ইন্সিওর। নিজের নাম দিতেন 'নমিনি' হিসাবে। তারপর স্লো পয়জনিং করে তাদের মৃত্যু ঘটাতেন। মোটা টাকা পেতেন।

কিন্তু এটা তাঁর একটা নেশায় দাঁড়িয়ে যায়। প্রবল আত্মবিশ্বাস জন্মায়।

তারপর একটি বিরাট অংকের টাকায় তিনি গোয়েন্দা বিভাগের চোখে ধরা পড়ে যান। তাঁর বিরুদ্ধে খুনের কেস শুরু হয়। তিনি প্রচুর অর্থ খরচ করে লড়াই করেন। তবু তিনি খুনের অপরাধে প্রাণদণ্ডের হুকুম পান। তাঁকে ইলেট্রিক চেম্বারে মারবার মত হয়েছিল আগে। আইনের প্যাঁচে তিনি প্রাণদণ্ড থেকে রেহাই পান। তাঁর প্রতি যাবজ্জীবন জেলের হুকুম হয়।

পরবর্তীকালে এসব ঘটনা আমি জানতে পারি বটে। তবে যখন মতামত ব্যক্ত করেছিলাম তখন এসব কিছুই জানতাম না।

* * *

অবশেষে যখন আমি পরিশ্রান্ত হয়ে পড়লাম, তখন আমার ইণ্টারভিউ শেষ হলো। মহিলা সাংবাদিকটি আমাকে কিছুই জানালেন না—আমি ঠিক বললাম না ভুল বললাম। তিনি শুধু বললেন - নিউইয়র্ক ওয়ার্লড্ কাগজে আগামী রবিবার ফলাফল প্রকাশিত হবে।

সেদিন ছিল মঙ্গলবার। পরের দিনগুলি আমি উদ্বিগ্নভাবে প্রতীক্ষা করতে লাগলাম। শনিবার রাতে আমার প্রায় ঘুমই হলো না। রবিবার সকাল প্রায় ৯টার সময় আবার হোটেলের ফ্ল্যাটের কালো চাকরটির দরজা ধাক্কাধাক্কিতে আমার ঘুম ভাঙল।

সে বললে—স্যার তাড়াতাড়ি উঠুন প্রায় একশোর বেশি লোক আপনার সঙ্গে দেখা করার জন্যে অপেক্ষা করছে।

আমি কারণ জিজ্ঞাসা করলাম না। চাকরটার হাত থেকে নিউইয়র্ক ওয়ার্লড্ কপিটি নিলাম।

দেখলাম তাতে বড় বড় হরফে ছাপা হয়েছে 'কিরো অদ্ভুত সাফল্যের সঙ্গে মেয়র, ডিস্ট্রিক্ট এটর্নী, ম্যাক্ অ্যালিটার, ডাঃ মেয়ার প্রভৃতির হাতের ছাপ দেখেই তাদের সম্পর্কে সবকিছু হুবহু বলে দিয়েছেন।' তারপর বিস্তৃত ঘটনা প্রকাশিত হয়েছিল।

আমি তাড়াতাড়ি পোশাক পরে নিচে নেমে এলাম। দেখলাম সিঁড়ি থেকে নিচে পর্যন্ত অজস্র নর-নারীর ভিড়। বিভিন্ন অবস্থার, বিভিন্ন ধরনের নর-নারী এসে সমবেত হয়েছে সেখানে।

আমেরিকানরা পৃথিবীর অন্য জাতির লোকদের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক, তাদের মাথায় কোনকিছু একবার ঢুকলে, তারা সে কাজ তৎক্ষণাৎ শেষ না করে থাকতে পারে না।

ভিড়ের মধ্য থেকে একজন লোক দলপতি হিসাবে এগিয়ে এসে বললে—দেখুন স্যার, আজকের সংবাদপত্রে আপনার সম্পর্কে সব পাঠ করলাম। এখন আমরা কেন এসেছি তা নিশ্চয় বুঝতেই পারছেন।

আমি তাঁদের দিকে চেয়ে বললাম—দেখুন, রবিবারকে আমি ধর্মীয় দিন হিসাবে জ্ঞান করি। তাই আজ আমি কোন হাত দেখব না। আপনারা দয়া করে সোমবার সকালে আসুন, ৯টা থেকে আমাকে নিয়মিত পাবেন।

তাঁরা বোধহয় আমার কথা শুনে অখুশী হননি—বরং তাঁদের চোখে আমার মর্যাদা বেড়েই গেল।

যা হোক। সারাদিন এইভাবে লোক আসতে লাগল। আমার সেক্রেটারী তাদের সঙ্গে কথা বলতে লাগল। তারপর সোমবার সকাল থেকে যথারীতি প্রতিদিন কুড়ি জন করে লোক বুক করতে লাগলেন আমার সহকারী। এইভাবে সোমবারেই আগামী সাত দিনের জন্য বুকিং শেষ হয়ে গেল। তারপর প্রায় দুমাস পর্যন্ত সমানে এই ভিড় চলতেই লাগল।

## ষোড়শ অধ্যায়

# একটি ভয়ঙ্কর ইতিহাস

আমার নিউ ইয়র্কে থাকার প্রথম বছরে অনেক উত্তেজক ও কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনা ঘটেছিল। সে সব বিস্তৃত বলতে গেলে একটি বিরাট ইতিহাস হয়ে যায় শুধু আমেরিকা ভ্রমণ নিয়েই। কতকগুলি হাস্য কৌতুককরা ঘটনা আবার কিছু দুঃখজনক ঘটনা।

এসব ঘটনার মধ্যে কতকগুলি আকর্ষণীয় ঘটনার বিচার এখানে আমি বর্ণনা করছি।

একদিন বিকালে একজন ভদ্রলোক আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন। তিনি মাঝবয়সী। পঁয়তাল্লিশ বছর বয়স তাঁর। দেখতে সুন্দর—বেশ-ভূষাও বেশ দামী বলে মনে হলো।

তখন আমি খুব কর্মব্যস্ত ছিলাম। পাশের ঘরে অনেক লোক বসে আছে প্রতীক্ষায়। আমি তাই দ্রুত ভদ্রলোকের হাত দেখে তাঁর অতীত সম্পর্কে বলতে শুরু করলাম।

এখানে আমি অতিরিক্ত একটি কথা বলছি। বেশির ভাগ লোকই বলেন আমি অতীত সম্পর্কে জানতে চাই না। আমি চাই বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে জানতে। কিন্তু একজন লোকের মন জয় করতে হলে এবং তাঁর মধ্যে একটা ব্যক্তিত্ব আরোপ করতে গেলে, অতীত সম্পর্কে এবং তাঁর প্রকৃতি, রোগ-ব্যাধি ইত্যাদি প্রায় আগে বলে

দিতে হবে। তখন লোকটির বিশ্বাস উৎপাদন করা সম্ভব হয়। তারপর তার বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ বললে সেই লোকটি তা পূর্ণ বিশ্বাস করে। তবে ভবিষ্যৎ ঘটনা যে সঠিক—তা সে নিজেই পরবর্তীকালে বুঝতে পারে।

তাছাড়া অতীত ঘটনা সব মিলে গেলে তখন ভবিষ্যৎ সম্পর্ক বিচার করা সহজ হয়।

তাছাড়া কতকগুলি হাতের রেখা ও চিহ্ন বেশ স্পষ্ট এবং তাদের সম্পর্কে বলা সহজ। আবার কতকগুলি হাতের রেখা এলোমেলো বা জটিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও কিছু কিছু সুন্দর সূত্র সব হাতেই পাওয়া যায়, যা থেকে তার জীবনের সব ঘটনার ছবি স্পষ্ট ফুটে ওঠে। রহস্যের দরজা আপনা থেকেই খুলে যায়।

যে লোকটির হাত দেখছিলাম—তার মনে আজীবন ছিল বিরাট উচ্চাশা—প্রচুর অর্থের জন্য কামনা। প্রবল উন্নতির বাসনা। তার মধ্যে ভালবাসা বা সেণ্টিমেণ্ট বলে খুব বেশি কিছু ছিল না।

এই সূত্র ধরে এগিয়ে তার জীবন ইতিহাস হুবহু আমি তুলে ধরলাম। প্রথম জীবনে দারিদ্র, অভাব, অনটন। নিজের প্রবল শ্রম ও চেষ্টা দিয়েও সে দারিদ্র্য জয় করতে তিনি পারেন নি।

বিদ্যায় বাধা পান তিনি। তারপর নিজের প্রবল চেষ্টায় কিছুটা বিদ্যা অর্জন করেন। তারপর কুড়ি বছর বয়সে বিবাহ করেন। বিবাহ করেন স্ত্রীর কাছ থেকে আর্থিক সাহায্য পাবার আশায়। কিন্তু তাতেও বাধা হয়। তার কয়েক বছর পরে একটি বিরাট ট্রাজেডী—স্ত্রীর মৃত্যু! স্থান পরিবর্তন করেন—তা সত্ত্বেও দারিদ্র্য চলতে থাকে।

প্রায় তিরিশ বছর বয়সে তিনি দারিদ্র্যকে জয় করে অর্থের অধীশ্বর হন। তারপর অর্থাগম প্রচুর চলতে থাকে। বহু লোক তাঁকে শ্রদ্ধা করে। শান্তিময় সুন্দর জীবন কোনও দুঃখের ছায়া নেই। যে কোনও শহরেই তিনি বাস করুন, সেখানে তাঁর প্রাধান্য সুপ্রতিষ্ঠিত। তারপর পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে একটা ভগ্নতা। ভাগ্যরেখা ভগ্ন, আয়ু ও হৃদয়রেখা ভগ্ন। এই বয়সে যা কিছু ঘটবে, যা আবার ভাগ্যকে ভেঙে দেবে- জীবন সংশয়ও বলা চলে। ভয়ঙ্কর পরিণতি!

—থামুন থামুন! লোকটি যেন চীৎকার করে ওঠে। তারপর সে কাঁদতে শুরু করে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে। প্রচণ্ড একটি মানসিক আঘাত যেন নেমে এসেছে তার উপরে। চোখে-মুখে ভয়, ভ্রান্তি, নিরাশা ও প্রবল মানসিক দ্বন্দ্বের ছাপ।

যখন তিনি প্রবেশ করেছিলেন, তখন তাঁর প্রতি কোনও মমতাবোধ আমার ছিল না। আমি যেন একটি সার্জন যে রোগীকে কেটে কেটে তার রোগ পরীক্ষা করে দেখছে। আমি আমার বিদ্যাকে সত্য প্রতিপন্ন করতে চাই—যে বিদ্যা এত বছর ধরে এত কষ্ট করে আমি অর্জন করেছি।

তাছাড়া কনেক লোক এমন আসতো যে তারা যেন আমাকে একটি 'জোকার' বানাতে চায়। কিন্তু আশ্চর্য, তারাই পরে মুখ চুন করে বেরিয়ে যেতে বাধ্য হতো। অতীত বর্তমান সব হুবহু বলে তাদের হাসি তামাসার ভাবকে আমি তছনছ করে দিতাম।

কিন্তু তখন এই লোকটির চেহারা দেখে আমার ভীষণ দয়া হলো। আমি তার হাত ধরে বললাম—দেখুন আমি হয়তো আপনার কোনও পুরানো ক্ষতের মুখে আঘাত দিয়েছি—তাহলে আমাকে ক্ষমা করুন। হয়তো আমার কথায় কিছু ভুল থাকতে পারে।

—ঈশ্বরের দোহাই। আপনি কিছুই মিথ্যা বলেননি—সব সত্য। তাহলে শুনুন আমার কাহিনী—লোকটি বললেন।

তিনি বলে চললেন ঃ—

আপনি আমার প্রথম জীবর সম্পর্কে যা বলেছেন সব সত্য। স্যানফ্রানসিস্কোতে আমার জন্ম। খুব গরীবের ঘরে জন্ম হয়। পনেরো বছর পর্যন্ত লেখা-পড়া কিছু জানতাম না। বাবাকে কোনও দিন চোখে দেখিনি। মা ছিলেন পেশাদার মেয়ে প্রতারক।

বিদ্যার্জনের জন্য অবশেষে একটি দাতব্য মিশন ক্লাসে ঢুকলাম। প্রতি রবিবার রাত্রে পড়ানো হতো। সেখান থেকে ঢুকলাম নৈশ বিদ্যালয়ে। দিনরাত পড়াশুনা করতে লাগলাম।

কুড়ি বছর বয়সে আমি একটি ছোট্ট দোকান খুললাম। কিন্তু মূলধনের অভাবে তা ভাল চলতো না। এই সময় একটি নারীর সঙ্গে আমার আলাপ হলো। সে অভিনয় করলো যে তার অনেক অর্থ আছে। আমি তাকে বিয়ে করলাম। কিন্তু শিগ্গীরই বুঝতে পারলাম যে আমি প্রতারিত হয়েছি। বিশেষ অর্থ সম্পদ তার নেই।

মেয়েটি আমাকে বিয়ে করেছিল আমার উচ্চ আকাঙ্ক্ষা দেখে। ভেবেছিল, একদিন নিশ্চয় আমি উন্নতি করতে পারবো। কিন্তু তার কথা মিথ্যা দেখে আমি তাকে আর সুনজরে দেখতাম না। বেশি মদ খেতাম--ঝগড়া বিবাদ লেগেই থাকতো।

একদিন রাতে এমনি ঝগড়া-বিবাদ চরমে উঠলো। প্রতারণাকারী নারীকে আমি যা তা বললাম। সেও যা তা বলে গালাগালি দিতে লাগল অকথ্য ভাষায়। রাগের বশে দুজনে হাতাহাতি, আমি তাকে নিবৃত্ত করতে গিয়ে উন্মাদ ক্রোধের বশে যে আঘাত করলাম তা ভুল জায়গায় লেগে গেল। সে মারা গেল।

কিন্তু আমার উচ্চাকাঙ্ক্ষা আবার আমার মনকে ফিরিয়ে নিল। যেতে যেতে ভাবলাম--না—আমি আত্মসমর্পণ করবো না। আমাকে জীবনে দাঁড়াতে হবে। বড় হতেই হবে।

আমি বাড়ি ফিরে স্ত্রীর মৃতদেহটা পুঁতে ফেললাম। আমি ধরা পড়লাম না! কিন্তু কিছু দিনের মধ্যেই আমার ব্যবসা পত্র নষ্ট হয়ে গেল। এক বছর পরে আমি ঐ শহর ত্যাগ করলাম।

সামান্য অর্থ নিয়ে আমি চিকাগো শহরে পেঁছুলাম। আমি নতুন পথ পেলাম। দিনরাত পরিশ্রম করতে লাগলাম উন্নতির জন্য। পরিশ্রমের ফল পেলাম আমি। ধীরে ধীরে উন্নতি হতে লাগল। আমি একটা সম্পত্তি কিনলাম, বাড়ি করলাম, অফিস করলাম। আমি কখনো পিছনে তাকাইনি। সমানে কাজ করে গেছি—একের

পর এক কাজ। চল্লিশের কাছাকাছি পেঁছে আমি হলাম একজন খুব ধনী লোক। সকলে আমাকে সম্মান করত। দান-ধ্যান করতাম। নামও পেলাম প্রচুর। আমি শহরের একজন মাননীয় লোক হলাম।

নিজের সম্পর্কে বড় করে বলা উচিত নয়। তবে আমি যা দান-ধ্যান করতাম তা ঐ শহরের খুব কম লোকই করত। ফলে সম্মান হলো বিরাট।

কয়েক সপ্তাহ আগে আমার বয়স হলো পঁয়তাল্লিশ বছর।

একদিন সকালে আমি আমার অফিসঘরে বসে আছি। দেখি রাস্তার ওপর একজন লোক দাঁড়িয়ে জানলার কাঁচের ফাঁক দিয়ে আমাকে লক্ষ্য করছে। সঙ্গে সঙ্গে আমি তাকে চিনলাম। সে আমার মৃত স্ত্রীর ছোট ভাই। এই লোকটির ভয়ে আমি পালিয়ে নিউইয়র্কে চলে এসেছি এবং তোমার সঙ্গে দেখা করলাম। আমার বিবাহ জীবনের করুণ ট্র্যাজেডী আমার যেন দ্রুত অনুসরণ করছে। এবং এতেই হয়তো হবে আমার চূড়ান্ত ভাগ্য বিপর্যয়। এবারে বুঝুন, আমার মনের প্রকৃত অবস্থা কেমন চলছে।

আমি তাঁকে সান্ত্বনা দিলাম। তাঁর সঙ্গে বেশ কিছু সময় কাটালাম। বিকালে দুজনে একত্রে খাবার খেলাম।

আমি তাঁকে বললাম—আপনার ত টাকার অভাব নেই। আপনি ইউরোপে চলে যান। তিনি রাজি হয়ে গেলেন আমার কথায়।

পরদিনই সকালেই তাঁকে ইউরোপের পথে যাত্রা করতে দেখলাম। আমি কিছুটা সান্ত্বনা পেলাম।

কয়েক মাস কেটে গেল। আমি ঐ ঘটনার কথা প্রায় ভুলে গেলাম।

এর কয়েকমাস পরে একদিন সেই ভদ্রলোককে আবার দেখলাম আমার চেম্বারে।

বললাম—আপনি আবার কেন এসেছেন ইউরোপ থেকে?

তিনি বললেন—কারণ সামান্য। আমার অবর্তমানে যাদের উপরে বিষয় সম্পত্তি দেখার ভার দিয়ে গেছি, তারা সব বিষয় সম্পত্তি নষ্ট করার উপক্রম করেছে। তাই আমি ফিরে এলাম। কয়েকদিনের মধ্যেই বিষয় সম্পত্তি সব বিক্রি করে আমি আবার ফিরে যাবো ইউরোপে। বাকি জীবন সেখানেই কাটাবো।

যা হোক, তিনি সেদিনের মত চলে গেলেন। কিন্তু আমার অন্তরাত্মা যেন বলতে লাগল, কিছু একটা অঘটন ঘটতে পারে।

তিনদিন পরে আমি সংবাদ পত্রে, দেখলাম—

**গুলির দ্বারা বিচিত্র আত্মহত্যা**

চিকাগোর বিখ্যাত ধনী নাগরিক মিঃ—সম্প্রতি ইউরোপ ভ্রমণ করে দেশে ফিরেছেন। কে বা কারা যেন তাঁকে তাঁর বাড়ীতে গুলি করে। তিনি আহত অবস্থায় হাসপাতালে যান। সেখানেই চব্বিশ ঘণ্টা পরে তাঁর মৃত্যু হয়। পুলিশ চেষ্টা করেছে অনেক, কিন্তু হত্যাকারী কে তা জানতে পারেনি, ইত্যাদি।

দু'দিন পরে আমি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে একটা চিঠি পাই। মুমূর্ষুর লেখা চিঠি—

প্রিয় কিরো'

দেহে গুলি নিয়ে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। ভাগ্যফল কখনো ভুল হয় না। যা হোক কে খুনী, তা আমি জানি, তা আমি জানি, পুলিশকে বলিনি। তুমিও যেন বলো না। আমার পাপের শাস্তি আমি পেয়েছি। ইতি—

যা হোক এর বেশি ঘটনাবলী আমি প্রকাশ করতে চাই না। খুনীর নামও আমি পুলিশকে বলিনি।

## সপ্তদশ অধ্যায়

# বিচিত্র আত্মার বাণী

এবারে যে ঘটনাটি আমি বর্ণনা করবো, তা হয়তো অনেকেই বিশ্বাস করবেন না। কিন্তু এটি নিখুঁত সত্য এবং আমি যা যা দেখেছি তাই বর্ণনা করলাম।

আমার একজন মক্কেলের বয়স ছিল প্রায় ৬০ বছর। তাঁর সঙ্গে যৌবনে একটি নারীর প্রবল প্রেম ছিল। কিন্তু নানা পারিপার্শ্বিক কারণে দুজনের বিবাহ হয়নি অন্য একজনের সঙ্গে মেয়েটির বিবাহ হয়। আমার মক্কেল মনের দুঃখে আর বিবাহই করেননি। কিন্তু ঐ মহিলার সঙ্গে আজীবন তাঁর প্রবল মানসিক ভালবাসা ও প্রেম বিদ্যমান ছিল।

আমার সেই মক্কেল ছিলেন একজন চিকিৎসক এবং চিকিৎসক হিসাবে বিখ্যাত। বহু মানুষের উপকার তিনি আজীবন করেছেন—কিন্তু বিবাহ করেননি।

যে মহিলাটিকে তিনি ভালবাসতেন তাঁর দাম্পত্য জীবনও সুখের হয়নি। কিন্তু তাঁর স্বামী ছিলেন একজন পাকা ক্যাথলিক—বিবাহ-বিচ্ছেদ তিনি পছন্দ করতেন না। তাই ভদ্রমহিলাকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও স্বামীর সঙ্গে ঘর করতে হতো।

অবশেষে সুদীর্ঘ দিন পরে তাঁর স্বামীর মৃত্যু হলো। মহিলার বয়স তখন প্রায় পঁয়তাল্লিশ বছর। এই অবস্থাতেই এই বয়সে সেই আগের ভদ্রলোকের সঙ্গে তাঁর পুনর্বিবাহ হলো। পরম সুখে তাঁদের দিন কাটতে লাগল।

কিন্তু তাঁদের এই সুখ দীর্ঘস্থায়ী হলো না। বিবাহের সামান্য কিছুদিন পরেই মহিলাটি ডবল নিউমোনিয়া হয়ে স্বামীর দুটি বাহুর মধ্যেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন।

আবার ভদ্রলোকের দুঃখের যেন সীমা পরিসীমা রইলো না। যে মহিলার জন্য তিনি সারা জীবন প্রতীক্ষা করে এতদিন পরে তাঁকে পেয়েছেন, তাঁর এই মৃত্যু তাঁকে গভীর দুঃখে অভিভূত করে ফেলল। প্রচণ্ড এক মানসিক হতাশায় তিনি ভেঙে পড়লেন।

সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে আমি ভদ্রলোককে উৎসাহ দিলাম। কিন্তু তিনি এত ভেঙে পড়েছিলেন যে আত্মহত্যা করে এই জীবন শেষ করতে চাইলেন।

আমি তাঁকে বোঝালাম তাঁর জীবনের অনেক মূল্য আছে। তাঁকে বাঁচতেই হবে। দেশের ও জনসাধারণের সকলের জন্য তাঁর বাঁচবার প্রয়োজন।

কিন্তু তিনি কিছুতেই মনের বল ফিরে পেলেন না।

একদিন বিকালবেলা। ভদ্রলোকের সঙ্গে একত্রে আমি ৪১ নম্বর রাস্তা দিয়ে চলেছিলাম তাঁর বাড়ির দিকে। আমি মনে মনে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছিলাম যেন ভদ্রলোকের মনে বল ফিরে আসে।

এই সময় একটা চিন্তা আমার মাথায় খেলে গেল। যে পথ দিয়ে আমরা চলেছিলাম, ঐ পথেই থাকেন একজন ভদ্রলোক, যিনি প্ল্যাঞ্চেটে আত্মাকে নামাতে পারেন। ঐ ব্যাপারে তাঁর সুনামও শুনেছিলাম আগেই।

আমি তখন ডাক্তারকে বললাম—আসুন আমার সঙ্গে, যদি ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়, আপনি আপনার মৃতা স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলতে পারবেন। আমি শুনেছি এই ভদ্রলোক একজন প্রকৃত সৎ মিডিয়াম।

ডাক্তার ভদ্রলোক আমার সঙ্গে যেতে রাজী হলেন। তাঁর বাড়িতে নিয়ে গেলাম ভদ্রলোককে। আমি মিঃ এক্স বলছি—কারণ তাঁর নাম প্রকাশ নিষিদ্ধ।

সুন্দর এক চন্দ্রালোকিত রাত্রে আমরা এই প্ল্যাঞ্চেট করতে বসলাম।

মিঃ এক্স বললেন—আমি কতটা সফল হবো, তা জানি না, তবে আপ্রাণ চেষ্টা করবো।

তারপর ?

আমরা তিনজনে সেই ভদ্রমহিলার কথা চিন্তা করতে লাগলাম।

অদ্ভুত ও সুন্দর চন্দ্রালোক।

সুন্দর আবহাওয়া ও পরিবেশ।

কয়েকটি মিনিট কেটে গেল।

তারপর যা ঘটল, তা আমি জীবনে কখনো ভুলব না।

আমরা তিনজনে একমনে সেই মহিলার কথা চিন্তা করতে লাগলাম।

সকলে একমন—এক চিন্তা।

ভদ্র মহিলার নাম আম্মা।

আমরা তিনজনে একমনে আম্মার কথা চিন্তা করতে লাগলাম।

তারপর ?

একটা বিচিত্র শব্দ—

একটা বিচিত্র অনুভূতি...

একটি অপূর্ব গন্ধ মিষ্টি গন্ধ।

তারপর ?

মিঃ এক্সের চেহারা যেন কেমন হয়ে গেল।

তিনি কাঁপতে লাগলেন।

তাঁর কণ্ঠ থেকে মেয়েলী শব্দ বের হতে লাগল। তাঁর উপরের ঠোঁট কাঁপতে লাগল।

তিনি···কে তিনি ?

মিঃ এক্সের কণ্ঠে ফিস্‌ফিস্‌ করে নারীকণ্ঠ ধ্বনিত হলো।

তিনি বলতে লাগলেন আমি আত্মা বলছি। আমি আত্মা। তুমি মনে প্রাণে শক্ত হও। তুমি আত্মহত্যা করো না। সে কল্পনা ত্যাগ কর। তুমি দেশ ও জাতির মঙ্গল করো। আমি তোমার সঙ্গে কথা বলবো। মাসে একবার। কেমন ?

* * *

তারপর নতুন জীবন ফিরে পেলেন ডাক্তার। মাসে একবার তিনি আসতেন মিঃ এক্সের কাছে। আনন্দিত হতেন। কিন্তু বিশ্বের কল্যাণের জন্য বহু বছর তিনি জীবিত ছিলেন।

বহু কঠিন রোগী তিনি সারিয়ে ছিলেন। বহু উপকার করেছিলেন দেশ ও জাতির।

## অষ্টাদশ অধ্যায়

# মার্ক টোয়েন

বিশ্ববিখ্যাত হাস্যরস বিতরণকারী সাহিত্যিক মার্ক টোয়েন একদিন বিকালে আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন। তাঁর সুনাম আগে শুনেছি, কিন্তু কখনো তাঁর ছবি পর্যন্ত আমি দেখিনি। এত বড় প্রতিভাবান লোকটির সম্পর্কে আমি কি বলব —এই কথা ভেবে একটু নার্ভাস হলাম ঠিকই।

যা হোক, আমি তাঁর অতীতে কি কি প্রধান প্রধান ঘটনা কোন্‌ কোন্‌ বছরে ঘটেছে তা একে একে বললাম। তিনি তখন প্রশ্ন করলেন কোন্‌ পদ্ধতি অনুযায়ী আমি এভাবে ঘটনার বছর ও মাস পর্যন্ত নির্ণয় করি। তিনি বললেন—অতীতের চিহ্ন হয়তো হাতে থাকতে পারে, প্রকৃতই হয়তো সুখের ভাব প্রকৃতি থেকে কিছুটা বোঝা যায়। কিন্তু ভবিষ্যতে কি ঘটবে তা আপনি হুবহু কি করে বুঝতে পারেন ?

বললাম—অবচেতন ( Sub conscious ) মন বলে একটি কথা আপনি নিশ্চয় শুনেছেন ! এই অবচেতন মনে আগেই ছাপ পড়ে, একজন লোক কখন সফল ও কখন বিফল হবে। এই অবচেতন মনের ছায়া থেকে কিছু কিছু রেখাপাত হয়—ভবিষ্যতে কি ঘটতে চলেছে, তা জানা যায়। অন্ততঃ আমি যাদের সম্পর্কে যা ভবিষ্যৎ বাণী করেছি, তা অদ্ভুতভাবে তাদের জীবনে মিলে গেছে। আমি নিজেও প্রথমে তা দেখে বিস্ময়ে হতবাক হতাম—তবে এখন বুঝেছি এটা সার্থক ও সঠিক বিজ্ঞান এবং আমি তা আয়ত্ত করতে পেরেছি। আর ঘটনার সাল বা তারিখ আসে আমার সংখ্যাতত্ত্বের থিয়োরী থেকে এবং রাশিচক্রের হিসাব অনুযায়ী। জন্ম তারিখ পেলে যে কোনও মানুষ সম্পর্কে বিরাট কিছু বলা যায়।

এইভাবে আমি মার্ক টোয়েনকে প্রায় আচ্ছন্ন ও অভিভূত করে ফেললাম।

তারপর মার্ক টোয়েন বললেন—আচ্ছা একটা কথার কথা। হাতের রেখা ও সঠিক প্রকৃতির ওপর কি বংশগত ধারার ( Heredity ) কোনও ছাপ পড়ে?

আমি বললাম—নিশ্চয়ই পড়ে। এমন কি অনেক সময় বাবা বা মায়ের হাতের সঙ্গে বিরাট ভাবে সন্তানের হাত মিলে যেতে পারে।

আমি তাঁকে একটি মাতা ও কন্যার দুটি হাতের ছাপ পাশাপাশি দেখালাম। বললাম কন্যার বয়স পাঁচ—মাতা যুবতী নারী। কিন্তু মা ও মেয়ের ডান হাতের রেখা তার হুবহু মিলে গেছে। বাঁ হাতে অবশ্য কিছু পার্থক্য আছে!

আমি তারপর বললাম—মাতার জীবনে যে যে বয়সে যে যে ঘটনা ঘটবে, শিশুটিরও তাই ঘটবে। যদিও কুড়ি বছরের ব্যবধান দুজনের মধ্যে। তাই কুড়ি বছর পর এই শিশু জীবনের ঘটনা হিসাব করলে তার মাতার জীবনের ঘটনার প্রায় পুনরাবৃত্তি হবে।

মা শিশুকালে যে যে বয়সে যে যে রোগে ভুগেছিল, শিশুটি ঠিক তাই ভুগছে। ঠিক যে বয়সে মায়ের বিবাহ হয়েছিল, শিশুটিরও তাই হবে। ঠিক যে বয়সে মা বিধবা হয়েছিলেন, সেই বয়স এলে এই শিশু কন্যাটিও বিধবা হবে। মায়ের পাঁচটি সন্তান—শিশুটিরও তাই হবে।*

মায়ের জীবনের যে ধরনের লোকের সঙ্গে বিবাহ হয়েছিল, শিশুটিরও তাই হবে। তাই শিশু কন্যাটির ভাগ্য সম্পর্কে সুন্দরভাবে আগে থাকতে ভবিষ্যৎবাণী করা যায়।

আমার কথাগুলি শুনে ও দেখে মার্ক টোয়েন খুবই খুশী। তাছাড়া তিনি আমার সব কথা তাঁর ডায়েরীতে নোট করে নিলেন। অনেকগুলি হাতের ছাপ তিনি লেন্স দিয়ে পরীক্ষা করেও দেখলেন। সেই মতে তাঁর কন্যার হাতের ছাপ ও আঙুলের ডগার ছাপগুলি লেন্স দিয়ে ভাল করে দেখলেন! বৃদ্ধাঙ্গুলি দুটির ছাপও অনেকটা একই ধরনের তা লক্ষ্য করে দেখলেন।

অবশেষে বিদায় নেবার আগে তিনি বললেন—একটি কৌতুহলপূর্ণ কথা আপনাকে বলছি। আমি এখানে এসেছিলাম এই কথা ভেবে যে, আমার বোকামির জন্য কিছু অর্থদণ্ড দেবো। কিন্তু আমি দেখলাম যে, আমি একটা সুন্দর গল্পের প্লট পেয়ে গেলাম, যা থেকে আমি প্রচুর অর্থ উপার্জন করবো।

কিছুদিন পরে তাঁর লেখা উপন্যাস 'Puddan Heab Wilson' প্রকাশিত হয়েছিল এই হাতের ছাপের থিয়োরীর ওপর ভিত্তি করে এবং এটি একটি সফল সৃষ্টি।

তিনি বিদায় নেবার আগে আমি আমার অটোগ্রাফের খাতাটি এগিয়ে দিয়ে তাঁকে কিছু মতামত লিখতে অনুরোধ করলাম। তিনি যা লিখলেন, তার হুবহু এখানে আমি তুলে ধরছি—

কিরো অদ্ভুত সঠিকভাবে আমার চরিত্র সম্পর্কে সব কথা আমার সামনে তুলে

---

* বর্তমান কালে অবশ্য বার্থ কন্ট্রোল প্রভৃতি কারণে বা অপারেশন প্রভৃতির জন্য অশুভ সংখ্যা সঠিক বলা সম্ভব নয়—অনুবাদকবৃন্দ।

ধরেছেন। তিনি যে কত সঠিক, তা আমি স্বীকার করতে চাই না—তবে আমি তাঁর কথার দ্বারা প্রচণ্ডভাবে অভিভূত।

মার্ক টোয়েন

## উনবিংশ অধ্যায়

# কলোনেল রবার্ট ইন্‌গারসল্‌ : মিসেস এলা হুইলার : মিঃ জর্জ পারকিন্‌স্‌

আমার পরবর্তী প্রধান সাক্ষাৎকারী ছিলেন বিখ্যাত দার্শনিক ইন্‌গারসল্‌ যাঁর বক্তৃতাবলী ও রচনাবলী সারা বিশ্বে বিখ্যাত।

প্রথমে আমার কাছে ডাকযোগে এলো একজন অচেনা লোকের ডান ও বাম হাতের ছাপ। এবং আমার ন্যায্য দক্ষিণা। তার সঙ্গে ছিল একখানি টাইপ করা চিঠি। ঐ চিঠিতে আমাকে অনুরোধ করা হয়েছিল, আমার বিচারের ফলাফল একটি নির্দিষ্ট পোষ্টবক্সের ঠিকানায় পাঠাতে।

আমি কাজটি শুরু করলাম বটে, কিন্তু সেটি খুব সহজ ছিল না। হাতের করতল বিশাল কিন্তু আঙ্গুলগুলির দৈর্ঘ্য সে তুলনায় কম। লোকটি প্রকৃত বাস্তববাদী কিন্তু তার মানসিক ভাব উচ্চস্তরের কোন কবি বা সাহিত্যিক বা শিল্পীর মত। আমি সে কথা স্পষ্ট করে লিখলাম। এবং তাঁর জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনার বয়সগুলি সব লিখে জানালাম।

এক সপ্তাহ পর ইন্‌গারসল্‌ আমার সঙ্গে দেখা করলেন। তিনি আমার কাজের প্রশংসাপত্র লিখে দিলেন এবং নীচে তাঁর নামটি সই করে দিলেন।

### শ্রীমতি এলা হুইলার

শ্রীমতি এলা হুইলারের নাম সারা বিশ্বে বিখ্যাত। তাঁর কবিতাগুলি যেন মানব জীবনের প্রত্যক্ষ ছবি। তাঁর কবিতা সম্বন্ধে সমালোচকরা বিভিন্ন ধরনের মন্তব্য করেছেন। তাঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ "Poems of passion"—একদিকে যেমন সমালোচকদের কাছ থেকে প্রচণ্ড নিন্দিত হয়েছে, অন্যদিকে তেমনি অজস্র লোক তাঁর প্রশংসায় মুখর হয়েছে।

আমি বহুলোককে জানি যাঁরা তাঁর কবিতার বই নিজের বাড়ীতে রাখতে চান না। আবার আমি বহু লোককে জানি, যাঁরা তাঁর বইয়ের প্রতিটি শব্দ গোগ্রাসে গিলে থাকেন।

এই বিচিত্র দৃঢ় ব্যক্তিত্বময়ী নারীর সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎকার নিশ্চয়ই খুবই আকর্ষণীয়।

সাধারণ সে কোন নারীর মতই তিনি আমার ঘরে প্রবেশ করলেন। তাঁর নাম বা পরিচয় কিছুই জানাননি। আমি তাঁর হাত ভালভাবে পরীক্ষা করে বললাম যে, তাঁর মধ্যে অপূর্ব কবিত্ব শক্তি বর্তমান। নাটকীয় চরিত্র এবং বহুবিধ উচ্চ মনন-শীলতার অধিকারী তিনি। সাহিত্যের যে কোন শাখায় তিনি প্রচণ্ড সফলতা অর্জন করবেন। কিন্তু তাঁর গৃহজীবন হবে সরল এবং সুমিষ্ট। পৃথিবীর লোক তাঁকে যে রকম কল্পনা করবে, বাস্তবে সাংসারিক জীবনে তিনি তার উল্টো হবেন। তিনি একজন সফল গৃহকর্ত্রী।

মিষ্টি হেসে শ্রীমতি বললেন—সত্যিই দাম্পত্য জীবনে আমরা খুব সুখী।

অবশেষে তিনি তাঁর নাম বললেন এবং পরিচয় দিলেন। সত্যি কথা বলতে কি আমি বিস্ময়ে অভিভূত হলাম —কারণ ইংল্যাণ্ড ত্যাগের আগেই আমি এই মহিলা কবির খ্যাতি শুনেছিলাম। আমার মনে তাঁর ভাবমূর্তি ছিল অন্য রকম। সত্যি কথা বলতে গেলে, তিনি যদি আগেই তাঁর পরিচয় দিতেন, তাহলে হয়তো এত সাফল্যের সঙ্গে তাঁর হস্ত বিচার করতে পারতাম না।

আমি দেখেছি, যে সব লোক জনসাধারণের কাছে বিখ্যাত তাঁদের হস্ত বিচার অনেক সময় কিছুটা অসুবিধার সৃষ্টি করে—যদি আগেই তাঁদের পরিচয় জানা যায়।

এই অপূর্ব সুন্দরী নারী যদি আগেই তাঁর পরিচয় দিতেন তাহলে নিশ্চয়ই আমি ভুল করতাম। তাঁর হাতের রেখা চিহ্ন প্রভৃতি ছিল জটিল। খুব কম লোকই তাঁর সম্বন্ধে প্রকৃত বর্ণনা করতে সক্ষম। তাঁর সৃজনী ক্ষমতা অসীম, বিদ্যা বহুমুখী। তাছাড়া মনুষ্য জীবনকে নিখুঁত বিশ্লেষণ করতে তিনি সক্ষম। তিনি একাধারে শিল্পী এবং বিজ্ঞানী। এর বেশি আমি আর বর্ণনা করছি না। কারণ আমার ভাষার দ্বারা তাঁকে পূর্ণ বর্ণনা করা সম্ভব নয়।

সুদীর্ঘ দিন পরে তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল প্যারিসে। তাঁর হোটেলে একটি ছোট্ট ডিনার পার্টিতে তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল। সেই ডিনার পার্টিতে ছিলেন তিনি নিজে, তাঁর স্বামী এবং মিঃ ও মিসেস ভান্স থম্‌সন ছিলেন সেই পার্টিতে। তিনি শুনেছিলেন যে আমি আমার সংখ্যাতত্ত্ব সম্পর্কে বর্তমানে অনেক গবেষণা করেছি। তাই তিনি এই নতুন গবেষণা সম্পর্কে কিছু জানতে চান।

তিনি জ্যোতিষশাস্ত্রের বিষয়ে অনেক কিছু পাঠ করেছেন তা জানালেন। আমার লেখা বই পত্রও তিনি পাঠ করেছেন। জ্যোতিষতত্ত্ব বিচারে তাঁর অগাধ জ্ঞান দেখলাম। আমি সংখ্যাতত্ত্ব সম্পর্কে যা যা বললাম, তিনি সঙ্গে সঙ্গে তা বুঝে নিতে সক্ষম হলেন। আমি তাঁর মননশীলতা দেখে মুগ্ধ হলাম।

সেদিন অনেক রাতে আমাদের সভা ভঙ্গ হলো। আমি সেই সুন্দরী, হাস্যময়ী ভদ্রমহিলার মধুর ব্যবহারে এবং অপূর্ব ব্যক্তিত্ব দেখে মুগ্ধ হলাম। সেদিনের মতো তাঁদের আমি বিদায় সম্ভাষণ জানালাম।

## মিঃ জর্জ পারকিন্‌স্‌

সেই সময় অনেক লোক আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন তার মধ্যে একজন প্রধান ব্যক্তিত্ব ছিলেন মিঃ জর্জ পারকিন্‌স্‌।

আমার সঙ্গে তিনি যখন দেখা করেন, তখন তিনি ছিলেন সাধারণ লোক। কিন্তু পরবর্তী কালে এই লোকটিই নিউইয়র্কের অর্থ মন্ত্রী মিঃ জে পি মংগ্যারুমের ডান হাত রূপে পরিচিত হন। তাঁর সুনাম সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছিল।

সেদিনের ঘটনা মনে হয় যেন কালকের ঘটনা। আমি তরুণ জর্জের হাত দেখে একে একে সব মন্তব্য করলাম। তখন তাঁর মধ্যে লক্ষ্য করলাম কতো উৎসাহ। তাঁর হাতে দেখলাম অপরূপ শিরোরেখা বা হেড্‌লাইন। তা ছাড়া উচ্চ গ্রহদের ক্ষেত্র। যা তাঁকে জীবনে উন্নত ও প্রতিষ্ঠিত করবে।

আমি আরও বললাম যে জীবন যুদ্ধে বহু বিপরীত পরিবেশ ও ঘটনার মধ্যে তাঁকে পড়তে হবে। তবে তিনি সর্বত্র প্রচুর সাফল্য অর্জন করবেন। তা ছাড়াও তাঁর ব্যক্তিত্ব তাঁকে সবার উপরে সুপ্রতিষ্ঠিত করবে।

এই ধরনের মানুষ কখনো গর্ব বা মিথ্যা অহমিকা দ্বারা নিজের পথ থেকে বিচ্যুত হতে পারেন না। তিনি প্রতিষ্ঠার উচ্চ শিখরে আরোহণ করতে বাধ্য।

পরবর্তী কালে তিনি আমার কাছে পত্র লিখে জানান যে আমি যা যা বলেছি, তা খুব সত্বর সত্য হতে চলেছে। তিনি জীবনের ধাপ একে একে অতিক্রম করে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন।

## বিংশ অধ্যায়

# জীবন্ত যীশুখ্রীষ্টের ঘটনা

আমার অনেক পাঠক ভাবতে পারেন, আমি নিউইয়র্কের সব শ্রেষ্ঠ লোকদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার সম্পর্কে বিস্তৃত কিছু বলছি না কেন।

তার কারণ হলো আমি আগে কেবল শিক্ষণীয় সব বিচিত্র ঘটনাবলীই বর্ণনা করেছি।

আমেরিকার সংবাদপত্রগুলি সব সময় চূড়ান্ত ধনী-পরায়ণ পরিবার সম্পর্কেই লেখেন। তারাই শ্রেষ্ঠ ধনী, তারাই দেশ শাসন করে। তারাই বিশ্ব রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ করে।

কিন্তু তাদের সম্পর্কে বর্ণনা করতে আমার মনে ঘৃণা জাগে। তারা বিশ্বে কিছু চায় না—চায় শুধু টাকা—আরও টাকা, আরও নাম, আরও লোকের উপরে অধিকার প্রতিষ্ঠা। এমন কি লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রাণ গেলেও তাদের আপত্তি নেই—যদি প্রচুর অর্থের অধীশ্বর হওয়া যায়। তারা স্বার্থের জন্য নিকটতম বন্ধুর মৃত্যুতেও দুঃখিত নয়।

এই ধরনের অর্থলোভী বা স্বার্থলোভী লোকেরা দলে দলে আমার কাছে এসেছিল। টাকা—উন্নতি—অর্থাগম—এই ছিল তাদের জিজ্ঞাসা। অনেকেই আবার প্রশ্ন

করেছিলেন—কবে পুরোনো স্বামী / বউকে ছেড়ে মুক্ত হয়ে আবার নতুন তাজা সুন্দরী বউ পাবেন। যাকে নিয়ে জীবন কানায় কানায় ভরে উঠবে।

আমার মনে হয়, বিশ্বে একমাত্র আমেরিকা ছাড়া কোথাও এমন লোকদের দেখা মিলবে না। তাই এদের নিয়ে কথা বলে আমি এই বইটির পাতা ভরাতে চাই না।

আমি এখন একজন অভিনব সাধারণ মানুষের ইতিহাস বর্ণনা করছি। ঘটনাটি অভিনব এবং আশ্চর্যময়।

একদিন বিকালবেলা একজন সুন্দর দীর্ঘকায় লোক আমার সঙ্গে দেখা করলো। সে বললে যে তার ফি দেবার মত টাকা নেই, কিন্তু তার হাত আমার কাজে লাগতে পারে।

সত্যি তার হাত ছিল বিচিত্র। সে বাস্তবে ঠিক—কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কল্পনামুখী এবং শিল্পী।

লোকটি বাল্যজীবনে অনেক কষ্ট পেয়েছে ঠিক, কিন্তু তারপর তার একটি স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত হয়েছে।

লোকটি স্বীকার করল, আমার কথা ঠিক। তারপর সে তার নিজ জীবন সম্পর্ক যা বর্ণনা করল, তা অভিনব।

আমি যা বর্ণনা করেছিলাম তার সঙ্গে তার ভাগ্য হুবহু মিলে গেছে। ছেলেবেলা থেকেই তাকে দারিদ্র্যের মধ্যে দিয়ে কাটাতে হয়েছে। সে যৎসামান্য যা রোজগার করেছে তা পরিবারের জন্য ব্যয় করতে হয়েছে।

সে ছিল জন্মগত শিল্পী। ক্যানভ্যাসের অভাবে অনেক সময় তাকে কাঠের ওপরে ছবি আঁকতে হয়েছে। মাত্র কুড়ি বছর বয়সে সে নিজে একটা ছোট্ট স্টুডিও করেছিল—শহর থেকে দূরে, একটি নির্জন জঙ্গলের ধারে। নিউ জার্সিতে হাডসন নদীর ধারে।

ধীরে ধীরে তার ছবি বিক্রী হতে থাকে। সে অর্থ সঞ্চয় করতে থাকে একটি বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে। ইচ্ছা ছিল যে একটা সুন্দর বিশাল ছবি আঁকবে। ছবির বিষয়বস্তু ছিল যীশুখৃীষ্ট।

তার ধারণা ছিল যীশুখৃীষ্টের ছবি আঁকতে গেলে, যীশুখৃীষ্টই তাঁকে পথ দেখাবেন।

দিনের পর দিন কাটতে থাকে, ছেলেটি অর্থ সঞ্চয় করতে থাকে ছবি আঁকার জন্য একটি বিরাট ক্যানভ্যাস্ কেনার আশায়।

যীশুখৃীষ্টের প্রতি তার অপরিসীম ভক্তি এবং বিশ্বাস। অবশেষে একদিন সঞ্চিত অর্থ দিয়ে সে বিরাট ক্যানভাস্‌টি কিনলো। ছবি আঁকতে শুরু করলো।

মাসের পর মাস ধীরে ধীরে অন্য কাজের ফাঁকে ফাঁকে সে ছবি এঁকে চললো। যীশুখৃীষ্টই তার ধর্ম, কর্ম, জ্ঞান, মোক্ষ, জীবন দর্শন।

সত্যিই অপূর্ব ছবি সে আঁকলো। নীল আর গোলাপের রঙের আকাশের তলায় যীশু দাঁড়িয়ে আছেন। সমস্ত বিশ্ব মানবের কল্যাণের আশায় অপূর্ব প্রেমের জ্যোতি যেন যীশুর দুটি চোখ দিয়ে ফুটে উঠেছে।

ছবি আঁকা শেষ করে তা দেখে শিল্পী নিজেও মুগ্ধ হলো।

তার কয়েক দিন পরের কথা। সে দিন ছিল এক প্রচণ্ড ঝড়ের রাত্রি। সারা জঙ্গল জুড়ে প্রবল অন্ধকার, মেঘের গর্জন, সোনালী বিদ্যুতের চকিত ইশারা।

দুজন লোক ছুটতে ছুটতে এসে ঢুকলো স্টুডিওর মধ্যে। তাদের পরনেই জেল-খানার ডোরাকাটা পোষাক। ভেতরে ঢুকেই তারা দরজা বন্ধ করে দিল।

—খাদ্য চাই, খাদ্য দাও। লোক দুটি চিৎকার করে উঠলো ক্ষুধার্ত নেকড়ের মত। যেন খাদ্য না পেলে তারা শিল্পীকেই টুকরো টুকরো করে খেয়ে ফেলবে।

খাদ্য কিছুই ছিল না—এক টুকরো রুটিও নয়।

কি ঘটতো তা বলা যায় না—কিন্তু অকস্মাৎ লোক দুটির দৃষ্টি পড়লো যীশু-খ্রীষ্টের ছবিটির দিকে। তারা অবাক বিস্ময়ে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল। তারপর বিড় বিড় করে প্রার্থনা বাণী উচ্চারণ করতে লাগলো। ঝড়ো হাওয়ার কান্নার সঙ্গে তাদের প্রাথনার বাণী যেন মিশে গেল।

একটু পরেই বাইরে শোনা গেল ভারি বুটের শব্দ। তারপর দরজায় ধাক্কা।

দরজা খুলতেই কয়েকজন পুলিশ অফিসার ভেতরে ঢুকলেন। ততক্ষণে লোক দুটি কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেছে।

একজন অফিসার জোরে জোরে বললেন—মিং মিং জেলখানা থেকে দুজন ভয়ঙ্কর ক্রিমিন্যাল পালিয়ে গেছে। এখানে আলো জ্বলতে দেখে ভাবলাম তারা বোধ হয় এখানেই প্রবেশ করেছে।

আর একজন পুলিশ যীশুখ্রীশ্টের চিত্রটি দেখে প্রণাম জানিয়ে বললে—না, এরকম জায়গায় ঐ দুটি ভয়ঙ্কর ক্রিমিন্যাল কখনোই ঢুকতে পারে না। গুড্ নাইট্ স্যার। চলি, কিছু মনে করবেন না।

পুলিশ বাহিনী বিদায় নিলো।

তারপরেই সেই বিশাল ছবির পেছন থেকে দুজনে বেরিয়ে এলো। তাদের দুচোখে অশ্রু।

তারা যীশুখ্রীষ্টের সামনে নতজানু হয়ে বললে—প্রভু, আজ তুমি আমাদের প্রাণ বাঁচালে। তারা প্রতিজ্ঞা করলো খ্রীষ্টের ছবির সামনে—জীবনে তারা কখনো কোনও অন্যায় কাজ করবে না।

সেই দুটি ভয়ঙ্কর লোক আজও বেঁচে আছে। অন্যায় করার পথ তারা ত্যাগ করেছে। তারা অন্য দেশে গিয়ে ধর্মের জন্যে—যীশুখ্রীষ্টের জন্যে বীরত্বপূর্ণ কাজ করে চলেছে।

## একবিংশ অধ্যায়

# জীবন হানির চেষ্টা : সিগারেট কেসের জন্য প্রাণ রক্ষা

পৃথিবীতে কিছু কিছু লোক আছেন, যাঁরা জনসাধারণের সঙ্গে মিশে কাজ করেন কিন্তু 'পাবলিক লাইফ' এর সঙ্গে কাজ করলে আগে বা পরে তাঁদেয় জীবনে কোনও বিপদ নিয়ে আসতে পারে—এবং আমিও এই নিয়মের কোন ব্যতিক্রম ছিলাম না।

১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের গ্রীষ্মকালে আমি খুব বেশি ব্যস্ত ছিলাম নিউইয়র্কে আমার 'হাতের ভাষা' বইটি লেখবার কাজে। আমি এই কাজে এতই ব্যস্ত ছিলাম যে আমাকে রাতের খাবার পরও গভীর রাত পর্যন্ত এই কাজে অভিভূত থাকতে হতো। সে সময় সন্ধ্যার পর আমি কারও হাত দেখতাম না। সেদিন ছিল শনিবার (রাত সাড়ে নটার মত হবে) আমার সেক্রেটারী রিসেপশান ঘর থেকে এসে বললে—অন্য লোকেদের আমি বিদায় দিয়েছি। কিন্তু একজন খুব ভদ্র দর্শনধারী লোক, আপনার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য পীড়াপীড়ি করছেন। তাঁর পক্ষে নাকি আপনাকে দর্শন করা একান্ত জরুরী ব্যাপার।

আমি বললাম হয়তো তিনি খুব জরুরী কষ্টে পড়েছেন এবং আমার সঙ্গে দেখা করা খুবই জরুরী ব্যাপার হতে পারে। ঠিক আছে, আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করবো।

আমি প্রেসের সব প্রুফ পাশে রেখে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে রাজী হলাম। বড় ইলেকট্রিক আলোটা আমি জ্বেলে দিলাম।

লোকটি প্রবেশ করলেন (আমি তাকালাম) দামী ফ্রক কোট পরা একজন ভদ্র দর্শন লোক। চুল দাড়ি খুব ভালভাবে কাটা।

তাঁর চোখেমুখে উদ্বিগ্ন চেহারা এবং তাঁর অবস্থা নার্ভাস ধরনের। প্রচুর গরমের জন্যে আমার ঘরের দরজা খোলা ছিল। তিনি তা দেখে প্রশ্ন করলেন এই দিকে কি কোনও সিঁড়ি আছে? এই দরজার বাইরে? তাই নয় কি?

এই কথাগুলি মাত্র তিনি উচ্চারণ করলেন।

আমার নিয়ম ছিল প্রথমে বাঁ হাত দেখে তারপর ডান হাত দেখা। আমি তাঁর বাঁ হাত দেখতে শুরু করেছি মাত্র—তখন তিনি ডান হাতটি তাঁর ফ্রক কোট থেকে বাইরে বের করলেন।

আমি তখনো কোনও মন্তব্য করিনি।

তার আগেই তিনি ডান হাতটি আচমকা কোটের মধ্য থেকে বের করে একটা বিরাট ধারালো ছোরা দিয়ে আমার বুকের বাঁ দিকে হার্ট লক্ষ্য করে একটি প্রচণ্ড আঘাত হানলেন।

সেই আঘাতে আমি চেয়ার উল্টে নিয়ে পড়ে গেলাম। তাঁর ছোরার আঘাত আমার বাঁ পকেটের সিগারেট কেসে লেগে ধাক্কা মেরে আমাকে ফেলে দিয়েছিল। আমার ওয়েস্ট কোটের পকেটে এই সিগারেট কেসটি ছিল। এই সিগারেট কেসটি

কিছুদিন আগেই ম্যাডাম নর্ডিকা আমাকে উপহার দিয়েছিলেন। যদি এই সিগারেট কেসটি আমার পকেটে না থাকতো, তা হলে সেই মুহূর্তেই আমি পৃথিবী থেকে চির বিদায় নিতাম।

কয়েকদিন আগে আমার একজন মক্কেল জোর করে আমাকে একটি রিভলভার উপহার দিয়েছিল। সেটা আমার ড্রয়ারে ছিল। আমি পড়ে গিয়েও খোলা ড্রয়ার থেকে রিভলবারটা বের করে ফায়ার করলাম। লোকটাকে লক্ষ্য করে নয়—তার মাথার উপর দিয়ে তাকে ভয় দেখাবার জন্যে।

এদিকে পিস্তলের শব্দ শুনে আমার সেক্রেটারী এবং আরোও অনেক লোক ছুটে এলো—এবং আগন্তুকটি কোনও শব্দ না করে দ্রুত পাশের দরজা দিয়ে বের হয়ে সিঁড়ি দিয়ে ছুটে বাইরে চলে গেল।

তবে আমার দেহেও বেশ আঘাত লেগেছিল। সিগারেট কেসে বাধা পেয়েও ছোরার কিছু আঘাত নিশ্চয়ই লেগেছিল। রক্ত ঝরছিল। হাসপাতালে গিয়ে ক্ষতস্থানটি সেলাই করতে হলো। অনেক রাতে ইন্‌জেকশন দিয়ে আমাকে ঘুম পাড়ানো হলো।

এই ঘটনায় একটি বিরাট চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হলো সারা আমেরিকা জুড়ে। বিভিন্ন সংবাদপত্রে অনেক প্রবন্ধ ছাপা হলো। অনেকে পুলিশকে আমন্ত্রণ জানালো খুনীকে ধরার জন্য। আমেরিকার বহু উপকৃত মানুষের কাছ থেকে অনেক চিঠিও পেলাম।

পুলিশ অপরাধীদের খুঁজে বের করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করলো। কিন্তু সম্পূর্ণ বিফল হলো। এই ঘটনার সুদীর্ঘ দিন পরে অবশ্য আমি এই রহস্যের শেষ সন্ধান করতে পেরেছিলাম। বছর খানেক পরের কথা। একদিন একজন পুরোহিত আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন। তিনি আমাকে জানালেন যে, এক বছর আগে যে রহস্যময় ঘটনা ঘটেছিল তার সমাধান করতে তিনি সক্ষম হয়েছেন। আমি যদি আততায়ীর প্রতি রুষ্ট না হই তাহলে তিনি সমস্ত ঘটনাটি বলবেন।

আমি হেসে বললাম যে, ও ঘটনা আমি ভুলে গেছি এবং ও বিষয়ে আমি মোটেই রুষ্ট হবো না। তিনি তখন সমস্ত ঘটনাটি জানালেন।

কিছুদিন আগে আপনি একজন নারীর হাত দেখেছিলেন এবং তার জীবনের প্রতিটি ঘটনা বর্ণনা করেছিলেন। আপনার বর্ণনার এমন অদ্ভুত মিল সত্যিই বিস্ময়কর। আপনি তাঁকে বলেছিলেন যে, তাঁর জীবনের ৩০ বছর পর্যন্ত সময় সে অতি কষ্টে কাটাবে এবং সেই কষ্টের কারণ হবে একজন অশুভ পুরুষ।

ঠিক ৩০ বছর বয়সে মেয়েটি অশুভ বন্ধন থেকে মুক্তি পাবে। তারপর নূতনভাবে শুরু হবে তার জীবন। সেই জীবন পূর্ণ সফলতায় মণ্ডিত হবে।

মেয়েটির বয়স তখন ৩০ চলছিল। মেয়েটি অসতর্ক মুহূর্তে লোকটিকে বলে ফেলে যে, সে তোমার নির্দেশ অনুযায়ী চলেছে। সত্যিই তার একজন সাধু ধনী লোকের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল এবং সেই অশুভ লোকটিকে ত্যাগ করে ঐ সাধু লোকটিকে বিয়ে করতে মনস্থ করেছিল। মেয়েটি অশুভ লোকটির কাছে স্বীকার করেছিল যে সে আগামী সোমবার তোমার সঙ্গে দেখা করবে।

এইসব কথা শুনে সেই ভয়ঙ্কর অসাধু লোকটি রাগে জ্ঞানশূন্য হয়ে যায় এবং সোমবারে মেয়েটি তোমার সঙ্গে দেখা করতে আসার আগেই তোমাকে হত্যা করবে বলে মনস্থ করে। শনিবারের দিন সে ঐ ভাবে তোমাকে হত্যা করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়।

সমস্ত কাহিনীটি তুমি শুনলে। কিন্তু এখানেই শেষ নয়। ঐ অসাধু লোকটি এখন মৃত্যু পথের যাত্রী। আমি একজন ক্যাথলিক পুরোহিত এবং সেই লোকটির অনুরোধেই তোমার কাছে এসেছি। লোকটি ভীষণ অনুতপ্ত এবং তোমার সাহায্য প্রার্থী। মৃত্যুর আগে সে জানতে চায় তুমি তাকে ক্ষমা করেছ কিনা। তুমি তার শয্যা পাশে গিয়ে এই কথাটি স্বীকার করলে সে পরম শান্তিতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে পারবে।

আমি তাঁর কথায় স্বীকৃত হয়ে তাঁর সঙ্গে যাত্রা করলাম এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই সেই মৃত্যু পথযাত্রী অসাধু লোকটির শয্যা পাশে এসে দাঁড়ালাম। আমি তাকে জানালাম যে তার ব্যবহারে আমি মোটেই রাগ করিনি। লোকটি তারপর শান্তিতে মৃত্যুবরণ করেছিল।

এদিকে সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয়, সত্যিই সেই মেয়েটির বিবাহ হয়েছিল নিউ-ইয়র্কের একজন খুব ধনী লোকের সঙ্গে।

কয়েক বছর পরে প্যারিসের একটি নাম করা হোটেলে সেই মেয়েটি এবং তার স্বামীর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। মেয়েটি একটি কাগজে ছোট্ট একটি চিঠি লিখে একজন বেয়ারার হাত দিয়ে আমার কাছে পাঠিয়েছিল।

তাতে লেখা ছিল ঃ

আমার জীবনের সব সুখ এবং আনন্দের মূলে হচ্ছেন আপনি। ঈশ্বরের আশীর্বাদ আপনার উপরে বর্ষিত হোক।

## দ্বাবিংশ অধ্যায়

## লণ্ডনে প্রত্যাবর্তন ঃ চিন্তার মেশিন

নিউইয়র্কের বুকে আমার জীবনে আরও অনেক ঘটনা ঘটেছিল। অবশেষে ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে আমি লণ্ডনে ফিরে এলাম।

আমার বণ্ড স্ট্রীটের ফ্ল্যাটে পৌঁছাবার এক সপ্তাহের মধ্যেই আমার গৃহে আবার দর্শকদের প্রচুর ভীড় শুরু হলো।

এই সময়েই আমি প্রথম সেই বিচিত্র "থট মেশিন" বা চিন্তার মেশিন সবার সামনে প্রদর্শন করি। এই মেশিনটি আবিষ্কার করেন আমার পুরোনো বন্ধু প্রফেসার স্যাভারিচি অভিয়ার্ডি—সংক্ষেপে প্রফেসার অভিয়াডি।

এই লোকটিকে এক কথায় বিশ্বের একজন অভিনব মহাশক্তিধর চিন্তাশীল মানব রূপে বর্ণনা করা যায়। তিনি দেহ, মন এবং আত্মার লুক্কায়িত শক্তি সম্পর্কে অজস্র গবেষণা করেছিলেন।

নেপোলিয়নের সেনাপতি ডিউক্ ডি রেভিগোর বংশধর ছিলেন তিনি। বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর ছিল প্রতিভা। মাত্র পনের বছর বয়সে তিনি প্যারিসে অনুষ্ঠিত সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় যুগ্ম বিজয়ী হন। কিন্তু একক বিজয়ী না হবার জন্য তাঁর সম্মানে আঘাতে লাগে, ফলে তিনি সঙ্গীত চর্চা ছেড়ে দেন। কেবল নিজের আনন্দের জন্য মাঝে মাঝে ঘরে বসে অর্গান বা পিয়ানো বাজাতেন।

তিনি চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন এবং এই বিষয়েই সরকারী চাকুরী করতেন। আইন শাস্ত্র সম্পর্কেও তিনি অধ্যয়ন করেন। ফরাসী কোর্টে তিনি একটি বিরাট মামলায় জয়লাভ করেন। মিথ্যা কেসে অভিযুক্ত ভদ্রলোককে তিনি তাঁর স্ত্রীর অনুরোধে সাহায্য করতে এগিয়ে যান। এই জটিল কেসে তিনি জয়লাভ করে বিরাট খ্যাতি অর্জন করেন এবং নিরীহ লোকটি মুক্তি পায়।

অসাধারণ লোকটির সম্বন্ধে আরো অনেক কিছু জানা যায়। তিনি লণ্ডনে আমার বিশেষ বন্ধু ছিলেন এবং জ্যোতিষ শাস্ত্র সম্পর্কে তাঁর প্রচুর আগ্রহ ও জ্ঞান ছিল। পোপ ভ্যাটিক্যানের সঙ্গেও তাঁর যোগাযোগ ছিল এবং আমি যখন রোম পরিদর্শন করি তখন তিনি আমাকে যে পরিচয় পত্র দেন তার ফলেই সেই প্রাচীন বিশাল শহরে আমার প্রবেশ দ্বার উন্মুক্ত হয়।

তিনি ধর্মকে সব সময় জ্যোতিষ শাস্ত্রের দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখতেন এবং এই একটি বিষয়ে তাঁর সঙ্গে আমার খুব মতের মিল ছিল।

আমার রোম পরিদর্শনের কথা বলতে গেলে একটি বিচিত্র ঘটনার কথা আমার মনে পড়ে—যা পাঠকদেরও খুব ভাল লাগতে পারে।

সেখানে প্রতিদিন বিকেলে আমি সেণ্ট পীটার্সগীর্জায় বেড়াতে যেতাম এবং প্রায় এক ঘণ্টা একটি খালের ধারে আধো ছায়ায় বসে থাকতাম।

কেন আমি এরকম করতাম তা বলতে পারি না। হয়তো একটি ধর্মীয় আব-হাওয়ায় বসে থাকতে আমার ভাল লাগতো।

একদিন আমি লক্ষ্য করলাম একটি বিচিত্র চেহারার বৃদ্ধের দৃষ্টি আমার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে।

লোকটির চেহারা এত বৃদ্ধ এবং জীর্ণ যে তার বয়স আন্দাজ করা মুস্কিল। কিন্তু তবু তার মুখে ছিল যেন একটা বুদ্ধির দীপ্তি। ধবধবে সাদা দাড়ি, কুচকুচে কালো চোখ—সব মিলিয়ে তার মুখে যেন একটি পালিশ করা মারবেলের মুখোস আঁটা। বয়সের ভারে দেহ কিছুটা ন্যুব্জ। আমি অবাক বিস্ময়ে লোকটির দিকে তাকিয়ে ছিলাম।

লোকটি ধীরে ধীরে আমার কাছে এগিয়ে এলো। কোমল কণ্ঠে ফরাসী ভাষায় বললো—তুমি কি বিকেল ঠিক পাঁচটায় আমার সঙ্গে এখানে দেখা করতে পারো, তোমাকে একটা জিনিস আমি দিতে চাই, যা পরবর্তী জীবনে তোমাকে প্রচুর সাহায্য করবে।

আমি বললাম—হ্যাঁ, আমি আসবো। সঙ্গে সঙ্গে লোকটি মুখ ঘুরিয়ে পথের দিকে হেঁটে চলে গেল।

কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে পরদিন নির্দিষ্ট সময়ের আগেই আমি ঐ স্থানে উপস্থিত হলাম।

আমাকে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না। একটু পরেই দেখলাম খাল পার হয়ে লোকটি ধীরে ধীরে হেঁটে আমার পাশে এসে দাঁড়ালো। আমার হাত ধরে সে কিছু দূরে একটা পাথরের আসনে বসলো। একটি বড় চামড়ায় মোড়া প্যাকেট আমার হাতে দিয়ে বললো—প্রিয় বন্ধু, আমি কদিন থেকেই লক্ষ্য করছি তুমি এখানে এসে অনেকক্ষণ বসে থাক।

কিন্তু ধর্ম তোমাকে এখানে টেনে আনে নি। আমার মতই তুমিও হলে একটি বিরাট পরম সত্যের অনুসন্ধানী।

আমি প্রশ্ন করলাম —তুমি কি বলতে চাও?

সে উত্তর দিল —আমি যদি কোন ভুল না করি তুমি জ্যোতিষ শাস্ত্রের অনুরাগী। যে আকাশের গ্রহ তারার আলোর মাঝ দিয়ে তুমি ধর্মের উপরেও বিরাট সত্য নিহিত আছে তার রহস্য ভেদ করতে চাও। ভেদ করতে চাও জীবন এবং সৃষ্টির মূল উৎসকে।

আমি জীবনের শেষ প্রান্তে এসে গেছি। তোমার মুখ দেখে বুঝেছি তুমি কি চাও। তোমার জীবনের অনেকদিন এখন সামনে পড়ে আছে। তাই এই বিশাল পুস্তকের পাণ্ডুলিপিটি তোমাকে দিলাম। মনোযোগ দিয়ে পাঠ করলে অনেক বিশাল গোপন সত্য তুমি আবিষ্কার করতে পারবে।

অতি প্রাচীন মিশরীয় জ্যোতিষ শাস্ত্রের পুঁথি থেকে এটি সযত্নে কপি করা। এর আসল পুঁথিটি আলেকজান্দ্রিয়ার লাইব্রেরীটি পুড়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে নষ্ট হয়ে গেছে।

তোমার পরবর্তী জীবনে এই গ্রন্থটির বিরাট মূল্য তুমি বুঝতে পারবে। তোমার মত একজন জ্ঞান অনুসন্ধানী লোকের হাতে এটি তুলে দিতে পেরে আমি ধন্য হলাম। বর্তমান এই পেটসর্বস্ব বস্তুতান্ত্রিক যুগেও তুমি পবিত্র জ্ঞানের আলোক শিখা বহন করে এগিয়ে চলো।

বৃদ্ধ লোকটিকে ধন্যবাদ দেবার মত সময়ও সে আমাকে দিল না। আচমকা বিদায় জানিয়ে হনহন করে পথে নেমে গেল।

আমি তখন বিস্ময়ে একেবারে বোবা হয়ে গেছি। হোটেলে ফিরে আমি ধীরে ধীরে সেই বিশাল হাতে লেখা পাণ্ডুলিপিটা পাঠ করতে লাগলাম। জ্যোতিষ শাস্ত্রের বিভিন্ন প্রাচীন জ্ঞান সম্পর্কে বিস্তৃতভাবে লেখা ছিল এই পুঁথিটির মধ্যে। এর মূল উৎস আলেকজান্দ্রিয়াতে হারিয়ে গেছে। বিচিত্র চেহারার বৃদ্ধটি আমাকে সত্যি কথাই বলেছিল।

এখন আবার সেই আগের কথাতেই ফিরে আসছি। আমার বন্ধুর আবিষ্কৃত সেই চিন্তার মেশিনটি প্রচুর বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছিল। বহুলোকের ওপর আমি এটি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতাম।

যে কোন লোকের ইচ্ছা শক্তি কতটা তা সহজেই এই মেশিনের সাহায্যে বোঝা যেতো। মেশিনটি না ছুঁয়ে কেবল তার দিকে তাকিয়ে ইচ্ছা শক্তি প্রয়োগ করলে মেশিমের কাঁটাটি কাঁপতো।

সাধারণত ত্রিশ ডিগ্রীর কাছাকাছি পর্যন্ত কাঁটাটি নড়তো সাধারণ লোকের ক্ষেত্রে। যারা খুব বেশি মাতাল তাদের ক্ষেত্রে কাঁটাটি ঝাঁকানি দিয়ে এগিয়ে গিয়ে আবার ফিরে আসত। দুর্বলমনা বা আফিংখোরদের বেলায় কাঁটাটি বিশেষ নড়তই না। সবল মনা লোকদের ক্ষেত্রে কাঁটাটি ধীরে ধীরে অনেক ডিগ্রী পর্যন্ত এগিয়ে যেতো—যেমন মিঃ লাওনেল ফিলিপস্, রেভারেন্ড রাসেল, মিঃ গ্ল্যাডস্টোন প্রভৃতি।

একদিন ঘটেছিল একটি মজার ঘটনা। একজন লোক মেশিনের দিকে তাকিয়ে ছিল। মেশিনের কাঁটাটা দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে ছিল। লোকটির ইচ্ছা শক্তি সত্যিই প্রচুর। এমন সময় একজন লোক ঘরে ঢুকে বললো—অমুক কোম্পানীর শেয়ারের দাম হঠাৎ খুব পড়ে গেছে।

সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল মেশিনের কাঁটাটি নিজের জায়গায় ফিরে এসেছে। আসলে লোকটির ঐ কোম্পানীর অনেক শেয়ার কেনা ছিল এবং প্রচুর টাকা লোকসান হবে বুঝতে পেরে তার মনের জোর সঙ্গে সঙ্গে কমে গিয়েছিল। 'থট্ মেশিনের' কাঁটায় সেটা সঙ্গে সঙ্গে ধরা পড়ে গেল।

## ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

# বিখ্যাত আবিষ্কারক মিঃ স্ট্যানলি

এই সময়ই আমি আফ্রিকাদেশের অভ্যন্তরে ভ্রমণকারী এবং বিখ্যাত আবিষ্কারক মিঃ স্ট্যানলির সঙ্গে পরিচিত হই। পরবর্তীকালে আমি তাঁর স্ত্রী লেডি স্ট্যানলির সঙ্গে পরিচিত হই।

মিঃ স্ট্যানলি প্রথমে আমাকে তাঁর রিচমণ্ড টেরেসের বাড়ীতে আমন্ত্রণ জানান।

প্রথমটা আমি তাঁর মত একজন বিখ্যাত লোকের সঙ্গে দেখা করতে একটু ভয় পেয়েছিলাম ঠিকই। আমি শুনেছিলাম তিনি খুব স্পষ্ট এবং কড়াভাবে কথা বলতে ভালবাসেন। যে সব লোকের ব্যবহার তাঁর মনঃপূত না হয়, তাদের প্রতি সাধারণত তিনি খুব একটা অমায়িক ব্যবহার করেন না।

কিন্তু আমি যা শুনেছিলাম বাস্তবে দেখলাম সেটা সম্পূর্ণ ভুল। আসলে তিনি কথা কম বলেন এবং কাজ করতে চান বেশি। অবশ্য এ ধরনের লোক পৃথিবীতে কম—কিন্তু যে দু'চার জন এ ধরনের লোক দেখা যায়, তাঁরা প্রায়ই প্রচুর সাফল্য অর্জন করে থাকেন।

প্রথমে আমাদের খাওয়া-দাওয়া এবং আনন্দের পালা চুকে গেল। তারপর তিনি একটি ঘরে একা আমার সঙ্গে মুখোমুখি বসলেন। ধীরে ধীরে তাঁর হাত আমার দিকে এগিয়ে দিলেন।

আমি একে একে তাঁর জীবনের অতীতের কবে কবে প্রধান ঘটনাগুলি ঘটেছে সেগুলি বর্ণনা করলাম।

আমার কথাবার্তা শুনে খুব খুশী হলেন। তারপর তিনি তাঁর জীবনের প্রাথমিক নানা বাধা-বিপত্তি এবং তারপর অতি অন্ধকার আচ্ছন্ন আফ্রিকার গহন জঙ্গলে কি কি ঘটনা ঘটেছিল সেইসব স্মরণীয় ঘটনাগুলি বর্ণনা করতে লাগলেন। তিনি এমনভাবে বর্ণনা করছিলেন, যেন সব ঘটনাগুলি এক্ষুণি ঘটেছে। যে সমস্ত উদ্বেগ এবং উত্তেজনার মধ্য দিয়ে সেখানে তাঁকে দিনগুলি কাটাতে হয়েছিল সেগুলি একে একে বর্ণনা করলেন। কিন্তু কোন সময়েই নিজের কোন বিপদকে তিনি বিপদ বলে মনে করেন নি।

এই ভাবেই একে একে তিনি সব ঘটনাগুলি বললেন। আমার পক্ষে সেদিনের সন্ধ্যাটি ছিল এক স্মরণীয় সন্ধ্যা। অবশ্য তার পরেও তাঁর সঙ্গে আমার আরও কয়েক বার দেখা হয়েছিল। আমি তাঁকে সব সময়েই বলতাম—মহান স্ট্যানলি।

এইভাবে ধীরে ধীরে তাঁর সঙ্গে এবং তাঁর পরিবারের সঙ্গে আমার জানাশুনা গভীরতর হতে থাকে। ঐ সময়েই মিসেস্ স্ট্যানলির সঙ্গেও আমার পরিচয় হয়।

একদিন মিঃ স্ট্যানলি আমাকে বললেম—যে কোন একদিন মিঃ গ্ল্যাডষ্টোনের সঙ্গে আপনার দেখা করা উচিৎ।

মিঃ গ্ল্যাডষ্টোন ছিলেন তখন ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী। তাই মিঃ স্ট্যানলির কথা শুনে আমি বিস্মিত হলাম।

একটু হেসে আমি বললাম—আমার মত লোকের পক্ষে কি তাঁর সঙ্গে দেখা করা সম্ভব?

তিনি হেসে বললেন—আপনি রাজী হলে মিসেস্ স্ট্যানলি সে ব্যবস্থা করে দেবেন।

আমি তৎক্ষণাৎ সানন্দে রাজী হয়ে গেলাম।

কয়েকদিন পরেই একখানা পোষ্ট কার্ড পেলাম। সেটি একটি স্মরণীয় পোষ্ট কার্ড নিঃসন্দেহে।

মিঃ গ্ল্যাডষ্টোন আমার সঙ্গে দেখা করতে রাজী হয়ে দিন স্থির করেছেন।

সেই রাতেই আমি ট্রেন ধরলাম চেষ্টারের দিকে যাবার জন্যে। পরদিন বিকাল ৩টার সময় ছিল আমার দেখা করার নির্ধারিত মুহূর্তটি।

## চতুর্বিংশ অধ্যায়

# মিঃ গ্ল্যাডস্টোনের সঙ্গে সাক্ষাৎ

সেদিন ছিল আগষ্ট মাসের একটি সামারের দিন। মিঃ গ্ল্যাডষ্টোনের মত কর্মব্যস্ত মানুষ অনেক চেষ্টা করেই এই শুভ দিনটি স্থির করেছিলেন নিশ্চয়ই।

আমি প্রথমে তাঁর বাড়ীর সামনে হলঘরে গিয়ে বসলাম। শ্রীমতী গ্ল্যাডষ্টোন এসে

আমার সঙ্গে দেখা করলেন। তিনি বললেন—মিঃ গ্ল্যাডস্টোন খুব অসুস্থ এবং তিনি কোনও অবস্থাতেই আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারবেন না।

আমি তাঁকে বললাম—মিঃ গ্ল্যাডস্টোনের অসুস্থতার সংবাদ পেয়ে আমি খুবই দুঃখিত। যা হোক, আমি প্রয়োজন হলে আর একদিন এসে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারলে খুশী হবো। তাঁকে জানাবেন যে আমি এসেছিলাম।

এই কথা বলে আমি যাবার উদ্যোগ করেছি। এমন সময় লাইব্রেরী ঘরের দরজা খুলে সেই মহান বৃদ্ধ আমার দিকে এগিয়ে এসে বললেন—আপনিই কি সেই ভদ্রলোক, যার সঙ্গে আজ বেলা তিনটের সময় আমার দেখা করার কথা হয়েছিল?

শ্রীমতী গ্ল্যাডষ্টোন বাধা দিলেন।

তিনি বললেন—আজ তোমার কারও সঙ্গেই দেখা করা বা কথা বলা উচিত নয়।

মিঃ গ্ল্যাডষ্টোন বললেন—কিন্তু প্রিয়ে, এই ভদ্রলোক আমার নিমন্ত্রণেই আজ সুদূর লণ্ডন থেকে এখানে এসেছেন। তিনি স্ট্যানলি পরিবারের বন্ধু এবং তাঁর দেখা করা ও কথা বলা আমাদের পক্ষে বেশ আনন্দকরই হবে।

আমি বললাম—তার জন্য কোনও দুশ্চিন্তার কারণ নেই। আপনি যদি খুব অসুস্থ থাকেন, তাহলে আর একদিন লণ্ডন থেকে এসে আপনার সঙ্গে দেখা করতে পারি।

তিনি বললেন—না, আমি আজই কথা বলব। আমি আজ যেমন আছি, ভবিষ্যতে এর চেয়েও ত খারাপ অবস্থা আমার হতে পারে। হয়তো আজই আমি অনেকটা ভাল আছি।

আমরা দুজনে তাঁর লাইব্রেরী ঘরে গিয়ে বসলাম। আমাকে জানালার ধারে একটি চেয়ারে বসালেন। আমি অবাক হয়ে দেখলাম টেবিলের উপরে আমারই লেখা কয়েকটি বই। তিনি আমার বইগুলি খুবই মনোযোগ নিয়ে পড়ছিলেন।

আমি বুঝলাম, তিনি আমার সঙ্গে দেখা করার জন্যেই প্রস্তুত হচ্ছিলেন। আমি শুনেছিলাম—তিনি যখন যে বিষয়ে কথা বলেন, তার আগেই সে বিষয়ে পাঠ করে অনেকটা জ্ঞান অর্জন করে নেন। তাঁর মধ্যে নানা বিষয়ে জ্ঞান সঞ্চয়ের মতো বিরাট প্রতিভা ছিল।

কিন্তু তাঁর কথা শুনে আমি আরও বিস্মিত হলাম।

তিনি বললেন—তোমার বাবার নাম অমুক—

আমি স্বীকার করলাম—ঠিকই বলেছেন।

তিনি বললেন—অংক শাস্ত্রের উচ্চ জ্ঞানের প্রতি তোমার পিতার বিরাট আকর্ষণ ছিল। আমারও ঠিক তাই ছিল। অনেক জরুরী সমস্যা নিয়ে (অঙ্কশাস্ত্রের) আমরা দুজনে বহুবার আলোচনা করেছি। সবশেষে তার সঙ্গে দেখা হয় প্রায় বার বা চৌদ্দ বছর আগে। তারপর আর তার সঙ্গে দেখা হয়নি।

তিনি আমার বাবার হাতের লেখা কতকগুলি কাগজ বের করে আমাকে দেখালেন।

তিনি প্রশ্ন করলেন—তিনি কি এখনো জীবিত?

—না স্যার, অনেকদিন আগে তিনি দেহত্যাগ করেছেন ! তিনি থেমে বললেন—ও তুমি তাহলে তোমার পিতার ধারাই পেয়েছো। তুমি সংখ্যাতত্ব ও অঙ্কশাস্ত্র ভালবাস।

আমি বললাম—ঠিক তা নয়, আমার থিয়োরী হলো সব অংক বা সংখ্যায় আধিভৌতিক বা জ্যোতিষশাস্ত্র ঘটিত ব্যাখ্যা।

তিনি বললেন—ঠিক আছে, পরে আমি সেটা শুনবো। তার আগে স্ট্যানলিরা তোমার যে থিয়োরী শুনে মুগ্ধ হয়েছিল সেই সম্পর্কে আমাকে কিছু বল। বেশ ধীরে ধীরে এবং স্পষ্ট করে বলবে, তা না হলে আমি ঠিক অনুধাবন করতে পারবো না।

কতো ধীরে ধীরে শান্তভাবে এই মহান লোকটি কথা বলছিলেন। অথচ এই লোকটি সারা বিশ্বের বুকে কি বিরাট আলোড়নই না সৃষ্টি করেছেন। এমন কি শত্রুরা পর্যন্ত তাঁর অপূর্ব মেধাশক্তির প্রশংসা করেন।

তিনি তাঁর কথা বলার ভঙ্গীর দ্বারা আমার নার্ভাস ভাব দূর করলেন। আমি আমার আত্মবিশ্বাস ফিরে পেলাম। আমি আমার নিজের বিচারের মধ্যে ধীরে ধীরে ডুবে গেলাম। তাঁকে বোঝাতে লাগলাম, কিভাবে হাতের রেখা ও চিহ্ন থেকে জীবনের শুভ ও অশুভ বর্ষগুলি এবং স্মরণীয় ঘটনাগুলির বয়স নির্ধারণ করা যায়।

এক একজন মানুষের জীবনের এক একটি সংখ্যা শুভ বা অশুভ হয়ে দাঁড়ায় এবং সেই সংখ্যাগুলির বার বার আবর্তন ঘটে চলে সেই লোকটির জীবনে। এই ভাবে যে কোনও লোকের জীবনের শুভ ও অশুভ ঘটনাগুলির বৎসর, দিন, তারিখ, মাস সব নির্ণয় করা যায়।

উদাহরণস্বরূপ আমি বললাম সঙ্গীতের তার দেয় কথা। এক একটি সুরের যেমন নির্দিষ্ট সংখ্যায় 'ভাইব্রেশন' হয়ে থাকে—তেমনি মানব জীবনের ওপরেও এইভাবে সংখ্যার প্রতাপ অপরিসীম। এক একটি সংখ্যা কোনো এক একটি মানুষের জীবনের উপরে তরঙ্গ সৃষ্টি করে চলে যেন। সমস্ত বিশ্বসংসার। সব গ্রহ তারাই এই সংখ্যার নিয়মে বাঁধা। আর তার পূর্ণ সংখ্যা হলো নয়টি—এক থেকে নয়।

তিনি আমার তত্ত্ব শুনে বললেন, আনন্দিত হলাম।

তারপর আমি আমার 'থট্ মেশিন'বের করে দেখালাম কিভাবে ইচ্ছা শক্তির দ্বারা কাঁটাকে কাঁপিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়। কার কতটা ইচ্ছাশক্তি তা এই বস্তুর দ্বারা নির্ণয় করা যায়। তিনি নিজে এটি দেখলেন। তারপর বাড়ির কয়েকজন চাকরকে এনে পরীক্ষা করে বুঝলেন যে আমার এই বস্তুটির কার্যকারিতা খুব নিখুঁত।

তারপর তাঁর জীবনের শুভ ও অশুভ বর্ষগুলির হিসাব কষে তাঁকে দেখালাম। তিনি মেনে নিলেন।

তারপর তাঁর নিজের ছবি তিনি আমাকে দিলেন। ছবিটির উপর তিনি নিজে সই করে তবে তিনি আমাকে দিলেন।

সেদিনের তারিখ ছিল ৩রা আগষ্ট, ১৮৪৭ খৃীষ্টাব্দ।

এমন সময় মিসেস গ্ল্যাডস্টোন ভিতরে প্রবেশ করে বললেন—সাড়ে ছটা বাজে। নিশ্চয়ই তুমি খুব ক্লান্ত।

তিনি বললেন—না, আমি মোটেই ক্লান্ত হয়নি। এই সব কৌতূহলপূর্ণ বিষয়-গুলি আমাকে আনন্দ দিয়েছে। এবং আমার তরুণ বন্ধুই বোধ হয় ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। যা হোক, আমরা এবার একটু বাগানে বেড়াব। আমার বাগান দেখে সে খুশি হবে।

আমরা দুজনে বাগানে বেড়াতে গেলাম।

সুন্দর সাজানো বাগান। সবুজ ঘাসে ছাওয়া বাগান।

সেখানে সুন্দর গোলাপী জিরেনিয়ামের গাছে ফুল ফুটে আছে।

আমরা তখন কথা বলছিলাম আমেরিকা সম্পর্কে।

তিনি বললেন যে, আমেরিকা যে দ্রুত উন্নতির পথে এগিয়ে চলেছে তাতে তিনি সত্যি খুব আনন্দিত। তবে সেই মহান দেশটি দেখার সৌভাগ্য তাঁর হয়নি। হয়তো তা কোনও দিনই হবে না।

যেন কোন্ সুদূরের দৃষ্টি তাঁর সারা মুখমণ্ডলের বুকে ভেসে উঠলো।

গেটের কাছে পৌঁছে তিনি আমাকে শুভরাত্রি জানালেন।

আমি পিছন ফিরে দেখলাম ধীরে ধীরে তাঁর মূর্তিটি চলে গেল বাগান পার হয়ে বাড়ির দিকে। তাঁর সেই গমন যেন বিদায়ী অস্তগামী সূর্যের শেষ মহান কিরণ সম্পাতের মতো।

আমার জীবনেও যেন সেদিন ছিল একটি মহান স্মরণীয় দিন—যার তুলনা বিরল।

## পঞ্চবিংশ অধ্যায়

# একটি বিচিত্র অভিজ্ঞতা

একদিন সকালবেলা। আমি একটি সস্তা কাগজের উপরে লেখা একটি কম-শিক্ষিত ধরনের হস্তরেখাযুক্ত একখানি চিঠি পেলাম। সেটা এই রকম—

ওয়ালথাম ক্রশ

আগষ্ট ১৯, ১৮৯৭

প্রিয় মহাশয়,

আপনি কি লণ্ডন থেকে মাত্র কুড়ি মাইল দূরে একটি শিশুর হাত দেখার জন্য উপযুক্ত পারিশ্রমিক পেলে আসতে পারেন না? শিশুটি নড়াচড়া করতে অক্ষম। যদি আপনি আসতে রাজী হন, তা হলে চিঠি লিখুন, এই ঠিকানায়। মিঃ এক্স, C/O পোস্ট অফিস, ওয়ালথাম ক্রশ। আপনি উপযুক্ত সম্মান জানবেন।

ইতি—

বিনীত

মিঃ এক্স।

আমি জানতাম, এই ধরনের ছদ্মবেশী লোকেরা ঠিক মতো ফিস্ দেয় না। কিন্তু আশ্চর্য, আমার সেক্রেটারীর চিঠি এবং আমার দক্ষিণা সম্পর্কে চিঠি পাবার পরে, তারা অগ্রিম আমার ফিস্ মণিঅর্ডারযোগে পাঠিয়ে আমাকে আমন্ত্রণ জানালো। রবিবারে আমাদের সাক্ষাৎকার স্থির হলো।

রবিবার এসে গেল। গ্রীষ্মকালীন একটি রবিবার। আমি ট্রেন ধরার জন্য ব্রড্ ষ্টীটে এসে দাঁড়ালাম। আমি মনে করলাম, যেন একটি বিচিত্র রহস্যভেদ করতে আমি যাত্রা করছি।

চিঠিটা পড়েই আমি বুঝেছিলাম যে, সেটা মহিলার লেখা। লেখাপড়া বেশি জানে না। কিন্তু সে এত টাকা আমাকে পাঠিয়েছে—কারণ সেটি এমন একটি শিশুর হাত দেখার জন্য, যে নড়াচড়া করতে পারে না। তাদের মনে কোনও সন্দেহ আছে—তাই তারা প্রকৃত নাম ঠিকানা দেয়নি। তারা বলছে, ওয়ালথাম ক্রশের ঘড়ির নিচে ওয়েটিং রুমে অপেক্ষা করতে। সেখানে আমি একজন লোককে দেখতে পাব, সে আমাকে নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে দেবে।

যা হোক, আমি ট্রেনে চেপে নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে গেলাম। দেখলাম একজন লোক উদ্বিগ্নভাবে আমার জন্যে প্রতীক্ষা করছে।

লোকটি আমাকে দেখে আমার দিকে এগিয়ে এলো। তাকাল আমার দিকে।

আমি বললাম—আমার নাম—'কিরো'।

লোকটি বললে—হ্যাঁ, আমি আপনার জন্যেই প্রতীক্ষা করছি।

ষ্টেশন ত্যাগ করে আমরা শহরের দিকে এগিয়ে চললাম। আমি লোকটিকে প্রশ্ন করলাম। আমাদের কতদূর যেতে হবে? লোকটি চটপট উত্তর দিল—এই তো সামনে।

আমরা শহর থেকে একটি সরু রাস্তা দিয়ে গ্রামের পথ ধরলাম। চারদিকে গাছ-পালা। পুরনো আমলের সব বাড়ী। তার মাঝ দিয়ে রাস্তা এগিয়ে চলেছে। ইংলণ্ডের অনেক অংশেই এই ধরনের প্রাচীন রাস্তাঘাট দেখতে পাওয়া যায়। অবশেষে আমরা একটি প্রাচীন গীর্জার সামনে এসে দাঁড়ালাম। গীর্জাটি প্রাচীন হলেও তার কারুকার্য প্রশংসার যোগ্য। এর প্রতিটি ইঁটে, প্রতিটি পাথরে হয়তো প্রাচীন দিনের কত সৌভাগ্য এবং দুর্ভাগ্যের কথা লেখা আছে।

আমি আমার সঙ্গীকে এই ধরনের কথা বললাম। সে বললে—এই সব ভাবুক-প্রবণ কথা নিয়ে সে কখনো মাথা ঘামায় না। সে ভগবান বা শয়তান কাউকেই বিশ্বাস করে না। অবশেষে লোকটি বললে—আমি তোমাকে বা তোমার বিদ্যাকেও বিশ্বাস করি না। একজন বৃদ্ধা মহিলা জোর করে তোমাকে আনিয়েছেন। সেই তোমার পার্টি।

আমি মনে মনে ভাবতে লাগলাম—বৃদ্ধা মহিলাটির সঙ্গে এই লোকটির কি সম্পর্ক? কোন আত্মীয়? কিন্তু আমার প্রশ্নের কোন সদুত্তর পেলাম না।

লোকটি বেশি কথা বলা মোটেই পছন্দ করে না তা বুঝতে পারলাম। নীরবে

প্রায় দশ মিনিট ধরে তার পেছন পেছন হেঁটেই চললাম। অবশেষে একটি জঙ্গলের ধারে একটি বাড়ীর সামনে এসে আমার সঙ্গে দাঁড়াল। প্রাচীন বাড়ী না বলে সেটাকে একটা কুঁড়ে ঘর বললেই হয়। বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করতেই একজন বয়স্কা মহিলা সশ্রদ্ধ ভাবে আমাকে অভিবাদন জানালেন, বুঝলাম, লোকটি এবং মহিলার মধ্যে স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক। কিন্তু তা সত্ত্বেও দুজনের চেহারার মধ্যে প্রচুর পার্থক্য। নিম্ন শ্রেণীর লোকদের মধ্যে এরকম পার্থক্য মাঝে মাঝেই দেখা যায়।

লোকটি হলো মোটা বুদ্ধি, কর্কশ ভাষী, অশিক্ষিত এবং সভ্যতা-ভব্যতা থেকে অনেক দূরে। কিন্তু মহিলাটি তীক্ষ্ম বুদ্ধিযুক্ত, শিক্ষিত হলেও প্রাচীন সংস্কারের প্রতি তার আস্থা আছে। সে আমার দিকে এমনভাবে তাকালো, যেন আমার মধ্যে একটা অতি প্রাকৃত শক্তি আছে—তবে সে শক্তি ঈশ্বরের না শয়তানের তা সে জানে না। তবে আমার শক্তিকে সে কাজে লাগাতে চায়। অর্থাৎ আমার সাহায্যে সে কোন ব্যাপারের সুরাহা করতে চায়।

আমরা কাঠের সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় একটা ছোট্ট ঘরে ঢুকলাম। জানালা দিয়ে ঘরের মধ্যে সূর্যের আলো এসে পড়েছে। ছোট্ট একটি মেয়ে—কম্বলের পোষাক পরা—মেঝেতে শুয়ে খেলা করছে। মহিলাটিকে দেখে ছোট মেয়েটির দুটো চোখে ভয়ের ছায়া ফুটে উঠলো। কুকুর ছানার মতো হাতে-পায়ে হামাগুড়ি দিয়ে সে ঘরের কোণে রাখা টেবিলের তলে ঢুকে পড়লো।

আমি বললাম—ছোট্ট মেয়েটি ভয় পেয়েছে।

মহিলা বললো—সব সময়েই ও এরকম করে। মেয়েটি কিন্তু আমাকে খুব ভালবাসে। কিন্তু সে সাধারণ ছেলেমেয়েদের মত নয়—তাই আমি তাকে বাড়ী থেকে বেরোতে দিই না। মেয়েটি খুব নরম এবং দুর্বল। মাঝে মাঝে ভাবি, ঈশ্বর যদি দয়া করে মেয়েটিকে দুঃসময়ে পৃথিবী থেকে সরিয়ে নেন তবে খুব ভাল হয়।

আমি বললাম—ছি ছি ও রকম কথা তুমি বলো না। যা হোক, ছোট্ট মেয়েটির বয়স কত?

মহিলা চিন্তা করে বললে—প্রায় চৌদ্দ বছর হবে।

আমি প্রশ্ন করলাম—এর হাত দেখার জন্যই কি তুমি আমাকে ডেকে এনেছ?

মহিলাটি বললে—হ্যাঁ স্যার, ভালভাবে দেখুন, এর ভাগ্যে কি আছে এবং এ কতদিন বাঁচবে?

ভদ্রমহিলার ধমক এবং আমার কিছু আদর বাক্যের দ্বারা মেয়েটিকে তুষ্ট করে ধীরে ধীরে টেবিলের তলা থেকে বের করে আনতে সক্ষম হলাম। আমি তার হাত দেখে বুঝতে পারলাম, মেয়েটি এই দম্পতির সন্তান নয়।

মানুষের হাত দেখে তার বংশধারা সম্পর্কে বিচার করার জ্ঞান আমার যথেষ্টই হয়েছিল। সুতরাং মেয়েটি যে বুদ্ধিমান শিক্ষিত কোন দম্পতির কন্যা তা বুঝতে আমার কষ্ট হলো না। তবে তার মানসিক উন্নতির রেখা দেখে আমি হতাশ হলাম। ঐ বয়সের যে কোন ছেলে-মেয়ের থেকে মেয়েটির মানসিক গঠন অনেক নিম্নমানের।

মহিলাটির দিকে তাকিয়ে আমি তীক্ষ্ম কণ্ঠে বললাম—এত বছর ধরে তুমি এই মেয়েটিকে সব রকম শিক্ষা-দীক্ষা থেকে দূরে রেখেছ কেন ?

মহিলাটির চোখে মুখে কিছুটা ভয়ের ছায়া দেখলাম এবং আমি আমার নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার দ্বারা মহিলাটির ওপর প্রভাব বিস্তার করলাম।

অনেক কৈফিয়ৎ দিয়ে মহিলাটি স্বীকার করলো যে, সত্যিই শিশুটিকে কোন লেখাপড়া শেখানো হয়নি—এমন কি সে ঠিক মত কোন কথাও বলতে পারে না।

—হায় ভগবান ! কি অদ্ভুত ব্যাপার ! কথাগুলি আমার কণ্ঠ দিয়ে বেরিয়ে এলো।

সত্যিই মেয়েটি সাধারণ ইংরেজী ভাষায়ও কথা বলতে প্যারে না। কথা বলার চেষ্টা করলে তার মুখ দিয়ে শুধু ওর আর্তনাদের মত একটা শব্দ বেরিয়ে আসে।

আমি মহিলার কাছে শিশুটির জীবন ইতিহাস জানতে চাইলাম।

আমার কথা শুনে মহিলাটির মুখ মৃতের মত ফ্যাকাশে হয়ে গেল। সে দরজাটি বন্ধ করে দিল, যাতে তার কথা লোকটি শুনতে না পায়। অবশেষে সে বিস্তারিত ঘটনা বলতে শুরু করলো।

প্রথম জীবনে মহিলাটি একটি শিশু ফার্মের মালিক ছিল এবং টাকার বিনিময়ে শিশুদের লালন-পালন করতো। কিন্তু তার অধীনে থাকা শিশু মৃত্যুর জন্যে তাকে দুবার জেলখানায় যেতে হয়। তার ফলে সে এই ব্যবসা বন্ধ করে দেয়। এমন সময় একজন মহিলা এসে এই শিশুটিকে তার হাতে দিয়ে একে মানুষ করতে বলেন। প্রতি বছরে তিনি মোটা টাকা দিতে রাজি হন। কিন্তু লণ্ডন থেকে অনেক দূরে কোথাও শিশুটিকে মানুষ করতে হবে।

মহিলাটি রাজি হয়ে যায়। গত চোদ্দ বছর ধরে সে এই লোকটির সঙ্গে আছে এবং শিশুটিকে দেখাশুনা করছে। এই লোকটি একটি নামকরা গুণ্ডা। তাদের কোন সন্তানাদি হয়নি। গুণ্ডা লোকটি কোন সন্তানাদি পছন্দও করে না। এই ছোট্র শিশুটির প্রতিও কোন দয়া মায়া নেই। শিশুটি জীবনে ভয় ছাড়া আর কিছুই জানে না। সে কোন কথা বলতে শেখেনি—হাঁটতে শেখেনি। এক কথায় তাকে জন্তুর মত বলা যেতে পারে।

আমি প্রশ্ন করলাম—তাহলে আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন কেন ?

মহিলাটি বললে—আমরা দীর্ঘদিন নিয়মিত এই শিশুটির লালন-পালনের জন্যে টাকা পেয়ে আসছিলাম। কিন্তু গত দুবছর কোন টাকা পাইনি। তাই ঐ গুণ্ডাটি স্থির করে যে, সে শিশুটিকে মেরে জঙ্গলে পুঁতে ফেলবে। কিন্তু মহিলাটি এ ধরনের পাপ কাজ করতে রাজি হয়নি। মহিলাটিও বলল—এই শিশুর মধ্যে কি যেন একটা অস্বাভাবিকত্ব আছে, যার জন্যে সে তাকে হত্যা করতে সাহস পায়নি। এমন কি তার ধারণা এই যে এর মাধ্যমে সে হয়তো অনেক লাভবান হবে।

মহিলাটি বললেন—আমার ভয় হয়। হয়তো ও বেশিদিন বাঁচবে না। গত সপ্তাহে আমরা কিছু টাকা পেয়েছিলাম ( আমার সন্দেহ হলো, তা দস্যুবৃত্তি থেকে )। তাই আমি এই মেয়েটির ভবিষ্যৎ জানবার জন্যে আপনাকে ডেকে পাঠাই।

কাহিনীটি শেষ হলো। আমার এটি বিশ্বাসও হলো, সত্য বলে। আমি শিশুটিকে তাদের কবল থেকে নিয়ে যাবার কথা ভাবলাম, মহিলাটি হয়তো তাকে ছাড়বে কিন্তু লোকটি ? সে তার প্রাপ্য দু বছরের টাকা না পেলে তাকে ছাড়বে না নিশ্চয়ই। যদি পুলিশকে জানাই তাতে আরও ক্ষতি হবে।

তার কারণও ছিল।

আগেই মহিলাটি বলেছিল যে, আমি সে ধরনের কোনও চেষ্টা যেন না করি।

তাতে শিশুটির জীবন বিপন্ন হবে।

তখন কি উপায় ?

আমি তখন বুদ্ধি করে বললাম—শোন আমার কথা।

তোমরা টাকা ত পাবেই, পুরস্কারও প্রচুর পাবে। কিন্তু শিশুটিকে কয়েক সপ্তাহ নিরাপদে রাখতে হবে। আর ওর শরীর এবং মনকে উন্নত করার চেষ্টা করতে হবে। আমার ভবিষ্যৎ বাণী থেকে আমি একথাই বলতে পারি।

দেখলাম মহিলা আমার কথা বিশ্বাস করল।

* * *

আমি সেইখানে ফিরলাম।

আমার মনে তখন নানা এলোমেলো চিন্তার প্রবাহ বহে চলেছিল।

আমি ভাবছিলাম ঐ মেয়েটির প্রকৃত মাকে এইসময় খুঁজে পেলে খুব ভাল হতো। ছোট মেয়েটির ব্যাপারে সব কথা মাকে বললে নিশ্চয় তাঁর হৃদয় দ্রবীভূত হতো। কি ভাবে কথাগুলো বলতে হবে, তার নক্সাও আমি মনে মনে করতে লাগলাম। নিশ্চয় ছোট্ট মেয়েটির মায়ের হৃদয় স্পর্শ করবে আমার কথা।

আমি অবশ্য আগে মহিলাটিকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, শিশুটির মায়ের কোনও হদিস সে জানে কিনা ? কিন্তু মহিলা জানতো না। জানলে তো তারা টাকা পেতোই।

মেয়েটির মা নিয়মিত একজন নার্সের মাধ্যমে প্রতি বছর টাকা পাঠাতেন। কিন্তু বিগত দুটি বছর যেন হঠাৎ তারা কোথায় উধাও হয়ে গেছে।

আমার বিবেকমত যা বলা উচিত তা বলে এসেছিলাম। তা শুধু শিশুটির জীবন রক্ষার জন্যে। কিন্তু যতই দিনের পর দিন কাটতে লাগলো, ততই আমি যেন হতাশ হয়ে পড়তে লাগলাম। উদ্বেগ বৃদ্ধি পেতে লাগলো। শিশু সন্তানের মায়ের জন্য আমি যেন ব্যাকুল হয়ে পড়লাম।

আমি তখন ভাবলাম অন্য কথা। অনেক দয়ালু মহিলা আছেন, যাঁদের কাছে এই শিশুটির ব্যাপার বললে হয়তো অন্তর দিয়ে সহযোগ দিতে পারবেন।

কিন্তু এই কাহিনী কি তাঁরা বিশ্বাস করবেন ? হয়তো করবেন না। কেই বা করবে ? তাহলে কি করা যায় ?

এইভাবে ভাবতে ভাবতে এক সপ্তাহ গেল।

এমন সময় শুক্রবারে ঘটলো একটি আশ্চর্য ঘটনা।

বিধাতার অপূর্ব পরিণাম কি সেটা ?

একজন বিধবা ভদ্রমহিলা হাত দেখাতে এসেছিলেন। বয়স বত্রিশ বছর মতো হবে। পরণে ধনী মহিলার পোশাক।

আমি তাঁর হাত দেখে ভাবলাম, ঠিক এমনি হাত যেন আমি আগে কোথায় দেখেছি।

কোথায়? কোথায়?

মনে করতে পারছিলাম না।

হাতের কব্জিটার আঙুলের নীল শিরা যেন ফুলে উঠেছে।

রেখাগুলি সব যেন চেনা।

হঠাৎ মনে পড়লো।

এ যেন সেই শিশুটির হাত।

আমি মহিলাটির সম্পর্কে সব কথা তাঁকে খুলে বললাম। অতীত ইতিহাস। সতেরো-আঠারো বছর বয়সে তাঁর সন্তান হয়েছিল। বিবাহিত জীবনে প্রবল ধাক্কা খেয়েছেন। দু-বছর আগে স্বামী মারা গেছেন। আরও অনেক কথা বললাম।

অবশেষে বললাম—আর কোন প্রশ্ন আছে?

তিনি বললেন—হ্যাঁ।

—কি প্রশ্ন? আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

তিনি বললেন—সবচেয়ে প্রয়োজনীয় প্রশ্ন।

—বলুন।

তিনি বললেন—বিবাহের আগে আঠারো বছর বয়সে আমার একটি অবৈধ কন্যা সন্তান হয়।

—তারপর?

—তারপর তাকে আমার পিতা কোথায় রাখেন—আমি তা জানি না। আমার সম্মানের জন্য এটি করেন তিনি। এক বছর পরে আমার বিবাহ হয়—স্বামীর সঙ্গে চলে যাই দক্ষিণ আফ্রিকা। দু'বছর আগে স্বামী মারা যান। আমি দেশে ফিরে আসি। স্বামীর সব অর্থ সম্পদ আমি পাই। কিন্তু আমাদের কোন সন্তান হয়নি।

মহিলা একটু থামলেন।

তারপর বললেন—দেশে ফিরে এসে জানতে পারি, সেই পুরোনো সন্তান, মেয়েটি বেঁচে আছে। আমার বাবা তাকে কোথাও রাখেন। প্রতি বছর টাকা পাঠাতেন। কিন্তু দেশে ফেরার পরই বাবা মারা যান। আমার সন্তানের কোনো ঠিকানা জানি না।

বলতে বলতে তাঁর চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরে পড়লো।

আমি বললাম—সেই সন্তানকে পেতে চান কি?

—নিশ্চয়ই।

আমি তখন সংক্ষেপে বললাম—সে একস্থানে বন্দী।

বন্দী? কেন? কোথায়?

আমি তখন সংক্ষেপে সব বললাম।

তারপর টাকা ও পুরস্কার নিয়ে গিয়ে আমি মেয়েকে এনে দিলাম মার কোলে।

কিন্তু মেয়ের পালিতা মা ও প্রকৃত মা দুজনেই হয়তো ভাবলেন—আমি একজন দেবতা বা শয়তান।

কিন্তু কোন্‌টা ঠিক?

পাঠকরাই বিচার করুন।

## ষষ্ঠবিংশ অধ্যায়

# জ্যোতিষশাস্ত্রের নানা বিচিত্র অভিজ্ঞতা

জ্যোতিষের কাজে আমার সাফল্যের মূল কারণ কি তা এবারে বর্ণনা করছি।

আমার সাফল্যের কারণ হলো, যদিও আমি হাতের রেখা এবং হাতের গঠন সম্পর্কে গবেষণা করেছি, তা হলেও এর মধ্যেই আমার চোখকে আমি সীমাবদ্ধ রাখিনি।

মানব জীবনের রহস্য ভেদ করার যত কিছু পদ্ধতি আছে, সব বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করার জন্য আমি আপ্রাণ চেষ্টা করেছি।

হাতের চর্ম, হাতের লোম, হাত বহন করার ভঙ্গিমা, চোখ, মুখ, নাক, কান, থুতনি, চুল, কথা বলার ভঙ্গিমা সব কিছুর মধ্যে থেকেই আমি জ্যোতিষের থিয়োরী খুঁজে বের করেছি।

আমি দেখেছি, অনেক লোক জ্যোতিষের চর্চা করেন বটে, তবে তাঁদের দৃষ্টি-শক্তি ও অনুভূতির ক্ষমতা নিখুঁত নয়।

হাত দেখা ও জ্যোতিষ শাস্ত্রের এমন হাজার হাজার তথ্য ও বিচার আছে, যা কিনা অনেকেই জানেন না। এসব বিচার শোনেন নি, জ্ঞানও নেই। কিন্তু তাঁদের সম্পর্কে বেশি কথা লিখে লাভ নেই। জ্ঞান না রেখেও জ্ঞানী সাজবার চেষ্টা করা ভ্রান্ত নয় কি?*

একটা উদাহরণ দিচ্ছি। যেমন ধরা যাক্ হাতের করপাস্‌ল্ (corpuscle)। ডাঃ মেইস্‌নার ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে আবিষ্কার করেন যে করতলের কোষের মধ্যে বিচিত্র ভাবে ছোট ছোট করপাস্‌ল্ ছড়ানো বা বসানো থাকে। আঙ্গুলের ডগার এক স্কোয়ার ইঞ্চিতে ১০৮টি করপাস্‌ল্ এবং প্রায় ৪০০টি প্যাপিলা থাকে। হাতের রেখাতে তা আরও অনেক বেশি সংখ্যায় থাকে।

পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখা গেছে যে একই লোকের শরীরের সুস্থ ও অসুস্থ অবস্থায় এগুলি কম বা বেশি হতে পারে। উত্তেজনা ঘটলে, বেশি চিন্তা করলে এগুলি কম-বেশি হয়। মৃত্যুর পর এগুলি নষ্ট হয়ে যায়।

* আমার নিজের জীবনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে মহামান্য কিরোর কথা হুবহু মিলে যায়। জ্ঞানভিত্তিক বিষয় নিয়ে অজ্ঞানী লোকদের খ্যাত হবার চেষ্টা ভ্রান্তিমূলক।—অনুবাদক।

প্যারিসের একটি লোকের ওপর এ বিষয়ে পরীক্ষা করা হয়। তার শব্দ সম্পর্কে অদ্ভুত জ্ঞান ছিল। সে ছিল অন্ধ। শব্দ শুনে সে কোন্ লোক এলো, কি ঘটল, সব বল্তে পারতো নির্ভুল ভাবে।

এমন কি অভ্যাস করে করে এমন হয়েছিল যে সে শব্দ শুনে লোকটির বয়স কত, তার অসুস্থতা আছে কিনা, সব বলতে পারতো। তার মধ্যে বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, তার হাতে করপাস্‌ল্ বেশি ছিল।

১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে স্যার চার্লস্ বেল্ প্রমাণ করেন যে এই সব করপাস্‌ল্ হলো এক একটি স্নায়ুর প্রান্ত ( Nerve ending ) এবং তার সঙ্গে ব্রেণের প্রত্যক্ষ ভাবে সম্পর্ক আছে।

এই বিরাট বিজ্ঞানী আরও প্রমাণ করেন যে, হাতের স্নায়ুর ( সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম জালের মতো ) সঙ্গে ব্রেণের সম্পর্ক একেবারে সোজাসুজি। বিশেষ করে আঙ্গুলের ডগার এবং রেখাগুলির মধ্যে অবস্থিত স্নায়ুর সঙ্গে ব্রেণের বিভিন্ন অংশের প্রত্যক্ষ যোগ আছে।

আঙ্গুলের ডগার ছাপ ভিন্ন ভিন্ন লোকের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন হয়। এই ভাবেই পুলিশরা ক্রিমিন্যালদের খুঁজে বের করেন। পৃথিবীর সব দেশের পুলিশ বিভাগ এই ফিংগার প্রিণ্ট সম্পর্কে অভিজ্ঞ—এই ফিংগার প্রিণ্ট হলো মানুষ সনাক্ত করার নিশ্চিত পদ্ধতি। দুজন লোকের চেহারায় অনেক সময় প্রচুর মিল থাকতে পারে। তবে দুজনের আঙ্গুলের ছাপ হুবহু মিলতে পারে না।

আজকের দিনে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে এ সম্পর্কে গবেষণা করার শত শত বই রাখা আছে।

প্রথম এ সম্পর্কে আবিষ্কার করেন ফরাসী পুলিশের মঁসিয়ে বার্টলন। তিনিই আঙ্গুলের ছাপ দেখে অপরাধী খুঁজে বের করার পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। হাতের রেখা থেকেই মানুষের প্রবৃত্তি বোঝা যায়। কার ব্রেণ কোন্ পথে খাটবে তা বোঝা যায় হাত থেকেই।

এই সূত্রে ১৯১১ খৃষ্টাব্দে ভয়ংকর হাউণ্ডডিচ মার্ডার কেসের কথা উল্লেখ করছি। এই কেসে পুলিশ ইনসপেক্টর মহামান্য ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে একটি বিচিত্র অনুষ্ঠান করেন।

তিনি প্রকৃত আসামীকে সনাক্ত করার জন্যে কোর্টে সবগুলি আসামীর আঙ্গুলের ছাপ নেন। তারপর প্রকৃত আসামীর আঙ্গুলের ছাপের সঙ্গে মিলিয়ে সনাক্ত করেন।

তিনি প্রমাণ করলেন, বিশ্বে দুজন লোকের আঙ্গুলের ছাপ কখনো এক রকম হয় না। আমি বলছি আমার অভিজ্ঞতা—জীবনে তা কখনো দেখিনি।

আপনি প্রশ্ন করতে পারেন যে, কিভাবে আমি এই কথা বলছি ? আমাদের স্টকে এক লক্ষ সত্তর হাজার হাতের ছাপ আছে। কখনো তাদের দুজনের হাতের ছাপ এক হয়নি।

তারপর বিগত দশ বছরে আরও লক্ষ লক্ষ হাতের ছাপ পুলিশে রেকর্ড করা হয়েছে। কিন্তু কখনো দুটি হাতের ছাপ এক রকম হয়নি।

তার ফলে হাতের ছাপই বিজ্ঞানে পরিচয় চিহ্ন হিসাবে ( Recognitjon ) প্রবর্তিত হয়।

তার ফলে ধীরে ধীরে বিজ্ঞান এবং জ্যোতিষশাস্ত্র এবং আইন (Law) হাতের ছাপের ভিত্তিতে মানবের চিহ্নিতকরণ ( Identification ) সম্পর্কে স্বীকার করেছে এবং তা বিজ্ঞানে নথিবদ্ধ করেছে।

এটি একটি জানাশোনা বিষয় যে, যদি চামড়া পুড়িয়েও ফেলা যায়, তা হলেও আঙ্গুলের ছাপ শেষ হয় না। আঙ্গুলের ভাঁজ, খাঁজ, ছাপ প্রভৃতি আবার একইভাবে ফিরে আসে।

এই বিষয়ে গবেষণা করলে ধীরে ধীরে সে পাগল হয়ে যাবে, তাও বোঝা যায়।

কিন্তু বংশগত সংস্কার, কখনো ভোলা যায় না। তার ফলে হয়তো অনেকে বিজ্ঞান বা আবিষ্কারের নব নব ধারাকেও অবজ্ঞা করে যায়।

তা সত্ত্বেও একথা অস্বীকার করা যায় না যে, এই জ্যোতিষশাস্ত্রের এই শিক্ষা এবং ধারা অন্যান্য দেশের ( প্রাচ্য ) শিক্ষা অনুযায়ী কত বিরাট, বিশাল নানা রহস্যের সন্ধান যুগে যুগে করতে সক্ষম হয়েছে।

প্রাচ্য দার্শনিকরা আমাদের থেকে বেশি শিক্ষিত ছিলেন কি না, তা হলো একটি বিরাট তর্কের বিষয়। কিন্তু সেকালে একটি স্বীকৃত তথ্য ছিল—মানব জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান অর্জন করা মানবকে পর্যবেক্ষণ করেই।

তাই তাঁরা সেকালে মানব জীবনের সবকিছু খুঁটিনাটি এবং তার নিয়ন্ত্রণকারী শক্তি নিয়েই গবেষণা করতেন।

আর আজকের দিনে কি হচ্ছে ?

তার ঠিক উল্টো।

আজকের মানুষ শুধুমাত্র গবেষণা করছে ধ্বংস নিয়ে।

আজকের মানুষ আবিষ্কার করছে কামান, বোমা, যুদ্ধ জাহাজ, যুদ্ধ প্লেন প্রভৃতি।

কেন ?

না, মানুষকে ধ্বংস করার জন্য।

শহর, গ্রাম, জনপদ, শিশু, বৃদ্ধ ধ্বংস করে অন্য মানবলোক বশীভূত করার মধ্যেই বর্তমান মানবজাতির আনন্দ।

কিন্তু প্রাচীনকালে মহাজ্ঞানীদের পন্থা ছিল মাত্র একটি—মানব প্রেম। মানবের কল্যাণ। তার জন্যে নানা আবিষ্কার।

অতি প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ চেয়েছিল হস্তরেখা জ্ঞান সম্পর্কে জানতে এবং তা নিয়ে প্রচুর গবেষণা করতে—যাতে মানব জাতির কল্যাণ হয়।

প্রাচীন ভারত, চীন, মিশর, পারস্য, রোম—সব দেশে এই জ্ঞান নিয়ে সাধারণ মানুষের কল্যাণ সাধনায় অনেক চেষ্টা হয়েছিল। জ্যোতিষ শাস্ত্র চর্চায় কোনও ধান্দাবাজী ছিল না। ছিল মহান মনুষ্য প্রেমব্রত।

আমি ভারতে গিয়েছিলাম। যোশী সম্প্রদায়ের ব্রাহ্মণ নামক জাতির সঙ্গে নিবিড় ভাবে মিশেছিলাম।

তাঁদের সঙ্গে মিশে আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম। অতি প্রাচীনকাল থেকেই তাঁরা জ্যোতিষশাস্ত্র চর্চার জন্য বিখ্যাত ছিলেন। তাছাড়া ভারত ( বা হিন্দুস্থান ) যে অতি প্রাচীনকাল থেকেই জ্যোতিষ চর্চার জন্য বিখ্যাত তা তাঁদের সঙ্গে মিশলেই বোঝা যায়। তাঁদের মধ্যে এমন একটি পবিত্র ভাব বর্তমান।

সেখানে ভ্রমণকালে আমি একটি পরম পবিত্র গ্রন্থের সন্ধান পাই, যা যুগ যুগ ধরে চির অমর হয়ে আছে।

এই বিচিত্র গ্রন্থটি মানুষের চামড়ার ওপর লিখিত। টুকরো টুকরো চামড়াগুলি একের পর এক গ্রথিত হয়েছে। বইটির আকৃতি সুবিশাল। শত শত সুন্দর সুন্দর ছবি আঁকা আছে তাতে। তাছাড়া তাতে রেকর্ড করা আছে, কোথায়, কবে, কখন কোন্ কোন্ চিহ্ন বা রেখা সত্য প্রমাণিত হয়েছিল। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় এই যে এগুলি এক ধরনের লাল তরল পদার্থ দিয়ে লেখা, যা যুগ যুগ ধরেও ম্লান বা বিনষ্ট হয়নি। আমি নিঃসন্দেহে বলতে পারি, ঐ হলুদ চামড়ার ওপর লাল কালি দিয়ে লেখা পাতাগুলি অদ্ভুত সত্য ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। গাছ-গাছড়া থেকে তৈরী কোনও তরল পদার্থ দিয়ে পাতাগুলি চক্‌চকে করা যেন ঠিক বার্নিশ করা মনে হয়। কিন্তু যে ভাবেই এটি লেখা হোক না কেন তা মহাকালকে জয় করে সুদীর্ঘ দিন ধরে অব্যাহত রয়েছে।

এই বিশাল রচনার বয়স সম্পর্কে কোনো সন্দেহ থাকে না। কত হাজার বছর আগের লেখা কে জানে?

গ্রন্থখানি মোট তিনটি ভাগে বিভক্ত। তিনটি বিভিন্ন সময়ে এই খণ্ডগুলি লেখা হয়েছিল। প্রথম ভাগে ছিল সবচেয়ে প্রাচীন আর্যভাষা। এটি এত সুপ্রাচীন ভাষা যে ব্রাহ্মণদের মধ্যেও খুব কম সংখ্যক এটি পড়তে বা ব্যাখ্যা করতে পারত।

এই বিচিত্র হিন্দু জাতির বিদ্যা বুদ্ধি ধীরে ধীরে পৃথিবীর নানা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। বিভিন্ন দেশের লোকেরা জ্যোতিষ চর্চা শুরু করে দেয়। যে দেশের অবস্থার সঙ্গে যে ধর্ম খাপ খায়, তেমনি ধর্মমত প্রচারিত হতে থাকে এবং তার সঙ্গে জ্যোতিষ চর্চার মধ্যেও কিছু কিছু বিভিন্নতা আসে এবং এই বিদ্যার ব্যাখ্যা এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষাও চলতে থাকে। জ্যোতিষবিদ্যার স্পষ্ট এবং প্রত্যক্ষ সহজ সরল কাজের জন্যে আমরা গ্রীক সভ্যতার কাছে ঋণী। ভারতের সঙ্গে গ্রীসের যোগাযোগ ঘটেছিল মহাবীর আলেকজাণ্ডারের সময়ে।

প্রাচীন গ্রীক সভ্যতাকে অত্যন্ত উন্নত স্তরের সভ্যতা বলা হয় এবং এটি একটি উচ্চ মননশীল সভ্যতা। 'কিরোম্যান্সি' কথাটা এসেছে গ্রীক Cheir শব্দ থেকে, যার অর্থ হাত। প্রাচীন গ্রীক্ সভ্যতা যে সব বিধান এবং দর্শন বিশ্বকে দান করেছে, তার শ্রেষ্ঠত্ব আমরা আজও স্বীকার করি। এই প্রাচীন গ্রীক্ দার্শনিকরা জ্যোতিষশাস্ত্র মানতেন এবং তাকে শ্রদ্ধা করতেন।

আমরা জানতে পারি যে, দার্শনিক অ্যানাক্সা গোরাস্ এটি শিক্ষা করেন এবং প্র্যাক্‌টিস করতেন—শিক্ষা দিতেন-যীশুখ্রীষ্টের জন্মের ৪২৩ বছর আগে। আমরা

আরও জানতে পারি হিস্‌পালস্‌ একটি প্রাচীন মন্দিরের বেদী থেকে স্বর্ণালী অক্ষরে লেখা একটি কিরোম্যান্‌সীর বই আবিষ্কার করেন।

তিনি এই গ্রন্থটি পাঠিয়ে দেন মহামান্য আলেকজাণ্ডার দি গ্রেটের কাছে। তিনি বলেন—'এটি একটি বিদ্যা, যা উচ্চ স্তরের দার্শনিক লোকদের আকর্ষণ করবে এবং গভীর ভাবে আলোকিত করবে।

এই বিদ্যা কিন্তু দুর্বল মন মানুষদের আকর্ষণ করেনি, করেছিল বিখ্যাত দার্শনিকদের আকর্ষণ। আমরা জানি, এই বিদ্যার ছাত্র ছিলেন বিখ্যাত দার্শনিক এরিস্টট্‌ল, প্লিনি, প্যারামেল্‌সাস, কার্ডানাস, অ্যাল্‌বার্টাস ম্যাগনাস, সম্রাট অগষ্টাস এবং আরও অনেক বিখ্যাত লোক।

কিন্তু এই বিদ্যার অবনতি শুরু হলো সেই থেকে যখন চার্চ ধর্মের গণ্ডীর বাইরে নিজেদের অধিকার বিস্তার শুরু করলো।

প্রাচীন ফাদাররা ( পাদ্রীরা ) এই সু প্রাচীন বিদ্যার ক্ষমতা দেখে তাকে ঈর্ষা করতে শুরু করলেন। এটি সত্য না মিথ্যা কথা, তা বোঝা যায় এই দেখে যে সুপ্রাচীন বিশ্বের এই সুমহান বিদ্যাকে তাঁরা তীব্রভাবে নিন্দা করতে শুরু করেছিলেন এবং এই বিদ্যা চর্চাকারী লোকদের নানাভাবে শাস্তি দিতেও লাগলেন।

হায়। এটি হলো একটি অতি সুপ্রাচীন বিদ্যাকে জোর করে সরিয়ে দেবার বা ধ্বংস করার অপচেষ্টা, কিন্তু সেই কাজ বা বিদ্যার মধ্যে কি নিহিত আছে, তা জানবার চেষ্টা না করা।

তার ফলে এই বিদ্যা কেবলমাত্র 'ভবঘুরের বা যাযাবর' শ্রেণীর বিদ্যাতে পর্যবসিত হলো—কিন্তু তাকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা না করেই একে রাক্ষস বা আধিভৌতিক বিদ্যা বলে নিন্দা করা হলো।

এই বিদ্যার ছাত্রদের পিতা হলো শয়তান এমনি প্রচার করা হতে লাগল। তার ফলে কোনও ভদ্র ও শিক্ষিত মানুষ চাইল না এদের কদর্য বিদ্যার শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে।

তার ফলেই ভ্রাম্যমাণ যাযাবরদের মধ্যেই এই বিদ্যা শিক্ষার ভার পড়লো এবং এই ভাবেই তা বিস্তৃত হয় চললো।

এই ধরনের বাধা সত্ত্বেও কিন্তু ১৪৭৫ খৃস্টাব্দে 'Diekunst Ciromantia' হস্তরেখা সংক্রান্ত বই বের হয়েছিল। সেই গ্রন্থটি হস্তরেখা বিষয়ক প্রথম একটি সুন্দর প্রাচীর প্রাশ্চাত্ত্য প্রামাণ্য প্রস্থ।

এই অতি প্রাচীন শাস্ত্র নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে আমরা জানতে পারি, মানবজীবনের প্রকৃতি। ভাগ্য, স্বাস্থ্য, কর্ম, অর্থ ইত্যাদি নানা ক্ষেত্রে হাত বা কোষ্ঠী ছাড়াও অন্য অনেকগুলি বিষয়—যেমন মুখ, মাথা, কপাল, চোখ, মুখ, কান, ঠোঁট, নাক প্রভৃতি থেকে। ঠিক যেমন হাতে শিরোরেখা, হৃদয়রেখা, আয়ুরেখা প্রভৃতি আছে, তেমনি দেহের অন্যান্য অংশেও স্বাভাবিকতা ও অস্বাভাবিকতার ছাপ আছে।

যেমন খুনীর হাত, আত্মহত্যাকারীর হাত প্রভৃতি Abnormal বা অপ্রকৃতিস্থ হয়, এগুলিও যেন ঠিক সেই রকম।*

একথা অনস্বীকার্য যে এই বিষয়ে গবেষণা করতে যুগ যুগ ধরে সময় ব্যয়িত হয়েছে। পৃথিবীর অন্য যে কোন শাস্ত্রের থেকে এর বিদ্যা অতি সুপ্রাচীন বিদ্যা।

এই প্রসঙ্গে প্রাচীন হিব্রু ভাষায় 'বুক অফ্ জব' গ্রন্থ থেকে XXXVII পরিচ্ছেদের সপ্তম শ্লোকটি তুলে দিচ্ছি। তাতে লেখা ছিল 'ঈশ্বর তার সন্তান মানুষের হাতে চিহ্ন এবং রেখাদি দ্বারা স্পষ্ট করে দেন, যার ফলে মানবজাতি তার কর্ম ও ভাগ্য সম্পর্কে জানতে সক্ষম হবে।

এই বক্তব্যটি সম্পর্কে নিশ্চয়ই কোনও রকম সন্দেহের অবকাশ নেই।

একজন এনাটমির ছাত্র যেমন একটি হাড পরীক্ষা করে মানব শরীর সম্পর্কে বিস্তৃত বলতে বা জ্ঞান বিতরণ করতে সক্ষম হন, তেমনি একজন জ্যোতিষী মানব দেহের একটি অংশ অর্থাৎ শুধু হাত পরীক্ষা করে মানব জীবনের প্রচুর ঘটনা বলতে সক্ষম হবেন, এতে আশ্চর্যের বিষয় কি আছে?

বর্তমানে এই বিজ্ঞান প্রাচীন চার্চের কুসংস্কার ত্যাগ করে নব নব আবিষ্কারের মাঝ দিয়ে এগিয়ে চলেছে।

বর্তমানকালের বিজ্ঞানীরা সব সংস্কার ও দ্বিধা ত্যাগ করে ধীরে ধীরে এই আধিভৌতিক বিজ্ঞানের গবেষণায় এগিয়ে আসছেন, এটি আনন্দের কথা।

তাই আজ মানব জীবনের সব কিছু 'কেন, কবে কোথায়'—এর উত্তর আজ জ্যোতিষ বিজ্ঞান দিতে সমর্থ হচ্ছে। যেমন বেতার মারফৎ মানুষ বার্তা পাঠাতে আজ সমর্থ—কিন্তু এককালে তা অনাবিষ্কৃত ছিল, ঠিক তেমনি জ্যোতিষের নব নব অগ্রগতিও মানব জাতিকে বিস্মিত ও স্তম্ভিত করবে নিঃসন্দেহে।*

## সপ্তবিংশ অধ্যায়

## প্রফেসর ম্যাক্সমূলার

সেদিন আমার জীবনেও একটি বিশেষ দিন—সেদিন আমি কলোনেল এবং মিসেস কিংসংকরের সঙ্গে গেছিলাম অক্সফোর্ডে তাঁদের গ্রাম্য গৃহে। সেখানে গিয়ে আমি বিস্ময়ের সঙ্গে দেখতে পেলাম প্রফেসার ও মহর্ষি ম্যাক্সমূলারকে। তাঁর হাতে আমার রচিত বিরাট 'হাতের ভাষা' বই খানি—সাদা ও কালো রঙের কভার দেওয়া।

---

* দেহের বিভিন্ন অংশ থেকে ভাগ্যবিচার হলো প্রাচীন ভারতের 'সামুদ্রিক সংহিতা' গ্রন্থের বিষয় এই গ্রন্থটি শ্রীভৃগু অনূদিত হয়ে প্রকাশিত হবে—প্রকাশক।

* এই সূত্রে একটি প্রাচীন সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত করা যায়—বিফল অন্যান্য শাস্ত্রানি বিবদন্তেষু কেবলম সফলং জ্যোতিষং শাস্ত্র চন্দ্রার্কৌ যস্য সাক্ষী নেই।

আমি শুনে বিস্মিত হলাম যে, এমন একজন বিরাট লোক আমার বইখানি পড়ে যথেষ্ট আনন্দ লাভ করেছেন।

তিনি দেখালেন আমার বইয়ের স্থানে স্থানে পেনসিল দিয়ে দাগ দেওয়া এবং তার পাশে পাশে ছোট ছোট হরফে মতামত লেখা।

চা খাবার পর তিনি আমাকে তাঁর লাইব্রেরীতে নিয়ে গেলেন। তাঁর গ্রাম্য গৃহ পাশেই। সেখানে ফিরে গিয়ে তিনি অনেকগুলি প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ বের করলেন। দু ঘণ্টা ধরে তিনি এই সব গ্রন্থ থেকে অনুবাদ করে আমাকে শোনাতে লাগলেন এবং আমি তা নোট করে নিতে লাগলাম।

তিনি বললেন যে, এই সব লেখা আমার ভবিষ্যৎ কাজে অনেক সাহায্য করবে।

হায়, আমি এই বিরাট মহাজ্ঞানী লোকটির উদারতা এবং সরলতায় মুগ্ধ হয়ে গেছিলাম। পৃথিবীর অতি প্রাচীন ভাষা সংস্কৃত ভাষায় লেখা কাজের মহাসমুদ্র যেন তাঁর গৃহে বিদ্যমান।

জ্যোতিষ শাস্ত্রের সম্পর্কে প্রাচীন ভাষায় লেখা যতো গ্রন্থ ছিল, সব তিনি দেখালেন এবং তা থেকে মূল্যবান অংশগুলি অনুবাদ করে আমাকে শোনালেন। সত্যই আমি জানতে পারলাম—যারা প্রকৃত মহান হয়, তারাই হয় অতি সরল।

তাঁর লাইব্রেরীর বিরাট ভলুমের বইগুলির মধ্যে কিছু কিছু জ্যোতিষ শাস্ত্র বিষয়ক গ্রন্থ ছিল—বিশেষ করে প্রাচীন সংখ্যাতত্ত্ব বিষয়ের। কিভাবে যুগে যুগে মানুষের জীবন, ভাবনা, স্বাস্থ্য এবং সময়কে প্রভাবান্বিত করেছে তার নমুনা।

কয়েক ঘণ্টার কথাবার্তার পর আমি যখন উঠলাম, তখন তাঁকে ধন্যবাদ ও শ্রদ্ধা জানালাম।

আমার কথা শুনে তিনি বললেন—প্রিয় মহাশয়, আমার জ্ঞানের বিষয়ে আমি খ্যাতি লাভ করেছি, ঠিক তেমনি আপনার জ্ঞানের বিষয়েও আপনি খ্যাতি লাভ করেছেন। আমরা সবাই জ্ঞানসমুদ্রের ছাত্র মাত্র। তবু আমাদের সৌভাগ্য এই যে, আমরা প্রফেসারের চেয়ার লাভ করেছি—অনেকে এখনো একটি টুল পর্যন্ত সংগ্রহ করতে পারেননি।

আমি অভিবাদন জানিয়ে বিদায় নিলাম।

এক সপ্তাহ পরে লণ্ডনে তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়। এই সময়ে তিনি তাঁর হাতের ছাপ আমাকে দেন আমার কালেকশনের জন্য।

সেই থেকে আমার পরবর্তী বছরে বিদেশযাত্রার আগে পর্যন্ত নিয়মিত এই মহাসাগরের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎকার ঘটেছে।

প্রতিবারই তিনি আমাকে জ্যোতিষের নানা জ্ঞান সম্পর্কে সাহায্য করেছেন।

প্রতিবার তিনি কিছু কিছু প্রাচীন গ্রন্থ এবং তাঁর নিজের কৃত অনুবাদ আমাকে দিয়েছেন।

তার ফলে আমার কাজে যে কত সাহায্য হয়েছে, তা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না।

আমি বর্তমানে যখন সেই সব প্রাচীন লেখা এবং তার অনুবাদ পাঠ করি, তখন

বিস্ময়ে হতবাক হয়ে পড়ি। সত্যি, ভাগ্যদেবী আমাকে বিশেষ ভাবে সাহায্য করেছেন, এতে কোন সন্দেহ নেই।

তা ছাড়া আমি আরও আনন্দিত হই একথা ভেবে যে, এই সব লেখা পাঠ করে আমি আরও বেশি করে শ্রম করে এই বিদ্যার বিভিন্ন অংশ নিয়ে গবেষণা করতে সক্ষম হয়েছি।

আমি এই বিদ্যাকে কিভাবে গ্রহণ করি? আমি মনে করি এটি মানব জীবনের রুক্ষ কঠিন পথকে মসৃণ ও সরল করার সাহায্যকারী একটি বিদ্যা।

পৃথিবীর বুকে ভ্রাম্যমাণ পরিশ্রান্ত নর ও নারীরা চান এই বিষয়ের সাহায্য নিয়ে তাদের পক্ষে সরলভাবে চলার পথ খুঁজে পেতে। নতুনভাবে বাঁচবার ও উন্নতি করবার সুযোগ এনে দেবে এই বিদ্যা। পৃথিবীর নরনারী নব জীবনের বার্তা খুঁজে পাবে এই বিরাট, মহান বিদ্যার সাহায্যে।

## অষ্টবিংশ অধ্যায়

## স্পষ্টত: ইংলণ্ডের প্রধান বিচারপতি : কিলোয়েনের লর্ড রাসেল

আগের পরিচ্ছেদগুলিতে আমি ভালভাবে ব্যাখ্যা করেছি যে, আমি আমার সংখ্যাতত্ত্বের চাবিকাঠি থেকে, কোন্ সংখ্যা কোন্ ব্যক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করছে তা বের করতে পারি।

শুধু তাই নয়, এ থেকে কোন্ কোন্ বর্ষে লোকটির জীবনে শুভ বা অশুভ ঘটনা ঘটবে তা নির্ধারণ করতে পারি। এখানে তার একটি সুন্দর বা প্রকৃষ্ট উদাহরণ দিচ্ছি।

লণ্ডনে আমার প্র্যাকটিস করার সময় একদিন দুপুরবেলা একজন সম্ভ্রান্ত চেহারার বৃদ্ধ ভদ্রলোক আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন।

লোকটির চেহারা, হাবভাব বা হাত দেখে এটা বোঝাও যায় না যে, লোকটির পেশা কি বা ভাগ্য কিভাবে চলছে।

কিন্তু তারিখ বা বর্ষ বলতে গিয়েই লোকটি বেশ আনন্দ পেলো।

অতীতের কতকগুলি বছর সম্পর্কে বললাম, সে সব বছরে তার ভাগ্যের উত্থান বা পরিবর্তন ঘটেছে। লোকটি বেশ চিন্তা করে বললে যে, ঐ সব বছরে সত্যি তার ভাগ্যের উন্নতি কিছু কিছু হয়েছে।

আমি তারপর তাকে বললাম একটি নির্দিষ্ট বই এবং তার একটি নির্দিষ্ট নাম যখন তাঁর কর্মজীবনে চরম উৎকর্ষতা লাভ করা সম্ভব হবে। এবং বর্তমানে, তিনি তাঁর কাজে বিশেষ উন্নতি লাভ করতে সক্ষম হয়েছেন এবং উচ্চ পজিশনেই আছেন।

জ্যোতিষীর কাজ মানুষকে উন্নত করার এবং বাঁচবার পথকে সরল করার কাজ—ফাঁকি দেবার কাজ নয়—পরাশর।

তিনি আমার কথাগুলি নোট করে নিলেন। তারপর কিছুটা কৌতুকপূর্ণ কণ্ঠে বললেন—তাহলে মহাশয়, আপনি যখন এত কথাই বলতে পারলেন, তখন কোন্ দিনটিতে আমি এই শ্রেষ্ঠ সম্মান লাভ করবো, তার তারিখটিও নিশ্চয় বলতে পারবেন ?

আমি বললাম, তা এটা হয়তো অনেকটা অনুমান করতে পারি।

কি রকম ?

—ধরুন জুলাই মাসের ( ১৮৯৪ সালের ) ১ সংখ্যার তারিখে—অর্থাৎ, ১, ৯, ১০ বা ২৮ তারিখে এটি ঘটবে।

তিনি কথাটা নোট করে নিলেন।

আমি তাঁর হাতের একটি ছাপ চাইলাম। তিনি বললেন—ঠিক আছে, ছাপ আপনি পাবেন—যদি আপনার ভবিষ্যৎবাণী সত্য প্রতিপন্ন হয়।

এই কথা বলে তিনি বিদায় নিলেন আমার দক্ষিণা মিটিয়ে দিয়ে।

প্রায় তিন বছর কেটে গেল।

আমি ঐ ঘটনার কথা প্রায় ভুলে গেলাম।

একদিন সকালে একজন পিয়ন শ্রেণীর লোক আমার সঙ্গে দেখা করে বললে—দুপুর বারোটার সময় হাইকোর্টের ম্যাজিষ্ট্রেট আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান।

আমি যেতে রাজী হলাম।

ঠিক বারোটায় একজন লোক এলো আমাকে নিয়ে যাবার জন্য। সত্যি বলতে কি আমি বেশ নার্ভাস অনুভব করতে লাগলাম।

দুরু দুরু বুকে আমি হাইকোর্টে প্রবেশ করলাম।

মিনিটের পর মিনিট অতিবাহিত হতে লাগলো।

আমাকে একটি বড় কোর্টের পিছনের একটি ছোট ঘরে বসিয়ে দিয়ে লোকটি চলে গেল।

আমি ভাবতে লাগলাম, হঠাৎ, এখানে আমাকে কে ডেকে পাঠাল ? এবং কেন ? ভাবনা শেষ হলো একটু পরেই।

দরজা খুলে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলেন একজন ম্যাজিষ্ট্রেট ( বিচারপতি )।

তাঁর দেহে বিচারকের পোশাক।

আমি স্বীকার করছি, লোকটিকে আমি ঠিক চিনতে পারলাম না সেই মুহূর্তে।

তিনি পোষাক খুলে ফেলে বললেন আমার কথা নিশ্চয় আপনার মনে আছে।

এতক্ষণে সব ঘটনা মনে পড়লো !

আমি তাঁকে চিনতে পারলাম।

তিনি বললেন—আপনার ভবিষ্যৎবাণী হুবহু মিলে গেছে। তাই আপনার কাছে প্রদত্ত প্রতিজ্ঞা আমি রক্ষা করবো। আমার হাতের ছাপ আমি আপনাকে দেবো।

এতক্ষণে সব বুঝলাম।

তিনি ছিলেন একজন বিচারপতি, আমার ভবিষ্যৎবাণী অনুযায়ী তিনি হয়েছেন প্রধান বিচারপতি।

ছাপ নেবার যন্ত্রাদি কিছু আমার কাছে ছিল না। এই ধরনের ঘটনায় পড়তে হবে, তা আমি আগে একটুও ভাবতে পারিনি।

কিন্তু সময় নষ্ট করারও উপায় নেই।

টেবিলের উপরে একটি মোমবাতি ছিল। তাঁর কাছ থেকে কয়েকটি সাদা কাগজ নিয়ে আমি মোমবাতির সাহায্যে কালো করে নিলাম। কয়েক মিনিটের মধ্যে তাঁর হাতের সুন্দর ছাপ পেয়ে গেলাম। চিন্তা করলাম বাড়ি গিয়ে ভার্নিশের সাহায্যে এটি ফিক্স (fix ) করে নেবো।

যা হোক তিনি একটি কলম দিয়ে ছাপের নীচে সই করলেন 'কিলোয়েনের রাসেল।

তিনি বললেন—আজ থেকে আমি ইংলণ্ডের প্রধান বিচারপতি। বুঝালেন : আপনি যা বলেছেন তা হুবহু মিলে গেছে। কিন্তু কি করে যে আপনি এমন নির্ভুল ভবিষ্যৎবাণী বলতে সক্ষম হলেন, তা আমি কিছুই জানি না।

আমি বললাম, আমার পদ্ধতি এক ও অভিন্ন এবং তা বিজ্ঞানসম্মত। একইভাবে আমি আরও শত শত লোকের সম্পর্কে নির্ভুল ভবিষ্যৎবাণী করতে সক্ষম হয়েছি।*

## ঊনত্রিংশ অধ্যায়

# দুই চেম্বারলেন : বংশগতধারা : আর কিছু বিখ্যাত লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎকার

এই সময়েই আমি যে সব বিখ্যাত লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি, তাঁদের মধ্যে ছিলেন মিঃ জোসেফ চেম্বারলেন এবং তাঁর পুত্র মিঃ অস্টেন চেম্বারলেন।

১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে ২৩শে জুন তারিখের এক সকালে আমি হাউস অফ কমন্সে আহূত হই। সেখানে মিঃ জোসেফ চেম্বারলেনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্যই আমি আমন্ত্রিত হয়েছিলাম।

তিনি বললেন যে, আমার বংশগত ধারার সম্পর্কে লেখা তাঁকে কৌতুহলী করেছে গভীরভাবে। তাঁর নিজের জীবনেও এটি মিলে গেছে।

আমি তাঁর পুত্র মিঃ অস্টেন চেম্বারলেনের হাত দেখি এবং তাঁর হাতের ছাপ আগেই নিয়েছিলাম। এখন তাঁর হাতের সঙ্গে মিলিয়ে দেখলাম দুটি হাতের রেখাগুলি প্রায় হুবহু একরকম।

তিনি বললেন—এই দুটি কেন এক ধরনের হয়েছে?'

আমি বললাম—অনেক সময় বংশগত ধারা অনুযায়ী এই রকম পিতা-পুত্র বা মাতা কন্যার হাতের ছাপ হুবহু অনেকটাই মিলে যায়।

* এই ভবিষ্যৎবাণী পদ্ধতি সম্পর্কে লেখা আছে বিস্তৃত ভাবে 'আপনি ও আপনার নক্ষত্র' বইটিতে এটি কিরোর এক শ্রেষ্ঠ রচনা।

এঁদের জীবনে একইভাবে চলে ভাগ্যের খেলা এবং ভাগ্যও অনেকটা মিলে যায়।

এঁদের দুজনের ভাগ্যরেখা একইভাবে মণিবন্ধ থেকে উঠে মধ্যমার দিকে যেতে যেতে শেষে বেঁকে তর্জনীর দিকে গেছে।

তাই এঁদের জীবনে ভাগ্যের উন্নতি প্রচুর হবে। তবে নিজের চেয়ে পরের জন্যই এঁদের মন উৎসর্গীকৃত হবে। দেশের ও দশের জন্য এঁদের অবদান হবে প্রচুর।

এঁরা উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত হবেন এবং প্রচুর খ্যাতিও অর্জন করবেন। রাজনৈতিক জীবনে বিরাট অবদান থাকবে দুজনেরই।

আমার এই ভবিষ্যদ্বাণী যে সফল হয়েছিল দুজনের জীবনেই, তা সকলেই জানেন।

## সম্মানিত এ. জে. ব্যালফোর

পার্লামেন্টের আর একজন বিখ্যাত প্রতিনিধি তাঁর হাতের ছাপ আমাকে দেন। তাঁর নাম মহা সম্মানিত মিঃ ব্যালফোর। তিনি ছাপের কোণে নাম সই করে তারিখটিও লিখেছেন—৭।৬।১৮৯৫ খৃীষ্টাব্দ।

চেম্বারলেনদের থেকে মিঃ ব্যালফোরের জীবনের রেখাগুলি অনেকটা ভিন্ন—এটা স্পষ্ট দেখা যায়।

মিঃ ব্যালফোরের তর্জনীর নীচের অংশের রেখা প্রধান এবং আকর্ষণীয়। এটা যেন রাজনৈতিক নেতার হাত নয়—একজন দার্শনিকের হাত।

এই ব্যক্তি তাঁর জীবনের সব বাধা দূর করে নিজে এগিয়ে যাবেন, ব্যক্তিত্ব নিয়ে। শিরোরেখা বা Line of Mentality গভীর এবং গোটা হাত জুড়ে গভীরভাবে চলে গেছে।

মানসিক দৃঢ়তা ও মননশীলতার প্রতীক এটি।

এই বইটিতে হাতের বেশি বিশ্লেষণ অপ্রাসঙ্গিক বলে বাদ দিলাম। কিন্তু এটি ঠিক যে, যাঁরা আমার হাত সম্পর্কিত বইগুলি পাঠ করবেন, তাঁদের কাছে এগুলি বুঝতে কষ্ট বা অসুবিধা হবে না।

## অন্যান্য বিশেষ লোকদের কথা

লণ্ডনে আমি বহু খ্যাতিমান লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে সক্ষম হই। বিস্তৃত বলা এখানে সম্ভব নয়।

যে সব বিখ্যাত লোক আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন, তাঁদের কয়েকজনের নাম বলছি। তাঁরা হলেন—লেইস্টারের ডাচেস্, অ্যাবাডিনের কাউণ্টেস্ লা কন্টি ডি প্যারিস্, ইন্ফ্যাণ্টা, ইউল্যালি, খাতুমের্র লর্ড চার্লস রেবেস্ফোর্ড, নিউক্যাসলের ডিউক, রেভারেন্ড জে পেজ্হপস্, রবার্ট হিকেন্স, লেফ্টন্যাণ্ট কর্ণেল পজ্সন্বী, স্যার হেনরী ড্রামণ্ড উলফ্, রেভারেণ্ড গডফ্রে বিড্লফ্, ম্যাডাম সারা গ্যাণ্ড, জন স্টেঞ্জ উইণ্ডার, মিসেস ফ্লোরেন্স ফেন্উইক মিলার, মিসেস অ্যানি বেসান্ত, স্যার এড্উইন, আরনল্ড, স্যার জন লুবক, লর্ড লিটন্, স্যার আর্থার জুলিভ্যান, লেডী

প্যাগেট, লেডী হেনরী সমারসেট, ম্যাডাম মেল্‌বা, ম্যাডাম কলেভ, জেনারেল স্যার রেডফার্স বুলার, বিখ্যাত নারী গোয়েন্দা মাতাহারী প্রভৃতি।

পাঠকদের ক্লান্ত করার ভয়ে আমি এই তালিকা আর বৃদ্ধি করতে চাই না।

আমি সারা ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ ভোর নানা স্থানে ভ্রমণ করি।

বিভিন্ন স্থানে আমি এ বিষয়ে বক্তৃতা দেবার জন্য আহূত হই। বোস্টন, চিকাগো প্রভৃতি শহরের গীর্জায় আমি আমন্ত্রিত হয়েছিলাম।

হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ লোকের মনে এই বিষয়ে গভীর কৌতূহল সৃষ্টি করতে সমর্থ হই আমি।

এরপর আমেরিকায় আমি দ্বিতীয়বার ভ্রমণ করি। সেখানে বিভিন্ন প্রেসিডেণ্টের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। প্রেসিডেণ্ট মিঃ ক্লেভল্যাণ্ড এবং মিসেস ক্লেভল্যাণ্ডের সঙ্গেও আমার সাক্ষাৎ হয়। তাঁর বড় বড় সরকারী কর্মচারীদের সঙ্গেও সাক্ষাৎকার ঘটে।

বেলজিয়ামের রাজা লিওপোল্ড, পারস্যের শাহ, প্রিন্স লুই নেপোলিয়ান, সার্ভিয়ার যুবরাজ বিখ্যাত জোতির্বিদ ক্যামিলি ক্লেমারিয়ান, বিখ্যাত ডাঃ ইভান্স, আয়ারল্যাণ্ডের আর্চবিশপ, রোমের মমিনার ও কোলেজ, এবং ইংলণ্ড ও আমেরিকার বহু বিখ্যাত লোকের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়।

আমার নিজের অর্জিত জ্ঞানের আলোয় এই সব বিখ্যাত ব্যক্তিকে আমি মুগ্ধ করতে সক্ষম হই, এজন্য আমি আনন্দিত।

আমার অভিজ্ঞতার দ্বারা তাঁদের যতটা সাহায্য করতে পেরেছি, এজন্যও আনন্দিত ও গর্বিত—একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে।

## ত্রিংশ অধ্যায়

# উপসংহার

এই গ্রন্থটি জনসাধারণের হাতে তুলে দেবার আগে আমি বলতে চাই যে, এর মধ্যে আমার জীবনের সব প্রধান ঘটনার সত্য এবং প্রত্যক্ষ বিবরণ মাত্র আমি এর মধ্যে দেবার চেষ্টা করেছি, এছাড়া অন্য কিছু নয়।

বিশ্বাসী এবং অবিশ্বাসী সবার কাছেই আমার একটি মাত্র কথা—তা হলো কিভাবে কি কি ঘটনা ঘটে, তারই চাবি খুঁজে বের করে তার রহস্যভেদের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা আমি করেছি। জীবনের রহস্যভেদ করার ব্রতই ছিল আমার প্রধান ব্রত। কিন্তু তার মধ্য দিয়ে যতই অজানা রহস্য ভেদ করতে সক্ষম হয়েছি, সেই সম্পূর্ণ জ্ঞান আমি আজীবন ব্যক্ত করে গেছি। কিন্তু সব সময়ে সকলে যে বিস্তৃত ভাবে এবং নিখুঁত ভাবে এই জ্ঞান অনুসরণ করতে পারবে কি না, তা বলা কঠিন।

প্রত্যেকদিনই কোনও না কোনও নতুন সত্য উদ্ঘাটিত হয়ে চলেছে। তাই জীবন এবং তার রহস্য সম্পর্কে আরও নতুন নতুন জ্ঞান যে আবিষ্কৃত হতে থাকবে এই বিষয়ে আমার সন্দেহ নেই। তাই জীবন রহস্য এবং জ্যোতির্বিদ্যা সম্পর্কেও নিশ্চয়ই আরও নব নব তথ্য আবিষ্কৃত হতে থাকবে, এটা নিশ্চয়ই। এইভাবে যদি মানব-জীবন-রহস্য আবিষ্কারে বিজ্ঞান আরও এগিয়ে চলে তাতে নিশ্চয় প্রত্যেক বিজ্ঞান অনুসন্ধানীই আনন্দিত হবেন।

জীবন, উদ্দেশ্য এবং সাফল্য সব একটি নির্দিষ্ট চক্রে জড়িত এবং আবর্তিত এবং আমাদের পার্থিব চোখ যদি সে রহস্য ভেদ করতে পারে, তবে তা সত্যি অবর্ণনীয় সাফল্যের কথা।

এখানে একটা কথা বলা অত্যাবশ্যক। তা হলো জীবনের অতীন্দ্রিয় দিক বা আধিভৌতিক দিকটাই হলো প্রকৃত জীবন রহস্য। জীবনের বড় কথা হলো আত্মা—এবং এই আত্মা অনুযায়ীই বোঝা যায় একজনের জীবনের কি ঘটেছে, ঘটছে বা ঘটবে।

মানুষের ইতিহাস, জাতির ইতিহাস সব কিছুই ভাগ্যের ছকে বাঁধা। একটি অণু পরমাণু থেকে বৃহত্তম বস্তু পর্যন্ত একই ভাগ্যের ছক এড়িয়ে যেতে পারে না।

তাই মানবজাতির মঙ্গলের জন্যেই আমি অতীন্দ্রিয় বস্তুর সপক্ষে সবার কাছে আবেদন জানাচ্ছি। তা হলো সত্যকে জানার চেষ্টা করুন, পরম সত্যকে গভীর অনুশীলন দিয়ে অনুধাবন করতে সচেষ্ট হন, তারপর সমালোচনা করতে চেষ্টা করুন—কি সত্য কি মিথ্যা।

সব ধর্মের নিবিড় অংশে আছে একটিমাত্র সত্য কথা—এবং সেটাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম বা সত্য।

আপনি ক্যাথলিক, প্রোটেষ্টান্ট, মুসলমান বা হিন্দু যাই হোন না কেন, আপনার ধর্মের প্রধান অনুষ্ঠানগুলি কি এবং কেন, তা অনুধাবন করুন। তাহলে হাজার হাজার বছর আগের পদচিহ্নের ধুলির মধ্য থেকে নতুন এক জ্ঞানের সন্ধান পাবেন।

হিব্রুরা জানতেন কেন তাদের বারোটি জাতিতে বিভক্ত করা হয়েছিল। ঈশ্বরের নির্দেশে এই ইহুদীদের বারোটি ধারা বারোটি রাশির প্রতীক।

খ্রীষ্টানদের বারোটি ক্রশ এবং সাতটি বাতির প্রতীক কি বারো রাশি এবং সাতটি গ্রহ নয়? উচ্চ বেদীর চারটি ক্রশ হলো চারটি ঋতুর প্রতীক।

ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করা হয় 'তোমার ইচ্ছাই সফল হোক পৃথিবীতে; যেমন হয় স্বর্গে।' তার প্রকৃত ব্যাখ্যা জানতে গেলে অতীন্দ্রিয় বিচারের জ্ঞান অর্জন করতে হবে।

যীশুখৃষ্টের তেত্রিশ বছর প্রভুত্ব হলো মেরী ব্যবস্থার প্রতীক। নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট সময়ে তিনি স্বেচ্ছায় ক্রুশে জীবন বিসর্জন দেন কেন? তার আধিভৌতিকতাই বা কি? এটি কি দুর্ঘটনা না রহস্যজনক অতীন্দ্রিয় সাফল্যের একটি মূল সূত্র?

এইসব চিন্তা করলে ধর্ম আর নীরস অনুষ্ঠানে সীমাবদ্ধ থাকবে না, তার প্রকৃত অর্থ উদ্ঘাটিত হবে। ধর্ম হবে একটি জীবন্ত শক্তি।

নরনারীরা তাহলে আর দর্শনধারী পুরোহিতদের হাতের পুতুল থাকবে না।

তারা সেই মহান সৃষ্টিকর্তাকে প্রত্যক্ষভাবে প্রার্থনা করবে। সেই মহান শক্তির বিশালত্ব এবং জ্ঞান বুঝতে ও উপলব্ধি করতে পারবে।

দিনের পর দিন যে আত্মহত্যার প্রবণতা বাড়ছে, তা বন্ধ হবে। প্রত্যেকে বুঝতে পারবে জীবনের উদ্দেশ্য কি, লক্ষ্য কি, কর্তব্য কি। কোন্ উপায়ে প্রকৃত সাফল্য, সার্থকতা এবং সুখ লাভ করা যায়।

আমাকে বিশ্বাস করুন, সৃষ্টিকর্তা মানুষকে দুঃখ দিতে ঝামেলায় ফেলতে অথবা অসুখী ভারবাহী জন্তুতে পরিণত করতে চান নি। কিন্তু বর্তমানে তাই ঘটছে। কারণ সেই মহান স্রষ্টার প্রকৃত উদ্দেশ্য আমরা জানতে ও বুঝতে পারি না—চাই না। কিন্তু যুগে যুগে মানব সৃষ্টির যে বিশাল ইতিহাস রচিত হয়েছে, তা পাঠ করলে আমরা তা জানতে পারি, শিখতে পারি, বুঝতে পারি। ঈশ্বর জটিলতা সৃষ্টি করেন নি—তা করেছে মানুষ—নিজ কর্ম ও স্বার্থবুদ্ধির দ্বারা।

আদিকাল থেকে দুটি বিষয় নিয়ে দ্বন্দ্ব চলেছে—তা হলো বিশ্বাস ও অবিশ্বাস।

বিশ্বাস আসতে বাধ্য অতীন্দ্রিয় বিদ্যার জ্ঞান অর্জন দ্বারা—তাহলে সব জটিল বিষয় সহজ সরল হবে। কিন্তু আবার কিছু স্বার্থ-সন্ধানী মানুষ সে বিশ্বাস আসতে দেবে না।

বিশ্বের যা কিছু রহস্যের সূত্র তা হলো দর্শনযোগ্য বিচার—অদৃশ্য কিছু নয়। কিন্তু এই অসীমের বিশাল সৃষ্টিরহস্য জানার বা দেখার মতো চোখ ত থাকা চাই।

———

# আপনি ও আপনার নক্ষত্র

## ( You and Your Star )

### প্রথম অধ্যায়

### জানুয়ারী

সাধারণভাবে জানুয়ারী মাসে জন্মানোর ফল। চরিত্র, বৈশিষ্ট্য, অর্থভাগ্য এবং স্বাস্থ্যের উপর এই সময়ে যাঁরা জন্মগ্রহণ করেছেন, তার প্রভাব।

জানুয়ারী মাসটি জ্যোতিষশাস্ত্রে মকর চিহ্নের অধীন। এই চিহ্নটি মোটামুটি শুরু হয় ২১শে ডিসেম্বর। তবে পূর্বতন গ্রহের প্রভাব ৭ দিন থাকে। তারপর ২৮শে ডিসেম্বরের পর পূর্ণ শক্তিতে বলীয়ান হয়ে বিরাজমান থাকে ২১শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত। তারপর ৭ দিন পর পরবর্তী আগত চিহ্নে বায়ুর তৃতীয় ঘর কুম্ভ চিহ্নে চলে যায়।

মকর হচ্ছে পৃথিবীর তৃতীয় ঘর। এর অধিপতি হচ্ছে শনি ( ধনাত্মক )। একে শনির ঘরও বলা হয়।

আপনি যদি এই মাসে জন্মগ্রহণ করে থাকেন, তবে আপনার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বিশেষ ধারা নিম্নরূপ হবে ঃ—

আপনি প্রকৃতিতে হচ্ছেন উচ্চাভিলাষী, অসীম প্রাণশক্তি বিশিষ্ট, লেগে থাকবার ক্ষমতা আপনার অপরিসীম এবং একটু মিলিটারী মেজাজের। আপনার অভীপ্সিত বড় লাভের জন্য প্রভূত পরিমাণে প্রচেষ্টা করেন। এই মাসটা শনির অধীন বলে আপনি সাবধানী এবং সতর্ক। আপনি সব কাজে খুব ভেবেচিন্তে এগোন এমন কি যদি কোন বিষয়ে স্থির নিশ্চয় না হতে পারেন তবে সেদিকে পদক্ষেপই করেন না। শনির মধ্যে কোন রকম ফাটকা খেলার ভাব নেই। আপনি সন্দিগ্ধমনা, বিশ্লেষণধর্মী, অনেক ভেবেচিন্তে নতুন কিছু গ্রহণ করেন। কিন্তু মন আপনার খোলা থাকে এবং আপনার মনের জানালা মুক্ত।

আপনার মনের গঠন হচ্ছে শক্তিশালী, দার্শনিক অথচ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন। খুব গভীরভাবে চিন্তা করবার শক্তি আপনার আছে এবং যৌক্তিকতা আপনার মধ্যে প্রচুর। ধর্মের বিষয়ে আপনি খুব গভীরভাবে গোঁড়া বা মন আবার একেবারে ওদিকে চলে যেতে পারে, সেক্ষেত্রে আপনি ধর্মে একেবারেই বিশ্বাস করেন না। সবচেয়ে ওপরে আপনি বুদ্ধিমত্তাকে স্থান দেন এবং আপনি যে কোন বন্ধুকে যে কোন দোষে ক্ষমা করতে পারেন। তাদের মধ্যে যদি কোন রকম অনন্য সাধারণ বুদ্ধি বা ক্ষমতা দেখতে পান।

ব্যক্তি সম্বন্ধে অন্তর্দৃষ্টি আপনার অত্যন্ত তীক্ষ্ন, কিন্তু আপনার পরিকল্পনা সম্বন্ধে সহজে হতাশ হয়ে পড়েন এবং কোন রকম বিঘ্ন বা হতাশা এলে বিষাদ বিষন্নতার অন্ধকারে ডুবে যান। আপনার প্রেম, কর্তব্য এবং সামাজিক চিন্তা বিশেষ মৌলিকত্ব দাবী করতে পারে এবং এর ফলে লোকেরা আপনাকে একটু অন্যরকম বা

ছোটখাট ভাবতে পারে। উচ্চমনা এবং স্বাধীন মনোবৃত্তি সম্পন্ন বলে আপনি যা কাজ করছেন তাতে সবচেয়ে ঊর্ধ্বে আপনার স্থান হওয়া উচিৎ। নইলে আপনি সে কাজে সব রকম আগ্রহ হারিয়ে ফেলবেন। আপনি কোনোরকম নিয়ন্ত্রণ পছন্দ করেন না এবং কোনোরকম বাধ্যবাধকতার বিরুদ্ধে আপনি রুখে দাঁড়ান। কিন্তু আবার আপনি ট্রাডিশন এবং কর্তৃত্বকে অন্তর থেকে মান্য করে চলেন। জীবন আপনার কাছে গভীর এক সমস্যা এবং সমস্যা জর্জরিত মুহূর্তে আপনি বিদ্রোহ ঘোষণা করে থাকেন।

একেবারে নিয়মতান্ত্রিকভাবে লেগে থাকা এবং পরিশ্রম করা আপনার এক ধরনের ম্যানিয়া হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু সত্যি বলতে কি উত্তেজনা বা তাড়াহুড়োর মধ্যে কাজ না করে ধীরে ধীরে গুছিয়ে-গাছিয়ে লক্ষ্য বস্তুতে পেঁছানো আপনার পক্ষে অত্যন্ত শুভজনক। আপনার ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা এবং স্বাতন্ত্র্য দিয়ে আপনি নিজে যে অবস্থায় জন্মেছিলেন তার চেয়ে অনেক উঁচে উঠবেন। আপনি চরিত্রগতভাবে উচ্চাকাঙ্ক্ষী কিন্তু আপনার নিজের মধ্যে একটু প্রফুল্লতা আনতে চেষ্টা করা উচিত। নইলে আপনি অসুখের বাতিক বা বিষাদখিন্নতায় ভুগবেন।

অপরে আপনাকে সাধারণত ভুল বুঝবে। আপনি সহজে লোকের সঙ্গে মিশবেন না, আপনার বন্ধুবান্ধব খুব অল্পই থাকবে। কিন্তু নিজেকে আপনার প্রায়ই ভীষণ একলা একলা লাগবে।

আপনি দুর্বলকে রক্ষা করতে গিয়ে বা অ-জনপ্রিয় কর্তব্য করতে গিয়ে প্রচুর শত্রু সৃষ্টি করবেন।

আপনার উচিত হচ্ছে জনগণের সঙ্গে সম্পর্ক আছে এমন কোন কাজে লিপ্ত থাকা। যেমন পৌরসভা, রাজনীতি, সরকারী কাজ বা দায়িত্বপূর্ণ এবং বিশ্বাসপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত হওয়া।

## স্বাস্থ্য

জানুয়ারী মাসে জন্মগ্রহণ করেছেন বলে শনির প্রভাবে আপনার শারীরিক গঠন খুব শক্তিশালী হবে এবং প্রভূত জীবনীশক্তি থাকবে। এই সঙ্গে কিন্তু মনে রাখতে হবে যে গভীর হতাশা এবং বলহীনতার ভাবকে যদি রুখতে না পারেন তবে পিত্ত-প্রকোপ, গলব্লাডারের কষ্ট, পেটে ঘা, হজম শক্তির অতিশয় গণ্ডগোল এবং আন্ত্রিক ক্রিয়াকলাপ বন্ধ অবধি হয়ে যেতে পারে। আপনার নিজের মঙ্গলের জন্য প্রফুল্ল এবং আশাবাদী সমাজে আপনার মেশা উচিত। ঠাণ্ডা আপনাকে ভীষণভাবে বিরক্ত করবে এবং আপনি যদি সাবধান না হন তবে হাঁপানী, ব্রঙ্কাইটিস অসুখে আপনার ভোগবার সম্ভাবনা সমধিক। নীচু জলাজমিতে বাস করার চেয়ে শুষ্ক উচ্চ স্থান আপনার পক্ষে মঙ্গলজনক।

আপনার খাদ্যবস্তুর ওপর বিশেষভাবে নজর রাখুন এবং যথোপযুক্ত ব্যায়াম করে শরীরের রক্ত সঞ্চালন ঠিক রাখুন এবং ম্যাজম্যাজে কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া থেকে নিজেকে

দূরে রাখুন। মধ্যে মধ্যে পরিবর্তন আপনার খুব প্রয়োজন, তবে তা যেন নিঃসঙ্গতার দিকে না যায়। আপনার দৃষ্টিভঙ্গি যদি বাধাপ্রাপ্ত হতে থাকে এবং আর পারছি না এই গোছের মনোভাব আসে তবে যথাসম্ভব নিজের মধ্যে প্রফুল্লতা আনতে চেষ্টা করুন, নইলে আপনার মানসিক গ্লানি আপনাকে রোগের বাতিক এনে দেবে।

গাঁয়ের দিকে একটা কুটির বানাবার প্রকল্প আপনার মধ্যে থাকবে এবং যদি সম্ভব হয়, তবে পাহাড়ের পাশে বা কোন পাহাড়ী জায়গায় আপনি গৃহ নির্মাণ করতে চেষ্টা করুন। আপনি স্যাঁৎসেঁতে বা জলাভূমিতে কখনও বাস করতে চেষ্টা করবেন না। কারণ আপনার বাত, গেঁটে বাত, পা ফোলা বা পায়ে ব্যথা হবার সম্ভাবনা রয়েছে। আপনার অপর লোকদের চেয়ে গোড়ালীতে, পায়ে এবং চেটোতে আঘাত লাগতে পারে অনেক বেশি।

## অর্থ ভাগ্য

জন্মমাস অনুযায়ী শনির প্রভাব অর্থ ভাগ্য সম্বন্ধে খুব শুভজনক নয় এবং বহু বাধা, বিলম্ব, সীমাবদ্ধতা আপনার আর্থিক উন্নতির অন্তরায় হবে, বিশেষ করে জীবনের প্রথম ভাগে।

আপনার অর্থ নৈতিক সাফল্য এবং লাভ আসবে পরিশ্রম, ধীর কিন্তু গভীর অধ্যবসায় এবং যত্ন ও অর্থকৃচ্ছ্রতা থেকে। সত্যি কথা বলতে কি আপনি নিজের প্রচেষ্টা দ্বারাই ধনী হতে পারেন। কিন্তু কোনোরকম ভাগ্য বা সৌভাগ্যের জন্য নয়। জমি-জমা, গৃহ-সম্পত্তি, যে সব ফ্যাক্টরী বিশেষ করে কয়লা, সীসে বা লোহার জিনিস ব্যবহার করে তা নির্মাণ করা, কৃষিকে উন্নত করতে চেষ্টা করা বা যা কিছুর মূল বনিয়াদ খুব দৃঢ় সেইসব কাজে আপনার অর্থ বিনিয়োগ করা উচিত।

ন্যায্যভাবে যে অর্থের অধিকারী আপনি, তা পেতে আপনার ভীষণ কষ্ট হবে এবং কোনোরকম জামিন না রেখে আপনি কখনও অর্থ ধার দেবেন না, তাহলে নিশ্চিতভাবে আপনি তা ফেরৎ পাবেন না! আপনি যাতে অর্থ বিনিয়োগ করতে যাচ্ছেন তা দৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত কিনা আপনার বিশেষভাবে দেখা উচিত। কারণ এগুলিই আপনার সৌভাগ্যপ্রদ হবে। কারণ ফাটকাতে আপনি কখনও লাভবান হতে পারবেন না।

## বিবাহ, যোগাযোগ, পার্টনারশিপ

যাঁরা আপনার চিহ্ন ( মকরে ) পৃথির তৃতীয় ঘরে ডিসেম্বর মাসের ২১ থেকে জানুয়ারী মাসের ২১ তারিখে জন্মগ্রহণ করেছেন, তাঁদের সঙ্গে আপনি খুব একাত্মতা বোধ করবেন।

যাঁরা বৃষ চিহ্নে এপ্রিল মাসের ২০ তারিখ থেকে মে মাসের ২০ তারিখের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছেন, যা পৃথির প্রথম ঘর বা কন্যা চিহ্নে আগস্ট মাসের ২১ তারিখ থেকে সেপ্টেম্বর মাসের ২০ তারিখ যা পৃথির দ্বিতীয় ঘর এবং এর আগের ৭ দিন বা

পরের ৭ দিন এবং আপনার একেবারে উল্টোদিকের ঘর অর্থাৎ ২৭শে জ‍ুলাই থেকে ২৭শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত, তাদের সঙ্গে আপনার সুখ ও মনের মিল থাবে।

### পাঠকদের প্রতি উপদেশ

বৈজ্ঞানিকভাবে নির্ণীত হয়েছে যে আমাদের প্রাণের সঙ্গে সম্পর্ক আছে সৌর-জগতে এমনি ৯টি গ্রহ আছে।

এইভাবে কেবলমাত্র ৯টি সংখ্যা দিয়েই পৃথিবীর সবরকম গণনা হয়ে থাকে।

সব সংখ্যাই হলো ১ থেকে ৯ সংখ্যারই যোগফল। যেমন ১০ হচ্ছে শুধুমাত্র ১ সংখ্যা পেছনে একটা শূন্য! ১১ হচ্ছে ১+১=অর্থাৎ ২। এইভাবে ১২ হচ্ছে ১+২ =অর্থাৎ ৩। এই ভাবে সব সময় সংখ্যাই তা যত বড়ই হোক না কেন শুধুমাত্র যাকে স্বাভাবিক যোগফল বলে অর্থাৎ বাঁ দিক থেকে ডান দিকে যোগ করে, তাকে একটি মাত্র সংখ্যায় আনয়ন করা যায়। এই একক সংখ্যাটি হচ্ছে পূর্ববর্তী সংখ্যার যোগ-ফলের 'আত্মা'।

এইভাবে এগোলে আমরা দেখতে পাই যে সব জন্মদিনই ১ থেকে ৯ সংখ্যার মধ্যে পড়ে। সৌরজগতে যে ৯টি গ্রহ রয়েছে তাদের সংখ্যার অনুরূপ। কোন ব্যক্তি যদি কোন মাসের ১০, ১৯ বা ২৮ তারিখে জন্মগ্রহণ করে থাকেন তবে তাঁরা '১', সংখ্যার লোক, যেন তাঁরা ১ তারিখেই জন্মগ্রহণ করেছেন। এই যে বিশিষ্ট ভাবধারা তা প্রতিমাসে বিভিন্ন হয় যা আমি পরবর্তী পাতাগুলিতে বলছি।

## দ্বিতীয় অধ্যায়

# যাঁরা জানুয়ারী মাসের ১লা, ১০ই, ১৯শে বা ২৮শে তারিখে জন্মগ্রহণ করেছেন

এই মাসের ১ সংখ্যার লোকেরা ঃ

আপনি যদি উপরোক্ত যে কোনোদিনে জন্মগ্রহণ করে থাকেন তবে জ্যোতিষ শাস্ত্র এবং কিরোর চ্যালদিন সংখ্যাতত্ত্বের প্রণালী অনুযায়ী আপনি মকরের ঘরে ( ধনাত্মক শনি ) পৃথির তৃতীয় ঘরে রবি, ইউরেনাস এবং শনির স্পন্দনে জন্মগ্রহণ করেছেন।

আপনার চারিত্রিক প্রবণতা এবং বিশিষ্ট বৈশিষ্ট্যগুলি সাধারণভাবে জানুয়ারী মাসে জন্মালে কি হয়, তা আগের অধ্যায়ে দেওয়া আছে, কিন্তু রবি এবং ইউরেনাস আপনার চরিত্রে স্বাতন্ত্র্য দেবে। আপনি দৃষ্টিভঙ্গিতে হবেন অত্যন্ত স্বাধীনচেতা, মৌলিকতা এবং সৃষ্টিধর্মী মনোভাব আপনার বিশেষত্ব। সৌভাগ্য কিন্তু আপনার দেরীতে আসবে, হঠাৎ যদি শিকল ছিঁড়ে কিছু সৌভাগ্য আপনার উপর বর্ষিত না হয় তবে শেষকালে সৌভাগ্য আসবেই, তা আপনার কার্যধারা থেকেই বোঝা যায়।

ভেতরে ভেতরে আপনি অত্যন্ত চিন্তাশীল এবং গম্ভীর মেজাজের এবং যা কিছুই করেন তা অত্যন্ত খুঁটিনাটি বিষয়ের দিকে লক্ষ্য রেখে করেন।

আপনি স্থিরচিত্ত এবং ব্যবহারিক জ্ঞানসম্পন্ন। সহজে অপরের মতামত বা প্রভাবের দ্বারা প্রভাবিত হন না। আপনার সব পরিকল্পনার পেছনেই একটা 'স্থিতাবস্থা' রয়েছে এবং যে কোন বাধা-বিঘ্ন আপনাকে কাবু করতে পারে না।

আপনি যদিও চরিত্রগতভাবে খুব মহৎ তবুও জোর করে কেউ কিছু আপনাকে দিয়ে করিয়ে নিতে পারবে না এবং দান বা দয়া যা কিছু করবার আপনি নিজের মতেই করবেন।

আপনি অত্যন্ত উচ্চাভিলাষী হবেন এবং আপনার সঙ্গী-সাথী বা আত্মীয় পরিজনকে পেছনে ফেলে রেখে এগিয়ে যাবেন।

অনেক বাধা-বিঘ্ন আপনার যাত্রাপথে আসবে, কিন্তু আপনার ধৈর্য এবং লেগে থাকবার ক্ষমতার জন্য আপনি একে একে সব বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করবেন।

## অর্থ ভাগ্য

এই তারিখে জন্ম হলে অথ ভাগ্য কেমন হবে তা বলছি। টাকাকড়ির ব্যাপারে আপনি বেশ হিসাবী আর সতর্ক এবং সচরাচর যেসব ব্যবসা-বাণিজ্য ভালো আর্থিক প্রতিদান দেয় সে রকম স্থানেই আপনি অর্থ বিনিয়োগ করেন। যে কোন সুযোগই আপনার সামনে আসুক না কেন আপনি তার সদ্ব্যবহার করতে পারেন এবং যে কোন অবস্থাতেই আপনি পড়ুন না কেন তার থেকে অবলীলাক্রমে বেরিয়ে আসতে পারবেন।

অপরের উপর আপনার চুম্বক শক্তির মতন প্রভাব থাকবে। বিশেষতঃ যাতে জনগণের সামনে আসতে হয়, এমন কোন বিষয়ে তো আর কথাই নেই, কিন্তু একটা কথা মনে রাখতে হবে আপনাকে জীবনের বিভিন্ন সময়ে দুর্নাম এবং কুৎসার সম্মুখীন হতে হবে।

## স্বাস্থ্য

আপনি যদি এই ১, ১০, ১৯, বা ২৮ তারিখে জন্মে থাকেন তবে আপনার প্রাণশক্তি হবে অনন্ত। অবশ্য আপনি যদি বেশি ওষুধ পত্র বা মাদক দ্রব্য না খান।

মাঝে মাঝে আপনি প্রচণ্ড সর্দি-কাশি, বাত এবং আর্থ্রাইটিস্-এ ভুগবেন। এর থেকে নিস্তার পাবার জন্য আপনার কোন শুষ্ক এবং উচ্চস্থানে বাস করা উচিত।

আপনার সৌভাগ্যজনক সংখ্যা হচ্ছে '১' (যা সূর্যকে নির্দেশ করে) এবং '৪' (যা ইউরেনাসকে নির্দেশ করে)। আপনার দরকারী কাজকর্মগুলি আপনি যে কোন মাসেই হোক না কেন ১, ৪, ১০, ১৩, ১৯, ২২, ২৮ বা ৩১ তারিখে করতে চেষ্টা করবেন।

আপনার ব্যক্তিত্বের চৌম্বক শক্তি বর্ধিত করবার জন্য আপনি আপনার পরিধেয় বস্ত্রে রবি এবং ইউরেনাসের বর্ণ ব্যবহার করবেন, যেমন ঃ রবির বর্ণ হচ্ছে সবরকম সোনালী বা হলদে রং থেকে তামার রং, সোনালী বাদামী। ইউরেনাসের বর্ণ হচ্ছে নীল এবং নীল ধূসর এবং যে কোন হাল্কা রং।

আপনার সৌভাগ্যজনক রত্ন হচ্ছে হীরক, পোখরাজ এবং এ্যাম্বার।

আপনার জীবনের স্মরণীয় বৎসর হবে ১০, ১৯, ২৮, ৩৭, ৪৬, ৫৫, ৬৪, ৭৩, ও ৪, ১৩, ২২, ৩১, ৪০, ৪৯, ৫৮, ৬৭ এবং ৭৬।

যাঁদের জন্মসময়ের যোগফল ১ বা ৪ হয় তিনি যে কোন মাসেই হোক না কেন, খুব অল্পায়াসেই মনের কাছে চলে আসতে পারবেন। যেমন ১, ৪, ১০, ১৩, ২২, ২৮ বা ৩১ তারিখের জাতকেরা।

## এই তারিখে জাত শ্রেষ্ঠ লোকেরা

| | |
|---|---|
| উইলিয়াম ফক্স ( সিনেমা ) | ১লা জানুয়ারী |
| চার্লস বিক্‌ফোর্ড ( অভিনেতা ) | „ „ |
| ম্যারিয়ন ডেভিস ( অভিনেত্রী )* | „ „ |
| মারিফ এজ্‌ওয়ার্থ ( ঔপন্যাসিকা ) | „ „ |
| বার্ট একোষ্টা ( বৈজ্ঞানিক ) | „ „ |
| পল রিভিসার ( আমেরিকান দেশ প্রেমিক ) | „ „ |
| ফ্রান্সিস এক্স বুকাম্যান ( চিত্র পরিচালক ) | ১০ই „ |
| হাওয়ার্ড চ্যাণ্ডলার ( আমেরিকান শিল্পী ) | „ „ |
| স্যার এ্যালফ্রেড বেট্ ( পুঁজিপতি ) | ১৯শে „ |
| এড্‌গার এলেন পো ( কবি ও লেখক ) | „ „ |
| লিলিয়ান হার্ভে ( অভিনেত্রী ) | „ „ |
| জেনারেল রবার্ট লী ( কম্যাণ্ডার ) | „ „ |
| জেমস ওয়াট্ ( আবিষ্কারক ) | „ „ |
| স্যার স্ট্যানলী ( ভ্রমণকারী ) | ২৮শে „ |
| জেণারেল গর্ডন ( সেরাপতি ) | ২২শে „ |
| অ্যার্নেষ্ট লুবিচ ( পরিচালক ) | ২৮শে „ |
| জুডিথ অ্যালেন ( অভিনেত্রী ) | „ „ |
| ব্যারির গোল্ড ( ঔপন্যাসিক ) | „ „ |

* ম্যারিয়ন ডেভিসের সঙ্গে আমার হলিউডে দেখা হয় এবং তাঁর হাত দেখে আমি তখন ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলাম।

## তৃতীয় অধ্যায়

# যাঁরা জানুয়ারী মাসের ২, ১১, ২০ এবং ২৯ তারিখে জন্মগ্রহণ করেছেন

এই মাসের ২ সংখ্যার লোকেরা ঃ

আপনি যদি উপরোক্ত দিনগুলির যে কোন একটিতে জন্মগ্রহণ করে থাকেন তবে জ্যোতিষ শাস্ত্র এবং কিরোর চ্যালদিন সংখ্যাতত্ত্বের প্রণালী অনুযায়ী ধনাত্মক শনির মকর চিহ্নে পৃথির তৃতীয় ঘরে চন্দ্র এবং নেপচুনের স্পন্দনে জন্মগ্রহণ করেছেন।

আপনার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং বিশেষ প্রবণতাগুলি জানুয়ারী মাসের জাতকদের মতই হবে। তবে চন্দ্র এবং নেপচুন আপনাকে শান্ত, কল্পনাপ্রবণ এবং সহজাত বোধ-শক্তি দেবে যা অন্য সময়ে জাত, জানুয়ারী মাসের জাতকদের মধ্যে থাকে না। আপনার কল্পনানুযায়ী সব জিনিস না চললে আপনি ভীত হয়ে পড়েন এবং কোনকিছু আঘাত বা প্রতিকুলতার সম্মুখীন হলে আপনি নিজের মধ্যে নিজেকে গুটিয়ে ফেলেন। আপনি অত্যন্ত অনুভূতিপ্রবণ এবং সহজেই মনে আঘাত বা ব্যথা পান।

কোন রকম কঠিন বা দ্রুত ব্যবসায়ী কার্যক্রম ছাড়াও আপনি সচরাচর আপনার কল্পনাশক্তির প্রভাবের জন্য সফলতা অর্জন করেন। আপনার উচ্চাভিলাষ পূর্ণ করার জন্য আপনি 'দিবা-স্বপ্ন' দেখেন। আপনার স্বপ্নগুলি সত্য হতে পারে যদি আপনি সেগুলিকে রূপান্তরিত করবার জন্য আত্মবিশ্বাস বর্ধিত করতে পারেন। অত্যন্ত অনুভূতিশীল বলে আপনার সহজাত গুণাবলীগুলিকে প্রস্ফুটিত করবার জন্য আপনি প্রশংসার কাঙাল। যদি অবস্থাগতিকে আপনাকে আটকে থাকতে হয় তবে আপনি অত্যন্ত অস্থির এবং অসুখী হয়ে পড়েন, কারণ আপনার স্বপ্নকে রূপ দেবার জন্য স্বাধীনতা আপনার অতি অবশ্য প্রয়োজন।

### অর্থ ভাগ্য

অর্থ সম্বন্ধে এমনিতে গ্রাহ্য করেন না, কিন্তু অর্থ না হলে চলে না তাই আপনি অর্থ চান। আপনার অর্থ সম্বন্ধে বেশ একটা তাচ্ছিল্যের ভাবও থাকা অসম্ভব নয়। কারণ আপনি জানেন যে মাথা খাটিয়ে আপনি যে কোন সময়েই প্রয়োজনীয় অর্থ রোজগার করতে পারেন। আপনার যা অর্থ আছে লোকে তার চেয়ে আপনাকে ধনী ভাববে। আপনার স্পর্শকাতর মন অর্থ সম্বন্ধে কারুর কোন যাঞ্চাকে ফেরত দিতে পারে না। ফলে জগতে আপনার মান, খ্যাতি রাখবার জন্য মাঝে মাঝে আপনার আর্থিক অবস্থা বেশ খারাপ হয়ে পড়ে। এ সত্ত্বেও আপনি সহজাতভাবে অর্থ সম্বন্ধে সতর্ক।

## স্বাস্থ্য

আপনি অত্যন্ত বেশি পরিশ্রম করে নিজেকে ক্ষয় করে এনে 'স্নায়বিক দৌর্বল্যে ভুগতে পারেন। কিন্তু একটুখানি বিশ্রাম বা শান্তি আপনার ভগ্ন স্বাস্থ্যকে আবার জোড়া লাগিয়ে দেবে। কোন একরকম বিশেষ ধরনের খাদ্য নিজের থেকেই আপনি খাবেন, যা আপনার স্বাস্থ্যের পক্ষে খুবই মঙ্গলজনক হবে। সবরকম বাত বা গেঁটে বাত সম্বন্ধে আপনার সাবধান থাকা উচিত এবং শুষ্ক আবহাওয়ায় থাকা আপনার পক্ষে মঙ্গলজনক।

চোখ নিয়ে আপনি মাঝে মাঝে ভুগতে পারেন এবং মেরুদণ্ড আপনার দুর্বল, বাঁকা এবং নরম হতে পারে।

আপনার সবচেয়ে সৌভাগ্যশালী সংখ্যা হচ্ছে '২' যা চন্দ্রের প্রতীক এবং '৭' যা নেপচুনের প্রতীক।

আপনার মনে রাখতে হবে সব সময় একটি কথা—দরকারী কাজকর্মগুলি সচরাচর এই সংখ্যার দিনগুলিতে করতে চেষ্টা করবেন, তা যে কোন মাসেই হোক। যেমন ২, ৭, ১১, ১৬, ২০, এবং ২৯।

আপনার চৌম্বকশক্তি বাড়াবার জন্য আপনি আপনার পরিধেয় বস্ত্রে চন্দ্র বা নেপচুনের বর্ণ ব্যবহার করবেন।

চন্দ্রের বর্ণ হচ্ছে, সবরকম সাদা, ক্রীম এবং হাল্কা সবুজ।

নেপচুনের বর্ণ হচ্ছে; সবরকমের ঘুঘু পাখীর মতন ধূসর রঙ। খুব হাল্কা থেকে খুব ভারী।

আপনার সৌভাগ্যশালী রত্ন হচ্ছে জেড, মুক্তো, মুনস্টোন বা বৈদূর্যমণি।

আপনার জীবনের সবচেয়ে শুভ বছরগুলি হবে ৭, ১১, ১৬, ২০, ২৫, ২৯, ৩৪, ৩৮, ৪৩, ৪৭, ৫২, ৫৬, ৬১, ৬৫, ৭০ এবং ৭৪।

বছরের যে কোন মাসের যদি কেউ ২, ৭, ১১, ১৩, ২০, ২৪, বা ২৯ তারিখে জন্মগ্রহণ করে থাকুক না কেন তারা চট করে আপনার অন্তরের মধ্যে স্থান করে নেবে।

এই দুই সংখ্যার প্রথম দিনটি হচ্ছে কিন্তু ২৯শে ডিসেম্বর। মাননীয় ডবলু, ই গ্ল্যাডস্টোন এই সংখ্যার একটি জাজ্বল্য দৃষ্টান্ত। তাঁর মননশীলতা অত্যন্ত উচ্চস্তরের ছিল এবং তিনি যদিও ইংল্যাণ্ডে অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক নেতা ছিলেন, কিন্তু তিনি কখনও ধনী হতে পারেন নি। তা সত্ত্বেও তিনি আজও বিশ্ববিখ্যাত রাজনীতিক, আজও ইংলণ্ডের প্রতিটি মানুষ তাঁকে বিরাট সম্মান করে থাকে।

## যে সব বিখ্যাত লোকের এই তারিখে জন্ম

| | |
|---|---|
| জেনারেল উল্‌ফ (জেনারেল) | ২রা জানুয়ারী |
| আলেকজাণ্ডার হ্যামিল্টন (পররাষ্ট্রবিদ্) | ১১ই ,, |

| | |
|---|---|
| ডুইট্ মরো ( পুঁজিপতি ) | ১১ই জানুয়ারী |
| লর্ড কার্জন্ ( ভাইসরয় ) * | ১১ই ,, |
| এভালী ( অভিনেত্রী ) | ১১ই ,, |
| রিবাউলী গ্যালিয়েনী ( লেখক ও কবি ) | ২০শে ,, |
| রস্কো এট্স ( চিত্র পরিচালক ) | ২০শে ,, |
| যোসেফ হফম্যান ( পিয়ানো বাদক ) | ২০শে ,, |
| পিয়েরী ক্যাম্বন ( ফরাসী রাজনীতিক ) | ১০শে ,, |
| ইউগিস সু ( ঔপন্যাসিক ) | ২০শে ,, |
| ডিউক অভ আব্রুজী ( সেনাপতি ) | ২০শে ,, |
| বারটন ব্রেলী ( কবি ) | ২৯শে ,, |
| ভীনা ডেল্মার ( লেখিকা ) | ২৯শে ,, |
| এ্যাল্বার্ট কণ্ট ( পত্রিচালক ) | ২৯শে ,, |
| সুইডেনবর্গ ( দার্শনিক ) | ২৯শে ,, |
| উইলিয়াম ম্যাকিনলে ( আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট ) | ২৯শে ,, |

## চতুর্থ অধ্যায়

# যাঁরা জানুয়ারী মাসের ৩, ১২, ২১ এবং ৩০ তারিখে জন্মগ্রহণ করেছেন

**এই মাসের ৩ সংখ্যার ব্যক্তিরা ঃ**

আপনি যদি উপরোক্ত দিনগুলির মধ্যে কোন একটি দিনে জন্মগ্রহণ করে থাকেন, তবে জ্যোতিষ শাস্ত্র অনুযায়ী এবং কিরোর চ্যালদিন সংখ্যাতত্ত্বের প্রণালী অনুযায়ী আপনি মকরের ঘরে পৃথির তৃতীয় ঘর ধনাত্মক শনির অধীনে বৃহস্পতির স্পন্দনে জন্মলাভ করেছেন।

আপনার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং বিশেষ গুণাবলী পূর্বে বর্ণিত জানুয়ারী মাসের জাতকের মতই হবে কিন্তু শক্তিশালী বৃহস্পতির জন্য আপনি আপনার পরিকল্পনা এবং ইচ্ছাকে রূপ দেবার জন্য অনেক বেশি আগ্রাসী এবং দৃঢ়চেতা হবেন।

আপনি যা কিছুই করতে যান না কেন আপনার প্রবল উচ্চাকাঙ্ক্ষা তার মধ্যে পরিলক্ষিত হবে। আপনি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টা এবং সাফল্য অর্জনের দৃঢ়তার জন্য জীবনে অনেকখানি উঠে যাবেন। আপনি যে জীবিকাতেই নিযুক্ত থাকুন না কেন,

* লর্ড কার্জনের সঙ্গে প্রথম জীবনে আমার দেখা হয়। আমি তখনই তাঁর হাত প্রভৃতি দেখে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলাম যে তিনি জীবনে অনেক উর্ধ্বে উঠবেন। আমার কথাগুলি পরে সফল হয়েছিল।

আপনাকে প্রচুর লোকের ঈর্ষা এবং বাধার সম্মুখীন হতে হবে এবং বহু শত্রুও আপনি সৃষ্টি করবেন।

যে কোন কাজ যাতে জনগণের সম্পর্ক আছে তাতে আপনি সাফল্য লাভ করবেন। যাতে ওপরের ওপর দায়িত্ব দিয়ে কাজ করতে হয় এমন ধরনের কাজ আপনার খুবই উপযোগী।

আপনি নিজে নিজেই আইন-শৃংখলা রচনা করতে ভালবাসেন এবং আপনার নিজস্ব মতবাদ এবং যুক্তিকে আঁকড়ে ধরে থাকতে ভালবাসেন।

বিবাহিত জীবনে আপনার সুখী হওয়া শক্ত যদি না ভাগ্যক্রমে আপনি এমন কোন নারীকে পান, যিনি আপনাকে তাঁর চেয়ে শ্রেষ্ঠরূপে দেখবেন।

আপনার মানসিক গঠন খুব সৃষ্টিধর্মী এবং খুব বড় বড় পরিকল্পনার খসড়া আপনি তৈরী করতে পারেন। অপরের উপর বেশি বিশ্বাস না রেখে আপনার নিজস্ব পরিকল্পনাগুলি নিজে রূপদান করতেই চেষ্টা করা উচিত।

আপনি যদি ২১শে বা ৩০শে জানুয়ারী জন্মগ্রহণ করে থাকেন তবে আপনি সহজেই দায়িত্বপূর্ণ পদে অতি অনায়াসেই উন্নতি করবেন।

আপনি যদি জানুয়ারী মাসের শেষের দিকে জন্মগ্রহণ করে থাকেন, তবে নির্যাতিত জনগণকে উর্ধ্বে তোলবার মানসে লিপ্ত থাকবেন। আপনি ব্যক্তি বিশেষের চেয়ে জনগণের কল্যাণ কামনায় নিমগ্ন থাকবেন বেশি, ফলে ব্যক্তি বিশেষের কাছ থেকে প্রভূত শত্রুতা আসবে মধ্যে মধ্যে, যাতে আপনার প্রাণ সংশয় অবধি হতে পারে।

আপনি যে কাজ করতে আরম্ভ করেছেন, তাতে কখনও লাগাম আলগা করেন না বলে বহু বার আপনাকে স্নায়বিক দৌর্বল্যের কবলে পড়তে হবে।

## অর্থ ভাগ্য

আপনার উচ্চাশা বা পরিকল্পনাকে রূপ দেবার জন্য আপনি প্রভূত পরিমাণে অর্থ বিনিয়োগ করে থাকেন। আপনার পরিকল্পনা রূপদানের জন্য বিরাট ঝুঁকি নিতেও ভয় পান না। আর একটু যদি কিছুতে ভুল করে ফেলেন, তবে আপনার শত্রুরা একেবারে ছেঁকে ধরবে। সাধারণভাবে সাফল্য আপনি আশা করতে পারেন। যদি না এটা বিশেষ করে নিজের জন্য হয়।

## স্বাস্থ্য

যদিও চমৎকার স্বাস্থ্য সম্পদ নিয়ে আপনি জন্মগ্রহণ করেছেন, তবে অনবরত মানসিক পরিশ্রম এবং অতি শ্রম করে আপনার শরীরকে আপনি দুর্বল করে ফেলবেন। আপনি যদি গোড়া থেকে সতর্ক না হন এবং নিজের মধ্যে প্রয়োজনীয় শক্তি সঞ্চয় না করে রাখেন তবে আপনার পক্ষাঘাত রোগ বা হার্টফেল করবার যোগ রয়েছে। সাধারণ জীবনসীমায় আপনি যদি না পেঁছিতে পারেন, তবে তার জন্য একমাত্র দোষী আপনিই।

আপনার সবচেয়ে সৌভাগ্যপ্রদ সংখ্যা হচ্ছে '৩' এবং এর যোগফলগুলি যা বৃহস্পতিকে নির্দেশ করে আর '৮' সংখ্যা যা শনিকে নির্দেশ করে।

আপনার পরিকল্পনাগুলি এবং অন্য সব বিষয়ে সাফল্যের জন্য বৎসরের যে কোন মাসের ৩, ১২, ২১ এবং ৩০ তারিখটিকে বেছে নিন।

আপনি যদি ৩০শে জানুয়ারী জন্মগ্রহণ করে থাকেন তবে আপনি কুম্ভে ঋণাত্মক শনির ঘরে জন্মগ্রহণ করেছেন। আপনার সংখ্যা ৩, ১২, এবং ২১ জানুয়ারীর মতই হবে। তবে আপনি ঋণাত্মক শনির প্রভাবে জন্মগ্রহণ করেছেন বলে আপনাকে বাধা-বিঘ্ন দেবার লোক কম থাকবে এবং সাধারণভাবে জীবনকে উপভোগ করবেন অনেক বেশি।

আপনার চৌম্বক শক্তি বাড়াবার জন্য এবং আরও সৌভাগ্য আনয়ন করবার জন্য আপনি পরিধেয় বস্ত্রে বৃহস্পতির রং ব্যবহার করুন। যেমন হালকা বেগুনী রং থেকে খুব ঘোর বেগুনী রং।

আপনার সৌভাগ্যপ্রদ রত্ন হচ্ছে এ্যামেথিষ্ট, যেসব রত্নে বেগুনী এবং হলদে ভাব আছে এবং কালো মুক্তো ও কালো হীরক।

আপনার জীবনের সবচেয়ে স্মরণীয় বৎসরগুলি হচ্ছে ৩, ৮, ১২, ১৭, ২১, ২৬, ৩০, ৩৫, ৩৯, ৪৪, ৪৮, ৫৩, ৫৭, ৬২, ৬৬, ৭১, ৭৫ এবং ৮০।

অন্য যে কোন মাসেই হোক কেউ যদি ৩, ১২, ২১ এবং ৩০ তারিখে জন্মগ্রহণ করে থাকে তবে সে চট করে আপনাকে টানবে। যদি কেউ কোন মাসের ৮, ১৭, এবং ২৬ তারিখে জন্মগ্রহণ করে থাকে, তবে তারাও আপনার প্রতি আকর্ষণ বোধ করবে। কিন্তু '৩' সংখ্যা বা তার যোগফলের মত এরা আপনার পক্ষে তত সৌভাগ্যপ্রদ হবে না। তাই সব সময় এ সংখ্যাটিকে স্মরণ রাখবার চেষ্টা করবেন।

### যে সব বিখ্যাত ব্যক্তির এই তারিখে জন্ম

| | | |
|---|---|---|
| আন্না মে ওঙ্ ( চিত্র পরিচালক ) | ৩রা | জানুয়ারী |
| বিটি কারনেস্ ( চিত্র পরিচালক ) | ৩রা | ,, |
| জ্যাক্ লণ্ডন ( লেখক ) | ১২ই | ,, |
| জন সারজেন্ট ( শিল্পী ) | ১২ই | ,, |
| সিলটন সিলস্ ( সিনেমা ) | ১২ই | ,, |
| এডমণ্ড বুর্ক্ ( রাজনীতিক ) | ১২ই | ,, |
| মিস্চা এল ম্যান ( পিয়ানো বাদক ) | ২১শে | ,, |
| জেনারেল স্টমওয়াল জ্যাক্সন ( জেনারেল ) | ২১শে | ,, |
| ওয়াল্টার ডামরচ্ ( সঙ্গীত পরিচালক )* | ৩০শে | ,, |
| সী মোড় হিম্ম্ ( অভিনেতা অধ্যক্ষ ) | ৩০শে | ,, |

* আমার নিউইয়র্ক সফরকালে ওয়াল্টার ডামরচ তাঁর হাতের একটি ছাপ আমাকে দিয়েছিলেন।

| | |
|---|---|
| প্রেসিডেন্ট ফেরল্ক কার ( প্রেসিডেন্ট ) | ৩০শে জানুয়ারী |
| ওয়াল্টার সেভ্যাগল্যান্ডর ( লেখক ও কবি ) | ৩০শে ,, |
| ফ্রাঙ্কলিন্, ডি. রুজভেল্ট ( প্রেসিডেন্ট, আমেরিকা ) | ৩০শে ,, |

## পঞ্চম অধ্যায়

# যাঁরা জানুয়ারী মাসের ৪, ১৩, ২২ এবং ৩১ তারিখে জন্মগ্রহণ করেছেন

এই মাসের ৪ সংখ্যার লোকেরা ;

আপনি যদি উপরোক্ত যে কোন একদিন জন্মগ্রহণ করে থাকেন তবে জ্যোতিষ মতে এবং কিরোর চ্যালদিন সংখ্যাতত্ত্বের প্রণালী অনুসারে আপনি মকরের ঘরে ধনাত্মক শনির প্রভাবে পৃথির তৃতীয় ঘরে ইউরেনাস রবি এবং শনির স্পন্দনে জন্মগ্রহণ করেছেন।

সাধারণভাবে জানুয়ারী মাসের জাতকের সবকিছু প্রভাবই আপনার মধ্যে পরিলক্ষিত হবে, তবে ইউরেনাসের প্রভাব সবকিছুকে বেশি করে প্রকট করবে।

আপনার ভাবধারা হবে মৌলিক, চারিত্রিক গঠনে আপনি স্বতন্ত্র এবং অপরের মতাবলী বা ভাবধারার সঙ্গে বা যাদের সঙ্গে আপনি বাস করছেন তাদের কারুর সঙ্গেই আপনার মিলবে না।

বাড়ীর কোন বন্ধন বা বিবাহ আপনার পক্ষে অত্যন্ত কষ্টদায়ক হবে। আপনাকে লোকেরা অত্যন্ত ভুল বুঝবে এবং চলার পথে ক্রমশই আপনি একা হয়ে পড়বেন। আপনার দৃষ্টিভঙ্গি এবং কর্মধারা প্রচলিত মতবাদ মেনে চলে না এবং সাফল্য অর্জন করবার জন্য আপনার নিজের পথ আপনাকে তৈরী করে নিতে হবে। আপনার উচ্চাকাঙ্ক্ষা অপরের বিরুদ্ধতার জন্য বারবার বাধাপ্রাপ্ত হবে, সেই জন্য আপনার পরিকল্পনাগুলিকে রূপদান করবার জন্য আপনার প্রয়োজন হচ্ছে ধৈর্য।

ভিতরে ভিতরে আপনি অত্যন্ত গম্ভীর প্রকৃতির। কিন্তু বাইরে আপনি দেখাবেন যেন জীবনের উত্থান-পতনকে আপনি ব্যঙ্গ করছেন, এমনকি ভাগ্যকেও, যেন জীবন রঙ্গমঞ্চে শুধু একজন অভিনেতার মতো অংশগ্রহণ করেছেন তা ভালোর জন্যই হোক আর মন্দের জন্যেই হোক।

আপনার সব কাজের প্রধান উদ্দেশ্যই হচ্ছে আপনার উপর কর্তৃত্ব অর্জন করা। তা কলম দ্বারাই হোক, বাক্য দিয়েই হোক বা তরবারী দিয়েই হোক।

সাধারণভাবে জানুয়ারী মাসে জাত এই ব্যক্তিদের জনগণের সঙ্গে সংযোগ আছে, এমন কোন কাজে উন্নতি বোঝায়, কিন্তু তাঁরা মৌলিকত্ব, অস্বাভাবিকত্ব প্রকাশ করেন যাতে লোকেরা তাঁদের ছোট মনে করতে পারেন।

### অর্থ ভাগ্য

এস্থলেও আপনি অস্বাভাবিকত্ব কিছু আশা করতে পারেন। অর্থ আপনি রোজগার করবেন, কিন্তু আপনার হাত থেকে তা জলের মত বেরিয়ে যাবে।

সুনাম বা দুর্নাম আপনার যাই থাকুক না কেন তা আপনার অর্থ ভাগ্যের চেয়ে দীর্ঘস্থায়ী হবে। আপনার নাম হয়তো অনেকে মনে রাখবে, কিন্তু আপনি দেহত্যাগের পর আপনার কবরের কাছে কেউ যাবে না। আপনি যদি ভবিষ্যৎ-এর জন্য যত্ন না করে অর্থ সঞ্চয় না করেন, তবে শেষ বয়সে আপনার অনেক দুঃখ আছে।

### স্বাস্থ্য

স্বাস্থ্যের ব্যাপারে আপনি অন্য সবাইয়ের চেয়ে একটু আলাদা হবেন। আপনি সাধারণ অসুখের চেয়ে দুর্ঘটনায় পড়বেন বেশি। আপনার তলাকার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও পা অল্পেই আহত হতে পারে।

আপনার কিন্তু অজস্র জীবনীশক্তি থাকবে। নৃশংসভাবে হত্যা বা দুর্ঘটনায় মৃত্যু ছাড়া আপনার প্রাণবায়ু বেরোনো শক্ত এবং এই দুটো জিনিসকে আপনার জীবনে মোকাবিলা করতেই হবে।

আপনার সৌভাগ্যপ্রদ সংখ্যা '৪' এবং এর যোগফল যা ইউরেনাসকে নির্দেশ করে, '১' এবং এর যোগফল যা রবিকে নির্দেশ করে এবং '৮' এর যোগফল যা শনিকে নির্দেশ করে।

'৪' সংখ্যা এবং '১' সংখ্যা হচ্ছে আপনার সবচেয়ে শুভপ্রদ। '৮' সংখ্যা বা তার যোগফলও আপনার জীবনে ঘুরে ফিরে আসবে, তবে আমি আপনাকে উপদেশ দিচ্ছি যে যতদূর সম্ভব এই সংখ্যাটি আপনি বর্জন করে চলবেন।

'৮' সংখ্যার সংখ্যাগুলি হচ্ছে যে কোন মাসের ৮, ১৭ এবং ২৬ তারিখ। আপনার পরিকল্পনাগুলি এবং ইচ্ছাগুলিকে পূরণ করবার জন্য আপনি '১' এবং '৪' সংখ্যাগুলির সুযোগ যতটা সম্ভব নিতে চেষ্টা করুন। যেমন ১, ৪, ১০, ১৩, ১৯, ২২, ২৮ এবং ৩১ তারিখ।

আপনার চৌম্বকশক্তি বাড়াবার জন্য আপনার পরিধের বস্ত্রে কোনরকম হলুদে বা সোনালী-বাদামী এবং নীল ধূসর এবং যে কোন রকম হালকা রং ব্যবহার করুন।

আপনার পক্ষে সর্বাপেক্ষা সৌভাগ্যপ্রদ বর্ণ হচ্ছে ঃ—রবি—সবরকম হলুদ এবং স্বর্ণবর্ণ থেকে ব্রোঞ্জ বা সোনালী-বাদামী।

ইউরেনাস—সবরকম হাল্কা নীল, ধূসর বা যে কোন হাল্কা রং।

আপনার শুভ রত্ন হচ্ছে হীরক, টোপাজ, পোখরাজ এবং কালো মুক্তা।

আপনার জীবনের স্মরণীয় বছরগুলি হবে ১০, ১৩, ১৯, ২২, ২৮, ৩১, ৩৭, ৪০, ৪৬, ৪৯, ৫৫, ৫৮, ৬৪ এবং ৬৭। এ ছাড়াও ৮, ১৭, বা ২৬ আপনার উপর প্রভাব ফেলবে কিন্তু তা ঠিক খুব শুভ হবে না।

যারা '১' এবং '৪' সংখ্যার যে কোন মাসেই জন্মগ্রহণ করুন না কেন, তারা চট করে আপনার জীবনে জায়গা করে নেবে। যেমন ১, ৪, ১০, ১৩, ১৯, ২২, ২৮ এবং ৩১।

যে-সব ব্যক্তিরা ৮, ১৭ এবং ২৬ তারিখে জন্মগ্রহণ করেছেন, তাঁরা অনেক রকমে আপনার জীবনে প্রবেশ করবেন, কিন্তু তাঁরা বস্তুতান্ত্রিক দিক দিয়ে, আপনার দিক দিয়ে তারা কেউই ততো পয়মন্ত হবেন না।

**যে সব বিখ্যাত লোকের এই তারিখে জন্ম**

| | |
|---|---|
| ফিল্ড মার্শাল জকার ( মিলিটারী অধিনায়ক ) | ৪ঠা জানুয়ারী |
| কার্টার গ্রাম ( থিয়েটার ) | ৪ঠা ,, |
| জেমস্ বক্স ( রাজনীতিজ্ঞ ও বক্তা ) | ৪ঠা ,, |
| স্যার আইজাক্ পিট্ম্যান ( শর্টহ্যাণ্ড প্রবর্তক ) | ৪ঠা ,, |
| লরেটী ইয়ং ( অভিনেত্রী ) | ১৩ই ,, |
| নেভেল চেম্বারলেন ( প্রবীণ রাজনীতিক ) | ১৩ই ,, |
| জন স্টেজ উইণ্টার ( লেখক ) | ১৩ই ,, |
| লর্ড বায়রণ ( কবি ) | ২২শে ,, |
| জর্জ লিবিয়া ( সংগীত স্রষ্টা ) | ২২শে ,, |
| ভন ম্যাকেনসন ( জেনারেল ) | ২২শে ,, |
| লুইকা ব্রাইলি ( অন্ধদের শিক্ষক ) | ২২শে ,, |
| ফ্রান্সিস বেকন ( দার্শনিক ) | ২২শে ,, |
| মরিস হিউলেট ( লেখক ) | ২২শে ,, |
| স্কুবার্ট ( সংগীতকার ) | ৩১শে ,, |
| জেনী গ্রে ( লেখিকা ) | ৩১শে ,, |
| রুপার্ট হুপ্স ( লেখক ) | ৩১শে ,, |
| আন্না পাভ্লোভা ( নর্তকী ) | ৩১শে ,, |

## ষষ্ঠ অধ্যায়

# যাঁরা জানুয়ারী মাসের ৫, ১৪ এবং ২৩ তারিখে জন্মগ্রহণ করেছেন

এই মাসে ৫ সংখ্যার লোকেরা :

আপনি যদি উপরোক্ত যে কোন দিন জন্মগ্রহণ করে থাকেন, তবে জ্যোতিষ মতে এবং কিরোর চ্যালদিন সংখ্যাতত্ত্বের প্রণালী অনুসারে আপনি মকরের ঘরে শনির প্রভাবে পৃথির তৃতীয় ঘরে বুধের স্পন্দনে জন্মগ্রহণ করেছেন।

আগে সাধারণভাবে জানুয়ারী মাসে জাত ব্যক্তিদের বেলায় যা বলেছি আপনার

বেলায়ও তাই খাটবে কিন্তু বুধের প্রভাবে এই মাসের খারাপ বৈশিষ্ট্যগুলি কিছু কিছু কাটাকাটি হয়ে যাবে।

প্রভূত বিষয়ে আপনার স্বাভাবিক প্রবণতা আছে এবং আপনার প্রতিভা এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী লাইন খুঁজে পাওয়া শক্ত হবে। আপনি জীবনে অনেক কিছু চেষ্টা করবেন এবং জীবিকাও বহুবার পরিবর্তন করবেন।

পাঠ্য বস্তু বা ব্যক্তি দুইয়ের সঙ্গেই আপনার একাত্মতা জন্মে যায়। আপনি গতি পছন্দ করেন। প্রভূত ভ্রমণ করবেন এবং দুনিয়ার বহু জায়গা দেখবেন।

আপনি সত্যিকারের কি জীবিকার উপযোগী তা বাছাই করা আপনার পক্ষে কঠিন হবে। কারণ সব কাজের সঙ্গেই আপনি খাপ খাইয়ে নিতে পারেন, কিন্তু কোন কিছুতে একভাবে লেগে থাকা আপনার স্বভাববিরুদ্ধ।

আপনি চলার পথে অত্যাশ্চর্য এবং অচিন্তনীয় সুযোগ সব পাবেন।

আপনার মননশক্তি অত্যন্ত তীক্ষ্ম এবং সমালোচনাপূর্ণ। বিশেষ করে প্রথম যখন কারুর সঙ্গে আপনার আলাপ হয়। কোন ব্যক্তি একমাত্র করুণা এবং সমবেদনা দিয়ে আপনাকে জয় করতে পারে।

আপনি অত্যন্ত তুখোড় কূটনৈতিক বুদ্ধিসম্পন্ন। চট করে লোকের পেটের কথা বার করে নিতে পারেন যা সুযোগ-সুবিধা মত পরে কাজে লাগান।

আপনি বই পত্তর পড়বেন প্রচুর এবং সাহিত্যের প্রতি আপনার অগাধ প্রীতি থাকবে। সময় সময় আপনি বিজ্ঞান, রসায়ন শাস্ত্র এবং নব নব আবিষ্কারের প্রতি অনুরাগী হয়ে পড়বেন। আধিভৌতিক বিষয় সংক্রান্ত পড়াশোনাও আপনি করবেন, কিন্তু আপনার মননশীলতা বাস্তবধর্মী বলে কোনরকম 'দৈব' সম্বন্ধে আপনার প্রীতি না থাকাই স্বাভাবিক।

আপনাকে ছোট বেলায় প্রায়ই শুনতে হতো, 'ওই ছোট মাথায় অত বুদ্ধি ধরে।'

আপনার আশাবাদিতা অভ্যাস করা প্রয়োজন। নইলে মাঝে মাঝে বিষাদখিন্নতা আপনাকে পেয়ে বসবে।

## অর্থ ভাগ্য

আপনি অর্থ সম্বন্ধে যত্নশীল এবং হিসাবী। দেনা করা সম্বন্ধে আপনার ভীতি থাকবে। অর্থ বিনিয়োগ সম্বন্ধে আপনার বেশ বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি থাকবে। কিন্তু অতি সতর্কতার জন্য অনেক সুবর্ণ সুযোগ আপনি হারান বা হয়তো আপনাকে রাজা করে দিয়ে যেতে পারতো।

## স্বাস্থ্য

আপনি যদি ৫, ১৪ বা ২৩ তারিখে জন্মে থাকেন, তবে আপনার সবচেয়ে প্রয়োজন হচ্ছে বিশ্রাম এবং স্নায়ুমণ্ডলী থেকে ক্ষতিকর প্রভাবগুলি অপসারণ। আপনি প্রত্যেকটি জিনিসই অতি তীক্ষ্মভাবে অনুধাবন করতে পারেন ফলে মেজাজ

আপনার কখনও নরম, কখনও গরম। আপনি প্রায়ই আশাভঙ্গের মনস্তাপে ভুগবেন এবং আপনার পরিপাক-ক্রিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং ফলে আপনার অম্বল হবে এবং তাতে গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে ব্যথা, হাড়ে ব্যথা বিশেষ করে হাঁটুতে ব্যথা হবে।

আপনার শারীরিক গঠন কিন্তু খুব শক্ত হবে। ফলে, যে কোন রোগই আসুক না কেন আপনি তাকে সফলভাবে প্রতিহত করতে পারবেন।

আপনার সবচেয়ে শুভপ্রদ সংখ্যা হচ্ছে '৫' এবং এর যোগফলগুলি যেমন, ৫, ১৪, ২৩। কিন্তু সাধারণভাবে সব সংখ্যাগুলিই আপনার সৌভাগ্যজনক। শুধুমাত্র '৪' এবং '৮' সংখ্যা এবং তাদের যোগফলগুলি ছাড়া যেমন ৪, ১৩, ২২, ৩১ এবং ৮, ১৭ ও ২৬।

আপনার ব্যক্তিগত যে '৫' সংখ্যা সেই অনুযায়ীই আপনার সব শুভ কাজগুলি করা উচিৎ— যেমন যে কোন মাসের ৫, ১৪ এবং ২৩ তারিখে।

আপনার চৌম্বকশক্তি বর্ধিত করবার জন্য এবং নিজেকে আরও সৌভাগ্যশালী করবার জন্য আপনার যথাসম্ভব হাল্কা রং ব্যবহার করা উচিৎ।

আপনার শুভ রত্ন হচ্ছে হীরক এবং সবরকম জ্বলজ্বলে পাথর।

আপনার জীবনের স্মরণীয় বছরগুলি হচ্ছে ৫, ১৪, ২৩, ৩২, ৪১, ৫০, ৫৩, ৬২ এবং ৭১ বছর।

যাঁরা যে কোন মাসেরই হোক না কেন যদি '৫' সংখ্যায় জন্মগ্রহণ করে থাকেন যেমন ৫, ১৪ বা ২৩ তারিখে তবে আপনি তাঁদের প্রতি এক সহজাত আকর্ষণ বোধ করবেন।

সে সব ব্যক্তিরা ৪, ১৭ বা ২৬ তারিখে জন্মগ্রহণ করেছেন তাঁরা হয়তো আপনার জীবনে আসবেন কিন্তু তাঁরা কেউই আপনার পক্ষে তত সৌভাগ্যজনক হবেন না।

সব সময় আপনাকে একটা নির্দিষ্ট সময় ধরে চলতে হবে—তা হলো দ্বিমনা ভাব ত্যাগ করতে হবে।

সেটা থাকলেও দ্বিমনা ভাবের জন্য আপনাকে নানা সময়ে নানা সমস্যার মধ্যে পড়তে হতে পারে। তাই সব সময় এই ভাব ত্যাগ করবেন।

আপনার কাজকর্ম বেশ সুপদ্ধতিতে পরিবর্তিত হতে পারে যদি এ বিষয়ে আপনি মনোযোগ অর্পণ করেন—তা না হলে আপনি কিছুটা ঝামেলাতে পড়তে পারেন।

নিজের মনের উপর নিয়ন্ত্রণ ও প্রবল আত্মবিশ্বাস এলে আপনি জীবনে সফল হবেন।

### যে সব বিখ্যাত লোকের এই তারিখে জন্ম

| | |
|---|---|
| কিংগিলেট ( গিলেট ব্লেড আবিষ্কারক ) | ৫ই জানুয়ারী |
| স্টুয়ার্ট ব্ল্যাকটন ( ফিল্ম ডিরেক্টার ) | ” ” |
| বেবে ড্যানিয়েল ( ” ” ) | ১৪ই ” |
| জন বিড়ল্ ( রাজনীতিক ) | ” ” |
| লর্ড ল্যান্সডাউন ( ” ) | ” ” |

| | |
|---|---|
| পেরী লোটি ( লেখিকা ) | ১৪ই জানুয়ারী |
| বেনিডিক্ট্ আরনল্ড ( বিখ্যাত স্পাই ) | ,, ,, |
| জীন ভি রেকসি ( গায়ক )* | ,, ,, |
| ক্যারা বেরামজার ( চিত্রনাট্যকার ) | ,, ,, |
| জর্জ ম্যাক্মেনাম ( কার্টুনিষ্ট ) | ২৩শে ,, |
| রাল্ফ্ গ্রেভিস ( অভিনেতা ) | ,, ,, |
| করেলিন ,, | ,, ,, |

## সপ্তম অধ্যায়

# যাঁরা জানুয়ারী মাসের ৬, ১৫ ও ২৪ তারিখে জন্মগ্রহণ করেছেন

এই মাসের ৬ সংখ্যার লোকেরা ঃ

আপনি যদি উপরোক্ত যে কোন তারিখে জন্মগ্রহণ করে থাকেন, তবে জ্যোতিষ মতে এবং কিরোর চ্যালদিন সংখ্যাতত্ত্বের প্রণালীতে আপনি মকরের ঘরে ধনাত্মক শনির পাথির তৃতীয় ঘরে শুক্র ও শনির স্পন্দনে জন্মগ্রহণ করেছেন।

আপনার চরিত্রের মূল বুনিয়াদ ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য জানুয়ারী মাসের জাতকের মতই হবে। কিন্তু এক্ষেত্রে শুক্রের প্রভাব আপনার পক্ষে অতিশয় মঙ্গলজনক হবে।

প্রেম প্রীতি এবং মমতা আপনার জীবনে এক বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করবে এবং এসব ব্যাপারে আপনি অল্পেই অভিভূত হবেন।

অপর লিঙ্গের প্রভাব আপনার জীবন ও জীবিকা বিশিষ্ট ঘটনাপূর্ণ করবে। আপনার ইচ্ছাশক্তি এবং ব্যক্তিত্বকে বিশেষ রূপে বর্ধিত করা প্রয়োজন, যাতে আপনি এসব প্রভাবে সহজে বিচলিত না হন, যদিও সাধারণভাবে আপনার ব্যক্তিত্বের চৌম্বক-শক্তির জন্য আপনি প্রচুরভাবে লাভবান হবেন।

জনগণের সঙ্গে সম্পর্ক আছে এমন কোন ব্যবসা বা জীবিকায় আপনার সাফল্যের সম্ভাবনা সব চেয়ে বেশি, বিশেষ করে তা যদি সুকুমার শিল্পকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে। যেমন সঙ্গীত, সাহিত্য, থিয়েটার বা প্রচলিত পথ অনুসরণ না করে কোন কিছু আবিষ্কার করে।

আপনার ছোটবেলায় পারিবারিক পরিবেশ, আত্মীয়-বর্গের দাবী বা নিজের শারীরিক অন্তর্নিহিত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ব্যাধির জন্য বাল্যকালে এক বদ্ধ দশার মধ্য দিয়ে আপনাকে অতিবাহিত করতে হবে।

* গায়ক জীন ভি রেক্সি নিউইয়র্কে থাকা কালে নিয়মিত আমাকে হাত দেখিয়ে বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে মতামত নিয়ে আসতেন। তিনি আমাকে বিশেষভাবে শ্রদ্ধা করতেন ও আমার নির্দেশ ঠিক মত মেনে চলতেন।

তবে শেষকালে আপনি এইরকম বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করবেন এবং যে কোন জীবিকাই আপনি গ্রহণ করুন না কেন, আপনি তাতে সাফল্য লাভ করবেন।

আপনি যদি ১৫ বা ২৪ তারিখে জন্মগ্রহণ করে থাকেন, তবে ৬ তারিখে যাঁরা জন্মগ্রহণ করেছেন তার চেয়ে আপনি বেশি সৌভাগ্যশালী হতে পারেন।

## অর্থ ভাগ্য

যাঁরা জানুয়ারী মাসের ৬ তারিখে জন্মগ্রহণ করেছেন তাঁরা যতরকম সুযোগ সুবিধাই পান না কেন, অর্থ সঞ্চয়ে আগ্রহী হবেন না। কিন্তু যাঁরা ১৫ই বা ২৪শে তারিখে জন্মগ্রহণ করেছেন তাঁরা ধীরে ধীরে কিন্তু দৃঢ়ভাবে তাঁদের অর্থভাগ্য উন্নত করবেন। তাঁরা ভবিষ্যতের জন্য ভাল অর্থই সঞ্চয় করবেন এবং ধনীরূপে পরিগণিত হবারও তাঁদের বিশেষ সম্ভাবনা রয়েছে।

## স্বাস্থ্য

আপনি যদি ৬, ১৫ বা ২৪ তারিখে জন্মগ্রহণ করে থাকেন তবে আজীবনই আপনি স্বাস্থ্য সম্পদে পূর্ণ থাকবেন। অগ্নি এবং মোটর গাড়ী থেকে আপনার সাবধান হওয়া উচিত এবং আপনার নিজেকে এবং বিষয় সম্পত্তিকে ভালভাবে বীমা করে রাখা উচিত।

আপনার সবচেয়ে সৌভাগ্যজনক সংখ্যা হচ্ছে '৬' এবং এর যোগফলগুলি। যেমন ৬, ১৫ এবং ২৪। এইসব দিনগুলিতে আপনার দরকারী কাজগুলি করা উচিত।

যে দিনগুলি '৪' বা '৮' সংখ্যার এবং তাদের যোগফলগুলি সম্বন্ধে সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত। যেমন ৪, ৮, ১৩, ৭, ২২, ২৬ এবং ৩১।

আপনার চৌম্বকশক্তি বাড়াবার জন্য এবং নিজেকে সৌভাগ্যশালী করবার জন্য আপনার সবসময় শুক্রের বর্ণ অর্থাৎ হালকা নীল থেকে গভীর নীল বর্ণ পরিধান করা উচিত।

আপনার শুভরত্ন হচ্ছে টারকুইজ এবং সব রকম নীল পাথর।

আপনার জীবনের সবচেয়ে স্মরণীয় বছর হচ্ছে ৬, ১৫, ২৪, ৩৩, ৪২, ৫১, ৬০ এবং ৬৯ বছর।

যাঁরা বছরের যে কোন মাসের ৬, ১৫ বা ২৪ তারিখে জন্মগ্রহণ করেছেন তাঁদের প্রতি আপনি গভীর আসক্তি বোধ করবেন যাঁরা '৪' বা '৮' সংখ্যায় জন্মগ্রহণ করেছেন তাঁরা আপনার জীবনে হয়তো বার বার প্রবেশ করবেন কিন্তু এটা খুব সুবিধাজনক হবে না। কারণ তাঁদের বিপদ এবং বোঝা আপনাকেই বহন করতে হবে।

## যে সব বিখ্যাত লোকেদের এই তারিখে জন্ম

| | |
|---|---|
| জোয়ান অব আর্ক ( দেশ প্রেমিকা ) | ৬ই জানুয়ারী |
| গুস্তাভ ডোরী ( শিল্পী ) | ৬ই ,, |
| মলিয়ার ( বিখ্যাত লেখক ) | ১৫ই ,, |

| | |
|---|---|
| আইভর নভেলো ( চিত্র পরিচালক ) | ১৫ই জানুয়ারী |
| পেরী ডুপন্ট ( বারুদ আবিষ্কারক ) | ১৫ই ,, |
| জোসেফ কোয়েট ( বক্তা ও রাজনীতিক ) | ২৪শে ,, |
| লিওনার্ড মাম ( বুদ্ধিজীবী ) | ২৪শে ,, |
| বিয়েট্রিশ হ্যারাডেন ( ঔপন্যাসিক ) | ২৪শে ,, |
| ভিকী বস ( বিখ্যাত লেখক )* | ২৪শে ,, |
| ফ্রেডারিক দি গ্রেট ( জার্মান রাজা ) | ২৪শে ,, |

## অষ্টম অধ্যায়

# যাঁরা জানুয়ারী মাসের ৭, ১৬ এবং ২৫ তারিখে জন্মগ্রহণ করেছেন

এই মাসের ৭ সংখ্যার লোকেরা ঃ

আপনি যদি উপরোক্ত যে কোন দিন জন্মগ্রহণ করে থাকেন, তবে আপনি জ্যোতিষ মতে কিরোর চ্যালদিন সংখ্যাতত্ত্বের প্রণালীতে ধনাত্মক শনির মকরের ঘরে পৃথির তৃতীয় ঘরে, নেপচুন, চন্দ্র এবং শনির স্পন্দনে জন্মগ্রহণ করেছেন।

আপনার চরিত্রের মূল বুনিয়াদ এবং চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য জানুয়ারী মাসে জাত ব্যক্তিদের মতই হবে। কিন্তু আপনার ক্ষেত্রে উপরোক্ত স্পন্দনের জন্য কোন কোন ক্ষেত্রে তা বর্ধিত করবে বা প্রতিহত করবে।

আপনি উৎসর্গীকৃত প্রাণ এবং যে কোনও জীবিকাতেই আপনি লিপ্ত থাকুন না কেন, ভেতরে ভেতরে আপনি অত্যন্ত ধার্মিক, কিন্তু ধর্মের দিকে যে টান তা একটু প্রচলিত পথ অনুযায়ী চলবে না বা একটু অন্যরকম হবে।

আপনি অত্যন্ত রোমান্টিক, আদর্শবাদী, অত্যন্ত কল্পনাপ্রবণ এবং নিজের জগৎ আপনার স্বপ্নে দেখা জীবনের সঙ্গে ঠিক খাপ খাবে না। আপনার যদি ঘুরে বেড়াবার পয়সা থাকে, তবে আপনি বহুবার ভ্রমণ করবেন এবং বাসস্থানও বারবার পাল্টাবেন। আপনার জন্মস্থান থেকে বহুদূরে যদি আপনি বসতি স্থাপন করেন এবং একেবারে ভিন্ন জাতির মধ্যে বসবাস করতে পারেন তবে আপনার সাফল্য লাভের সম্ভাবনা সমধিক।

### অর্থ ভাগ্য

আপনি যদি উপরোক্ত দিনগুলিতে জন্মলাভ করে থাকেন, তবে ভাগ্য বলে এবং অবস্থাগতিকে আপনি অপরের ওপর কর্তৃত্ব করতে হয় এবং দায়িত্ব নিতে হয় এমন কোন পদে অধিরূঢ় হবেন। তবে এই সঙ্গে মনে রাখতে হবে যে আপনার জীবনের

* ভিকী বসের হাতের মধ্যেও তাঁর শিল্প প্রতিভা ও খ্যাতি অর্জনের যোগাযোগগুলি বেশ স্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা যেতো।

গতিরথ সবটাই কুসুমাস্তীর্ণ হবে না, বিশেষ করে পারিবারিক কোন বিষয়ে বা আত্মীয় থেকে কোন রকম দুঃখ বা হতাশা আপনি বিশেষ করে পাবেন।

আপনি যে জীবিকায় নিযুক্ত থাকবেন তা আপনাকে সুনাম এবং প্রভূত জনপ্রিয়তা এনে দেবে। কিন্তু যে অর্থ আপনার হাত দিয়ে বার হয়ে যাবে তা আপনাকে প্রত্যাশিত কোন সুখই দেবে না। জাগতিক দিক থেকে দেখতে গেলে আপনার বিয়েটা ভালই হবে, কিন্তু এর জন্য অনেক ঝামেলা আপনাকে পোহাতে হবে।

**স্বাস্থ্য**

অল্প বয়সে আপনার স্বাস্থ্য খুব মজবুত থাকবে না। আপনি সচরাচর এমন সব অসুখে ভুগবেন যা সাধারণভাবে চিকিৎসকরা নির্ণয় করতে পারবেন না।

আপনার বিশেষ করে কণ্ঠ, ফুসফুস এবং হার্টের দিকে লক্ষ্য রাখা উচিত।

আপনার সৌভাগ্যজনক সংখ্যা হচ্ছে, '৭' এবং '২' এবং তাদের যোগফল। যে কোন দরকারী কাজ-কর্ম আপনি এই বিশেষ দিনগুলিতে ফেলতে চেষ্টা করুন। যেমন ২,৭, ১১, ২০, ২৫ এবং ২৯ তারিখে।

সচরাচর যাঁরা '৪' বা '৮, এর ঘরের লোক অর্থাৎ যাঁরা ৪, ৮, ১৩, ১৭, ২২, ২৬ এবং ৩১ তারিখে জন্মগ্রহণ করেছেন এমন লোকদের কাছ থেকে আপনি পাবেন শুধু হতাশা এবং নৈরাশ্য। এদের যতটা সম্ভব পরিহার করে চলুন।

আপনার চৌম্বকশক্তি বাড়াবার জন্য এবং নিজেকে আরো সৌভাগ্যশালী করবার জন্য আপনার পরিধেয় বস্ত্রে কোনরকম ধূসর বা সবুজ বর্ণ যেন থাকেই থাকে। যেমন সবরকম ধোঁয়াটে রং থেকে সবরকম হালকা রং বা জ্বলজ্বলে ধূসর রং।

আপনার শুভবর্ণ হচ্ছে সবুজ। শুভরত্ন—জেড, মুনস্টোন এবং মুক্তো।

আপনার জীবনের সবচেয়ে স্মরণীয় বছরগুলি হবে, ২, ৭, ১১, ১৬, ২০, ২২, ২৫, ৩৮, ৪৩, ৪৭, ৫২, ৬১, ৬৫ এবং ৭০ বছর।

যদি কেউ যে কোন মাসেই হোক না কেন যা '২' বা '৭' বা তাদের যোগফল যেমন ২, ৭, ১১, ১৬, ২০, ২৫ এবং ২৯ তারিখে জন্মে থাকেন তবে তাদের প্রতি আপনি প্রচণ্ড আকর্ষণ বোধ করবেন।

**যে সব বিখ্যাত লোকের এই তারিখে জন্ম**

| | |
|---|---|
| ভি উইট তামেজ (বিখ্যাত ধর্মপ্রচারক) | ৭ই জানুয়ারী |
| অ্যাডল্‌ফ জুকব (চিত্র প্রযোজক) | ,, ,, |
| মিলার্ড ফিলমোর (আমেরিকার প্রেসিডেন্ট) | ,, ,, |
| অ্যাড্‌মিরাল লর্ড বেটি | ১৬ই ,, |
| জেনারেল স্যার আয়ান হ্যামিল্টন* | ,, ,, |

* এই তারিখে জন্ম হলে অনেকের মধ্যে একটা বিশেষ ভাব থাকে—আত্মবিশ্বাস। আমি তা জেনারেল হ্যামিল্টনের মধ্যে খুব বেশি লক্ষ্য করি। তাছাড়া অন্য সকলের মধ্যেও অনেক সফল মিলিটারী অফিসার এই তারিখে জন্ম নিয়েছেন। এদের জীবন রোমাঞ্চকর করে তুলে যেন এঁরা আনন্দ পান।

| | |
|---|---|
| স্যার ফরবিস্ রবার্টজন ( অভিনেতা ) | ১৬ই জানুয়ারী |
| ডায়না উইনিয়ার্ড ( অভিনেত্রী ) | ” ” |
| রবার্ট বার্ণস্ ( কবি ) | ২৫শে ” |
| লর্ড ফিশার ( আড্মিরাল ) | ” ” |
| সমারসেট মম ( লেখক ) | ” ” |

## নবম অধ্যায়

# যাঁরা জানুয়ারী মাসের ৮, ১৭ এবং ২৬ তারিখে জন্মগ্রহণ করেছেন

এ মাসের আট সংখ্যার লোকেরা ঃ

আপনি যদি উপরোক্ত যে কোন দিনে জন্মগ্রহণ করে থাকেন তবে জ্যোতিষ মতে এবং কিরোর চ্যালদিন সংখ্যাতত্ত্বের প্রণালী অনুযায়ী আপনি পৃথির তৃতীয় ঘর ধনাত্মক শনির মকরের ঘরে শনির স্পন্দনে জন্মগ্রহণ করেছেন।

আপনার চারিত্রিক বুনিয়াদ এবং বৈশিষ্ট্য এক্ষেত্রেও জানুয়ারী মাসে জাত ব্যক্তিদের মতই হবে, কিন্তু শনির প্রচণ্ড প্রভাবের জন্য ফলগুলির অনেক হেবফের হবে। যাঁরা এই সময়ে জন্মগ্রহণ করেছেন শনির প্রভাব দ্বিগুণভাবে তাঁদের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। এর জন্য তাঁদের কিছু সহ্য করতে হয় এবং ঘাড়ে লোকেরা যেন দায়িত্ব জোর করে চাপিয়ে দেন।

আপনি যদি জানুয়ারী মাসের ৮, ১৭ বা ২৬ তারিখে জন্মগ্রহণ করে থাকেন তবে আপনাকে আজীবন প্রচুর বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হতে হবে। আপনি অবশ্যই যাই করতে যান না কেন আপনার কঠিন ধৈর্য, লেগে থাকবার ক্ষমতা এবং সুদৃঢ় মনোবৃত্তি থাকবে। আপনি অপরের কাছ থেকে খুব অল্পই সাহায্য পাবেন এবং কোনরকম সাফল্য লাভ করবার জন্য আপনাকে নিজের ওপরই নির্ভরশীল হতে হবে। আপনার মধ্যে প্রভূত উচ্চাশা থাকবে এবং কোন বাধা-বিঘ্নই আপনার পরিকল্পনা বা উদ্দেশ্যকে বাধা দান করতে পারবে না। মাঝে মাঝে আপনি প্রচণ্ডভাবে হতাশাগ্রস্ত এবং দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়বেন এবং মধ্যে মধ্যে এমন বিষাদ-ক্লিষ্ট হয়ে পড়বেন যা ঝেড়ে ফেলা শক্ত হয়ে ওঠে। আপনাকে এমনি বহু দুঃখ বা পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হবে যা সচরাচর আপনার পারিবারিক কোন বিষয়কে কেন্দ্র করে বা আপনি যাদের ভালবাসেন তাদের কেন্দ্র করে হবে। আপনি যত দেরীতে বিয়ে করবেন আপনার পক্ষে ততই মঙ্গলজনক।

আপনি কোন জুয়াখেলা, ফাটকাবাজী বা হঠাৎ বড়লোক হবার পরিকল্পনা করবেন না। কারণ আপনার ভাগ্যে তা নেই।

আপনি খুব কঠোর পরিশ্রম করে, প্রচণ্ড মাথা খাটিয়ে বা কোন কোন ক্ষেত্রে জমি, খনি, খনিজ দ্রব্য যেমন কয়লা, সীসা, কংক্রিটের কাজ বা বৃহৎ গৃহ নির্মাণ করে,

নিজের ঘাড়ে সমস্ত দায়িত্ব নিয়ে যদি কোন কিছু করেন তবে আপনার সাফল্য লাভের সম্ভাবনা সমধিক।

সাধারণভাবে আপনার প্রকৃতি অতি গভীর। আপনি গভীরভাবে চিন্তা করতে পারেন। আপনি যুক্তি তর্কে পটু, যৌক্তিকতাপূর্ণ, যদি অবশ্য যা নিয়ে কথাবার্তা হচ্ছে, তা যদি আপনার যথেষ্ট আগ্রহ সৃষ্টি করে তবেই আপনি প্রতিপক্ষকে আক্রমণ করবেন বা নিজেকে রক্ষা করবেন।

আপনার উচ্চাশা অপরিসীম। কিন্তু তা কোনরকম মিথ্যা দম্ভ বা ক্ষমতা লাভের জন্য নয়। কিন্তু অত্যন্ত বিবেকনিষ্ঠভাবে আপনি এ বিষয়ে অগ্রসর হবেন, বিশেষ করে আপনি যদি বুঝতে পারেন এতে অপরের সাহায্য হবে।

যাঁরা মানসিক এবং সামাজিক অবস্থায় আপনার চেয়ে নীচু শ্রেণীর তাঁদের মধ্যে আপনি এক সৌহার্দ্য বন্ধন বোধ করবেন যাতে আপনার বিরুদ্ধে মন্তব্য শুনতে হবে এবং অনেক অসৎ উপায়ে আপনার শত্রুতা করবে।

যদি, মানুষের দোষ-ত্রুটি আপনার নজরে পড়ে আপনি তাদের কাজের সম্ভাব্য একটা যুক্তি খুঁজে বার করেন বা তাদের কাজের দায়িত্ব নিজের ঘাড়ে নিয়ে নেন।

জগতে আপনার স্থান যাই হোক না কেন, আপনি যে 'বিশেষ এক ব্যক্তিত্ব' অপরে তা চট করে ধরতে পারবে।

মাঝে মাঝে আপনি নিজের ক্ষমতা সম্বন্ধে হতাশ হয়ে পড়বেন, বিশেষতঃ এমন এক জায়গায় গিয়ে আপনি পৌঁছে থাকেন যেখান থেকে লোকের আর ভাল করা আপনার পক্ষে সম্ভব নয়।

আপনি প্রাণ খুলে আপনার মনের কথা কাউকে বলেন না, নিজের মনের মধ্যেই সব কিছু রেখে দেন। আপনি যখন অন্ধকারাচ্ছন্ন পথে চলেন, তখনও আপনার মুখ আলোকোজ্জ্বল থাকবে।

## অর্থ ভাগ্য

অনেক সুযোগ-সুবিধা পাওয়া সত্ত্বেও ভবিষ্যতের জন্য বেশি সঞ্চয় আপনি করতে পারবেন না। যদিও অপরকে আপনি চমৎকারভাবে উপদেশ দিতে পারবেন, নিজে কিন্তু যাতে ভাল হয় সেই অনুসারে চলেন না। আপনার বন্ধু-বান্ধবদের অবাক করে দিয়ে আপনার জীবনের শেষভাগে অপরকে অর্থ দিয়ে নিজে গরীব হয়ে যেতে পারেন বা আপনার উইলে অদ্ভুত শর্ত আরোপ করতে পারেন।

## স্বাস্থ্য

আপনার হঠাৎ অসুখ-বিসুখ করবে। শরীরের আভ্যন্তরীণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের প্রদাহ এবং তার ওপর সার্জনের ছুরি-কাঁচিও চলবে, কিন্তু তবুও দীর্ঘ দিন ধরে আপনি সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হয়ে কাটাবেন।

আপনার সাধারণের চেয়ে খাদ্যের ব্যাপারে বেশি নজর দেওয়া উচিত এবং দীর্ঘদিন নীচু স্যাঁতসেঁতে জায়গায় বসবাস করা আপনার উচিত নয়।

আপনার তলাকার প্রত্যঙ্গে আঘাত লাগতে পারে, গোড়ালীর দুর্বলতা বা গোড়ালী ঘুরে যেতে পারে, পড়ে গিয়ে দুর্ঘটনার জন্য মেরুদণ্ডে কোনরকম আঘাত লাগতে পারে।

আপনার সবচেয়ে সৌভাগ্যশালী সংখ্যা হচ্ছে '৪' এবং '৮' এবং তাদের যোগফল এবং এই সংখ্যাগুলি আপনার জীবনে এক বিশিষ্ট ভূমিকা নেবে।

আপনার চৌম্বকশক্তি বাড়াবার জন্য এই বর্ণগুলি পরিধান করা উচিত। যেমন ঘন বেগুনী রং, কালো নীল থেকে সব রকম ধূসর রং!

আপনার শুভরত্ন হচ্ছে কালো মুক্তা, কালো হীরক আর নীলা।

আপনার জীবনের স্মরণীয় বছরগুলি হচ্ছে ৪, ৮, ১৩, ১৭, ২২, ২৬, ৩১, ৩৫, ৪০, ৪৯, ৫৩, ৫৮, ৬২, ৬৭, ৭১ এবং ৮০ বছর।

বছরের যে কোন মাসেরই যদি কেউ '৪' বা '৮' এর ঘরে জন্মগ্রহণ করে থাকেন যেমন ৪, ৮, ১৩, ১৭, ২২, ২৬ এবং ৩১ তারিখে, তবে আপনি তাদের প্রতি প্রচণ্ড আকর্ষণ বোধ করবেন। কিন্তু সাধারণভাবে তারা আপনার ঘাড়ে তাদের বোঝা চাপিয়ে দেবে।

সব সময় বিশেষ বিশেষ লোক বিচার করে তাদের সঙ্গে আপনার চলাফেরা করা কর্তব্য। বন্ধু নির্বাচন সম্পর্কে বেশ স্বাধীনতা অবলম্বন না করলে বিপদে পড়তে পারেন। সব সময় সব দিকে নজর রেখে চলা কর্তব্য এদের।

**যে সব বিখ্যাত লোকের এই তারিখে জন্ম**

| | |
|---|---|
| ইলিকি কলিনুয় ( লেখিকা ) | ৮ই জানুয়ারী |
| বার্টন হোম্‌স্‌ ( ভ্রমণকারী, লেখিকা ) | " " |
| স্যার এফ্‌ মাইথন্‌ ( রয়্যাল একাডেমী ) | " " |
| আসমা ট্যাভেসা ( চিত্রশিল্পী )* | " " |
| ডেভিড লয়েড্‌ জর্জ ( প্রধানমন্ত্রী ) | ১৭ই " |
| ডাঃ হাচিন্স ( বিশ্ববিদ্যালয় প্রধান ) | " " |
| কার্ল লিম্‌লী ( চিত্র প্রযোজক ) | " " |
| মিসেস হেনরী উড ( লেখিকা ) | " " |
| মরিস্‌ জেস্ট ( প্রযোজক ) | " " |
| বার্নাডট্‌ ( সুইডেনের রাজা ) | ২৬শে " |
| লিউড টেলিগ্যান ( অভিনেতা ) | " " |
| অসকার অ্যাশে ( অভিনেতা ) | " " |
| স্যার জেমস্‌ হীদ ( লৌহ বিশেষজ্ঞ ) | " " |
| ডাঃ ব্রিপেজ ( স্ত্রী হত্যাকারী ) | " " |

* বিখ্যাত চিত্রশিল্পী আস্‌মা ট্যাভেসা আমার সংখ্যাতত্ত্বে প্রচুর বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর নিজের জীবনের ওপর ৮ সংখ্যার প্রভাব তিনি নিজে বারবার স্বীকার করেছেন।

## দশম অধ্যায়

# যাঁরা জানুয়ারী মাসের ৯, ১৮ এবং ২৭ তারিখে জন্মগ্রহণ করেছেন

এই মাসের ৯ সংখ্যার লোকেরা ঃ

আপনি যদি উপরোক্ত যে কোন দিনে জন্মে থাকেন তবে জ্যোতিষ মতে এবং কিরোর চ্যালদিন সংখ্যাতত্ত্বের প্রণালী হিসাবে আপনি মকরের ঘরে পৃথিবীর তৃতীয় ঘরে ধনাত্মক শনির ক্ষেত্রে মঙ্গল এবং শনির স্পন্দনে জন্মলাভ করেছেন।

জানুয়ারী মাসে জাত ব্যক্তিদের মতই আপনার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং প্রবণতা হবে, কিন্তু মঙ্গলের প্রভাব আপনার জীবনকে ঘটনাবহুল, উত্তেজনাপূর্ণ অথচ অদৃষ্টবাদী করবে। যে সমস্ত অবস্থার ওপর আপনার নিজের কোন নিয়ন্ত্রণাধিকার নেই সেই সব ঘটনা আপনার জীবনে আজীবন ঘটবে। আপনি যাই করতে যান না কেন আপনি উর্ধ্বে উঠে যাবেন, কিন্তু বহু উত্থান-পতনের খাদ বেয়ে আপনার ভাগ্য প্রবাহিত হবে। এক এক সময় মনে হবে যে, ভাগ্য সব বিষয়েই আপনার সহায়ক আবার এক এক সময় মনে হবে ভাগ্যের নিদারুণ পরিহাসে আপনি জর্জরিত। আপনি যদি ধনীর ঘরে জন্মগ্রহণ না করে থাকেন তবে আপনার জীবন শুরু করার সময় অত্যন্ত কঠোর এবং কষ্টকর বাস্তবতার সঙ্গে আপনাকে লড়াই করতে হবে।

প্রায় ৩৩ বছর থেকে ৩৫ বছর বয়স অবধি আপনার প্রকৃতি এবং বাসনার সঙ্গে খাপ খায় না, এমনই অত্যন্ত বিরক্তিকর কাজে আপনাকে লেগে থাকতে হবে।

আপনি অত্যন্ত উচ্চাভিলাষী এবং যতক্ষণ না আপনার পরিচিতদের সমান হচ্ছেন বা তাদের উর্ধ্বে না উঠছেন, ততদিন আপনি কর্মে কোন অবহেলা করেন না। আপনার মধ্যে প্রভূত পরিমাণে সাহস এবং আত্মবিশ্বাস আছে যা আপনাকে জীবন যুদ্ধে প্রভূত পরিমাণে সাহায্য করবে।

আপনার মধ্যে পরিচালনা এবং গঠন শক্তি খুব বেশি পরিমাণে বিদ্যমান, কিন্তু আপনার নিজের মঙ্গলের জন্য কোন বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রে আপনার পরিধি বিস্তার করা উচিৎ।

সরকারী কাজে কোন উচ্চপদ বা কোন বাণিজ্য বা ফ্যাক্টরীতে দায়িত্বপূর্ণ পদে আসীন হতে পারলে আপনার প্রকৃতি তুষ্ট হয়।

আপনি দুঃসাহসিকতা এবং উত্তেজনা ভাল বাসেন, যার ফলে বহুবার বহুরূপে বিপদের সম্মুখীন আপনাকে হতে হবে।

আপনাকে জীবনে বহু দুর্ঘটনার সম্মুখীন হতে হবে এবং অদ্ভুত পরিবেশে আপনার জীবন সংশয় হতে পারে।

পরিশ্রমী এবং সঞ্চয়ী বলেই আপনি যে কোন শিল্পেই নিয়োজিত থাকুন না কেন

তাতে সফল হবেন। কিন্তু ভিতরে ভিতরে আপনার মধ্যে-বেশ কিছু জুয়ারী মনোবৃত্তি আছে। যার ফলে আপনি মাঝে মাঝে এমন ঝুঁকি নেবেন, যাতে আপনার বিলুপ্ত হবার সম্ভাবনা অবধি থাকবে।

আপনি অজানিতভাবে শত্রু সৃষ্টি করবেন। ফলে অনেক গুপ্ত শত্রু আপনার বিরুদ্ধে দল বেঁধে শত্রুতা করতে চেষ্টা করবে এবং অভাবিত সূত্র থেকে আপনার বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতা আসবে।

বিবাহ দ্বারা সমাজে আপনার স্থান বেশ পাকা হয়ে যাবে, কিন্তু এই বিষয়ে শেষ জীবনে আপনার সব অদ্ভুত অভিজ্ঞতা লাভ হবে।

আপনি চট করে চটে যান এবং আপনার মেজাজও বেশ খিটখিটে। আপনি অত্যন্ত অনমিত প্রকৃতির এবং গোঁয়ার। ফলে আপনি অত্যন্ত শক্তিশালী শত্রুর সৃষ্টি করবেন এবং বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে বন্ধুবেশী শত্রুর বিশ্বাসঘাতকতার দরুন আপনার অপদস্থ হবার যোগ আছে।

## অর্থ ভাগ্য

আপনি যদি জানুয়ারী মাসের ১৮ই বা ২৭শে তারিখে জন্মগ্রহণ করে থাকেন তবে ৩৫ বছর থেকে ৩৬ বছরের মধ্যে আপনার প্রভূত অর্থের উপর নিয়ন্ত্রণ করবার অধিকার এসে যাবে বা বহু অর্থ আপনার হাত দিয়ে যাতায়াত করবে। তারপর থেকে আপনার জীবনের শেষ ভাগ অর্থাৎ আপনার অর্থ সম্বন্ধে যত্নশীল এবং সাবধানতা অবলম্বন করা বাঞ্ছনীয় যদি আপনি জীবনের শেষ ভাগ অবধি আপনার অর্থভাগ্য এবং জাগতিক স্থান অক্ষত রাখতে চান।

## স্বাস্থ্য

স্বাস্থ্যের দিক দিয়ে দেখতে গেলে প্রথম থেকেই আপনার স্বাস্থ্য খুব মজবুত থাকবে এবং শারীরিক গঠন হবে খুব শক্ত, এইভাবে বৃদ্ধ অবস্থা অবধি চলবে তারপর অতি ব্যবহৃত হৃদযন্ত্র আস্তে আস্তে জানান দেবে। আপনি যদি বিশ্রাম নেন এবং খাটা খাটুনি না করেন, তবে সেই ভয়ঙ্কর দিনটিকে কিছুদিন ঠেকিয়ে রাখতে পারবেন তবুও পূর্ব থেকে কোন রকম সতর্কতা না দিয়েই আপনার মৃত্যু হবে।

আপনার শুভজনক সংখ্যা হচ্ছে '৯' এবং এর যোগফলগুলি। আপনার দরকারী পরিকল্পনাগুলি বা ইচ্ছাগুলিকে রূপ দেবার জন্য ৯, ১৮, ২৭ এই তারিখগুলি ব্যবহার করুন।

'৪' এবং '৮' সংখ্যা এবং তাদের যোগফল এবং এই সংখ্যার ব্যক্তিরা যেমন ৪, ৮, ১৩, ১৭, ২২, ২৬, ৩১ তারিখ, তারা যে কোন মাসেই জন্মে থাকুক না কেন, তারা আপনার জীবন এবং জীবিকায় একটা বিশিষ্ট অংশ নেবে। কিন্তু কোনরকম

সৌভাগ্য তারা আনবে না। নিয়মিত বিধি হিসাবেই তাদের সঙ্গে বা ওই তারিখের সঙ্গে আপনাকে মিলতে হবে।

ব্যক্তিগতভাবে এই '৪ এবং '৮' সংখ্যাটি আপনি যতদূর সম্ভব পরিহার করে চলুন।

আপনার চৌম্বকশক্তি বাড়াবার জন্য এবং নিজেকে আরও সৌভাগ্যশালী করবার জন্য এই বর্ণগুলি ব্যবহার করুন।

মঙ্গল—সবরকম গোলাপের রং, লাল বা লালচে।

আপনার শুভপ্রদ রত্ন হচ্ছে চুণী, গার্নেট এবং ব্ল্যাকস্টোন।

আপনার জীবনে সবচেয়ে স্মরণীয় বছরগুলি হচ্ছে—৯, ১৮, ২৭, ৩৬, ৪৫, ৫৪, ৬৩, ৭২, ৮১ এবং ৯০।

যদি কেউ যে কোন মাসেরই হোক না কেন মাসের ৩, ৬ বা ৯ তারিখে বা তাদের যোগফলে জন্মগ্রহণ করে থাকেন, তবে তাঁদের প্রতি আপনি অত্যন্ত বেশি আকর্ষণ বোধ করবেন।

মাঝে মাঝে আপনার মধ্যে একটা প্রচণ্ড ক্রোধ জেগে উঠতে পারে অন্যায় দেখলে। এদিক থেকে সময়ে সচেষ্টা রাখার চেষ্টা করলে তা শুভ হবে। তাছাড়া মাঝে মাঝে একটা দার্শনিক ভাব বা অতীন্দ্রিয় ভাব মনে দানা বাঁধতে পারে। উদাস মনোভাব হতে পারে। আবার মাঝে মাঝে কর্মে প্রবল মনোযোগ দেখা যাবে।

**যে সব বিখ্যাত লোকের এই তারিখে জন্ম**

| | | |
|---|---|---|
| কেরী চ্যাপম্যান ক্যাট ( ক্রুসেডার ) | ৯ই | জানুয়ারী |
| লেনা আঁদ্রে ( অভিনেত্রী ) | ” | ” |
| ভিলসা ব্যাঙ্কি ” | ” | ” |
| উইলিয়াম গ্রিফ্থ ( চিত্রশিল্পী ) | ” | ” |
| অলিভার হার্ডি ( অভিনেতা ) | ১৮ই | ” |
| ড্যানিয়েল ওয়েবস্টার ( রাজনীতিক ) | ” | ” |
| চার্লস্ কীন্ ( অভিনেতা ) | ” | ” |
| ম্যানুয়েল গম্পারস ( নেতা ) | ২৭শে | ” |
| কাইজার ( জার্মান নেতা ) | ” | ” |
| জেম্স্ গ্রীয়ারসন ( জেনারেল )* | ” | ” |
| মোজার্ট ( সংগীতশিল্পী ) | ” | ” |

* জেনারেল স্যার জেমস্ গ্রীয়ারসন যেমন একদিকে প্রচুর খ্যাতি অর্জন করেন। কিন্তু পরবর্তী জীবনে তিনি একদিন বিশ্রাম নিচ্ছিলেন কাজের শেষে। হঠাৎ তিনি চেয়ার থেকে পড়ে গিয়ে দেহত্যাগ করেন। অনেকে বলে তাঁকে বিষপ্রয়োগ করে হত্যা করা হয়।

## একাদশ অধ্যায়

# সাধারণভাবে ফেব্রুয়ারী মাসে জন্মানোর ফল। এই সময় জন্মগ্রহণ করলে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, ভাবধারা, অর্থ ভাগ্য এবং স্বাস্থ্য

কুম্ভ চিহ্নকে শনির ঋণাত্মক ঘরও বলে যা জানুয়ারী মাসের ২১ তারিখের কাছাকাছি আরম্ভ হয়ে পূর্বেকার চিহ্ন দ্বারা ৭দিন আচ্ছন্ন থেকে তারপর ২৮শে জানুয়ারী বা ১লা ফেব্রুয়ারী থেকে প্রবল শক্তিমত্তার সঙ্গে পূর্ণবলী হয়ে ১৯শে ফেব্রুয়ারী অবধি রাজত্ব করে, তারপর আগত চিহ্ন মীনের প্রভাবের কাছে হতবলী হয়ে পড়ে।

**বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ** এই দুই সময়ের মধ্যবর্তী সময়ে যাঁরা জন্মগ্রহণ করেছেন, তাঁরা দুই গ্রহেরই ফলাফল পান। যেমন ২১শে জানুয়ারী থেকে ২৮শে জানুয়ারী পর্যন্ত মকর এবং কুম্ভের প্রভাব এবং ১৯শে ফেব্রুয়ারী থেকে ২৭শে ফেব্রুয়ারীর মধ্যে জন্মালে কুম্ভ এবং মীনের প্রভাব দুটোই থাকে।

আপনি যদি ফেব্রুয়ারী মাসে জন্মগ্রহণ করে থাকেন তবে আপনি অত্যন্ত অনুভূতিশীল এবং সহজেই মনে আঘাত বা ব্যথা পান। আপনার বহুলোকের সঙ্গে জানাশোনা থাকলেও আপনি প্রায়শই একলা একলা বোধ করবেন।

স্নেহ-প্রীতির ব্যাপারে আপনি উচ্ছ্বাস প্রকাশ করতে পারেন না এবং ভালবাসার পাত্রের কাছেও আপনি নিজেকে মেলে ধরতে পারেন না। কিন্তু ভালবাসার পাত্রের কাছে আপনি অতি বিশ্বস্ত থাকেন এবং তাদের জন্য বা নিজে যা ঠিক মনে করেন তার জন্য শেষ পর্যন্ত ভীষণভাবে যুদ্ধ করে যান।

আপনি যাদের সংস্পর্শে আসেন তাদের সম্বন্ধে আপনার গভীর অন্তর্দৃষ্টি থাকে এবং সচরাচর সব ক্ষেত্রেই আপনার ধারণা সঠিক প্রমাণিত হয়। আপনি চট করে লোকদের ধরতে পারেন কিন্তু আপনি অত্যন্ত অনুভূতিশীল বলে এবং অপরকে আঘাত করতে চান না বলে আপনার অভিমত আপনি নিজের মধ্যে লুকিয়ে রেখে দেন, কাউকে বলেন না।

আপনি নিজের অভিমত প্রকাশ করতে পারেন না বলে আপনার স্নায়ুমণ্ডলী একটু চড়া সুরে বাঁধা থাকবে। ফলে সময়ে সময়ে আপনার স্নায়ুমণ্ডলী বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে।

আপনি যদি কখনও নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে নিজের মনে যা আছে তা যদি ব্যক্ত করে ফেলেন তবে বিবেকের পীড়নে ভুগবেন এবং যা বলে ফেলেছেন তার জন্য তীব্র অনুশোচনা বোধ করবেন এবং তা মেরামত করবার জন্য একেবারে অপর প্রান্তে চলে যাবেন।

জনসাধারণের মঙ্গলের জন্য আপনি সক্রিয় হবেন বা এমন কোন কাজে লেগে থাকবেন যাতে আপনি জনসাধারণের মঙ্গল করতে পারেন এবং অপরের দুঃখ মোচনের

জন্য অবাধে অর্থ ব্যয় করতে পারেন। আপনি ব্যক্তি বিশেষের চেয়ে দাতব্য প্রতিষ্ঠানে সাহায্য করতে ভালবাসেন, কারণ আপনি ভয় পান যে ব্যক্তি বিশেষ আপনার উপর চড়াও হয়ে সুবিধা নেবে এবং নানারকম আজগুবি দুর্ভাগ্যের গল্প বলবে।

আপনার মন অত্যন্ত যৌক্তিকতাপূর্ণ এবং সাধারণের সঙ্গে ধীর স্থির ভাবে যুক্তি-তর্ক করতে আপনি ভালই বাসেন।

ব্যবসা সম্বন্ধে আপনার ধ্যান-ধারণা অতি উচ্চশ্রেণীর হবে এবং অপরকে এ বিষয়ে চমৎকার উপদেশ দেবেন। কিন্তু সাধারণভাবে আপনি অপরের হয়ে দায়িত্বপূর্ণ এবং বিশ্বস্ত পদে থেকে অনেক বেশি সাফল্য লাভ করবেন।

বিশেষ অবস্থা বিপর্যয় বা কর্তব্যের 'ডাক' না এলে আপনার অন্তর্নিহিত গুণাবলীসমূহ বিকাশের পথ খুঁজে পায় না, কিন্তু যদি একবার 'ডাক' আসে তবে আপনি সবরকম বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করে উপরে উঠবেন এবং আপনার অন্তর্নিহিত শক্তি এবং প্রতিভা দেখে প্রত্যেকে অবাক হয়ে যাবে।

আপনি যদি আপনার অনুভূতিশীলতা জয় করে আত্মবিশ্বাস অর্জন করতে পারেন তবে দুনিয়ায় এমন কোন কাজ নেই যা আপনি করতে পারেন না।

আপনার সাফল্যের সর্বাধিক সম্ভাবনা হচ্ছে জনগণের যাতে মঙ্গল হয় এমন কোন বিরাট কর্মকাণ্ডে নিজেকে নিযুক্ত রাখলে। এই চিহ্নে যাঁরা জন্মগ্রহণ করেছেন, তাঁরা যদি একবার জেগে ওঠেন তবে সচরাচর তাঁরা মানবজাতির কল্যাণের জন্য বিশেষ নাম রেখে যান বা এমন কিছু আবিষ্কার করেন, যা সাধারণভাবে জগতের বিশেষ মঙ্গল করে।

যাতে জনগণ বিপুলভাবে অংশ নেয় এমন কোন কাজে আপনি গভীরভাবে অনুরক্ত থাকবেন। আপনি যে দেশেই বাস করুন না কেন তাতে আপনি নিজের দেশের মতনই থাকবেন এবং জাতীয় জীবনে প্রয়োজন এমন সব অনুষ্ঠানে আপনি লিপ্ত থাকবেন।

যদিও আপনি নিজেকে নিয়ে থাকতেই ভালবাসেন তবুও আপনি যেখানে প্রচুর জনসমাগম হয় যেমন থিয়েটার, আনন্দানুষ্ঠান, যে মিটিং এ প্রচুর জনসমাবেশ, এর মধ্যে যেতে আপনি ভালবাসেন।

আপনার নিজের স্নায়ুমণ্ডলী যদিও সবসময় উত্তেজিত থাকে তবে এটা একটা অদ্ভুত ব্যাপার যে উত্তেজিত ব্যক্তি বা যারা হিস্টিরিয়া গ্রস্ত বা পাগল তাদের নিয়ন্ত্রণ করবার আপনার মধ্যে এক অদ্ভুত ক্ষমতা থাকবে এবং জীবন-পথে চলতে গিয়ে এমনই বহু চরিত্রের সম্মুখীন আপনাকে বারবার হতে হবে।

আপনি যদি বড়লোকের ঘরে জন্মগ্রহণ করে থাকেন, তবে আপনার অন্তর্নিহিত গুণাবলীর ফুটে ওঠবার সম্ভাবনা খুব কম। জীবনস্রোতে শুধুই ভেসে যাবেন যখন আর কোন পরিবর্তন সম্ভব নয় বা বড্ড দেরী হয়ে গেছে।

অন্য সব শ্রেণীর চেয়ে সঙ্গী-সাথী বাছার ব্যাপারে আপনার খুব সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত। কারণ আত্মবিশ্বাস আপনার মধ্যে কম বলে আপনি যাদের নিকটবর্তী হচ্ছেন তাদের দ্বারা প্রভাবিত হতে পারেন।

## স্বাস্থ্য

আপনি স্নায়বিক কোন অসুখে বা যকৃত, গল ব্লাডার এবং পেটের উপরিভাগের কোন অসুখে ভুগতে পারেন, যা ডাক্তারেরা চট করে ধরতে পারবেন না বা আপনার কষ্ট কমাতে পারবেন না। বিজ্ঞাপন দেখে হাতুড়ে ডাক্তারের ওষুধ খাবার আপনার সমধিক সম্ভাবনা আছে এবং বন্ধু-বান্ধবের জন্য কোন টনিক বা বড়ি সবসময়েই আপনি ডাক্তার না হয়েও প্রেসক্রাইব করে যান।

সাধারণভাবে রক্ত সঞ্চালনের অপ্রাচুর্য, রক্তহীনতা, মাথার এবং পিছনে ব্যথা, বুক ধড়ফড় করা এবং হৃদযন্ত্রের দুর্বলতা, মূত্রস্থলী এবং কিডনীর অসুখ এবং উদরী থেকে আপনার ভোগবার সম্ভাবনা আছে। এ ছাড়াও পায়ে অদ্ভুতভাবে আঘাত লাগবার, পা ঘুরে যাওয়া, গোড়ালী মচকে যাওয়া বা হাড় ভেঙ্গে যাওয়া থেকে আপনি প্রাপ্ত বয়সে কষ্ট পাবেন।

## অর্থভাগ্য

এই চিহ্নটির ওপর শনি এবং ইউরেনাস কর্তৃত্ব করে বলে আপনার ভাগ্যের হঠাৎ বিরাট পরিবর্তন হতে পারে। আপনার সব সময়েই অনভিপ্রেত এবং নিষ্ঠুর ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য তৈরী থাকা উচিত এবং অনিশ্চিত ও যাতে বেশি বাধা-বিঘ্ন আছে এসব বিষয়ে অত্যন্ত যত্নশীল হওয়া উচিত। এ চিহ্নটি কিন্তু কোন রকম ট্রাস্ট, বীমা কোম্পানী, বৈদ্যুতিক সংগঠন, উড়োজাহাজ এবং কোন আবিষ্কার থেকে সৌভাগ্য ইঙ্গিত করে।

আপনি যদি অত্যন্ত সাবধানী না হন, তবে আপনার রোজগারের কোন স্থিরতা থাকবে না এবং আপনার ভাগ্যের মধ্যেই অনিশ্চয়তা দেখা দেবে সবচেয়ে বেশি। জীবনের কোন সময়ে এক অভাবিত সূত্র থেকে হঠাৎ প্রচুর অর্থ পেয়ে যেতে প্যারেন যে কেউ কল্পনাই করতে পারে না।

বিবাহ, যোগাযোগ, পার্টনারশিপ প্রভৃতিতে আপনার সবচেয়ে সামঞ্জস্যপূর্ণ সম্পর্ক হবে যাঁরা রাহুর তৃতীয় ঘরে আপনার চিহ্ন কুম্ভে, ২১শে জানুয়ারী থেকে ১৯শে ফেব্রুয়ারীর মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছেন বা মিথুন চিহ্নে অর্থাৎ বায়ুর প্রথম ঘরে ২১শে মে থেকে ২০ শে জুন-এর মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছেন বা তুলা চিহ্নে অর্থাৎ বায়ুর দ্বিতীয় ঘরে ২১শে সেপ্টেম্বর থেকে ২০শে অক্টোবরের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছেন। এবং এসব চিহ্নের সাতদিন আগে ও সাতদিন পরে যাঁরা জন্মগ্রহণ করেছেন। তা ছাড়াও আপনার জন্ম চিহ্নের ঠিক উল্টোদিকে যিনি জন্মগ্রহণ করেছেন অর্থাৎ জুলাই মাসের শেষ ভাগ থেকে আগষ্ট মাসের শেষভাগ অবধি।

দ্বাদশ অধ্যায়

# যারা ফেব্রুয়ারী মাসের ১, ১০, ১৯ বা ২৮ তারিখে জন্মেছেন

এই মাসের ১ সংখ্যার লোকেরা।

আমরা এবার ফেব্রুয়ারী মাসের জন্মদিন নিয়ে আলোচনা করবো।

আমি পূর্বেই বলেছি যে মকরের ( জানুয়ারী ) অধিপতি ধনাত্মক শনি এবং কুম্ভ চিহ্নের অধিপতি হচ্ছে ঋণাত্মক শনি।

প্রত্যেক চিহ্ন শুরু হবার মুখে একটা দ্বৈতভূমি আছে, যেখানে এক চিহ্নের উপর আর এক চিহ্নের প্রভাব পড়ে।

২১শে জানুয়ারী থেকে ২৮শে জানুয়ারী মকর এবং কুম্ভের দ্বৈত ভূমি। ২১শে জানুয়ারী থেকে প্রত্যেক দিন মকরের ক্ষমতা ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে এবং কুম্ভের ক্ষমতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এইভাবে ২৮শে জানুয়ারীর কাছাকাছি থেকে কুম্ভ চিহ্ন যার অধিপতি হবে ঋণাত্মক শনি পূর্ণ বলে বলীয়ান হয়ে রাজত্ব করে ১৯শে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত, তারপর আগত চিহ্ন মীনের কাছে ক্ষমতা হারাতে শুরু করে।

সুতরাং আমরা দেখছি যে ফেব্রুয়ারী মাসের প্রায় পুরোটাই কুম্ভ চিহ্নের অধীনে আসে যার অধিপতি হচ্ছে ঋণাত্মক শনি বায়ুর তৃতীয় ঘরের মালিক।

এই জন্য ফেব্রুয়ারী ওই তারিখের জন্ম দিনের মতনই হবে। কিন্তু এঁরা ঋণাত্মক শনির অধীনে বলে অদৃষ্টবাদীতা এঁদের অনেক কম থাকবে।

আপনি যদি ফেব্রুয়ারী মাসের ১৯ তারিখ অবধি উপরোক্ত দিনগুলিতে জন্মগ্রহণ করে থাকেন, তবে জ্যোতিষ শাস্ত্র এবং কিরোর চ্যালদিন সংখ্যাতত্ত্বের নিয়ম অনুযায়ী আপনি বায়ুর তৃতীয় ঘর কুম্ভ চিহ্নে ঋণাত্মক শনির আধিপত্যে রবি, ইউরেনাস এবং শনির স্পন্দনে জন্মগ্রহণ করেছেন। জানুয়ারী মাসে ঋণাত্মক শনির প্রভাবে যাঁরা জন্মগ্রহণ করেছেন, তাঁদের চেয়ে আপনারা কম অদৃষ্টবাদী হবেন।

আপনার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং ভাবধারা পূর্বোক্ত ফেব্রুয়ারী মাসের জাতকের মতনই হবে। কিন্তু আপনি ১, ১০ বা ১৯ তারিখে বেশি স্বচ্ছন্দে আপনার পরিকল্পনা বা উচ্চাশাকে রূপ দিতে পারেন।

আপনার বাল্যজীবন হবে নিশ্চিত এবং সক্রিয়। কিন্তু অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা সব আপনার পরিবারের মধ্যে ঘটবে এবং তাঁরা আপনার জন্য যা পরিকল্পনা করেছিলেন তা করা সম্ভব হবে না এবং খুব অল্প বয়সেই আপনার নিজের পথ আপনাকে নিজে বেছে নিতে হবে।

আপনার বহুমুখী যোগ্যতা থাকবে এবং মৌলিক চিন্তাধারাও আপনার মধ্যে বিদ্যমান। আপনার উচ্চাশা গগনচুম্বী, ইচ্ছাশক্তি অদম্য এবং দৃঢ়তা অসীম এবং সৌভাগ্য শীর্ষে আরোহণ করবার জন্য আপনি বহুভাবে প্রচেষ্টা নেবেন।

আপনার প্রতি ঈর্ষাবশতঃ শত্রুরা আপনার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবে এবং অসাধু পথ নেবে এবং প্রথম জীবনে যে জীবিকাই গ্রহণ করতে যান না কেন, তাতে বহু পরিবর্তন হবে।

আপনি অন্য লোকদের সঙ্গে ব্যবহারে মোটেই সৌভাগ্যশালী হবেন না এবং পার্টনার বা সহকর্মীদের সঙ্গে কাজ-কারবারে খুব সাবধানী হওয়া উচিত।

আপনার পরিকল্পনা যাই হোক না কেন আপনি একলা কাজ করলে তাতে সাফল্য লাভের সম্ভাবনা বেশি, কারণ অপরে আপনাকে সহজেই ঠকাতে পাবে বা আপনার অর্থ অপহরণ করতে পারে।

আপনার সবসময়ই লক্ষ্য খুব উঁচু হওয়া দরকার এবং যারা আপনাব চেয়ে উচ্চে আছে, তাদের সংস্পর্শে আসতে আপনার চেষ্টা করা উচিত।

## অর্থ ভাগ্য

অপরের অর্থের প্রশ্ন যেখানে জড়িত, সেখানে কোনরকম জুয়াখেলা বা ফাটকা খেলা আপনার উচিত নয়। মাঝে মাঝে অর্থ রোজগারের প্রবল বাসনায় আপনি নিজের ক্ষমতার বাইরে চলে যেতে পারেন।

যাঁরা বিশেষ ধরনের এক বৃত্তি অনুসরণ করেন যেমন ডাক্তার, উকিল, ব্যারিস্টার, অভিনেতা, শিল্পী প্রভৃতি ব্যক্তির ফেব্রুয়ারী মাসে জন্ম, তাঁদের অর্থসঞ্চয় বা টাকা হাতে রাখা শক্ত। অপরদিকে যাঁরা বেশ বলিষ্ঠ জীবিকায় আছেন যেমন ব্যাঙ্কার, অর্থ বিনিয়োগকারী বা বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজার তাঁদের এ মাসে জন্মানো শুভপ্রদ। কারণ এই চিহ্নের লোকেরা নিজের চেয়ে অপরের সম্বন্ধে কথাবার্তা বলতে পারেন অনেক ভাল। আপনি যদি ২৮শে ফেব্রুয়ারী জন্মগ্রহণ করে থাকেন, তবে আপনি মীন চিহ্নের শুরু হবার মুখে পড়েছেন, ঋণাত্মক শনির কুম্ভের ঘরে নয়। এতে আপনি বাধা-বিঘ্ন অনেক কম ভোগ করবেন এবং আপনি যে জীবিকাতেই নিযুক্ত থাকুন না কেন, তাতে আপনি যথেষ্ট সাফল্য লাভ করবেন।

## স্বাস্থ্য

আপনি যদি ফেব্রুয়ারী মাসের ১, ১০ বা ১৯ তারিখে জন্মগ্রহণ করে থাকেন তবে আপনি মানসিক প্রাণ-প্রাচুর্যে ভরপুর থাকবেন। কিন্তু ২৬শে ফেব্রুয়ারী যাঁরা জন্মগ্রহণ করেছেন, তাঁদের মত শারীরিক ভাবে শক্তিশালী হবেন না। আপনার পরিপাক যন্ত্র সহজেই বিদ্রোহ ঘোষণা করবে, তার জন্য আপনার হালকা ধরনের আহার হওয়া উচিত এবং সাধারণের চেয়ে আপনার ঘুমোনোরও দরকার বেশি। আপনার শারীরিক কাঠামো কিন্তু অত্যন্ত মজবুত হবে এবং আপনি অল্পেই অসুস্থতাকে দূর করতে পারবেন।

আপনার সবচেয়ে সৌভাগ্যশালী সংখ্যা হচ্ছে '১' সংখ্যা যা রবিকে নির্দেশ দেয় এবং '৪' যা ইউরেনাসকে নির্দেশ দেয়।

আপনি দরকারী কিছু করতে হলে এই সংখ্যাগুলি বা এর যোগফলের দিনে

আপনার কাজগুলি করতে চেষ্টা করবেন। যেমন, ১, ৪, ১০, ১৩, ১৯, ২২, ২৮ এবং ৩১ তারিখ।

আপনার চৌম্বকশক্তি বাড়াবার জন্য এবং নিজেকে আরও সৌভাগ্যশালী করবার জন্য আপনার পরিধেয় বস্ত্রে রবি এবং ইউরেনাসের বর্ণ ব্যবহার করুন।

রবির বর্ণ হচ্ছে সবরকম স্বর্ণ বর্ণ, হলুদ এবং সোনালী, বাদামী। ইউরেনাসের বর্ণ হচ্ছে সবরকম স্যাফায়ার, ঘন নীল এবং ধূসর রং।

আপনার শুভ রত্ন হচ্ছে হীরক, স্যাফায়ার, এ্যাম্বার এবং টোপাজ।

আপনার জীবনের সবচেয়ে স্মরণীয় বর্ষ হচ্ছে ১০, ১৩, ১৭, ২২, ২৮, ৩১, ৩৭, ৪০, ৪৬, ৪৯, ৫৫, ৫৪, ৬৭ এবং ৭৩ বৎসর।

আপনি যদি ফেব্রুয়ারী মাসের ১৯ বা ২৮ তারিখে জন্মগ্রহণ করেন, তবে আপনি আগত চিহ্ন মীনের প্রভাবে পড়বেন, যার অধিপতি হচ্ছেন বৃহস্পতি। এই দুই তারিখে জন্মানো ফেব্রুয়ারী মাসের ১ বা ১০ তারিখের চেয়ে অনেক মঙ্গলজনক।

১৯শে ফেব্রুয়ারী যদি আগত চিহ্ন মীনের দ্বৈতভূমি ধরা যায় তবে এই সংখ্যা এবং ২৮শে ফেব্রুয়ারীর মঙ্গলজনক সংখ্যা হচ্ছে রবি এবং ইউরেনাসের সংখ্যা ড্যাস দিয়ে ১—৪ এবং '৩' সংখ্যা যা হচ্ছে জুপিটারের সংখ্যা।

ঋণাত্মক বৃহস্পতির দ্বৈতভূমিতে জন্মগ্রহণ করবার জন্য এঁরা অনেক বেশি সৌভাগ্যশালী হন। যে কোন কাজেই তাঁরা লিপ্ত থাকুন না কেন, তাঁরা তাঁদের উচ্চাশা পূরণ করবার জন্য অনেক স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারবেন। নানা রকম বাধা-বিঘ্ন যারা জানুয়ারী মাসের ১, ১০, এবং ১৯ তারিখ থেকে আরম্ভ করে ১৯শে ফেব্রুয়ারী তারিখে জাত, তাদের প্রতিহত করে, কিন্তু এদের সে বাধা থাকবে না। তাদের এই ভীষণ অদৃষ্টবাদী সংখ্যা '৮' এর মোকাবিলা করতে হবে না। এদের সংখ্যাগুলি ১—৪ এবং '৩' সংখ্যা যেমন ১, ৪, ১০, ১৩, ১৯, ২২, ২৮, ৩১ এবং যদি ১৯শে বা ২৮শে ফেব্রুয়ারী জন্মগ্রহণ করে থাকেন তবে ৬, ১২, ২১ এবং ৩০।

আপনি যদি উপরোক্ত সময়ে জন্মগ্রহণ করে থাকেন, তবে আপনার শুভরত্ন এবং শুভ বর্ণ '১' সংখ্যার মতই হবে। তবে এক্ষেত্রে যাঁরা ১৯শে বা ২৮শে ফেব্রুয়ারী জন্মগ্রহণ করেছেন তাঁদের সঙ্গে বৃহস্পতির বর্ণও যোগ হবে। যেমন সবরকম বেগুনী রং, মেজেণ্টা এবং উজ্জ্বল বেগুনী রং আর বৃহস্পতির রত্ন হচ্ছে এমেথিষ্ট।

সবচেয়ে বেশি পরিবর্তন হবে স্বাস্থ্যের ব্যাপারে। আপনি যদি ১৯শে বা ২৮শে ফেব্রুয়ারী জন্মগ্রহণ করে থাকেন তবে আপনার আশ্চর্যভাবে প্রবল জীবনীশক্তি থাকবে যা হয়তো আপনি সময়ে অত্যধিক পরিশ্রম করে বা অপব্যয় করে নষ্ট করে ফেলতে পারেন। আপনি প্রতিদিনই যেন ঠিক সূর্যের মত বীর্যে পরিপূর্ণ হয়ে জেগে উঠবেন আর একটি দিন শুরু করবার জন্য। তবে আপনার যকৃত সংক্রান্ত

কোন অসুখ, রক্ত দূষিত হওয়া এবং চট করে ঠাণ্ডা লেগে যাবার প্রবণতা থাকে এবং কোন সময়ে প্লুরিসি বা ফুসফুসের দুর্বলতায় ভুগতে পারেন।

যাঁরা যে কোন মাসেই হোক না কেন যদি তাঁর জন্মদিন '১', '৩' বা '৪' হয় যেমন ১, ৩, ৪, ১০, ১২, ১৩, ১৯, ২১, ২২, ২৮, ৩০ এবং ৩১ তারিখ হয়, তবে আপনি তাঁদের প্রতি এক সহজাত আকর্ষণ বোধ করবেন।

আপনার জীবনে সবচেয়ে স্মরণীয় পরিবর্তন ১০, ১৩, ১৯, ২২, ২৮, ৩১, ৩৭, ৪০, ৪৬, ৪৯, ৫৫, ৫৮, ৬৪, ৬৭, ৭৩, এবং ৭৬ বছর বয়সে।

সব সময় শুভ তারিখ ও শুভ বর্ষ দেখে হিসাব করে নিলে তাতে আপনার জীবনের ওপর শুভ ফল পড়বে।

## যে সব বিখ্যাত লোকের এই তারিখে জন্ম

| | |
|---|---|
| ফেডর চ্যালিপিন ( বিখ্যাত গায়ক ) | ১লা ফেব্রুয়ারী |
| ক্ল্যারা রাট ( সুন্দরী শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী ) | " " |
| হেলেন চ্যাণ্ডলার ( অভিনেত্রী ) | " " |
| ক্লার্ক গেবল ( শ্রেষ্ঠ অভিনেতা ) | " " |
| ভিক্টোরিয়া হার্বার্ট ( গীতিকারিকা ) | " " |
| চার্লস ল্যাণ্ড( লেখক ) | ১০ই " |
| লর্ড চার্লস বেরেস কোল্ড ( এডমিরাল )* | " " |
| স্যামুয়েল গ্রিমসল ( নৌসেনাপতি ) | " " |
| অ্যাডেলিনা প্যাটি ( বিখ্যাত মহিলা লেখিকা ) | " " |
| মালি ওবেরন ( চিত্র পরিচালক ) | ১৯শে " |
| ভেন্ হেডিন ( আবিষ্কারক ) | " " |
| স্যর জন্ সাইমন ( বিদেশ সচিব ) | ২৮শে " |
| জেরাল্ডিন ফায়ার ( বিখ্যাত মহিলা ) | " " |
| এড্রু এগল্ (জ্যোতির্বিদ ) | " " |
| সস্টেইগনা ( লেখক ) | " " |
| রাইসার ( থার্মোমিটার আবিষ্কারক ) | " " |

* লর্ড চার্লস বেরেস কোল্ড প্রায়ই আমার সঙ্গে দেখা করতে আসতেন এবং আমার মতামত অনুযায়ী কাজ করতেন। জ্যোতিষশাস্ত্রের ওপর তাঁর অগাধ বিশ্বাস ছিল।

## ত্রয়োদশ অধ্যায়

# যাঁরা ফেব্রুয়ারী মাসের ২, ১১, ২০ এবং ২৯ তারিখে জন্মেছেন

এই মাসের দুই সংখ্যার লোকেরা :

আপনি যদি ফেব্রুয়ারী মাসের উপরোক্ত দিনগুলিতে জন্মগ্রহণ করে থাকেন তবে জ্যোতিষমতে এবং কিরোর চ্যালদিন সংখ্যাতত্ত্বের প্রণালী অনুযায়ী আপনি চন্দ্র এবং নেপচুনের স্পন্দনে জন্মেছেন এবং ফেব্রুয়ারী মাস বলে শনি ঋণাত্মক ঘরে আছেন। ফলে এ ক্ষেত্রে শনির সেই পূর্বেকার বাধা-বিঘ্ন বা অদৃষ্টবাদীতা কম। আপনি অনেকটা শুভপ্রদ ফল পাবেন এবং আপনার উচ্চাশা ও পরিকল্পনার রূপ দেবার সৌভাগ্যপ্রদ ইঙ্গিত এখানে রয়েছে।

আপনার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং ভাবধারা পূর্বে বর্ণিত ফেব্রুয়ারী মাসের মতই হবে।

আপনি বেশ রোমান্টিক ও আদর্শবাদী এবং একটু অদ্ভুত অদ্ভুত ধরনের প্রেমের ব্যাপার আপনার জীবনে ঘটবে। আপনার মধ্যে উচ্চাকাঙ্ক্ষা বেশ বেশিরূপে বিদ্যমান এবং আপনার অবস্থার উন্নতি করবার বহু সুযোগ আপনি পাবেন।

আপনার প্রথম জীবনে পারিবারিক এবং পারিপার্শ্বিক প্রভাব আপনার পক্ষে খুব শুভপ্রদ না হওয়াই স্বাভাবিক এবং জীবনের চলার পথে আপনাকে একাই বেরিয়ে পড়তে হবে। আপনাকে অতি অবশ্যই স্পর্শকাতরতা জয় করে আত্ম-বিশ্বাস অর্জন করতে হবে ; কারণ এ চিহ্নে জন্মালে আপনার পক্ষে তা অতীব প্রয়োজন।

আপনার জীবন ও জীবিকার বহুবার পরিবর্তন হবে এবং বহু দেশ আপনি দেখবেন এবং জন্মস্থানের দূর-দূরান্ত ভ্রমণ করে বেড়াবেন।

আপনার মধ্যে অনেক রকম প্রতিভা থাকবে কিন্তু আপনি কল্পনাশক্তির প্রবণতা বৃদ্ধি করতে যত্নপরায়ণ হবেন এবং এমন কিছু আবিষ্কার করবেন যা মানব জাতির অনেক কল্যাণ করবে।

আপনার নিজেকে কলা-সাহিত্য ও সঙ্গীতে প্রকাশ করবার বাসনা থাকবে এবং এসব বিষয়ে আপনি সফলতা অর্জন করবেন।

### অর্থ ভাগ্য

আপনি নিজের ক্ষমতা বলেই পরবর্তী জীবনে ধনী হয়ে উঠবেন, অর্থ বা সম্পত্তিও অপরের কাছ থেকে পেতে পারেন। আপনি জীবনে অনেক মূল্যবান উপহার এবং সম্মান পেতে পারেন। আপনি যদি সচ্ছল অবস্থায় না জন্মে থাকেন বা ফেব্রুয়ারী মাসের ২, ১১ বা ২০ তারিখে জন্মগ্রহণ করেন তাহলে প্রথম জীবনে অনেক বাধা-বিঘ্ন এবং অর্থকৃচ্ছ্রতা ভোগ করতে হবে। কিন্তু জীবনের শেষভাগে আপনার মানসিক প্রতিভাবলে সাফল্য আপনার আসবেই। তা শিল্পকলাকে কেন্দ্র করেই হোক বা কোন আবিষ্কারকে কেন্দ্র করেই হোক। আপনার নিয়ন্ত্রণে যদি সৌভাগ্যপ্রদ কোন

বিনিয়োগ হয়ে থাকে তবেই মঙ্গল। কিন্তু বিপদ হচ্ছে আপনি যদি কোন বৃত্তিতে নিযুক্ত থাকেন, তবে টাকা আপনার হাতে থাকবে না এবং ভবিষ্যতের জন্য ভাল সঞ্চয়ও আপনি করতে পারবেন না। যদি আপনি লীপ ইয়ারে অর্থাৎ ২৯ তারিখে জন্মগ্রহণ করে থাকেন বা লাল চিহ্নে পড়েন, তবে আপনার জীবনে বাধা-বিঘ্ন অনেক কম আসবে এবং বাল্যকালও আপনার সুখে কাটবে।

## স্বাস্থ্য

স্বাস্থ্যের ব্যাপারে আপনার কোন কিছু অভিযোগ না থাকাই সম্ভব। আপনার পটভূমি অনুসারে আপনার শারীরিক গড়ন বেশ দৃঢ়ই হবে এবং নিজে নিজেই গোটাকতক সহজ নিয়ম পালন করে দীর্ঘদিন অবধি আপনি বেঁচে থাকবেন।

আপনার শুভ রং এবং শুভ রত্ন জানুয়ারী মাসের ওই তারিখের মতই হবে। তবে এক্ষেত্রে অশুভ অদৃষ্টবাদী '৮' সংখ্যাটি থাকছে না। তবুও '৮' সংখ্যা এবং তার যোগফলগুলিকে আপনার যথাসম্ভব পরিহার করে চলা উচিত।

যাঁরা ফেব্রুয়ারী মাসের ২০ বা ২৯ তারিখে জন্মেছেন তারা মীন চিহ্নের আওতায় আসেন যা ঋণাত্মক বৃহস্পতির ঘর বলে তাদের শুভ সংখ্যাগুলি হবে ২, ৩ ও ৭ এবং তাদের যোগফলগুলি যেমন ২, ৭, ১১, ১৬, ২০, ২৫, ২৯ এবং ৩, ১২, ২১ এবং ৩০।

আপনার জীবনে সবচেয়ে স্মরণীয় বর্ষ হবে ২, ৭, ১১, ১৬, ২০, ২৫, ২৯, ৩৪, ৩৮, ৪৩, ৫২, ৫৬, ৬১, ৬৫ এবং ৭০।

যারা বছরের যে কোন মাসেই জন্মগ্রহণ করুক না কেন তাদের জন্মদিন যদি ২ বা ৭ হয় যেমন ২, ৭, ১১, ১৬, ২০, ২৫ এবং ২৯ হয় তবে তাদের প্রতি এক সহজাত আকর্ষণ বোধ করবেন।

## যে সব শ্রেষ্ঠ লোকের এই তারিখে জন্ম

| | |
|---|---|
| লেডী এস কুইডথ ( লেখিকা ) | ২রা ফেব্রুয়ারী |
| ফ্রেডারিক ক্রিকটন ( ধর্ম প্রচারিকা ) | ,, ,, |
| জাস্চা হাফেজ ( ভায়োলিন বাদক ) | ,, ,, |
| গুস্তাভ মেরিয়াস ব্রুস ( প্রফেসর ) | ১১ই ,, |
| টমাস এডিসন ( আবিষ্কারক ) | ,, ,, |
| চার্লস ক্যারল য়্যালবারসন ( প্রচারক ) | ,, ,, |
| মেরী গার্ডেন ( অভিনেত্রী ) | ২০শে ,, |
| জোসেফ জেফারসন ( অভিনেতা )* | ,, ,, |
| ডেভিড গ্যারিক ( অভিনেতা ) | ,, ,, |
| উইলিয়াম টেরিস্ ( অভিনেতা ) | ,, ,, |
| ক্যাথারিন মেরী ব্রেসম্যান ( লেখিকা ) | ,, ,, |

* বিশ্ববিখ্যাত অভিনেতা জোসেফ জেফারসন জ্যোতিষশাস্ত্রে প্রচুর বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি আমার ভবিষ্যদ্বাণী ও গণনা পদ্ধতি থেকে খুব সন্তুষ্ট হন।

## চতুর্দশ অধ্যায়

# যাঁরা ফেব্রুয়ারী মাসের ৩, ১২ এবং ২১ তারিখে জন্মেছেন

এই মাসের তিন সংখ্যার লোকেরা ঃ

আপনি যদি উপরোক্ত দিনে জন্মগ্রহণ করে থাকেন তবে জ্যোতিষ মতে এবং কিরোর চ্যালদিন সংখ্যাতত্ত্বের প্রণালী অনুযায়ী বায়ুর তৃতীয় ঘর কুম্ভের ঘরে বৃহস্পতি এবং শনির স্পন্দনে জন্মগ্রহণ করেছেন।

আপনি যদি ফেব্রুয়ারী মাসের ৩ বা ১২ তারিখে জন্মগ্রহণ করে থাকেন, তবে জানুয়ারী মাসের ওই তারিখে জাত ব্যক্তিদের মতই আপনার গুণাবলী হবে। কিন্তু এক্ষেত্রে ঋণাত্মক শনি আপনার গ্রহের অধিপতি বলে আপনি বাধা-বিঘ্ন অনেক কম পাবেন যাতে করে আপনি আপনার জন্মকালীন বৃহস্পতির সংখ্যাটি আরও পরিষ্কারভাবে ফুটিয়ে তুলতে পারেন। সংক্ষেপে এই গুণগুলি হচ্ছে ঃ সবল ইচ্ছা-শক্তি, কর্মে দৃঢ়তা, কোন কিছু সংগঠন করবার বিশেষ প্রতিভা, বিশেষ করে জনগণের কোন সংগঠন, সরকারী কোন কাজ বা রাজনীতিতে।

শনি যখন ঋণাত্মক বা মানসিক হয়, তখন তার শান্ত করবার, পরিশীলিত করবার শক্তি বৃহস্পতির পক্ষে অত্যন্ত শুভকর। একপক্ষে যা কুম্ভ চিহ্নে জাত ব্যক্তিরা পেয়ে থাকেন। এব্রাহাম লিংকন যিনি ফেব্রুয়ারী মাসের ১২ তারিখে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, এই চিহ্নে জাত ব্যক্তির এক সুন্দরতম উদাহরণ।

আপনি যদি ২১শে ফেব্রুয়ারী জন্মে থাকেন যা প্রায় ঋণাত্মক বৃহস্পতির ঘর মীনে এসে গেছে, তবে আপনি এই শুভগ্রহের প্রভাব বেশ বেশি করে পাবেন এবং এমাসের প্রথমের দিকে জাত ব্যক্তিদের চেয়ে বস্তুতান্ত্রিক জগতে সাফল্য লাভ করবেন বেশি।

২১শে ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতির ( তিন ) সংখ্যা বলে এবং আপনি যদি বৃহস্পতির দ্বৈতভূমির শুরুতে জন্মগ্রহণ করে থাকেন, তবে আপনার উচ্চাকাঙ্ক্ষার লাগাম অনেক দূর ছেড়ে দিতে পারেন এবং আপনার উচ্চাকাঙ্ক্ষা ফলবতী হবেই। যে কোন ধরনের কাজই হোক না কেন, যাতে অপরের দায়িত্ব নিতে হয় এবং কর্তৃত্ব করতে হয় এমন ধরনের কাজই আপনার পক্ষে খুব উপযোগী।

দুনিয়ায় এমন কোন জীবিকা নেই যাতে আপনি কৃতকার্য না হতে পারেন, অবশ্য সে বিষয়ে আপনার উচ্চাশা জাগা চাই। ওই সময়কে জুপিটারের ঋণাত্মক সময়, বলে আপনার উচ্চাশা শারীরিক কার্যকে কেন্দ্র করে হওয়ার চেয়ে মানসিক ভাবেই বেশি হবে। এর অর্থ হচ্ছে যদিও আপনি অপরের ওপর কর্তৃত্ব করবার জন্যই জন্ম-গ্রহণ করেছেন, এক্ষেত্রে আপনি সচরাচর মুখোমুখি দেখাটা পরিহার করে চলবেন। এক্ষেত্রে আপনি বিরাট কোন বস্তু সংগঠন করতে পারেন কিন্তু এর জন্য জনগণের কাছ থেকে যে প্রশংসা পাওয়ার কথা তা আপনার বদলে অপরে পেতে পারে।

## অর্থ ভাগ্য

আপনি যদি ফেব্রুয়ারী মাসের ৩, ১২ এবং ২১ তারিখে জন্মগ্রহণ করে থাকেন, তবে সাধারণের চেয়ে আপনি সহজে সম্মান এবং খ্যাতি অর্জন করতে পারেন, তা যা কিছুকেই কেন্দ্র করে হোক না কেন। বিশেষ করে তারিখটি যদি ১২ বা ২১ তারিখ হয়। কারণ এই চিহ্নটি বিশেষ করে মানসিক ভাবধারা নির্দেশ করে। তার জন্য আপনি কি করতে মনস্থ করেছেন তা হচ্ছে সবচেয়ে প্রয়োজনীয়। আপনি যতই সাবধানতার সঙ্গে চলতে চান না কেন, মাঝে মাঝে আপনার প্রচুর অর্থ ক্ষতি হবে।

## স্বাস্থ্য

আপনার অত্যধিক পরিশ্রম করে স্নায়বিক দৌর্বল্য আসতে পারে। নিউরাইটিস বা সায়াটিকা, যকৃতের বৃদ্ধি, রক্তপেশী এবং ধমনীর কাঠিন্য এবং উচ্চ রক্তচাপ প্রভৃতি রোগে আপনার ভোগবার সম্ভাবনা রয়েছে।

সুতরাং যতদূর সম্ভব স্নায়ুমণ্ডলীকে শান্ত রাখতে চেষ্টা করুন। সোজা সরল ভোজ্যবস্তু গ্রহণ করুন এবং যতটা সম্ভব ঘুমোতে চেষ্টা করুন।

আপনার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সংখ্যা হচ্ছে '৩' ও '৮' এবং তাদের যোগফলগুলি যেমন ৩, ৮, ১২, ১৭, ২১, ২৬ এবং ৩০।

আপনি কুম্ভ চিহ্নে জন্মগ্রহণ করেছেন বলে নিষ্ক্রিয় শনি আপনার অধিপতি এবং এর ক্ষমতা কমে আসছে বলে ঐ তারিখে জাত জানুয়ারী মাসের জাতকদের চেয়ে আপনি বেশি সৌভাগ্যশালী হবেন।

তবুও আপনি '৪' এবং '৮' সংখ্যার প্রভাবকে সম্পূর্ণ কাটিয়ে উঠতে পারবেন না এবং এ সংখ্যার জাত ব্যক্তিরা আপনার জীবনে বিশিষ্ট অংশ নেবে। যেমন ৪, ৮, ১৩, ১৭, ২২, ২৬, এবং ৩১ তারিখে জাত ব্যক্তিরা।

শুভবর্ণ এবং শুভরত্ন আপনার ক্ষেত্রে '৩' সংখ্যার জাতকদের মতই হবে। যেমন সবরকম বেগুনী, ঘন বেগুনী ও জলজলে বেগুনী এবং শুভরত্ন হচ্ছে এমিথিষ্ট ও সবরকম ঘোর রঙের পাথর।

আপনার জীবনের সবচেয়ে স্মরণীয় বর্ষগুলি হচ্ছে ৩, ১২, ৩০, ৩৯, ৪৮, ৫৭, ৬৯ এবং ৭৫।

যে কোন মাসেই, যদি কেউ ৩, ১২, ২১ এবং ৩০ তারিখে জন্মগ্রহণ করে থাকে, তাদের প্রতি আপনি এক তীব্র আকর্ষণ বোধ করবেন এবং এই সংখ্যার জাতকরা আপনার জীবন এবং জীবিকার প্রতি খুব শুভপ্রদ হবে।

তবে তা সত্ত্বেও নিজের উপরে আস্থা প্রবল থাকার জন্যও তা আপনার সফলতার পথে সহায়ক হবে।

**যে সব বিখ্যাত লোকের এই তারিখে জন্ম**

| | | |
|---|---|---|
| মেণ্ডেলসন ( বিখ্যাত জননায়ক ) | ৩রা | ফেব্রুয়ারী |
| হোরেস্ গ্রীলি ( সম্পাদক ) | ,, | ,, |
| মারী কারলিস্লী ( অভিনেত্রী ) | ,, | ,, |
| এব্রাহাম লিংকন্ ( প্রেসিডেন্ট ) | ১২ই | ,, |
| চার্লস ডারউইন ( বিজ্ঞানী ) | ,, | ,, |
| হুগো স্টিনেম ( ধনপতি ) | ,, | ,, |
| জর্জ মেরিডিথ ( ঔপন্যাসিক ) | ,, | ,, |
| অটো কান্ ( ব্যাংকার ) | ২১শে | ,, |
| আলিন জাজ ( চিত্র-পরিচালক ) | ,, | ,, |
| কার্ডিন্যাল নিউম্যান ( প্রতিভাধর ) | ,, | ,, |
| মেথোনার ( চিত্র শিল্পী ) | ,, | ,, |

## পঞ্চদশ অধ্যায়

# যাঁরা ফেব্রুয়ারী মাসের ৪, ১৩ এবং ২২ তারিখে জন্মেছেন

কেউ যদি ফেব্রুয়ারী মাসের উপরোক্ত যে কোন তারিখে জন্মগ্রহণ করে থাকেন, তবে জ্যোতিষ মতে এবং কিরোর চ্যালদিন সংখ্যাতত্ত্বের প্রণালী অনুযায়ী আপনি বায়ুর তৃতীয় ঘর ঋণাত্মক শনির ঘরে ইউরেনাস, রবি ও শনির স্পন্দনে জন্মগ্রহণ করেছেন।

আপনার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য পূর্বে উল্লিখিত ফেব্রুয়ারী মাসের জাতকদের মতই হবে। যেহেতু রবিকে ( ১ ) সবসময় ইউরেনাস ( ৪) এর সঙ্গে যুক্ত করে ভাবা হয় এবং হাইফেন দিয়ে ১-৪ বলে লেখা হয়, কিন্তু এক্ষেত্রে ইউরেনাসই প্রধান বলে এইখানে হাইফেনটি ৪-১ বলে লিখতে হবে।

যদিও শনি এখানে তার ঋণাত্মক ঘরে তবুও ১৯শে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত শনি-এ গ্রহের অধিপতি। সুতরাং ঐ দিন অবধি শনির প্রভাব থাকবে। সুতরাং আপনার পক্ষে উল্লেখযোগ্য সংখ্যাগুলি '৪' ও '৮' এবং এদের যোগফলগুলি যেমন ৪, ৮, ১৩, ১৭, ২২, ২৬ এবং ৩১।

ফেব্রুয়ারী মাসের ৪, ১৩, এবং ২২ তারিখে জাত ব্যক্তিদের গুণাবলী এবং চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ঠিক এই তারিখে জাত জানুয়ারী মাসের জাতকদের মত একই প্রকার। তাই এ নিয়ে আমি আর পুনরুক্তি করলাম না ; কিন্তু এটা ঋণাত্মক শনির ঘর, ধনাত্মক শনির ঘর নয়। ফলে শনির অত বেশি বাধা বাধ্যকতার মধ্যে এদের বাস করতে হয় না। ফলে এরা জীবনে অনেক বেশি কিছু করতে পারবেন।

এই সঙ্গে আমি একটা সাবধান বাণীও উচ্চারণ করতে চাই। আপনি যতদূর

সম্ভব '৪' ও '৮' সংখ্যাদি পরিত্যাগ করতে চেষ্টা করুন এবং প্রয়োজনীয় কাজ-কর্ম বা পরিকল্পনাগুলি ঐ তারিখে করবেন না। যেমন ৪, ৮, ১৩, ১৭, ২২, ২৬ এবং ৩১ তারিখে।

আপনার সবচেয়ে সৌভাগ্যশালী সংখ্যা হচ্ছে রবির সংখ্যা অর্থাৎ ১, ১৯ ও ২৮ এবং পরিবর্তন করে চন্দ্রের সংখ্যা অর্থাৎ ২, ১১, ২০ ও ২৯।

আপনি যদি ফেব্রুয়ারী মাসের ৪, ১৩ বা ২২ তারিখে জন্মগ্রহণ করে থাকেন তবে আপনার দৃষ্টিভঙ্গী অত্যন্ত মৌলিক হবে এবং আপনার কার্যাবলীতে আপনি সনাতন প্রথা মেনে চলবেন না। আপনি সব সময় নতুন চিন্তাধারার দিকে ঝুঁকবেন। নতুন কোন দর্শন বা ধর্ম আপনাকে যেমন ভীষণভাবে টানবে তেমনি নতুন কোন প্রণালী বা স্বাধীন চিন্তাধারা বা কার্য ও আপনাকে আকর্ষণ করবে। আপনার সহযোগীরা আপনার বিষয় যে মতামত দেবে তা একটু অদ্ভুত, একটু কিম্ভূত আর বড় বেশি স্বাতন্ত্র্যতাপ্রিয়। এই কারণে আপনি জীবন পথে চলতে গিয়ে সাধারণ নর-নারীর সঙ্গে নিজেকে মেলাতে পারবেন না।

এই প্রবণতা আরো বেড়ে যাবে আপনি নিষ্ক্রিয় শনির ঘরের লোক বলে। শনি এক্ষেত্রে নিষ্ক্রিয় বলে আপনার মনের দিকটাকেই প্রভাবিত করবে সবচেয়ে বেশি। এইভাবে যদিও আপনি শনির অদৃষ্টবাদীতার হাত থেকে রক্ষা পেয়েছেন, তবুও শনির বিষাদক্লিষ্ট দার্শনিক মনোবৃত্তি ইউরেনাসের অদ্ভুত গুণাবলীর সঙ্গে মিশে আপনার স্পর্শকাতরতাকে আরও বর্ধিত করবে এবং ফলে আপনি লোকজনের সঙ্গে যোগাযোগ পরিহার করে চলবেন।

যেসব শিশুরা এইসব দিনে জন্মগ্রহণ করবে এবং প্রকৃত পক্ষে যাদের জন্মদিনের যোগফল '৪' বা '৮' হয়, বিশেষ করে জানুয়ারী এবং ফেব্রুয়ারীর ২২ তারিখ পর্যন্ত, তাদের সঙ্গে অত্যন্ত ধৈর্যশীলতা এবং সহানুভূতির সঙ্গে ব্যবহার করা উচিত। কোন রকম রুক্ষ্ম এবং কঠোর ব্যবহার এদের মানসিক ভাবধারা বিবর্তনের পক্ষে ভীষণ ক্ষতিকর। এদের মন এত স্পর্শকাতর যে এরা সবকিছুই অত্যন্ত গভীরভাবে বোধ করে। এরা অদ্ভূত ধরনের গোপনতাপ্রিয় এবং নিজেদের ব্যক্ত করবার ক্ষমতা কম থাকে বলে এদের সহজেই লোকে ভুল বোঝে। এটা এত বেশি করে হয় যে আমি দেখেছি যে যারা '৪' বা '৮' এর ঘরে জন্মেছেন, বিশেষ করে যদি জানুয়ারী মাস থেকে শুরু করে ২২শে ফেব্রুয়ারীর মধ্যে জন্মে থাকেন। তবে আমি দেখেছি যে, যে কাজ এঁরা করেননি, লোকে সেই কাজের জন্য এঁদের দোষী বলছে। আমি অনেক এমন ব্যক্তি দেখেছি, যাঁরা এই সংখ্যায় বা এই দিনে জন্মেছেন, তাঁদের মিথ্যে করে বিচারের জালে জড়ানো হয়েছে এবং নিজেদের নির্দোষিতা প্রমাণ করবার সাধারণ সুযোগ থেকেও তাঁদের বঞ্চিত করা হয়েছিল।

২২শে ফেব্রুয়ারী তারিখটি আগত চিহ্ন মীনের দ্বৈতভূমিতে পড়ে বলে যার অধিপতি হচ্ছেন বৃহস্পতি, ঐ তারিখে জাত জাতকেরা সচরাচর ফেব্রুয়ারী মাসের অন্যান্য '৪' সংখ্যার জাতকদের চেয়ে সৌভাগ্যশালী হন।

যাঁরা ফেব্রুয়ারী মাসের ৪, ১৩ বা ২২ তারিখে জন্মগ্রহণ করেছেন তাঁদের পক্ষে প্রকৃতপক্ষে খুব কম সংখ্যাই সৌভাগ্যশালী হয়। একমাত্র রবির সংখ্যা এবং এর যোগাযোগ এবং এর পরিবর্তনযোগ্য সংখ্যা '২' যা মেয়েলী বলে আবার খুব শক্তিশালী নয়। আমি যাদের জন্মসংখ্যা '৪' বা '৮' তাদের নাম পাল্টাতে অনুরোধ করছি যা মিলিয়ে ১, ৩ বা ৬ হয়।

যাঁরা ফেব্রুয়ারী মাসের ৪ বা ১৩ তারিখে জন্মেছেন তাঁদের শুভবর্ণ এবং শুভ-রত্ন জানুয়ারী মাসে ঐ তারিখে জাত ব্যক্তিদের মতই হবে।

আমরা এবার ২২শে ফেব্রুয়ারী তারিখটি বিচার করবো। এই '৪' সংখ্যাটি ইতিমধ্যে মীনের দ্বৈতভূমি যা ঋণাত্মক বৃহস্পতির ক্ষেত্রে এসে পড়েছে। এক্ষেত্রে শনির প্রভাব কেটে যাবে। কিন্তু এই স্থানের বৃহস্পতি শারীরিক অপেক্ষা মানসিকতা নির্দেশ করে বেশি। ফলে আমরা দেখতে পাই যে বৃহস্পতির উচ্চসঞ্জাত মানসিকতার সঙ্গে '৪' সংখ্যার ইউরেনাসের মিলন হচ্ছে।

এখানে ইউরেনাস তার স্বাতন্ত্র্য দৃষ্টিভঙ্গীকে রূপায়িত করতে পারে, সনাতন ধারার বিপক্ষে যেতে পারে বা পুরানো ধরনের প্রশাসন যন্ত্র বা সরকারী নীতির বিরুদ্ধতা করতে পারে। এই সঙ্গে বৃহস্পতির শুভপ্রভাব বিদ্রোহকে বিপ্লবে রূপান্তরিত করে জয়লাভ করতে পারে। ইউরেনাসের আবিষ্কারধর্মী মন নিয়ে নতুন ভাবধারায় সঞ্জীবিত হয়ে ধুলোমুঠিকে সোনা মুঠিতে নিয়ে আসতে পারে। সে হয়তো যুদ্ধের নৃশংসতাকে এবং ভয়াবহতাকে ঘৃণা করে, কিন্তু পরিকল্পনা ব্যতিরেকে নতুন কিছু জন্মলাভ করতে পারে না। যুদ্ধ যখন শেষ হয় তিনি তখন শত্রুদের প্রতি হয়তো মহানুভবতা দেখাবেন, কারণ বৃহস্পতির জাতক বলে উনি অন্য কিছু করতে পারেন না। ইউরেনাসের নূতন ভাবধারা নূতন কিছু প্রবর্তন করলো, কিন্তু ইউরেনাস, রবি এবং বৃহস্পতির প্রভাব এক নতুন কিছু সনাতন ভাবধারার বিরুদ্ধে জন্ম দেবে।

জর্জ ওয়াশিংটন যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম প্রেসিডেন্ট যিনি ২২শে ফেব্রুয়ারী জন্মগ্রহণ করেছিলেন। এই চিহ্নের জ্বলন্ত প্রতীক।

### অর্থ ভাগ্য

আপনি যদি ফেব্রুয়ারী মাসের উপরোক্ত দিনগুলিতে জন্মগ্রহণ করে থাকেন, তবে সাধারণভাবে অন্য লোককে অর্থ যেভাবে আকর্ষণ করে আপনাকে সেভাবে করবে না। আপনি অদ্ভুতভাবে অর্থ লাভ করতে পারেন, আবার অদ্ভুতভাবে অর্থ লোকসান খেতে পারেন। একটু বেশি সতর্কতা এবং সঞ্চয়ী হলে আপনি কিছু পরিমাণে নিজেকে রক্ষা করতে পারেন। কিন্তু আপনাকে সব সময়ই ঠগ-প্রতারকের বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে এবং হঠাৎ বড়লোক হবার মতলবগুলি ত্যাগ করতে হবে।

### স্বাস্থ্য

আপনার স্বাস্থ্যের ব্যাপারে মনই বড় কথা। যতদিন আপনি আপনার মনোমত কাজে লিপ্ত থাকবেন এবং মন মেজাজ ভাল থাকবে, ততদিন কোন অসুখই আপনার

গ্রসীমানায় ঘেঁষতে পারবে না। কিন্তু অপর দিকে যদি নৈরাশ্যমন চিন্তাকে আপনার ওপর প্রাধান্য বিস্তার করতে দেন, আপনি বিশেষ ধরনের এক স্নায়বিক বদহজম নিয়ে আসবেন, যার থেকে আরোগ্যলাভ করা বিশেষ কষ্টসাধ্য হবে।

আপনার জীবনের সবচেয়ে স্মরণীয় বছর হবে ১, ৪, ১০, ১৩, ১৯, ২২, ২৮, ৩১, ৩৭, ৪০, ৪৬, ৪৯, ৫৫, ৫৮, ৬৪, ৬৭, ৭৬।

২২শে ফেব্রুয়ারী জাত ব্যক্তিরা সচরাচর তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গী বা পরিকল্পনায় বিশেষরূপে বাধা পান। তাঁদের লোকেরা প্রায়শঃ ক্ষেত্রেই ভুল বোঝে এবং ফলে পরে নিজেদের মধ্যেই নিজেরা বাস করেন। তাঁরা নিজেদের খুব বেশি প্রকাশ করতে চান না বা দেখাতেও চান না। তাঁরা বক্তৃতার চেয়ে সংগঠন করতে পারেন আরও ভাল। তাঁরা প্রচলিত সমাজবিধি বা অপরের মতামতকে থোড়াই কেয়ার করেন। জীবন সম্বন্ধে তাঁদের এক দার্শনিক মনোবৃত্তি হয়।

আপনি যদি ফেব্রুয়ারী মাসের উপরোক্ত দিনগুলিতে জন্মগ্রহণ করে থাকেন যার যোগফল '১' '৪' বা '৮' হয়, তবে তাদের প্রতি আপনি প্রচণ্ড আকর্ষণ বোধ করবেন। যেমন যাঁরা ১, ৪, ৮, ২০, ১১, ১৭, ১৯, ২২, ২৬, ২৮ এবং ৩১ তারিখে জন্মগ্রহণ করেছেন।

তবে একটা কথা হলো—আপনার মধ্যে অনেক সময়ই নানা দিক থেকে কিছু কিছু কাজকর্মে বাধার ভাব আসতে পারে।

এইসব বাধা-বিঘ্ন ডিঙিয়ে সাফল্য অর্জনের জন্যে চেষ্টা করলে অবশ্য সফলতা আসবে। তবে নিজ মনকে সব সময় চাঙা রাখার জন্যে চেষ্টা করে যেতে হবে।

### যে সব বিখ্যাত লোকের এই তারিখে জন্ম

| | | |
|---|---|---|
| কলোনের চার্লস্ লিমবার্গ | ৪ঠা | ফেব্রুয়ারী |
| হ্যারিসন এন্‌স্‌ওয়ার্থ (ঔেথক) | ,, | ,, |
| গ্র্যাণ্ট অ্যালেন (লেখক) | ,, | ,, |
| জর্জ কেরিস্ (আবিষ্কারক) | ,, | ,, |
| লর্ড র‍্যানডফ চার্চিল (রাষ্ট্রনেতা)* | ১৩ই | ,, |
| ট্যালির‍্যানড্ (রাষ্ট্রনেতা) | ,, | ,, |
| ফিল্ড মার্শাল বেজিন (সেনাপতি) | ,, | ,, |
| জর্জ ওয়াশিংটন (প্রেসিডেণ্ট) | ২২শে | ,, |
| স্যার ব্যাডেন পাওয়েল (জেনারেল) | ,, | ,, |
| জেম্‌স্ র‍্যাসেল লোরেল (কবি, দার্শনিক) | ,, | ,, |

* লর্ড চার্চিল আবার সংখ্যাতত্ত্ব বিষয়ে খুব বিশ্বাসী ছিলেন।

| | |
|---|---|
| জেনারেল টাউনসেণ্ড ( সেনাপতি ) | ২২শে ফেব্রুয়ারী |
| ওয়াশিংটন অ্যাডাম্‌স্‌ ( লেখক, ধনপতি ) | " " |
| সোপেন হাওয়ার ( জার্মান দার্শনিক ) | " " |
| ফার্ডিনাণ্ড বেবেল ( সমাজ বিজ্ঞানী ) | " " |

## ষোড়শ অধ্যায়

## যাঁরা ফেব্রুয়ারী মাসের ৫, ১৪ বা ২৩ তারিখে জন্মেছেন

**এ মাসের পাঁচ সংখ্যার লোকেরা ঃ**

আপনি যদি উপরোক্ত যে কোন একদিনে জন্মগ্রহণ করে থাকেন, তবে জ্যোতিষ মতে এবং কিরোর চাল্লিশ সংখ্যাতত্ত্বের প্রণালী অনুযায়ী বায়ুর তৃতীয় ঘরে কলাত্মক শনির কুম্ভ চিহ্নে বুধ এবং শনির স্পন্দনে জন্মলাভ করেছেন।

আপনার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং মূল ভাবধারা পূর্ব উক্ত ফেব্রুয়ারী মাসে উল্লিখিত জাতকের মতই হবে।

এক্ষেত্রে বুধ এবং শনির যুক্ত হওয়া বেশ শুভপ্রদ। কারণ বুধের গুণাবলীগুলি শনির বিবেকনিষ্ঠ কষ্টসহিষ্ণু স্বভাবের দ্বারা প্রভাবিত হয় এবং মানসিক উন্নতি করবার পক্ষে এটা একটা খুব ভাল যোগ।

আপনি যদি ২৩শে ফেব্রুয়ারীতে জন্মগ্রহণ করেন, তবে আপনি আগত চিহ্ন মীনের দ্বৈতভূমিতে পড়ে গেলেন, অধিপতি হচ্ছে বৃহস্পতি যা আপনাকে অত্যন্ত আগ্রহী মনোবৃত্তি সম্পন্ন করবে এবং চরিত্রে স্বাতন্ত্র্য প্রদান করবে এবং জগতে কে কি ভাবছে তাই নিয়ে আপনি তোয়াক্কা করেন থোড়াই।

ফেব্রুয়ারী মাসের এইসব তারিখে জন্মালে অত্যন্ত তীক্ষ্ন সমালোচনাপূর্ণ মানসিক ভাবধারা প্রদান করে। এতে মানব চরিত্র সম্বন্ধে এক অন্তর্দৃষ্টিমূলক তীক্ষ্ন জ্ঞান প্রদান করে এবং অপরের প্রভাবও নির্দেশ দেয়। এঁদের চোখে যেন এক সম্মোহনী দৃষ্টি থাকে যা দ্বারা উত্তপ্ত ব্যক্তিকে সহজে শান্ত করেন এবং তাদের যৌক্তিকতা এবং ঠিক কিভাবে চলা উচিত এ বিষয়ে নির্দেশ দিতে পারেন ঃ চিকিৎসক হলে রোগ ধরবার এক ঐশ্বরিক ক্ষমতা থাকে। এঁরা একেবারে বইয়ের পোকা হন। যা কিছু পড়েন বা শোনেন নিজের মনের মণিকোঠায় তাকে রেখে দেন এবং সময় হলে অপরের মঙ্গলের জন্য তা প্রকাশ করেন। তাঁরা বিজ্ঞান এবং যা কিছু প্রমাণ দিয়ে প্রমাণ করা যায় তাই ভালবাসেন। এঁরা খুব ধনশালী হতে বা বিরাট কিছু উচ্চপদ চান না। কিন্তু তবুও অত্যন্ত উচ্চাভিলাষী বলে তাঁরা চান যে কাজ তাঁরা করছেন তা যেন আদৃত হয়।

যদিও এঁরা নিজের মধ্যেই নিজেই সমাহিত, তবুও এঁরা বিশেষ করে প্রশংসাবাণী চান। একটুখানি পিঠ চাপড়ানো বা ভালো কথা শুনে তাঁদের জন্য দুনিয়ার এমন কিছু নেই, যা করতে পারেন না।

তাঁদের উচ্চাশা যদি ফলবতী না হয়, তবে তাঁরা অতি অল্পেই লজ্জিত এবং বিষাদখিন্ন হয়ে পড়েন।

### অর্থ ভাগ্য

অর্থ সংক্রান্ত বিষয়ে ফেব্রুয়ারী মাসে এই তারিখে জাত ব্যক্তিরা অপরকে চমৎকার উপদেশ দিতে পারেন, কিন্তু নিজেদের বিষয় খুব অল্প ক্ষেত্রেই তা মেনে চলেন। তাঁরা মাথা খাটিয়ে প্রায়ই অর্থ রোজগার করেন এবং বিত্তশালীও হন কিন্তু তাঁরা ঐ টাকা রাখতে পারেন না বা বৃদ্ধ বয়সের জন্য কোন সংস্থানও রাখতে পারেন না। আমি আপনাদের অনুরোধ করছি যে আপনারা যদি উপরোক্ত দিনগুলিতে জন্মে থাকেন, তবে খবরদার কখনও ফাটকাবাজীর দিকে যাবেন না এবং এমন জায়গায় অর্থ বিনিয়োগ করবেন যেখানে আপনার নিয়ন্ত্রণাধিকার আছে। আপনার লোকেরা নেবার জন্য সব সময় উন্মুখ হয়ে থাকবে, কিন্তু ফিরিয়ে বিশেষ কিছুই দেবে না।

### স্বাস্থ্য

সাধারণভাবে আপনি সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হবেন এবং জীবনীশক্তি আপনার থাকবে। কিন্তু সময় সময় যকৃত, প্লীহা, কিডনী এবং ব্লাডারের রোগে আপনি কষ্ট পাবেন। এক শ্রেণীর লোক এই সময়ে পাওয়া যায় যে, তাঁরা যদি বড়লোকের ঘরে জন্মে থাকেন, তবে তাঁরা তীব্র উত্তেজক পানীয়, মাদক দ্রব্য ভোজন ও যথেচ্ছভাবে জীবনযাপন করে শরীরের একেবারে বারোটা বাজিয়ে দেন। এইসব লোকেদের কোন রকম লক্ষ্য বস্তুর অভাব, চঞ্চলতা এবং অত্যন্ত খিটখিটে মেজাজের জন্য অপরের চেয়ে এঁদের তফাৎটা চট করে ধরা যায়।

আপনি যদি ফেব্রুয়ারী মাসের ৫, ১৪ এবং ২৩ তারিখে জন্মগ্রহণ করে থাকেন, তবে আপনার '৫' সংখ্যাটি অতীব শুভপ্রদ। যেমন বছরের যে কোন মাসেরই ৫, ১৪ এবং ২৩ তারিখটি। কিন্তু বিশেষ করে যদি সেটা ফেব্রুয়ারী, জুন এবং সেপ্টেম্বর হয়।

আপনার চৌম্বকশক্তি বাড়াবার জন্য আপনার পরিধেয় বস্ত্রে সবরকম হালকা রঙ ব্যবহার করুন এবং বিশেষ করে সাদা ও জ্বলজ্বলে রঙ।

আপনার শুভরত্ন হচ্ছে হীরক এবং সবরকম সাদা ঝকঝকে পাথর।

আপনার জীবনের সবচেয়ে স্মরণীয় বছরগুলি হবে ৫, ১৪, ২৩,৩২, ৪১, ৫০, ৫৯, ৬৮ এবং ৭৭।

যারা বছরের যে কোন মাসেরই ৫, ১৪, ২৩ তারিখে জন্মগ্রহণ করুক না কেন, তারা আপনাকে টানবে। সব মিলিয়ে আপনার যে মাথা খাটাবার ক্ষমতা আছে, তা কাজে লাগালে আপনার উন্নতি হবার সম্ভাবনা প্রবল।

***যে সব বিখ্যাত লোকের এই তারিখে জন্ম**

| | |
|---|---|
| স্যার হারম্যান ম্যাক্সিম ( আবিষ্কারক ) | ৫ই ফেব্রুয়ারী |
| টমাস কারলাইল ( দার্শনিক ) | ,, ,, |
| ডাঃ চার্লস্ বেনেট ( আইনজীবী ) | ,, ,, |
| অলি বুল ( সঙ্গীত শিল্পী ) | ,, ,, |
| স্যার রবার্ট পীল ( রাজনীতিক ) | ,, ,, |
| ডুইট মুডী ( ধনী ব্যবসায়ী ) | ,, ,, |
| ইউলিসিস শেরম্যান গ্রান্ট ( ভূতাত্ত্বিক ) | ১৪ই ,, |
| ফ্রেডারিক ফিলিপ গ্রোভ ( লেখক ) | ,, ,, |
| ইভান জে ক্রেনী ( রসায়নবিদ ) | ,, ,, |
| হ্যাণ্ডেল ( বিখ্যাত সঙ্গীত শিল্পী ) | ২৩শে ,, |
| স্যামুয়েল পেস্ ( লেখক ) | ,, ,, |
| শার্লট ডি ফরেষ্ট ( প্রচারক ) | ,, ,, |
| হিপোলাইট গুণার ( প্রোফেসর ) | ,, ,, |

## সপ্তদশ অধ্যায়

# যাঁরা ফেব্রুয়ারী মাসের ৬, ১৫ বা ২৪ তারিখে জন্মেছেন

**এই মাসের ছয় সংখ্যার লোকেরা ঃ**

আপনি যদি উপরোক্ত যে কোন একদিন জন্মগ্রহণ করে থাকেন, তবে জ্যোতিষ মতে এবং কিরোর চ্যালদিন সংখ্যাতত্ত্বের প্রণালী অনুযায়ী আপনি বায়ুর তৃতীয় ঘর ঋণাত্মক শনির কুম্ভ চিহ্নে শুক্রের স্পন্দনে জন্মগ্রহণ করেছেন।

আপনার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও বিশেষ গুণাবলী সাধারণভাবে জানুয়ারী মাসের জাতকদের মতই হবে।

যাঁরা ফেব্রুয়ারী মাসের ৬ বা ১৫ তারিখে জন্মেছেন তাঁরা শুক্র এবং ঋণাত্মক শনির স্পন্দনে পড়েন। আর যাঁরা ২৪ তারিখে জন্মেছেন তাঁরা আগত চিহ্ন মীনের দ্বৈতভূমিতে পড়েন। তার জন্য এঁরা বৃহস্পতি এবং শুক্রের স্পন্দনে জন্মগ্রহণ করেছেন।

ফেব্রুয়ারী মাসের ৬ বা ১৫ তারিখে জন্মেছেন বলে শুক্রের গুণাবলীর উপর শনির প্রভাবের ফলে এঁদের কেবলমাত্র আকিঞ্চন হচ্ছে স্নেহ এবং ভালবাসা। কিন্তু তবুও এ বিষয়ে তাঁরা অত্যন্ত হতভাগ্য হন, কারণ হয়তো তাঁদের 'একরোখা' মনোবৃত্তি।

তাঁদের ভালবাসার যোগ্য হোক বা না হোক, তাঁদের স্নেহ-প্রীতির প্যাত্রের কাছে

* এঁদের হাত দেখে, আমি স্থির সিদ্ধান্ত করেছিলাম যে তাঁরা বুদ্ধিমান এবং স্থিতধী বলে সম্মানিত এবং যোগ্য।

অন্ধবিশ্বাসেই হোক বা অত্যধিক অনুরক্ত বশেই হোক, তাঁদের যা কিছু আছে তা উজাড় করে ঢেলে দেন। হঠাৎ ভাগ্যক্রমে তাঁরা যদি দেখতে পান যে এমন কেউ আছে যারা তাঁদের প্রাণভরা ভালবাসা নিতে চান, তবে তাকেও তাঁদের অনেক কিছু সহ্য করতে হবে। যে কোন ক্ষেত্রেই প্রেমে যে পরিতৃপ্তি, তাঁরা তা কখনও পান না। প্রায়শঃই তাঁরা এমন কাউকে বিয়ে করেন, যারা সামাজিকভাবে তাঁদের নীচে বা সাময়িকভাবে তাঁর চেয়ে অনেক নিকৃষ্ট।

জগতের সবচেয়ে বড় প্রেম বা আত্মদানের উদাহরণ আমি ফেব্রুয়ারী মাসে উপরোক্ত জাতকদের ছাড়া আর কারও যা দেখিনি। কিন্তু তাদের সবাইকার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল ভালবাসার অন্বেষণ।

সাধারণভাবে ফেব্রুয়ারী মাসের '৬' সংখ্যার জাতকদের মধ্যে সহজাত শিল্পী অন্তঃকরণ থাকে। জনগণের সামনে আসতে হয় এমন ধরনের কাজে তাঁরা সাফল্য অর্জন করেন এবং সুনাম কেনেন। এ রকম ক্ষেত্রে এঁরা জনগণের কাছ থেকে স্নেহ-প্রীতি পান এবং এঁরা জনগণকে ভালবাসেন।

এঁদের শিল্পকলা কি অর্থ আনছে সে বিষয়ে তাঁরা বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ করেন না এবং বিরাট কোন কিছু করতে প্রলোভিত হন, ফলে এই সময়ে যাঁরা জন্মেছেন তাঁদের মধ্যে যত কিছু প্রতিভাই থাক না কেন, তাঁরা গরীব হয়ে মৃত্যুবরণ করেন।

স্যার হেনরী আরভিং এ বিষয়ে এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ। দুনিয়ায় এমন কেউ জন্মেনি যিনি শুধুমাত্র জনসাধারণের জন্য বেঁচেছিলেন বা তাঁরা জনগণকে এত ভালবেসে ছিলেন। তিনি ৬ই ফেব্রুয়ারী জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং তাঁর অত সাফল্য ও সুনাম সত্ত্বেও মরণকালে তিনি অত্যন্ত দরিদ্র ছিলেন। তাঁর যে স্নেহ-ভালবাসা পাবার লালসা তা জনগণকে দিয়ে তৃপ্ত হয়েছিল। কিন্তু তাঁর ব্যক্তিগত জীবন এ বিষয়ে অত্যন্ত অসুখী ছিল।

আপনি যদি ফেব্রুয়ারী মাসের ৬, ১৫ বা ২৪ তারিখে জন্মগ্রহণ করে থাকেন তবে সবরকম সামাজিক জীবনে আপনি আগ্রহ বোধ করবেন।

আপনি যেখানেই যান আপনার চট করে বন্ধু-বান্ধব হয়ে যাবে এবং খুব চট করে অপরিচিত লোকদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে পারেন।

আপনার অধীনস্থ কর্মচারীরা বা যারা আপনার আদেশ পালন করে তারা আপনাকে ভালবাসবে। ওইভাবে যারা আপনার চেয়ে যোগ্যতা, পদাধিকারী বা অর্থশালী, তারা আপনার প্রতি আকর্ষণ বোধ করবে।

আপনি অদ্ভুতরকম রোমাণ্টিক জীবন যাপন করতে চান। অপর লিঙ্গের প্রতি আপনার বিশাল প্রভাব থাকবে। কিন্তু কর্তব্য বা আপনার যে কাজে সম্মতি আছে এমন কোন ডাকে আপনি মুহূর্তে সুখ ত্যাগ করে তাতে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারেন।

আপনি নিজের কাজে নিজেই যেন একজন 'হিরো'। সবসময় এক আদর্শনিষ্ঠ স্বপ্নের সন্ধান করে যাবেন। কোন গ্রহ যেন আপনার প্রথম জীবনের দুঃখ-দুর্দশা কাটিয়ে আলোর পথে নিয়ে যাচ্ছে।

তথাপি আপনি সাফল্য লাভ করবেন, এ বিষয়ে আপনার কোন সন্দেহ থাকবে না। সব সময় আপনি অসাধ্য সাধন করতে যাবেন এবং নিজের মনে ভাববেন আপনার দ্বারা সবই সম্ভব।

আপনার স্বাভাবিক প্রবণতা হচ্ছে বিলাসপ্রিয়তা এবং অপব্যয়। আপনার যদি প্রবল মনের জোর না থাকে তবে আপনি দেনাগ্রস্ত হবেন।

সাধারণভাবে আপনি এমন শুভগ্রহের প্রভাবে থাকবেন যে, লোকেরা আপনাকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসবে এবং বেশী মহানুভবতা দেখিয়ে যদি ঋণ করে থাকেন তাও তারা দিয়ে দেবে।

## অর্থ ভাগ্য

আপনার জীবনের প্রথম অংশটি অতিবাহিত হবার পর দেখবেন ভাগ্যদেবী আপনার প্রতি ক্রমে ক্রমে সুদৃষ্টি ফেরাচ্ছেন। অর্থের ব্যাপারে আপনি অনেক কিছু বোকামী করতে পারেন এবং অনেক অপরীক্ষিত ব্যাপারে অর্থ হারাতে পারেন, যদিও শেষকালে আপনি দাঁড়াবার মত মাটি সবসময়েই পেয়ে যাবেন। জনসাধারণ আপনার পেছনে থাকবে এহং জনসাধারণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবসায়ে আপনি বেশ সাফল্য অর্জন করতে পারবেন। কোন ব্যবসা সংগঠন করার কাজে আপনি বিশেষ যোগ্যতার পরিচয় দেবেন এবং আপনার মস্তিষ্ক উদ্ভাবিত কোন পরিকল্পনা জনগণের খুব সমর্থন লাভ করবে। কিন্তু তথাপি আপনার ক্ষমতার বাইরে চলে যাবার সম্ভাবনা রয়েছে এবং সময়ে সময়ে প্রচুর অর্থক্ষতি আপনাকে সহ্য করতে হবে।

## স্বাস্থ্য

আপনার স্বাস্থ্য বেশ ভাল হবে। অসুখ-বিসুখের কথা কল্পনায় আনেননা বলে পরিবর্তনশীল ঋতুতে ঠাণ্ডা-গরম লেগে যেতে পারে এবং অতি পরিশ্রম করে নিজের বিপদ নিজে ডেকে আনতে পারেন। আপনার শরীরের সবচেয়ে দুর্বল অংশ নিউ-মোনিয়ার ভয়, ব্রংকিয়্যাল, ফুসফুসের অসুখ এবং অতি ক্লান্ত স্নায়বিকমণ্ডলী।

আপনার শুভ সংখ্যা হচ্ছে '৬' এবং এর যোগফল। যেমন ৬, ১৫ ও ২৪ সংখ্যা বা তারিখটিতে আপনার সব শুভ কাজগুলি করুন।

আপনার সবচেয়ে শুভবর্ণ হচ্ছে সবরকম নীল, হালকা থেকে ঘোর। যদি ২৪ তারিখে জন্মে থাকেন, তবে বেগুনী রঙ ঘোর থেকে হালকাও আপনি ব্যবহার করতে পারেন।

আপনার জীবনে সবচেয়ে স্মরণীয় বছর হচ্ছে ৬, ১৫, ২৪, ৩৩, ৪২, ৫১, ৬০, ৭৮ এবং ৮৭ বছর।

যাঁরা এই '৬' সংখ্যার লোক অর্থাৎ যাঁরা যে কোন মাসেই হোক না কেন ৬, ১৫ বা ২৪ তারিখে যদি জন্মে থাকেন, তবে তাঁদের প্রতি আপনি এক সহজাত আকর্ষণ

বোধ করবেন। প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, বিশ্লেষণী শক্তিযুক্ত, স্থিতধী এবং আবিষ্কার প্রতিভা আপনার বৈশিষ্ট্য। সৌন্দর্য পিয়াসী, বিশ্বপ্রকৃতির প্রতি আকর্ষণযুক্ত হবেন বলে বহু মননশীল ব্যক্তির বন্ধুত্ব লাভ করবেন।

**যে সব বিখ্যাত লোকের এই তারিখে জন্ম**

| | | |
|---|---|---|
| স্যার হেনরী আর্ভিং ( অভিনেতা )* | ৬ই | ফেব্রুয়ারী |
| রেমন মোজারো ( চলচ্চিত্র )* | ” | ” |
| লুই ফিলিপ ( ডিউক ) | ” | ” |
| ম্যাডাম লা মার্কুইস ( সাহিত্যিক ) | ” | ” |
| সাইরাস ম্যাক্‌কর্মিক ( আবিষ্কারক ) | ১৫ই | ” |
| জন ব্যারিমুর ( বিখ্যাত অভিনেতা ) | ” | ” |
| স্যার আর্নেষ্ট স্যাক্‌লটন ( আবিষ্কর্তা )* | ” | ” |
| সুসান বি অ্যান্থনি ( নেতা ) | ” | ” |
| গ্যালিলিও ( বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ ) | ” | ” |
| জুলিয়া ভি উল্‌ফ অ্যাডসিন ( আবিষ্কর্ত্রী ) | ” | ” |
| স্যার আর্থার পিয়ারসন ( বিজ্ঞানী ) | ” | ” |

## অষ্টাদশ অধ্যায়

# যাঁরা ফেব্রুয়ারী মাসের ৭, ১৬, এবং ২৫ তারিখে জন্মেছেন

এই মাসের সাত সংখ্যার লোকেরা :

আপনি যদি ফেব্রুয়ারী মাসের ৭,, ১৬ বা ২৫ তারিখে জন্মগ্রহণ করে থাকেন তবে জ্যোতিষ মতে এবং কিরোর চ্যালদিন সংখ্যাতত্ত্বের প্রণালী অনুযায়ী আপনি ‘২’ ও ‘৭’ এবং ‘৪’ ও ‘৮’-এর স্পন্দনে বায়ুর তৃতীয় ঘরে ঋণাত্মক শনির কুম্ভ চিহ্নে জন্মগ্রহণ করেছেন। ‘২’ সংখ্যাটি চন্দ্রকে, ‘৭’ সংখ্যাটি নেপচুনকে, ‘৪’ সংখ্যাটি ইউরেনাসকে এবং ‘৮’ সংখ্যাটি শনিকে নির্দেশ করে।

আপনার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং বিশেষ গুণাবলী পূর্বেই ফেব্রুয়ারী মাসের জাতকের ক্ষেত্রে কি হবে বলেছি।

আপনি যদি ৭ই বা ১৬ই জন্মগ্রহণ করে থাকেন তবে যিনি ২৫শে ফেব্রুয়ারী

* খুব গরীব অবস্থায় স্যার হেনরী আর্ভিং-এর তরুণ জীবনে হাত দেখে আমি ভবিষ্যৎবাণী করি—পরে তা মিলে যায় এবং তিনি বিখ্যাত হন।

* স্যার রেমন মোজারোর জীবনের হতাশ সময়ে আমি নতুন আশা ফিরিয়ে দিই এবং তিনি তা স্বীকার করেন।

* স্যার আর্নেষ্ট স্যাক্‌লটন তাঁর জীবনে ছয় সংখ্যার বিরাট আধিপত্য স্বীকার করেন।

জন্মগ্রহণ করেছেন তাঁর সঙ্গে সম্পূর্ণ ভিন্ন হবে। কারণ ১৯শে ফেব্রুয়ারীর পর ঋণাত্মক বৃহস্পতির মীন চিহ্নের প্রভাব শুরু হচ্ছে। সুতরাং শেষোক্ত দিনে যাঁরা জন্মগ্রহণ করেছেন তাঁদের জীবনে শনির বাধ্যবাধকতা থাকায় অনেকটা মুক্তভাবে জীবন-যাপন করতে পারেন।

যদি আপনি ফেব্রুয়ারী মাসের ৭ই বা ১৬ই জন্মগ্রহণ করে থাকেন, তবে আপনার এক অদ্ভুত ধরনের চড়া বায়ুর ধাত হবে। সত্যিকারের কোন দিকে প্রবণতা বা জীবিকা আপনার পক্ষে ভাল, তা আপনার পক্ষে খুঁজে পাওয়া শক্ত হবে এবং আপনি কি চান, তাই খুঁজতে খুঁজতেই আজীবন কাটিয়ে দিতে পারেন। কিন্তু যদি কোন উদ্দেশ্য আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তবে আপনি দৃঢ়তা এবং জেদের সঙ্গে তাতে লেগে থাকবেন।

আপনার ওপর পরিবেশের প্রভাব অপরিসীম এবং অপরের স্পন্দনও আপনার মধ্যে সহজে অনুভূত হয় বলে আপনি কোথায় থাকবেন এবং কার সঙ্গে মেলামেশা করবেন তা যত্ন সহকারে নির্ণয় করা বাঞ্ছনীয়।

আপনার মধ্যে অলৌকিক ধরনের কল্পনাশক্তি, আদর্শবাদিতা বা রোমান্স সম্বন্ধে প্রতিভা থাকতে পারে।

আপনার মধ্যে আত্মবিশ্বাস একটু কম এবং যদি বাইরে থেকে কোন ডাক না আসে, তবে নিজের উপর বিশ্বাস কম বলে জনতার সামনে নিজেকে উন্মুক্ত করতে পারেন না।

আপনি যদি ফেব্রুয়ারী মাসের ৭ই, ১৬ই বা ২৫শে জন্মগ্রহণ করে থাকেন এবং ওই ডাক যদি আসে, তবে আপনি কর্তব্য হিসাবে যা গ্রহণ করবেন তার জন্য যে কোন ত্যাগ স্বীকার করতে আপনি প্রস্তুত এবং যে কোন কঠোরতার সম্মুখীন হতে আপনি প্রস্তুত।

আপনি ঠিক ঐ ভাবেই নিজেকে নিয়োজিত করবেন যদি বিশেষ কোন ধরনের কারুশিল্প আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কোন একটি উদ্দেশ্য বা বস্তু আপনার কর্মতৎপরতা বৃদ্ধি করবে নিজের ব্যক্তিগত লাভের চেয়ে।

আধিভৌতিক বিষয় সহজেই আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। যেমন, টেলিপ্যাথি, হিপনোটিজম্, ধর্ম বিষয়ক গবেষণা, জ্যোতিষ্কমণ্ডলী বা জ্যোতিষ। আপনি মানুষের 'মন' নিয়ে নানারকম গবেষণা করবেন এবং মাঝে মাঝে লোকেরা আপনার অদ্ভুত বন্ধু নিয়ে ঠাট্টা করবে।

যাদের মধ্যে মানসিক ভারসাম্য কম, তাদের প্রতি আপনার অত্যধিক সহানুভূতি থাকবে এবং তাদের আরোগ্য করবার জন্য আপনি আপনার ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স বেশ কমিয়ে ফেলবেন এবং ঐ ধরনের প্রতিষ্ঠানেও আপনি দান করবেন।

আপনি যদি ফেব্রুয়ারী মাসের ৭ই বা ১৬ই জন্মগ্রহণ করে থাকেন, তবে আপনার লোকেদের সম্বন্ধে সহজাত অন্তর্দৃষ্টি থাকবে, কিন্তু কাউকে কেন আপনি পছন্দ করেন এবং কাউকে কেন আপনি পছন্দ করেন না তার যুক্তিযুক্ত কারণ আপনি দিতে পারবেন না।'

এইভাবে বস্তু সম্বন্ধেও আপনার এমন অন্তর্দৃষ্টি থাকবে যে জ্ঞানলাভের জন্য আপনাকে কোন বই পড়তে হবে না।

আপনি যদি ২৫শে ফেব্রুয়ারী জন্মগ্রহণ করে থাকেন, তবে যদিও আপনি '২' এবং '৭' সংখ্যার মধ্যে পড়ছেন, তবুও পূর্বে বর্ণিত জাতকের সঙ্গে আপনার তফাৎ খুব বেশি থাকবে। ২৫শে ফেব্রুয়ারী তারিখটি মীনের ক্ষেত্রের প্রায় আধাআধি অবধি চলে গিয়েছে। বৃহস্পতির স্পন্দন দিচ্ছে এবং ফলে এই তারিখে জাত ব্যক্তিরা জীবনে অনেক কিছুই করতে পারেন। যে কোন কাজই করুন না কেন অর্থ যদি তাতে নাও থাকে এঁরা সেটাই অত্যন্ত বিবেকনিষ্ঠভাবে করেন।

ফেব্রুয়ারী মাসের '৭' সংখ্যার জাতকরা তাঁদের জীবনের এবং কর্মের প্রতি তা যে কোন ধরনেরই হোক না কেন, মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গীর জন্য প্রসিদ্ধ হন। এঁরা পড়তে খুব ভালবাসেন এবং সাহিত্যে বা শিল্পে যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি অর্জন করতে পারেন।

এঁদের ধর্ম সম্বন্ধে একটু অদ্ভুত মতবাদ থাকে এবং কোন পুরনো প্রচলিত ধর্মের অনুগামী এঁরা হতে পারেন না। এঁরা অধার্মিক মোটেই নন এবং জনগণের প্রতি এঁদের রহস্যময় কর্তৃত্ব এবং প্রভাব এঁরা ভালভাবেই জানেন, কিন্তু কোনরকম গোঁড়ামী এঁরা সহ্য করতে পারেন না।

## অর্থ ভাগ্য

ফেব্রুয়ারী মাসের উপরোক্ত তারিখগুলিতে যাঁরা জন্মগ্রহণ করেছেন, অর্থ সম্বন্ধে তাঁরা বেশ সজাগ। অর্থ সম্বন্ধে তাঁরা সৌভাগ্যশালী হন এবং সব রকম ফাটকা খেলাতেই এঁদের ক্ষতি হবার সম্ভাবনা। এঁদের মহৎ হৃদয়ের জন্য—অপরের যদি বিন্দুমাত্র সাহায্য করতে পারি এই ভেবে তাঁদের হাত দিয়ে অর্থ খুব সহজেই গলে যায়। আপনি যদি ফেব্রুয়ারী মাসের ৭, ১৬ বা ২৫ তারিখে জন্মগ্রহণ করে থাকেন, তবে আপনি সরকারী কাগজ বা যাতে প্রতিদিনে অল্প সুদ পাওয়া যায়, তাতে আপনাকে অর্থ বিনিয়োগ করতে অনুরোধ করবো এবং সব রকম ফাটকা পরিহার করতে অনুরোধ করছি।

## স্বাস্থ্য

ফেব্রুয়ারী মাসের উপরোক্ত তারিখগুলিতে যাঁরা জন্মগ্রহণ করেছেন স্বাস্থ্য সম্বন্ধে তাঁদের বিচিত্র অভিজ্ঞতা হয়।

বাল্যকালে সচরাচর এঁদের স্বাস্থ্য বেশ ক্ষণভঙ্গুর থাকে এবং নানারকমভাবে ডাক্তারের সম্মুখীন হতে হয়। চিকিৎসকদের কাছে এঁরা যেন হেঁয়ালী, এঁরা নিজেরাই সর্বহর জ্বর বটিকা প্রভৃতি খেতে চান এবং এ সবের পিছনে অর্থ ব্যয় করেন প্রচুর। এঁদের এক রহস্যজনক পেটের অসুখ হয় এবং খাদ্য ও পথ্যের ব্যাপারে এঁরা অন্যদের চেয়ে একটু অন্যরকম। এঁরা অপরের স্পন্দনের প্রতি এত অনুভূতিশীল হন যে, কারুর প্রতি যদি এঁদের বিদ্বেষ থাকে তবে তাদের সাহচর্যে এসে এঁরা অসুস্থ

হয়ে পড়েন। ফেব্রুয়ারী মাসের ৭, ১৬ এবং ২৫ তারিখের জাত ব্যক্তিদের যতদূর সম্ভব ওষুধ এবং মাদক দ্রব্য পরিহার করা উচিত।

যথেষ্ট পরিমাণে জল, নিদ্রা এবং সরল পথ্য এঁদের যত তাড়াতাড়ি আরোগ্য করতে পারবে জগতের বিশেষ বিশেষ বিভাগে বিশিষ্ট চিকিৎসকরাও এঁদের তত সহজে আরোগ্য করতে পারবে না।

আপনি যদি ফেব্রুয়ারী মাসের '৭' সংখ্যার তারিখগুলিতে জন্মে থাকেন তবে আপনার স্মরণীয় সংখ্যা, শুভবর্ণ এবং শুভরত্ন ৭, ১৬ বা ২৫শে জানুয়ারীর জাতকের মতই হবে, তফাৎ হবে আপনি যদি ২৫শে ফেব্রুয়ারী জন্মগ্রহণ করে থাকেন। কারণ এক্ষেত্রে আপনি আবার বেগুনী, ঘন বেগুনী রং ব্যবহার করতে পারছেন।

আপনি যদি ফেব্রুয়ারী মাসের ২৫ তারিখে জন্মগ্রহণ করে থাকেন, তবে আপনার প্রচলিত পথ থেকে ভিন্ন কোন জীবিকা নেওয়া উচিত। আপনি মানসিক জগৎ ঘেঁষে বেশি চলেন বলে আপনি অপরের কাছ থেকে প্রতারণা বা নিষ্ঠুর ব্যবহার পেতে পারেন, বিশেষ করে অর্থের সাধনা করা ছাড়া জীবনে যাদের অন্য কোন ধর্ম নেই।

আপনার সৌভাগ্যপ্রদ সংখ্যা হচ্ছে সাত হাইফেন দুই (৭-২) এবং এদের যোগফলগুলি।

আপনার দরকারী কাজকর্ম ও পরিকল্পনাগুলি ২, ৭, ১১, ১৬, ২০, ২৫ এবং ২৯ তারিখে করতে চেষ্টা করুন।

যে সংখ্যাগুলি '৪' এবং '৮' বা তাদের যোগফল হয়-সে সব দিন সম্বন্ধে সাবধান হবেন। যেমন ৪, ৮, ১৩, ১৭, ২২, ২৬ এবং ৩১।

আপনার সৌভাগ্যপ্রদ বর্ণ হচ্ছে সবরকম সবুজ, ঘি রং, সাদা এবং ধূসর বর্ণ।

আপনার জীবনের সবচেয়ে স্মরণীয় বর্ষ হবে ২, ৭, ১১, ১৬, ২০, ২৫, ২৯, ৩৪, ৩৮, ৪৩, ৪৭, ৫২, ৫৬, ৬১, ৬৫, এবং ৭০ বছর।

যাঁরা বছরের যে কোন মাসেই এই '২' বা '৭' সংখ্যা বা তাদের যোগফলে জন্মগ্রহণ করেছেন তাঁদের প্রতি এক বিশেষ আকর্ষণ বোধ করবেন, যেমন ২, ৭, ১১, ১৬, ২০, ২৫ বা ২৯ তারিখ বা যাঁরা '১' বা '৪' সংখ্যার লোক যেমন ১, ৪, ১০, ১৩, ১৯, ২২, ২৮ এবং ৩১ তারিখে যে কোন মাসেই জন্মগ্রহণ করে থাকুন না কেন, তাঁদেরও আপনার খুব ভাল লাগবে। মাঝে মাঝে নিজের সম্পর্কে আপনাকে বেশ ভীরু বা দুর্বল মনে হতে পারে—তবে সেটা হলো ৭ সংখ্যার দুর্বলতা মাত্র—তা কখনোই আপনার ভাগ্যকে প্রতিহত করবে না।

**এই তারিখে যে সব শ্রেষ্ঠ লোকের জন্ম**

| | |
|---|---|
| চার্লস ডিকেন্স (বিশ্ববিখ্যাত সাহিত্যিক) | ৭ই ফেব্রুয়ারী |
| সিনক্লেয়ার লুইস ( " " ) | " " |
| বাস্টার ক্যাটি (চলচ্চিত্র শিল্পী) | " " |
| এম্স্ট্ হ্যামেট (দার্শনিক) | ১৬ই " |

| | | |
|---|---|---|
| ক্যাথরিন কর্ণেল ( অভিনেত্রী ) | ১৬ই | ফেব্রুয়ারী |
| স্যার ড্রামসিম্ গ্যানটন ( বিজ্ঞানী ) | ,, | ,, |
| স্যার এডওয়ার্ড ব্লাক ( ব্যারিষ্টার ) | ,, | ,, |
| ম্যাক্স বেয়ার ( অভিনেতা ) | ,, | ,, |
| ক্রুশো ( বিশ্ববিখ্যাত ) | ২৫শে | ,, |
| জন ফায়ার ( সম্পাদক ) | ,, | ,, |
| ক্যামিলি ক্লামারিয়ন ( জ্যোতির্বিদ )* | ,, | ,, |
| জেন অস্টেন ( বিখ্যাত লেখিকা ) | ,, | ,, |

## উনবিংশ অধ্যায়

# যাঁরা ফেব্রুয়ারী মাসের ৮, ১৭ বা ২৬ তারিখে জন্মেছেন

এই মাসের আট সংখ্যার লোকেরা ঃ

আপনি যদি উপরোক্ত কোন একটি দিনে জন্মগ্রহণ করে থাকেন তবে জ্যোতিষ মতে ও কিরোর চ্যালদিন সংখ্যাতত্ত্বের নিয়মানুযায়ী আপনি বায়ুর তৃতীয় ঘরে ঋণাত্মক শনির কুম্ভ চিহ্নে ইউরেনাস এবং ঋণাত্মক শনির প্রভাবে জন্মগ্রহণ করেছেন।

আপনি যদি ফেব্রুয়ারী মাসের ২৬ তারিখে জন্মগ্রহণ করে থাকেন, তবে এক্ষেত্রে রবি খানিকটা মীন চিহ্নে বৃহস্পতির প্রভাবে পড়ে গেছে। এক্ষেত্রে আপনি বৃহস্পতির প্রভাবও পাবেন এবং ঋণাত্মক শনি এবং ইউরেনাসের প্রভাবও পাবেন।

এই সময়ে ঋণাত্মক শনির প্রভাব ১৯শে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত থাকে তারপর মীন চিহ্নের দ্বৈতভূমি আরম্ভ হয়। কিন্তু আগত চিহ্ন সাত দিনের আগে পূর্ণ শক্তিশালী হয় না—অর্থাৎ ২৬শে ফেব্রুয়ারীর কাছাকাছি।

আপনি যদি ফেব্রুয়ারী মাসের ৮, ১৭ বা ২৬ তারিখে জন্মগ্রহণ করে থাকেন, তবে আপনার জীবনযাপন প্রণালীও আপনার পরিচিত লোকেদের চেয়ে ভিন্ন হবে।

আপনি যে ধরনের জীবিকাতেই নিযুক্ত থাকুন না কেন আপনি গভীরভাবে চিন্তাশীল এবং দার্শনিক মনোবৃত্তি সম্পন্ন হবেন।

আপনি না খুঁজলেও অদ্ভুত সব পরিস্থিতির উদ্ভব হবে এবং সুযোগ এসে আপনার দরজায় করাঘাত করবে। এছাড়াও অদ্ভুত অদৃষ্টের যোগাযোগে আপনাকে দায়িত্বপূর্ণ পদে আসীন হতে হবে তা আপনি চান বা না চান।

আপনি যদি ২৬শে ফেব্রুয়ারী জন্মগ্রহণ করে থাকেন, তবে ব্যবহারিক জগতে সাফল্য লাভ করবেন। কিন্তু যাঁরাই এই '৮' সংখ্যায় জন্মগ্রহণ করেছেন তাঁরা কোন

* এই বিখ্যাত জ্যোতির্বিদের জ্যোতিষ শাস্ত্র সম্পর্কে এবং আমার সম্পর্কে বিরাট শ্রদ্ধা ও অনুসন্ধিৎসা ছিল।

সময়ে শত্রুর দ্বারা উৎপীড়িত হবেন এবং অনেক কেচ্ছা, কেলেঙ্কারী এবং রূঢ় সমালোচনার সম্মুখীন হতে হবে।

এঁরা যদি বিত্তশালীর গৃহে জন্মগ্রহণ না করে থাকেন, তবে এইসব ব্যক্তির প্রথম জীবন অত্যন্ত কষ্টকর এবং দুঃসহ এবং পরবর্তী জীবনে কতটা সাফল্য আসতে পারে তার কোন নির্দেশ দেয় না।

আপনি যদি উপরোক্ত দিনগুলির কোন একটি দিনে জন্মগ্রহণ করে থাকেন, তবে স্নেহ-প্রীতির ব্যাপারে বা গৃহসুখের ব্যাপারে আপনাকে অনেক পরীক্ষা এবং দুঃখ সইতে হবে।

অদৃষ্টের খেলায় বিচ্ছেদ, অসুস্থতা বা মৃত্যু আপনার প্রিয়জনদের কাছ থেকে নিষ্ঠুরভাবে সরিয়ে রাখবে। বিবাহ আপনাকে এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা এনে দেবে, যা সচরাচর কারুর জীবনে ঘটে না এবং আপনার যদি বাচ্চা হয়, তবে তাদের ঘিরে আপনার দুঃখ বা প্রচণ্ড দুশ্চিন্তা থাকবে।

আপনি বস্তুতান্ত্রিক দিক অপেক্ষা মানসিক সাফল্য পাবেন বেশি। আপনি অর্থলাভ হয়তো করতে পারেন, বিত্তশালী বা খুব উচ্চপদে আসীনও হতে পারেন, কিন্তু এসবের জন্য আপনাকে অত্যন্ত উচ্চমূল্য দিতে হবে। ততটা করবার জন্য আপনি হয়তো তৈরী নাও থাকতে পারেন।

## অর্থ ভাগ্য

ফেব্রুয়ারী মাসের ৮, ১৭ এবং ২৬ তারিখে জাত ব্যক্তিরা অর্থ সঞ্চয় করতে যদি মনস্থ করেন, তবে নিশ্চয়ই অর্থ সঞ্চয় করতে পারেন। বিপরীত লিঙ্গের কোন কার্য-কলাপের ফলে মামলাতে বা ব্ল্যাকমেলে তাঁরা প্রচুর অর্থ হারাতে পারেন।

## স্বাস্থ্য

ফেব্রুয়ারী মাসের এই তিনটি তারিখে যাঁরা জন্মগ্রহণ করেছেন, তাঁদের স্বাস্থ্য বাইরে থেকে ঠিক বোঝা যায় না। এঁরা অসুখ সম্বন্ধে পূর্ব থেকে কিছু জানতে পারেন না। তার জন্য হঠাৎ হার্টফেল করে বা মাথার ধমনী ছিঁড়ে গিয়ে মৃত্যু-মুখে পতিত হন।

এই সংখ্যার জাত ব্যক্তিদের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যা হচ্ছে '৪' এবং '৮' যা তাদের জীবনে এক বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করে।

'৪' সংখ্যা এবং এর যোগফলগুলির প্রভাব এই মাসে অত্যন্ত বেশি। কারণ শুধু এই কুম্ভ চিহ্নটি যে ঋণাত্মক শনির ঘর তা নয়, এটা ইউরেনাসেরও ঘর এবং ইউরেনাস এখানে তুঙ্গী।

আমরা যখন ২৬শে ফেব্রুয়ারীর জাতকদের ধরি, তখন এটা মীনের দ্বৈত ভূমিতে চলে এসেছে যার অধিপতি হচ্ছেন বৃহস্পতি। তাই এক্ষেত্রে জাতকের বৃহস্পতির (৩) এবং শনির ( ৮ ) স্পন্দন থাকবে যে জন্যে যাঁরা ২৬শে ফেব্রুয়ারী জন্মগ্রহণ করেছেন

তাঁদের ৮ বা ১৭ তারিখের ব্যক্তিদের চেয়ে নিজের ভাগ্য নিজে গড়বার অধিকার অনেক বেশি আছে।

যাঁরা ২৬ তারিখে জন্মেছেন তাঁদের পেছনে বৃহস্পতির প্রভাব কাজ করছে বলে তাঁদের জীবনে পারিপার্শ্বিকতা, অবস্থা, পারিবারিক বন্ধন প্রভৃতি কম থাকে বলে তাঁরা তাদের উচ্চাশা যাই হোক না কেন, সেই দিকে যেতে পারেন।

সাধারণভাবে এই '৮' সংখ্যার লোকেরা যে কোন মাসেই জন্মগ্রহণ করে থাকুন না কেন তাঁদের নিজেদের এক বিশেষ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য থাকে। এঁরা হয় বিরাট সাফল্যলাভ করেন, নয়তো বিরাটভাবে জীবনে ব্যর্থ হন। এঁদের সব কিছুই হয় এস্পার নয় ওস্পার হয়। তাঁরা জীবন-রঙ্গমঞ্চে ভালো বা খারাপ যাই হোক না কেন একটা বিরাট অংশগ্রহণ করেন বা পিঞ্জরাবদ্ধ এঁদের আত্মা বন্ধন খুলতে না পেরে জনচক্ষের অন্তরালে থেকে যান।

সব ক্ষেত্রেই '৮' সংখ্যার লোকেরা বিশেষ করে তাঁরা যদি জানুয়ারী বা ফেব্রুয়ারী মাসে জন্মগ্রহণ করে থাকেন, তাঁদের জীবনযাত্রা-প্রণালী অপরের চেয়ে একটু অদ্ভুত হয়। এটা তাঁদের উদ্দেশ্যের প্রতি আত্মনিয়োগ করা তাঁদের অবশ্য কর্তব্য।

আপনি যদি উপরোক্ত দিনে জন্মগ্রহণ করে থাকেন যেমন ৮, ১৭ বা ২৬শে ফেব্রুয়ারী, আপনার জীবনের বৃত্তির অস্বাভাবিকতার জন্য ইতিহাসে আপনার নাম লিপিবদ্ধ থাকবে।

পারিবারিক বা পারিপার্শ্বিক গঠন আপনাকে জীবনে সুখ দেবে। কিন্তু আপনি যেখানেই থাকুন না কেন, আপনি যে বিশেষ একটি ব্যক্তিত্ব তা লোকেরা সহজেই বুঝতে পারবে।

আপনি যে কোন কাজই করুন না কেন, আপনি তাতে অর্থ রোজগার করবেন। কিন্তু ঘটনা পরম্পরায় বা ব্যক্তি বিশেষের জন্য সে টাকা আপনার খরচ হয়ে যাবে। সেজন্য আপনার বিশেষ উচিত হচ্ছে বৃদ্ধ-বয়সের জন্য অর্থ সংস্থান করা।

কোনরকম ফাটকার দিকে আপনার যাওয়া উচিৎ নয় কারণ বিচার শক্তির অভাব না থাকলেও যেসব ঘটনা বা অবস্থার ওপর আপনার কোন নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা নেই, তা বারবার উদিত হবে এবং টাকা কড়ি বেশ কিছু খসিয়ে দেবে।

আপনার সবচেয়ে সৌভাগ্যজনক সংখ্যা হচ্ছে '৪' ও '৮' এবং তাদের যোগফল। যেমন ৪, ৮, ১৩, ১৭, ২২, ২৬, এবং ৩১।

আপনি যদি ফেব্রুয়ারী মাসের ২৬ তারিখে জন্মগ্রহণ করে থাকেন তবে '৩' সংখ্যা এবং তার যোগফল আপনার '৪' বা '৮' সংখ্যার চেয়ে অনেক বেশি সৌভাগ্য-জনক হবে।

তিন সংখ্যার তারিখগুলিও আপনার পক্ষে শুভকর হবে। যেমন ৩, ১২, ২১ এবং ৩০ তারিখ।

আপনার শুভবর্ণ হচ্ছে সব রকম নীল স্যাফায়ারের বর্ণ এবং লাল বাদ দিয়ে সব রকম ঘোর রং।

আপনার শুভকর শুভরত্ন হচ্ছে স্যাফায়ার, কালো মুক্তা এবং কালো হীরে।

আপনার জীবনের সবচেয়ে স্মরণীয় বছর হচ্ছে ৪, ৮, ১৩, ১৭, ২২, ২৬, ৩১, ৩৫, ৪০, ৪৪, ৪৯, ৫৩, ৫৮, ৬২, ৬৭, ৭১, ৭৬ এবং ৮০ বছর।

যাঁরা যে কোন মাসেরই '৪' বা '৮' সংখ্যায় বা তাদের যোগফলে জন্মগ্রহণ করেছেন তাঁদের প্রতি আপনি এক সহজাত প্রবল আকর্ষণ বোধ করবেন। কিন্তু প্রায়শঃই এইসব তারিখে যাঁরা জন্মগ্রহণ করেছেন তাঁদের দুঃখ এবং বোঝা আপনাকে কাঁধে নিতে হবে।

### যে সব বিখ্যাত লোকেদের এই তারিখে জন্ম

| | | |
|---|---|---|
| জুলে ভার্ন (বিখ্যাত লেখক) | ৮ই | ফেব্রুয়ারী |
| কিং ভিডর (চিত্র প্রযোজক) | " | " |
| জন্ রাস্কিন (দার্শনিক) | " | " |
| জাজ ব্রেডসো (বিচারক) | " | " |
| কুইন মেরী (রাণী, রক্তপিপাসু) | ১৭ই | " |
| বেল্ট স্ট্রীটার (লেখিকা) | " | " |
| লর্ড ক্রোমার (রাজনীতিক) | ২৬শে | " |
| ম্যাক্স ক্রেশম্যাজ (পুঁজিপতি) | " | " |
| কলোমেল কোডি (বুলফাইটার) | " | " |
| ডাঃ এমিলি ক্যুই (আবিষ্কারক) | " | " |
| এ্যাণ্টনী বাম্ (আবিষ্কারক) | " | " |
| ভিক্টর হুগো (লেখক) | " | " |

## বিংশ অধ্যায়

# যাঁরা ফেব্রুয়ারী মাসের ৯, ১৮ বা ২৭ তারিখে জন্মেছেন

এই মাসের নয় সংখ্যার লোকেরা ঃ

আপনি যদি উপরোক্ত যে কোন একটি দিনে জন্মগ্রহণ করে থাকেন, তবে জ্যোতিষ মতে এবং কিরোর চ্যালদিন সংখ্যাতত্ত্বের প্রণালী অনুযায়ী আপনি মঙ্গল এবং ঋণাত্মক শনির প্রভাবে জন্মগ্রহণ করেছেন, কিন্তু আপনি যদি ২৭ তারিখে জন্মগ্রহণ করে থাকেন তবে আপনার স্পন্দন মীন চিহ্নের হবে। সে ক্ষেত্রে মঙ্গল এবং ঋণাত্মক বৃহস্পতির প্রভাবে আপনার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং বিশেষ গুণাবলী পূর্বে উল্লিখিত ফেব্রুয়ারী মাসের জাতকের মতই হবে।

এই '৯' সংখ্যার লোকেরা যত ফেব্রুয়ারী মাসে দ্বৈতভূমি ১৯ তারিখের কাছাকাছি

জন্মাবেন, ততই ওঁদের স্বাতন্ত্র্য ব্যক্তিত্ব জানান দেবে। ফলে যাঁরা ৯-ই ফেব্রুয়ারী জন্মগ্রহণ করেছেন সেই সব লোকেরা তাঁদের কাছ থেকে আশা করবে অনেক বেশি।

২৭শে ফেব্রুয়ারী তারিখটি একেবারে দ্বৈতভূমির শেষে বলে মঙ্গল ও শনির স্পন্দন ও প্রভাবের মধ্যে আসে, সাধারণভাবে এ যোগটি সৌভাগ্যজনক। কারণ বৃহস্পতি এখানে ঋণাত্মক বলে মানসিক গুণাবলীকে উচ্চাশাপূর্ণ ও প্রাণবন্ত করে এবং মঙ্গলের অক্লান্ত প্রাণশক্তির জন্য যে কাজই তাঁরা করতে যান তাতে সাফল্য অর্জন করেন।

যাঁরা ২৭শে ফেব্রুয়ারী জন্মগ্রহণ করেছেন তাঁরা সচরাচর বেশ নাম করেন।

৯ সংখ্যার সব ব্যক্তিরা যাঁরা ৯,১৮ বা ২৭ তারিখে জন্মগ্রহণ করেছেন, তাঁদের ওই তারিখে জাত জানুয়ারী মাসের ব্যক্তিদের মতই মানসিক ভাবধারা হবে। কিন্তু ওঁদের শারীরিক অপেক্ষা মানসিক কষ্ট হবে অনেক বেশি! এঁরা নিজের ভাগ্যকে নিয়ন্ত্রণ করবেন এবং জানুয়ারী মাসে ওই তারিখে জাত ব্যক্তিদের মত এঁদের ভাগ্যের অত উত্থান-পতন ও ব্যর্থতার মধ্য দিয়ে যেতে হয় না।

আপনি যদি ৯, ১৮ বা ২৭ তারিখে জন্মগ্রহণ করে থাকেন তবে আপনি চিন্তায় এবং কর্মে যথেষ্ট স্বাধীনতার পরিচয় দেবেন এবং যে কাজে আপনার সমর্থন আছে বা কোন ব্যক্তিকে যদি আপনার মতে খারাপ ব্যবহার করা হয়ে থাকে, তবে আপনি সুদৃঢ় মনোবলের সঙ্গে তার সঙ্গে লেগে থাকতে পারেন।

আপনি যাই করুন না কেন আপনার ব্যক্তিত্বের ছাপ তাতে পড়বে।

আপনি যুক্তি-তর্কে খুব পটু হবেন এবং বাচনভঙ্গী সুদৃঢ় এবং সহজে বোধগম্য হবে। আপনি যুক্তি-তর্কের দুটো দিকই দেখতে পান এবং সুযোগ পেলেই চট করে তাদের দুর্বলতার সুযোগ নিতে পারেন।

লোকে আপনাকে অত্যন্ত খোলা মেলা আর হঠকারিতা, গোঁয়ার্তুমি এবং সব সময়ই নিজের খেয়ালখুশি মত কাজ করার জন্য সমালোচনা করবে, কিন্তু তবুও আপনার ব্যক্তিত্বের চৌম্বকশক্তির জন্য অনেকে আপনার দিকে ভিড় করবে।

অন্তরে অন্তরে মানবাত্মার জন্য আপনার প্রাণ কাঁদে এবং অপরের মঙ্গলের জন্য নিজেকে নিয়োজিত করেন বা সমাজ সংস্কারকের কাজ নেন। আপনার বিশেষ ধরনের প্রকৃতির জন্য আপনার অনেক শত্রু হবে, আপনার বিরুদ্ধতা করবার জন্য শক্তিশালী একটা দল হবে।

আপনি সংগঠক হিসাবে খুব ভাল। বিশেষ করে পরিকল্পনাটা যদি খুব বৃহৎ হয় এবং যাঁরা আপনার অধীনে আছেন, তাঁদের প্রতি আপনি সহানুভূতিশীল হন।

অনেক রকম কাজ আছে যার মধ্যে দিয়ে আপনি সুখ্যাতি আহরণ করতে পারেন। তা সৈন্যদলকে খাওয়ানো থেকে বিরাট শিল্পের তত্ত্বাবধান করা অবধি হতে পারে। আপনি সবকিছুর সঙ্গেই সহজে খাপ খাইয়ে নিতে পারেন। কিন্তু আপনি যাই করুন না কেন জনগণের সঙ্গে সম্পর্ক আছে এমন কাজ পেলে আপনি আর কিছু চান না।

**অর্থ ভাগ্য**

গোটাকতক বিষয়ে আপনি অর্থ সম্বন্ধে সৌভাগ্যবান হবেন, কিন্তু আপনি যেভাবে আপনার অর্থ ব্যয় করেন, তা লোকেরা দেখে অবাক হয়ে যায়। আপনার জীবনের যবনিকাপাত হবার আগে অদ্ভুত ধরনের আপনি অর্থ খরচ করবেন বা কোন ট্রাস্টে বা অদ্ভুত ধরনে এটা দাতব্য করবেন।

**স্বাস্থ্য**

স্বাস্থ্যের ব্যাপারে আপনার ভয়ের কোন কারণ নেই। আপনি এ সম্বন্ধে কম চিন্তা করেন বলে সেই কারণেই হয়তো সাধারণভাবে যে রোগ হয় আপনার তা হবে না। আপনি অবশ্য ফুসফুস আর হৃদযন্ত্রের দিকে একটু নজর দেবেন।

আপনার সৌভাগ্যজনক সংখ্যা হচ্ছে '৯' ও এর যোগফল এবং আপনার পক্ষে যা প্রয়োজনীয় ও মঙ্গলজনক তা বছরের যে কোন মাসের ৯, ১৮ এবং ২৭ তারিখে করতে চেষ্টা করুন।

আপনার সবচেয়ে সৌভাগ্যজনক বর্ণ বচ্ছে মঙ্গলগ্রহের বর্ণ, সব রকম ঘন এবং হালকা লাল রং।

আপনার শুভরত্ন হচ্ছে রুবি, গার্নেট এবং সব রকম লাল পাথর।

আপনি যদি ২৭শে ফেব্রুয়ারী জন্মগ্রহণ করে থাকেন তবে দ্বিতীয় রং হিসাবে আপনি সবরকম বেগুনী, ঘন বেগুনী থেকে হালকা বেগুনী রং ব্যবহার করতে পারেন ( বৃহস্পতির রত্ন ) এবং গার্নেট, রুবি এবং ব্যাডস্টোন ( মঙ্গলের রত্ন ) পরতে পারেন।

আপনার জীবনের সর্বাপেক্ষা স্মরণীয় বছর হবে ৯, ১৮, ২৭, ৩৬, ৪৫, ৫৪, ৬৩, ৭২, ৮১ বছর।

আপনি যদি ফেব্রুয়ারী মাসের ৯ বা ১৮ তারিখে জন্মগ্রহণ করেন, তবে আপনি '৮' বা '৯' সংখ্যার লোকদের দ্বারা প্রভাবিত হবেন। আপনি যদি ফেব্রুয়ারী মাসের ২৭ তারিখে জন্মগ্রহণ করে থাকেন তবে যারা বছরের যে কোন মাসের '৩' বা '৯' সংখ্যায় জন্মগ্রহণ করবে তারা আপনাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করবে।

**এই তারিখে জাত শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ**

| | |
|---|---|
| জেনারেল স্যাস এভেলিন উড্ ( সেনাপতি ) | ৯ই ফেব্রুয়ারী |
| লর্ড কারসন ( নেতা ) | ,, ,, |
| এইচ্ হ্যারিসন ( প্রেসিডেন্ট )* | ,, ,, |
| রোনাল্ড কোলম্যান ( চিত্রাভিনেতা ) | ,, ,, |

* এদের জীবনে দৃঢ়তার যে বিরাট শূন্য থাকে তার প্রমাণ দেখা যায় স্পষ্টভাবে। এরা নিজের মতে চলতে খুব বেশি ভালবাসে।

| | |
|---|---|
| হীদার এ্যানজেল ( চিত্রাভিনেতা ) | ৯ই ফেব্রুয়ারী |
| অ্যাডলফ মেনজ ( ,, ) | ১৮ই ,, |
| প্যাগানিনি ( সঙ্গীতশিল্পী ) | ,, ,, |
| উইলসন ব্যারেট ( অভিনেতা ) | ,, ,, |
| অগাষ্ট বেলসই ( পুঁজিপতি ) | ,, ,, |
| এমেষ্ট রেনাল ( লেখক ) | ২৭শে ,, |
| ডেভিড সারনক ( প্রেসিডেন্ট ) | ,, ,, |
| আসান কীথ ( চিত্রাভিনেতা ) | ,, ,, |
| এলেন টেরী ( অভিনেত্রী ) | ,, ,, |

## একবিংশ অধ্যায়

# সাধারণভাবে মার্চ মাসে জন্মানোর ফল

### যাঁরা বছরের এই সময় জন্মগ্রহণ করেছেন সাধারণভাবে তাঁদের চরিত্র, ভাবধারা, অর্থভাগ্য এবং স্বাস্থ্য ঃ

রবি মীন চিহ্নে আসে ১৯শে ফেব্রুয়ারী কিন্তু সাতদিন পূর্বতন গ্রহের প্রভাব থাকে বলে, মার্চের ৬ তারিখের আগে পূর্ণ বলে বলীয়ান হতে পারে না। এরপর থেকে পূর্ণ শক্তিমত্তার সঙ্গে ২১শে মার্চ পর্যন্ত রাজত্ব করে আগত মেষ চিহ্নের কাছে ক্রমশঃ ক্ষমতা হারাতে থাকে।

বছরের এই সময় যাঁরা জন্মগ্রহণ করেন যেমন ১৯শে ফেব্রুয়ারী থেকে ২১শে মার্চ অবধি তাঁদের এক অন্তর্নিহিত ক্ষমতা থাকে যাতে তাঁরা সব কিছু সহজে বুঝতে পারেন। তাঁরা খুব অনায়াসেই জ্ঞান সঞ্চয় করতে পারেন, বিশেষ করে কোন দেশ বা জাতির ইতিহাস, ভ্রমণ এবং কোন দূরদেশ সম্বন্ধে গবেষণা সহজেই করতে পারেন।

সাধারণভাবে যা প্রতীয়মান হয়, তার চেয়ে এঁরা অনেক বেশি উচ্চাকাঙ্ক্ষা বিশিষ্ট, কিন্তু কোন বিষয়ে পূর্ণভাবে অবগত না হয়ে তাঁরা কোন কিছু বলতে বা লিখতে চান না।

বন্ধু-বান্ধবদের প্রতি তাঁরা বিশ্বস্ত এবং যে কোন কাজই তাঁরা করুন না কেন তাঁরা তাতে বিশ্বস্ত, যদি তাঁরা বুঝতে পারেন যে তাঁদের সাহায্য চাওয়া হয়েছে বা তাঁদের বিশ্বাস করা হচ্ছে। সবরকম দায়িত্বপূর্ণপদে তাঁরা সাফল্য লাভ করতে পারেন, কিন্তু তাঁরা যেচে কিছু করতে চান না এবং কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করলে তবে তাঁদের অভিমত দেন।

তাঁরা আইন ও শৃঙ্খলা খুব মনে-প্রাণে মেনে চলেন এবং যে কোন সমাজেই জন্ম-গ্রহণ করে থাকুন না কেন সেই সমাজের রীতি-নীতি নিষ্ঠার সঙ্গে মেনে চলেন।

সবচেয়ে শক্তিশালী এবং সবচেয়ে দুর্বল চরিত্রের লোকদের এই চিহ্নে জন্মগ্রহণ করতে দেখা যায়।

কেউ কেউ নিজেদের অন্তর্নিহিত বিলাসিতা এবং কুঁড়েমিকে প্রশ্রয় দিতে চান এবং ফলে এঁরা বড় বেশি সহজগামী, অপরের চিন্তাধারার প্রতিফলন, মিথ্যা বন্ধুর দ্বারা প্রতারণা, অসৎ পরিকল্পনায় অর্থনাশ এবং মদ ও মাদক দ্রব্যে অত্যন্ত আসক্ত হতে পারেন।

কিন্তু এ সময়ে যাঁরা জন্মেছেন, তাঁরা যদি বাঁচবার একটা উদ্দেশ্য খুঁজে পান, তবে আপৎকালীন অবস্থার যেভাবে সম্মুখীন হন, সেভাবে আর কেউ হতে পারেন না। এঁরা হচ্ছেন সেই শ্রেণীর লোক যাঁরা জীবনের কোন না কোন সময়ে তাঁদের চরিত্রের পরিবর্তনে বন্ধু-বান্ধবদের অবাক করে দেন।

তাঁরা যে কোন মুহূর্তে যে কোন রকম দুর্বলতাকে বা বিলাসিতাকে ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারেন এবং যে কোন রকম কষ্ট সহ্য করতে পারেন। এই সময়ে যাঁরা জন্মগ্রহণ করেছেন তাঁদের চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে দ্বৈতমুখিতা। এটা নির্ভর করে যে দুটো রাস্তার কোন্ রাস্তাটা ধরে তিনি এগোবার জন্য তৈরী হয়েছেন।

এই চিহ্নে জাত ব্যক্তিরা অত্যন্ত ভালবাসাপ্রবণ হন। যদি এঁরা এই চিহ্নের দুর্বল দিকটিতে জন্মগ্রহণ করে থাকেন, তবে তাঁদের পারিপার্শ্বিক লোকদের দ্বারা ভীষণ-ভাবে প্রভাবিত হতে পারেন। কিন্তু যদি শক্তিশালী দিকটিতে জন্মগ্রহণ করে থাকেন তবে তাঁদের ভাবাবেগ যে কোন উচ্চস্থানে তাঁদের তুলে ধরতে পারে।

এঁরা ভ্রমণ করতে খুব ভালবাসেন এবং সমুদ্র বা বিরাট জলাশয় এঁদের খুব প্রিয়। যদি অবস্থার খাতিরে এঁরা বেশি ভ্রমণ করতে না পারেন, তাঁরা এমন জায়গায় গৃহ নির্মাণ করেন যেখান থেকে সমুদ্র দেখা যায় বা কোন লেক বা নদীর ধারে বসবাস করেন।

যানবাহন, বৈদেশিক বাণিজ্য, আমদানী-রপ্তানী বা সমুদ্র বাহিত যে কোন ধরনের বাণিজ্য এঁদের পক্ষে খুব উপযোগী।

এঁদের প্রত্যেকের মধ্যে এক সঙ্গে অদ্ভুত ধরনের এক রহস্যজনক দিক আছে, আবার ব্যবহারিক দিকও আছে, এঁদের সকলে কুসংস্কারাচ্ছন্ন বলে ভাবে। কারণ আধিভৌতিক দিকটা কোন না কোন ভাবে এঁদের টানে।

তাঁরা অজানাকে জানতে চান এবং বাঁধতে চান। দার্শনিক বা রহস্যজনক কিছু এঁরা রাখতে চান না। এঁরা মনে প্রাণে যদিও দয়ালু, তবুও এঁদের মনের মধ্যে দারিদ্র সম্বন্ধে এক অস্বাভাবিক ভয় থাকে, সেইজন্য সত্যিকারের কাউকে ভাল না বাসলে তাঁরা তাদের দয়ালু প্রকৃতিকে চেপে চুপে রাখেন। এইসব ক্ষেত্রে তাঁরা অত্যন্ত চট্ করে প্রভাবিত হন ও ভালবাসার পাত্রের প্রভাবে শেষ কপর্দক অবধি দিয়ে দিতে পারেন।

এঁদের চোখে অর্থের কোন দাম নেই। শুধু এছাড়া চলে না তাই এর দরকার এছাড়া এর অন্য কোন মূল্য নেই যেন।

## স্বাস্থ্য

স্বাস্থ্যের ব্যাপারে এঁদের শারীরিক অপেক্ষা মানসিক দিক থেকেই বিপদ আসার সম্ভাবনা সমধিক। কারণ এই চিহ্নে জাত ব্যক্তিদের দুশ্চিন্তা যা ক্ষতি করে, তা অন্য কোন মাসের জাতকদের করে না। অত্যন্ত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে তাঁরা বিষাদখিন্ন এবং দুর্বলচিত্ত হয়ে পড়েন, তাতে তাঁদের পরিপাকযন্ত্র ক্ষতিগ্রস্ত হয়, যার থেকে তাঁদের স্নায়বিক দৌর্বল্য বা পক্ষাঘাত হতে দেখা যায়। এঁদের ফুসফুসও বেশ দুর্বল থাকে। অন্য কোন মাসের চেয়ে এ সময়ে জাত ব্যক্তিদের ফুসফুসে যক্ষ্মা হবার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি! এঁদের শরীর খুব অল্পে ঘেমে যায় বিশেষ করে হাত আর পা। অন্ত্র প্রদাহ বা টিউমার জাতীয় অসুখও এই চিহ্নে জন্মালে হতে পারে।

## অর্থ ভাগ্য

১৯ ফেব্রুয়ারী থেকে ১লা মার্চ অবধি রবি মীন চিহ্নে প্রবেশ করছে যার অধিপতি হচ্ছে ধনাত্মক বৃহস্পতি। ১৯শে ফেব্রুয়ারী থেকে শনির প্রভাব হ্রাস পেতে শুরু করে এবং ২১শে মার্চের পর প্রতিদিন বৃহস্পতির প্রভাব বাড়তে থাকে এবং ক্রমশঃ শুভ ফলদায়ক হয়।

যাঁরা ১৯শে ফেব্রুয়ারী থেকে ২১শে মার্চ-এর মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছেন তাঁরা জীবনে অনেক কিছু করতে পারেন, অবশ্য তাঁদের উচ্চাশাকে যদি জাগরূক করা যায় তবেই।

আমাদের সব সময়েই কিন্তু মনে রাখা উচিত যে এই সময়ে বৃহস্পতির প্রভাব বৃহস্পতির ঋণাত্মক গৃহে, সুতরাং এসব জাতকরা শারীরিক অপেক্ষা মানসিক উচ্চাশাসম্পন্ন হন বেশি। তাঁরা সব দারুণ দিবাস্বপ্ন দেখবেন বা তাঁরা তাঁদের শারীরিক পরিশ্রমের অপারগতার জন্য ওর ঠিক ফল পান না। ফলে এটা অনিশ্চিত অর্থভাগ্য নির্দেশ করে এবং ভাগ্যের অনেক ওঠাপড়ার মধ্যে দিয়ে এ সময়ে জাত ব্যক্তিদের চলতে হয় যদি না তাঁরা বিশেষ কোন উদ্দেশ্যের প্রতি আত্মনিয়োগ না করেছেন।

এই সময়ে জাত ব্যক্তিরা যদি তাঁদের উদ্দেশ্যের পারম্পরিকতা রাখতে পারেন, তবে জীবনে এমন কিছু নেই যা তিনি করতে পারেন না এবং প্রায়ই তাঁদের সামনে সুবর্ণ সুযোগ আসবে।

তাঁরা কিন্তু অর্থ সম্বন্ধে খুব একটা যত্নবান নন এবং দুঃসময়ের জন্য কিছু সঞ্চিত করেন না। অনেক সময় দেখা যায় যে তাঁরা নিজেদের নষ্ট করছেন এবং ফলে বয়স বাড়ার সময় নিজের স্থান হারাচ্ছেন বা দরিদ্র দশায় পতিত হচ্ছেন।

এঁরা যদি অবশ্য এই সময়ের বিশেষ কোন শক্তিশালী দিনে জন্মগ্রহণ করে থাকেন, তবে সব কিছুই মঙ্গল এবং অর্থ বা পদ যে সম্বন্ধেই হোক না কেন, তাঁরা তাঁদের স্বপ্ন সফল করেন।

## বিবাহ, চুক্তি, পার্টনারশিপ

আপনি যদি ফেব্রুয়ারী মাসের ১৯ থেকে ২০শে মার্চের মধ্যে জন্মগ্রহণ করে

থাকেন, তবে আপনার সবচেয়ে সামঞ্জস্যপূর্ণ বন্ধুত্ব যাঁরা জলের তৃতীয় ঘরে আপনার চিহ্নে ১৯শে ফেব্রুয়ারী থেকে ২০শে মার্চের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছেন। জলের প্রথম ঘর, কর্কট চিহ্নে যাঁরা ২১শে জুলাই-এর মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছেন বা জলের দ্বিতীয় ঘর বৃশ্চিক চিহ্নে ২১শে অক্টোবর থেকে ২০শে নভেম্বরের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছেন এবং এই সমস্ত দিন শেষ হবার সাতদিন পরে অবধি যাঁরা জন্মগ্রহণ করেছেন, তাঁদের সঙ্গে আপনার গভীর প্রীতির সম্পর্ক থাকবে।

এ ছাড়াও যাঁরা আপনার ঠিক উল্টো চিহ্নে অর্থাৎ কন্যা চিহ্নে জন্মগ্রহণ করেছেন তাঁদের প্রতিও আপনার গভীর আকর্ষণ থাকবে।

## দ্বাবিংশ অধ্যায়

## যাঁরা মার্চ মাসের ১, ১০, ১৯, এবং ২৮ তারিখে জন্মেছেন

এই মাসের এক সংখ্যার লোকেরা ঃ

আপনি যদি উপরোক্ত কোন একদিন জন্মগ্রহণ করেন, তবে জ্যোতিষ শাস্ত্র মতে এবং আমার চালদিন সংখ্যাতত্ত্বের প্রণালী অনুযায়ী আপনি জলের তৃতীয় ঘরে ঋণাত্মক বৃহস্পতির মীন চিহ্নে রবি এবং ইউরেনাসের স্পন্দনে জন্মগ্রহণ করেছেন।

আপনার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং বিশেষ গুণাবলী পূর্বে উল্লিখিত মার্চ মাসে জাত ব্যক্তিদের মতই হবে, তবে রবি এবং ইউরেনাস আপনার জীবনকে ঘটনাবহুল করবে এবং আপনার নাম ছড়ানোর কাজে বিশেষ করে সাহায্য করবে।

ইউরেনাস গ্রহটি জ্যোতির্মণ্ডলীকে একবার অতিক্রম করতে ৮৪ বছর সময় নেয়। এটি প্রতি ১৪ বছর অন্তর রবির ওপর অত্যন্ত বেশি প্রভাব ফেলে। বৃহস্পতির ঘরে উপরোক্ত তারিখে জন্মালে ইউরেনাস খুব বেশি প্রভাব ফেলে।

রবি এবং ইউরেনাসের প্রভাব আপনাকে অন্তর্দৃষ্টি দেবে এবং আধ্যাত্মিক শক্তি-সম্পন্ন করবে। সুতরাং আপনার সব সময়েই প্রথম চিন্তা যেটি আসবে সেই মত কাজ করা উচিত।

আপনি যদি ১লা, ১০ই, ১৯ই বা ২৮শে মার্চ জন্মগ্রহণ করে থাকেন, তবে আপনার মধ্যে প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে। আপনি যাই করুন না কেন আপনার উদ্যম এবং মৌলিকত্ব তাতে প্রতিভাত হবে যদিও মাঝে মাঝে হঠকারিতা এবং গোঁয়াতুর্মির পরিচয় দিতে পারেন। আপনার উচিত হচ্ছে ধৈর্য অবলম্বন করে শিক্ষা করা এবং ভেবে-চিন্তে পরিকল্পনা করা।

আপনার আশাবাদিতা এবং আশা-আকাঙ্ক্ষা অত্যধিক। ফলে কোনরকম বিলম্ব, অবরোধ যা প্রত্যেকেরই আসা স্বাভাবিক, তাতে আপনি অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে পড়বেন। ধীরে ধীরে যতদিন যাবে, ততই আপনি ক্ষমতাবান হবেন এবং আত্মবিশ্বাসী হবেন যা

আপনার হয়তো বাল্যকালে কম ছিল এবং যা বর্ধিত করা আপনার একান্তভাবেই উচিত।

যদিও গৃহ এবং গার্হস্থ্য ধর্মের দিকে আপনার টান অত্যধিক, তবুও পরিবারের কর্মের ফলে আপনাকে ক্ষতিগ্রস্ত হতে হবে।

সবদিকে বিচার-বিবেচনা করে বলা যায় যে আপনি একটি ঘটনাবহুল জীবন আশা করতে পারেন এবং আপনি যেখানেই বাস করুন না কেন বা আপনার জীবিকা যাই হোক না কেন, তা আপনাকে সাফল্য দেবে এবং জগতের সামনে এসে দাঁড় করাবে।

২৮শে মার্চ তারিখটি ঋণাত্মক মঙ্গলের মেষ চিহ্নের '১' সংখ্যা বলে ১, ১০ বা ১৯শে মার্চ জাত ব্যক্তিদের চেয়ে সৌভাগ্যের সম্ভাবনা অনেক বেশি দেয়। কারণ রবি এই চিহ্নে তুঙ্গী।

## অর্থ ভাগ্য

আপনি যদি মার্চ মাসের '১' সংখ্যার লোক হন, তবে সাধারণভাবে অর্থ সম্বন্ধে আপনাকে সৌভাগ্যবান বলা চলে। আপনি সৌভাগ্যশালী হবার অসংখ্য সুযোগ পাবেন, বিশেষ করে বাণিজ্য বা ব্যবসার কোন দায়িত্বপূর্ণ পদে আসীন হতে পারেন। আপনি অনেক দূর অবধি দেখতে পান এবং ব্যক্তি বা বস্তু সম্বন্ধে আপনার এক সহজাত অন্তর্দৃষ্টি থাকে এবং সেইগুলিকেই অবলম্বন করে আপনার এগোনো উচিৎ।

আপনার পক্ষে সবচেয়ে কষ্টকর হবে একেবারে কারুর অধীনে কাজ করা। আপনি যত দিন না পূর্ণ কর্তৃত্ব পদে আসীন না হচ্ছেন, ততদিন আপনি শান্তি পান না এবং আপনার এমন সবল ব্যক্তিত্ব হবে যে দুজনে একসঙ্গে মিলে কাজ করা শক্ত হবে।

নিয়মতান্ত্রিকভাবে আপনি অর্থ সঞ্চয় করবেন। তবে আপনার জীবিকা যাই হোক না কেন, তাতে বহুবার পরিবর্তন হবে।

## স্বাস্থ্য

আপনার শারীরিক গঠন খুব মজবুত হবে এবং প্রাণশক্তিতেও আপনি ভরপুর থাকবেন কিন্তু আপনি তা অযত্ন বা অবহেলায় নষ্ট করে ফেলতে পারেন। রবি বৃহস্পতির মানসিক ঘরে রয়েছে বলে আপনি আপনার উচ্চাশাকে ফলবতী করবার জন্য অত্যধিক মানসিক পরিশ্রম করে ক্লান্ত হয়ে পড়তে পারেন।। কিন্তু আপনি সেই বিশেষ আশাবাদীদের শ্রেণীতে পড়েন এবং বেশ কিছু দিন আপনাকে দমিয়ে রাখতে পারে না। আপনি সময়ে সময়ে অতি চিন্তায় আপনার স্নায়ুমণ্ডলীকে বিপর্যস্ত করে ফেলবেন।

আপনার সৌভাগ্যপ্রদ সংখ্যা হচ্ছে এক হাইফেন চার ( ১-৪ ) '৩'। আপনার উচিৎ হচ্ছে আপনার পরিকল্পনাগুলিকে এই সংখ্যাগুলিতে রূপদান করা। যেমন ১, ৩, ৪, ১০, ১২, ১৯, ২১, ২২, ২৩, ২৮, ৩০ এবং ৩১ তারিখে।

আপনার চৌম্বকশক্তি বাড়াবার জন্য নিজেকে আরও সৌভাগ্যশালী করার জন্য আপনার পরিধেয় বস্ত্রে গ্রহগুলির রং ব্যবহার করা উচিত। যেমন, রবি—সবরকম স্বর্ণ বর্ণ, হলুদ, ব্রোনজ থেকে সোনালী বাদামী। ইউরেনাস—সবরকম স্যাফায়ার, কালো-নীল এবং ধূসর। বৃহস্পতির সবরকম বেগুনি ঘন থেকে হাল্কা।

আপনার সৌভাগ্যপ্রদ রত্ন হচ্ছে হীরক, টোপাজ, এ্যাম্বার ও স্যাফায়ার এবং সব রকম স্বর্ণ বর্ণ বা হলদে পাথর বা নীল স্যাফায়ার রংয়ের পাথর।

আপনার জীবনের সবচেয়ে স্মরণীয় বছর হবে ১, ৩, ৪, ১০, ১২, ১৩, ১৯, ২১, ২২, ২৮, ৩০, ৩১, ৩৭, ৩৮, ৪০, ৪৬, ৪৮, ৪৯, ৫৫, ৫৭, ৫৮, ৬৪, ৬৬, ৬৭, ৭৩, ৭৫, এবং ৭৬ বছর।

যাঁরা যে কোন মাসেরই যদি ১, ৪, ১০, ১৩, ১৯, ২২, ২৮ বা ৩১ তারিখে জন্মগ্রহণ করে থাকেন, তবে তাঁদের প্রতি আপনি প্রবল আকর্ষণ বোধ করবেন এবং যদি '৩' সংখ্যা বা তার যোগফলে জন্মগ্রহণ করে থাকেন যেমন ৩, ১১, ২১, বা ৩০ তারিখে, তবে তাঁদের প্রতিও আপনার টান থাকবে।

এখানে কিছু কিছু সংখ্যাতত্ত্বের কথা আসছে। ৩ সংখ্যা হলো বৃহস্পতির সংখ্যা। মার্চ মাস হলো বছরের তৃতীয় মাস। ১লা তারিখ হলো রবির সংখ্যার মধ্যে। রবি ও বৃহস্পতির হলো পরম মিত্র গ্রহ।

তাই ১লা মার্চ হলো একদিকে ধর্মীয় সংখ্যা আবার সাফল্যের সংখ্যা।

আবিষ্কার, সাহিত্য, ধর্ম প্রভৃতি হলো এদের জীবনের বৈশিষ্ট্য। তবে কিছু কিছু অশুভ গ্রহের এভাবে এদের জীবনের এই ধারা নষ্ট হতে পারে। তা যদি না হয়, তা হলে এরা জীবনে প্রচুর উর্ধ্বে উঠে যেতে পারে।

### এই তারিখে যে সব বিখ্যাত লোকের জন্ম

| | |
|---|---|
| উইলিয়াম ডি হাওয়েল্স্ (লেখক) | ১লা মার্চ |
| স্যার ব্রানডেল ম্যাপ্ল (প্রতিষ্ঠাতা) * | ,, ,, |
| লুই মোর‍্যাজ (চিত্র জগৎ) | ,, ,, |
| সেণ্ট গডেন্স্ (ভাস্কর) | ,, ,, |
| চপিন্ (সঙ্গীত শিল্পী) | ,, ,, |
| রেভাঃ উইলবার ভল্ভিয়া (নেতা) | ১০ই ,, |
| ক্যারল ভায়েস্ (রেডিও শিল্পী) | ,, ,, |
| উইলিয়াম জেনিংস ব্রায়ান (রাজনীতিক) | ১৯শে ,, |
| স্যার রিচার্ড বার্টন (লেখক) | ,, ,, |
| ডেভিড্ লিভিংস্টোন (আবিষ্কর্তা) | ,, ,, |

* স্যার ব্রানডেল ম্যাপ্ল বিখ্যাত ব্যবসায়ী ও প্রতিষ্ঠাতা। আমার সঙ্গে দেখা করে তার জীবনের শ্রেষ্ঠ তারিখগুলি লিখলেন এবং তা নিজের জীবনে পরীক্ষা করে সফল হন।

| | | |
|---|---|---|
| ভন্ টারপিজ ( সেনানায়ক ) | ” | ” |
| অ্যারিষ্টাইড্ব্রায়াণ্ড ( রাজনীতিক ) | ২৮শে | ” |
| টমাস ক্লার্কসন ” | ” | ” |

## ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

# যাঁরা মার্চ মাসের ২, ১১, ২০ এবং ২৯ তারিখে জন্মেছেন

এই মাসের দুই সংখ্যার লোকেরা ঃ

আপনি যদি উপরোক্ত যে কোন একটি দিনে জন্মগ্রহণ করে থাকেন তবে জ্যোতিষ মতে এবং আমার চ্যালদিন সংখ্যাতত্ত্বের প্রণালী অনুযায়ী আপনি জলের তৃতীয় ঘরে ঋণাত্মক বৃহস্পতির মীন চিহ্নে চন্দ্র এবং নেপচুনের স্পন্দনে জন্মগ্রহণ করেছেন।

আপনার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং গুণাবলী পূর্বে উল্লিখিত মার্চ মাসে জাত ব্যক্তিদের মতই হবে, তবে চন্দ্র এবং নেপচুন আপনার মধ্যেকার কল্পনাপ্রবণ এবং শিল্পী মনোভাবকে বেশি মাত্রায় জাগিয়ে দেবে। আপনার প্রতিভার সবিশেষ স্ফুরণের জন্য আপনার উচিত হচ্ছে দৃঢ়তা এবং সবল ইচ্ছাশক্তি বর্জিত করা এবং একটি বিশেষ উদ্দেশ্যের পেছনে লেগে থাকা। আপনি যদি তা করেন, তবে সাফল্য লাভ আপনার অবশ্যম্ভাবী। বিশেষ করে আপনি যদি আপনার সহজাত শিল্পী অন্তঃকরণের নির্দেশ মেনে চলেন।

আপনার মনের ওপর আপনার পারিপার্শ্বিকতার প্রভাব অপরিসীম এবং আপনার উচিত সামঞ্জস্যের সন্ধান করা। এতে যদি আপনাকে নিজের তৈরী কুঁড়ে ঘরেও বাস করতে হয়, তাও আপনার যাদের সঙ্গে বনে না, আপনাকে বিরক্ত করে বা বাধা দেয় তাদের সঙ্গে রাজপ্রাসাদে বাস করার চেয়ে ভাল হবে।

আপনি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, রংয়ের মিল এবং শব্দের সামঞ্জস্য গভীরভাবে উপভোগ করতে পারেন। আপনি অন্তরে অন্তরে রোমাণ্টিক কবিদের মত অশান্ত হবেন এবং আপনি সবরকম শিল্পসম্মত কাজে সাফল্য লাভ করবেন যেমন, অঙ্কন, সঙ্গীত, সিনেমা বা থিয়েটার, লেখা বা যে কোনরকম সুচারু শিল্প।

আপনি খুব ভাল মিডিয়াম হতে পারেন। কোন এক অজানা আকাশ থেকে উদ্দীপনা পাবেন এবং আপনার স্বপ্নও একটু অদ্ভুত ধরনের হবে।

আপনার বস্তুতান্ত্রিক জ্ঞান একটু কম হবে, প্রথম জীবনে অর্থ রোজগার করতে আপনাকে বেশ বেগ পেতে হবে।

আপনি যদি ২৯শে মার্চ জন্মগ্রহণ করে থাকেন, তবে এই তারিখটি ইতিমধ্যেই সেই চিহ্নের অধীনে এসে গেছে বলে আপনার জীবন আরও ঘটনাবহুল হবে।

### অর্থ ভাগ্য

অর্থের ব্যাপারে অনিশ্চয়তা একটা থাকবেই। আপনি হঠাৎ অর্থ রোজগার করবেন। কিন্তু এটা আপনার পক্ষে রাখা শক্ত হবে যদি না আপনি এ সম্বন্ধে সতর্কতা এবং পরিকল্পনা না করেন। আপনার ইচ্ছাশক্তি আপনার ক্ষমতার বাইরে হবে এবং আপনি যা বিনিয়োগ করবেন, তা আপনাকে মনের শান্তি বা সোয়াস্তি দেবে না।

### স্বাস্থ্য

স্বাস্থ্যের ব্যাপারে আপনাকে যারা জানে তাদের কাছে আপনি এক হেঁয়ালী হবেন। আপনার সব কিছু অসুখই মনের। আপনি যদি সুখে আর আনন্দে থাকেন তবে সবই শুভ। আপনি যদি অসুখী পরিবেশের মধ্যে থাকেন তবে আপনার অসুখ জগতের কোন ওষুধ খেলেও সারবে না।

আপনার অসুখের প্রবণতা হবে অপুষ্টি, রক্তাল্পতা, রক্ত সঞ্চালনের অভাব এবং সাধারণভাবে মেরুদণ্ডের দুর্বলতা, কোমরের কাছে ব্যথা এবং কিডনীর দুর্বলতা। কিন্তু সব কিছুই নির্ভর করবে আপনি বিষাদখিন্ন হয়ে আছেন কি না তার উপর।

আপনার সবচেয়ে শুভপ্রদ সংখ্যা হচ্ছে '৪' যা চন্দ্রকে নির্দেশ করে, '৭' যা নেপচুনকে নির্দেশ করে এবং '৩' যা বৃহস্পতিকে নির্দেশ করে। আপনার সরকারী পরিকল্পনাগুলি বা কারুর সঙ্গে কোন বিশেষ ব্যাপারে দেখা করতে হলে এই দিনগুলিতে করুন। যেমন ২, ৩, ৭, ১১, ১২, ১৬, ২০, ২১, ২৫, ২৯ এবং ৩০ তারিখে।

আপনি যদি ২৯শে মার্চ জন্মগ্রহণ করে থাকেন, তবে '৯' সংখ্যা এবং তার যোগফল '৩' সংখ্যা এবং তার যোগফলের স্থান গ্রহণ করে।

আপনার চৌম্বকশক্তি বর্ধিত করবার জন্য এবং নিজেকে আরও সৌভাগ্যশালী করবার জন্য আপনার পরিধেয় বস্ত্রে চন্দ্র, নেপচুন এবং বৃহস্পতির বর্ণ ব্যবহার করুন।

চন্দ্রের বর্ণ—সবরকম ঘি-এর মত রং আর হালকা সবুজ।

নেপচুনের বর্ণ—সবরকম ধূসর রং হালকা থেকে গভীর।

বৃহস্পতির বর্ণ—সবরকম বেগুনী রং হালকা থেকে গভীর।

আপনি যদি ২৯শে মার্চ জন্মগ্রহণ করে থাকেন, তবে বৃহস্পতির বর্ণের বদলে মঙ্গলের বর্ণ ব্যবহার করতে হবে যা হচ্ছে কালচে লাল, লাল এবং গোলাপ বর্ণ।

আপনার শুভ রত্ন হচ্ছে জেড, মুক্তো, মুনষ্টোন, ওপ্যাল এবং এমেথিষ্ট। আপনি যদি ২৯শে মার্চ জন্মগ্রহণ করে থাকেন তবে এমেথিষ্ট-এর পরিবর্তে চুনী, গার্নেট এবং লাল পাথর ব্যবহার করুন।

আপনার জীবনের সবচেয়ে স্মরণীয় বছর হবে ২, ১১, ২০, ২৯, ৩৮, ৪৭, ৫৬, ৬৫, ৭৪ ও ৭, ১৬, ২৫, ৩৪, ৪৩, ৫২, ৬১, ৭০ এবং ৩, ১২, ২১, ৩০, ৩৯, ৪৮, ৫৭ এবং ৬৫ বছর।

যাঁরা এই '২' বা '৭' সংখ্যার লোক তাঁরা বছরের যে কোন মাসেই জন্মান না কেন,

যদি ২,, ৭, ১১, ১৬, ২০,২৫, ২৯ তারিখে জন্মে থাকেন, তাদের প্রতি আপনি এক সহজাত প্রচণ্ড আকর্ষণ বোধ করবেন।

এছাড়াও যারা ১ বা ৪ সংখ্যার লোক অর্থাৎ তারা যদি ১, ৪, ১০, ১৩, ১৯, ২২, ২৮ বা ৩১ তারিখে জন্মে থাকে, তাদের প্রতি আপনি এক স্বভাব আকর্ষণ বোধ করবেন।

আপনার জীবনের প্রধান সমস্যা হবে নিজের মনকে স্থির করা।

নানা বিরূদ্ধ ঘটনা ঘটতে পারে আপনার জীবনে এবং তার ফলে নিজের সাফল্য দেরীতে ঘটতে পারে।

তাই সব সময় স্থির সিদ্ধান্তে এলে তাতে আপনি সব সময় সফল হবেন। কল্পনাকে কমিয়ে বাস্তবকে প্রাধান্য দিলে আপনি সফল হবেন।

**এই তারিখে যে সব শ্রেষ্ঠ লোক জন্মেছেন**

| | |
|---|---|
| পোপ ত্রয়োদশ লিও* | ২রা মার্চ |
| মার্কস্ ওরেল ( লেখক ) | ,, ,, |
| সিনেটার এলিসন ( আমেরিকার রাজনীতিক ) | ,, ,, |
| অ্যালবার্ট হার্টার ( অংকন শিল্পী ) | ,, ,, |
| জেনস আরেনী ( কবি ) | ,, ,, |
| জেসী ম্যাথিউস ( অভিনেত্রী ) | ১১ই ,, |
| ডরোথী শিস্ ( ,, )* | ,, ,, |
| রবার্ট উলার ( বহু জাহাজ মালিক ) | ২০শে ,, |
| ড্যানিয়েল হর্ণ ( পরলোক তান্ত্রিক ) | ,, ,, |
| ইবসেন ( বিখ্যাত লেখক ) | ,, ,, |
| উইলিয়াম লেকী ( ঐতিহাসিক ) | ,, ,, |
| হেন্‌রী হোয়াইট ( লেখক ও রাজনীতিক ) | ২৯শে ,, |
| ওয়ার্নার ব্যাক্স্টার ( চিত্র প্রযোজক ) | ,, ,, |
| অ্যামেলিয়া বার ( লেখক ) | ,, ,, |
| ফিল্ড মার্শাল স্যুট ( জেনারেল ) | ,, ,, |
| জন টেলর ( প্রেসিডেন্ট ) | ,, ,, |

* পোপ লিও'র সঙ্গে আমার সাক্ষাৎকার চিরদিন তাঁর এবং আমার জীবনে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। আমার দুজনে পরস্পরের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিলাম।

## চতুর্বিংশ অধ্যায়

## যাঁরা মার্চ মাসের ৩, ১২, ২১, এবং ৩০ তারিখে জন্মেছেন

এই মাসের তিন সংখ্যার লোকেরা :

আপনি যদি উপরোক্ত কোন একটি দিনে জন্মগ্রহণ করে থাকেন তবে জ্যোতিষ-মতে এবং কিরোর চ্যালদিন সংখ্যাতত্ত্বের প্রণালী অনুযায়ী আপনি জলের তৃতীয় ঋণাত্মক বৃহস্পতির মীন চিহ্নে বৃহস্পতির স্পন্দনে জন্মগ্রহণ করেছেন।

আপনার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং ভাবধারা মার্চ মাসে উল্লিখিত জাতকের মতই হবে, তবে সোজাসুজি একেবারে, বৃহস্পতির প্রভাবের মধ্যে আসছে বলে সাধারণভাবে অনেক বেশি সৌভাগ্য এবং প্রতিশ্রুতি আপনি আশা করতে পারেন।

আপনি উপরোক্ত তারিখে দুভাবে বৃহস্পতিকে পাচ্ছেন যে যোগ আপনার পক্ষে শক্তিশালী। এ আপনাকে অক্লান্ত মানসিক উদ্যম এবং উচ্চাশা দেবে। আপনি যতক্ষণ না আপনার উদ্দেশ্যকে রূপায়িত করছেন ততক্ষণ আপনি থামেন না।

আপনি সঙ্গী বা সহযোগীর ব্যাপারে সৌভাগ্যশালী হবেন যদি আপনি অবশ্য সেই প্রতিষ্ঠানের কর্তা হন।

আপনি একই সঙ্গে প্রবলভাবে আদর্শবাদী এবং বস্তুতান্ত্রিক হবেন এবং মানুষের ভাল করবার অনেক মহৎ পরিকল্পনা আপনি তৈরী করবেন।

অপরের উপর যেখানে কর্তৃত্ব করতে হয়, তেমন কোন জীবিকায় আপনি বিশেষ-ভাবে সাফল্যলাভ করবেন এবং অন্য কোন বৃত্তিতেও আপনার সাফল্যলাভের সম্ভাবনা প্রচুর।

আপনি বড় বড় প্রতিষ্ঠানে যেমন স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল সম্বন্ধে যথেষ্ট আগ্রহ বোধ করবেন এবং যদি ধনী হতে পারেন, তবে এসব ব্যাপারে মোটা টাকা দাতব্য করবেন।

আপনি সবসময়ই জাতি ধর্ম নির্বিশেষে অসুস্থকে সাহায্য করতে প্রস্তুত থাকেন এবং আপনি যে কোন সমাজেই থাকুন না কেন, আপনি তাদের কাছ থেকে সাহায্য পাবেন।

আপনি বড় বড় প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত থাকলে আপনার পক্ষে শুভ হবে বিশেষ করে যদি কোনরকম বৃহৎ শিল্প, খনিজ, জমি-জমা, যান-বাহন এবং জাহাজ চলাচলের সঙ্গে যুক্ত থাকেন।

আপনি যদি ৩০শে মার্চ জন্মগ্রহণ করে থাকেন, তবে পরের চিহ্ন বৃহস্পতির প্রভাব নির্দেশ করে যা আপনার সৌভাগ্যের আরও সহায়ক হবে।

আপনি যদি এই মাসের '৩' সংখ্যায় জন্মগ্রহণ করে থাকেন যেমন ৩, ১১, ২১ এবং ৩০ তারিখে, তবে ব্যক্তি এবং বস্তু সম্বন্ধে আপনার এক তীব্র অন্তর্দৃষ্টি থাকবে যা আপনার সব কাজেই ব্যবহার করা উচিত। আপনি অতিথিপরায়ণ, কিন্তু তাই নিয়ে

বেশি বাড়াবাড়ি করেন না। আপনি জীবজন্তু ভালবাসবেন, খোলা মাঠে খেলাধুলো ভালবাসেন এবং এক বিশেষ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অর্জন করবেন।

## অর্থ ভাগ্য

আপনার অর্থ রোজগারের উচ্চাশা থাকবে কিন্তু নিজের সুনাম সম্বন্ধে খুব সাবধানে থাকেন। আপনি বেশ স্থিতিশীল ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করে ধনী হন। আপনি যাই করুন না কেন আপনি তাতে যথেষ্ট প্রচেষ্টা করেন এবং যে জীবিকাতেই লিপ্ত থাকুন না কেন, তাতে উচ্চপদ এবং সম্মান পাবেন।

## স্বাস্থ্য

আপনার জীবনের দৃষ্টিভঙ্গীর ওপর আপনার স্বাস্থ্য নির্ভরশীল হবে। আপনি যতদিন সক্রিয়ভাবে নিজেকে নিযুক্ত রাখতে পারবেন, ততদিন আপনার স্বাস্থ্য ভাল থাকবে। যদি কোন কারণে আপনাকে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়তে হয়, তবে আপনি আমোদ-প্রমোদ প্রিয়, কুঁড়ে হয়ে পড়বেন, শরীরে চর্বির আধিক্য হবে এবং জীবনের রশি আলগা করে ফেলবেন।

আপনি পারিবারিক জীবনে বা দাম্পত্য জীবনে ততখানি সাফল্য লাভ করতে পারবেন না। কারণ সব কিছুতেই মতামত জাহির করতে যাবেন এবং অপরের চাওয়া-পাওয়ার দিকে দেখবেন না।

আপনার সৌভাগ্যপ্রদ সংখ্যা হচ্ছে '৩' এবং এর যোগফল। আপনার জরুরী পরিকল্পনা বা কোন প্রয়োজনীয় কার্যে লিপ্ত হবার জন্য ৩, ১২, ২১ বা ৩০ তারিখটিকে বেছে নিন, তা যে কোন মাসেরই হোক না কেন!

আপনার চৌম্বকশক্তি বাড়াবার জন্য এবং নিজেকে আরও সৌভাগ্যশালী করবার জন্য আপনার পরিধেয় বস্ত্রে আপনার গ্রহগুলির রং পরিধান করুন যা আপনার ক্ষেত্রে হচ্ছে হালকা বেগুনী থেকে গভীর বেগুনী রং।

আপনি যদি ৩০শে মার্চ জন্মগ্রহণ করে থাকেন, তবে এর সঙ্গে মঙ্গলের রং যোগ করুন যা হচ্ছে কালচে লাল, লাল এবং গোলাপের রং। লাল বা গৈরিক প্রবাল বা চুনীর রং।

আপনার শুভ রত্ন হচ্ছে এমেথিষ্ট বা যে কোন বেগুনী রংয়ের পাথর। কিন্তু ৩০শে মার্চ জন্মালে মঙ্গলের রত্ন ব্যবহার করুন। যা হচ্ছে—চুনী, গার্নেট এবং সবরকম লাল পাথর।

আপনার জীবনের সবচেয়ে স্মরণীয় বছর হচ্ছে ৩, ১২, ২১, ৩০, ৩৯, ৪৮, ৫৭, ৬৬ এবং ৭৫ বছর।

যে কোন মাসের '৩' সংখ্যার জাতক অর্থাৎ যাঁরা বছরের যে কোন মাসের ৩, ১২, ২১ বা ৩০ তারিখে জন্মগ্রহণ করেছেন বা '৬' এবং '৯' সংখ্যার জাতকেরাও

অর্থাৎ যাঁরা ৬, ৯, ১৫, ২৪ বা ২৭ তারিখে জন্মগ্রহণ করেন, তাঁদের প্রতি গভীর প্রীতি অনুভব করবেন।

আপনার সব সময়ে মনে রাখতে হবে যে আপনাকে জীবনে আত্মবিশ্বাস অর্জন করে সাফল্যের সঙ্গে কর্তব্য করে যেতে হবে। তাতেই আপনার সার্থকতা। আপনি যদি সফল না হন তার কারণ হলো আপনার জন্ম চক্রে গ্রহসংস্থান অতীব অশুভ। তা না হলে সাফল্য আপনার নিশ্চিত।

**যে সব শ্রেষ্ঠ লোক এই তারিখে জন্মেছেন**

| | |
|---|---|
| জর্জ পুলম্যান ( মোটর কারখানার মালিক ) | ৩রা মার্চ |
| উইলিয়ম স্যাক্রেত্রী ( বিখ্যাত অভিনেতা ) | ,, ,, |
| স্যার হেনরী ডি ( সঙ্গীতাচার্য ) | ,, ,, |
| উইলিয়াম গ্রীণ ( নেতা ) | ,, ,, |
| আলেকজান্ডার বেল্ ( টেলিফোন আবিষ্কর্তা ) | ,, ,, |
| মীন হালো ( চিত্র প্রযোজক ) | ,, ,, |
| স্যার আর্থেন্ট ক্যামেল ( ধনপতি ) | ,, ,, |
| এ্যাডলফ অস্ ( সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠাতা ) | ১২ই ,, |
| লেসলী ফেন্টন ( চলচ্চিত্র ) | ,, ,, |
| লিও এম্ লাঁও ( ,, ) | ,, ,, |
| পল ভালিস ( বিখ্যাত কবি ) | ৩০শে ,, |
| লর্ড হার্ডিঞ্জ ( গভর্নর জেনারেল ) | ,, ,, |

## পঞ্চবিংশ অধ্যায়

# যাঁরা মার্চ মাসের ৪, ১৩, ২২ এবং ৩১ তারিখে জন্মেছেন

এই মাসের চার সংখ্যার লোকেরা ঃ

আপনি যদি উপরোক্ত যে কোন একদিন জন্মগ্রহণ করে থাকেন তবে জ্যোতিষশাস্ত্র মতে এবং কিরোর চ্যালদিন সংখ্যাতত্ত্বের প্রণালী অনুযায়ী আপনি জলের তৃতীয় ঘরে ঋণাত্মক বৃহস্পতির মীন চিহ্নে ইউরেনাস, বৃহস্পতি এবং রবির স্পন্দনে জন্মগ্রহণ করেছেন।

আপনার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং বিশেষ গুণাবলী পূর্বে উল্লিখিত মার্চ মাসে জাত ব্যক্তির মতই হবে, তবে বছরের এ সময় ইউরেনাসের প্রভাব আপনার ছোট ভাব এবং প্রচলিত সংস্কারের প্রতি অবজ্ঞা আরও বর্ধিত করবে।

জীবনের প্রথম ভাগে আত্মীয়স্বজন, পারিবারিক জীবন এবং বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ আত্মীয়দের কাছ থেকে অনেক দুঃখ-কষ্ট এবং বাধা-বিঘ্নের সম্মুখীন হতে হবে।

লোকেরা আপনার কাছ থেকে দেবার অপেক্ষা নেবে অনেক বেশি এবং আপনার পরিকল্পনাকে রূপ দেবার জন্য আপনাকে একলাই কাজ করতে হবে।

আপনার চিন্তা হবে মৌলিক এবং দৃষ্টিভঙ্গী হবে প্রচলিত ধ্যান-ধারণার চেয়ে আলাদা। কর্মধারায় হবেন স্বতন্ত্র এবং তার ফলে প্রত্যেক পদে সমালোচনার সম্মুখীন হতে পারেন।

সবরকম আধিভৌতিক বিষয় আপনাকে আকর্ষণ করবে এবং আত্মা নিয়েও আপনি বহু গবেষণা করবেন এবং এসব বিষয়ে অদ্ভুত সব অভিজ্ঞতাও আপনার লাভ হবে। কিন্তু আপনার চরিত্রের এ দিকটা আপনি প্রকাশ না করে নিজের মধ্যেই রাখতে চান।

আপনি শিল্প, সাহিত্য বা সঙ্গীতে বা পুরনো পেণ্টিং কিনতে গেলে আপনার অন্তরাত্মাকে প্রকাশ করতে চেষ্টা করেন।

আপনি নানারকম দৈব বিষয়ে স্বপ্ন দেখবেন, ভবিষ্যৎ জানতে পারবেন এবং বস্তু ও ব্যক্তি সম্বন্ধে কঠিন অন্তর্দৃষ্টি থাকবে।

সব রকম আর্থিক লেনদেন আপনার অতি বিবেচনার সঙ্গে করা উচিৎ এবং সবরকম ফাট্‌কা খেলা সম্বন্ধে সাবধানে থাকবেন। হঠাৎ বড়লোক হতে যাবেন না।

আপনার বন্ধু-বান্ধবেরা সাধারণের চেয়ে একটু আলাদা হবে। আপনি খুব অল্প লোককেই সত্যিকারের পছন্দ করবেন এবং নিজের মধ্যে নিজে থাকতেই আপনি যেন ভালবাসেন।

আপনার আধিভৌতিক বিষয় এবং আত্মার অনুসন্ধান সম্বন্ধে গোপনে কিন্তু গভীর অনুসন্ধিৎসা থাকবে। কিন্তু নিজে হাতে-কলমে এটা না করে অপরকে এই কাজে নিয়োজিত করবেন। আপনার স্পর্শকাতর অন্তর্লীন ব্যক্তিত্ব বলে আপনি আপনার ওই সব অভিজ্ঞতার কথা জগতে ব্যক্ত করবেন না।

আপনি যদি ৩১শে মার্চ জন্মগ্রহণ করে থাকেন, তবে মেষ চিহ্নে ধনাত্মক মঙ্গলের প্রভাব চলছে বলে আপনি অনেক বেশি আগ্রাসী মনোবৃত্তি সম্পন্ন হবেন, তবে আপনার বিরুদ্ধাচারী আবার সৃষ্টি করবেন অনেক বেশি মাত্রায়।

## অর্থ ভাগ্য

ব্যক্তিগত অর্থ সম্বন্ধে বিবেচনা এবং অপরকে অবিশ্বাস করা আপনার পক্ষে মঙ্গলজনক হবে। আপনার অর্থ বা সম্পত্তি পাবার যোগ আছে। নিজে অর্থ রোজগার করার চেয়ে এবং ওই সম্পত্তি বাড়াবার চেষ্টা করার চেয়ে যা আছে তাই নিয়ে আপনার সন্তুষ্ট থাকা উচিৎ।

আপনি অবশ্য কোনরকম কলা, সাহিত্য, সঙ্গীত, আবিষ্কারক বা বৈজ্ঞানিক গবেষণায় বিশেষভাবে সাফল্য লাভ করতে পারেন।

## স্বাস্থ্য

স্বাস্থ্যের ব্যাপারে আপনি নিজেই আপনার নিজের ডাক্তার হবেন। সঠিক

জীবন-ধারণ এবং খাদ্য সম্বন্ধে এক অদ্ভূত মত আপনি গড়ে তুলবেন। লোকেরা এসব ব্যাপারে আপনাকে একটু কিম্ভূত ভাবতে পারে। কিন্তু আপনি বাড়ীর লোকের ওপরে এই নিয়ে জোর করতে যান বলে বাড়ীতে খিটিমিটি বা বিরক্ত ভাব লেগেই থাকবে।

আপনি সবল বা সুস্থ প্রায় কখনই বোধ করবেন না। এর কারণ কিন্তু হচ্ছে আপনার অসুস্থ চিন্তাধারা, যা ঘন ঘন বাড়বে এবং অপরের সমালোচনাও আপনাকে গভীরভাবে আঘাত করবে।

আপনার সবচেয়ে সৌভাগ্যজনক সংখ্যা হচ্ছে 'চার' হাইফেন 'এক' (৪-১) '৩'-এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে এবং আপনার দরকারী কাজগুলি এই তারিখগুলিতে করতে চেষ্টা করুন। যেমন—১, ৩, ৪, ১০, ১২, ১৩, ১৯, ২১, ২২, ২৮, ৩০ এবং ৩১ তারিখ।

আপনি যদি ২২ মার্চ জন্মগ্রহণ করে থাকেন, তবে মঙ্গলের '৯' সংখ্যা বৃহস্পতির '৩' সংখ্যার পরিবর্তে রাজত্ব করবে।

আপনার প্রতি প্রবল আকর্ষণ বোধ করবে '৪' বা '৮' তারিখে যারা জন্মেছে। যেমন—৪, ৮, ১৩, ১৭, ২২, ২৬ ও ৩১ তারিখে এবং যদি ৩১ মার্চ জন্মগ্রহণ করে থাকেন, তবে '৯' সংখ্যা এবং এর যোগফল যেমন—৯, ১৮, এবং ২৭ তারিখে অদ্ভুত সব ঘটনা অন্য সব দিনের চেয়ে অনেক বেশি ঘটবে এই সংখ্যাগুলিতে।

আপনার চৌম্বকশক্তি বাড়াবার জন্য এবং নিজেকে আরও সৌভাগ্যশালী করবার জন্য আপনার পরিধেয় বস্ত্রের কোন না কোন অংশে আপনার সৌভাগ্যশালী গ্রহের বর্ণ পরিধান করুন। যেমন,

রবি—স্বর্ণ, হলুদ, ব্রোনজ থেকে সোনালী গোলাপী।

বৃহস্পতি—বেগুনী, ঘোর বেগুনী থেকে হালকা বেগুনী।

আপনার সৌভাগ্যজনক রত্ন হচ্ছে স্যাফায়ার, সবরকম ঘোর নীল পাথর, হীরক, টোপাজ, এ্যাম্বার, এমেথিষ্ট।

আপনার জীবনে সবচেয়ে স্মরণীয় বছর হবে, ১, ৪, ১০, ১৩, ১৯, ২২, ২৮, ৩১, ৪০, ৪৬, ৪৯, ৫৫, ৫৮, ৬৪, ৬৭ এবং ৭৩ বছর।

যাঁরা বছরের যে কোন মাসেই হোক না কেন যদি এই '১' বা '৪' সংখ্যায় জন্মে থাকেন, তাঁরা আপনাকে চুম্বকের মতন টানবেন। যেমন—১, ৪, ১০, ১৩, ১৯, ২১ ও ৩১ তারিখে জাত ব্যক্তিরা এবং যদি কেউ মার্চ মাসের ৩১ তারিখে জন্মগ্রহণ করে থাকেন তবে তাঁদের এছাড়াও ৯, ১৮ বা ১৭ তারিখে জাত ব্যক্তিদের সঙ্গে চমৎকার খাপ খাবে।

### এই তারিখে যে সব বিখ্যাত লোক জন্মেছেন

| | |
|---|---|
| স্যার হেনরী রায়বার্ণ (চিত্রশিল্পী) | ৪ঠা মার্চ |
| লর্ড পামার (ফিল্ড মার্শাল) | ১৩ই " |
| এ্যাল্‌গারলন ব্ল্যাকউড (লেখক) | " " |
| উইলিয়ম ওয়ালডর্ফ এ্যাশটার (নেতা) | " " |

| | |
|---|---|
| প্রফেসার মিলিক্যান ( টেকনোলজিস্ট ) | ২২শে মার্চ |
| জোসেফ শিল্ডক্রাউট ( চলচ্চিত্র ) | ,, ,, |
| রোজা বন্‌হুর ( অংকনশিল্পী ) | ,, ,, |
| ভন্ ডিক্ ( ,, ) | ,, ,, |
| প্রিন্স হেনরী ( যুবরাজ ) | ৩১শে ,, |
| রবার্ট বুন্‌সেন ( বিজ্ঞানী ) | ,, ,, |
| জন হেজ্‌হ্যামণ্ড ( ইঞ্জিনীয়ার ) | ,, ,, |
| ডেস্‌কার্টিস ( দার্শনিক ) | ,, ,, |
| হেইডেন ( বিখ্যাত সঙ্গীতাচার্য ) | ,, ,, |
| আর্থার গ্রিফিথ ( নেতা ) | ,, ,, |
| ফিট্‌জার‍্যাল্ড ( ওমর খৈয়াম অনুবাদক ) | ,, ,, |
| মাতাহারী ( জার্মান স্পাই )* | ,, ,, |

## ষড়্‌বিংশ অধ্যায়

# যাঁরা মার্চ মাসের ৫, ১৪ এবং ২৩ তারিখে জন্মেছেন

এই মাসের পাঁচ সংখ্যার লোকেরা ঃ

আপনি যদি উপরোক্ত যে কোন দিন জন্মগ্রহণ করে থাকেন তবে জ্যোতিষ মতে এবং কিরোর চাল্‌দিন সংখ্যাতত্ত্বের প্রণালী অনুযায়ী আপনি জলের তৃতীয় ঘরে ঋণাত্মক বৃহস্পতির মীন চিহ্নে বুধের স্পন্দনে জন্মগ্রহণ করেছেন।

আপনার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং গুণাবলী পূর্বে উল্লিখিত মার্চ মাসে জাত ব্যক্তিদের মতই হবে কিন্তু এই সময়ে বুধের স্পন্দনের সঙ্গে বৃহস্পতির স্পন্দন মিলে অনেক রকম খারাপ ফলকে প্রশমিত করবে।

আপনি হয় খুব সাফল্য লাভ করবেন নইলে একেবারে নিষ্ফলা হবেন, এটা নির্ভর করবে যে আপনি আপনার চরিত্রের বলিষ্ঠ দিকটা উন্নত করেছেন না দুর্বল দিকটার দিকেই বেশি ঘেঁষেছেন।

আপনি যদি এই বলিষ্ঠ দিকটা উন্নত করতে পারেন, তবে আপনার অপরিসীম বুদ্ধির ঔজ্জ্বল্য থাকবে, মন লাগলে যে কোন রকম কাজের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারবেন,। খুব মৌলিক ও আবিষ্কারধর্মী উপস্থিত বুদ্ধি আপনার খুব বেশি থাকবে এবং যে কোন কঠিন সমস্যার সমাধান করতে পারবেন।

অর্থকরী ব্যাপারে ফাট্‌কা সম্বন্ধে আপনার বেশ জ্ঞান থাকবে এবং ফাট্‌কাবাজী

---

* এই ঘটনা সম্পর্কে আমার ভবিষ্যৎবাণী হুবহু সফল হয়েছিল। ১৯০০ সালে আমি প্যারিসে তাঁকে বলি যে ১৯১৭ সালের অক্টোবরে তাঁর অকালমৃত্যু হবে। তা জেনেও তিনি বিপদের মুখে ঝাঁপিয়ে পড়ে ঐ সালেই মৃত্যুবরণ করেন।

করতে বা ঝুঁকি নিতে আপনি সদা তৎপর। অর্থ অবশ্য আপনি রাখতে পারেন না এবং অর্থের ব্যাপারে আপনাকে বহু ওঠানামার মধ্যে দিয়ে চলতে হবে। আর চরিত্রের দুর্বল দিকটার প্রতি যদি আপনি বেশি হেলেন, তবে কোন কিছুতেই আপনি দীর্ঘদিন লেগে থাকতে পারবেন না। আপনি সব কিছুই মোটামুটি জানবেন, কিন্তু কোন কিছুরই সব কিছু জানবেন না।

আপনি সুযোগ, অর্থ এবং সম্মান নিয়ে জুয়ো খেলবেন এবং তাতে সবকিছু হারাবেন। আপনার যে প্রখর বুদ্ধিবৃত্তি ছিল তা নষ্ট হবে।

আপনি যদি চরিত্রের ভাল দিকটা উন্নত করেন তবে বস্তু এবং ব্যক্তি সম্বন্ধে আপনার প্রখর অন্তর্দৃষ্টি থাকবে এবং আপনি প্রকৃত পক্ষে জ্ঞানের খনি হবেন। আপনার মধ্যে এক বিশেষ ধরনের অস্থিরতা থাকবে। তা যদি নিয়ন্ত্রণ করে আপনি একাগ্রচিত্ত না হতে পারেন তবে আপনার পরে ক্ষতি হবে।

মার্চ মাসের ৫, ১৪ বা ২৩ তারিখে জাত ব্যক্তিরা প্রায় নিয়ম করে বারবার তাদের বাসগৃহ পরিবর্তন করেন। কোন রকম বন্ধন দশা তাঁরা ঘৃণা করেন এবং কোন গৃহে বেশিদিন থাকতে পারেন না। তাঁরা বাসগৃহ পরিবর্তন বা ভ্রমণ করবার জন্য সব সময় প্রস্তুত হয়ে থাকবেন এবং তা করবার কারণও ঠিক খুঁজে বের করেন। এঁদের জ্ঞান বহুমুখী হয় এবং সাধারণ আলাপ-আলোচনায় যে কোন বিষয় নিয়ে কথা বলতে পারেন। আমি দেখেছি উপরোক্ত তারিখে জন্মালে তাঁদের অর্থ রোজগার করার বিশেষ ক্ষমতা থাকে যদি তাঁরা তাঁদের পরিকল্পনাগুলি তাঁদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে না যেতে দেন। এই প্রভাবে জন্মালে অসীম আবিষ্কারের ক্ষমতা থাকে বা নতুন তত্ত্ব যা জগৎকে চমকিত করে এমন সব জিনিস আবিষ্কার করেন। যেমন ১৪ই মার্চ তারিখের জাতক আইনস্টাইন প্রমাণ করেছিলেন তাঁর 'আপেক্ষিক তত্ত্ব'।

## অর্থ ভাগ্য

এই তারিখে জাত ব্যক্তিদের অসম্ভব প্রতিভা থাকলেও তাঁরা মৃত্যুর সময় ধনী প্রায় কেউই থাকেন না। এঁদের হাতে অর্থ যেন গলে যায়, তাই বৃদ্ধকালের জন্য প্রায়ই কোন সঞ্চয়ই করতে পারেন না।

আমি এই সময়ে জাত বহু বিশিষ্ট ধনবানদের জানি, যাদের জীবন শেষ হবার আগে তাদের বড় বড় পরিকল্পনাগুলি চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গিয়েছিল।

## স্বাস্থ্য

আপনার স্নায়ুমণ্ডলী মাঝে মাঝে গোলমাল করবে এবং প্রতিরোধের মুখে পড়লে আপনি খিটখিটে হয়ে পড়বেন। আপনার এই জিনিসটি নিয়ন্ত্রণ করতে চেষ্টা করা উচিত। নইলে আপনি যে ভাবেই আপনার মানসিকতা উন্নত করতে যান না কেন তাতে বাধা আসবে।

আপনার প্রতিভা এত বহুমুখী হবে যে ঠিককোন বিষয়ে আপনি ব্যুৎপত্তি অর্জন

করতে পারেন, তা বোঝা আপনার পক্ষে শক্ত হবে। এই সমস্তই আবার স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব ফেলবে এবং স্নায়বিক বৈকল্যের দিকে নিয়ে যাবে যদি না আপনি আপনার স্নায়ুমণ্ডলীকে নিয়ন্ত্রণাধীনে রাখতে সচেষ্ট হন।

আপনি যদি মার্চ মাসের ৫, ১৪ বা ২৩ তারিখে জন্মগ্রহণ করে থাকেন, তবে আপনার সৌভাগ্যপ্রদ সংখ্যা হবে '৫' ও '৩' এবং তাদের সম্মিলিত যোগফল এবং আপনার জরুরী এবং দরকারী জিনিসগুলি তার জন্য ওই তারিখগুলিতে করা উচিৎ। যেমন ৩, ৫, ১২, ১৪, ২১, ২৩ এবং ৩০ তারিখ।

সব বর্ণই আপনার পক্ষে সৌভাগ্যজনক। বিশেষ করে হালকা রং। বিশেষতঃ তাতে যদি একটু বেগুনী রংয়ের ছোঁয়া থাকে, তবে তা আপনার পক্ষে খুব শুভপ্রদ হবে।

আপনার শুভ রত্ন হচ্ছে হীরক এবং জলজলে চমৎকার পাথর।

আপনার জীবনের সবচেয়ে স্মরণীয় বছর হবে ৪, ১৪, ২৪, ৩২, ৪১, ৫০, ৬৮ এবং ৭৭ বছর।

যদি কেউ যে কোন মাসেরই হোক না কেন, যদি তা '৫' সংখ্যা হয় যেমন, ৫, ১৪ এবং ২৩ তারিখে জন্মগ্রহণ করে, তাদের প্রতি আপনি প্রচণ্ড আকর্ষণ বোধ করবেন। এ ছাড়াও যারা ৩, ১২, ২১ এবং ৩০ তারিখে জন্মগ্রহণ করেছে, তাদের প্রতিও আপনার আকর্ষণ থাকবে।

### যে সব বিখ্যাত লোকের এই তারিখে জন্ম

| | |
|---|---|
| কনরাড্ রঞ্জেন ( এক্স-রে আবিষ্কারক ) | ৫ই মার্চ |
| ভান্ কর্নওয়াল ( শিল্পী ) | " " |
| মার্কেটার ( বিখ্যাত ভৌগোলিক ) | " " |
| আইনষ্টাইন ( আপেক্ষিক তত্ত্ব ) | ১৪ই " |
| স্যার হেনরী বেসিজার ( আবিষ্কারক ) | " " |
| জোহান স্ট্রস্ ( সঙ্গীতকার ) | " " |
| ব্যারন কোলিয়ার ( ধনপতি )* | ২৩শে " |
| হোরেসিও বটমলী ( ধনপতি )** | " " |
| ভিস্কাউন্ট মিলনার ( রাজনীতিক ) | " " |
| জোয়ান ক্রফোর্ড ( চলচ্চিত্র ) | " " |
| সাড়্নী গ্রুন্ডী ( নাট্যকার ) | " " |
| স্যার চার্লস্ উইনধাম ( অভিনেতা )*** | " " |

* ব্যারনের সঙ্গে আমার পরিচয় আমেরিকায়। তিনি আমার একান্ত গুণমুগ্ধ ছিলেন।

** মিঃ বটমলীর স্পেকুলেশনের ক্ষমতা ছিল অদ্ভুত—যার ফলে তিনি জীবনে এত বড় হন।

*** মিঃ উইনধাম শুধু অভিনেতা ছিলেন না, তিনি নাট্য ম্যানেজার, সত্বাধিকারী হিসাবে প্রচুর খ্যাতি ও অর্থ উপার্জন করেন।

## সপ্তবিংশ অধ্যায়

# যাঁরা মার্চ মাসের ৬, ১৫ এবং ২৪ তারিখে জন্মেছেন

এই মাসের ছয় সংখ্যার লোকেরা ঃ

আপনি যদি উপরোক্ত কোন একদিন জন্মগ্রহণ করে থাকেন তবে জ্যোতিষ মতে এবং কিরোর চ্যালদিন সংখ্যাতত্ত্বের প্রণালী অনুযায়ী আপনি জলের তৃতীয় ঘরে ঋণাত্মক বৃহস্পতির মীনে শুক্রের স্পন্দনে জন্মগ্রহণ করেছেন।

আপনার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং বিশদ গুণাবলী পূর্বে উল্লিখিত মার্চ মাসের জাতকের মতই হবে, তবে এক্ষেত্রে শুক্র এবং বৃহস্পতির শুভ প্রভাবে আপনি অনেক কুফল এড়াতে পারবেন।

এত শুভ প্রভাব পেয়েও আপনি যদি সাফল্যলাভ করতে না পারেন তো দোষটা সম্পূর্ণভাবে আপনারই।

সবকিছু সৌন্দর্যময় বস্তুর প্রতি আপনি আকৃষ্ট হবেন। সঙ্গীত, চিত্রকলা, সাহিত্য, কারুশিল্প, সূক্ষ্মকলা এবং থিয়েটার আপনার ভাল লাগবে এবং এর যে কোন বিষয়ে আপনি নাম করতে পারেন।

আপনি অত্যন্ত আবেগ প্রবণ। কেউ দুঃখ-দুর্দশায় পড়লে আপনার প্রাণ কেঁদে ওঠে এবং অপরের দুর্দশা দূরীকরণের জন্য মুক্ত হস্তে দান করেন।

আপনার অনেক বন্ধু-বান্ধব থাকবে এবং তারা সবাই আপনাকে ভালবাসবে। সামাজিকতা আপনি পছন্দ করেন এবং তাদের আদর আপ্যায়ন করতেও ভাল লাগে। স্বাচ্ছন্দ্য, আরাম এবং মধুর পারিপার্শ্বিক পরিবেশ আপনার অভিপ্রেত।

সৃষ্টিধর্মী বৃত্তি ছাড়াও যাকে বড়লোকের ব্যবসা বলে তাতেও আপনি সবিশেষ সাফল্য অর্জন করবেন। যেমন ক্যাটারিং, আনন্দ, উৎসব, পার্টি পরিচালনা করা, খুব দামী রেষ্টুরেন্ট বা যে কোন পুরাবস্তু বা সূক্ষ্ম শিল্পের কোন সম্পর্ক আছে বা অন্য যে কোন শিল্পকলা।

মাঝে মাঝে কুঁড়েমি, অপব্যয় এবং আত্মতুষ্টি মনোভাব আপনার পরিহার করা উচিৎ এবং বৃদ্ধ বয়সের জন্য কিছু কিছু অর্থ সঞ্চয় করা উচিৎ।

আপনার জীবনে অনেক রোমান্স এবং প্রেমের ঘটনা ঘটবে এবং প্রেম-প্রীতির ব্যাপারে আপনি পরিবর্তনশীল।

আপনার একাধিক বিবাহের সম্ভাবনা আছে এবং বিবাহিত জীবনে অসাধারণ কিছু থাকতে পারে।

আপনি সবদিক দিয়েই দয়ালু, দাতা এবং মহৎ। অত্যন্ত আবেগপ্রবণ, আদর্শবাদী এবং রোমাণ্টিক। সামাজিকতা এবং অপরকে আদর অভ্যর্থনা করা আপনার খুব প্রিয় এবং অত্যধিক খরচের হাত আপনার।

আপনার জীবনের কোন না কোন সময়ে আপনি এমন এক বিবাহ করবেন যা

প্রচলিত নয় এবং বিবাহ দ্বারা এবং বিবাহের পর স্ত্রীর আত্মীয়-স্বজন দ্বারা আপনি অনেক কষ্ট পাবেন।

### অর্থ ভাগ্য

অর্থের ব্যাপারে সচরাচর আপনি ভাগ্যবান। অচিন্ত্যনীয়ভাবে অর্থ, উপহার বা ধনদৌলত আপনার হাতে আসবে। আপনার অর্থ সম্বন্ধে অদূরদর্শিতার জন্য বৃদ্ধ বয়সে আপনাকে কষ্ট পেতে হবে, আপনি যদি দুঃসময়ের জন্য অর্থ সঞ্চয় না করে থাকেন।

### স্বাস্থ্য

আপনার প্রথম জীবনে চমৎকার স্বাস্থ্য থাকবে এবং আপনি যদি নিজেকে মানিয়ে চলতে না পারেন তবে অত্যধিক বিলাসিতাপূর্ণ জীবনযাপন করে আপনি আপনার স্বাস্থ্য নষ্ট করে ফেলতে পারেন।

বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে হার্ট সংক্রান্ত কোনরকম অসুখ বা রক্তচাপ বৃদ্ধির জন্য আপনি কষ্ট পেতে পারেন।

আপনার সৌভাগ্যপ্রদ সংখ্যা হচ্ছে সব '৩' ও '৬' এবং এর যোগফল। আপনার সমস্ত পরিকল্পনাগুলো তাই এই তারিখগুলোতে করতে চেষ্টা করুন। যেমন ৩, ৬, ১২, ১৫, ২১, ২৪ এবং ৩০।

আপনার চৌম্বকশক্তি বাড়াবার জন্য এবং নিজেকে আরও সৌভাগ্যশালী করবার জন্য আপনার পরিধেয় বস্ত্রে শুক্র বা বৃহস্পতির বর্ণ পরিধান করুন।

শুক্রের বর্ণ—সবরকম নীল, হালকা থেকে ঘন।

বৃহস্পতির বর্ণ—বেগুনী, হালকা থেকে ঘন।

আপনার জীবনের সবচেয়ে স্মরণীয় বছরগুলি হচ্ছে ৬, ১৫, ২৪, ৩৩, ৪২, ৫১, ৬০, ৬৯ এবং ৭০ বছর।

যদি কেউ বছরের যে কোন্ মাসেই হোক না কেন এই '৩' বা '৬' এর ঘরে জন্মে থাকেন, যেমন ৬, ১৫, ২৪ এবং ৩, ১২, ২১ ও ৩০ তারিখ, তাদের প্রতি আপনি তীব্র আকর্ষণ বোধ করবেন।

আপনার জীবন সব সময় শুভময় হয়ে ওঠার সম্ভাবনা বর্তমান। তবে যদি গ্রহ প্রতিকূল থাকে তাহলে অবশ্য কিছু অসুবিধা বর্তমান থাকে তা ঠিক।

আপনি সফল হবার জন্য চেষ্টা করলে তা অবশ্য হতে পারে—যদি অতি আলস্য বাধা না দেয়।

### যে সব বিখ্যাত লোকের এই তারিখে জন্ম

| | | |
|---|---|---|
| অস্কার স্টাম্ (গান রচয়িতা) | ৬ই | মার্চ |
| মাইকেল এঞ্জেলো (চিত্র শিল্পী) | ,, | |

| | |
|---|---|
| স্যার চার্লস্ নেভিয়ার ( এড্মিরাল ) | ৬ই মার্চ |
| এলিজাবেথ ব্রাউনিং ( মহিলা কবি ) | |
| জেরাল্ড্ডু মরিয়ার ( লেখক ) | ” ” |
| ডেম্ ম্যাডগী কেনড্যাল ( অভিনেত্রী )* | ১৫ই ” |
| এ্যান্ড্রু শাক্সন ( প্রেসিডেন্ট ) | |
| জর্জ ব্রেন্ট ( চলচ্চিত্র ) | |
| এন্ড্রু মেলন ( ধনপতি ) | ২৪শে |
| হোবার্ট চ্যাটফিল্ড টেলার ( লেখক ) | |
| মিলাস হাকিং ( ঔপন্যাসিক ) | ” ” |

## অষ্টবিংশ অধ্যায়

## যাঁরা মার্চ মাসের ৭, ১৬ এবং ২৫ তারিখে জন্মেছেন

এই মাসের সাত সংখ্যার লোকেরা।

আপনি যদি উপরোক্ত কোন একটি দিনে জন্মগ্রহণ করে থাকেন, তবে জ্যোতিষ মতে এবং কিরোর চ্যালদিন সংখ্যাতত্ত্বের প্রণালী অনুযায়ী আপনি জলের তৃতীয় ঘরে ঋণাত্মক বৃহস্পতির মীন চিহ্নে নেপচুন, চন্দ্র এবং বৃহস্পতির স্পন্দনে জন্মগ্রহণ করেছেন।

আপনার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং গুণাবলী পূর্বে উল্লিখিত মার্চ মাসে জাত ব্যক্তিদের মতই হবে। কিন্তু নেপচুন এবং চন্দ্রের প্রভাব আপনার গুণাবলীকে আরও বর্ধিত করবে এবং সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত সব এবং অনেক উল্লেখ্য বিষয় আপনার জীবনে ভিড় করবে।

আপনার উচ্চাকাঙ্ক্ষা হবে প্রভূত এবং আদর্শ হবে উঁচু কিন্তু একটু স্বতন্ত্র এবং আপনি অপ্রচলিত জীবন-যাপন করবেন।

আপনার মন হবে খুব উদার। কিন্তু ধর্ম সম্বন্ধে আপনার ধারণা হবে একটু অন্য রকম এবং এসব বিষয়ে নিজের দৃষ্টিভঙ্গী হিসাবেই আপনি চলতে চান।

অজানা এবং রহস্যজনককে জানবার আপনার কৌতূহল হচ্ছে সহজাত। অনেক জীবন্ত স্বপ্ন ও অনেক অজানা অনুপ্রেরণা পাবেন, যে কাজেই লিপ্ত থাকুন না কেন।

জাগতিক দিক থেকে এই যোগ খুব ভাল নয় এবং অর্থ সম্বন্ধে আপনার খুব যত্নবান হওয়া উচিত। যদিও কোন কোন সময়ে ব্যবসায়ে আপনার অন্তর্দৃষ্টি এবং দৈবানুভূতির সাহায্যে খুব ধনী হয়ে উঠতে পারেন।

আপনার প্রকৃতি হবে পরস্পর বিরোধী। আপনি একই সঙ্গে সরল এবং দুর্বল হবেন। আপনার মনকে ছুঁতে পারলে বা আদর্শের সঙ্গে কেউ এক হলে অপরে

* বিখ্যাত অভিনেত্রী শ্রীমতী কেন্ডালি সব সময় আমার কাজের প্রতি শ্রদ্ধা দেখাতেন। তিনি আমার হিসাব মত চলে অনেক সুফল পান। তিনি অনেকবার আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তাঁর হাতের ছাপ তিনি আমাকে দিয়েছিলেন।

আপনাকে খুব সহজে পরিচালিত করতে পারে, কিন্তু সব সময় আপনি এমন দৃঢ় গোঁয়াতুমি করে ফেলতে পারেন, যা আপনার নিজের স্বার্থের পরিপন্হী হতে পারে।

আপনার মধ্যে কল্পনাশক্তি এবং শিল্পীহৃদয় থাকবে এবং আঁকা, লেখা, সঙ্গীত, থিয়েটার বা কোন উচ্চ কলায় আপনি সাফল্য লাভ করতে পারেন। আপনার মধ্যে উদ্দীপনার শক্তি পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু সেগুলিকে বর্ধিত করার জন্য আপনার নিজস্ব পারিপার্শ্বিক প্রয়োজন যেখানে, অপর লোকদের দ্বারা প্রভাবিত হবার আশঙ্কা থাকে না।

বিবাহিত জীবনে সুখ সম্বন্ধে একটু সন্দেহ আছে যদি না অবশ্য আপনি বেশি বয়সে বিয়ে না করেন বা আপনার আদর্শে সেও যদি উদ্বুদ্ধ না হয়।

আপনি মানব প্রেমিক এবং যে প্রতিষ্ঠানগুলি মানবজাতির কল্যাণ করবার জন্য কাজ করে তাদের মুক্ত হস্তে দান করতে চান। অবস্থা বিপাকে আপনি যদি আপনার ভগবৎ দত্ত শিল্প ক্ষমতাকে কাজে লাগাতে না পারেন তবে আপনি চিত্রকরদের প্রায়ই সাহায্য করেন, তাদের আঁকা ছবি কেনেন এবং যদি আপনার অর্থ থাকে তবে আর্ট গ্যালারীতে মধ্যে মধ্যে দান করেন।

### অর্থভাগ্য

অর্থ বিষয়ে আপনার নিজের মননশীলতা আপনার পক্ষে খুব উপকারী হবে। আপনি যে কোন বিষয়েই নিযুক্ত থাকুন না কেন অর্থ আপনি রোজগার করবেনই। মাঝে মাঝে আপনি মাত্রাতিরিক্ত মহত্ত্ব দেখান, যাতে আপনার প্রদর্শিত পন্থায় অপরে অর্থ রোজগার করে। জীবনে একমাত্র অর্থ রোজগার করাই আপনার জীবনের মূলমন্ত্র হবে না।

আপনি জাহাজে করে এক দেশ থেকে আর এক দেশে চালান করে সাফল্য অর্জন করতে পারেন, নিজের জন্মস্থানের দূর দেশে জমি থেকে অর্থ রোজগার করতে পারেন। কিন্তু বিশেষ করে আপনি যদি আপনার উদ্দীপনাময় দিকটা বর্ধিত করেন এবং দৈবানুভূতি মেনে চলেন, তবে ধনী হবেন আপনি সবচেয়ে বেশি।

### স্বাস্থ্য

আপনাকে বাইরে থেকে যতটা মনে হবে আপনার শারীরিক কাঠামো ততটা মজবুত হবে না। আপনি সব সময় স্নায়ুর দ্বন্দ্বের মধ্যে থাকবেন এবং মাঝে মাঝে চরম মানসিক ক্লান্তি এবং শারীরিক সহ্যের শেষ সীমায় পৌঁছবেন যা ঝেড়ে ফেলা শক্ত হবে। আপনি পরিবর্তন ভালবাসেন, সমুদ্র বা অগাধ জলরাশি যেখানে রয়েছে আপনি তা ভালবাসেন। আপনি যদি অসুস্থ হন বা শরীর ভেঙে পড়ে, তবে সমুদ্র যাত্রা আপনার সঞ্জীবনীর কাজ করবে।

আপনার সৌভাগ্যজনক সংখ্যা হচ্ছে '৭', '২', ও '৩' এবং তাদের যোগফল। এই সব তারিখগুলিতে আপনার সব শুভ বা দরকারী কাজগুলি করবেন। যেমন— ২, ৭, ১১, ১৬, ২১, ২৫ ও ২৯ তারিখ।

আপনার জীবনের স্মরণীয় বছরগুলি ২, ৭, ১১, ১৬, ২০, ২৫, ২৯, ৩৪, ৩৮, ৪৩, ৪৭, ৫২, ৫৬, ৬১, ৬৫, এবং ৭০ বছর।

যে সব ব্যক্তিরা বছরের যে কোন মাসে যদি ওই '২' বা '৭' এর ঘরে জন্মে থাকেন, তাঁদের প্রতি আপনি প্রচণ্ড আকর্ষণ বোধ করবেন। যেমন—২, ৭, ১১, ১৬, ২০, ২৫, ২৯ এবং যে সব জাতকরা '১' বা '৪' সংখ্যার লোক।

আপনার মধ্যে একটি বিষয়ে মাঝে মাঝে খুব অসুবিধা হতে পারে। তা হলো অন্যের দ্বারা আপনি খুব বেশি প্রভাবান্বিত হতে পারেন। তাই সব সময় সৎ সঙ্গে মেলামেশা করা কর্তব্য।

এইসব লোক অন্যের উপরে প্রভাব খাটিয়ে নিজের জীবনে উন্নতি করতে চান, তাদের পাল্লায় পড়ে যাতে আপনার নিজেব জীবনের ক্ষতি না হয় সেদিকে নজব রাখতে হবে।

**যে সব বিখ্যাত লোকের এই তারিখে জন্ম**

| | |
|---|---|
| লুথার বাবব্যাংক ( উদ্ভিদ বিজ্ঞানী ) | ৭ই মাচ |
| এণ্টনি কনস্টক ( লেখক ) | ” ” |
| হুগো বেলিন ( শিল্পী ) | ” ” |
| স্যার এডুইন ল্যাণ্ডসীয়র ( চিত্রশিল্পী ) | ” ” |
| এলসী জেনিস ( অভিনেত্রী ) | ১৬ই ” |
| জেমস্ ম্যাডিসন ( প্রেসিডেণ্ট ) | ” ” |
| কনরাড্ ন্যাগেল ( চলচ্চিত্র ) | ” ” |
| আরয়ুরো টমফানিনি ( গায়ক ) | ২৫শে ” |
| গুস্তাভ বরগ্লাম ( ভাস্কর ) | ” ” |
| লর্ড লেভারহুম ( স্রষ্টা ) | ” ” |
| মাইকেল ডাভিট্ ( লেখক ও নেতা )* | ” ” |

## ঊনবিংশ অধ্যায়

# যাঁরা মার্চ মাসের ৮, ১৭ এবং ২৬ তারিখে জন্মেছেন

এই মাসের আট সংখ্যার লোকেরা :

আপনি যদি উপরোক্ত কোন একটি দিনে জন্মগ্রহণ করে থাকেন, তবে আপনি

* আমার জীবনে যত লোকের সঙ্গে পরিচয় ঘটেছে তার মধ্যে মাইকেল ডাভিট এক আশ্চর্য চরিত্র। আমি তাঁর জীবনে গণনা করে যা বলি তা সত্য প্রমাণিত হয়। তিনি একজন আদর্শ দেশপ্রেমিক ছিলেন। তাঁর জীবন ছিল নিষ্কলঙ্ক; লোক হিসাবেও ছিলেন বলিষ্ঠ।

জ্যোতিষমতে এবং কিরোর চ্যালদিন সংখ্যাতত্ত্বের প্রণালী অনুযায়ী জন্মের তৃতীয় ঘরে ঋণাত্মক বৃহস্পতির মীন চিহ্নে শনি এবং বৃহস্পতির স্পন্দনে জন্মগ্রহণ করেছেন।

আপনার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং গুণাবলী পূর্বে লিখিত মার্চ মাসের জাতকের মতই হবে, তবে এই সময়ে শনির প্রভাব আপনার চরিত্রের গভীর এবং গম্ভীর দিকটিকে আরও বর্ধিত করবে।

সাধারণভাবে ৮, ১৭ এবং ২৬ তারিখে জন্মগ্রহণ করলে যে যে গ্রহের প্রভাব পড়ে তা জীবনের প্রথম দিকটিকে ভীষণ কষ্টকর এবং দুঃখজনক করে কিন্তু ৩৩ বা ৩৫ বছরের পর থেকে জীবনে অনেক দিক থেকে উন্নতির সম্ভাবনা থাকে।

এই সময়ে জাত ব্যক্তিদের লোকেরা প্রায়ই ভুল বোঝে এবং জীবনপথে তাদের বহুবার কলঙ্ক এবং মিথ্যা রটনার সম্মুখীন হতে হয়। এইসব ঘটনাগুলি কিন্তু ঘটবে টাকার অভাবে, আপনি আপনার পরিকল্পনাগুলি কার্যকরী করতে পারছেন না বলে আত্মীয়সূত্রে বা অপরের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য।

আপনি যদি উপরোক্ত কোন একটি দিনে জন্মগ্রহণ করে থাকেন, তবে আপনার জীবনে অনেক গোপন দুঃখ এবং হতাশার জন্য তৈরী থাকা উচিৎ যা প্রায়ই মাঝে মাঝে ঘটবে, কিন্তু ইচ্ছাশক্তিকে বর্ধিত করে এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষা থেকে কখনও না হটে এসে শেষকালে সব বাধা বিঘ্নকে জয় করতে পারবেন।

আপনার ঘাড়ে অনেক দায়িত্ব অর্পিত হবে এবং আপনার কোন দোষের জন্য আপনি সেই পদ বা দায়িত্ব ঠিকভাবে বহন করতে পারছেন না তা কখনও হবে না। কিন্তু অবস্থাগতিকে আপনার প্রতিভা বা কর্মক্ষমতা তার যথাযোগ্য স্বীকৃতি পাবে না।

যদি আপনি অল্প বয়সে বিয়ে করেন, তবে আপনি নিজের ওপর এক বন্ধনদশা টেনে আনবেন তা বাড়ীর বাঁধনের জন্যই হোক বা আপনার সাথীর অসুস্থতার জন্যই হোক।

আপনি যদি দার্শনিকতার সঙ্গে গ্রহণ করতে না পারেন তবে বিবাহ সম্বন্ধে আপনার অভিজ্ঞতা খুব মধুর হবে না। তবে যে কোন ভূমিকাতেই হোক না কেন আপনি সবেতেই বিশিষ্ট ভূমিকা নেবেন।

আপনি যে কোন জিনিসকেই যতদূর সম্ভব সহনীয় করে তুলতে পারেন এবং আপনার দুঃখ বা বিপদ আপনি জগৎকে জানাতে চান না।

উপরোক্ত যে কোন একদিন জন্মালে জাতকের কর্তব্যজ্ঞান খুব তীক্ষ্ম হয়, গৃহ এবং পরিবারকে এঁরা গভীরভাবে ভালবাসেন। এঁদের সব উঁচু উঁচু আদর্শ হয় বিশেষতঃ মানবতা সম্বন্ধে এবং জনগণের কল্যাণকামী বড় বড় পরিকল্পনায় এঁদের লিপ্ত থাকতে দেখা যায়।

মার্চ মাসের এই ৮, ১৭ বা ২৬ তারিখে জন্মালে তাঁদের জীবিকা যাই হোক না কেন এঁদের মধ্যে গোপনতা এবং আত্মসম্মান জ্ঞান থাকে যা দিয়ে তাঁরা নিজেদের ভাবাবেগকে চাপতে যান। সাধারণতঃ এইসব ব্যক্তিরা খুব উচ্চ সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত হন এবং সম্মান ও সুনাম পেয়ে থাকেন।

## অর্থ ভাগ্য

এই প্রভাবে জাত ব্যক্তিরা কখনই সম্পদকে ব্যক্তিগত জিনিস হিসাবে কল্পনা করেন না। তাঁরা যে উদ্দেশ্যে নিয়োজিত করেন তার জন্য অর্থকে কামনা করেন এবং সচরাচর তাঁরা তা পেয়েও যান।

আপনি যদি মার্চমাসের ৮, ১৭ এবং ২৬ তারিখে জন্মে থাকেন, তবে নিজের ব্যক্তিগত খরচের রাশ টেনে চলতে চেষ্টা করা উচিৎ এবং সব রকম ফাটকাবাজী পরিহার করা উচিত।

অপরের কি করা উচিৎ সে সম্বন্ধে আপনার গভীর অন্তর্দৃষ্টি থাকলেও আপনি নিজের ক্ষেত্রে সে উপদেশ মেনে চলতে পারেন না এবং চক্রান্তকারীরা নিজের সুবিধার জন্য যা করছে আপনি সহজে তার শিকার হন।

আপনার জীবনে সব সময়ই ভাগ্য বিপর্যয় ঘটতে পারে এবং দুর্দিনের জন্য কিছু সঞ্চয় আপনার অবশ্যই করা উচিৎ।

## স্বাস্থ্য

আপনার স্বাস্থ্যের ব্যাপারে মনের প্রভাব হবে সর্বাধিক। যে দুর্ভাবনা বা দুশ্চিন্তা আপনাকে রোগের মুখে নিয়ে যেতে পারে এবং ফলে আপনাকে হতাশাচ্ছন্ন এবং বিষাদখিন্ন করবে।

আপনি দীর্ঘদিন ধরে সর্দি এবং ঠাণ্ডা লেগে ভুগতে পারেন এবং রক্ত সঞ্চালনের দুর্বলতাও আপনার থাকবে বিশেষ করে আপনি যদি ৮ই বা ১৭ই মার্চ জন্মে থাকেন।

আপনার যতদূর সম্ভব শুষ্ক জলহাওয়ার দেশে থাকা উচিৎ এবং যতদূর সম্ভব বহির্জীবন-যাপন করা উচিৎ, ভ্রমণ করা উচিৎ এবং জায়গা পরিবর্তন করা উচিৎ। নইলে আর্থ্রাইটিস হবে ও তাতে ভোগবার সম্ভাবনা আপনার প্রবল। বিশেষ করে পায়ে, গোঁড়ালিতে এবং হাঁটুতে।

আপনার সবচেয়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যা হচ্ছে '৪', '৮' এবং '৩' এবং এর যোগফলগুলি। যেমন ৩, ৪, ৮, ১২, ১৩, ১৭, ২১, ২২, ২৬, ৩০ এবং ৩১।

এইসব সংখ্যাগুলি ঘুরে ফিরে প্রায়ই আপনার জীবনে আসবে এবং এর ফলও খুব সুদূরপ্রসারী হবে, তা ভালোর জন্যই হোক বা খারাপের জন্যই হোক।

আমি আপনাকে যতদূর সম্ভব '৩' তারিখে এবং তার যোগফলগুলিকে ব্যবহার-করতে পরামর্শ দেব। যেমন ৩, ১২, ২২ এবং ৩০।

আপনার পরিধেয় বস্ত্রে কালো রং ব্যবহার করবার ইচ্ছা খুব বেশি থাকবে। কিন্তু আমি আপনাকে খুব জোর দিয়ে আপনার পরিচ্ছদে কোন রকম বেগুনী রং হাল্কা থেকে ঘন ব্যবহার করতে পরামর্শ দিচ্ছি।

আপনার শুভপ্রদ রত্ন হচ্ছে কালো মুক্তা এবং কালো হীরক। কিন্তু আপনাকে এগুলির সঙ্গে এমেথিষ্ট বা স্যাফায়ার পরবার উপদেশ দিচ্ছি।

আপনার জীবনের স্মরণীয় বর্ষ হবে ৪, ৮, ১৩, ১৭, ২২, ২৬, ৩১, ৩৫, ৪০, ৪৪, ৪৯, ৫৩, ৫৮, ৬২, ৬৭, ৮১, ৭৬ এবং ৮০ বছর।

যদি কেউ বছরের যে কোন মাসে নিম্নলিখিত তারিখগুলিতে জন্মগ্রহণ করে থাকেন তাঁদের প্রতি আপনি প্রচণ্ড আকর্ষণ বোধ করবেন। যেমন ৪, ৮, ১৩, ১৭, ২২, ৩১, ২৭ এবং ৩, ১২, ২১ ও ৩০ তারিখ।

**এই তারিখে যে সব শ্রেষ্ঠ লোক জন্মেছেন**

| | |
|---|---|
| স্টুয়ার্ট চেজ ( অর্থনীতির লেখক ) | ৮ই মার্চ |
| ব্রামওয়েল বুথ ( জেনারেল ) | ,, ,, |
| জুলিয়ুস য়্যানড্রামী ( দেশপ্রেমিক ) | ,, ,, |
| মিড্‌ক্রম্যান ( চিত্র প্রযোজক ) | ১৭ই ,, |
| এড্‌মণ্ড কীজ ( ইংরেজ অভিনেতা ) | ,, ,, |
| আলেকজাণ্ডার ইজ্‌ভলস্কি ( রাজনীতিক )* | ,, ,, |
| জেরাল্ড বি ডু মরিয়াব ( অভিনেতা, লেখক ) | ২৬শে ,, |
| এডওয়ার্ড ইলামি ( লেখক ) | ,, ,, |
| জর্জ রোড্‌স হার্ভে ( রাজনীতিবিদ্‌ নেতা ) | ,, ,, |

## ত্রিংশ অধ্যায়

# মার্চ মাসের ৯, ১৮ বা ২৭ তারিখে যে সব ব্যক্তি জন্মেছেন

*এই মাসের নয় সংখ্যার লোকেরা :*

আপনি যদি উপরোক্ত যে কোন দিনে জন্মগ্রহণ করে থাকেন তবে জ্যোতিষ মতে এবং কিরোর চ্যালদিন সংখ্যাতত্ত্বের প্রণালী অনুযায়ী আপনি জলের তৃতীয় ঘরে ঋণাত্মক বৃহস্পতির মীন চিহ্ন মঙ্গল এবং বৃহস্পতির স্পন্দনে জন্মগ্রহণ করেছেন।

আপনার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং সাধারণ ভাবধারা পূর্বে উল্লিখিত মার্চ মাসে জাত ব্যক্তিদের মতই হবে। তবে বছরের এ সময়কার মঙ্গলের প্রভাব আপনাকে অনেক বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করতে এবং জয় করতে সমর্থ করবে।

বছরে এই সময় মঙ্গলের প্রভাব আপনাকে চিন্তায় এবং কর্মে মাঝে মাঝে হটকারিতা এবং তাৎক্ষণিক প্রবৃত্তি জাগাবে। আপনার প্রকৃতি সব সময় ঠিক এক রকম থাকবে না। আপনি সদা অস্থির এবং জীবিকা বৃত্তিতে ঘন ঘন পরিবর্তন করবেন। যথেষ্ট না ভেবে চিন্তে আপনি নতুন পরিকল্পনার পেছনে দৌড়াবেন।

---

* আমার রাশিয়া সফরের সময় ( ১৯০৪ ) আমি লোকটির হাত দেখে তাঁর শেষ জীবনে কষ্টের কথা ঘোষণা করি। তিনি তা শুনে হেসে উড়িয়ে দেন। ১৯১৪ সালে রাশিয়ার দুঃসময়ের কথাও তিনি হেসে উড়িয়ে দেন। কিন্তু তা পরে সত্য প্রমাণিত হয় এবং ১৯১৭-১৮ সালে তাঁর জীবনেও দুঃসময় ঘনিয়ে আসে বল্‌শেভিক বিদ্রোহের ফলে। ১৯১৯ সালে তিনি নিঃস্ব অবস্থায় মারা যান।

আপনার মেজাজকে একটু ঠাণ্ডা রেখে চলা অবশ্য কর্তব্য। বিশেষ করে ছোট-খাট জিনিসের বেলায় এবং আশে-পাশে যারা আছে বা যাদের সঙ্গে কাজ করেন, তাদের সঙ্গে সহানুভূতির সঙ্গে ব্যবহার করা কর্তব্য।

আপনি গুপ্ত শত্রুর কাছ থেকে বহু কষ্ট পাবেন। মিথ্যা রটনা বা কলঙ্কও আপনার নামে ছড়াবে এবং সত্যি বা মিথ্যা যাই হোক না কেন, আপনি যদি এসব নিয়ে মামলা করতে যান তবে সুবিচার পাবার আশা আপনার কম বরঞ্চ আপনার বিপক্ষে কেলেঙ্কারী আরও ছড়াবে।

ব্যবসা সম্বন্ধীয় পরিকল্পনায় সহযোগী বা পার্টনার সম্বন্ধে আপনার খুব সাবধানতা অবলম্বন করা কর্তব্য। কারণ যদি কিছু ভুল পথে চলে, তবে সব দোষটা আপনার ঘাড়ে এসে পড়বে।

আপনি অর্থ সম্বন্ধে বড় বেশি মহত্ব দেখাবেন এবং হঠাৎ হঠাৎ ফাটকাও খেলতে যাবেন। আপনার উচ্চাকাঙ্ক্ষা অত্যন্ত প্রবল এবং আপনি স্বাধীনভাবে সব কিছু করতে চান। এই জন্য অর্থ সঞ্চয়ের আপনি কোন কৌশলই বাকি রাখবেন না এবং এর জন্য অনেক ঝুঁকিও আপনাকে পোহাতে হবে।

যে কোন কঠোর পরীক্ষা বা বিপদে আপনি অনেক দূর অবধি নিজের সাহস বজায় রাখতে পারেন, কিন্তু সাহস যদি আপনার একবার চলে যায়, তবে একটা থমথমে ভাব আপনার মধ্যে নেমে আসে। আপনি তখন খিটখিটে এবং বিপদখিন্ন হয়ে পড়েন। এবং তার ফলে এমন কোন কাজ করেন, পরে যার জন্য আপনাকে পস্তাতে হয়।

যারা আপনার চেয়ে উচ্চপদে আসীন, তাদের সঙ্গে সহজে আপনার বন্ধুত্ব হবে। কিন্তু আপনার অবস্থার লোকদের সঙ্গে বা যারা আপনার চেয়ে নীচু, তাদের মধ্যে আপনি প্রতিহিংসা পরায়ণ শত্রুর সৃষ্টি করবেন।

প্রেম-প্রীতির ব্যাপারেও আপনার অনেক বাধা এবং হতাশা আছে এবং আপনার সন্তান-সন্ততিদের নিয়ে আপনাকে অনেক কষ্ট পেতে হবে।

মাঝে মাঝে আপনার মদ বা মাদক দ্রব্যের দিকে ঝোঁক যাবে। এটা কিন্তু আপনার প্রবৃত্তির ওপর নির্ভর করবে যে আপনি ওদিকে যাবেন কিনা।

অর্থ সম্বন্ধে আপনি বদান্য ও মুক্ত হস্ত। তবে আপনি অত্যধিক খরচ এবং যথেচ্ছ অপব্যয় করেন।

আপনি যদি কোন ব্যবসা বা শিল্পে নিযুক্ত থাকেন, তবে দায়িত্বপূর্ণ পদে আসীন হবেন, কিন্তু আপনার শত্রুতা সৃষ্টির প্রবণতার জন্য বলা যায় না এটা আপনি রাখতে পারবেন কিনা।

যে কোন সরকারী কাজে যদি লিপ্ত থাকেন, তবে খুব দায়িত্বপূর্ণ পদে আসীন হবার সম্ভাবনা রয়েছে।

আপনার মন হবে আত্মবিশ্বাসে পূর্ণ ও দৃঢ়।

আপনার ব্যক্তিত্বে একরকম চৌম্বকশক্তি থাকবে এবং জনগণের সামনে প্রকাশিত হতে হয়, এমন কোন কাজে সাফল্যলাভ করবার সম্ভাবনা রয়েছে। যেমন লেখক, বক্তা

ধর্ম প্রচারক বা কোন এক বড় আন্দোলনের নেতৃত্ব করা। মার্চ মাসের ১৮ এবং ১৯ তারিখটি জন্মদিন হিসাবে খুব শুভ। তবে সবার পক্ষে তা পূর্ণ ফল না দিতেও পারে।

### অর্থ ভাগ্য

আপনি যদি অর্থশালীর গৃহে জন্মগ্রহণ না করে থাকেন, তবে অর্থ সম্বন্ধে জীবনে বহুবার ওঠা পড়ার সম্মুখীন হতে হবে। আপনি কোন প্রকার বিনিয়োগ বা ফাট্‌কা খেলায় লাভবান হতে পারেন, কিন্তু সচরাচর তা নিজের চেয়ে অপরের হয়ে ভাল করতে পারবেন। যদি সম্ভব হয় ভবিষ্যতের জন্য আপনাব কোন দীর্ঘ-কালীন বীমা করে রাখা উচিৎ। কারণ বয়স বাড়াব সঙ্গে অর্থ সঞ্চয় করবার বা ভবিষ্যতে কিছু সরিয়ে রাখার ইচ্ছা আপনার হবে না। এবিষয়ে মন দিলে কিন্তু তা আপনাব পক্ষে মঙ্গলজনক হবে।

### স্বাস্থ্য

আপনি যদি মাসেব ৯, ১৮, বা ২৭ তারিখে জন্মগ্রহণ করে থাকেন, তবে প্রথম জীবনে আপনার কোন শক্ত অসুখ হবে না। কিন্তু চল্লিশে পড়বার পর থেকে আপনার শারীরবৃত্তের বৃহৎ পরিবত ন হবে। আপনি যদি এ সময়টা একটু নিজের দিকে নজর রাখেন, বিশেষ করে খাবার-দাবার বিষয়ে তবে আপনি আরও এক যুগ সুস্থ থাকবেন। কিন্তু তা যদি আপনি না পাবেন, আপনার কঠিন কষ্টের সম্মুখীন হবার সম্ভাবনা আছে। যেমন বিশেষ করে লিভারের এবং কিডনীর অসুখ, আন্ত্রিক অসুখে সব বন্ধ হয়ে যাওয়া, হৃদযন্ত্রের দুর্বলতা এবং নানাভাবে অপারেশন-এর সম্ভাবনা রয়েছে।

আপনার সবচেয়ে বড় সম্ভাবনাময় সংখ্যা হচ্ছে '৯' ও '৩' এবং এইসব তারিখেই আপনার পরিকল্পনাগুলি করতে যাওয়া উচিত। যেমন ৩, ৯, ১২, ১৮, ২৭ এবং ৩০ তারিখ।

আপনাব অশুভ সংখ্যা হচ্ছে '৪' ও '৮' এবং তাদের যোগফলগুলি। যেমন ৪, ৮, ১৩, ১৭, ২২, ২৬ এবং ৩১ তারিখ।

আপনার পক্ষে সবচেয়ে শুভপ্রদ বর্ণ হচ্ছে—

মঙ্গল—সবরকম ঘোর লাল রং এবং গোলাপী রং।

বৃহস্পতি—সবরকম ঘোর বেগুনী থেকে হালকা বেগুনী।

আপনার সৌভাগ্যপ্রদ রত্ন হচ্ছে চুনী, গার্নেট, ব্লাকস্টোন এবং এমেথিস্ট।

আপনার জীবনের সবচেয়ে স্মরণীয় বর্ষ হবে ৯, ১৮, ২৭, ৩৬, ৪৫, ৫৪, ৬৩, ৭২, ৮১ বছর।

বছরের যে কোন মাসের যদি কেউ এই '৯' এর ঘরে জন্মে থাকেন, তাঁদের প্রতি আপনি প্রচণ্ড আকর্ষণ বোধ করবেন এবং এ ছাড়াও যাঁরা '৩' বা '৬' এর ঘরে জন্মগ্রহণ করেছেন যেমন, ৩, ৬, ১২, ১৫, ২১, ২৪, ৩০ এবং যাঁরা ১, ১০, ১৯ বা ২৮ তারিখে জন্মেছেন তাঁদের সঙ্গেও আপনার সদ্ভাব থাকবে।

তবে আপনি যদি নিজের উপরে আস্থা রেখে ভবিষ্যতকে গড়ে তুলতে না পারেন। তবে বোঝা যাবে যে আপনার জন্ম সময়ে বিভিন্ন নক্ষত্র একান্ত প্রতিকূল ছিল। অন্যথায় সাফল্য লাভ অবশ্যম্ভাবী।

**যে সব বিখ্যাত লোক এই তারিখে জন্মেছেন**

| | | |
|---|---|---|
| আর্থার এইচ গীব্স ( লেখক ) | ৯ই | মার্চ |
| মীরাবীউ ( ফরাসী বিদ্রোহী নেতা ) | ৯ই | „ |
| নেভিল চেম্বারলেন ( রাজনীতিবিদ ) | ১৮ই | „ |
| ম্যানলি পি হল ( বিখ্যাত দার্শনিক ) | ১৮ই | „ |
| গ্রোভার ক্লেভল্যান্ড ( প্রেসিডেন্ট )* | ১৮ই | মার্চ |
| জেম্স্ ক্রুম্ ( চলচ্চিত্র ) | ২৭শে | „ |
| হ্যারিকার ( সাংবাদিক )** | ২৭শে | „ |
| বেটী বালফোর ( অভিনেত্রী ) | ২৭শে | „ |
| গোরিয়া সোয়ানসন ( চলচ্চিত্র ) | ২৭শে | „ |

## একত্রিংশ অধ্যায়

## এপ্রিল মাস

### সাধারণভাবে এপ্রিল মাসে জন্মানোর ফল : চরিত্র, প্রকৃতি, অর্থ এবং স্বাস্থ্যের ওপরে এ সময় জন্মানোর প্রভাব :

জ্যোতিষশাস্ত্রের শেষ যে চিহ্নটি এপ্রিল মাসের ওপর কর্তৃত্ব করে তা ২১শে মার্চ শুরু হয়। কিন্তু সাতদিন পূর্বতন গ্রহের প্রভাবে থাকে, ২৭শে মার্চের আগে পূর্ণবলী হতে পারে না। এরপর থেকে পূর্ণ শক্তিমত্তার সঙ্গে ১৯শে এপ্রিল অবধি বিরাজ করে। এবপর সাতদিন ক্রমশঃ ক্ষমতা হারাতে হারাতে আগত চিহ্ন শুক্রের ঘর বৃষ চিহ্নের কর্তৃত্বাধীনে চলে আসে।

এই সময় অর্থাৎ ২৬শে মার্চ থেকে ১৯শে এপ্রিল এবং এর দ্বৈত ২৮শে এপ্রিল-এর মধ্যে জন্মালে আপনার সবল ইচ্ছাশক্তি থাকবে, দৃঢ়তা এবং মন্ত্রের সাধন-এর জন্য

* আমার ওয়াশিংটন ভ্রমণকালে এই বিখ্যাত মার্কিন প্রেসিডেন্টের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। তাঁর স্ত্রীও আমাকে চা-পানে আপ্যায়িত করেন। তাঁদের সম্পর্কে আমি আগে ভবিষ্যৎবাণী করেছিলাম, তা হুবহু মিলে গেছে বলে তাঁরা অভিনন্দন জানান।

** হ্যারিকার আমার সঙ্গে দেখা করেন এবং আমার পদ্ধতি সম্পর্কে অভিনন্দন জানান। তাঁর মধ্যে যে একটা মানসিক টেনশান ছিল, সে সম্পর্কে আমি তাঁকে সতর্ক করি। ৪ সংখ্যা তাঁর পক্ষে অশুভ তা বলি। অবশেষে দীর্ঘদিন পরে ৫৮ বর্ষে তিনি মারা যান।

৫৮=৫+৮=১৩=১+৩=৪

প্রচণ্ড গোঁ থাকবে। তাঁরা যেন জাত লড়ুইয়ে। সাধারণভাবে ব্যবস্থাপনা সম্বন্ধে তাঁদের প্রভূত প্রতিভা থাকে তা বড় ব্যবসা বা যাতে প্রচুর পরিমাণ লোক নিযুক্ত থাকে এমন কোন কাজেই হোক।

তাঁরা কাজ-কর্মে অত্যন্ত স্বাধীনচেতা এবং সব সময়ই নিজের মতে সব জিনিস করতে যান। যদি কেউ এঁদের বাধা দেয়, তবে তাঁরা তক্ষুণি সেখান থেকে বেরিয়ে পড়েন এবং সেই অপর লোকটাকে নিজের জায়গা ছেড়ে দেন।

বস্তুতান্ত্রিক সাফল্য বা ক্ষমতা সম্পর্কীয় কোন বিষয়ে এমন কোন উচ্চতা নেই যা এ সময়ে জাত ব্যক্তিরা পেঁছিতে পারেন না, অবশ্য যদি তাঁরা 'মাথা ঠাণ্ডা' রেখে চলতে পারেন। সাফল্য মাঝে মাঝে এঁদের সব নাশ করে। কারণ প্রশংসা এবং চাটুকারিতা এঁদের মাথা ঘুরিয়ে দেয়। এসব ক্ষেত্রে কোন জিনিসই তাঁরা সোজা-ভাবে দেখতে চান না ও গোঁয়াতুমি এবং উদ্ধত কম না করে অনেক ক্ষেত্রে নিজের পতন নিজেই ডেকে আনেন।

তাঁরা মানসিক প্রাণবন্তায় অফুরন্ত এবং সবসময়ই তাঁদের মস্তিষ্কে নতুন পরিকল্পনা বা মৌলিক চিন্তা রয়েছে। তাঁরা নিজের মত ছাড়া অন্য লোকের মতামতের কোন মূল্য দেন না। কঠিন যুক্তিতর্ক এবং যথার্থতা একমাত্র তাঁদের মত থেকে টলাতে পারে।

এঁদের মধ্যে সতর্কতা একটু কম। কারণ চরিত্রগতভাবে চিন্তায় এবং কাজে এঁরা হঠকারী।

সব কিছুতেই বাড়াবাড়ি করা এঁদের স্বভাব। কথাবার্তায় বড় বেশি খোলা-মেলা, স্পষ্ট এবং চাতুর্যের অভাবে অনেক শত্রু সৃষ্টি করেন। এঁরা অত্যন্ত উচ্চাভিলাষী এবং সাধারণভাবে এঁরা জীবনে সাফল্য লাভ করেন। হয় প্রচুর অর্থ সঞ্চয় করেন বা কোন গভীর দায়িত্বপূর্ণ পদে আসীন হন।

এই চিহ্নের নীচু শ্রেণীর যাঁরা তাঁদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য কোন কিছুকেই খারাপ বলে ভাবেন না। প্রভু হিসাবে তাঁরা পাশবিক নৃশংস এবং সচরাচর অপঘাতে প্রাণ হারান। উচ্চশ্রেণীর যাঁরা প্রভু হিসাবে তাঁরাও ভাল। কিন্তু নিয়মানুবর্তিতা খুব কঠোরভাবে অনুসরণ করেন এবং তাঁদের অধস্তনদের কাছ থেকে পাওনা-গণ্ডায় সব কাজ বুঝে নেন।

দুই শ্রেণীরই ভবিষ্যতের দিকে উঁকি দেবার ঝোঁক আছে। কারণ কোন জিনিসই পূর্ণতা লাভ করবার আগেই তাঁরা অধৈর্য হয়ে পড়েন। তাঁরা প্রায়ই ভবিষ্যৎ বাণী করেন এবং এ সম্বন্ধে ভগবৎদত্ত এক ক্ষমতাও তাঁদের থাকে।

তাঁরা সব সময়েই চান যে তাঁদের গৃহে, ব্যবসায়ে বা বৃত্তিতে সবাই যেন তাঁদের 'প্রধান' বলে মনে করে।

সাধারণভাবে এ সময়ে যাঁরা জন্মগ্রহণ করেছেন তাঁরা স্নেহ-প্রীতির ব্যাপারে নানা রকম কষ্ট পেয়ে থাকেন। তাঁরা সচরাচর নারী জাতিকেই বুঝতে পারেন না এবং তাঁদের সংস্পর্শে এলে বহু মারাত্মক ভুল করেন।

পুরুষ বা নারী যাই হোক না কেন, আপনার জীবনের সবচেয়ে আনন্দ আসবে কর্ম থেকে এবং বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করা থেকে।

বছরের এই অংশটি অর্থাৎ ধনাত্মক মঙ্গলের ঘরটিকে 'রবির তুঙ্গী' ঘর বলা হয়। তার ফলে সব অগ্নি, সব শক্তি এবং মঙ্গলের ভয়হীনতা এই সময়ের জাত ব্যক্তিদের উদ্বুদ্ধ করে।

পূর্বকালীন যুদ্ধবিগ্রহের দেবতা মঙ্গল যুদ্ধ করবার মনোবৃত্তিকে বাড়িয়ে দেন। ফলে তাঁরা নিয়মতান্ত্রিকভাবে সবরকম বাধা-বিঘ্নের মধ্যে দিয়ে লড়াই করতে এগোন, অনেক বিপদের সম্মুখীন হন এবং জীবিকায় বহুরকম বাধার সম্মুখীন হন।

গভীরভাবে সক্রিয়, গুরুত্বপূর্ণ এবং জোরালো এই ধরনের চরিত্রের অসম্ভব শক্তি থাকে, বিপদের মুখেও এঁরা আশাবাদী থাকেন এবং যে কোন আপৎকালীন অবস্থার মোকাবিলা করতে পারেন। সত্যি যদি সাফল্যের দিকে এঁদের নজর থাকে, তবে এঁদের হঠকারিতা ত্যাগ করা উচিৎ। কারণ সত্যিকারের বিতর্কের কেন্দ্র বিবেচনা না করে তাঁরা যুদ্ধে অবতীর্ণ হন এবং প্রায়ই দেখা যায় যে, তাঁরা ভুল দিকটা নিয়ে লড়াই করছেন। তাঁরা মনস্থির করেন তাৎক্ষণিক তাৎপর্য ভেবে দূরের দিকে দৃষ্টি না দিয়ে।

একে ঠিক দূরদৃষ্টির অভাব বলা যায় না বিশেষ মুহূর্তের বাসনাই তাঁদের প্রভাবিত করে বেশি। কিন্তু এঁরা সঙ্গে সঙ্গে আবার আপাতবিরোধী মনে হতে পারেন। যদিও এঁদের সহজাত ভাবে নেতা হবার ক্ষমতা থাকে, গঠন করবার ক্ষমতা থাকে এবং এঁরা বস্তুনিষ্ঠ, আগ্রহী এবং উচ্চাভিলাষী।

সবরকম প্রচলিত বিধি নিয়মানুবর্তিতা এঁদের স্বভাব-বিরুদ্ধ। সাধারণভাবে পারিবারিক জীবন খুব সুখের হয় না, যদি না ভাগ্যক্রমে এমন সঙ্গীর দেখা পান যাঁরা এঁদের পরিকল্পনা এবং ইচ্ছের কাছে নিজেকে বিলীন করে দিতে রাজী থাকেন। বস্তুতান্ত্রিক দিক দিয়ে দেখতে গেলে অবশ্য এমন কোন উচ্চতা নেই যেখানে এঁরা এঁদের দৃঢ়তা, পরিচালনা করার দক্ষতা এবং সংগঠন করবার ভগবৎদত্ত ক্ষমতা দিয়ে এঁরা পৌঁছতে না পারেন।

## অর্থ ভাগ্য

এপ্রিল মাসটি মঙ্গলগ্রহের পরিচালনাধীন বলে রবির তুঙ্গী ক্ষেত্র বলে এ মাসের জাতকদের সাধারণতঃ অর্থ রোজগার করবার বেশ ভাল ক্ষমতা থাকে। যেখানে পুরো মাত্রায় থাকে কিন্তু জরুরী সব বিষয়ে ঝোঁকের মাথায় কাজ করে ফেলবার সম্ভাবনা এঁদের থাকে এবং নজরে কোন বড় অর্থনৈতিক পরিকল্পনা পড়ে। তবে এঁরা ফলাফলের কথা বিবেচনা করেই তাতে ঝাঁপ দেন। এঁদের অন্তরের স্বতঃস্ফূর্ততা এবং বড় বড় মতলব—এর জন্য ভাগ্যের ওঠা-পড়া হয় এবং মাঝে মাঝে প্রচুর লোকসানের সম্মুখীন হতে হয়।

অর্থ সঞ্চয়ের ব্যাপারে এঁরা খুব দৃঢ়তার পরিচয় দেন কিন্তু তা হঠাৎ সৌভাগ্যের বদলে যুক্তিমত্তার সঙ্গে বিনিয়োগ বা বড় বড় শিল্প বা ব্যবসা থেকে আসে।

এপ্রিল মাসে যাঁরা জন্মেছেন তাঁরা সচরাচর এমন বিবাদ বা মতান্তর করেন যে, তার ফলে তাঁদের প্রায়ই আদালতে হাজির হতে হয় এবং আইনের দ্বারা তাঁরা সৌভাগ্যজনক খুব কমই হন।

## স্বাস্থ্য

এইসব ব্যক্তিদের মঙ্গলের সবল প্রভাব এক অনিন্দ্যসুন্দর শারীরিক স্বাস্থ্য এবং অসীম প্রাণশক্তি দেয়। কিন্তু এই অসীম প্রাণশক্তির জন্যই তাঁরা অতি পরিশ্রম করে নানারকম আধি-ব্যাধি টেনে আনেন। তাঁদের প্রচেষ্টা কঠিন। প্রতিকূলতার সম্মুখীন হয়ে বা ঠিক সুযোগ বুঝে না করে তাঁরা প্রায়ই হতাশার সম্মুখীন হন যার থেকে অসহিষ্ণুতা এবং খিটখিটে হতে দেখা যায়, যার থেকে স্নায়বিক ক্লান্তি বা চিন্তাশক্তির অসাড়তা দেখা দেয় এবং যার ফলে পেটের বা লিভারের নানা অসুখ হতে পারে।

তাঁদের রীতি-নীতি বা অভ্যাস সম্বন্ধে তাঁরা খুব যত্নশীল নন এবং তাঁদের উচিৎ হচ্ছে শান্ত জীবনযাপন করা এবং মাত্রা না ছাড়ানো। এঁরা কম বেশি জ্বর বা অন্তর্প্রদাহে ভোগেন। তাঁদের ঘরের বাইরে কঠোর ব্যায়াম করা উচিৎ এবং মদ্য বা কোন উত্তেজক মাদক দ্রব্য গ্রহণ করা উচিত নয়। কারণ তাদের ভাবাবেগপূর্ণ চরিত্রের নিয়ন্ত্রণ দরকার। কোনরকম খোঁচাখুঁচির প্রয়োজন নেই।

মাথাকে ঘিরে সব সময় অসুখ বা প্রদাহ হবে, যেমন দাঁত, কান এবং চোখে ব্যথা, মাথায় রক্ত ওঠা, মাথা ধরা এবং সন্ন্যাস রোগ। এ সময়ের জাতকরা সচরাচর মাথায় কোন রকম আঘাত, কেটে যাওয়া বা ঘুষি খান। তা দুর্ঘটনা থেকে হতে পারে বা অপরের কাছ থেকেও হতে পারে।

এঁদের এ ছাড়াও পেট, কিডনী এবং লিভার থেকে ভোগবার বিশেষ সম্ভাবনা আছে। এঁদের গলস্টোন হবার সম্ভাবনা আছে, মূত্রস্থলী থেকে কষ্ট পাবার সম্ভাবনা আছে এবং অস্ত্রোপচার-এর ছুরি এঁদের ওপর বহুবার ব্যবহার হবার সম্ভাবনা আছে।

এঁদের সবচেয়ে সুসামঞ্জস্য সম্পর্ক হবে যারা তাদের নিজের চিহ্ন মেষে জন্মেছে ২১শে মাচ থেকে ১৯শে এপ্রিল অগ্নির প্রথম ঘর, জুলাই ২১ থেকে ২০শে আগস্ট সিংহ চিহ্নে, অগ্নির দ্বিতীয় ঘর। নভেম্বর ২১ থেকে ২০শে ডিসেম্বর ধনু চিহ্নে অগ্নির তৃতীয় ঘর এবং এইসব দিনগুলির আরম্ভ হবার আগের সাতদিন এবং তাদের জন্মের উল্টো চিহ্নে যারা জন্মেছে এক্ষেত্রে ২১শে সেপ্টেম্বর থেকে ২১শে নভেম্বর।

এটা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে অক্টোবর ২১ থেকে নভেম্বর ২২-২৮ তারিখ পর্যন্ত হচ্ছে ঋণাত্মক মঙ্গলের সময়। তাই জন্য যারা মার্চ মাসের ২১ তারিখ থেকে এপ্রিল মাসের ১৯-২১ তারিখে ( ধণাত্মক মঙ্গল ) জন্মেছে তারা ঋণাত্মক, মঙ্গলের সময় যারা জন্মেছে তাদের প্রতি ভীষণভাবে একটা টান অনুভব করে।

## দ্বাত্রিংশ অধ্যায়

# যাঁরা এপ্রিল মাসের ১, ১০, ১৯ বা ২৮ তারিখে জন্মেছেন

এ মাসের এক সংখ্যার লোকেরা :

আপনি যদি উপরোক্ত যে কোন একদিনে জন্মগ্রহণ করে থাকেন, তবে জ্যোতিষ-মতে এবং কিরোর চ্যালদিন সংখ্যাতত্ত্বের প্রণালী অনুযায়ী আপনি অগ্নিব প্রথম ঘরে ধনাত্মক মঙ্গলের মেষ চিহ্নে এবং রবির সন্ধিক্ষণে জন্মগ্রহণ করেছেন।

এই সমন্বয়টি বিশেষ শক্তিশালী যা আপনার পরিকল্পনা এবং উচ্চাশাকে সাফল্য-মণ্ডিত করতে সাহায্য করবে।

সাধারণভাবে আপনার কি কি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং গুণাবলী থাকবে তা এপ্রিল মাসে জাত ব্যক্তিদের বিষয় পূর্বে বলা হয়েছে।

আপনার বিশেষ ক্ষেত্রে এই বিশেষ গুণাবলীগুলি আপনাব বৃত্তি নির্ণয়ের সময় থেকেই বিশেষরূপে কার্যকরী হবে।

আপনার পরিকল্পনাতে আপনি বিশেষভাবে সৃষ্টিধর্মী, মৌলিক আদর্শনিষ্ঠা এবং নির্ভরতা আপনার বিশেষ গুণ।

আপনি অত্যন্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষী এবং আপনার জানাশোনা লোকদের চেয়ে অনেক উচ্চে উঠে যাবেন এবং আপনার জ্ঞাতি বা পরিবারের মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হবেন।

আপনার কারুর সঙ্গে পার্টনারশিপে কিছু করতে যাওয়ার চেয়ে নিজে একলা কিছু করা ভাল।

কোন রকম নিয়ন্ত্রণ আপনি পছন্দ করেন না, নিজের মতামত অপরের ঘাড়ে চাপাতে যান এবং ফলে জীবন যুদ্ধে লড়াই করবার সময় আপনি প্রচুর শত্রুর সৃষ্টি করবেন। আপনাকে নিজের মতানুযায়ী চলতে দিলে আপনি অত্যন্ত দয়ালু হন, কিন্তু আপনাকে কেউ বাধা দিলে আপনি বজ্রের মত কঠিন হয়ে যান, যদি কেউ যত সামান্যই হোক না কেন, সুবিধা আপনার কাছ থেকে নিতে চেষ্টা করে।

আপনি স্নেহ-ভালবাসার কাঙাল, কিন্তু জগতে এইটাই আপনার জীবনে পাওয়া শক্ত হবে। যদি কেউ না আপনার উচ্চাশার সঙ্গী হন।

আপনার সন্তান-সন্ততিদের সঙ্গে আপনার বিবাদ অবশ্যম্ভাবী এবং গৃহেও বিবাদ-বিসম্বাদ লেগে থাকবে।

বহির্জীবন যাপন করার জন্য আপনার এক প্রচণ্ড আগ্রহ থাকবে। সব রকম খেলাধুলাই আপনার ভাল লাগবে। আপনি যখন আগ্নেয়াস্ত্র বহন করবেন, তখন একটু সাবধানে থাকবেন। কারণ আপনার আগুন, বিস্ফোরণ, মোটর গাড়ীতে দুর্ঘটনা প্রভৃতির সমধিক সম্ভাবনা রয়েছে।

### অর্থ ভাগ্য

অর্থের ব্যাপারে আপনাকে জীবনে বহু ওঠা-পড়ার মধ্য দিয়ে চলতে হবে। কিন্তু

সচরাচর এগুলি হবে আপনার হঠকারিতার জন্য এবং নিজের ক্ষমতার যা বাইরে তেমন কোন প্রচেষ্টার ফল। আপনার চৌম্বকশক্তির জন্য অপরের ওপর, বিশেষ করে বিপরীত লিঙ্গের ওপর আপনার বিশেষ প্রভাব থাকবে।

আপনি নতুন কোম্পানী সংগঠন, পাদরী, বক্তা, সংগঠক বা এমন কোন বৃত্তি, যাতে জনগণের সামনে আসতে হয় তাতে আপনার সাফল্য আসবে।

অর্থ রোজগার করবার ক্ষমতা আপনার সব সময়েই থাকবে, কিন্তু ওই সঙ্গে আপনি বহু শত্রু সৃষ্টি করবেন।

## স্বাস্থ্য

অফুরন্ত প্রাণশক্তি এবং চমৎকার স্বাস্থ্য আপনার। যদিও অতিরিক্ত পরিশ্রম এবং খাটুনির জন্য মাঝে মাঝে শরীর খারাপ হতে পারে।

রক্তচাপ বৃদ্ধি বা সন্ন্যাস রোগ থেকে আপনার বিপদ আসবার সম্ভাবনা সমধিক। আপনার সাদাসিধে রান্না খাওয়া উচিৎ এবং বিশেষ করে মদ্য এবং সবরকম উত্তেজক পানীয় পরিহার করে চলা উচিৎ।

আপনার শুভ সংখ্যা ও শুভ তারিখ হচ্ছে সব '১' এবং '৯' সংখ্যা ও তাদের যোগফল। আপনার পরিকল্পনাগুলি এই সংখ্যাগুলিতে করা উচিত। যেমন ১, ৯, ১০, ১৮, ১৯, ২৭ এবং ২৮ তারিখে।

আপনি হয়তো লক্ষ্য করবেন যে '৪' এবং '৮' সংখ্যাটি আপনার জীবনে বারবার ঘুরে ফিরে আসছে, তবুও এই সংখ্যা এবং তারিখগুলিকে যতদূর সম্ভব আপনার পরিহার করা উচিত। যেমন ৪, ৮, ১৩, ১৭, ২২, ২৬ এবং ৩১ এদের দুঃখ নির্দেশ-জ্ঞাপক কিছু ভেবে আপনার কাজ করা উচিৎ।

আপনার চৌম্বকশক্তি বর্ধিত করবার জন্য এবং নিজেকে আরও সৌভাগ্যশালী করবার জন্য আপনার পরিধেয় বস্ত্রে রবি এবং মঙ্গলের বর্ণ ব্যবহার করুন।

রবির বর্ণ হচ্ছে—সবরকম স্বর্ণ বর্ণ হলুদ, গোলাপী থেকে সোনালী বাদামী।
মঙ্গলের বর্ণ হচ্ছে—সবরকম ঘোর লাল, লাল এবং গোলাপের লাল রং।

আপনার শুভপ্রদ রত্ন হচ্ছে—টোপাজ, এ্যাম্বার, হীরক এবং লাল পাথর। যেমন চুনী এবং গার্নেট।

আপনার জীবনের সবচেয়ে স্মরণীয় বছরগুলি হবে ৯, ১০, ১৮, ১৯, ২৭, ২৮, ৩৬, ৩৭, ৪৫, ৪৬, ৫৪, ৫৫, ৬৩, ৬৪, ৭২ এবং ৭৩ বছর।

যাঁরা বছরের যে কোন মাসের '১' '৪' '৮' এবং '৯' তারিখে জন্মে থাকেন, তাঁদের ওপর আপনার আকর্ষণ থাকবে। যেমন ১, ৪, ৮, ৯, ১০, ১১, ১৭, ১৯, ২২, ২৬, ২৭, এবং ৩১ তারিখ। ঐ সব দিনগুলিতে কাজ করলে, তা আপনার পক্ষে সব সময় শুভ হবে।

**যে সব বিখ্যাত লোকেরা এই তারিখে জন্মেছেন**

| | | |
|---|---|---|
| ওয়েলেস্ বেরী ( চলচ্চিত্র ) | ১লা | এপ্রিল |
| লর্ড ব্রথারটন ( রসায়নবিদ্ )* | ,, | ,, |
| এডুইন অসিন এবে ( চিত্রশিল্পী ) | ,, | ,, |
| উইলিয়াম হার্ভে ( আবিষ্কারক বিজ্ঞানী ) | ,, | ,, |
| এড্মণ্ড রস্ট্যাণ্ড ( ফরাসী কবি ) | ,, | ,, |
| বিস্মার্ক ( জার্মানীর স্রষ্টা ) | ,, | ,, |
| ফ্রান্সিস পারকিন্স ( নেতা, রাজনীতিক ) | ১০ই | ,, |
| উইলিয়াম বুথ ( জেনারেল ) | ,, | ,, |
| জর্জ আরলিস্ ( অভিনেতা )** | ,, | ,, |
| জোসেফ পুলিটজার ( সাংবাদিক )*** | ,, | ,, |
| কন্স্ট্যান্স টালমেজ ( চলচ্চিত্র ) | ১৯শে | ,, |
| লীনা বাস্কেট ( অভিনেত্রী ) | ,, | ,, |
| রসেটি ( বিখ্যাত কবি ) | ২৮শে | ,, |
| ফ্রান্সিস চৌলী ( জ্যোতির্বিজ্ঞানী ) | ,, | ,, |
| জেমস্ মন্রো ( প্রেসিডেন্ট ) | ,, | ,, |

## ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়

# যাঁরা এপ্রিল মাসের ২, ১১, ২০ এবং ২৯ তারিখে জন্মেছেন

এমাসের দুই সংখ্যার লোকেরা :

আপনি যদি উপরোক্ত কোন একটি দিনে জন্মগ্রহণ করে থাকেন, তবে আপনি অগ্নির প্রথম ধনাত্মক মঙ্গলের মেষ চিহ্নে চন্দ্র, নেপচুন ও মঙ্গলের স্পন্দনে জন্মগ্রহণ করেছেন।

আপনার প্রধান চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং গুণাবলী পূর্বে উল্লিখিত এপ্রিল মাসে জাত জাতকের মতনই হবে।

আপনি যে গ্রহের সমন্বয়ে জন্মগ্রহণ করেছেন তা আপনার চরিত্রে পরস্পর বিরোধী ভাবধারা দেবে। যার মধ্যে বিরাট স্বকীয়তা, প্রবল ইচ্ছাশক্তি এবং দৃঢ়তা দেবে, কিন্তু

* লর্ড ব্রথারটনের জীবনের সব উন্নতির মূলে ছিল একটি চুনী ( Ruby ) যা তিনি সবসময় হাতে পরতেন।

** জর্জ আরলিস সবসময় আমার পদ্ধতি অনুসরণ করে চলতে ভালবাসতেন।

*** তিনিই দি নিউইয়র্ক ওয়ার্ল্ড পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রথম আমেরিকা ভ্রমণে আমাকে পরীক্ষা করে তাঁর কাগজে আমার সুনাম প্রচার করেন।

তা কল্পনাপ্রবণ এবং রোমাণ্টিক চিন্তাধারা পরিবর্তিত হবে। আপনার মধ্যে অপ্রচলিত এবং মৌলিক চিন্তাধারা থাকবে এবং সৃষ্টিধর্মী মন আপনার কল্পনাপ্রবণ বিষয়ে কাজে লাগবে।

আপনাকে বাঁধা-ধরার মধ্যে থাকতে হলে, কোন কিছুতে বাধা পেলে আপনি এই নিয়মতন্ত্রের বিরুদ্ধে এবং প্রচলিত মতামতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করবেন।

আপনি যদি আপনার চরিত্রের এই রোমাণ্টিক দিকটিকে সংযত করতে না পারেন, তবে পারিবারিক জীবনে অনেক ঝঞ্ঝাট আছে।

আপনি যাই কিছু করতে যান, তার মধ্যে প্রচণ্ড শক্তি ঢেলে দেন। কিন্তু সবসময় নিজের মতামতকে একটু বেশি জাহির করে ফেলেন যা হয়তো আপনার পক্ষে সবসময় মঙ্গলজনক হয় না।

জীবিকায় আপনার বহু পরিবর্তন হবে, কারণ কোন কিছুতেই বাঁধাভাবে আপনি লেগে থাকতে পারেন না এবং কোন উচ্চপদেই আপনি স্থলাভিষিক্ত হোন না কেন তাতে আপনি সন্তুষ্ট হবেন না। আপনার পক্ষে বিবাহিত জীবনও খুব সুখের হবে না, যদি না আপনি আপনার আবেগ প্রবণতাকে জয় করতে পারছেন বা প্রচলিত জীবনধারণের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিচ্ছেন।

অপরের ওপর যেখানে কর্তৃত্ব করতে হয়, সেখানে আপনি সবল প্রভুত্বপ্রিয় এবং আত্মবিশ্বাসী। আপনি একজন শক্তিশালী নেতা হিসাবে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারবেন যদি আপনি রাজনীতিতে যান বা সামরিক বিভাগে যান। এইসব ব্যাপারে আপনার চাল-চলন এবং কথাবার্তায় বা লেখায় আপনি আগ্রহী হবেন এবং আপনার অনেক ভক্ত জুটে যাবে। মৌলিকতার জন্য আপনি নাম করবেন।

## অর্থ ভাগ্য

অর্থনৈতিক ব্যাপারে আপনার বেশ একটা কর্তৃত্ব থাকবে এবং বেশ একটা ওজন রেখেও আপনি চলতে পারেন ও আপনার নিজের পরিকল্পনাগুলিকে সাফল্যমণ্ডিত করতে পারেন যদি আপনার পার্টনারদের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত না হন।

আপনি যদি শিল্পী বা সাহিত্যিক হিসাবে নিজেকে উন্নত করেন, তবে আপনি সুনাম এবং বেশ প্রসিদ্ধি লাভ করবেন। কিন্তু আপনি যাই করুন না কেন একজন সবল ব্যক্তিত্ব বলে অপরের থেকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারবেন।

## স্বাস্থ্য

আপনার শারীরিক কাঠামো অত্যন্ত মজবুত। কিন্তু বেশি কাজ করবার এবং উচ্ছ্বাসের মুখে আপনি নিজের শরীরের ওপর অনেক বেশি চাপ দেবেন।

আপনার জ্বর-জ্বালা বেশি হবে এবং রক্ত-সঞ্চালনের জন্য ছুরি কাঁচি পড়বে এবং অন্ত্রের কোন রোগ থেকে আপনি কষ্ট পেতে পারেন। দাঁতের ব্যথা, মাড়ির ব্যথা, গলা, কান এবং সাইনাস থেকেও কষ্ট আপনি পেতে পারেন।

আপনি জীবনে বহুবার দুর্ঘটনার মুখে পতিত হবেন। শত্রুর কাছ থেকে জীবন-হানির সম্ভাবনা আপনার আছে। বিশেষ করে আততায়ীর হাতে মৃত্যু বা নৃশংস-ভাবে হত্যা।

আপনার শুভপ্রদ সংখ্যা এবং দিন হচ্ছে '২', '৭' এবং '৯' এবং তাদের সব যোগফল। যেমন ২, ৭, ৯, ১১, ১৬, ১৮, ২০, ২৫, ২৭ এবং ২৯। এর যে কোন দিনে আপনার পরিকল্পনাগুলি রূপদান করতে চেষ্টা করুন।

আপনার চৌম্বকশক্তি বর্ধিত করবার জন্য এবং নিজেকে আরও সৌভাগ্যশালী করবার জন্য আপনার পরিধেয় বস্ত্রে আপনার প্রধান গ্রহগুলির বর্ণ পরিধান করুন।

চন্দ্র—সবরকম সবুজ ও সাদা রং।

নেপচুন—সবরকম ধোঁয়াটে রং।

মঙ্গল—সবরকম ঘন লাল, লাল এবং গোলাপী রং।

আপনার শুভরত্ন হচ্ছে সবুজ জেড, মুনস্টোন, বৈদূর্যমণি, ওপ্যাল, মুক্তো, চুনী, গার্নেট এবং সবরকম লাল পাথর।

আপনার সবচেয়ে স্মরণীয় বছর হবে ২, ৭, ৯, ১১, ১৬, ১৮, ২০, ২৫, ২৭, ২৯, ৩৪, ৩৬, ৩৮, ৪৩, ৪৫, ৪৭, ৫২, ৫৪, ৫৬, ৬১, ৬৩, ৬৫, ৭০, ৭২, ৭৪, ৭৯ এবং ৮১ বছর।

বছরের যে কোন দিনই যদি কেউ '২' বা '৭' সংখ্যায় জন্মগ্রহণ করে থাকেন যেমন ২, ৭, ১১, ১৬, ২০, ২৫ বা ২৯ তারিখে তবে আপনি তাদের প্রতি প্রচণ্ড আকর্ষণ বোধ করবেন।

আপনি যদি ২৯শে এপ্রিল জন্মগ্রহণ করে থাকেন তবে আপনি আগত চিহ্ন বৃষের অধীন যার অধিপতি হচ্ছেন শুক্র। তবে আপনার প্রকৃতি অনেকটা নরম হবে। অপরের প্রতি চৌম্বকশক্তি আপনার আরও বাড়বে ; আগ্রাসী মনোবৃত্তি একটু কম হবে। কিন্তু বিপরীত লিঙ্গের কাছ থেকে কিছু ঝঞ্ঝাট আসতে পারে। সবসময় তাই আপনার কর্তব্য হচ্ছে বিপরীত লিঙ্গের লোক থেকে বিশেষভাবে সাবধান থাকা।

### যে সব বিখ্যাত লোক এই তারিখে জন্মেছেন

| | |
|---|---|
| নিকোলাস্ ম্যারী বাট্‌লার ( শিক্ষাবিদ ) | ১লা এপ্রিল |
| ওয়াল্টার ক্রিসলার ( মোটর কারখানা ) | ,, ,, |
| হল্‌ম্যান্ হাণ্ট ( শিল্পী ) | ,, ,, |
| হ্যান্স এণ্ডারসন ( লেখক ও কবি ) | ,, ,, |
| গ্যাস্‌বেটা ( রাজনীতিবিদ ) | ,, ,, |
| এমিল্ জোলা ( বিখ্যাত লেখক ) | ,, ,, |
| চার্লস্ ম্ভান্স্ হিউজেস্ ( বিচারপতি ) | ২রা ,, |
| জন উইক্‌স্ ( যোদ্ধা ) | ,, ,, |

| | |
|---|---|
| জর্জ ক্যানিং ( রাজনীতিক ) | ১১ই এপ্রিল |
| এড্ওয়ার্ড এভার্ট ( „ ) | „ „ |
| স্যার চার্লস্ হল্ | „ „ |
| ল্যানিস্ ( জেনারেল ) | „ „ |
| হিট্লার ( জার্মান নেতা ) | ২০শে „ |
| নেপোলিয়ান ( নেতা ) | „ „ |
| বউলঘ্যাভার ( জেনারেল ) | „ „ |
| হিরোহিতো ( জাপান সম্রাট ) | ২৯শে „ |
| স্যার টম্যাস্ বিচ্যাম ( সঙ্গীতকার ) | „ „ |
| উইলিয়াম র‍্যানডলফ্ট ( সাংবাদিক ) | „ „ |

## চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়

# যাঁরা এপ্রিল মাসের ৩, ১২. ২১ এবং ৩০ তারিখে জন্মেছেন

এই মাসের তিন সংখ্যার লোকেরা ঃ

আপনি যদি উপরোক্ত যে কোন একদিন জন্মগ্রহণ করে থাকেন তবে জ্যোতিষমতে এবং কিরোর চ্যালদিন সংখ্যাতত্ত্বের প্রণালী অনুযায়ী আপনি অগ্নির প্রথম ঘরে ধনাত্মক মঙ্গলের মেষ চিহ্ন বৃহস্পতি ও মঙ্গলের স্পন্দনে জন্মগ্রহণ করেছেন।

আপনার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং গুণাবলী পূর্বে উল্লিখিত এপ্রিল মাসে জাত ব্যক্তিদের মতনই হবে। তবে এ স্থলে এই যোগ আপনাকে আরও বেশি উচ্চাভিলাষী করবে। আপনার জীবনের উদ্দেশ্য যাই হোক না কেন তাতে জীবনে উন্নতি করবার জন্য প্রয়োজনীয় দৃঢ়তা দেবে।

অপরের ওপর যেখানে কর্তৃত্ব করতে হয়, এমন সব কাজেই সাফল্য অর্জন করবেন এবং আপনি একটু স্বেচ্ছাচারীও হবেন।

কোন কিছু সংগঠন পরিচালনা এবং অপরকে নিয়ন্ত্রণ করার ব্যাপারে আপনার বিশেষ যোগ্যতা রয়েছে। আপনার নিজের আত্মীয়-স্বজনও যদি অন্যায় করে বা আইন বিরুদ্ধ কাজ করে আপনি কঠোরভাবে তা নিবৃত্ত করেন অপরকে উদাহরণ দেবার জন্য।

আপনার ভয়ংকর শত্রুও থাকবে আবার শক্তিশালী মিত্রও থাকবে। আপনি চরিত্রগতভাবে ভীষণ স্বাধীনচেতা এবং কারুর কাছে কোনরকম সুযোগ-সুবিধা নিতে ঘৃণা বোধ করেন।

পারিবারিক জীবনে আপনি সবসময় 'কর্তা' হয়ে থাকবেন। তা যদি না হতে পারেন, তবে সবসময় খিটিমিটি লেগেই থাকবে।

আপনার জীবনে 'মন্ত্রশক্তি' কাজ করবে। এমন সব দুর্ঘটনা এবং বিপদ থেকে আপনি রক্ষা পাবেন, যা অপরকে খতম করে দিতে পারতো।

আপনাকে প্রগতিশীল এবং আগ্রাসী মনোবৃত্তি সম্পন্ন বলা যায়। কিন্তু আপনার উদ্দেশ্য হচ্ছে সাধারণের মঙ্গল।

আপনি যে সমাজেই জন্মগ্রহণ করে থাকুন না কেন আপনার উদ্দেশ্য হবে সামাজিক প্রতিষ্ঠা লাভ করা। আপনার খুব সম্ভ্রান্ত এবং শক্তিশালী বন্ধু থাকবে। আবার অবহেলিত নির্যাতিত জনগণের প্রতিও আপনি দয়াশীল হবেন।

দায়িত্বপূর্ণ পদে আপনাকে আসীন হতে হবে এবং জীবনের কোন না কোন সময়ে সরকারী পদে আপনাকে আসীন হতে হবে।

আপনি যদি স্থলবাহিনী বা নৌবাহিনীতে যোগ দেন, তবে আপনি খুব উন্নতি লাভ করবেন এবং সম্মান পাবেন।

আপনাকে সম্ভবতঃ দুটি বৃত্তিতে নিযুক্ত থাকতে হতে পারে। একটা আপনার নিজের ব্যবসা আর একটা পৌর প্রতিষ্ঠান বা সরকারী প্রতিষ্ঠানে কোন কাজ।

আপনার যুক্তিশক্তির স্থিরতার জন্য এবং 'সত্যমেব জয়তে' দৃষ্টিভঙ্গীর জন্য আপনি খুব ভাল বিচারপতি হতে পারেন।

সাহিত্য, বিজ্ঞান বা গভীর কোন বিষয়ে আপনার আগ্রহ থাকবে বিশেষ করে যা আপনার ধীশক্তি বর্ধিত করতে পারে।

আপনার আবিষ্কৃত কোন পথ সাধারণ জনগণের খুব স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধির কোন কাজে খুব সহায়তা করবে।

## অর্থ ভাগ্য

অর্থের ব্যাপারে আপনি বেশ সৌভাগ্যশালী এবং অনেক ধন-দৌলত আপনি সঞ্চয় করতে পারবেন। আপনি ফাট্‌কা সম্বন্ধে সাবধানে চলেন এবং বিশেষ স্থায়িত্বসম্পন্ন জিনিসে অর্থ বিনিয়োগ করেন এবং বড় কোন শিল্প বা ব্যবসা গড়ে তোলেন।

## স্বাস্থ্য

আপনার প্রাণোচ্ছল চমৎকার স্বাস্থ্য হবে। আপনি বহির্জীবন ভালবাসেন এবং সবরকম খেলাধুলাও আপনি ভালবাসেন। কিন্তু আপনি জীবজন্তু সম্বন্ধে বড় বেশি নির্ভর বলে তাদের কাছ থেকে আপনার বিপদের সম্ভাবনা আছে।

আপনি মাঝে মাঝে ভীষণ বদহজম, পেটের কষ্টে ভুগবেন। খাওয়া-দাওয়ার অত্যাচার এবং অনেক পার্টি যাতে হয়তো আপনি বাধ্য হয়ে যোগদান করবেন তার ফলে এটা হবে। মধ্য জীবনের পর আপনি মোটা হতে শুরু করবেন এবং হৃদয়যন্ত্রের কষ্ট দেখা দেবে।

আপনার শুভপ্রদ সংখ্যা এবং তারিখ হচ্ছে '৩', '৬' এবং '৯' এবং তাদের যোগফল। যেমন ৩, ৬, ৯, ১২, ১৫, ১৮, ২১, ২৪, ২৭ এবং ৩০ তারিখে।

'৬' সংখ্যাটি যদিও দরকার, তবুও এই সংখ্যা বা এই সংখ্যার যোগফল যাদের তাদের কাছ থেকে আপনার বিপদের সম্ভাবনা আছে।

আপনার সবরকম জরুরী পরিকল্পনা বা লোকজনদের সঙ্গে দেখা করাটা ওই তারিখগুলিতে করতে চেষ্টা করুন।

আপনার চৌম্বকশক্তি বাড়াবার জন্য এবং নিজেকে আরও সৌভাগ্যশালী করবার জন্য বৃহস্পতি, শুক্র এবং মঙ্গলের বর্ণ পরিধান করুন।

বৃহস্পতির বর্ণ হচ্ছে সবরকম বেগুনী—হালকা থেকে ঘন। শুক্রের বর্ণ হচ্ছে সবরকম নীল হাল্কা থেকে ঘন। মঙ্গলের বর্ণ হচ্ছে সবরকম ঘন লাল থেকে লাল এবং গোলাপীবর্ণ।

আপনার জীবনের সবচেয়ে স্মরণীয় বছর হবে ৩, ৬, ৯, ১২, ১৫, ১৮, ২১, ২৪, ২৭, ৩০, ৩৩, ৩৬, ৩৯, ৪২, ৪৫, ৪৮, ৫১, ৫২, ৫৭, ৬০, ৬৩, ৬৬, ৬৯, ৭২, ৭৫, ৭৮ এবং ৮১ বছর।

আপনি যদি ৩০শে এপ্রিল জন্মগ্রহণ করে থাকেন, তবে আপনি পরবর্তী চিহ্ন বৃষের অধীনে চলে আসছেন, যার অধিপতি হচ্ছে শুক্র। আপনার চরিত্রের মূল ধারা মোটামুটি একই রকম থাকবে। তবে আপনি আরও স্নেহপ্রবণ এবং বেশী বদান্য হবেন।

বছরের যে কোন মাসেই হোক না কেন যাঁরা ওই '৩', '৬' বা '৯' সংখ্যা বা তাদের যোগফলে জন্মেছেন, তাঁদের প্রতি আপনি এক প্রচণ্ড আকর্ষণ বোধ করবেন। ৩, ৬, ৯, ১২. ১৫, ১৮, ২১, ২৪, ২৭ এবং ৩০ তারিখ।

এঁদের জীবনে নানা অসুবিধা আসতে পারে—তবে শুভদিন মেনে চললে অনেকটি শুভফল নিশ্চয়ই পাবেন।

**যে সব বিখ্যাত লোক এই তারিখে জন্মেছেন**

| | |
|---|---|
| ওয়াশিংটন আরভিং ( রাজনীতিক ) | ৩রা এপ্রিল |
| এরেবার্ট ভিভিয়ান ( লেখক ) | ,, ,, |
| নেসলী হাওয়ার্ড ( চলচ্চিত্র ) | ,, ,, |
| জন্ এবার নেথী ( শল্য চিকিৎসক ) | ,, ,, |
| মেরী কার্পেণ্টার ( সমাজ বিজ্ঞানী ) | ,, ,, |
| ওরা সনেটি ( ব্যাঙ্ক প্রেসিডেণ্ট ) | ১২ই ,, |
| হেনরী ক্লে ( রাজনীতিক ) | ,, ,, |
| ভার্জিনিয়া চোরিল ( চলচ্চিত্র ) | ,, ,, |
| রাণী এলিজাবেথ | ২১শে ,, |
| শার্লট ব্রণ্ট | ,, ,, |
| ব্যারনেট বারডেথ কাউণ্ট ( দার্শনিক ) | ,, ,, |
| বিশপ হেবার কাউণ্ট ( সঙ্গীতজ্ঞ ) | ,, ,, |
| লর্ড এভিবেরী ( পুঁজিপতি )* | ,, ,, |
| ভি. কোভেন ( সঙ্গীত শিল্পী ) | ,, ,, |

* লর্ড এভিবেরী লর্ড উপাধি পাবার আগেই আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং আমার মতে চলে তিনি বিখ্যাত হন।

## পঞ্চত্রিংশত অধ্যায়

# যাঁরা এপ্রিল মাসের ৪, ১৩ এবং ২২ তারিখে জন্মেছেন

এই মাসের চার সংখ্যার লোকেরা ঃ

আপনি যদি উপরোক্ত যে কোনদিনে জন্মগ্রহণ করে থাকেন, তবে জ্যোতিষ মতে এবং কিরোর চ্যালদিন সংখ্যাতত্ত্বের প্রণালী অনুযায়ী আপনি অগ্নির প্রথম ঘরে ধনাত্মক মঙ্গলের মেষ চিহ্নে ইউরেনাস, রবি এবং মঙ্গলের স্পন্দনে জন্মগ্রহণ করেছেন।

আপনার প্রধান প্রধান চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং গুণাবলী পূর্বে উল্লিখিত এপ্রিল মাসে জাত ব্যক্তিদের মতই হবে। তবে ওই প্রবল কিন্তু অদ্ভুত সমন্বয় আপনার চলার পথে নানারকম পরস্পর বিরোধিতা করবে।

আপনি সফলও হবেন আবার বিফলও হবেন। আপনার জীবনে বহুবার অঘটন ঘটবে। আপনি প্রকৃতির হাতে ক্রীড়নক এবং ভাগ্য আপনার জীবনে এক বিশিষ্ট অংশ নেবে।

আপনার বৃত্তি এবং পরিকল্পনায় আপনি বহু পরিবর্তন করবেন এবং অশান্তি বোধ করবেন যদি না আপনি বিশেষ কোন জিনিস না পান, যাতে আপনার মনপ্রাণ ঢেলে দিতে না পারেন।

আপনার সত্যিকারের বন্ধু পাওয়া খুব শক্ত হবে এবং যারা আপনার বন্ধু হবে তারা একটু অদ্ভুত কিম্ভূত হবে।

দৃষ্টিভঙ্গীতে আপনি মৌলিক এবং প্রচলিত প্রথার বিরুদ্ধে এবং নিজের মনোমত ধর্ম এবং দর্শন আপনি তৈরী করে নেবেন।

আপনি বহুবার শত্রুতা পাবেন, বন্ধুর বেশে আপনার শত্রু অনেক থাকবে এবং অপরের কাছ থেকে প্রচুর বাধা আপনি পাবেন। আপনার জীবন খুব সোজাভাবে চলবে না, বিশেষতঃ বস্তুতান্ত্রিক বিষয়ে।

আপনার মন আবিষ্কারধর্মী, কলকব্জাও আপনি ভালবাসেন। বিশেষ করে যদি নতুন কিছু হয়। যেমন বৈদ্যুতিক সাজ-সরঞ্জাম, রেডিও, টেলিভিশন এবং এই জাতীয় জিনিস।

আপনার খুব সুন্দর পরিকল্পনা থাকবে। কিন্তু তা থাকবে একটু দার্শনিক দিক ঘেঁষে। কিন্তু আপনার চরিত্রের একটি দিক থাকবে। যার ফলে অপরের সঙ্গে আপনার বিবাদ হবেই এবং যার ফলে সহযোগীর সঙ্গে ঝঞ্ঝাট, ছাড়াছাড়ি এবং আইন-আদালত অবধি আসবে।

আপনি কারুর উপদেশই শুনতে চান না। জীবনের প্রতি আপনার এক বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী আছে। বিশেষতঃ আপনার মাথার পরিকল্পনাসমূহ নিয়ে।

আপনি তর্ক-বিতর্কের সময় ঠিক উল্টো দিকটাই নিতে ভালবাসেন এবং আপনার মতের সঙ্গে যাদের মত মেলে না, তাদের প্রতি আপনি বিদ্বেষ চেপে রাখতে পারেন না।

আপনি মাঝে মাঝে আচার ব্যবহারে রূক্ষতা এবং গোঁয়ার্তুমির পরিচয় দেন এবং অনিচ্ছাকৃতভাবে অপরের আঁতে ঘা দিতে পারেন। আপনাকে অনেক সময়েই লোক ভুল বুঝবে, কিন্তু আপনি এত স্বাধীনচেতা যে কেউ আপনকে পছন্দ করুক বা না করুক, তাতে আপনার কিছু এসে যায় না।

আপনি পড়াশোনা করতে খুব ভালবাসেন এবং সৎ সাহিত্যর প্রতি আপনার অনুবাগ আছে। আপনি যা কিছুই করুন না কেন তার মধ্যে আপনাব প্রচুর-প্রাণশক্তি এবং সক্রিয়তা ঢেলে দেন।

## অর্থ ভাগ্য

আপনি সহজে অপরের সঙ্গে কাজ করতে রাজী হবেন না। কিন্তু নিজের পছন্দ মত কাজ করে আপনি খুব সাফল্য লাভ করতে পারেন।

টাকা কড়ির ব্যাপারে আপনি হিসাবী এবং সতর্ক। ছোট ছোট ব্যাপারে আপনি কৃপণ বলেও আপনার দুর্নাম রটতে পারে।

আপনার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে দারুণ দুশ্চিন্তা থাকবে। ফলে ভবিষ্যতের জন্য আপনি বেশ ভালো সঞ্চয় করতে চেষ্টা করবেন। আপনি যদি ব্যবসাদার হন, তবে আপনি তাড়াতাড়ি সক্রিয় কর্ম থেকে অবসর নিয়ে জীবন-যাপন করবেন।

## স্বাস্থ্য

স্বাস্থ্যের ব্যাপাবে আপনি অদ্ভুত। আপনি অফুরন্ত প্রাণশক্তি নিয়ে খুব বেশি পরিশ্রম করবেন, সময়ে সময়ে আপনার আবার কোন প্রচেষ্টাই করতে ইচ্ছা হবে না।

অদ্ভুত অসুখ যা ধরা যায় না আপনি তার থেকে ভুগবেন। প্রকৃতির মধ্যে ফিরে সাদা-মাটা খান। তাহলেই আপনার সব অসুখ উড়ে যাবে।

আপনার সবচেয়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যা হচ্ছে '৪' বা '১' এবং '৯' এবং তাদের যোগফল। যেমন ১, ৪, ৯, ১0, ১৩. ১৮, ১৯, ২২, ২৭, ২৮ এবং ৩১ তারিখ।

আপনি দেখতে পাবেন যে '৮' সংখ্যাটি আপনার জীবনে বহুবার ঘুরে আসছে এবং যারা এই সংখ্যায় জন্মেছে অর্থাৎ ৮, ১৭, ২৬ তারাও ঘুরে ফিরে আপনার জীবনে আসছে।

আপনার চৌম্বকশক্তি বর্ধিত করার জন্য আপনার পরিধেয় বস্ত্রে ইউরেনাস, রবি এবং মঙ্গলের বর্ণ পরিধান করুন।

ইউরেনাস বর্ণ হচ্ছে সবরকম ধোঁয়াটে এবং বৈদ্যুতিক রং।

রবির বর্ণ হচ্ছে সবরকম স্বর্ণ বর্ণ, হলুদ, কমলা থেকে সোনালী বাদামী।

মঙ্গলে বর্ণ হচ্ছে সবরকম লাল, ঘোর লাল এবং গোলাপী রং।

কিন্তু আপনি যদি ২২শে এপ্রিল জন্মগ্রহণ করে থাকেন তবে আপনি আগত চিহ্ন বৃষের প্রভাবে পড়েছেন। তাই জন্য এক্ষেত্রে লালের বদলে সবরকম নীল রং ব্যবহার করুন এতে সব সময় শুভ ফল পাবেন।

আপনার শুভরত্ন হচ্ছে স্যাফায়ার এবং নীল পাথব, টোপাজ, হলদে হীরে এবং এ্যাম্বার। কিন্তু আপনি যদি ২২ তারিখে জন্মগ্রহণ করে থাকেন তবে যতদূর সম্ভব টারকুইজ এবং স্যাফায়ার ব্যবহার করুন। তবে প্রকৃত রত্নের জন্য ভাল জ্যোতিষীর শরণ নেওয়া ভাল। আপনার জীবনের সবচেয়ে স্মরণীয় বছব হচ্ছে ৪, ৮, ১৩, ১৭, ২২, ২৬, ৩১, ৩৫, ৪০, ৪৪, ৪৯, ৫৩, ৫৮, ৬২, ৬৭, ৭২, ৭৬ এবং ৮০ বছর।

যদি কেউ বছরের যে কোন মাসেই হোক না কেন যদি তার যোগফল '৪' বা '৮' এর ঘরের লোক হন, অর্থাৎ তাঁরা যদি কেউ ৪, ৮, ১৭, ২২, ২৬ এবং ৩১ তারিখে জন্মগ্রহণ করে থাকেন তবে তাঁর সঙ্গে গভীর অন্তরঙ্গতা থাকবে। কিন্তু সবসময় এই নিয়ম মেনে না চললে অশুভ হতে পারে। এদের জীবনে মাঝে মাঝে নানা বাধা-বিঘ্ন এবং অশুভ ঘটনা দেখা দিতে পারে।

### যে সব বিখ্যাত লোকের এই তারিখে জন্ম

| | |
|---|---|
| চার্লস ডাব্লউ ক্রেস ( প্রেসিডেন্ট ) | ৪ঠা এপ্রিল |
| স্যার উইলিয়াম মাইমেন্‌ম্‌ ( আবিষ্কর্তা ) | ,, ,, |
| পিয়ারী ক্রথন ( চিত্রশিল্পী ) | ,, ,, |
| হেন্‌রী টি এলেন ( সৈনিক ও রাজনীতিক ) | ১৩ই ,, |
| উইলিয়াম আলেকজাণ্ডার ( আর্চবিশপ | ,, ,, |
| টমাস জেফারসন ( প্রেসিডেন্ট ) | ,, ,, |
| হেন্‌রী ফিলিপ ( লেখক ও গ্রন্থকাব ) | ২২শে ,, |
| কান্ট ( বিখ্যাত দার্শনিক )* | ,, ,, |
| লিণ্ডে জুরে ( ব্যাকরণবিদ্‌ ) | ,, ,, |
| এভা রেহান ( অভিনেত্রী ) | ,, ,, |
| ম্যাডাম ডি স্টীন ( অভিনেত্রী ) | ,, ,, |
| ভন্‌ মীট্‌ ( জেনারেল ) | ,, ,, |

* বিখ্যাত দার্শনিক কান্ট নিজে গভীর দর্শন চর্চা নিয়ে সারা জীবন কাটান। তিনি দর্শন বিচারে নতুন থিয়োরীর জন্ম দেন। তবু শেষ জীবনে তিনি অনেক কষ্ট পান। তাঁর জীবনই যেন এই তারিখের জীবন্ত বাণী।

## ষষ্ঠত্রিংশ অধ্যায়

# যাঁরা এপ্রিল মাসের ৫, ১৪ এবং ২৩ তারিখে জন্মেছেন

এই মাসের পাঁচ সংখ্যার লোকেরা :

আপনি যদি উপরোক্ত কোন একদিনে জন্মগ্রহণ করে থাকেন, তবে জ্যোতিষ মতে এবং কিরোর চ্যালদিন সংখ্যাতত্ত্বের নিয়মানুযায়ী আপনি অগ্নির প্রথম ঘরে ধনাত্মক মঙ্গলের মেষ চিহ্ন বুধ এবং মঙ্গলের স্পন্দনে জন্মগ্রহণ করেছেন।

এই সমন্বয়টি খুবই ভাল হতে পারে আবার খুব খারাপও হতে পারে। আপনার ইচ্ছাশক্তি ও চারিত্রিক ভাবধারা কি করে বর্ধিত করেন তার ওপর নির্ভর করবে। এটা খুব সৌভাগ্যশালীও হতে পারে তবে উল্টোটাও হতে পারে।

আপনি যদি এপ্রিল মাসের ৫, ১৪ বা ২৩ তারিখে জন্মগ্রহণ করে থাকেন তবে আপনার মানসিকতা হবে বহুমুখী চতুর বুদ্ধিমত্তা বিশিষ্ট। কিন্তু একে ঠিকভাবে চালনা করা দরকার। যদি একে নিয়ন্ত্রণ করে উর্ধ্বমুখে প্রবাহিত করা যায়, তবে এমন কিছু নেই যা আপনি করতে না পারেন।

আপনার চিন্তাশক্তি, বাক্য এবং কার্য খুব দ্রুত, যুক্তিতর্কে প্রত্যুত্তর আপনার খুব তীক্ষ্ম। কিন্তু তার সঙ্গে যৌক্তিকতা খুব বেশি মাত্রায় থাকবে এবং যে কোন বিষয়ে আপনি দ্রুত জ্ঞানলাভ করতে পারেন।

সবরকম নতুন ধরনের বিষয়বস্তু আপনি পছন্দ করেন এবং কোনরকম প্রশ্ন না তুলে সনাতন পদ্ধতি মেনে নেওয়ার বিরুদ্ধে আপনি জেহাদ তোলেন।

আপনি পড়াশোনা করতে খুব ভালবাসেন এবং ইতিহাসের খুঁটি-নাটি আবিষ্কার করা আপনার প্রিয় এবং তথ্য ও দিন সম্বন্ধে আপনার স্মৃতিশক্তি অদ্ভুতভাবে সঠিক।

বাক্-শক্তি বা লেখনী দিয়ে আপনি অপরের উপর অদ্ভুতভাবে প্রভাব বিস্তার করতে পারবেন।

আপনি যদি ইচ্ছাশক্তি বর্ধিত করেন, তবে আপনি অত্যন্ত উচ্চপদে আসীন হয়ে গভীর দায়িত্ব যাতে এমন কাজ নিতে পারেন।

আপনি যদি আপনার মন্দ দিকটির দিকে বেশি হেলেন, তবে আপনার অনেক অসৎ সঙ্গী হবে, অযথা অর্থব্যয় করবেন, বেশি মদ খাবেন, জুয়া খেলবেন এবং নোংরা জীবন যাপন করবেন।

আপনি অপরের কাছ থেকে গভীর প্রেম ও অনুরাগ পাবেন কিন্তু আপনি স্নেহ-প্রীতির ব্যাপারে ভাবাবেগ-বিহীন হবেন ও একটু আড়ো-আড়ো ছাড়ো-ছাড়ো ভাব থাকবে।

আপনার একাধিক বিবাহ করবার সম্ভাবনা এবং পারিবারিক বহু ঝঞ্ঝাট আপনাকে পোহাতে হবে।

আপনার প্রত্যুত্তরের দ্রুততা এবং কথাবার্তার সরলতার জন্য আপনি শত্রুর সৃষ্টি করবেন। কিন্তু সব কিছু মিলিয়ে অপরের ওপর আপনার অপরিসীম প্রভাব থাকবে।

## অর্থ ভাগ্য

অর্থের ব্যাপারে আপনি নিজেই আপনার নিজের ভাগ্যাধিনায়ক। তবে সর্বপ্রথম আপনি সাফল্যের ওপরই জোর দেন।

আপনার ভগবৎ দত্ত উচ্চ মানসিকতা আছে। তাকে যদি আপনি ঠিক পথে নিয়ে যান, তবে আপনি যথাযোগ্য উচ্চস্থানে আরূঢ় থাকবেন এবং আপনার উদ্দেশ্যের জন্য অর্থের কখনও অভাব হবে না। কিন্তু আপনি যদি এপ্রিল মাসের এই সমন্বয়ের নীচু দিকটিকে বেছে নেন তবে মাদক দ্রব্য, মদ্য পান, দুশ্চরিত্র জীবনযাত্রা প্রভৃতির জন্য আপনার উচ্চ মানসিকতাকে আপনি নষ্ট করে ফেলবেন এবং অনেকগুলো ভাল সুযোগ নষ্ট করবেন।

## স্বাস্থ্য

আপনার অতি সক্রিয় মস্তিষ্কের জন্য আপনার স্নায়ুমণ্ডলী সবসময়েই চড়া সুরে বাঁধা থাকবে। আপনি যদি নিজেকে সূক্ষ্ম কোন যন্ত্রের মত ধাবন করতে না পারেন তবে ক্লান্তিতে ভেঙ্গে পড়বেন। মাঝে মাঝে আপনার মুখের বা চোখের স্নায়ুগুলি দপদপ করবে এবং সেইগুলিই আপনি যে আপনার স্নায়ুমণ্ডলীকে বেশি উত্তপ্ত করবেন তারই নির্দেশ। আপনার অন্ত্র এবং পরিপাক যন্ত্র নিয়ে কষ্ট পাবার সম্ভাবনা আছে।

আপনার সবচেয়ে সৌভাগ্যজনক সংখ্যা হচ্ছে '৫' এবং '৯' আর তাদের যোগফল। যেমন ৫, ৯, ১৪, ১৮, ২৩ এবং ২৭। আপনার প্রয়োজনীয় এবং জরুরী পরিকল্পনাগুলি ওই দিনগুলিতে করতে চেষ্টা করুন।

আপনার চৌম্বক শক্তি বৃদ্ধি করবার জন্য এবং নিজেকে আরও সৌভাগ্যশালী করবার জন্য পরিধেয় বস্ত্রে যতদূর সম্ভব হালকা রং ব্যবহার করুন। কিন্তু তাতে যেন একটু লালচে বা গোলাপী ভাব থাকে।

আপনার শুভরত্ন হচ্ছে হীরক, চুনী এবং সবরকম সাদা বা ঝকঝকে রং।

আপনার সবচেয়ে স্মরণীয় বছর হবে ৫, ৯, ১৪, ১৮, ২৩, ২৬, ২৭, ৩২, ৪১, ৪৫, ৫০, ৫৪, ৫৯, ৬৩, ৬৮, ৭২ এবং ৭৫ বছর।

যারা বছরের যে কোন মাসেই হোক না কেন যদি ৫, ১৪ বা ২৩ তারিখে জন্মে থাকে তাদের প্রতি আপনার প্রচণ্ড রকম আসক্তি থাকতে পারে। এই তারিখ বাদ দিলে যে কোন মাসের ৬, ৮ সংখ্যক তারিখ শুভ হতে পারে।

## যে সব খ্যাতনামা লোক এই তারিখে জন্মেছেন

| | |
|---|---|
| লর্ড লিষ্টার ( বিখ্যাত সার্জন ও আবিষ্কারক ) | ৫ই এপ্রিল |
| সুইনবার্ন ( বিখ্যাত কবি ও লেখক ) | ,, ,, |

| | |
|---|---|
| জর্জ কেরী কেরানী ( রাজনীতিক ) | ৫ই এপ্রিল |
| স্যার হেনরী হ্যাভলক ( বিপ্লবী ) | ,, ,, |
| জোনাস চিকেরী ( পিয়ানোর স্রষ্টা ) | ,, ,, |
| সেবাস্টিয়ান এরার্ড ( সঙ্গীত যন্ত্র ও আবিষ্কর্তা ) | ,, ,, |
| লী ট্রেসি ( চলচ্চিত্র ) | ১৪ই ,, |
| ফিল্ড মার্শাল ভিস্ কাউণ্ট অ্যালেনবী | ২৩শে ,, |
| কার্টার হ্যারিসন ( চিকাগোর মেয়র ) | ,, ,, |
| জেমস্ এণ্টনী ফ্রাউড ( ঐতিহাসিক ) | ,, ,, |
| জোসেফ টার্নার ( চিত্রশিল্পী ) | ,, ,, |
| চন্সি ডেপিউ ( আমেরিকার রাজনীতিক ) | ,, ,, |
| লেনিন ( রাশিয়ার নেতা ) | ,, ,, |
| সেক্সপীয়র ( বিশ্ববিখ্যাত লেখক )* | ,, ,, |
| জেম্স বুকানন ( মার্কিন প্রেসিডেণ্ট ) | ,, ,, |

## সপ্তত্রিংশ অধ্যায়

# যাঁরা এপ্রিল মাসের ৬, ১৫ এবং ২৪ তারিখে জন্মেছেন

এই মাসের ছয় সংখ্যার লোকেরা :

আপনি যদি উপরোক্ত কোন একটি দিনে জন্মগ্রহণ করে থাকেন তবে জ্যোতিষ মতে এবং কিরোর চ্যালদিন সংখ্যাতত্ত্বের প্রণালী অনুযায়ী আপনি অগ্নির প্রথম ঘরে ধনাত্মক মঙ্গলের শেষ চিহ্নে শুক্র এবং মঙ্গলের স্পন্দনে জন্মগ্রহণ করেছেন।

এই শুভ সমন্বয় আপনাকে মনোরম স্বভাববিশিষ্টতা দেয়, যা মঙ্গলের প্রাণশক্তি এবং দ্যোতনা দ্বারা পরিপুষ্ট হয়।

আপনার প্রধান প্রধান চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং গুণাবলী পূর্বে উল্লিখিত এপ্রিল মাসে জাত ব্যক্তিদের মতই হবে।

আপনার স্বভাব হবে স্নেহপ্রবণ, উষ্ণ উচ্ছ্বাসী, কামুক এবং বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আপনার আসক্তি থাকবে।

আপনি সামাজিক জটলায় খুব প্রিয় হবেন এবং যেখানেই যান না কেন বন্ধু করতে পারবেন। আপনি চরিত্রগতভাবে বদান্য স্বভাব বিশিষ্ট এবং অপরের কাছ থেকে আবেদন আপনার মহানুভব চরিত্রকে সহজে দ্রবীভূত করে।

* বিশ্বের সেরা নাট্যকার ও লেখক উইলিয়াম সেক্সপীয়রের জীবন বড় অদ্ভুত। তাঁর জন্মদিন ও মৃত্যুদিন একই, যেমন ছিল ভগবান বুদ্ধের। আবার ভারতের ডঃ বিধান চন্দ্র রায়েরও জন্মদিন ও মৃত্যুদিন একই। তাঁর জন্ম ও মৃত্যুর তারিখ একই দিন—২৩শে এপ্রিল। —অনুবাদক

আপনি একটু বেশি খরচ করতে ভালবাসেন এবং গৃহে বা পারিপার্শ্বিকতায় একটু জাঁকজমক দেখাতে ভালবাসেন। আপনার ইচ্ছে হচ্ছে খুব ভালভাবে বাঁচা, জীবনের সব আমোদ উপভোগ করা এবং আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশি করা। আপনি অবশ্য অপর বন্ধু-বান্ধব এবং অপরের চেয়ে সৌভাগ্যশালী হবেন কিন্তু আপনার উচিত হচ্ছে একটু দয়া-দাক্ষিণ্য কম দেখানো যাতে আপনার নিজের দারিদ্র না এসে উপস্থিত হয়।

আপনি হয়তো যুক্তির বদলে আবেগের বশীভূত হয়ে বিয়ে কিংবা অল্প বয়সে বিবাহ করলে সামঞ্জস্যের সম্ভাবনা কম। বয়স বাড়লে দ্বিতীয় বিবাহ আপনার পক্ষে শুভকর হবে।

আপনি শিল্পকলার যে কোন বিভাগে যেমন অঙ্কন, সঙ্গীত, মূর্তিগড়া, কবিতা বা সাহিত্যে সাফল্য লাভ করতে পারেন। থিয়েটার বা নৃত্যনাট্য আপনার খুব প্রিয় এবং এতেও আপনি নাম করতে পারেন।

আপনার অনেক বন্ধু-বান্ধব হবে এবং আপনি অত্যন্ত জনপ্রিয় হবেন। কিন্তু তাদের মনোরঞ্জন করবার জন্য আপনি বড় বেশি সময় ও অর্থ নষ্ট করবেন।

আপনি ভ্রমণ করতে খুব ভালবাসেন এবং অপর জাতির জীবনযাত্রা প্রণালী এবং সামাজিক রীতি সম্বন্ধে জানবার কৌতূহল আপনার বিশেষ থাকবে।

### অর্থ ভাগ্য

অর্থের ব্যাপারে জীবনের প্রথম ভাগে অত্যন্ত ভাগ্যবান হবেন। কিন্তু অত্যন্ত অপব্যয়ী স্বভাবের জন্য এবং ভবিষ্যতের সংস্থান করেন না বলে আপনার দিন ফুরোবার অনেক আগে থেকেই অবস্থা বিপাকে পড়তে পারেন।

### স্বাস্থ্য

আপনার শারীরিক কাঠামো খুব মজবুত এবং যে কোন অসুস্থতা থেকে আপনি দ্রুত আরোগ্য লাভ করেন। কিন্তু গলা, নাক এবং কোনরকম দুর্বলতা বা ভীষণ মাথা ধরা থেকে আপনার ভোগবার সম্ভাবনা আছে।

আপনার সবচেয়ে প্রয়োজনীয় ও সৌভাগ্যশালী সংখ্যা ও তারিখ হচ্ছে '৩' '৬' এবং '৯' এবং তাদের যোগফল। যেমন ৩, ৬, ৯, ১২, ১৫, ১৮, ২১, ২৪, ২৭ এবং ৩০ তারিখ। আপনার মূল্যবান পরিকল্পনাগুলি ওই তারিখগুলিতে করতে চেষ্টা করুন।

আপনার চৌম্বকশক্তি বাড়াবার জন্য আপনার পরিধেয় বস্ত্রে বৃহস্পতি, শুক্র এবং মঙ্গলের বর্ণ পরিধান করুন।

বৃহস্পতির বর্ণ হচ্ছে—বেগুনী রং।

শুক্রের বর্ণ হচ্ছে—নীল, হালকা নীল থেকে গাঢ় নীল।

মঙ্গলের বর্ণ হচ্ছে—লাল, ঘোর লাল এবং গোলাপী।

আপনার জীবনের সবচেয়ে স্মরণীয় বছর হচ্ছে ৬, ৯, ১৫, ১৮, ২৪, ২৭, ৩৩, ৩৬, ৪২, ৪৫, ৫১, ৫৪, ৬০, ৬৩, ৬৯ এবং ৭২ বছর।

যদি কেউ বছরের যে কোন সময়েই হোক না কেন যদি এই '৩' '৬' বা '৯' সংখ্যা বা তার যোগফলে জন্মে থাকেন তবে তাঁদের প্রতি আপনি তীব্র আকর্ষণ বোধ করবেন। আপনার জীবনের প্রধান অঙ্গ সৌন্দর্য প্রীতি বা সুন্দরকে ভালবাসা।

**যে সব বিখ্যাত ব্যক্তি এই তারিখে জন্মেছেন**

| | | |
|---|---|---|
| যাদুকর হুডিনী ( স্যামীসিযাল ) | ৬ই | এপ্রিল |
| লিংকন স্টিফেন্স | ,, | ,, |
| ওয়াল্টার হাস্টন ( অভিনেতা ) | ,, | ,, |
| র‍্যাফেল ( বিশ্ব বিখ্যাত চিত্রশিল্পী ) | ,, | ,, |
| ক্যাপ্টেন ডি কোর্যেন বাউয়ার ( বিখ্যাত জুয়াড়ি * | ১৫ই | ,, |
| ব্লিস কারমেন ( মার্কিন কবি ) | ,, | ,, |
| হেনরী জেম্‌স্‌ ( মার্কিন লেখক ) | ,, | , |
| এন্টনী ট্রোলোপ ( গ্রন্থকার ) | ২৪শে | ,, |
| রবার্ট ব্যালেণ্টাইন ( গ্রন্থকার ) | ,, | ,, |

অষ্টাত্রিংশ অধ্যায়

# যাঁরা এপ্রিল মাসের ৭, ১৬ এবং ২৫ তারিখে জন্মেছেন

এই মাসের সাত সংখ্যার লোকেরা ঃ

আপনি যদি উপরোক্ত কোন একদিনে জন্মগ্রহণ করে থাকেন, তবে জ্যোতিষ মতে এবং কিরোর চ্যাল্‌দিন সংখ্যাতত্ত্বের প্রণালী অনুযায়ী আপনি অগ্নির প্রথম ঘরে ধনাত্মক মঙ্গলের মেষ চিহ্নে নেপচুন, চন্দ্র এবং মঙ্গলের স্পন্দনে জন্মগ্রহণ করেছেন।

এই অদ্ভূত সমন্বয় আপনার চরিত্রকে রহস্যজনক করে তুলবে এবং এক অসাধারণ জীবন দেবে।

আপনার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং গুণাবলী পূর্বে উল্লিখিত এপ্রিল মাসে জাত ব্যক্তিদের মতই হবে, তবে আপনার ক্ষেত্রে সব কিছুই বর্ধিত হবে।

আধিভৌতিক, রহস্যজনক এবং গোপন সংস্থার প্রতি আপনি তীব্র আকর্ষণ বোধ

---

* ক্যাপ্টেন বাউয়ারের সঙ্গে আমার গভীর পরিচয় এবং বন্ধুত্ব ছিল। তিনি ফ্রেঞ্চ, জার্মান, ইটালিয়ান, স্প্যানিশ, আরবী ভাষা শিখেছিলেন—ইংরাজী তাঁর মাতৃভাষা। তিনি সব ভাষায় সমানভাবে একটানা কথা বলে যেতে পারতেন। অংকশাস্ত্রে তাঁর সুতীব্র জ্ঞান ও পারদর্শিতা ছিল।

তিনিই প্রথম ইংরেজ যিনি মণ্টিকার্লোতে তিনবার একইদিনে বিরাট বাজী জিতে একলক্ষ পাউণ্ডেরও বেশি উপার্জন করেন। তিনি স্বীকার করেন যে আমার সংখ্যাতত্ত্বের থিয়োরী অনুযায়ীই তিনি সফল হন। তিনি দয়ালু এবং পরোপকারী লোক ছিলেন। তিনি প্রায়ই দুঃখ করতেন যে, আমি নিজে কেন আমার থিয়োরী অনুযায়ী বাজী ধরি না—কিরো।

করবেন এবং আত্মা ও আধিভৌতিক বিষয়ে আপনার তীব্র ভালবাসা থাকবে এবং যে কোনরকম বাদ্যযন্ত্র আপনি খুব ভাল বাজাবেন।

আপনার আবেগ এবং বোধ অতি গভীর হবে এবং ধর্ম ও সামাজিক বিষয়ে আপনার মৌলিক ধ্যান-ধারণা থাকবে। আপনাকে যারা বুঝতে পারে না, তারা হয়তো আপনাকে একটু মাথায় শুরু একটু আলগা আছে বলবে। তবে যে কোন বাধাতেই আপনি হরষিত মনে নিজের পথ বেয়ে চলবেন।

আপনার ভ্রমণ করবার সুতীব্র বাসনা থাকবে এবং জন্মস্থান থেকে বহু দূরদেশে আপনার যেতে ইচ্ছে করবে। আপনার সবচেয়ে দোষ হচ্ছে চঞ্চলতা এবং ক্রমাগত পারিপার্শ্বিক বদল করবার প্রবণতা।

কোনরকম শিল্পসম্মত কাজে আপনি অত্যন্ত সাফল্য অর্জন করতে পারেন বা যাতে উদ্ভাবনী কল্পনাশক্তির প্রকাশ পায় তাতেও প্রচুর খ্যাতি পেতে পারেন। সাধারণ ব্যবসাতে আপনি বহুবার পরিবর্তন করবেন। কিন্তু গতানুগতিক কোন রুটিনের মধ্যে থাকা আপনার স্বভাব বিরুদ্ধ।

এই সময়ে জন্মগ্রহণ করলে নেপচুনের প্রভাবে ভাবালুতা বেশি থাকে বা জাগ্রতিক বস্তুতান্ত্রিক ব্যাপারে কোন কাজে লাগে না। তাই জন্য সাধারণভাবে প্রচলিত জীবন-যাত্রা আপনি মেনে চলতে পারেন না।

কোন মানব দরদী প্রতিষ্ঠানের সংগঠনে আপনার আগ্রহ থাকতে পারে এবং সেই ধরনের কোন জাতীয় বা রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে যুক্ত থাকলে আপনার ভাল হবে।

আপনার সঙ্গে যোগাযোগের জন্য অনেক লোক আসে। তাদের অনেকের প্রতি আপনার তীব্র বিরোধের ভাব সৃষ্টি হয় এবং এই ভুল বোঝাবুঝি এড়াবার জন্য আপনার এই জিনিসটিকে নিয়ন্ত্রণ করতে চেষ্টা করা উচিত।

## অর্থ ভাগ্য

অর্থভাগ্য সম্বন্ধে আপনার ভাগ্য একটু অদ্ভুত। প্রায় সবসময়েই অর্থের ব্যাপারে অনিশ্চয়তা এবং উত্থান-পতন চলবে। কিন্তু সময়ে সময়ে আপনার আবিষ্কারধর্মী পরিকল্পনা দিয়ে প্রচুর অর্থ রোজগার করতে পারেন।

আপনি অপর লিঙ্গের ব্যাপারে এক স্বপ্নময় এবং অবাস্তব দুনিয়া সৃষ্টি করে নেবেন এবং প্রচুর হতাশার সম্মুখীন হবেন। আপনার সবরকম ফাটকা এবং জুয়াখেলা থেকে সরে থাকা উচিত। আপনি জানবেন এগুলি নানাভাবে আপনার ক্ষতি করতে পারে।

## স্বাস্থ্য

আপনার চেহারার বহুবার পরিবর্তন হবে এবং পারিপার্শ্বিকের প্রভাব আপনার ওপর অপরিসীম।—আপনার প্রায়ই ঠাণ্ডা লাগবে, সর্দি জ্বর হবে, ইনফ্লুয়েঞ্জা হবে, ম্যালেরিয়া হবে এবং আপনার শরীরের ওপর একটু বেশি চাপ পড়লেই অসুস্থ হয়ে পড়বেন।

আপনার সবচেয়ে প্রয়োজনীয় ও শুভ তারিখ ও সংখ্যা হচ্ছে '৭' ও '২' এবং তাদের যোগফল। যেমন ২, ৭, ১১, ১৬, ২০, ২৫ এবং ২৯।

আপনার প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা এবং বিশেষ দরকারী কাজগুলি উপরোক্ত দিনগুলিতে করতে চেষ্টা করুন।

আপনার সৌভাগ্যশালী রং হচ্ছে নেপচুন, চন্দ্র এবং মঙ্গলের রং।

নেপচুন—সবরকম ধোঁয়াটে এবং বৈদ্যুতিক রং।

চন্দ্র—সবরকম সবুজ ঘিয়োলো এবং সাদা রং।

মঙ্গল—সবরকম লাল, ঘোর লাল এবং গোলাপী রং।

আপনার জীবনে সবচেয়ে স্মরণীয় বছর হচ্ছে ৭, ১১, ১৬, ২০, ২৫, ২৯, ৩৪, ৩৮, ৪৩, ৪৭, ৫২, ৫৬, ৬১, ৬৫, এবং ৭০ বছর।

যদি কেউ বছরের যে কোন মাসেই হোক না কেন এই '২' বা '৭' এব ঘরে জন্মে থাকেন; তাঁদের প্রতি আপনি তীব্র আকর্ষণবোধ করবেন। যাঁরা ১, ১০, ১৯ বা ২৮ তারিখে জন্মেছেন, তাঁদেব প্রতিও আপনার মনের বেশ টান থাকবে। তবে আপনার সবসময় মনে রাখতে হবে যে আপনি আপনার নির্দিষ্ট শুভ সংখ্যা ছাড়া অন্য কোন সংখ্যার লোকের সঙ্গে বেশি মেলামেশা করবেন না বা তাদের খুব বেশি বিশ্বাস করবেন না। কারণ তাতে আপনার ক্ষতি হবার সম্ভাবনা প্রবল।

আপনার মন সরল ও নরম। অনেক সময় লোকের মুখেব ওপর কথা বলতে পারেন না। তার কারণ আপনার জীবনে ক্ষতি হবার সম্ভাবনা আছে।

কিন্তু আপনি যদি আপনার শুভ সংখ্যাতে নিজে কোন কাজকর্ম করেন তাতে আপনাব ভাগ্য শুভ হবে এবং প্রচুর উন্নতির সম্ভাবনা।

### যে সব বিখ্যাত লোক এই তারিখে জন্মেছেন

| | |
|---|---|
| মাইকেল এডানসন ( ফরাসী প্রকৃতিবিজ্ঞানী ) | ৭ই এপ্রিল |
| ওয়ার্ডস ( ইংরেজ শ্রেষ্ঠ কবি ) | " " |
| চার্লি চ্যাপলিন ( বিখ্যাত অভিনেতা ) | ১৬ই " |
| মিণ্টন ক্রুশ ( অভিনেতা ) | " " |
| ক্যাবেল বেনডল্ ( সঙ্গীতজ্ঞ ) | " " |
| কোউ স্যাডক্স ব্রাউন ( চিত্রশিল্পী ) | " " |
| আনাতোল ফ্রান্স ( ফরাসী লেখক ) | " " |
| স্যার জন্ ফ্রাঙ্কলিন ( আবিষ্কারক ) | " " |
| উইলবার রাইট ( এরোপ্লেন আবিষ্কারক ) | " " |
| ক্রমওয়েল ( রাজনৈতিক নেতা ) | ২৫শে " |
| মার্কনি ( বেতার আবিষ্কারক ) | " " |

## ঊনচত্বারিংশ অধ্যায়

# যাঁরা এপ্রিল মাসের ৮, ১৭ এবং ২৬ তারিখে জন্মেছেন

এই মাসের আট সংখ্যার লোকেরা :

আপনি যদি উপরোক্ত যে কোনদিনে জন্মগ্রহণ করে থাকেন যেমন ৮, বা ১৭ এপ্রিল তবে জ্যোতিষ শাস্ত্র মতে এবং কিরোর চ্যালদিন সংখ্যাতত্ত্বের নিয়মানুযায়ী আপনি অগ্নির প্রথম ঘরে ধনাত্মক মঙ্গলের মেষ চিহ্নে এবং ধনাত্মক মঙ্গলের স্পন্দনে জন্মগ্রহণ করেছেন। কিন্তু আপনি যদি ২৬শে এপ্রিল জন্মগ্রহণ করে থাকেন, তবে আপনার পারিপার্শ্বিক ভাবধারা এবং বৈশিষ্ট্য একদম অন্য রকম হবে কারণ তখন আপনি পৃথির প্রথম ঘরে শুক্রের বৃষ চিহ্নের অন্তর্গত প্রথম ৮এর ঘরের লোক হচ্ছেন।

৮ বা ১৭ তারিখ শনি এবং মঙ্গলের স্পন্দনের সময় বলে এ যোগটা খুব একটা ভাল নয় যদি না আপনার সব কাজে অত্যন্ত সতর্কতা এবং সাবধানতা অবলম্বন করেন।

আপনার প্রধান প্রধান চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং ভাবধারা এপ্রিল মাসে জাত ব্যক্তিদের মতই হবে। কিন্তু আপনার ক্ষেত্রে সেগুলি বেশিভাবে প্রস্ফুটিত হবে।

আপনার জীবনের প্রথম ভাগে আপনার উচ্চাশাকে রূপ দেবার কাজে আপনি বহু দিন বহু বাধা-বিঘ্নের সম্মুখীন হবেন। পারিবারিক বা আত্মীয়ের জন্য আপনার জীবন আটকে থাকবে এবং বহু লোকের দায়িত্ব বা ভরণ-পোষণের দায়িত্ব আপনাকে নিতে হবে।

আপনার উচ্চাকাঙ্ক্ষা খুব প্রবল হবে এবং অবস্থার সঙ্গে আজীবন লড়াই করতে হবে। কিন্তু আপনার সবচেয়ে বড় সম্পদ হচ্ছে আপনার অসীম দৃঢ়তা এবং লেগে থাকবার ক্ষমতা।

ব্যবসায়ে বা বিবাহে সঙ্গী সাথীর সঙ্গে যোগাযোগ খুব বেশি সৌভাগ্যপ্রদ হবে না, বিশেষ করে প্রথম জীবনে। এতে আপনি প্রচুর প্রতিকূলতা পাবেন এবং অসুখী হবেন। জীবনের পরবর্তীকালে অংশীদারদের সঙ্গে সম্পর্কে এসে তা ভালো হবে এবং বিবাহ করলেও অপেক্ষাকৃত তা শুভপ্রদ হবে।

নতুন কোন কারখানা সংস্থাপনে বা ব্যবসাকে আরও বৃহত্তর পরিসরে নিয়ে যাবার জন্য আপনার চমৎকার পরিকল্পনা এবং জ্ঞান থাকবে। কিন্তু আপনার মতের সঙ্গে মিলবে এমন কাউকে পাওয়া আপনার পক্ষে শক্ত হবে।

আপনি সব সময়েই সব জিনিস বৃহদাকারে করতে যাবেন এবং আপনার দৃঢ়তা সবল ইচ্ছাশক্তি এবং ধৈর্য শেষ পর্যন্ত আপনার কল্পনাকে রূপদানে সহায়তা করবে।

অর্থের প্রতি আপনার প্রীতি থাকবে, কারণ অর্থ ছাড়া কিছু করা যায় না বলে। কিন্তু দারিদ্র্যকে আপনি ভয় পান, ফলে শুধুমাত্র বাইরে থেকে বিচার করে আপনাকে অনেকে কিপটে বা নীচু মনে করতে পারেন।

আপনি মেলামেশায় নিজেকে কখনও খুলে মেলে ধরেন না, অপরকে সহজে বিশ্বাস করেন না এবং অপরিচিতদের মনে মনে সন্দেহই করে থাকেন।

সঞ্চয় করবার প্রকৃতি আপনার জন্মগত, সুটকেস বা আলমারীতে এমন সব জিনিস ভরে রেখে দেন, যা হয়তো জীবনে কখনও ব্যবহার করবেন না।

যারা ৮ বা ১৭ এপ্রিল জন্মগ্রহণ করেন, তাদের মধ্যে অনেকে বড় বড় ডাক্তার, সার্জন, বৈজ্ঞানিক, রাসায়নিক এবং বড় বড় সংগঠক জন্মগ্রহণ করে থাকেন।

আপনি যদি ২৬শে এপ্রিল জন্মগ্রহণ করে থাকেন তবে আপনি আগত চিহ্ন ধনাত্মক শুক্রের বৃষ চিহ্নের অধীনে পড়েন এবং পূর্ব উল্লিখিত চরিত্রাবলী শুক্রের প্রভাবে অনেকখানি কোমল হয়ে পড়বে। যদি আপনাকে কেউ বাধা দেয় তবে আপনার মতের প্রতি আনুগত্য দেখাবার জন্য আপনি আমৃত্যু সংগ্রাম করে যাবেন। কিন্তু যখন যুদ্ধ শেষ হবে, তখনই আপনি আপনার শত্রুকে ক্ষমা করবেন এবং গরম বাক্য ব্যবহার করবার জন্য নিজেই লজ্জিত হবেন।

অপরের সঙ্গে কথাবার্তায় আপনি খুব বেশি ধৈর্যের পরিচয় দিতে পারেন না এবং একটু উত্তেজিত হলেই আপনার মেজাজ হারিয়ে ফেলেন।

জীবনে বহুবার আপনাকে আইন-আদালতের সম্মুখীন হতে হবে। সাধারণভাবে উকিল বা ব্যারিস্টার সম্বন্ধে আপনার অভিজ্ঞতা খুব মধুর হবে না এবং এসব ক্ষেত্রে নিজের লড়াই আপনি যদি নিজেই করেন তবে সবচেয়ে ভাল হয়।

জীবনের মধ্যভাগ পর্যন্ত আর্থিক ব্যাপারে আপনাকে সৌভাগ্যশালী কিছুতেই বলা যায় না তবে যখন সময় আসবে তখন পূর্বকার সব অভাব ধুয়ে মুছে দেবে। বৃষ চিহ্নের দ্বৈত ভূমির শুরু হচ্ছে ১৯শে এপ্রিল থেকে পৃথির প্রথম ঘর যার অধিপতি শুক্র, ফলে জমিজমা সংক্রান্ত কাজে জমি-জমাকে উন্নত করে এবং বিষয় সম্পত্তির ব্যাপারে আপনার পক্ষে বেশ ভাল হবে। শুক্রসূচীতে সবরকম কাজই আপনার পক্ষে মঙ্গলজনক হবে। যে কোন গন্ধদ্রব্য প্রস্তুত করা, ফুল গাছ বা চারার ব্যবসা করা। এ ছাড়াও সঙ্গীত, চিত্রকলা এবং সজ্জা সম্বন্ধীয় যে কোন ব্যাপার আপনার খুব প্রিয় হবে।

আপনার সবচেয়ে বড় দোষ হচ্ছে সবরকম কার্যধারা, চিন্তাধারায় বাড়াবাড়ি। সবসময়ই সব জিনিসই বিরাটভাবে করবার ইচ্ছা এবং গোঁয়াতুর্মি করা।

সত্যি সত্যি কখন আত্মসমর্পণ করা উচিত তা না জানা এবং আঘাত পেয়ে পেয়েও শিক্ষা লাভ না করা ফলে অনেক জিনিস মাঝে মাঝে ছেড়ে দিতেও হয়।

আপনি যদি ২৬শে এপ্রিল জন্মগ্রহণ করেন তবে আপনার জীবন পরস্পর বিরোধিতায় ভরা থাকবে। কারণ এই সময়টি হচ্ছে ধনাত্মক মঙ্গলের শেষ আর ধনাত্মক শুক্রের শুরু। মধ্যিখানে শক্তিশালী শনিগ্রহ থাকায় আপনার জীবন সত্যিই ঘটনাবহুল হবে এবং আপনার পরিকল্পনায় রূপ দিতে গিয়ে আপনাকে বহু বাধা-বিঘ্নের সম্মুখীন হতে হবে।

## অর্থ ভাগ্য

আপনার দৃঢ়বদ্ধভাবে লেগে থাকবার ক্ষমতা এবং গোঁয়ার্তুমি বেশি, কিন্তু খুব কম লোকই, যদি কাউকে সত্যি পান. আপনার সঙ্গে একসঙ্গে কাজ করতে পারবে।

আপনার নিজের ভাগ্যের অধিকর্তা আপনি নিজে হবেন। কারণ অপরের কাছ থেকে সাহায্য, আপনি খুব কমই পাবেন। কিন্তু এমন কোন কারণ নেই যাতে আপনি জীবনে সাফল্যমণ্ডিত হবেন না বা ধনশালী হবেন না। আপনার ভাগ্যের চাবিকাঠি আপনার হাতে।

## স্বাস্থ্য

আপনি যদি ৮, ১৭ বা ২৬ এপ্রিল জন্মগ্রহণ করে থাকেন, তবে স্বাস্থ্যের ব্যাপারে আপনার অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হবে। যেমন ভুল চিকিৎসা, ভুল ওষুধ খাওয়া ইত্যাদি ইত্যাদি।

আপনার উচিত হচ্ছে সবরকম মাদক দ্রব্য বা উত্তেজক পানীয় থেকে নিজেকে দূরে রাখা। খাওয়া সম্বন্ধে আপনার লক্ষ্য রাখা উচিত এবং আন্ত্রিক গোলযোগ সম্বন্ধে সাবধান হওয়া উচিত। তা নইলে শরীরে বিষক্রিয়া, কার্বাংকল, চর্ম রোগ, কোষ্ঠকাঠিন্য এবং রক্ত সংক্রান্ত অদ্ভুত কোন ব্যাধি আপনার হতে পারে।

আপনার ওপর দিয়ে অনেকবার অপারেশন হবে। বিশেষ করে থুতনি, দাঁত এবং মাথার হাড়। খুব ছোটবেলায় আপনার টনসিল কাটা হবে এবং নাক, গলা, কান ফুসফুস সম্বন্ধীয় দুর্বলতা আপনার থাকবে।

আপনি দেখবেন যে আপনার জীবনে '৪' এবং '৮' সংখ্যাটি বারবার ঘুরে ঘুরে আসছে, যেমন, ৪, ৮, ১৩, ১৭, ২২, ২৬ এবং ৩১ তারিখটি। আমি ইচ্ছে করে এই দিনগুলিকে ব্যবহার করা থেকে আপনাকে বিরত করতে চাইছি, তবে চলার পথে যদি এসেই পড়ে, তবে ব্যবহার করুন।

আপনি যদি এপ্রিল মাসের শেষের দিকে জন্মগ্রহণ করে থাকেন যেমন ২৬শে এপ্রিল, তবে যতদূর সম্ভব শুক্রের সংখ্যা ব্যবহার করুন। যেমন ৬, ১৫, ২৪ এবং রবির সংখ্যা ১, ১০, ১৯ এবং ২৮।

আপনার চৌম্বকশক্তি বর্ধিত করবার জন্য যতদূর সম্ভব রবির বর্ণ ব্যবহার করুন। তারপরে শুক্র এবং মঙ্গলের বর্ণ।

রবির বর্ণ—সবরকম সোনালী, হলদে, কমলা, সোনালী, বাদামী এবং ব্রোঞ্জ।

শুক্রের বর্ণ—সবরকম নীল, বিশেষ করে স্যাফায়ারের রং।

মঙ্গলের বর্ণ—সবরকম লাল, গোলাপী, ঘন লাল।

আপনার শুভ রত্ন হচ্ছে হীরক, টোপাজ, এ্যাম্বার, চুনী, গার্নেট, লাল পাথর, স্যাফায়ার এবং পান্না।

আপনার জীবনের স্মরণীয় বর্ষ হচ্ছে ৪ ৮, ১৩, ২২, ২৬, ২৮, ৩১, ৩৫, ৪০, ৪৪, ৪৯, ৫৩, ৫৮, ৬২, ৬৭, ৭১, ৭৬ এবং ৮০ বছর।

যদি কেউ বছরের যে কোন মাসেই হোক না কেন '৪' বা '১' তারিখে জন্মগ্রহণ করে থাকে যেমন ৪, ৮, ১৩, ১৭, ২২, ২৬ এবং ৩১ তারিখে, তবে তাদের প্রতি আপনি এক সহজাত আকর্ষণ বোধ করবেন এবং ২৬ এপ্রিল জন্মগ্রহণ করলে যারা ৬, ১৫, ২৪ তারিখে জন্মগ্রহণ করেছেন তারাও আপনাকে টানবে।

যে ব্যক্তিরা ৪টি বিশিষ্ট সময়ে জন্মগ্রহণ করেছেন যেমন এপ্রিল, জুলাই অক্টোবর এবং ২২শে ডিসেম্বর থেকে ২৯শে ফেব্রুয়ারী। তবে '৪' এবং '৮' সংখ্যার লোকেরা দেখবেন যে বছরের অন্যান্য মাসে জাত ব্যক্তিদের চেয়ে তাদের জীবনে ৪ এবং ৮ সংখ্যার গুরুত্ব অনেক বেশি। আপনার সব সময় মনে রাখতে হবে যে আপনার জীবন কুসুমাস্তীর্ণ নয়। আপনাকে প্রতি পদে কঠোর সংগ্রাম করে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে।

সংগ্রাম আপনার ব্রত। সংগ্রাম আপনার ধর্ম। আপনি আজীবন সংগ্রামী। তার মধ্য দিয়েই আপনার উন্নতি ও প্রতিষ্ঠা।

তবে আপনার সংযম সব সময় প্রচুর থাকায় সংগ্রামে জয়ী হবেন নিশ্চয়।

### যে সব বিখ্যাত লোক এই তারিখে জন্মেছেন

| | |
|---|---|
| * অ্যালবার্ট ( বেলজিয়ামের রাজা ) | ৮ই এপ্রিল |
| আর্চিবল্ড আলেকজাণ্ডার ( ধর্মপ্রচারক ) | ১৭ই ,, |
| জে, সরগ্যান ( আমেরিকান ধনকুবের ) | ,, ,, |
| ক্যারেন্সী ম্যাকওয়ে ( বিদ্যুৎ কোম্পানীর ) | ,, ,, |
| হেনরী সরজেনথাউ ( ধনকুবের ) | ২৬শে ,, |
| হেনরী বেট্‌স ( ভাস্কর ) | ,, ,, |
| আলেকজাণ্ডার ডাফ্‌ ( ধর্মপ্রচারক ) | ,, ,, |
| রবার্ট ফক্স ( দার্শনিক ) | ,, ,, |
| লেডী হ্যামিল্টন ( যুদ্ধজয়ী নেলসনের স্ত্রী ) | ,, ,, |
| মেরী ডি বেডিসি ( ফ্রান্সের রাণী ) | ,, ,, |
| লর্ড রথারনিয়ার ( সংবাদপত্র মালিক ) | ,, ,, |
| কাউণ্টেস্‌ মীমা হ্যামন্‌ ( বিজ্ঞানী ) | ,, ,, |

---

* বেলজিয়মের রাজা বিখ্যাত এবং প্রজাবৎসল ছিলেন। কিন্তু তিনি একবার পর্বতারোহণ করতে গিয়ে দুর্ঘটনায় পতিত হন। এই দুর্ঘটনায় তিনি মারা যান।

## চত্বারিংশ অধ্যায়

# যাঁরা এপ্রিল মাসের ৯, ১৮ এবং ২৭ তারিখে জন্মেছেন

এই মাসের নয় সংখ্যার লোকেরা ঃ

আপনি যদি উপরোক্ত যে কোন একদিনে জন্মগ্রহণ করে থাকেন তবে জ্যোতিষমতে এবং কিরোর চ্যালদিন সংখ্যাতত্ত্বের নিয়মানুযায়ী আপনি ধনাত্মক মঙ্গলের ঘরে মঙ্গলের স্পন্দনে জন্মগ্রহণ করেছেন। আপনি যদি ২৭শে এপ্রিল জন্মগ্রহণ করে থাকেন তবে আপনি আগত চিহ্ন শুক্রের প্রভাবে পড়বেন।

আপনার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং ভাবধারা মোটামুটি এপ্রিল মাসের জাতকের মতই হবে।

আপনার বিশেষ ক্ষেত্রে যদি আপনি ৯, ১৮ এবং ২৭ তারিখে জন্মগ্রহণ করে থাকেন তবে গুণগুলি বিশেষভাবে বিকশিত হবে।

আপনি চিন্তায় এবং কার্যে অত্যন্ত স্বাধীনচেতা হবেন এবং আপনার স্বাধীনতা খর্ব করে কেউ কোন বিধিনিষেধ দিতে এলে আপনি তা ভীষণভাবে অপছন্দ করবেন। আপনি আপনার মতামত বড় স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেন, অপরে তাতে কিছু মনে করতে পারে কিনা একবারও ভাবেন না।

আপনার মেজাজ হঠাৎ গরম হয়ে ওঠে, সবসময় একটা যুদ্ধং দেহী মনোভাব থাকে এবং চট করে তৎকালীন আবেগের বশবর্তী হয়ে বিবাদ বা তর্কযুদ্ধ করেন।

সবরকম খেলাধুলাই আপনার প্রিয় এবং সবসময়েই এ্যাডভেঞ্চারের খোঁজ করেন। বিপদে আপনি ভয় পান না এবং সবসময় লড়াই করবার মনোবৃত্তি থাকে বলে বহুবার আপনাকে মৃত্যুর মুখোমুখি হতে হবে। সবরকম সামরিক কাজেরই আপনি উপযুক্ত এবং যুদ্ধে যাবার যদি সুযোগ পান তো কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই আপনি তৈরী হয়ে নিতে পারবেন।

আপনি জীবনে চলার পথে বহুবার দুর্ঘটনার সম্মুখীন হবেন এবং কাটা ক্ষত, বিস্ফোরণ, আগ্নেয়াস্ত্র এবং সার্জনের কাঁচি ছুরির সম্মুখীন আপনাকে বহুবার হতে হবে। চোখ, মুখের উপরিভাগে এবং মাথায় আপনার আঘাত লাগবার সমধিক সম্ভাবনা। আপনি বহির্জীবন ভালবাসেন এবং সবরকম খেলাধুলো আপনার ভাল লাগবে। আপনি জন্তু-জানোয়ারদের খুব ভালবাসবেন তবে তাদের কাছ থেকে বিপদেরও সমধিক সম্ভাবনা আপনার রয়েছে।

আপনি সহজে কারুর কাছেই বশ্যতা স্বীকার করবেন না এবং সেই সব বৃত্তিতে আপনি সর্বাপেক্ষা বেশি সাফল্য অর্জন করবেন যেখানে নিজের মনিব আপনি নিজেই হতে পাবেন।

আপনার মধ্যে প্রবল চৌম্বকশক্তি থাকবে। বিপরীত লিঙ্গের কাছে খুব প্রিয় হবেন এবং সাধারণের চেয়ে প্রেম এবং রোমান্সের ব্যাপার আপনার জীবনে বেশি ঘটবে।

আপনার উপরোক্ত প্রবণতাগুলি থাকলেও আপনার বিবাহিত জীবন সুখের হবে যদি আপনি তেমন কাউকে পান, যিনি আপনার দোষগুলিকে ক্ষমা ঘেন্না করে আপনার বীরত্বের দিকেই বেশি দেখবেন।

মাঝে মাঝে আপনি মাতাল হয়ে পড়তে পারেন, কিন্তু তা সত্যিকারের সুরার ওপর আসক্তির চেয়ে সামাজিকতা আপনার প্রিয় হবে বলে।

## অর্থ ভাগ্য

সবরকম বৃহৎ শিল্পে, ব্যবসা সংস্থায় বা অপরের অধীনে কাজ করে আপনার প্রচুর অর্থ সঞ্চয়ের যোগ রয়েছে। যে কোন বিপদেই আপনি পড়ুন না কেন, তার থেকে আপনার আত্মবিশ্বাস এবং দৃঢ়তার জন্য বেরিয়ে এসে নিজের পথেই চলতে পারবেন। আপনি নির্ভীক এবং সাহসী। কিন্তু একটু বেশি গোঁয়ার। যা হয়তো আপনার নিজের পক্ষে সবসময় খুব মঙ্গলজনক হবে না। আপনি যা কিছুই করতে যান না কেন বিরাট ভাবে তাতে ঝুঁকি নেবেন। আপনি জীবনকে বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে না দেখে জুয়া হিসাবে কল্পনা করেন, সাধারণভাবে জীবনের বেশির ভাগ সময়েই ভাগ্য আপনার সহায় হবে। তবে সেই ভাগ্যের সুযোগ নষ্ট করলে অশুভ হবে।

## স্বাস্থ্য

আপনার শারীরিক কাঠামো খুব মজবুত হবে এবং প্রচুর প্রাণশক্তি থাকবে। আপনি যে কোন অসুখ থেকেই দ্রুত আরোগ্য লাভ করবেন। আপনার সবচেয়ে বিপদের সম্ভাবনা হচ্ছে সবরকম দুর্ঘটনা থেকে। বিশেষ করে আগ্নেয়াস্ত্র, আগুন, বিস্ফোরক এবং রাস্তার কোন বিপদ।

এছাড়া আপনার রক্তচাপ বৃদ্ধি, হৃদযন্ত্রের অসুখ এবং সন্ন্যাস রোগের প্রবণতা রয়েছে।

আপনার সবচেয়ে সৌভাগ্যজনক সংখ্যা হচ্ছে '৯' এবং '১' এবং তাদের সমস্ত যোগফল। যেমন—১, ৯, ১০, ১৮, ১৯, ২৭ এবং ২৮।

আপনার চৌম্বকশক্তি বর্ধিত করবার জন্য আপনার পরিধেয় বস্ত্রে বা তার কোন অংশে রবি বা মঙ্গলের বর্ণ ব্যবহার করুন।

মঙ্গলের বর্ণ—সবরকম লাল, গোলাপী এবং ঘোর লাল।

রবির বর্ণ—সবরকম সোনালী, হলুদ, কমলা, ব্রোঞ্জ বা সোনালী বাদামী।

কিন্তু আপনি যদি ২৭শে এপ্রিল জন্মগ্রহণ করে থাকেন তবে এর সঙ্গে শুক্রের বর্ণ যোগ করুন। সবরকম নীল হালকা থেকে ঘন।

আপনার শুভরত্ন হচ্ছে চুনী, গার্নেট, লাল পাথর, হীরক, টোপাজ এবং এ্যাম্বার। যদি ২৭শে এপ্রিল জন্মগ্রহণ করে থাকেন, তবে আপনি এছাড়াও টারকুইজ এবং সব রকম নীল পাথর ব্যবহার করতে পারেন।

আপনার জীবনের স্মরণীয় বছর হবে ৯, ১৮, ২৭, ৩৬, ৪৫, ৫৪, ৬৩ এবং ৭২ বছর।

যদি কেউ বছরের যে কোন মাসেই হোক না কেন যদি '১' সংখ্যা বা তাদের সম্মিলিত যোগফলে জন্মগ্রহণ করে থাকে, তবে তাদের প্রতি আপনি এক অতি তীব্র আকর্ষণবোধ করবেন। যেমন ১, ১০, ১৯, ২৮ এবং ৯, ১৮ ও ২৭ তারিখ।

**যে সব বিখ্যাত লোকের এই তারিখে জন্ম**

| | | |
|---|---|---|
| মেরী পিক্‌ফোর্ড ( চলচ্চিত্র )* | ৯ই | এপ্রিল |
| লিওপোর্ড ( বেলজিয়াম ) | " | " |
| জেনারেল লুডেনডর্ফ ( জার্মান সেনাপতি ) | " | " |
| ক্ল্যারেন্সী ডারো ( বিখ্যাত আইনজ্ঞ ) | ১৮ই | , |
| লিওপোল্ড স্টক্‌ওস্কি ( সঙ্গীতজ্ঞ ) | " | " |
| ওয়েল্ড ব্যারি ( চলচ্চিত্র ) | " | " |
| ফার্ডিন্যান্ড লেবোরী ( বিখ্যাত আইনজীবী ) | " | " |
| চার্লস্‌ স্বাব্‌ ( লৌহব্যবসায়ী ) | " | " |
| মস ( আবিষ্কারক ) | ২৭শে | " |
| স্যার ওড়গায় বিটেন ( নৌঅধ্যক্ষ ) | " | " |
| জেনারেল গ্রাণ্ট ( মার্কিন প্রেসিডেন্ট ) | " | , |

## একচত্বারিংশ অধ্যায়

# মে মাসে যাঁদের জন্ম

মে মাসে জন্মগ্রহণ করলে সাধারণ ফল—চরিত্র, ভাবধারা, অর্থভাগ্য, চিন্তাধারা এবং স্বাস্থ্য—

জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর বৃষ চিহ্নটি যা মে মাসের ওপর কর্তৃত্ব করে, শুরু হয় ১৯শে এপ্রিল থেকে, কিন্তু সাতদিন পূর্ববর্তী গ্রহের প্রভাব থাকে বলে ২৬ এপ্রিলের আগে পূর্ণবলী হতে পারে না। এই সময় থেকে ২০মে অবধি পূর্ণশক্তিমত্তার সঙ্গে বিরাজিত থেকে পরবর্তী ৭ দিনে ক্ষমতা হারাতে হারাতে মিথুনকে প্রদান করে যার অধিপতি হচ্ছেন বুধ ( সক্রিয় )।

* বিখ্যাত চলচ্চিত্র শিল্পী মেরী পিকফোর্ডের সঙ্গে আমার দেখা হয় হলিউডে। বিখ্যাত ডগ্‌লাস ফেয়ার ব্যাঙ্কস্‌ আমাকে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে যান ষ্টুডিওতে। তাঁর সঙ্গে যখন কথা বলছিলাম তখন মেরী সেই ঘরে ছুটে এসে বলল—কিরোর সঙ্গে আমার পরিচয়ের প্রয়োজন নেই। আমি তাঁর বই পড়েছি, তাঁর বই পড়ি। ঠিক তাঁর নিয়ম অনুযায়ী আমি নিজের হাত দেখছি এবং সেদিন থেকেই উন্নতি করেছি। পরে তাঁর গৃহে আমি নিমন্ত্রিত হই এবং প্রচুর অভ্যর্থনা পাই।

এ সময়েই যাঁরা জন্মগ্রহণ করেছেন তাঁরা বৃষ চিহ্নের অধীন, যাকে শুক্রের ( সক্রিয় ) ঘরও বলে। এটি স্থির রাশি এবং ত্রিগুণাত্মক পৃথির প্রথম ঘর।

নামকরণ থেকেই বোঝা যায় যে এই যোগে স্থিতধী সরল চরিত্র উদ্দেশ্যের পেছনে গভীরভাবে লেগে থাকবার ক্ষমতা এবং প্রচণ্ড গোঁয়ার্তুমি দেখা যায়। যাঁরা ২১শে মে'র পর জন্মগ্রহণ করেছেন, তাঁদের মধ্যে ওই গোঁয়ার ভাবটা অনেক কমে যায় কারণ তাঁরা আগত চিহ্ন মিথুনের ত্রিগুণাত্মক বায়ুর প্রথম ঘরের প্রভাবে পড়েন। মে মাসের আগেকার দিকের জাতকদের এর ফলে অনেক বেশি বস্তুতান্ত্রিক গুণাবলী থাকে। ভাবধারার দিক থেকে এরা পরস্পর বিরোধী।

এই সময়ে যাঁরা জন্মগ্রহণ করেছেন, যেমন ১৯শে এপ্রিল থেকে ২০শে মে এবং কম করে ২৭শে মে অবধি, তাঁদের মধ্যে বৃষের সবরকম প্রভাব থাকে। যেমন, একটু বেশি সব জিনিস নিয়ে নাড়াচাড়া করেন এবং ধৈর্যশীল, ভীষণ ক্ষেপে ওঠেন, রেগে যান যদি তাঁদের প্রতি কোনরকম অন্যায় হয়।

এরা কখনোই নতি স্বীকার করেন না এবং অনেক সময় লোকে এঁদের গোঁয়ার বা মাথা মোটা বলে। কিন্তু যদি কখনও এঁদের জীবনে ভালবাসা আসে, তবে সব শ্রেণীর চেয়ে এঁরা সহজেই আচ্ছন্ন হন। তবে কেবলমাত্র যাঁরা ভালবাসার উদ্রেক করেছেন তাঁর কাছে।

এঁদের শারীরিক এবং মানসিক সহ্যশক্তি অপরিসীম এবং যতদিন এঁদের দৃঢ়তা থাকে ততদিন এঁরা যে কোনরকম কষ্ট সহ্য করতে পারেন।

এঁরা অত্যন্ত সামাজিক এবং বন্ধু-বান্ধব বা ভালবাসার পাত্রদের আমন্ত্রণ করে তাদের তদারকি করে আনন্দ যত পান তত আনন্দ এঁরা আর কিছুতেই পান না। আদর আপ্যায়ন করতে এঁদের তুলনা মেলা ভার, খাদ্য সম্বন্ধে এঁদের রুচি অতি চমৎকার, দরকার পড়লে চমৎকার রাঁধুনীও বনে যেতে পারেন। গৃহ সজ্জার ব্যাপারে এঁদের শৈল্পিক অনুভূতি অত্যন্ত সূক্ষ্ম। আসবাবপত্র সাজাবার ধরনধারণ একেবারে নিখুঁত এবং অল্প খরচায় চমৎকারভাবে সবকিছু সাজিয়ে ফেলতে পারেন। নাটকীয়ভাবে পোশাক-পরিচ্ছদ পরবার দিকে একটা ঝোঁক থাকে এবং যে কোন ভূমিকায় এঁদের ফেলে দেওয়া হোক না কেন, চমৎকারভাবে সেই ভূমিকায় উত্তীর্ণ হয়ে আসতে পারেন।

সাধারণভাবে এঁদের যে টাকা আছে লোকেরা তার চেয়ে এঁদের ধনী বলে ভাবেন এবং এঁরা যা কিছুই করুন না কেন লোক দেখানো ভাব তার মধ্যে একটু থাকে।

এঁরা সচরাচর ভাবাবেগ এবং ইন্দ্রিয়ানুভূতি দ্বারা চালিত হয়ে থাকেন। কিন্তু কাম অপেক্ষা প্রেম এঁদের কাছে বেশি আদৃত। এই সময়ে জাত ব্যক্তিদের সচরাচর চওড়া বুক, বৃষ স্কন্ধ এবং চওড়া কপাল থাকে। মেয়েদের বিশাল বক্ষ এবং সাধারণভাবে ছোট হাত আর ছোট পা হয়। তবে তার জন্যে জীবনের চলার পথে খুব বেশি অসুবিধা হয় না তা ঠিক, জীবনের সবচেয়ে বড় কথা হলো হৃদয়ের আবেগ।

পুরুষ বা রমণী সব ক্ষেত্রেই প্রেম তাঁরা অঢেলভাবে ঢেলে দেন। তাঁরা যাঁদের ভালবাসেন তাঁদের কাছে কোনরকম ত্যাগ স্বীকারই এঁদের কাছে বেশি বলে মনে হয় না। কিন্তু যদি ঘৃণা করেন তবে ষাঁড়ের মতই আমৃত্যু লড়াই করে যান।

সাধারণভাবে তাঁরা সম্মুখ যুদ্ধ এবং ধর্মযুদ্ধ করতে যান ফলে প্রথম দিকে এঁরা হারতে থাকেন কিন্তু একবার রক্ত চড়ে গেলে আত্মসমর্পণ করা কাকে বলে তা এঁরা জানেন না।

পরিবেশের প্রভাব এঁদের ওপর অপরিসীম এবং এঁরা হতাশ এবং বিষাদাক্রান্ত হয়ে পড়েন, যদি খারাপ বা অসুখী পরিবেশে কখনো বাস করতে হয়।

এই চিহ্নের পুরুষ বা নারী যেই হোন না কেন তাঁদের কখনই সকাল সকাল বিয়ে করা উচিত নয়। কারণ তাঁদের প্রথম বিবাহ বা প্রথম প্রেম প্রায়শই ভুল হয় কিন্তু তথাপি সাধারণভাবে এঁরা দ্রুত বেড়ে ওঠেন এবং বিয়েও তাড়াতাড়ি করেন এবং পরে পস্তান।

এই সময়ের পুরুষ বা রমণী দুজনেরই স্নেহ-প্রীতির ব্যাপারে ঈর্ষা অতি প্রবল, যার ফলে সময়ে সময়ে তাঁরা অনেক অযৌক্তিক কাজ করেন বা মেজাজ গরম করেন, পরে আবার মেজাজ ঠান্ডা হলে নিজেদেরই হাত কামড়ান।

একটু কোন রকম অনুভূতিতে সুড়সুড়ি দিতে পারলে বা করুণা দেখালে এঁরা একেবারে গলে যান এবং তাঁদের চরিত্রের এই বিশেষ দিকটির প্রভাবে তাঁরা এমন কিছু বলেন, দুনিয়া যাকে বোকামী ভাবে।

নেতা হিসাবে যে কোন কাজে এঁরা ভালবাসা এবং ভক্তি পান এবং সময় সময় অনেক দায়িত্ব জোর করে এঁদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়।

এঁদের মধ্যে একটা সুষম ছন্দ, তান, লয় এবং বর্ণ সুষমা রয়েছে যার ফলে এঁরা সঙ্গীত, কবিতা এবং চারুশিল্পে প্রায়শঃ সাফল্য লাভ করেন, কিন্তু এঁদের টাকা-কড়ির দিকে ঝোঁকটা কম বলে এঁদের প্রতিভার সম্যক সদ্‌ ব্যবহার করতে পারেন না। শুধু মাত্র বিশিষ্ট কয়েক দিনের ব্যক্তি ছাড়া, সে বিষয়ে পরে বলা হয়েছে।

এই সময়ে যাঁরা জন্মেছেন তাঁরা অত্যন্ত বিশ্বস্ত এবং জনগণের উপকারী বন্ধু। সরকারী উচ্চপদস্থ কর্মচারী বা অধিকর্তা বা পদাতিক বা নৌবাহিনীতে বিশিষ্ট পদ অধিকার করে থাকতে এঁদের দেখা যায়। রোগী হিসাবে এঁরা ভাল আবার রোগীর শুশ্রূষা করতে বা রোগ নিরাময় করতেও এঁরা চমৎকার। সাধারণতাবে এঁদের প্রত্যেকের মধ্যেই ফল, ফুল, উদ্যানের প্রতি ভালবাসা এবং বহির্জীবনের প্রতি একটা ঝোঁক থাকে।

## অর্থ ভাগ্য

এই সময়ে জন্মালে অন্ততঃ অর্থভাগ্য সাধারণভাবে বেশ ভাল হয়। জ্যোতিষ্ক-মণ্ডলীর এই সময়টি সমবায়, অংশীদারী প্রতিষ্ঠান এমন কি বিবাহ থেকে অর্থভাগ্য নির্দেশ করে।

এই সময়ের শুক্রের প্রভাব অবশ্য এঁদের সুন্দর প্রকৃতির ওপর অন্যায়ভাবে অপরের হস্তক্ষেপ নির্দেশ করে এবং অপরকে সাহায্য করে কোন নিষ্ঠুর অভিজ্ঞতা লাভ প্রায়ই হয়।

এই সময়ে যাঁরা জন্মগ্রহণ করেছেন তাঁদের মধ্যে অর্থ রোজগার এবং সঞ্চয় করবার গুণাবলী থাকে, কিন্তু প্রবৃত্তি নিজের স্বার্থের চেয়ে ভালভাবে থাকার জন্য এবং ভালবাসার পাত্রকে যাতে সাহায্য করতে পারেন তাই জন্যে হয়ে থাকে।

এই সময়ে যে মহিলারা জন্মগ্রহণ করেছেন তাঁদের বিবাহ ভালই হয় অন্ততঃ আর্থ-নীতিক তো বটেই, তবে সচরাচর তাঁদের জীবনে একাধিক বিবাহ সংঘটিত হয়।

এ সময়ে জাত মহিলার মধ্যে যথেষ্ট ব্যবসা বুদ্ধি এবং সংগঠনী প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়, যা এই শ্রেণীর প্রধান বিশেষত্ব।

দু' শ্রেণীরই জমি-জমা সম্বন্ধীয় বিষয়, খনি এবং খনিজাত বস্তু খনন তাঁদের ভাগ্যচক্রে খাপ খায় যেন বেশি। জমি-জমা সম্বন্ধে নক্সা তৈরী এমন কি সম্পত্তির তদারকি যেমন হোটেল, রেষ্টুরেণ্ট এমনি ধরনের প্রচেষ্টাও তাঁদের পক্ষে সৌভাগ্য-দায়ক এবং ফলবতী হয়।

## স্বাস্থ্য

এ সময়ে যাঁরা জন্মেছেন শুক্র তাঁদের অধীশ্বর এবং এত অদম্য প্রাণশক্তি প্রদান করেন, তা যদি যথাযোগ্য অপরের মঙ্গলের জন্য পরিচালিত না করা যায়, তবে ওই প্রাণশক্তি বিপথগামী হয় অনৈসর্গিক ভাবধারা এনে দেয়। এর ফলে স্বাস্থ্যের পক্ষে চরম ক্ষতি করা হয়ে আলস্য এবং আত্মতুষ্টি সম্পন্ন মনোভাবে। জীবনের শেষভাগে উদরী রোগ দেখা দিতে পারে। সে কারণে খাদ্য সম্পর্কে প্রথম থেকেই সাবধান হওয়া উচিৎ। লিভার, কণ্ঠ এবং জনন-যন্ত্র যখন আক্রান্ত হবে, স্বাস্থ্য তখন ভেঙ্গে পড়বে। এই জাতকের সব বিষয়েই সংযম অভ্যাস করা উচিৎ এবং মদ, মাদক দ্রব্য বা অত্যন্ত মসলাযুক্ত খাদ্য সযত্নে পরিহার করা উচিত।

এই সময়ে জাত ব্যক্তিদের নাসিকা যন্ত্রের অভ্যন্তরে কোন রকম অসুখ এবং ফুসফুসের উপরিভাগের কোন অসুখে ভোগবার সম্ভাবনা থাকে। তাছাড়াও কণ্ঠ প্রদাহ, টনসিল, ডিপ্‌থিরিয়া, নাকে পলিপাস্‌ এবং সাইনাসে কষ্ট পেতে পারেন। অত্যন্ত পরিশ্রম করে হার্ট কম-বেশি একটু দুর্বল থাকে, কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ না থাকলেও এঁদের মধ্যে মূর্চ্ছার ভাব দেখা যায় এবং হঠাৎ মাথায় রক্ত উঠে যাওয়া বা সন্ন্যাস রোগের প্রবণতা থাকে। এঁদের চামড়া সহজে ছড়ে যায় এবং আভ্যন্তরিক প্রদাহ বা টিউমার দেখা দিতে পারে, বিশেষ করে যদি স্যাঁতসেঁতে জায়গায় বা ভিজে আবহাওয়ায় বাস করতে হয়।

## বিবাহ, যোগাযোযোগ এবং পার্টনারশিপ

বিবাহ, যোগাযোগ, পার্টনারশিপ এঁদের সবচেয়ে ভালো হবে যাঁরা এঁদের নিজেদের জন্মমাসে জন্মেছেন অর্থাৎ এপ্রিল মাসের ১৯ থেকে মে মাসের ২০ তারিখের মধ্যে ( বৃষ ) পৃথির প্রথম ঘরে। ২১ আগষ্ট থেকে ২০ সেপ্টেম্বর ( কন্যা ), পৃথির তৃতীয় ঘর এবং এই সময়গুলির আগের এবং পরের সাত দিন মিলন বিন্দুগুলি। এ ছাড়াও যাঁরা তাঁদের জন্ম সময়ের উল্টো দিকের ঘরে জন্মেছেন অর্থাৎ ২১ অক্টোবর থেকে ২০-২৭ নভেম্বর।

### দ্বাচত্বারিংশ অধ্যায়

## মে মাসের ১লা, ১০ই, ১৯ এবং ২৮শে তারিখে জাত ব্যক্তিরা

এ মাসের এক সংখ্যার লোকেরা ঃ

আপনি যদি উপরোক্ত কোন এক দিনে জন্মগ্রহণ করে থাকেন তবে জ্যোতিষশাস্ত্র এবং কিরোর চ্যালদিন সংখ্যাতত্ত্বের নিয়মাবলীর মতে আপনি শুক্র এবং রবির স্পন্দনে, বৃষ চিহ্নে ত্রিগুণাত্মক পৃথির প্রথম ঘরে জন্মেছেন।

১, ১০, ১৯ এবং ২৮ সংখ্যাগুলির যোগফল '১' অর্থাৎ যা সৃষ্টির আদি এবং প্রথম সংখ্যা রবিকে নির্দেশ করে, আপনি এক প্রচণ্ড শক্তিশালী সংমিশ্রণে জন্মেছেন, তা যদি ঠিকভাবে বোঝা যায় বা প্রয়োগ করা যায়, তবে প্রভূত পরিমাণে সাফল্য আপনার করায়ত্ত হতে পারে।

২৮শে মে যদি আপনার জন্ম হয় তবে আগত চিহ্ন মিথুনের প্রভাব এসে পড়ে, যার অধিপতি বুধ ( সক্রিয় ) তবে আপনার মননশীলতা আরও তীক্ষ্ণ হয় মে মাসের অন্যান্য দিনে জন্মানোর চেয়ে।

আপনার চারিত্রিক গুণাবলী এবং বিশেষ ভাবধারা মে মাসে জাত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে পূর্বেই বলা হয়েছে।

আপনার বিশেষ ক্ষেত্রে সকল গুণাবলী আরও প্রকৃষ্টভাবে বিকশিত হবে।

আপনার নিজের উপর আস্থা খুব বেশি এবং আপনার সব রকম পরিকল্পনায় সৃষ্টিধর্মী মৌলিকতার সন্ধান পাওয়া যায়।

আপনি স্বভাবগতভাবে ধৈর্যশীল এবং নম্র অবশ্য যদি আপনার কাছে কেউ অন্যায়ভাবে সুযোগ নিতে না চায়, কিন্তু ঈর্ষান্বিত হয়ে আপনি অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হয়ে পড়তে পারেন। আপনার মেজাজ মাঝে মাঝে ভীষণ চড়ে উঠতে পারে।

আপনি কি করছেন সে বিষয়ে আপনার একটা পরিষ্কার ধারণা থাকে, কিন্তু কোন রকমে বাধাপ্রাপ্ত হলে বা সমালোচনার সম্মুখীন হলে আপনার নিজেকে ঠিক রাখা একটু কষ্টকর হয়।

যে কোন বৃত্তিতে যেখানে জনসমক্ষে আসতে হয় সেখানে আপনার সাফল্য সুনিশ্চিত। হাসপাতাল, কোন প্রতিষ্ঠান বা বিরাট ব্যবসা পরিচালনার ক্ষেত্রে আপনার গুণাবলী প্রস্ফুটিত হয় খুব বেশি।

### অর্থ ভাগ্য

অর্থ সম্বন্ধে আপনি ভাগ্যবান, কিন্তু বিলাসিতা এবং অত্যধিক প্রাচুর্যপূর্ণ জীবন ধারণের দিকে আপনার প্রবণতা থাকবে। ফাট্‌কার ব্যাপারে আপনি বিরাট ঝুঁকি নিতে যান এবং ব্যবসাও করতে যান বিশাল মাপে, কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি আপনার সাফল্যের আশা দুরাশা মাত্র। তবে সেই সাফল্য আপনাকে শ্রম সহকারে অর্জন করতে হবে।

### স্বাস্থ্য

পরিকল্পনামত কাজ করতে গিয়ে অত্যন্ত বেশি পরিশ্রম করে অর্থব্যয় করেন সময় সময় আহার নিদ্রাও ভুলে গিয়ে। আপনার প্রধান অসুস্থতা মাঝে মাঝে যা দেখা দেবে তা হচ্ছে ফুসফুসে এবং বক্ষে অবহেলায় সর্দি বসে যাওয়া থেকে, কিন্তু খোলা হাওয়া আর সূর্য-স্নান এইসব উপসর্গ থেকে আপনাকে দূরে রাখবে।

আপনি যদি ২৮শে মে জন্মগ্রহণ করে থাকেন তবে আপনার স্নায়ুমণ্ডলী অত্যন্ত বেশি সক্রিয় এবং উঁচু তারে বাঁধা থাকবে।

আপনার উচ্চাশা পূরণের সবচেয়ে শুভ দিনগুলি হচ্ছে ১, ২, ৬, ১০, ১৪, ১৫, ১৯, ২০, ২৪, ২৮ এবং ২৯শে।

আপনার চৌম্বকশক্তি বর্ধিত করার জন্য এবং নিজেকে আরও সৌভাগ্যশালী করার জন্য আপনার পরিধেয় বস্ত্রে বা যে কোনও অংশে আপনার প্রধান গ্রহগুলির বর্ণ ধারণ করুন।

রবি—সবরকম সোনালী, কমলা, ব্রোঞ্জ এবং সোনালী বাদামী।

চন্দ্র—সবরকম সবুজ, সাদা এবং ক্রীম ( ঘি ) রং।

শুক্র—সবরকম নীল, হালকা থেকে ঘন।

আপনি যদি ২৮শে মে জন্মগ্রহণ করে থাকেন তবে আপনি বুধের বর্ণ ধারণ করতে পারেন, যা হচ্ছে সবরকম জ্বলজ্বলে রং।

আপনার সৌভাগ্যপ্রদ বর্ণ হচ্ছে হীরক, টোপাজ, এ্যাম্বার, মুনষ্টোন, জেড এবং ২৮শে মের জাতকের জন্য সবরকম চকচকে রং।

আপনার জীবনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বা স্মরণীয় বছরগুলি হচ্ছে—১, ২, ৬, ১০, ১১, ১৫, ১৮, ২০, ২৪, ২৬, ২৯, ৩৩, ৩৭, ৩৮, ৪২, ৪৬, ৪৭, ৫১, ৫৫, ৫৬, ৬০, ৬৪, ৬৫ এবং ৬৯ বছর।

যাঁরা এইসব সংখ্যারই জাতক, যেমন '১', '২', বা '৬' সংখ্যার যে কোন জাতকই

যে কোন মাসে জন্মগ্রহণ করে থাকুন না কেন এ'দের প্রতি প্রবল আকর্ষণ থাকবে এবং যদি ২৮শে মে জন্মে থাকেন তবে '৫' সংখ্যার জাতকের প্রতিও আকর্ষণ থাকবে যেমন ৬ই, ১৪ই এবং ২৩শে। এইসব জাতক এবং পরম শুভ হবে তা থেকে।

**এই তারিখে যে সব বিখ্যাত লোক জন্মেছেন**

| | | |
|---|---|---|
| ডিউক অফ ওয়েলিংটন ( ওয়াটাল্ু বিজেতা ) | ১লা | মে |
| জোসেফ অ্যাডিসন্ ( কবি ও লেখক ) | " | " |
| গিবনস্ ( বিখ্যাত ঐতিহাসিক ) | ১০ই | " |
| জেমস্ গর্ডন ( পত্রিকার মালিক )* | " | " |
| সেণ্ট মুরে ( চলচ্চিত্র ) | " | " |
| মেল্বা ( বিখ্যাত সমাজসেবী মহিলা )** | ১৯শে | " |
| ভিস্কাউণ্ট অ্যাস্টিং ( পুঁজিপতি ) | " | " |
| টমাস্ মুর ( আইরিশ কবি ) | ২৮শে | " |
| উইলিয়াম পিট্ ( প্রধানমন্ত্রী ) | " | " |
| রাজা প্রথম জর্জ | " | " |

## ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায়

# মে মাসের ২, ১১, ২০ এবং ২৯শে জাত ব্যক্তিরা

এ মাসের দুই সংখ্যার লোকেরা :

আপনি যদি উপরোক্ত যে কোন দিন জন্মগ্রহণ করে থাকেন তবে জ্যোতিষ মতে এবং কিরোর চ্যালদিন সংখ্যাতত্ত্বের নিয়মানুসারে আপনি চন্দ্র, নেপচুন এবং সক্রিয় শুক্রের স্পন্দনে বৃষ চিহ্নে ত্রিগুণাত্মক পৃথিবীর প্রথম ঘরের প্রভাব পাবেন। কিন্তু আপনি যদি ২০শে মে জন্মগ্রহণ করে থাকেন তবে আপনি ত্রিগুণাত্মক বায়ুর প্রথম ঘর মিথুন চিহ্নের প্রভাব পাবেন যাঁর অধিপতি হচ্ছে বুধ ( সক্রিয় )।

* জেমস্ গর্ডন হলেন নিউইয়র্ক হেরল্ড পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা। তিনি একদিন বিকালে তাঁর বাড়িতে আমাকে আহ্বান করেন এবং আমি সেখানে গিয়ে দেখা করি। তিনিই মিঃ ষ্ট্যানলিকে আফ্রিকাতে পাঠান। লিভিংষ্টোনের সঙ্গে দেখা করার পর তিনি একজন বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব—কিন্তু বহুলোক তাঁকে ভুল বুঝতো। তিনি নিজের ব্যক্তিত্বে অবিচল থেকে বহু লোকের উপকার করেন। মনেপ্রাণে কিন্তু তিনি জনগণের বন্ধু ছিলেন এবং বহু লোকের উপকার করেন।

**শ্রীমতী মেল্বা একজন অজানা লোকের মত লণ্ডনে আমার সাথে দেখা করতে আসেন। তিনি স্বীকার করেন যে তাঁর হাত দেখে আমি যা বলেছিলাম সত্য হয়েছে এমন কি দিন তারিখ পর্যন্ত। নিউইয়র্কে, আমার সাথে দেখা করেন এবং আমার ভিজিটার্স বুকে লিখে দেন কিরো তুমি অপূর্ব।---এর বেশি কি বলবো। নেলী মেল্বা।

আপনার সাধারণ চারিত্রিক গুণাবলী এবং বৈশিষ্ট্য পূর্ব বর্ণিত মে মাসের জাতকের মতই হবে।

তবে আপনার ক্ষেত্রে নম্র গুণাবলীগুলি আরও সুন্দর ভাবে নিজেদের ব্যক্ত করবে। চন্দ্র আপনার ওপর এক বিশেষ প্রভাব ফেলবে, কারণ বছরের ওই সময়ে চন্দ্র তুঙ্গ ঘরে।

আপনি কল্পনাপ্রবণ, রোমাণ্টিক, শৈল্পিক দৃষ্টিভঙ্গীসম্পন্ন এবং আপনার আদর্শবাদিতা, রহস্যজনক বিষয়বস্তুর সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের ইচ্ছা, আদিভৌতিক এবং আধ্যাত্মিক বিষয়বস্তু সম্বন্ধে প্রবল কৌতূহল থাকবে এবং এসব নানাভাবে আপনার জীবনকেও প্রভাবিত করবে বেশ কিছুটা। আপনার প্রতিভা তার বিকাশের পথ খুঁজবে সাহিত্য, শিল্পকলা, সঙ্গীত এবং নাট্যশালাকে কেন্দ্র করে।

আপনার গৃহকে সুন্দর করে জিনিস দিয়ে আপনি সজ্জিত রাখতে চেষ্টা করেন, অসামঞ্জস্যপূর্ণ পরিবেশ আপনার স্পর্শকাতর হৃদয়ে ছায়া ফেলবে খুব বেশি।

আপনার বাসস্থানের পরিবর্তন হবে বহুবার, চঞ্চল প্রকৃতি, আপনি দূর পাল্লার ভ্রমণেও বেরিয়ে পড়তে চাইবেন বারংবার, কিন্তু আপনি চররাশি এবং পৃথির প্রথম ঘরে জন্মগ্রহণ করেছেন বলে বারংবার ভ্রমণ বা পরিবর্তনের আপনার ইচ্ছে থাকলেও সব সময়ে সফলকাম হবেন না, যদি না আপনি শেষের দিকে অর্থাৎ ২০শে মে বা ২৯শে মে জন্মগ্রহণ করে না থাকেন।

অপরের ব্যথা বেদনায় আপনার করুণার উদ্রেক হয় অতি সহজেই এবং এই সব বিষয়ে সময় ব্যয় করার ফলে আপনার কর্মক্ষেত্রে বারবার বাধা পড়বে।

আপনার মানসিক গঠন অতি মনোরম, অচেনা লোকেরা সহজেই আকৃষ্ট হয় আপনার প্রতি খুব বেশি এবং নতুন পরিবেশে আপনি খাপ খাইয়েও নিতে পারেন অনায়াসে। আপনার বন্ধু-বান্ধব থাকা যা আপনার নিজের পক্ষে মঙ্গলজনক হবে না, কিন্তু বিপরীত লিঙ্গের সঙ্গে বন্ধুত্বের ব্যাপারে আপনি সত্যিই ভাগ্যবান হবেন।

আপনার দৈবানুভূতি ( অর্থাৎ কি ঘটবে না ঘটবে ) হবে অত্যন্ত প্রবল এবং অনেক সত্যি স্বপ্ন দেখবেন।

মাটির সঙ্গে যার সম্পর্ক আছে এবং এর থেকে উদ্ভূত সবরকম বস্তু আপনার পক্ষে মঙ্গলজনক হবে, কিন্তু অত্যধিক আনন্দের অনুসন্ধান, আত্মীয় বন্ধুদের ঘন ঘন ডেকে ডেকে খাওয়ানো এবং জীবনকে অত্যধিক ভোগ করবার প্রবৃত্তি থেকে নিজেকে সংযত রাখা উচিত।

কোনরকম বৈশিষ্ট্যপূর্ণ শিল্পী, লেখক বা আবিষ্কারক হিসাবে পরিগণিত হবার যোগ্যতা আপনার আছে এবং যা কিছুই আপনি করুন না কেন তা আপনার স্বকীয়তায় উজ্জ্বল হয়ে উঠবে।

## অর্থ ভাগ্য

অর্থ সম্বন্ধে আপনাকে সময় সময় অদ্ভুত পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হবে। এখানেও প্রত্যাশিত ঘটনাই ঘটবে বেশি। মৌলিক পরিকল্পনা আপনার মগজে গজাবে যা অপর ব্যক্তির মতের সঙ্গে খাপ খাবে না। অপ্রচলিত ধারায় আপনি অর্থ উপার্জন করবেন। আবিষ্কারক, প্রচলিত পথ ছেড়ে বেরিয়ে আসা এক লেখক, শিল্পী বা গায়ক হিসাবে আপনি অর্থ উপার্জন করবেন। প্রচলিত ছকে বাঁধা রুটিন হিসাবে কাজ করতে আপনার কোন আগ্রহই থাকবে না এবং অপরের সঙ্গে মিলিয়ে মিশিয়ে কাজ করাও আপনার পক্ষে কষ্টকর। এই সময়ে যাঁরা জন্মগ্রহণ করেছেন তাঁদের অথ ভাগ্য নানাভাবে পরস্পর বিরোধী। সময়ে সময়ে আপনার সবিশেষ দুঃসময় চলবে যে মনে হবে কোন কিছুই তখন ঠিক চলছে না। সবরকম ফাটকা বা জুয়া খেলা সম্বন্ধে আপনার সাবধান থাকা উচিত। অপব্যয়ের প্রবৃত্তি দমন করা উচিত। জনগণের সামনে আসতে হয় এমন কোনও জীবিকায় লিপ্ত থাকলে আপনার অর্থ রোজগারের সম্ভাবনা সমধিক।

## স্বাস্থ্য

স্বাস্থ্যের ব্যাপারে ভেতরে সর্দি বসে যাওয়া, ইনফ্লুয়েঞ্জা এবং ফুসফুস এবং কণ্ঠে সর্দি বসে থাকা থেকে—সাবধান থাকা উচিত। জীবনের মধ্যভাগ থেকে নাকের ভেতর কোনরকম অসুখ, সাইনাসের কষ্ট এবং কানে কোনভাবে একটু কম শুনতে পারেন।

আপনার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সংখ্যা হচ্ছে '২', '৭' এবং '৬' এবং তাদের যোগফল। আপনার সব পরিকল্পনাগুলি এই সংখ্যা বা এদের যোগফলের সংখ্যায় করা উচিত যেমন ২, ৬, ৭, ১৫, ১৬, ২০, ২৪, ২৫ এবং ২৯।

যদি আপনি ২৯শে মে জন্মে থাকেন তবে সংখ্যাটি সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ হবে। আপনার আকর্ষণ শক্তি বর্ধিত করবার জন্য আপনার পরিধেয় বস্ত্রে বা যে কোন অংশে আপনার প্রধান গ্রহগুলির বর্ণ ধারণ করুন যেমন—

চন্দ্র—সবরকম সাদা এবং ক্রীম রং।

শুক্র—সবরকম নীল।

নেপচুন—সবরকম ধোঁয়াটে রং, বৈদ্যুতিক বর্ণ।

যদি ২৯শে মে জন্মগ্রহণ করে থাকেন তবে আপনি এর সঙ্গে বুধের বর্ণও ধারণ করতে পারেন—সবরকম চকচকে। উজ্জ্বল রং।

আপনার সৌভাগ্যপ্রদ রত্ন হচ্ছে, জেড্ পান্না, মুনস্টোন, বৈদুর্যমণি, মুক্তো, টারকুইজ এবং সবরকম নীল পাথর এবং যদি ২৯শে মে জন্মে থাকেন এর সঙ্গে আপনি সবরকম জ্বলজ্বলে পাথরও ব্যবহার করতে পারেন।

আপনার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বয়সগুলি হচ্ছে ২, ৬, ৭, ১১, ১৫, ১৬, ২০, ২৪, ২৫, ২৯, ৩৩, ৩৪, ৩৮, ৪২, ৪৩, ৪৭, ৫১, ৫২, ৫৬, ৬০, ৬১, ৬৫, ৬৯ এবং ৭০ বছর।

আপনি '১', '২' বা '৬' এবং '৭' সংখ্যার লোকদের দ্বারা খুব বেশি আকৃষ্ট হবেন এবং ১, ২, ৬, ৭, ১০, ১১, ১৫, ১৬, ১৯, ২০, ২৪, ২৫, ২৮ এবং ২৯ তারিখে জাত ব্যক্তিরাও আপনাকে আকৃষ্ট করবে এবং যদি ২৯শে মে জন্মে থাকেন তবে ৫, ১৪ এবং ২৩ তারিখে জাত ব্যক্তিরাও আপনাকে খুব টানবে। তাদের আকর্ষণে অবশ্য একদিক দিয়ে আপনার ভাল হবে এবং তার ফলে নানা শুভ দিকের সূচনা হবে আপনার জীবনে।

কিন্তু যাদের সংখ্যা ৫ এবং ৮ তাদের থেকে সবসময় আপনার দূরে থাকা কর্তব্য কারণ তাদের থেকে আপনার জীবনে অশুভ বা ক্ষতির আশংকা আছে।

সবসময় নিজের মতে চললে ভাল হবে। মাথা ঠাণ্ডা রেখে কাজ করলে তা শুভ হবে।

### যে সব বিখ্যাত লোকেরা এই তারিখে জন্মেছেন

| | | |
|---|---|---|
| নরমা ট্যালিমাস ( চলচ্চিত্র অভিনেত্রী ) | ২রা | মে |
| রিং ক্রশবী ( রেডিও ) | ,, | ,, |
| ক্লভেট্ কোল্‌বার্ট ( চলচ্চিত্র ) | ,, | ,, |
| উইলিয়ম ক্যাম্‌বেন ( আবিষ্কারক ) | ,, | ,, |
| আরভিং বার্লিন ( গীতিকার ও গায়ক ) | ১১ই | ,, |
| জীব জেরোম ( চিত্র শিল্পী ) | ,, | ,, |
| পেট্রিসিয়া এলিস ( অভিনেত্রী ) | ২০শে | ,, |
| এস্‌টেলী টেলার ( চলচ্চিত্র ) | ,, | ,, |
| ব্যাল্‌জাক্ ( বিখ্যাত লেখক ) | ,, | ,, |
| লুই মাইকেল ( বিপ্লবী ) | ,, | ,, |
| জন মিল্ ( দার্শনিক ) | ,, | ,, |
| ফিল্ড মার্শাল ভন্ ক্লার্ক | ,, | ,, |
| জন এমার্সন ( লেখক ) | ২৯শে | ,, |
| পেট্রিক হেন্‌রী ( রাজনীতিক ) | ,, | ,, |
| জি. কে. চেষ্টারটন ( লেখক ) | ,, | ,, |
| জেরাল্ড ম্যাসে ( ইংরাজ কবি ) | ,, | ,, |
| চার্লস্—২ ( ইংলণ্ডরাজ ) | ,, | ,, |

## চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায়

# যাঁরা মে মাসের ৩, ১২, ২১ এবং ৩০ তারিখে জন্মেছেন

এই মাসের তিন সংখ্যার লোকেরা ঃ

আপনি যদি উপরোক্ত যে কোনদিন জন্মগ্রহণ করে থাকেন তবে জ্যোতিষ মতে এবং কিরোর চ্যালদিন সংখ্যাতত্ত্বের নিয়মানুসারে আপনি বৃহস্পতি ও শুক্রের (সক্রিয়) স্পন্দনে বৃষ চিহ্নে ত্রিগুণাত্মক পৃথিব প্রথম ঘরে জন্মগ্রহণ করেছেন। যদি ৩০শে মে জন্মগ্রহণ করে থাকেন তবে বুধের প্রভাবাধীনে ত্রিগুণাত্মক বায়ুর প্রথম ঘরের প্রভাব আপনার মধ্যে থাকবে।

এই যোগটি খুব সুন্দর এবং জীবনে আপনাকে প্রচুর সাফল্য দেবে যদি না আপনি শুক্র বা আপনার প্রেমের দিকটির প্রতি অতি আগ্রহশীল না হয়ে পড়েন।

আপনার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং প্রধান গুণগুলি পূর্বে উল্লিখিত মে মাসের জাতকের মতই হবে।

তবে আপনার বিশেষ ক্ষেত্রে আপনার উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে সমূহ রূপে রূপদান করতে সচেষ্ট হওয়া উচিত এবং সামাজিক ও ব্যবসায়িক জীবনে আপনার চেয়ে যারা বেশি গণ্যমান্য তাদের সঙ্গে সবসময় সম্বন্ধ রেখে চলা উচিত।

যে কোন রকম অবিচারের বিরুদ্ধেই আপনি বিদ্রোহ ঘোষণা করেন এবং নির্যাতিত ব্যক্তির ওপরই করুণা আপনার বেশি করে পড়ে এবং তাদের হয়ে আপনি যুদ্ধ করেন।

ধর্ম সম্বন্ধে আপনার স্বাধীন মতামত থাকবে এবং নিজের দর্শন আপনি নিজেই ঠিক করে নেবেন।

আপনার সবকিছু ধ্যানধারণা সম্বন্ধে আপনার সুনির্দিষ্ট এবং দৃঢ় মনোভাব থাকবে এবং আপনার পরিকল্পনাকে রূপ দেবার ব্যাপারে আপনি একরোখা মনোভাবের পরিচয় দেন।

আপনার বিয়ে করার ইচ্ছে খুব অল্প বয়সেই জাগ্রত হবে। কিন্তু যে গ্রহের সমন্বয়ে আপনি জন্মেছেন তাতে আপনার তিনবার বিবাহ করবার সম্ভাবনা। যার মধ্যে তৃতীয়টিই শ্রেষ্ঠ হবে। আপনার জীবনের দু-একটি প্রেমের ঘটনাবলী প্রচলিত পথ থেকে একটু আলাদা হবে। আপনার প্রকৃতি হবে শৈল্পিক, প্রতিটি অংশই যেন সুচারু শিল্প দিয়ে মোড়া।

অঙ্কন, সাহিত্য, সঙ্গীত ও অনেক রকম জনহিতকর কাজে, আপনি বিশেষভাবে ব্যুৎপত্তি লাভ করতে পারেন, কিন্তু আপনার এতদিকে দক্ষতা থাকবে যে ঠিক কি কাজের আপনি উপযুক্ত তা বেছে নেওয়া আপনার পক্ষে শক্ত হবে।

ন্যায়ের প্রতি আপনার তীব্র আকর্ষণ থাকবে এবং মাঝে মাঝে আপনি দেখবেন অপরের সঙ্গে এই বিষয়ে আপনার মত পার্থক্য হচ্ছে।

আপনার জন্মভূমি এবং গৃহের প্রতি প্রচণ্ড ভালবাসা থাকবে এবং অনেক জাতীয় কর্মকাণ্ডে নিজেকে নিয়োজিত করবেন যাতে আপনার দেশের মঙ্গল হয়।

আপনি আদর্শবাদী প্রতিষ্ঠান এবং দাতব্য প্রতিষ্ঠানগুলিকে বিশেষভাবে সাহায্য করবেন এবং এ সবের উন্নতির জন্য আপনার শ্রম এবং সময় অকাতরে ব্যয় করবেন।

আপনার কাজের জন্য অনেক প্রতিষ্ঠান থেকে আপনি সম্মান পাবেন এবং যে কোন জনপদেই আপনি থাকুন না কেন সেখানে একজন মাননীয় ব্যক্তি বলে পরিচিত হবেন।

### অর্থ ভাগ্য

অর্থের ব্যাপারে আপনার ভয় পাবার কিছুই নেই। বহু সুযোগ আপনার আসবে। অত্যন্ত নগণ্য কিছুকে আপনি বহুগুণে বর্ধিত করতে পারেন, আপনার একমাত্র ভয় হচ্ছে কোন রকম ফাটকা ধরনের ব্যবসায়ে বহু অর্থ নিয়োগ করে অর্থ নষ্ট করা।

### স্বাস্থ্য

প্রথম দিকটা পেরিয়ে গেলে, আপনার স্বাস্থ্য হবে চমৎকার এবং জীবনীশক্তি হবে অসীম। অতি পরিশ্রম এবং কর্মের জন্য আপনার ওপর অপরের অবিরাম চাহিদা, আপনার স্বাস্থ্যের ক্ষতি করবে। আপনার মূলমন্ত্র হচ্ছে, ক্ষয় হোক কিন্তু পরে মরবো না। এই কারণে দীর্ঘ জীবনের আশা আপনার কম।

কণ্ঠ এবং ফুসফুসের দুর্বলতা আপনার একটু থাকবে, কিন্তু মধ্য বয়স পেরিয়ে গেলে এগুলো থেকে বিপদের সম্ভাবনা আর নেই।

আপনার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সংখ্যা এবং দিন হচ্ছে '৩' এবং '৬' যেমন ৩, ৬, ১২, ১৫, ২১, ২৪ এবং ৩০। যদি ৩০শে মে জন্মগ্রহণ করে থাকেন তবে '৫' সংখ্যাগুলিও গুরুত্বপূর্ণ হবে যেমন—৫, ১৪ এবং ২৩।

আপনার আকর্ষণী শক্তি বাড়াবার জন্য আপনার পোষাকে বা কোন অংশে এই বর্ণগুলি লাগানো উচিৎ—

বৃহস্পতি—সব রকম বেগুনী, হালকা এবং ঘোর।

শুক্র—সবরকম নীল।

যদি ৩০শে মে জন্মগ্রহণ করে থাকেন তবে বুধের বর্ণও পরিধান করতে পারেন। যেমন, সাদা, ক্রীম এবং সবরকম হালকা রং।

আপনার সৌভাগ্যপ্রদ রত্ন হচ্ছে 'এমেথিষ্ট'। সবরকম বেগুনী এবং ঘোর রংয়ের এবং টারকুইজ। যদি ৩০শে মে জন্মগ্রহণ করে থাকেন তবে হীরক এবং সবরকম চক-চকে রং।

আপনার জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বছরগুলিহচ্ছে ৩, ৬, ১২, ১৫, ২১, ২৪, ৩০, ৩৩, ৩৯, ৪২, ৪৮, ৫১, ৫৭, ৬০, ৬৬ এবং ৬৯ বছর।

যে কোন মাসেই যদি কেউ ৩, ৬, ১২, ১৫, ২১, ২৪ এবং ৩০ তারিখে জন্মগ্রহণ করে থাকুক না কেন তাদের প্রতি আপনি আকর্ষণ বোধ করবেন। আর যদি আপনি

৩০ তারিখে জন্মে থাকেন তবে এর সঙ্গে আপনি '৫' সংখ্যা যোগ করতে পারেন অর্থাৎ ৫, ১৪ এবং ২৩ তারিখ।

তবে সাধারণত ৩ সংখ্যা দ্বারা আপনার বন্ধুত্ব বা পার্টনারশিপ বা বিবাহ শুভ হবে না। ৬, ৯ মধ্যম শুভ বলা যায়।

**যে সব বিখ্যাত লোকেরা এই তারিখে জন্মেছেন**

| | |
|---|---|
| মেকিয়াভেলী ( ইটালীয় রাজনীতিক ) | ৩রা মে |
| প্রিন্সেস ভিক্টোরিয়া ( ইংলণ্ড রাজকন্যা )* | „ „ |
| মেরী য়্যাষ্টর ( চিত্রাভিনেত্রী ) | „ „ |
| স্যার জর্জ ক্যাথ্‌কাট ( জেনারেল ) | ১২ই „ |
| স্যার আইয়ার সুলিভয়ানে ( গীতিকার )** | „ „ |
| গ্রেস কার্টস্‌ ( আবিষ্কারক ) | ২১শে „ |
| রবার্ট মণ্টগোমারী ( চলচ্চিত্র ) | „ „ |
| অ্যালব্রেচ ডুরার ( চিত্রশিল্পী ) | „ „ |
| ফাউচি ( ফরাসী রাজনীতিক ) | „ „ |
| এলিজাবেথ ফ্রাই ( জেলখানা পরিদর্শক ) | „ „ |
| অ্যালফ্রেড্‌ অস্টীন ( কবি ) | ৩০শে মে |
| আভিং থ্যাল্‌বর্গে ( চলচ্চিত্র )*** | „ „ |
| স্টেপিজ কেচিট্‌ ( লেখক ) | „ „ |
| মার্ক হ্যামবুর্গ ( পিয়ানিস্ট ) | „ „ |

## পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায়

# মে মাসের ৪, ১৩, ২২, এবং ৩১ তারিখে জাত ব্যক্তিরা

এ মাসের চার সংখ্যার লোকেরা :

আপনি যদি উপরোক্ত যে কোনদিন জন্মগ্রহণ করে থাকেন, তবে জ্যোতিষ মতে এবং কিরোর চ্যালদিন সংখ্যাতত্ত্বের নিয়মানুসারে আপনি ইউরেনাস্‌, রবি এবং শুক্রের স্পন্দনে, ত্রিগুণাত্মক পৃথির প্রথম ঘর বৃষ চিহ্নে জন্মগ্রহণ করেছেন। কিন্তু যদি ৩১শে

---

* রাজা প্রথম জর্জের কন্যা রাজকুমারী ভিক্টোরিয়া পিতার বড় অসুস্থতার সময় আমার সঙ্গে বেশ কয়েকবার সাক্ষাৎ করেন। তাঁকে জানাই যে তাঁর পিতা সুস্থ হবেন এবং অনেক দিন জীবিত থাকবেন।

** তিনি তাঁর হাতের ছাপ আমাকে দেন।

*** বিখ্যাত চলচ্চিত্র প্রযোজক এবং এই পথে তিনি বিরাট উন্নতি করেন। তিনিও আমার পদ্ধতিতে পূর্ণ বিশ্বাস করতেন।

যে জন্মগ্রহণ করে থাকেন তবে মিথুন চিহ্নে সক্রিয় বুধের প্রভাব পাবেন।

এটি একটি অদ্ভুত সমন্বয় যা সাধারণভাবে জীবনকে অনন্য সাধারণ এবং রহস্য-জনক করে তুলবে।

সাধারণভাবে আপনার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং বিশেষ গুণাবলী পূর্ববর্ণিত মে মাসের জাতকেব মতই হবে।

কিন্তু আপনার বিশেষ ক্ষেত্রে অস্বাভাবিক এবং অপ্রত্যাশিত সব ঘটনা ঘটবে এবং আপনি এমন জীবন ও জীবিকা বেছে নেবেন যা প্রচলিত পথের থেকে আলাদা। এই সমন্বয়গুলি দার্শনিক, লেখক এবং সঙ্গীত রচয়িতাদের পক্ষে খুব শুভ।

জাগতিক অথে আপনাকে খুব ভাগ্যবান বলা যায় না এবং অর্থনৈতিক ব্যাপাবেও বহু অপ্রত্যাশিত ও আকস্মিক পরিবতন হবে। অপরের দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে আপনার সহজে খাপ খাবে না এবং সাধাবণভাবে আপনার মতলব এবং কার্যের জন্য প্রতিকূলতার সম্মুখীন হবেন।

কিন্তু সকল বাধাই আপনি অতিক্রম করতে পারবেন এবং আপৎকালে আপনি যে কোন প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে পারেন, যখনই প্রয়োজন হয়।

মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গী সম্পন্ন বলে নতুন মতলব এবং কার্যধাবা আপনাকে টানবে খুব বেশি। এছাড়াও নতুন কিছু আবিষ্কাব প্রচলিত পন্হাব বাইবেও আপনি করতে পারেন।

বিবাহ আপনাব সাধারণের চেয়ে একটু অসাধারণভাবে হবে। অনেকটা পবীক্ষা-নিবীক্ষা করবার মতন বা বিশেষ কোন এক মতলবে।

আপনার মতামত বা দৃষ্টিভঙ্গীতে আপনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, একটু বেশি বিশ্লেষণধর্মী এবং মতামত সম্বন্ধে একটু বেশি গোঁড়া।

পরিবেশ বা মানুষজনের সঙ্গে আপনি চট্ করে মানিয়ে নিতে পারেন না। আপনি নিজেকে নিয়েই নিজে থাকতে ভালবাসেন এবং সঙ্গী-সাথীর জন্য পরোয়া করেন না, কিন্তু যাদের আপনি পছন্দ করেন তাদের ভালো মন্দের ওপর দৃষ্টি রাখেন সজাগ ভাবে।

আপনি শিল্পী, লেখক বা আবিষ্কারক, যাঁরা প্রচলিত পথ ছেড়ে একটু অন্যদিকে যান, হবাব যোগ্যতা আপনার আছে কিন্তু আপনি যাই করুন না কেন আপনার প্রবল ব্যক্তিত্বের ছাপ তাতে পডবে।

## অর্থ ভাগ্য

অর্থের ব্যাপারে আপনাকে অত্যাশ্চর্য ঘটনাবলীর সম্মুখীন হতে হবে। এখানেও প্রত্যাশিত অপেক্ষা অপ্রত্যাশিত ঘটনাই ঘটবে বেশি। আপনার মস্তিষ্কে মৌলিক পরিকল্পনা এবং মতলব জন্মলাভ করবে যা অপরের দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে মিলবে না। আপনি অর্থ রোজগারও করবেন প্রচলিত পথের বাইরে গিয়ে। আপনি একজন আবিষ্কারক হতে পারেন বা প্রচলিত পথের বাইরে যাওয়া লেখক, আর্টিস্ট বা সঙ্গীত শিল্পী হতে পারেন।

সাধারণ বাঁধা ছকে ঘেরা জীবিকা আপনার ভাল লাগবে না এবং অপরের সঙ্গে মিলে মিশে কাজ করতে আপনার ভীষণ কষ্ট হবে।

## স্বাস্থ্য

আপনার স্বাস্থ্য একটু অদ্ভুত ধরনের, হঠাৎ এবং অপ্রত্যাশিতভাবে অসুখ হবে আপনার। আপনি সময়ে সময়ে এমন সব উপসর্গে ভুগবেন যা নির্ণয় কবা শক্ত হবে, যেমন হঠাৎ পেট ব্যথা বা খিঁচুনি এবং আভ্যন্তরিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গেরকিছু ছিঁড়েযাওয়া। আগে থাকতে কোন রকম জানান না দিয়ে হঠাৎ হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগা এবং সর্দি আপনার হবে। তাছাড়াও ইনফ্লুয়েঞ্জা এবং ফুসফুসে প্রদাহ হবার সম্ভাবনা। আপনার অল্প অল্প এবং বারে বারে বেশি খাওয়া উচিত, অপবে খাচ্ছে তাই খেতে হবে বলে নয়।

আপনি দেখবেন যে ৪, ৬ এবং ৮ সংখ্যার লোকেরা আপনার জীবনে বারে বারে আসছে এবং আপনার জীবনে এক বিশিষ্ট ভূমিকা নিচ্ছে। এই সংখ্যাগুলি হচ্ছে ৪, ৬ বা ৮।

আপনার আকর্ষণশক্তি বর্ধিত করার জন্য আপনার পরিধেয় বস্ত্রে বা যে কোন অংশে রবি, ইউরেনাস বা শুক্রের বর্ণ পরিধান করা উচিত। আপনি যদি ৩১শে মে জন্মগ্রহণ করে থাকেন তবে আপনি এর সঙ্গে বুধের বর্ণও ধারণ করতে পারেন যা হচ্ছে সাদা, ক্রীম বা যে কোন জ্বলজ্বলে বর্ণ।

রবি—সবরকম সোনালী, কমলা, ব্রোঞ্জ থেকে সোনালী বাদামী।

ইউরেনাস—সবরকম ধোঁয়াটে রং এবং বৈদ্যুতিক রং এবং স্বচ্ছ নীল।

শুক্র—সবরকম নীল।

আপনার সৌভাগ্যপ্রদ রত্ন হচ্ছে, টোপাজ, এ্যাম্বার, হীবক, পোখরাজ এবং ল্যাপিস লাজুলী।

আপনার জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বছরগুলি হচ্ছে ৪, ৬, ১৩, ১৫, ২২, ২৪, ৩১, ৪০, ৪২, ৪৯, ৫১, ৫৫, ৬০, ৬৭ এবং ৬৯।

যাঁরা বছরের যে কোন সময়েই হোক না কেন যদি ৪, ৬, ১৩, ১৫, ২২, ২৪ এবং ৩১ তারিখে জন্মেছেন তাঁদের প্রতি প্রবলভাবে আকর্ষণ বোধ করবেন, এ ছাড়াও যাঁরা ৮ সংখ্যার লোক তাঁরাও আপনাকে টানবেন। যদি আপনি ৩১ তারিখে জন্মে থাকেন তবে ৫, ১৪ এবং ২৩ তারিখে জাত ব্যক্তিরাও আপনাকে আকর্ষণ করবে খুব বেশি।

### যে সব বিখ্যাত লোকেরা এই তারিখে জন্মেছেন

| | |
|---|---|
| জোসেফ্ হুইটটেকার (আবিষ্কারক) | ৪ঠা মে |
| টমাস্ হাক্সলী (বিজ্ঞানী ও দার্শনিক) | ” ” |
| লীরিগ (বিজ্ঞানী) | ” ” |

| | | |
|---|---|---|
| ডাঃ রালক্ উইলিয়ার্ড* | ৪ঠা | মে |
| স্যার টমাস্ লরেন্স ( চিত্রশিল্পী ) | " | " |
| হাঙ্গেরীর রাণী মারিয়া | ১০ই | " |
| আলফাঁস দোদে ( লেখক ) | " | " |
| রিয়াউ সাইমন ( সমালোচক ) | " | " |
| পোপ পায়াস ৯ | " | " |
| স্যার কোনান্ ডয়েল ( লেখক )** | ২২শে | " |
| ক্যাট্‌লী মেন্‌ভিস্ ( কবি ) | " | " |
| ওয়াগনার ( গীতিকার ) | " | " |
| হুইট্‌ম্যান ( কবি ) | ৩১শে | " |
| জন এনড্রু ( নেতা ) | " | " |
| চার্লস্ গ্রীলি থ্যাবট্ ( জ্যোতির্বিদ্ ) | " | " |

## ষষ্ঠচত্বারিংশ অধ্যায়

## মে মাসের ৫, ১৪ এবং ২৩ তারিখে জাত ব্যক্তিরা

এ মাসের পাঁচ সংখ্যার লোকেরা ঃ

আপনি যদি উপরোক্ত কোন একদিন জন্মগ্রহণ করে থাকেন তবে জ্যোতিষ মতে এবং কিরোর চ্যালদিন সংখ্যাতত্ত্বের নিয়মানুসারে আপনি বুধ এবং (সক্রিয়) শুক্রের স্পন্দনে ত্রিগুণাত্মক পৃথির ঘরে বৃষ চিহ্নের সব রকম চরিত্রাবলী পাবেন।

আপনার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং বিশেষ গুণাবলী সাধারণভাবে পূর্ববর্ণিত মে মাসের জাতকদের মতই হবে।

তবে আপনার বিশেষ ক্ষেত্রে মানসিকতা বিচার করতে গেলে এ এক শুভ সমন্বয়। এই যোগ এক অসাধারণ তীক্ষ্মতা, মৌলিকতা এবং সজীব মানসিকতা দেয়। আপনার যুক্তি-তর্কের ক্ষমতা খুব ভাল কিন্তু একটু বেশি মাত্রায় বিশ্লেষণধর্মী এবং পর্যবেক্ষণ শক্তিসম্পন্ন।

আপনি সহজাতভাবে স্বাধীনচেতা, কিন্তু মানুষ এবং পরিবেশের সঙ্গে সহজেই খাপ খাইয়ে নেন, নিজের সক্ষেত্র থেকে বিচ্যুত না হয়ে।

আপনার প্রতিভা বহুমুখী এবং যে কোন বিষয়েই আপনি সাফল্য লাভ করতে পারেন, আপনি যদি উৎসাহী হয়ে চেষ্টা করেন।

---

* এই বিখ্যাত বিজ্ঞানীর সঙ্গে আমার দেখা হয় ক্যালিফোর্নিয়াতে। তিনি আমার মতের ও পথের প্রচুর বিশ্বাসী ছিলেন।

** শার্লক হোমসের লেখক। তিনিও আমার মতে পূর্ণভাবে আস্থাশীলই ছিলেন।

আপনি বিশেষ কোন ব্যক্তি বিশেষের মধ্যে বা কার্যে নিজেকে নিবন্ধ রাখবেন না ফলে আপনার জীবন এবং জীবিকার বহু পরিবর্তন আশা করতে পারেন।

বিপরীত লিঙ্গ দ্বারা আপনি সবিশেষ প্রভাবান্বিত হবেন, তবুও আশ্চর্যরকম-ভাবে নিজের স্বাধীনতা বজায় রাখবেন। আপনার জীবনে বহু প্রেমের ঘটনা সংঘটিত হবে এবং ভালবাসার পাত্র প্রায়ই পাল্টাবে।

আপনার অল্পবয়সেই বিয়ে করা সম্ভব। কিন্তু অল্প বয়সে বিবাহ বেশিদিন টিঁকবে না এবং আপনার জীবন এবং জীবিকায় নৈরাশ্য এবং বাধা এনে দেবে।

অত্যন্ত তীক্ষ্ম মানসিকতা হচ্ছে এ সময়ে জাত ব্যক্তিদের চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

## অর্থ ভাগ্য

অর্থের ব্যাপারে আপনার নিজের কাছে এবং বন্ধুদের কাছে আপনি এক হেঁয়ালী। আপনি অদ্ভুত সব অপ্রচলিত উপায়ে অর্থ বিনিয়োগ করবেন।

সাধারণভাবে অর্থ রোজগার এবং অর্থ সঞ্চয় সম্বন্ধে আপনাকে ভাগ্যবান বলা চলে বিশেষ করে জমি, বাড়ী বা ফাটকা খেলায়, আপনি যদি এসব দিকে যাওয়া মনস্থ করেন।

প্রচলিত জীবিকার বাইরে গিয়ে জগতে খ্যাত এবং সম্মান লাভের যোগ আপনার আছে। নিজের ওপর খুব বেশি আস্থা থাকার জন্য জীবনে উন্নতির আশা দেখা যায়।

## স্বাস্থ্য

স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে আপনি স্নায়বিক উপসর্গে ভুগবেন; সার্জেনের ছুরি কাঁচিতে পড়বার আপনার সম্ভাবনা আছে, এ ছাড়াও দাঁত, চোয়াল এবং মাথার খুলির হাড়েও ব্যথা লাগতে পারে। জনন যন্ত্র একটু স্পর্শকাতর হবে এবং ঠাণ্ডা লাগা এবং প্রদাহে কষ্ট পাবেন। শরীরের প্রতি যত্ন না নিলে মাঝে মাঝেই শারীরিক কষ্ট পাবেন এটা মনে রাখবেন।

স্বাস্থ্যের ব্যাপারে ৫ এবং ১৪ তারিখে জাত ব্যক্তিদের বেলায় যা বলা হলো ২৩ তারিখে জাত ব্যক্তিদের অতটা কিছু হবে না।

আপনার সবচেয়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যা এবং তারিখ হচ্ছে ৫, ৬ এবং তাদের যোগফল। যেমন ৫, ৬, ১৪, ১৫, ২৩ এবং ২৪।

আপনার আকর্ষণশক্তি বৃদ্ধি করার জন্য আপনার পরিধেয় বস্ত্রে বা কোন অংশে বুধ, শুক্র এবং চন্দ্রের বর্ণ পরিধান করা উচিত।

বুধ—সবরকম হালকাবর্ণ এবং জলজলে বর্ণ।

শুক্র—সবরকম নীল হালকা থেকে ঘন।

চন্দ্র—সবরকম সবুজ ক্রীম এবং সাদা।

আপনার সৌভাগ্যজনক রত্ন হচ্ছে হীরক, টারকুইজ, পান্না, সবুজ জেড এবং সবরকম ঝলমলে পাথর।

আপনার জীবনের স্মরণীয় বছরগুলি হবে, ৫, ৬, ১৪, ১৫, ২৩, ২৪, ৩২, ৩৩, ৪১, ৪২, ৫০, ৫১, ৫৯, ৬০, ৬৮, ৬৯ এবং ৭৭ বছর।

যদি কেউ যে কোন মাসেরই হোক না কেন ৫, ১৪, ১৫, ২৩, ২৪ তারিখে জন্মগ্রহণ করে থাকেন তবে আপনি তাদের প্রতি প্রবল আকর্ষণ বোধ করবেন। সব সময় নির্দিষ্ট সংখ্যার সঙ্গে চললে তা আপনার পক্ষে ভাল হবে। কিন্তু অনেক সময় নিজ অবস্থার জন্য নানা দিকে এগিয়ে গিয়ে আর্থিক ক্ষেত্রে ধাক্কা পেতে পারেন। তবে কখনো নিজ শক্তির বাইরে বেশি যাবার চেষ্টা করবেন না। তার ফল সব সময় অশুভ হবে।

বহু বিখ্যাত লোকের এই তারিখে জন্ম কিন্তু তাঁরা নিজ ক্ষমতার বলে ধীরে ধীরে উন্নতি করেছেন জীবনে—তা জ্ঞাত রাখা কর্তব্য।

### যে সব শ্রেষ্ঠ লোক এই তারিখে জন্মেছেন

| | | |
|---|---|---|
| ফরাসী রাণী ইউর্সিনি | ৫ই | মে |
| ফ্রেডারিক বার্নার্ডি (বিজ্ঞানী) | ,, | ,, |
| জাঁব লুই হ্যামন (চিত্রশিল্পী) | ,, | ,, |
| লুই হ্যাবেটি (প্রকাশক) | ,, | ,, |
| কার্ল মার্কস (দার্শনিক) | ,, | ,, |
| আলটন পার্কার (বিচারবিদ্) | ১৪ই | ,, |
| হল্ কেন্ (লেখক)* | ,, | ,, |
| ফারেনহিট্ (থার্মোমিটার আবিষ্কর্তা) | ,, | ,, |
| স্যার ওয়াল্টার গিবন্স (লেখক) | ,, | ,, |
| ম্যাবেল্ উইলিব্রান্ট (এ্যাটর্ণী জেনারেল) | ২৩শে | ,, |
| রবার্ট মারশাল (চলচ্চিত্র) | ,, | ,, |
| এলিস্ এ্যাশমোল (দার্শনিক) | ,, | ,, |
| স্যার চার্লস বেরী (ভাস্কর) | ,, | ,, |
| মার্গারেট কুলার (ভাষাবিদ্) | ,, | ,, |
| টমাস্ হুড (ইংরেজ কবি) | ,, | ,, |
| মেসমার (মেসমেরিজম্ আবিষ্কারক) | ,, | ,, |
| ডগ্লাস্ ফেয়ার ব্যাঙ্কস্ (চলচ্চিত্র)** | ,, | ,, |

* বিখ্যাত লেখক হল কেন্ লণ্ডনে আমার বন্ধুস্থানীয় ছিলেন।

** হলিউডে অনেকবার ডগ্লাসের সঙ্গে আমার দেখা হয়। তিনি আমার পদ্ধতিতে বিশ্বাস করতেন এবং আমাকে প্রচুর শ্রদ্ধা করতেন।

সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায়

## মে মাসের ৬, ১৫ এবং ২৪ তারিখে জাত ব্যক্তিরা

এ মাসে ছয় সংখ্যার লোকেরা ঃ

আপনি যদি উপরোক্ত যে কোনদিন জন্মগ্রহণ করে থাকেন তবে জ্যোতিষশাস্ত্র মতে এবং কিরোর চ্যালদিন সংখ্যাতত্ত্বের নিয়মানুসারে আপনি শুক্র এবং চন্দ্রের স্পন্দনে ত্রিগুণাত্মক সক্রিয় ঘরে পৃথির প্রথম ঘর বৃষ চিহ্নে জন্মেছেন।

আপনার চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য এবং ভাবধারা সম্বন্ধে পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে।

তবে আপনার বিশেষ ক্ষেত্রে প্রকৃতিগতভাবে আপনার প্রেমময় দিকটা বা সারা জগৎ সংসারের প্রতি ভালবাসা বিশেষভাবে প্রকাশ পাবে।

আপনার চরিত্রের এই বিশেষ দিকটার জন্য আপনি যা কিছু সম্ভব করবেন, যে কোন কঠোরতা সহ্য করবেন।

আপনার ভাবাবেগ এবং অনুভূতি অতি প্রবল। চরিত্রগতভাবে ধার্মিক যে কোন কাজই করতে যান না কেন তাতে মনপ্রাণ ঢেলে দেন, তা আপনাকে যুদ্ধেই নিয়ে যাক্ বা বিপ্লবেই নিয়ে যাক্ বা শান্তিপূর্ণ কোন দিকে নিয়ে যাক্। যেমন—ধর্ম-যাজক, শিল্পী, লেখক বা যাদের ভালবাসেন শুধু তাদের জন্য কর্তব্য করে যাবেন।

এই যে সীমাহীন অতি আগ্রহী প্রকৃতি আপনার তা না থাকলে জীবনই আপনার কাছে ব্যর্থ মনে হয়।

বৃষের সব বৈশিষ্ট্য নিয়ে আপনি বৃষ চিহ্নে জন্মেছেন যার অধিপতি হচ্ছেন শুক্র এবং আপনার জন্ম সংখ্যা হচ্ছে '৬' যা শুক্রের সংখ্যা, ফলে আপনি বহু গুণাবলী ও বহু দোষ নিয়ে একসঙ্গে জন্মেছেন।

আপনাকে দ্বিগুণ শুক্রের লোক বলা যায়, কিন্তু মানসিক দিক দিয়ে যেটি মঙ্গলের স্থান অর্থাৎ ২১ অক্টোবর থেকে ২০শে নভেম্বর।

আপনি প্রচণ্ডভাবে ভালবাসতে পারেন আবার ঘৃণা করতে পারেন ততটা প্রচণ্ড-ভাবে। ভাবাবেগের ব্যাপারে হয় আপনি একেবারে দেবতা বা নরাধম। স্নেহপ্রীতির ব্যাপারে আপনার প্রকৃতিকে আপনি যদি নিয়ন্ত্রণ করতে না পারেন তবে সবচেয়ে ক্ষতি-কর হবে আপনার ঈর্ষাপ্রবণতা। আপনার উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এই যে অতিরিক্ত দৃঢ়তা এও এক ধরনের নিয়ন্ত্রণের প্রভাব। আপনি যদি মনে করেন মানবজাতির মঙ্গল সাধনের জন্য বিপ্লবের প্রয়োজন তবে জীবনের মূল-মন্ত্রই হবে সেটাকে কর্তব্য ভেবে কোন কিছুতে প্রতিহত না হয়ে মন্ত্র সিদ্ধির দিকে এগোনো। ইতিহাসে এর বহু নজির আছে, যেমন ফরাসী বিপ্লবের সময় রোবসপিয়ার এবং ম্যারাট '৬' সংখ্যার লোক। এঁরা কার্যসিদ্ধির জন্য তাঁদের বন্ধুদের রক্তাপ্লুত দেহের ওপর দিয়ে হেঁটে গিয়েছিলেন। উল্টোদিকের উদাহরণ হচ্ছেন ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল যিনি আহত এবং অসুস্থ সৈনিকদের

জন্য অবর্ণনীয় দুঃখ কষ্ট সহ্য করেছিলেন।

আপনার মধ্যে যে ভাবাবেগ এবং অতি আগ্রহশীলতা রয়েছে তাকে যদি কোন উচ্চ ভাবাবেগ সম্ভূত কোন পথে নিয়োজিত করা যায় তবে পৃথিবীতে আপনি আপনার ছাপ ফেলে যাবেনই।

আপনার চরিত্রের ভাল দিক থেকে আপনি সবরকমভাবে প্রাকৃতিক দৃশ্য, ফুলবাগান বা ফুল দেখে সম্মোহিত হয়ে যান এবং গৃহ সজ্জার ব্যাপারেও আপনার রুচি অতুলনীয়। সঙ্গীত এবং সবরকম কলা শিল্প গভীরভাবে আপনাকে টানবে এবং এসব দিকে আপনার প্রচুর যোগ্যতাও থাকবে।

আপনার বন্ধু-বান্ধবদের আপনি উপভোগ্য আনন্দ ও মজা দিতে চান এবং সামাজিক জীবনে আপনি অত্যন্ত সফল হবেন বিশেষ করে যদি কোন মেলা, চিত্তাকর্ষক প্রদর্শনী বা তামাশার ব্যবস্থা করতে হয়।

আপনি বাচ্চাদের খুব ভালবাসেন এবং নিজের সন্তান-সন্ততি যদি নাও হয়, আপনি দত্তক গ্রহণ করবেন।

বিপরীত লিঙ্গের বহুজনের সঙ্গে আপনার সখ্যতার সম্পর্ক থাকবে, কিন্তু সেগুলি স্নেহপ্রীতি বা নিষ্কাম প্রেমের মধ্যেই নিবদ্ধ থাকবে।

আপনি বহুদিন আপনার যৌবনকে ধরে রাখতে পারবেন এবং বহুদিন পর্যন্ত আপনাকে যুবক যুবক দেখাবে।

## অর্থ ভাগ্য

সাধারণভাবে অর্থ ভাগ্য আপনার ভাল এবং বহু সুযোগ আপনার জীবনে আসবে। আপনি যদি ব্যবসার দিকে যান তবে বিলাসিতার পণ্যদ্রব্যই আপনার বেছে নেওয়া সবচেয়ে মঙ্গলজনক হবে। যেমন সুরুচিপূর্ণভাবে বাড়ীঘর সাজানো, মেয়েদের টুপির দোকান, জামাকাপড়, হোটেল বা রেষ্টুরেণ্ট পরিচালনা করা। আপনার প্রকৃতির আর একটি দিক আপনাকে কোন শৈল্পিক জীবিকায় টেনে নিয়ে যেতে প্রলুব্ধ করবে যেমন, গান, অঙ্কন, লেখা, থিয়েটার, কন্সার্ট বা বক্তৃতা মঞ্চ।

## স্বাস্থ্য

সুন্দর সুঠাম স্বাস্থ্য নিয়ে আপনি আপনার জীবন আরম্ভ করবেন কিন্তু অত্যন্ত ভোগ বিলাসপূর্ণ জীবন-যাপনের ফলে নিজের কবর নিজেই খুঁড়বেন।

জীবনের প্রথম ভাগে ঋজু বঙ্কিম দেহবল্লরী হবে আপনার যা আপনি বেশি মিষ্টি খেয়ে আর টেবিলের ভাল ভাল জিনিস খেয়ে নষ্ট করবেন।

আপনার হার্টে চর্বি জমতে পারে এবং উদরীর প্রবণতা দেখা দিতে পারে শেষ জীবনে, কিন্তু এ অবস্থা আপনার নিজের নিয়ন্ত্রণাধীন। এ ছাড়াও ফুসফুস, ব্রঙ্কাইটিস এবং কণ্ঠ সংক্রান্ত কোন রকম দুর্বলতা থাকা আপনার মধ্যে সম্ভব।

আপনার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সংখ্যাগুলি হচ্ছে '২' '৩' এবং '৬' সংখ্যা এবং

তাদের যোগফলগুলি, যেমন—২, ৩, ৬, ১১, ১২, ১৫, ৩০, ২১, ২৪, ২৯ এবং ৩০।

এখানে ২, ১২, ২০ এবং ২৯ সংখ্যাটি দেওয়া হলো কারণ চন্দ্র মে মাসে উচ্চস্থ থাকেন। ৯ সংখ্যাটি তত সৌভাগ্যপ্রদ নয় কারণ এটা অপরের জীবন থেকে আসছে বলে বিরুদ্ধতার সামিল হয়।

আপনার আকর্ষণশক্তি বর্ধিত করবার জন্য আপনার এইসব সংখ্যার বর্ণ এবং গ্রহের বর্ণ ধারণ করা উচিত।

চন্দ্র—সবরকম সবুজ, ক্রীম এবং সাদা।

শুক্র—সবরকম নীল।

বৃহস্পতি—সবরকম বেগুনী।

আপনার শুভরত্ন হচ্ছে মুনষ্টোন, বৈদুর্য্যমণি, জেড, ওপ্যাল, পান্না। সবরকম সবুজ পাথর এবং এমেথিষ্ট।

আপনার জীবনের উল্লেখযোগ্য এবং গুরুত্বপূর্ণ বয়সগুলি হচ্ছে ২, ৬, ১৫, ২০, ২৪, ২৯, ৩৩, ৩৮, ৪২, ৫১, ৫৬, ৫৯, ৬০ এবং ৭৮।

যাদের জন্মদিন '২', '৩' বা এর যোগফল তাদের প্রতি আপনি প্রচণ্ড আকর্ষণ বোধ করবেন।

### যে সব বিখ্যাত লোকেরা এই তারিখে জন্মেছেন

| | |
|---|---|
| অ্যানীতা লুস্ (লেখিকা) | ৬ই মে |
| রুডলক্ ভ্যালেন্টিমো (চলচ্চিত্র) | ,, ,, |
| রবার্ট পিয়ারী (আবিষ্কারক) | ,, ,, |
| রোবস্পিয়ার (বিপ্লবী) | ,, ,, |
| জার্মান যুবরাজ উইলিয়াম | ,, ,, |
| ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল (রেডক্রশ প্রতিষ্ঠাত্রী) | ১৫শে ,, |
| হেন্‌রী এল ডোহার্টি (জনসেবক) | ,, ,, |
| উইলিয়াম বাল্‌ক (গীতিকার) | ,, ,, |
| যোহান্ ডন্ কুস্‌য় (খনিতাত্ত্বিক) | ,, ,, |
| টমাস লেক্ হ্যারিস্ (দার্শনিক) | ,, ,, |
| মহামান্য এইর কস্‌ডিক (ধর্মপ্রচারক) | ২৪শে ,, |
| ম্যারাট (ফরাসী বিপ্লবী) | ,, ,, |
| স্যার আইরে পিনেরো (নাট্যকার) | ,, ,, |
| ডিউক অক্‌মার্লবরো (শাসক) | ,, ,, |
| ইংলণ্ডের মহারাণী ভিক্টোরিয়া | ,, ,, |

* বিখ্যাত লেখিকা অ্যানীতা লুস্ আমার সঙ্গে কয়েকবার সাক্ষাৎ করেন—লণ্ডনে এবং হলিউডে। তিনি আমার তত্ত্বে গভীর বিশ্বাসী ছিলেন এবং তিনি আমার পথে চলে অনেক সাফল্য লাভ করেছেন বলে স্বীকার করেন।

## অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায়

# যাঁরা মে মাসের ৭, ১৬, এবং ২৫ তারিখে জন্মেছেন

এ মাসের সাত সংখ্যার লোকেরা ঃ

আপনি যদি উপরোক্ত কোন দিনে জন্মগ্রহণ করে থাকেন তবে জ্যোতিষ মতে এবং কিরোর চ্যালদিন সংখ্যাতত্ত্বের নিয়ম অনুযায়ী আপনি নেপচুন, চন্দ্র এবং শুক্রের স্পন্দনে বৃষ চিহ্নে ত্রিগুণাত্মক পৃথিবীর প্রথম ঘরে জন্মগ্রহণ করেছেন। আপনি যদি ২৫শে মে জন্মগ্রহণ করে থাকেন তবে আপনি মিথুনের সংযোগ স্থলে ত্রিগুণাত্মক বায়ুর লোক এবং আপনার জন্মসময়ের অধিপতি হচ্ছেন বুধ ( সক্রিয় )।

আপনার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং ভাবধারা পূর্বে বর্ণিত মে মাসের জাতকের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে।

তবে আপনার বিশেষ ক্ষেত্রে চরিত্রের নরম দিকটি বা আদর্শবাদী দিকটি বেশি করে প্রস্ফুটিত হবে, যদি না আপনি ২৫শে মে জন্মগ্রহণ করে থাকেন, সে ক্ষেত্রে মননশীলতা অনেক বেশি পরিস্ফুট হবে।

এই মাসের গ্রহের সমন্বয় আমাকে অদ্ভুত এবং আশ্চর্য সব জিনিসের প্রতি আগ্রহ দেবে এবং রহস্যজনক, আধিভৌতিক এবং অনুরূপ সব জিনিসের প্রতি আপনার গভীর আগ্রহ থাকবে।

একটু যদি সুযোগ-সুবিধা পান এই সব বিষয়ে আপনি গভীর অন্বেষণ করে বহুদূর এগিয়ে যেতে পারেন।

আপনি সব আশ্চর্যজনক স্বপ্ন দেখবেন এবং অজানা জিনিস জানতে পারবেন, অজানা লোকদের সঙ্গে পরিচয়—অস্বাভাবিক অভিজ্ঞতা আপনার লাভ হবে এবং মনুষ্য জাতির ভূত, ভবিষ্যত নিয়েও আপনি স্বপ্ন দেখবেন।

প্রচলিত পথের বাইরে গিয়ে কোন কিছু আবিষ্কার করবার আপনার প্রবণতা থাকবে এবং নতুন কোন মতলবে প্রচুর ভাবে লাভবান হতে পারেন এ ছাড়াও টেলিভিশন, বেতার এবং সংবাদ প্রেরণে আপনার সাফল্যের সম্ভাবনা সমধিক।

একঘেয়ে টানা কাজে আপনার বিরক্তি আসে সহজেই কিন্তু অপ্রচলিত পথ ধরেই আপনি কিন্তু সাফল্য লাভ করতে পারেন বা মানব জাতির কল্যাণ কার্যে নিযুক্ত থেকেও আপনি জীবনে সাফল্যমণ্ডিত হতে পারেন।

আপনার হাতে যদি টাকা থাকে তবে আপনি সেই অর্থ অপরের মঙ্গলার্থে ডাক্তারখানায়, হাসপাতালে বা কোন জনহিতকর প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ করবেন।

আপনি কোন গোপন সঙ্ঘ বা রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারেন যাতে প্রচুর লোকের সঙ্গে যোগাযোগে আসতে হয়। আপনার লেখার বা বক্তৃতা দেবার একটা সহজাত ক্ষমতা থাকবে যার ফলে বহু স্থলে আপনি সম্মান পাবেন এবং লোকে আপনাকে উচ্চস্থান দেবে।

জীবনের সাধারণ ভোগ বা বিলাস আপনার ভাল লাগবে না এবং আপনার

জীবন যাত্রার প্রণালীর জন্য লোকেরা আপনাকে অদ্ভুত বা ছিটগ্রস্থ ভাবতে পারে।

সহজাত ভাবেই আপনি দয়ালু এবং হৃদয়বান, কিন্তু নিজের অর্থ নিয়ে নিজে কি করবেন এ সম্বন্ধে নিজের মতামত থাকে। বিবাহিত জীবনের সঙ্গে আপনার খাপ খাওয়ানো শক্ত, সেজন্য যদি না করলেও চলে যায় তবে করবেন না। অল্প বয়সে তো আপনার বিবাহ করা উচিত নয়।

মস্তিষ্কের ক্ষমতা হবে আপনার অসাধারণ এবং লেখক, কবি, গায়ক বা আবিষ্কারক হিসাবে সাফল্য লাভের সম্ভাবনা আপনার সর্বাধিক।

## অর্থ ভাগ্য

আপনি যদি ৭, ১৬ বা ২৫শে মে জন্মে থাকেন তবে প্রথম জীবনে আপনাকে বহু প্রতিকুল অবস্থার সম্মুখীন হতে হবে। এ সত্ত্বেও আর্থিক সাফল্য লাভের সম্ভাবনা আপনার সর্বাধিক, যা আপনার অসাধারণ মননশীলতার ফলেই হবে। হঠাৎ শিকে ছিঁড়ে গিয়ে বা আপনার উচ্চস্তরের মানসিকতার ফলে সমাজে খ্যাতি এবং উচ্চস্থানও আপনি পাবেন।

## স্বাস্থ্য

সাধারণভাবে আপনার স্বাস্থ্য খুব মজবুত বা শক্ত নয় এবং পরিশ্রম করতে গেলে আপনি অতি সহজে ক্লান্ত হয়ে পড়েন। কোন রকন আন্ত্রিক গোলযোগ আপনার থাকবে এবং খাদ্য সম্বন্ধে আপনার সাবধান হওয়া উচিত।

আপনার যতটা স্নায়বিক শক্তি, সহ্যশক্তি এবং লেগে থাকবার ক্ষমতা আছে, শারীরিক শক্তি ততটা নেই। সময় সময় আপনি অত্যন্ত বিষাদখিন্ন হয়ে পড়তে পারেন এবং এই অবস্থার থেকে মুক্তি পাবার জন্য মাদক দ্রব্য বা উত্তেজক পানীয় সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করা উচিত।

আপনার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সংখ্যা এবং দিনগুলি হচ্ছে '২', '৭' এবং তাদের যোগফলগুলি যেমন ২, ৬, ৭, ১১, ১৫, ১৬, ২০, ২৪, ২৫ এবং ২৯।

আপনার কারুর সঙ্গে দেখা করতে হলে বা কোন পরিকল্পনাকে রূপ দিতে হলে এই তারিখগুলিতে সেগুলি ফেলবার চেষ্টা করুন।

আপনার আকর্ষণীয় শক্তি বর্ধিত করবার জন্য আপনার পরিধেয় বস্ত্রে বা কোন অংশে আপনার গ্রহের বর্ণ ধারণ করুন।

নেপচুন—সবরকম ধোঁয়াটে রং এবং বৈদ্যুতিক বর্ণ।

চন্দ্র—সবরকম সবুজ, ক্রীম এবং সাদা।

শুভ—সবরকম নীল, হাল্কা থেকে ঘন।

আপনার সৌভাগ্যজনক রত্নগুলি হচ্ছে পান্না এবং মুনষ্টোন। এছাড়া টারকুইজও পরতে পারেন।

আপনার জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং সম্ভাবনাপূর্ণ বয়সগুলি হচ্ছে—২, ৬, ৭, ১১, ১৫, ১৬, ২০, ২৪, ২৫, ২৯, ৩৮, ৪২, ৪৩, ৪৭, ৫১, ৫৬, ৬১, ৬৯ এবং ৭০।

বছরের যে কোন মাসেরই ২, ১১, ২০, ২৮ এবং ৭, ১৬, ২৫ তারিখে যাঁরা জন্মেছেন তাঁদের প্রতি আপনি বিশেষ আকর্ষণ বোধ করবেন। এছাড়াও যাঁরা ১ বা ৪ সংখ্যার লোক যেমন ১, ৪, ১০, ১৩, ১৯, ২২, ২৮ এবং ৩১ তারিখে জন্মেছেন, তাঁদেরও আপনার ভাল লাগবে।

তবে আপনার একটা বিশেষ গুণ হলো এই যে, আপনি বিভিন্ন পরিবেশের সঙ্গে ঠিকমতো খাপ খাইয়ে চলতে পারবেন। তার ফলে আপনার জীবনের অনেক সময়ই শুভ হবে।

তবে অশুভ সময়ে আপনি একটু বেশি নার্ভাস হতে পারেন। এটা ঠিক নয়।

**যে সব বিখ্যাত লোকেরা এই তারিখে জন্মেছেন**

| | |
|---|---|
| লর্ড রোজবেরী ( ইংরাজ রাজনীতিক )* | ৭ই মে |
| জোসেফ ক্যামন্ ( মার্কিন সিনেটার ) | ,, ,, |
| রবার্ট ব্রাউনিং ( ইংরেজ কবি ) | ,, ,, |
| স্যার আইজ্যাক নিউটন ( আবিষ্কারক ) | ,, ,, |
| নাম্স্ ( গীতিকার ) | ,, ,, |
| স্যার জন্ হেয়ার ( অভিনেতা ) | ১৬ই ,, |
| ফিলিপ্ আর্মার ( বিখ্যাত ব্যবসায়ী ) | ,, ,, |
| লর্ড রীভারব্রুক্ ( সংবাদপত্র মালিক ) | ২৫শে ,, |
| এমার্সন ( ইংরেজ কবি ও দার্শনিক ) | ,, ,, |
| বুলের লিটন্ ( লেখক ) | ,, ,, |

## ঊনপঞ্চাশতম অধ্যায়

# যাঁরা মে মাসের ৮, ১৭ এবং ২৬ তারিখে জন্মেছেন

এ মাসের ৮ সংখ্যার লোকেরা :

আপনি যদি উপরোক্ত যে কোন দিনে জন্মগ্রহণ করে থাকেন তবে জ্যোতিষ মতে এবং কিরোর চ্যালদিন সংখ্যাতত্ত্বের নিয়মানুসারে আপনি শনি, চন্দ্র এবং ( সক্রিয় ) শুক্রের স্পন্দনে ত্রিগুণাত্মক পৃথির প্রথম ঘরে বৃষ চিহ্নে জন্মগ্রহণ করেছেন। আপনি যদি ২৬শে মে জন্মগ্রহণ করে থাকেন তবে আপনি মিথুনের সন্ধিক্ষণে চলে যা হচ্ছে ত্রিগুণাত্মক বায়ুর প্রথম ঘর এবং তার অধিপতি হচ্ছেন সক্রিয় বুধ।

---

* লর্ড রোজবেরী আমার সঙ্গে অনেকবার দেখা করেন। তিনি আমার পদ্ধতিতে প্রচুর বিশ্বাস করতেন।

আপনার চরিত্রের বিশেষ গুণাবলী এবং প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য পূর্বে উল্লিখিত মে মাসের জাত ব্যক্তিদের বেলায় বলা হয়েছে।

আপনার বিশেষ ক্ষেত্রে আপনি এক অস্বাভাবিক জীবন ও জীবিকা আশা করতে পারেন, হয় অত্যন্ত দুর্দান্ত রকম ভাল এবং শক্তিশালী বা একেবারে ঠিক তার উল্টো।

আপনি হচ্ছেন যাকে বলে, প্রকৃতির হাতের ক্রীড়নক, যাতে পরিস্থিতি, পরিবেশ এবং অবস্থা আপনার জীবনে এক বিশিষ্ট ভূমিকা নেবে।

আপনি অপরের কাছ থেকে স্নেহ এবং ভালবাসা ভীষণভাবে কামনা করেন তথাপি নিজেকে মাঝে মাঝে ভীষণ একাকী মনে হয়।

অনুভূতির ব্যাপারে আপনার প্রকাশভঙ্গী কম এবং ভাবাবেগ প্রকাশেও আপনি সদা কুণ্ঠিত।

আত্মীয়-স্বজনের জন্য বা যার সঙ্গে স্নেহ-প্রীতির বাঁধন আছে তার জন্য আপনি নিজেকে প্রদীপের মত ক্ষয় করে যাবেন, তবুও আপনার মাঝে মাঝে মনে হবে, "অসহ্য বান্ধব মাঝে রহিব একাকী, আমার প্রাণের ব্যথা কেউ বুঝিবে না।" বা কেউই যেন আপনাকে প্রতিদান দিচ্ছে না।

আত্মীয়-স্বজনের কাছ থেকে দুঃখ এবং ক্ষতির যোগ আপনার আছে এবং সবরকম প্রেম বা প্রীতির ব্যাপারেই নানারকম প্রতিকুলতার সম্মুখীন আপনাকে হতে হবে।

আপনার নিজের ব্যক্তিগত আশা-আকাঙ্ক্ষাকে রূপ দেবার পথে নানারকম কষ্ট এবং বাধা আপনার আসবে। আপনি খুব উচ্চপদে আসীন হতে পারেন। কিন্তু কাঁটার মতন বিঘ্ন থাকবে তাতে অনেক এবং অনেক গুরুদায়িত্ব আপনার ওপর জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হবে।

গভীর চিন্তাশীল আপনি, অত্যন্ত চাপা এবং অতি সতর্ক আপনি যেখানে নিজের ব্যক্তিগত বৃত্তিব প্রশ্ন জড়িত থাকে।

আপনি যদি ২৬ অর্থাৎ আগত মিথুন চিহ্নের সন্ধিক্ষণে জন্মগ্রহণ করে থাকেন যার অধিপতি হচ্ছেন সক্রিয় বুধ, তবে আপনি পরিস্থিতি এবং মানুষজনের সঙ্গে অনেক সহজে খাপ খাইয়ে নিতে পারবেন। বিশেষ করে অন্যান্য ৮ সংখ্যায় যাঁরা জন্মেছেন তাঁদের চেয়ে।

## অর্থ ভাগ্য

গভীরভাবে ব্যয় কৃচ্ছতা, যত্ন এবং শ্রদ্ধার সঙ্গে কোন কারবার বিষয়ে বিনিয়োগ করলে আপনার লাভবান হবার যোগ আছে, কিন্তু হঠাৎ বড়লোক হতে গিয়ে নয় বা ফাটকা বাজীতে নয়। জমিজমা, গৃহসংক্রান্ত এবং খনির উন্নয়ন ব্যাপারে আপনার সাফল্য লাভের সম্ভাবনা সমধিক।

### স্বাস্থ্য

আপনার শরীর বেশ শক্ত এবং মজবুত। কিন্তু বড় বেশি কফের ধাত আপনার। এছাড়াও কোনরকম টিউমার, অভ্যন্তরে প্রদাহ, এ্যাপেণ্ডিক্স অন্ত্রের নিম্নভাগে কোন কষ্ট বা বন্ধ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বাত ব্যাধিও আপনাকে আক্রমণ করতে পারে ভীষণভাবে এবং আপনার উচিত হচ্ছে সবসময় উচ্চ শুষ্ক স্থানে যতটা সম্ভব থাকা।

আপনি দেখবেন যে রহস্যজনকভাবে '৪' এবং '৮' সংখ্যার লোকেরা বারংবার আপনার জীবনে আসছে, যেমন—৪, ৮, ১৩, ১৭, ২২, ২৬ এবং ৩১ তারিখে জাত ব্যক্তিরা।

আপনার চৌম্বকশক্তি বর্ধিত করবার জন্য আমি আপনাকে নিম্নলিখিত বর্ণগুলি পরিধান করতে উপদেশ দেব।

রবি—সবরকম সোনালী, হলুদ, কমলা এবং সোনালী বাদামী।

চন্দ্র—সবরকম সবুজ, ক্রীম এবং সাদা।

শুক্র—সবরকম নীল বিশেষ কবে নীল।

রত্ন হিসাবে আপনার ধারণ করা উচিত কালো হীরা, টোপাজ, এ্যাম্বার, সবুজ জেড, মুক্তো, পোখরাজ এবং টারকুইজ।

আপনার জীবনের উল্লেখযোগ্য এবং গুরুত্বপূর্ণ বছরগুলি হচ্ছে ৪, ৮, ১৩, ১৭, ২২, ২৬, ৩১, ৩৫, ৪০, ৪৪, ৪৯, ৫৩, ৫৮, ৬২, ৬৭, ৭১ এবং ৮০।

আপনি যে কোন মাসেরই ৪, ১৩, ১৭, ২২, ২৬ এবং ৩১ তাবিখে জাত ব্যক্তিদের প্রতি একটি তীব্র আকর্ষণ বোধ করবেন।

অন্যান্য সব ৮ সংখ্যায় জাত ব্যক্তিদের মতই ৩২-এর পরই আপনার সব বাধার বেড়ি আলগা হয়ে যাবে এবং আপনি স্বমহিমায় প্রস্ফুটিত হতে পারবেন।

অনেক সময় এদের জীবনে প্রথম অবস্থায় দুঃখ বা নানা ঝামেলা আসা সম্ভব। তবে প্রায়ই এই ঝামেলা কাটিয়ে এগিয়ে গেলে এদের জীবন শুভ হয়।

এঁদের জীবন হলো ভয়ংকর সংগ্রামী জীবন—সংগ্রাম-ই এঁদের ধর্ম এবং তার মধ্য দিযেই উন্নতির পথ খুঁজে নিতে হয়।

উন্নতির পথে গিয়ে মাঝে মাঝে নানা কষ্ট বরণ করতে হয় এঁদের। তবে দৃঢ়তা, সহনশীলতা এঁদের ধর্ম।

### এই তারিখে যে সব বিখ্যাত লোক জন্মেছেন

| | | |
|---|---|---|
| দান্তে (জগৎবিখ্যাত দার্শনিক) | ৮ই | মে |
| হেনরী বেকার (প্রকৃতিবিজ্ঞানী) | " | " |
| জন্ বাকাটিস্ট ক্যারেল | " | " |
| জন্ অ্যাবারক্রমবি (শিক্ষাবিদ) | ১৭ই | " |
| অ্যালফান্সো (স্পেনের রাজা) | " | " |

| | | |
|---|---|---|
| এড্ওয়ার্ড জেনার ( বিজ্ঞানী ) | ১৭ই | ” |
| শেঠ্ ওয়ার্নার ( মার্কিন বিপ্লবী ) | ” | “ |
| কুইন মেরী ( রাজা পঞ্চম জর্জের স্ত্রী )* | ২৬শে | ” |
| রিচার্ড কারিংজ ( জ্যোতির্বিদ ) | ” | ” |
| জেনারেল স্যার হোয়েমী স্মিথ জোরিয়েন | ” | ” |

## পঞ্চাশতম অধ্যায়

# যাঁরা মে মাসের ৯, ১৮ এবং ২৭ তারিখে জন্মগ্রহণ করেছেন

এ মাসে ঐ সংখ্যার লোকেরা ঃ

আপনি যদি উপরোক্ত যে কোনদিন জন্মগ্রহণ করে থাকেন তবে জ্যোতিষ মতে এবং কিরোর চ্যালদিন সংখ্যাতত্ত্বের নিয়মানুসারে আপনি মঙ্গল, চন্দ্র এবং শুক্রের স্পন্দনে ত্রিগুণাত্মক পৃথির প্রথম ঘরে বৃষ চিহ্নে জন্মেছেন। কিন্তু আপনি যদি ২৭শে মে জন্মগ্রহণ করে থাকেন তবে আপনি মিথুন চিহ্নে বায়ুর প্রথম ঘরে জন্মগ্রহণ করেছেন যার অধিপতি হচ্ছেন সক্রিয় বুধ।

এই বলিষ্ঠ যোগাযোগ আপনার জীবন ভীষণভাবে বৈচিত্র্যপূর্ণ করবে। যার বনিয়াদ হবে এ্যাডভেঞ্চার, বিপদ, প্রেম এবং রোমান্স। এগুলির পেছনে থাকবে আপনার সাহসিকতা, ইচ্ছাশক্তি যাকে সময়ে সময়ে গোঁয়ার্তুমি বলা যায় এবং লক্ষ্য বস্তু সাধনের অসীম দৃঢ়তা, তা ভালোর জন্যও হতে পারে আবার মন্দের জন্যেও হতে পারে আপনার মন যা ভাববে।

আপনার সংগঠন ক্ষমতা চমৎকার, বৃহৎ পরিকল্পনা ধন-দৌলত এবং ক্ষমতা আহরণের যোগ্যতা সবই আপনার আছে কিন্তু আপনি যাই করতে যান না কেন সব কিছুতেই আপনার প্রচুর খরচ হবে।

আপনি পরাক্রান্ত শত্রু সৃষ্টি করবেন এবং প্রবল বাধার সম্মুখীন হবেন। আপনার জীবন বিপদ এবং নৃশংস ঘটনার সম্মুখীন হবে বারংবার। আপনাকে বাধ্য হয়ে মামলা-মোকদ্দমায় জড়িয়ে পড়তে হতেপারে যা ব্যয়-বহুল এবং দীর্ঘস্থায়ী হবে এবং ফলে বহুল পরিমাণে অর্থ ক্ষতিরও সম্মুখীন হতে হবে।

আপনি যদি নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ অভ্যাস করেন তবে আপনার প্রভূত গুণাবলী যথাথ ভাবে পরিস্ফুট হবে, কিন্তু মঙ্গলের ক্রিয়ার ফলে আপনার যুদ্ধংদেহি মনোভাব আর মেজাজ, আপনার বিচারবুদ্ধিকে আবৃত করবে ফলে প্রভূত প্রতিকূলতার সম্মুখীন হবেন আপনি।

* রাজা পঞ্চম জর্জের সঙ্গে বিবাহের পূর্বে রাণী মেরী আমাকে হাত দেখান। তবে তিনি গোপনে এসেছিলেন। তখন তাঁর হাত দেখে বলি যে তিনি একদিন ইংলণ্ডের রাণী হবেন, আমার ভবিষ্যৎবাণী পরে সফল হয়। তখন রাণী মেরী আমাকে অভিনন্দন জানান।

বিরুদ্ধ লিঙ্গের প্রতি আপনার প্রচণ্ড আকর্ষণ থাকবে এবং তীব্র ঈর্ষার বশীভূত হয়ে আকস্মিক বিপদে পড়তে পারেন। সত্যি কথা বলতে কি আপনি আঘাত, ক্ষত এগুলি পাবেনই, তাছাড়া নৃশংসভাবে মৃত্যুও আপনার ঘটতে পারে।

এই সময়ে জাত নর-নারীরা সময়ে সময়ে মাত্রা ছাড়িয়ে যান, কিন্তু সাফল্য লাভ করলে নয়, বিফল হ'লে।

আপনার অনেক বস্তুতান্ত্রিক গুণাবলী থাকবে এবং কর্মাধ্যক্ষ, সুপারভাইজার এবং কোন উচ্চপদস্থ দায়িত্বশীল কর্মে নিযুক্ত থাকলে আপনার প্রতিভার সম্যক পরিস্ফুটন ঘটবে।

সৈন্যদলে বা নৌবাহিনীতে বা কোন সবকারী কাজে আপনার দ্রুত পদোন্নতি ঘটবে।

আপনাব উচ্চাকাঙ্ক্ষা যাই হোক না কেন আপনার প্রচণ্ড মনোবল এবং আত্ম-বিশ্বাস এজন্য তাতেই আপনি সফল হতে পাববেন।

## অর্থ ভাগ্য

ব্যবসা-বাণিজ্য বা কোনবকম প্রচেষ্টায় আপনার সাফল্যের নিদর্শন পাওয়া যায়। ঐশ্বর্য লাভেব বহু সুযোগ আপনি পাবেন যদি আপনার গোঁয়াতুর্মিকে একটু সংযত রাখতে পাবেন। যা সময়ে সময়ে আপনাকে অত্যন্ত ব্যয়-বহুল মামলা-মোকদ্দমায় টেনে নিয়ে যাবে এবং শক্তিশালী শত্রুসব আপনার পথে কাঁটা হয়ে দেখা দেবে।

আপনার সংগঠনী প্রতিভা এবং জনসাধারণের উপর কর্তৃত্ব করবার ক্ষমতা আপনাকে প্রভূত অর্থ দেবে, কিন্তু আপনার উচিত হচ্ছে একটু কৌশলী হওয়া এবং বিবাদ-বিসম্বাদ এড়িয়ে চলা।

আপনার সহজ বুদ্ধি বেশ প্রবল এবং আপনার পরিকল্পনায় যথেষ্ট দূরদৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু কোন প্রকার বিলম্ব হলে বা অপরের কাছ থেকে বাধা পেলে আপনাব ধৈর্যচ্যুতি ঘটে, কিন্তু সর্বদিক মিলিয়ে দেখতে গেলে এই সময়ে জন্ম-গ্রহণ করলে আপনি যাই করতে যান না কেন তাতে আপনার প্রভূত সাফল্য লাভের যোগ দেখা যায়।

এই কথাগুলি ২৭শে মে জাতকের সম্বন্ধে ততটা খাটবে না যতটা ৯ বা ১৮ই মে জাতকের প্রতি প্রযোজ্য। কারণ ২৭মে রবি ইতিমধ্যেই মিথুন চিহ্নে চলে গেছে ফলে এর ফল মানসিকভাবে পরিস্ফুট হবে অনেক বেশি।

## স্বাস্থ্য

স্বাস্থ্য আপনার বেশ মজবুত এবং প্রাণোচ্ছলতা আপনার অসীম। আপনার দেহে কিন্তু বহুবার অস্ত্রোপচারের সম্ভাবনা রয়েছে। মাথা এবং মুখে আপনার

লাগবার সম্ভাবনা রয়েছে। এ ছাড়াও দাঁত, চোয়ালে এবং মাথার খুলির হাড়েও আঘাত লাগতে পারে। এ ছাড়াও যৌনাঙ্গেও আঘাত লাগবার সম্ভাবনা আছে এবং জীবনে কোন না কোন সময়ে এ্যাপেণ্ডিক্স অপারেশন হবে।

আপনার জীবনে দুর্ঘটনা ঘটবার বহু সম্ভাবনা রয়েছে এবং আগ্নেয়াস্ত্র, অগ্নি বিস্ফোরণ এবং এমন সব জিনিস থেকে আপনার বিপদের সম্ভাবনা রয়েছে। জীব-জন্তু, বহির্জীবন এবং নতুন নতুন অভিযান আপনার ভাল লাগবে, কিন্তু এসব থেকেও আপনার বিপদের যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে।

আপনার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সংখ্যা এবং তারিখ হচ্ছে '৯' এবং '৬' এবং এদের যোগফলগুলি যেমন ৬, ৯, ১৫, ১৮, ২৪ এবং ২৭।

আপনার আকর্ষণ শক্তি বর্ধিত করবার জন্য আপনার পরিধেয় বস্ত্রে বা তার কোন অংশে মঙ্গল, শুক্র এবং চন্দ্রের বর্ণ ধারণ করুন, যা হচ্ছে—

মঙ্গল—সবরকম লাল, লালচে গোলাপী।

শুক্র—সব রকম নীল।

চন্দ্র—সব রকম সবুজ, ক্রীম এবং সাদা।

আপনি যদি ২৭শে মে জন্মগ্রহণ করেন তবে এর সঙ্গে বুধের বর্ণ ধারণ করুন যা হচ্ছে সবরকম হালকা রং এবং জ্বলজ্বলে, চকচকে রং।

আপনার সৌভাগ্যজনক রত্ন হচ্ছে চুনী, গার্নেট, লাল পাথর, টারকুইজ, পান্না, সবুজ জেড, মুনস্টোন এবং হীরক আর যদি ২৭শে মে জন্ম হয়ে থাকে তবে সবরকম জ্বলজ্বলে রং।

আপনার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং স্মরণীয় বছরগুলি হচ্ছে ৬, ৯, ১৫, ১৮, ২৪, ২৭, ৩৩, ৩৬, ৪২, ৫১, ৫৪, ৬০, ৬৩, ৬৯ এবং ৭২।

যে কোন মাসেই যদি কেউ ৬, ৯, ১৫, ১৮, ২৪ এবং ২৭ তারিখে জন্মগ্রহণ করে থাকেন তবে তাদের প্রতি বিশেষভাবে আসক্ত হবেন। আর যদি ২৭শে জন্মগ্রহণ করে থাকেন তবে '৫' সংখ্যার লোকেরাও অর্থাৎ যাঁরা ৫, ১৪ বা ২৩ তারিখে জন্মেছেন। তাদের প্রতি আকৃষ্ট হবেন। আপনি স্বাধীন চিত্ত হবেন অনেক সময়। তবে তা থেকে শুভ আবার কখনো অশুভও হতে পারে। কাজ করার আগে সর্বদা ভালভাবে চিন্তা করা আপনার কর্তব্য।

**যে সব বিখ্যাত লোকেরা এই তারিখে জন্মেছেন**

| | |
|---|---|
| স্যার জেম্স্ বেরী (লেখক) | ৯ই মে |
| জন ব্রুরাহ্যাম (প্রতিষ্ঠাতা) | " " |
| জন ব্রাউন (মার্কিন নেতা) | " " |
| চার্লস্ ক্র্যাম্প (জাহাজ নির্মাতা) | " " |

| | | |
|---|---|---|
| নিকোলাস ২ ( রাশিয়ার জার )* | ১৮ই | ,, |
| বার্ট্রান্ড রাসেল ( দার্শনিক লেখক ) | ,, | ,, |
| আমেলিয়া ব্লুমার ( মহিলা পোশাকশিল্পী ) | ২৭শে | ,, |
| জয় গোল্ড ( পুঁজিপতি ) | ,, | ,, |
| জুলিয়া ওয়ার্ড হাউই ( লেখিকা )** | ,, | ,, |
| কর্ণেলিয়াস্ ভ্যান্ডারবিল্ট ( পুঁজিপতি ) | ,, | ,, |

## একপঞ্চাশতম অধ্যায়

# জুন মাসে জাত ব্যক্তিরা

### "বৎসরের এই সময়ে জাত ব্যক্তিগণের স্বভাব, চরিত্র, অর্থ ও স্বাস্থ্যের উপর জুন মাসের রাশিচক্রের প্রভাব।"

মে মাসের ২১ তারিখ থেকে মিথুন চিহ্নের সূত্রপাত, কিন্তু সাতদিন অবধি পূর্ব-বর্তী গ্রহচিহ্ন দ্বারা আবৃত থাকার ফলে ২৮শে মে অবধি এর শক্তির পূর্ণবিকাশ হয় না। এই তারিখ থেকে ২০শে জুন অবধি এই রাশি পূর্ণ শক্তিতে বিরাজিত থাকে। তারপর ক্রমে ক্রমে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে আগন্তুক চিহ্ন দ্বারা আবৃত হয়।

২১শে মে থেকে ২০শে জুনের মধ্যে এবং ২৭শে জুন অবধি যাঁরা জন্মগ্রহণ করেন, তাঁরা মিথুন চিহ্নের লোক, ফলে এঁরা দ্বৈত স্বভাব লাভ করেন। এঁদের মস্তিষ্ক তীক্ষ্ণ, বহুমুখী বুদ্ধি ও চতুরতায় পূর্ণ। রাশি চক্রের সব রাশির মধ্যে এই সময়ের জাতককে বোঝা সবচেয়ে শক্ত।

দ্রুত চিন্তাশক্তির ক্ষমতা থাকার কৌশলে এঁরা প্রতিপক্ষকে অনায়াসে পরাজিত করেন। সঙ্গী হিসাবে এঁরা চমৎকার এবং সময় মত ঠিক মেজাজে ধরতে পারলে এঁদের সঙ্গে আলাপ করে যথার্থ আনন্দ লাভ হয়। কিন্তু এঁদের উপর আদৌ আস্থা রাখা উচিত নয়, কারণ নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধ না হলে এঁরা শপথ বা অঙ্গীকার পালন করেন না।

মনে মনে এঁরা নিজেদের খুব দৃঢ়চেতা ও বিশ্বাসী ভাবেন, হয়তো তখনকার মত সেটা সত্য হতেও পারে, কিন্তু মুহূর্তে এঁদের রঙ বদলায়।

কোন পরিকল্পনা পুঙ্খানুপুঙ্খ বুঝে নিতে এঁদের সময় লাগে না, কিন্তু ধূর্তামি,

---

* রাশিয়ার জারের ডিনার পার্টিতে আমন্ত্রিত হই। সেখানে তাঁর হাত দেখে আমি যে ভবিষ্যৎবাণী করি, তা তিনি বিশ্বাস করেননি। কিন্তু পরে তা সত্য প্রমাণিত হয়—এবং তা তাঁর পক্ষে হয়েছিল করুণ এবং বেদনাদায়ক।

** লেখিকা জুলিয়া হাউই তাঁর গৃহে আমাকে নিমন্ত্রণ করেন। তিনি আমার হাত দেখা দেখে খুশী হন এবং আমাকে তাঁর হাতের ছাপ উপহার দেন।

বক্রোক্তি বা তীব্র সমালোচনার দ্বারা সব কিছু নস্যাৎ করে দিতেও আবার এ'দের সময় লাগে না।

একনিষ্ঠ হ'তে পারলে এ'রা যে কোনও কাজে আশ্চর্য সাফল্য লাভ করতে পারেন। জুন মাসের এই গ্রহ সমন্বয়ের জাতক ঘটক, এক্সচেঞ্জ কোম্পানির কাজে উন্নতি করে। আবিষ্কারের সুযোগ নিয়ে বা ব্যবসায়ে নূতন পথ দেখিয়ে বেশ ভাল আয় করতে পারেন। কূটনৈতিক যোগাযোগে, নামী ব্যক্তিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ বহুবার বিদেশ ভ্রমণ ও বিদেশীদের মুগ্ধ করা এইসব বিষয়ে এ'রা খুব পটু এবং সফল হন।

এ'রা এত চিত্তাকর্ষক হন যে, এ'দের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে লোকেরা ভাবেন—"কী অপূর্ব সাক্ষাৎকার।" অধঃস্তনরা এ'দের পূজা করে।

প্রেমের ব্যাপারে এ'রা সবচেয়ে বেশি বাধ্য। প্রগাঢ় প্রেম এ'দের দ্বারা সম্ভব এবং একই সঙ্গে আবার অন্য কোথাও প্রেম করাও অসম্ভব নয়। সাধারণতঃ এ'রা দুই পরিবার রাখেন, কিন্তু ধূর্তামির জন্য ধরা পড়েন না।

এ'দের বহু বন্ধু হয় এবং তাৎক্ষণিক বন্ধুর প্রতি করুণার অন্ত থাকে না। তবে তাঁদের "স্মৃতিভ্রংশ" হওয়ার কারণ হিসাবে "চোখের বা'র মনের বার" কথাটি একান্ত প্রযোজ্য।

অস্থির উচ্চগ্রামে বাঁধা মন এ'দের—ক্রমাগত বৌড়িয়েই বেড়াবেন, যদি আর্থিক সঙ্গতি অনুকূল হয়। গতি ও ধাবমানতার প্রতি এ'দের আকর্ষণ থাকে। এক্সপ্রেস ট্রেন, দ্রুত ধাবমান মোটরকার, বাষ্পীয় বিমান ও স্থান কালের ব্যবধাননাশী যে কোনও আবিষ্কারের প্রধান সমর্থক এ'রা।

জীবনে প্রবল উত্থান-পতনকে এ'রা গ্রাহ্য করেন না। নিমেষে প্রফুল্ল ও বিমর্ষ হওয়া এ'দের বিচিত্র নয়। দৃষ্টিভঙ্গীর বহু পরিবর্তন এ'রা করেন কিন্তু যদি কারো প্রতি একবার রুষ্ট হন, তবে তখন থেকে সে ব্যক্তি তাঁর জীবন থেকে মুছে যান। চূড়ান্ত সাফল্যের মুহূর্তে হঠাৎ তাঁরা সব কিছু ছেড়ে দিতে পারেন এবং-দায়িত্বপূর্ণ কাজ যদি শুধু সেটা পছন্দ না হয় তবে সেই কাজ মুহূর্তে ছেড়ে দিতে দ্বিধা করেন না।

মিথুন চিহ্নকে বুধের সক্রিয় ঘরও বলা হয়। বুধের বুদ্ধি সমৃদ্ধ দ্বৈত স্বভাবের উপর এই সমন্বয় ও সূর্যের পরিস্থিতি জাতকের মনের উপর যথেষ্ট বুধের প্রভাব রাখে। ফলে এ'দের স্বভাব করে জটিল, ধাঁধায় পূর্ণ সবরকম ধরা-ছোঁয়ার বাইরে।

বৈচিত্র্যের প্রতি এ'দের আকর্ষণ দুর্দমনীয় এবং গতানুগতিকতা ও বৈচিত্র্যহীনতা দূর করার জন্য এ'রা সব কিছু করতে পারেন। বুদ্ধি পরিচ্ছন্ন ও যুক্তিপ্রবণ, কিন্তু মন এমনই সক্রিয় যে একই সময়ে বহুদিকে ধাবিত হতে চায়।

বছরের এই সময়ের জাতকগণ কাজ করে তৃপ্ত পান না, কারণ সম্পাদিত কাজের ত্রুটি আবিষ্কার করা এ'দের স্বভাব। প্রগতিশীল কাজে এ'দের সুনাম হয়, কিন্তু সাধারণতঃ দুই শ্রেণীর কাজ করেন এ'রা। একটি জনসাধারণের জন্য, অপরটি নিজেদের জন্য। এ'দের চরিত্রে স্বাতন্ত্র্য, আবিষ্কারকের মেধা ও উদ্যম থাকে কিন্তু

কর্মে একাগ্রতা ও অভিনিবেশের এ'দের একান্ত প্রয়োজন। মনোসংযোগ করার অভ্যাস করলে এ'দের সব বিষয়ে সাফল্য সুনিশ্চিত।

## অর্থ ভাগ্য

এই সময়ের জাতকের আর্থিক অবস্থা ব্যাখ্যা করা মুশকিল। এখানে বুধ অস্তি ঘরে অবস্থিত, ২১শে মে থেকে ২৮শে মে অবধি পূর্ববর্তী শুক্রের প্রভাব থাকে এবং ঐ রাশির গুণাবলী বুধের দ্বারা আচ্ছন্ন হয়। ২৮ মে'র কাছাকাছি জন্ম হ'লে জাতক বুদ্ধির প্রখরতা ও তীক্ষ্নতা লাভ করে এবং তারপর থেকে ক্রমে ক্রমে আরও বেশি বুধের প্রভাব দেখা যায়।

বুধকে মনের গ্রহ বলা হয় এবং মানসিকতা কোন্ দিকে ধাবিত হবে তার উপর জাতকের সব কিছু নির্ভর করে। হয়তো বা সম্পূর্ণ বুদ্ধিভিত্তিক কাজ যথা—বিজ্ঞান, শিল্প, সাহিত্য, সঙ্গীত ইত্যাদি অনুশীলনের ইচ্ছা বৃদ্ধি পাবে। এরকম ঘটলে এ'দের উচ্চাশা হবে প্রবল এবং পূর্বোক্ত যে কোন বিষয়ে জাতককে উৎকর্ষতা প্রদান করবে।

মন যদি সঞ্চয়মুখী হয় ও অর্থ সংগ্রহে মনোনিবেশ করেন তবে যে পথে দ্রুত উপার্জন করা যায়,—ব্যবসা, বিশেষতঃ ফাটকার ব্যাপারে ঝোঁক যাবে। বুধের প্রভাব বছরের এই সময়ের জাতককে কোন সাফল্যেই তৃপ্তি দেয় না এবং অর্থের অন্বেষণে এ'রা এতদূর ঝুঁকি নিতে রাজী থাকেন যে সময়ে সময়ে নিজেদের ক্ষমতার বাইরে চলে যান।

এই ভাবে মন যদি সহনশীলতার পথ বেছে নেয়, তবে এদিকে এত বেশি পরিশ্রম করবেন যে, শেষে স্নায়বিক দুর্বলতা দেখা দিতে পারে ফলে নির্বাচিত কার্যে অগ্রসর হওয়া সম্ভব হয় না।

উভয় ক্ষেত্রেই ফল একই হবে, কর্মবিরতির ফলে আর্থিক অনিশ্চয়তা দেখা দেবে। প্রকৃতিকে বশ করতে পারলে কর্মে ছেদ পড়বে না, কিন্তু আর্থিক অনিশ্চয়তা থেকেই যায়।

## স্বাস্থ্য

জুনের জাতকদের অন্য সব বিষয়ের মত এ'দের স্বাস্থ্যের বিষয়েও প্রযোজ্য। "বস্তুর উপর মনের আধিপত্য"-ই এক্ষেত্রে মূলকথা। এ'রা যদি জীবনে সফল ও সুখী হন, তবে রোগ এ'দের স্পর্শ করে না। নতুন স্নায়ুমণ্ডলীর দুর্বলতায় দেহে ব্যাধি টেনে আনেন।

বছরের এই সময়ের জাতকগণের উচিৎ বলিষ্ঠ হওয়া। স্নায়ুর উপর নির্ভরশীল এ'দের জীবন। সুতরাং স্নায়বিক দৌর্বল্যও ঘটে সহজে। বিদ্যুৎ চালিত ব্যাটারিকে যেমন সময় সময় দম দিতে হয়, এ'রাও অনেকটা সেই রকম। নিদ্রায় যদি শারীরিক ক্ষয় পূরণ করে নিতে পারেন, তবে বড় রকম ভাঙ্গন থেকে এ'রা রক্ষা পান।

স্নায়ুরোগ যথা—জিহ্বার জড়তা, তোৎলামি বা মৃগী রোগ এ'দের হ'তে পারে।

ফুসফুসের দৌর্বল্য হেতু প্লুরিসি, নিউমোনিয়া হ'তে পারে। একজিমা, দাদ, চুলকানি জাতীয় রক্তদুষ্টি জনিত ব্যাধিও হওয়া সম্ভব।

বিবাহ, সখ্যতা, অংশীদারী ইত্যাদি জুন মাসে মিথুন চিহ্নের জাতকের পক্ষে সফল হয়। সব নিয়মের মত এখানেও ব্যতিক্রম। ত্রিগুণাত্মক বায়ুর প্রথম ঘরে জন্ম হওয়ার ফলে জুনের জাতক, ২১শে মে থেকে ২০শে জুনের মধ্যে, অর্থাৎ ত্রিগুণাত্মক বায়ুর প্রথম ঘরে যাঁদের জন্ম—তাঁদের সঙ্গে সবচেয়ে বেশি মিল পাবেন। এ ছাড়া ২১শে সেপ্টেম্বর থেকে ২০শে অক্টোবর—ত্রিগুণাত্মক বায়ুর দ্বিতীয় ঘর, ২১শে জানুয়ারী থেকে ২০শে ফেব্রুয়ারী ত্রিগুণাত্মক বায়ুর তৃতীয় ঘর এবং এই গ্রহ সমন্বয়ের শুরু ও শেষের ৭ দিনের জাতকের সঙ্গে মিলনে সব বিষয়ে মঙ্গল। বছরের বিপরীত সময় অর্থাৎ ২১শে নভেম্বর থেকে ২০শে ডিসেম্বরের মধ্যে জাত ব্যক্তির প্রতিও এ'রা আকৃষ্ট হবেন।

## দ্বিপঞ্চাশতম অধ্যায়

# যাঁরা জুন মাসের ১, ১০, ১৯ এবং ২৮ তারিখে জন্মেছেন

এ মাসের এক সংখ্যার লোকেরা ঃ

যাঁরা জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর এই সময়ে জন্মগ্রহণ করেছেন, কিরোর চালদিন সংখ্যা-তত্ত্বের নিয়মানুসারে তাঁরা রবি, ইউরেনাস, মিথুন চিহ্নে বুধের (সক্রিয়) ত্রিগুণাত্মক বায়ুর প্রথম ঘরের সব রকম প্রভাব দ্বারা চালিত হবেন। ২৮শে জুনের জাতক কর্কট, ত্রিগুণাত্মক বরুণের প্রথম ঘরের প্রভাব পাবেন।

জুন মাসে যাঁরা জন্মগ্রহণ করেন, তাঁদের চারিত্রিক ও মানসিক গঠনের মূল কথা পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে।

তবে আপনার জীবনে ও কর্মক্ষেত্রে শক্তিপূর্ণ গুণাবলী অধিক পরিমাণে বিকশিত হবে।

আপনি অত্যন্ত সহৃদয় ও দয়ালু, সহানুভূতি ও প্রশংসায় আপনার মন সহজে দ্রবীভূত হয়, ফলে অপরেও আপনার ক্ষতি করার সুযোগ পায়। আপনি অতিশয় অনুভূতিপ্রবণ, আদর্শবাদী ও কল্পনাপ্রবণ ব্যক্তি।

মন আপনার সর্বদাই সক্রিয় ও আকস্মিক প্রয়োজনের জন্য প্রস্তুত। আপনি উদ্যোগী পুরুষ, উচ্চাভিলাষী এবং স্বীয় আদর্শ সিদ্ধ করতে প্রচুর কষ্ট স্বীকার করেন।

আপনি দ্বৈত চরিত্রের ব্যক্তি এবং অপরে আপনাকে বুঝতে পারে না। অস্থির চিত্ত বলে ভ্রমণ ও পরিবর্তন আপনার প্রিয়। এ সত্ত্বেও যাবতীয় নূতন বৈজ্ঞানিক সমস্যার প্রতি আপনার কৌতূহল সদা জাগ্রত। আপনি প্রকৃত তত্ত্বজিজ্ঞাসু ও অনুসন্ধানকারী। কখনো অধ্যয়নে আপনার প্রবৃত্তি হতে পারে এবং লেখক হিসাবে

আপনার সুচারু প্রকাশ ভঙ্গী থাকতে পারে। সুখী গার্হস্থ্য জীবনের প্রতি আপনার আকর্ষণ থাকবে, কিন্তু সেখানে যথেষ্ট বিঘ্ন দেখা যেতে পারে।

সর্বদা কোন কাজে লিপ্ত থাকা আপনার স্বভাব এবং আপনার বহুমুখী মানসিকতা থাকা সম্ভব। ২৮শে জুনের জাতক প্রখর ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ও স্বাধীন মতাবলম্বী হ'ন।

### অর্থ ভাগ্য

অর্থ সম্বন্ধে আপনাকে সৌভাগ্যশালী বলা চলে এবং স্বীয় প্রতিভা বলে আপনার অর্থ স্বাচ্ছল্য আসবে। শেয়ার বাজার বা অর্থকরী শিল্পের গতিবিধি সম্বন্ধে আপনার তীক্ষ্ন দূরদৃষ্টি আছে।

### স্বাস্থ্য

ক্ষীণ হলেও আপনার দেহ মজবুত, স্নায়বিক শক্তির উপর ভরসা করে চলতে হবে আপনাকে। মাঝে মাঝে খারাপ হয়ে গেলে ব্যাটারী যেমন সারিয়ে নিতে হয়, তেমনি বিশ্রাম ও প্রচুর নিদ্রার সাহায্যে আপনাকে মাঝে মাঝে স্নায়ুর দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে হবে।

একটু বেশি উদরাময়ের আক্রমণ ছাড়া আর কোনও বিশেষ ব্যাধি আপনার নাও হতে পারে। অত্যধিক মানসিক ক্লান্তি ও স্নায়বিক চাপের ফলে এই উদরাময়ের সূত্রপাত। অল্প বয়সে ফুসফুসের ব্যাধিও হতে পারে।

আপনার সবচেয়ে উপকারী সৌভাগ্যজনক সংখ্যা। যথা—১, ৪, ৫ এবং তাদের যুক্ত সংখ্যাগুলি—১, ৪, ৫, ১০, ১৪, ১৯, ২২, ২৩, ২৮ ও ৩১।

আপনার সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় কর্ম ও সাক্ষাৎকার ওই তারিখগুলিতে করবেন।

আপনার আকর্ষণী শক্তি ও স্পন্দন বৃদ্ধির জন্য পোশাকের কোনও অংশে নিম্নলিখিত বর্ণগুলি ব্যবহার করতে পারেন—

রবি—সোনালী, হলুদ, কমলা এবং সোনালী আভাযুক্ত খয়ের রং।

ইউরেনাস—সব স্তরের ধূসর রং।

বুধ—সব ফিকে রং ও উজ্জ্বল বস্তু।

২৮শে জুনের জাতক সব সবুজ রং। বিশেষতঃ হালকা সবুজ রং পরবেন। হীরক, পোখরাজ, এ্যাম্বার, নীলকান্ত মণি ও সব উজ্জ্বল বর্ণের পাথর আপনার পক্ষে শুভ। ২৮শে জুনের জাতক মুনস্টোন, ক্যাট্স্ আই ও মুক্তা ব্যবহার করতে পারেন।

আপনার জীবনের উল্লেখযোগ্য বয়সগুলি যথাক্রমে—১, ৪, ৫, ১০, ১৩, ১৪, ১৯, ২২, ২৩, ২৮, ৩১, ৩৩, ৪০, ৪১, ৪৬, ৪৯, ৫৫, ৫৯, ৬২, ৬৪, ৬৮, ৭০, ও ৭৩।

বছরের যে কোনও মাসের '১' '৪' ও '৫' পর্যায়ের তারিখ যথা—১, ৪, ৫, ১০, ১৩, ১৪, ১৯, ২২, ২৩, ২৮ ও ৩১শে জাতকের প্রতি আপনার প্রবল আকর্ষণ থাকবে।

২৮শে জুনের জাতক ছাড়াও (২-৭) ২, ৭, ১১, ১৬, ২০, ২৫ ও ২৯ তারিখের জাতকের প্রতি আকৃষ্ট হ'তে পারেন।

যে সব বিখ্যাত লোকেরা এই তারিখে জন্মেছেন

| | |
|---|---|
| জন্ মেক্‌ফিল্ড ( কবি ) | ১লা জুন |
| জন্ ড্রিংক ওয়াটার ( লেখক ) | ,, ,, |
| রেমণ্ড হাবেল ( গীতিকার ) | ,, ,, |
| কাল ভন ক্রুস্‌জিগ্‌ ( লেখক ) | ,, ,, |
| ব্রিগহাম্‌ ইয়ং ( প্রতিষ্ঠাতা ) | ,, ,, |
| স্যার স্ট্যানলি ( আবিষ্কারক )* | ১০ই জুন |
| লিওপোল্ড অ্যাডলার ( পুঁজিপতি ) | ,, ,, |
| স্যার এডুইন্‌ আরনল্ড ( কবি ) | ,, ,, |
| মাননীয় মিল্টন স্যাভেম্‌ ( ধর্ম প্রচারক ) | ,, ,, |
| বেঞ্জামিন কন্‌স্ট্যান্‌ট্‌ ( চিত্রশিল্পী ) | ,, ,, |
| এলিজাবেথ মায়বেরী ( লেখিকা ) | ১৯শে ,, |
| ফিল্ড মার্শাল হেইগ্‌ ( জেনারেল ) | ,, ,, |
| সি এইচ পারজিয়ান্‌ ( ধর্ম প্রচারক ) | ,, ,, |
| এলবার্ট হুবার্ট ( লেখক ) | ,, ,, |
| স্যার জর্জ আলেকজাণ্ডার ( অভিনেতা ) | ২৮শে ,, |
| লীমান গেগ্‌ ( ধনপতি ) | ,, ,, |
| ইংলণ্ডরাজ অষ্টম হেন্‌রী | ,, ,, |
| রুশো ( ফরাসী দার্শনিক ) | ,, ,, |
| চার্লস স্টুয়ার্ট পার্মেল | ,, ,, |

## ত্রিপঞ্চাশতম অধ্যায়

# জুন মাসের ২, ১১, ২০ ও ২৯শে তারিখে জাত ব্যক্তিরা

এ মাসের দুই সংখ্যার লোকেরা ঃ

যাঁরা জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর এই সময়ে জন্মগ্রহণ করেছেন, কিরোর চ্যালদিন সংখ্যাতত্ত্বের নিয়মানুসারে তাঁরা চন্দ্র, নেপচুন, মিথুন চিহ্নে সক্রিয় বুধের ত্রিগুণাত্মক বায়ুর প্রথম ঘরের সবরকম প্রভাব দ্বারা চালিত হবেন। ২৯শে জুনের জাতক কর্কট চিহ্ন ত্রিগুণাত্মক বরুণের প্রথম ঘরের প্রভাব পাবেন।

জুন মাসে যাঁরা জন্মগ্রহণ করেন তাঁদের সঙ্গে আপনার চারিত্রিক ও মানসিক গঠনের মূলকথা পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে।

---

* স্ট্যানলি পরিবারের সঙ্গে আমার খুবই সখ্যতা ছিল এবং তাঁরাই আমাকে গ্ল্যাড্‌স্টোনের সঙ্গে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করে দেন।

আপনার ক্ষেত্রে কোমল ও কল্পনাপ্রবণ গুণাবলী অধিক প্রাধান্য পাবে। অভিনব চিন্তা ও নূতন ধারণা সহজেই আপনার মনে সাড়া জাগাবে। অপরের প্রতি আপনার দৃষ্টিভঙ্গী উদার ও সহানুভূতিশীল।

দ্বন্দ্ব, কলহ বা কোনও প্রকার সংগ্রামের প্রতি আপনার বিতৃষ্ণা। কলাকৌশলে বিবাদের মীমাংসা করতে আপনি সিদ্ধহস্ত। কিন্তু প্রায়ই আপনাকে জটিল পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়।

কোনরকম কূটনৈতিক জীবন, শিল্পীর জীবন বা বিশেষ বৃত্তি যেমন অ্যাকাউণ্টেন্সী আপনার বেছে নেওয়া উচিত।

সাহিত্য ও ইতিহাস আপনার প্রিয় পাঠ্য বিষয়, বহুস্থানে ভ্রমণ ও বহুবার আবাস পরিবর্তন আপনাকে করতে হবে।

আপনার অন্তর মমতা, সমবেদনা ও মানবিকতায় পরিপূর্ণ।

আপনার মন সদাজাগ্রত ও প্রতিভাদীপ্ত।

লাইব্রেরীতে দেখে বেছে পুস্তক চয়নে আপনার বিশেষ আনন্দলাভ হয় ও সাহিত্য নিয়ে সাফল্য আসবে।

কোনও গতানুগতিক বা ব্যবসায়িক কাজে আপনি আনন্দ পান না। জীবিকার্জনের জন্য লেখক বা শিল্পীর বা সম্পাদকীয় কাজে অথবা উচ্চমানের কাল্পনিক ধারায় সাহিত্য সৃষ্টি আপনার পক্ষে ভাল।

## অর্থ ভাগ্য

যে কোনও রকমে অর্থ সঞ্চয় আপনার কখনই লক্ষ্য নয়।

এ বিষয়ে আপনাকে সচেতন থাকতে হবে। অর্থসঞ্চয় করা আপনার স্বভাব নয়। মনোজগৎ, বুদ্ধির জগতে বিচরণ করেন বলে তাৎক্ষণিক প্রয়োজন মেটানো ছাড়া অর্থের কোনও মূল্য নেই আপনার কাছে, আপনি সেই আশাবাদী সম্প্রদায়ভুক্ত যাঁরা স্বপ্নরাজ্যে বিচরণ করেন, কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে প্রায়ই এ'দের স্বপ্ন সত্যে পরিণত হয়।

## স্বাস্থ্য

আপনার গ্রহসমন্বয় শারীরিক শক্তির নির্দেশ করে না। পেটের উপরিভাগে দুর্বলতা থাকার ফলে আপনাকে সাবধানে খাদ্য নির্বাচন করে খেতে হবে। যদি সেটা করতে পারেন, তবে কঠিন পীড়ার হাত থেকে রক্ষা পাবেন, দীর্ঘায়ু লাভ করবেন, কিন্তু কখনও তেমন বলিষ্ঠ হবেন না।

আপনার পক্ষে শুভ সংখ্যা ও মঙ্গলপ্রদ তারিখগুলি—২, ৫, ৭, ১১, ১৪, ১৬, ২০, ২৩, ২৫ ও ২৯।

গ্রহ শক্তি আকর্ষণের জন্য আপনি পোশাকের কোনও অংশে নিম্নলিখিত বর্ণগুলি ব্যবহার করবেন—

চন্দ্র—সব স্তরের সবুজ, ঘি রং ও সাদা।

নেপচুন—কপোত ধূসর ও বিদ্যুৎ বর্ণগুলি।

বুধ—সব ফিকে রং, উজ্জ্বল বস্ত্র।

জেড, মুনস্টোন, ক্যাট্‌স আই, মুক্তা, নীলকান্ত মণি, হীরা ও উজ্জ্বল পাথর আপনার পক্ষে শুভ।

আপনার জীবনের উল্লেখযোগ্য বয়সগুলি যথাক্রমে—২, ৪, ৫, ১১, ১৩, ১৪, ২০, ২২, ২৩, ২৯, ৩১, ৩২, ৩৮, ৪০, ৪১, ৪৭, ৪৯, ৫০, ৫৬, ৫৮, ৫৯, ৬৫, ৬৭, ও ৬৮।

২, ৫ ও ৭ ঘরের যে কোনও মাসের জাতক আপনাকে টানবে এবং '১' ও '৪' পর্যায় যথা—১, ৪, ১০, ১৩, ১৯, ২২, ২৮ ও ৩১ তারিখের জাতকও আপনার মনোযোগ ভীষণভাবে আকর্ষণ করতে পারে।

### যে সব বিখ্যাত লোকেরা এই তারিখে জন্মেছেন

| | |
|---|---|
| টমাস্ হার্ডি (ঔপন্যাসিক) | ২রা জুন |
| পোপ পায়াস* | ,, ,, |
| স্যার উইলিয়াম্ এল্গার (গীতিকার) | ,, ,, |
| মিসেস হ্যাম্ ফ্রে ওয়ার্ড (লেখিকা) | ,, ,, |
| মিলমেট কমেট্ (লেখিকা) | ,, ,, |
| উইলকি টোলী (দেশপ্রেমিক) | ২০শে ,, |
| উইলিয়াম জেমস মেয়ো (সার্জন) | ২৯শে ,, |
| জেনারেল গথেল্স্ (পানামা খাল তৈরী করেন) | ,, ,, |
| রুবেন্স্ (চিত্রশিল্পী) | ,, ,, |
| পলরয়েণ্টন্ (সাঁতারের পোশাক আবিষ্কর্তা) | ,, ,, |
| ডব্লিউ বোরা (সিনেটার) | ,, ,, |

## চতুর্পঞ্চাশতম অধ্যায়

# জুন মাসের ৩, ১২, ২১ ও ৩০ তারিখে জাত ব্যক্তিরা

এ মাসের তিন সংখ্যার লোকেরা :

যাঁরা জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর এই সময়ে জন্মগ্রহণ করেছেন কিরোর চ্যালদিন সংখ্যাতত্ত্বের নিয়মানুসারে তাঁরা বৃহস্পতি ও বুধের স্পন্দন মিথুনের ঘরে,

* এই লোকের সঙ্গে আমার সাক্ষাত হয় এবং আমি তাঁকে আমার তত্ত্ব ও সংখ্যাতত্ত্ব সম্পর্কে বোঝাই। তিনি খুব আনন্দিত হন এবং এর তাৎপর্য স্বীকার করেন। তিনি নিজে কোথাও শুভদিন ছাড়া শুভ কাজ করতেন না। তিনি আমার পথে পূর্ণ আস্থাবান ছিলেন।

ত্রিগুণাত্মক বরুণের প্রথম ঘরের সবরকম প্রভাব দ্বারা চালিত হন। ৩০শে জুনের জাতক চন্দ্র ও নেপচুনের অধীনে কর্কট চিহ্ন, ত্রিগুণাত্মক বরুণের প্রথম ঘরের প্রভাব পাবেন।

জুন মাসে যাঁরা জন্মগ্রহণ করেন তাঁদের চারিত্রিক ও মানসিক গঠনের মূলকথা পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে। তবে সক্রিয় গুণাবলী আপনার জীবনে প্রতিফলিত হবে খুব বেশি।

কর্মোদ্যোগের সার্থক পরিণতি লাভ করা আপনার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। কিন্তু সহজে আপনি তুষ্ট হন না এবং জীবনের শেষ দিন অবধি আপনার চেষ্টার বিরাম থাকে না।

আপনি সু-পরিচালক। বড় ব্যবসা, সরকারী চাকুরির সম্মানিত পদ, মিউনিসিপ্যালিটি বা বৃহৎ সমবায়ের দায়িত্ব গ্রহণের ক্ষমতা রাখেন। ছোট হ'লেও পেশাদারী প্রতিষ্ঠানগুলির ভ্রাম্যমাণ প্রতিনিধির কাজ এবং নব আবিষ্কৃত দ্রব্যের পরিবেশনায় আপনি সফলকাম হবেন।

যেখানেই যান না কেন বন্ধুর অভাব আপনার হবে না এবং অপরকে আপনি সহজে আয়ত্তে আনতে পারেন। মন আপনার বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী এবং বক্তা হিসাবে আপনি শ্রোতা আকৃষ্ট করতে পারেন। এবং যে কোন বিষয়েই কথা বলতে পারেন।

আবিষ্কারকের মনোবৃত্তি আপনার এবং বিমানযোগে ভ্রমণ, বেতার, টেলিভিশন ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণায় আপনার আগ্রহ আছে। এই জাতীয় কাজ, সাহিত্যিক প্রচেষ্টা ও বৈজ্ঞানিক বিষয়ে লিপ্ত থাকলে আপনার সাফল্য সুনিশ্চিত। গতিশীলতা, বাষ্পীয় শকটের দ্রুতগতি ও ব্যবধানের বিনাশ আপনাকে আকৃষ্ট করে।

## অর্থ ভাগ্য

সহজে অর্থোপায় করতে পারবেন, উচ্চপদ লাভ ও অর্থ সঞ্চয়ে আপনার অসুবিধা হবে না। কিন্তু আপনি সহজে তৃপ্ত হন না। সর্বদা "আয়ত্তের বহির্ভূত" কোনও বস্তুর প্রতি আপনার আকর্ষণ থাকে।

অর্থ সম্বন্ধে আপনি উদার, নিজস্ব সঞ্চিত অর্থ অনায়াসে কল্যাণকর প্রতিষ্ঠানগুলিতে বা নিজের দুঃস্থ আত্মীয়-স্বজনকে বা স্ত্রীর আত্মীয়-স্বজনকে দান করতে পারেন।

## স্বাস্থ্য

অত্যধিক পরিশ্রম ও স্নায়বিক ক্লান্তিতে মাঝে মাঝে আপনার স্বাস্থ্য ভগ্ন হবে। অকস্মাৎ অসুস্থ হয়ে অতি দ্রুত আরোগ্য লাভ আপনি করবেন। প্রচণ্ড মাথার যন্ত্রণা, স্নায়বিক দুর্বলতা, ফুসফুস ও শ্বাসযন্ত্রের কষ্ট আপনি পেতে পারেন। চোখের যত্ন নেবেন। চশমা থাকলে সময় মত কাঁচ বদল করে নেবেন, চোখের ওপর বেশি জোর দেবেন না। সূক্ষ্ম দেহে বহু শ্রম আপনি সহ্য করতে পারেন।

'৩', '৫' ঘরের সংখ্যা বা সেই পর্যায়ের তারিখ যথা ৩, ৫, ১২, ১৪, ২১, ২৩ ও ৩০ আপনার পক্ষে কার্যকরী। ৩০শে জুনের জাতকের পক্ষে ২-৭ সংখ্যা যথা ২, ৭, ১৬, ২০, ২৫ ও ২৯ তারিখ শুভ।

আকর্ষণী শক্তি বৃদ্ধির জন্য আপনার পোশাকের কোনও অংশে নিম্নলিখিত রংগুলি ব্যবহার করবেন—

বৃহস্পতি—বেগুনী, ভায়োলেট ও গাঢ় বেগুনী।

বুধ—ফিকে রং ও জ্বলজ্বলে রং।

৩০শে জুনের জাতক উপরোক্ত রংগুলির সঙ্গে সব স্তরের সবুজ রং ব্যবহার করতে পারেন।

এমেথিস্ট, সব বেগুনী পাথর, হীরক ও উজ্জ্বল পাথর আপনার পক্ষে শুভ।

আপনার জীবনের গুরুত্বপূর্ণ বছরগুলি যথাক্রমে—৩, ৫, ১২, ১৪, ২১, ২৩, ৩০, ৩২, ৩৯, ৪১, ৪৮, ৫০, ৫৯, ৬৬, ৬৮, ৭৫ ও ৭৭।

যে কোনও মাসের '৩' ও '৫' ঘরের তারিখগুলির জাতক যথা—৩, ৫, ১২. ১৪, ২১, ২৩ ও ৩০-এর ব্যক্তিগণ আপনাকে আকৃষ্ট করবে।

৩০শে জুনের জাতক ২—৭ পর্যায় যথা—২, ৭, ১১, ১৬, ২০, ২৫ ও ২৯ তারিখে জাত ব্যক্তিদের প্রতি আকৃষ্ট হবেন। এই পথে চললে জীবনে বহু সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম হবেন। এছাড়া মাঝে মাঝে অদৃশ্যভাবে এইসব দিনে আপনার জীবনে শুভ যোগাযোগ ঘটবে।

### যে সব বিখ্যাত লোকেরা এই তারিখে জন্মেছেন

| | | |
|---|---|---|
| ইংলণ্ডরাজ পঞ্চম জর্জ | ৩রা | জুন |
| রিচার্ড কর্বডেন ( অ্যাড্‌ভোকেট ) | ” | ” |
| জিওফ্রে ডেভিস ( যুদ্ধসময়ে প্রেসিডেণ্ট ) | ” | ” |
| সিডনী স্মিথ ( সমালোচক ) | ” | ” |
| জন্ অ্যাগার ( বিখ্যাত আইনজ্ঞ ) | ” | ” |
| চার্লস্ কিংস্‌লী ( লেখক ) | ১২ই | ” |
| স্যার অলিভার লজ্ ( বিজ্ঞানী )* | ” | ” |
| ড্যানিয়েল কার্টার রিয়ার্ড ( লেখক ) | ২১শে | ” |
| ওকেনন্‌ব্যাক্ ( গীতকার ) | ” | ” |
| স্যার জোসেফ্ স্ট্যাম্প ( অর্থনীতিবিদ্ ) | ” | ” |
| লিব্‌নিজ্ ( অঙ্কশাস্ত্রবিদ্ ) | ” | ” |
| ওয়াল্টার হ্যাম্পডেন্ ( অভিনেতা ) | ” | ” |
| ম্যাক্স বেলামি ( চলচ্চিত্র ) | ” | ” |

* স্যার অলিভার লজ্ ইংলণ্ডের একজন মনস্বী ব্যক্তি। তিনি ৩ সংখ্যক দিনে লণ্ডনের কলেজে ডক্টর হবার জন্য ভর্তি হন। তাতে সাফল্য লাভ করেন। বেতার বিজ্ঞানে তাঁর অবদান বিরাট। রাজা সপ্তম এড্‌ওয়ার্ড তাঁকে নাইট উপাধিতে ভূষিত করেন। তিনি উনিশ বছর ধরে বার্মিংহাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন। বিজ্ঞান সম্পর্কে তিনি অনেক মূল্যবান বই লেখেন। তিনি আমার হস্তরেখা-বিজ্ঞান সম্পর্কে বিরাট উৎসাহী ছিলেন।

## পঞ্চপঞ্চাশতম অধ্যায়

# জুন মাসের ৪, ১৩ ও ২২ তারিখে জাত ব্যক্তিরা

**এই মাসের চার সংখ্যার লোকেরা ঃ**

যাঁরা জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর এই সময়ে জন্মগ্রহণ করেছেন কিরোর চ্যালদিন সংখ্যাতত্ত্বের নিয়মানুসারে তাঁরা ইউরেনাস, রবি ও বুধের মিথুন চিহ্নের ত্রিগুণাত্মক বায়ুর প্রথম ঘরের সবরকম প্রভাব দ্বারা চালিত হন।

জুন মাসে যাঁরা জন্মগ্রহণ করেন তাঁদের সঙ্গে আপনার চারিত্রিক ও মানসিক গঠনের মূল কথা পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু আপনার ক্ষেত্রে চরিত্রের দোষ গুণ অধিকতর প্রকট হবে।

ইউরেনাস ও বুধের যোগাযোগ অসাধারণ, সেইজন্যে আপনার জীবন স্বতন্ত্র হবে।

আপনি অতি ভিন্ন প্রকৃতির মানুষ, অ-স্বাভাবিক ব্যক্তি'ও বস্তুর প্রতি আপনার ঝোঁক এবং আকস্মিক, অকল্পিত ঘটনা আপনার জীবনে সবচেয়ে বড় স্থান পাবে।

সব ব্যাপারে আপনার স্বাতন্ত্র্যতা প্রকাশ পাবে। আপনার বহু আশ্চর্য উপলব্ধি হবে এবং বহু ঘটনা আপনি আগে হতে টের পাবেন। উদ্ভাবনী শক্তি, নূতন নূতন ধারণার প্রতি আকর্ষণ, সমাজ সংস্কার ও চিরাচরিত ধারা হ'তে বিচ্ছিন্ন বিষয়ে অধ্যয়নে আপনার আগ্রহ থাকবে।

বিদ্যুৎ, টেলিভিশন, চিন্তার আদান-প্রদান, যোগবলে মনান্তরে চিন্তা সঞ্চার, বায়বীয় যন্ত্রাদি আবিষ্কার ও বাতাস যোগে ভ্রমণে আপনার অসীম আগ্রহ আছে।

বিমান, ঘূর্ণিবার্তা, বিদ্যুৎ ও বায়ুর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দুর্ঘটনার সম্মুখীন হওয়াও আপনার পক্ষে অসম্ভব নয়।

ধর্ম, সরকারী সমস্যা ও সামাজিক ব্যাপার সম্বন্ধে আপনার আশ্চর্য ধারণা আছে।

আপনার চিন্তাধারার সঙ্গে মিল হয়, এমন ব্যক্তির সাক্ষাৎ পেলে তবেই বিবাহ করবেন। নতুবা বিবাহ সুখের হবে না।

আধিভৌতিক ব্যাপারে আপনার আকর্ষণ থাকতে পারে, সেক্ষেত্রে সাহিত্য বা বক্তৃতার সাহায্যে বিষয়টিকে জনসাধারণের পক্ষে মনোগ্রাহী করতে পারেন।

আত্মীয়-স্বজন আপনাকে শান্তি দেবে না। অত্যধিক স্বাধীনচেতা হওয়ার জন্যে আপনি তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন একক জীবন যাপন করবেন। আপনার বিরুদ্ধে মামলা-মোকদ্দমা হ'তে পারে। আপনি তা থেকে দূরে থাকতে চেষ্টা করবেন।

### অর্থ ভাগ্য

এ বিষয়েও আপনার ভাগ্য অস্বাভাবিক ও অনিশ্চিত। অকস্মাৎ অর্থ লাভ হতে পারে। কিন্তু আপনি তা ধরে রাখতে পারবেন না। যে যুগে আপনি জন্মেছেন তার থেকে আপনার মতামত অনেক বেশি প্রগতিশীল হ'তে পারে। ঝুঁকি নিয়ে টাকা

খাটানোর দিকে আপনার ঝোঁক থাকতে পারে, কিন্তু আপনি সর্বদা নির্যাতিতের পক্ষে থাকেন এবং তাকে শেষ অবধি ডাঙ্গায় টেনে তুলতে পারেন।

নূতন চিন্তাধারা যথা—

বৈদ্যুতিক আবিষ্কার, বেতার, টেলিভিশন, টেলিফোন, সিনেমা, অসাধারণ সৃষ্টি-মূলক কাজ এবং উচ্চশ্রেণীর সাহিত্য কীর্তির সঙ্গে আপনার ভাগ্য জড়িত থাকবে।

নূতন শ্রেণীর চিকিৎসক হিসাবে আপনি সফল হতে পারেন কিন্তু আপনাকে বহু প্রকার বিরোধিতা ও ভুল বোঝার সম্মুখীন হ'তে হবে। তবু নিজের ধ্যান-ধারণায় আপনি লেগে থাকতে পারবেন।

## স্বাস্থ্য

এ বিষয়ে আপনাকে অতি আশ্চর্য অবস্থার সম্মুখীন হতে হবে। আপনি বলিষ্ঠ নন, অদ্ভুত রহস্যময় ব্যাধি আপনাকে আক্রমণ করতে পারে। চিকিৎসকের প্রভাব আপনার উপর কার্যকরী হওয়া শক্ত। হয়তো আপনাকে বহুবার চিকিৎসক পরিবর্তন করতে হবে।

ঔষধের প্রভাব আপনার উপরে বেশি অল্প পরিমাণ ঔষধে কাজ বেশি হবে। নিজের ওপর ঔষধের ফল নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাবেন। বিশেষতঃ মানসিক ব্যাধি আরোগ্য করার দিকে আপনার কৌতূহল থাকবে।

'৪' ও '৫' এর পর্যায়ের সব সংখ্যা ও তারিখ যথা—৪, ৫, ১৩, ১৪, ২২, ২৩ ও ৩১ আপনার পক্ষে কার্যকরী। '৩' ঘরের সংখ্যা ও এই তারিখগুলির জাতকগণ যথা—৩, ১২, ২১, ৩৮ আপনার জীবনে বার বার দেখা দেবে। কিন্তু বেশির ভাগ তাদের ক্রিয়াকলাপ আপনার বিপক্ষেই যাবে। সুতরাং এই সংখ্যা ও তারিখগুলি আপনি এড়িয়ে চলবেন। ৮ ও সেই পর্যায়ের সংখ্যাও যথা—৮, ১৭, ২৬ আপনার পক্ষে বর্জনীয়।

গ্রহশক্তি আকর্ষণকারী ও স্পন্দন বৃদ্ধির জন্য আপনি পোশাকের যে কোনও অংশে নিম্নলিখিত রংগুলি ব্যবহার করবেন। যথা—

ইউরেনাস—ধূসরের সর্বস্তর ও বৈদ্যুতিক বর্ণগুলি।

বুধ—সব ফিকে রং।

নীলকান্ত মণি, হীরক, সব সাদা ও উজ্জ্বল পাথর আপনার পক্ষে শুভ।

আপনার জীবনের উল্লেখযোগ্য বর্ষ যথাক্রমে—৪, ৫, ১৩, ১৪, ২২, ২৩, ৩১, ৩৫, ৪০, ৪১, ৪৯, ৫০, ৫৯, ৬৭, ৬৮, ৭৬ ও ৭৭ বছর।

বছরের যে কোন মাসে ৪ ও ৫ ঘরের লোকেরা যথা—৪, ৫, ১২, ১৪, ৫৩, ৫৫ বা ৩১ এবং '১' সংখ্যার লোকেরা যথা—১, ১০, ১৯ ও ২৮ এর জাতক আপনাকে আকর্ষণ করবে প্রচুর।

যে সব বিখ্যাত লোকেরা এই তারিখে জন্মেছেন

| | |
|---|---|
| ফিল্ড মার্শাল লর্ড এলমেলী | ৪ঠা জুন |
| জেরোম বেলন্যাক ( লেখক )* | ,, ,, |
| ইংলণ্ডরাজ তৃতীয় জর্জ | ,, ,, |
| স্যামুয়েল গোল্ডউইন ( চিত্র প্রযোজক ) | ,, ,, |
| ইয়েট্‌স্ ( বিখ্যাত কবি )** | ১৩ই ,, |
| লরিম্ ওয়েবার ( চিত্রনাট্য লেখক ) | ,, ,, |
| টমাস্ আরনল্ড ( শিক্ষাবিদ ) | ,, ,, |
| বেসিল্ র‍্যাথ্ বোন্ ( চলচ্চিত্র ) | ,, ,, |
| রাইডার হ্যাগার্ড ( লেখক ) *** | ২২শে ,, |
| ক্যাপ্টেন মিরুথ্ মিলার ( লেখক ) | ,, ,, |
| জুলিয়ান হথর্ন ( লেখিকা )**** | ,, ,, |

## ষষ্ঠপঞ্চাশতম অধ্যায়

## জুন মাসের ৫, ১৪, ২৩ তারিখে জাত ব্যক্তিরা

এ মাসের পাঁচ সংখ্যার লোকেরা :

যাঁরা জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর এই সময়ে জন্মগ্রহণ করেছেন, কিরোর চ্যালদিন সংখ্যাতত্ত্বের নিয়মানুসারে তাঁরা স্বকক্ষে সক্রিয় বুধের স্পন্দনে মিথুন চিহ্ন ত্রিগুণাত্মক বায়ুর প্রথম ঘরের সবরকম গুণাবলী পাবেন।

জুন মাসে যাঁরা জন্মগ্রহণ করেছেন, পূর্বে তাদের চারিত্রিক ও মানসিক গঠনের মূলকথা আলোচনা করা হয়েছে।

আপনার ক্ষেত্রে বুধ স্বঘরে অবস্থিত হওয়ার ফলে এই মাসে বুধ দ্বিগুণভাবে শক্তিশালী। সেইজন্য ৫, ১৪ এবং ২৩শে জুনের জাতকের উপর গ্রহ প্রভাব বিশেষভাবে প্রতিফলিত হবে।

আপনার মস্তিষ্ক অত্যন্ত সক্রিয়, উদ্ভাবনী শক্তি-সম্পন্ন চিন্তা ও কর্মে তৎপর, সেইজন্য চিমেতালের একঘেয়ে কাজে আপনার বিতৃষ্ণা। যাঁর সঙ্গে বহুবার কাজ করতে পারেন এমন কোনও সঙ্গী বা অংশীদার আপনি পাবেন না, সেইজন্য আপনার জীবন ও কর্মক্ষেত্রে বহু পরিবর্তন আপনি আশা করতে পারেন।" রাতারাতি "বড় লোক"

* মিঃ গোল্ড উইন স্বীকার করেন যে আমার মত এবং পথে চলে বহুলোক লাভবান হন।

** কবি ইয়েট্‌স আমার জ্যোতিষশাস্ত্রের বিরাট ভক্ত ও বোদ্ধা ছিলেন।

*** লেখক রাইডার হ্যাগার্ড স্বীকার করেন যে আমার মতে অস্বাভাবিক উপন্যাস লিখে তিনি বিরাট খ্যাতি পান।

**** লেখিকা হথর্ন আমার মতে বিশ্বাসী ছিলেন এবং তিনি তাঁর হাতের ছাপ আমাকে উপহার দেন।

হওয়ার সব পরিকল্পনা আপনাকে আকৃষ্ট করবে, বিশেষ করে যদি মাসের মাঝামাঝি আপনার জন্ম হয়। স্টক একচেঞ্জে অথবা হাতে হাতে লাভের ব্যবসায়ে ঝুঁকি নিয়ে টাকা ঢালতে আপনার আপত্তি নেই।

সময় সময় আপনি প্রচুর ভাগ্যবান হবেন। আবার বহু ক্ষতির সম্মুখীনও হবেন। সেইজন্য আপনার দুর্দিনের পাথেয় হিসাবে কিছু অর্থ সঞ্চিত রাখা উচিত। অবশ্য যদি প্রভূত সম্পত্তির মধ্যে অপরের দায়িত্বে গচ্ছিত অর্থের মাঝে জন্মলাভের সৌভাগ্য আপনার থাকে, সে কথা ভিন্ন।

অসম্ভব চঞ্চল মতি আপনি ক্রমাগত গৃহ নির্মাণ করেন, অথচ বেশিদিন সেখানে বাস করেন না। ভ্রমণের আসক্তি আছে আপনার, মুহূর্তের খেয়ালে সব ছেড়ে চলে আসেন এবং সবচেয়ে দ্রুতগামী যানের সাহায্যে গন্তব্যস্থলে পেঁছে যান।

বিমান, এক্সপ্রেস ট্রেন, দ্রুতগামী মোটরগাড়ি আপনার জীবনের অঙ্গস্বরূপ হয়ে দাঁড়াবে। যে কোনও মুহূর্তে গতির জন্য আপনি জীবন দিতে প্রস্তুত। একচুলের জন্য মৃত্যু এড়িয়ে গেছেন এমন বহু ঘটনা আপনার জীবনে ঘটবে, কিন্তু সাধারণতঃ ভাগ্য আপনাকে রক্ষা করবে।

মনুষ্য সঙ্গ আপনাকে বেশি দিন আনন্দ দিতে পারবে না। আপনার অন্তঃকরণ করুণায় পরিপূর্ণ, কিন্তু আপনার স্বভাব বশে "চোখের আড়াল, মনের আড়াল" সৃষ্টি করে।

সর্বদা দুই বা ততোধিক বিষয়ে জড়িত থাকার মত দ্বৈত চরিত্র আপনার। একই সঙ্গে দুজনকে আপনি ভালবাসতে পারেন, কে যে আপনার অধিক প্রিয় সেকথা নিজেই স্থির করতে পারেন না। জীবনের কোন সময়ে দু'টি বিবাহ করে আপনি দুই সংসার পাততে পারেন।

## অর্থ ভাগ্য

উপস্থিত ও চতুর মস্তিষ্ক বুদ্ধি আপনাকে এ বিষয়ে বহু সুযোগ এনে দেবে। আপনি কখনো ধনী, কখনো দরিদ্র। যখন আপনার হাতে অর্থ থাকে, তখন আপনি অমিত-ব্যয়ী, কিন্তু অর্থাভাবে আপনি অনেক নীচু মহলেও মানিয়ে নিতে পারেন। অসুবিধা এই যে, অবস্থা ও পরিস্থিতির সঙ্গে আপনি অতিরিক্তভাবে মিশে যান।

যে কোনও উদ্যোগ, বাণিজ্য, শিল্প বা অন্য কাজে আপনি লিপ্ত থাকুন না কেন স্বীয় চারিত্রিক দুর্বলতাগুলি সংযত রাখতে পারলে সাফল্য আপনার অনিবার্য। জনতার দৃষ্টির সামনে যাঁকে স্থান করে নিতে হবে তাঁর জন্মের পক্ষে একটি প্রকৃষ্ট সময়।

## স্বাস্থ্য

আপনি নিজেই আপনার চরম শত্রু। উচ্চগ্রামে বাঁধা হ'লেও আপনার শারীরিক গঠন উৎকৃষ্ট। প্রতিটি ক্ষেত্রে আপনি নিজেকে বড় বেশি এগিয়ে দেন। স্নায়ুর উপর

ভর করে আপনি পরিবর্তন ও ভ্রমণের মোহে ঘুরে বেড়ান। নিজেকে সচল রাখার জন্য মাঝে মাঝে মাদকদ্রব্য ব্যবহার করেন 'যা' আপনার পরিপাক শক্তির পক্ষে ক্ষতিকর। নিয়ম-কানুনের উপর আপনার যত রাগ, সেইজন্য নিয়মে চলা আপনার অভ্যাস নেই। খেয়াল খুশির উপর আপনার আহার ও নিদ্রা চলে, ফলে আপনার উৎকৃষ্ট স্বাস্থ্যটি ভেঙ্গে যায়। স্নায়বিক গণ্ডগোলের ফলে ঘন ঘন চোখের পাতা নাড়া' জিভ বা কথার জড়তা, রক্তদুষিত, একজিমা বা চর্মরোগ হতে পারে।

৫ ও ঐ পর্যায়ের সংখ্যাগুলি, ৫, ১৪ ও ২৩ আপনার পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ।

হীরক, শ্বেতমণি ও সব উজ্জ্বল পাথর আপনার ধারণযোগ্য।

আপনার জীবনের প্রধান বর্ষগুলি যেমন—৫, ১৪, ২৩, ৩২, ৪১, ৫০, ৫৯, ৬৮, ও ৭৭।

বছরের যে কোনও মাসের ৫, ১৪ ও ২৩ তারিখে জাতক আপনাকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করবে।

এই জুন মাসের ৫ তারিখে জাত লোকদের সম্বন্ধে একটি বিশেষ কথা হলো তাঁরা জীবনে বন্ধু খুব কম পাবেন।

তাই সব সময় নিজ মনে চলতে হবে এবং তার মধ্যে দিয়ে বুদ্ধি দ্বারা উন্নতি করতে হবে। এইভাবে না চললে জীবনে সফলতা অর্জন করা অনেক সময় কঠিন হবে এমন কি ব্যর্থতাও আসা সম্ভব।

## যে সব বিখ্যাত লোকেরা এই তারিখে জন্মেছেন

| | |
|---|---|
| মার্টিমার এল্ স্কিক্ | ৫ই জুন |
| অ্যাডাম্ স্মিথ্ ( অর্থনীতিবিদ্ ) | ,, ,, |
| উইলিয়াম বয়েড্ ( চলচ্চিত্র ) | ,, ,, |
| কাউন্ট জন্ ম্যাক্‌কর্ম্যাক* | ১৪ই ,, |
| ম্যাডাম্ সুম্যান হিংক ( গায়িকা ) | ,, ,, |
| ম্যানুয়েল ক্রুথার ( লেখক ) | ২৩শে ,, |
| আলেকজাণ্ডার জিবীম্যান ( লেখক ) | ,, ,, |
| রাজা অষ্টম এড্‌ওয়ার্ড | ,, ,, |
| আভিন কব্ ( রসিক শিল্পী ) | ,, ,, |
| জোসেপাইন ( নেপোলিয়ানের স্ত্রী ) | ,, ,, |

* কাউন্ট আমার কাজে খুশী হয়ে আমার খাতায় লেখেন—কিরো তুমি অদ্ভূত—অনির্বচনীয়—তোমার তুলনা হয় না।

এটি লিখে তিনি বড় বড় হরফে নিচে তাঁর নাম সই করেন।

## সপ্তপঞ্চাশতম অধ্যায়

# জুন মাসের ৬, ১৫ এবং ২৪ তারিখে জাত ব্যক্তিরা

এ মাসের ছয় সংখ্যার লোকেরা ঃ

যাঁরা জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর এই সময়ে জন্মগ্রহণ করেছেন কিরোর চ্যালদিন সংখ্যা-তত্ত্বের নিয়মানুসারে তাঁরা শুক্র ও বুধের স্পন্দনে মিথুন চিহ্নে ত্রিগুণাত্মক বায়ুর প্রথম ঘরের সব রকম প্রভাব দ্বারা চালিত হবেন।

জুন মাসে যাঁরা জন্মগ্রহণ করেন, তাঁদের চারিত্রিক ও মানসিক গঠনের মূলকথা আগেই আলোচনা করা হয়েছে।

এই বিশেষ দিনগুলিতে জন্মগ্রহণ করে, বিশেষ গ্রহ সমন্বয়ের ফলে আপনি সৌভাগ্যবান ও জনগণের দ্বারা অভিনন্দিত হবেন।

একাধিক পথে আপনার অর্থপ্রাপ্তি আছে, বিশেষ বিশেষ সুযোগ জীবনে আপনি বহুবার পাবেন।

এই গ্রহ সমন্বয়ে একশ্রেণীর জাতক অত্যন্ত কল্পনাপ্রবণ, সঙ্গীত, শিল্প, সাহিত্য, বাগ্মীতা ও উত্তম ধর্মযাজক হিসাবে এঁরা সফল হন।

৬, ১৫, ২৪শে জুনের জাতক সমাজে প্রতিষ্ঠা ও সংসারে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। কিন্তু ভাগ্যের উপর ভরসা করে বসে থাকেন বলে মাঝে মাঝে মানসিক অবসাদ ও বিষাদখিন্নতায় জর্জরিত হন।

আপনার মধ্যে অসম্ভব আকর্ষণী শক্তি আছে। বিপরীত লিঙ্গের কাছে আপনার আকর্ষণ দুর্দমনীয়, ফলে বহু অপ্রচলিত প্রণয় ঘটিত ব্যাপার ও ঘটনা বহুল জীবনের মধ্য দিয়ে আপনাকে আসতে হবে।

কোন রকম বাধ্য-বাধকতা আপনার পছন্দ নয়। স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা ও জীবনে অন্যদের উপরে স্থান পাবার উচ্চাশায় আপনি সদাই সচল।

### অর্থ ভাগ্য

এ বিষয়ে আপনি সুখী. বহু উপহার, সম্পত্তি ও উত্তরাধিকার সূত্রে অর্থপ্রাপ্তি যোগ আপনার আছে।

### স্বাস্থ্য

আপনার স্বাস্থ্য উচ্চগ্রামে বাঁধা। স্নায়ুমণ্ডলীর অবসাদ, হঠাৎ জ্বরের আক্রমণ, শ্বাসনালীর স্ফীতি ও হাঁপানিতে ভুগবেন।

৪ ও ৬ ঘরের সংখ্যা ও তারিখ আপনার পক্ষে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। গ্রহ-শক্তির আকর্ষণ বৃদ্ধির জন্য আপনি পোশাকের কোনও অংশে নিম্নলিখিত রংগুলি পরবেন যথা—

বুধ—সব ফিকে রং ( নারী হ'লে সব জ্বলজ্বলে বস্ত্র পরিধেয় ) ।

শুক্র—ফিকে থেকে গাঢ় অবধি সব নীল রং।

হীরক, মুক্তা, পান্না, টারকুইজ, সব নীল পাথর এবং সাদা, উজ্জ্বল স্ফটিক আপনার পক্ষে শুভ রত্ন।

আপনার জীবনের শ্রেষ্ঠ বর্ষগুলি হচ্ছে যথাক্রমে ৫, ৬, ১৪, ১৫, ২৩, ২৪, ৩২, ৩৩, ৪১, ৪২, ৫০, ৫১, ৫৯, ৬৬ এবং ৭৮।

বছরের যে কোন মাসের ৫ ও ৬ ঘরের তারিখ যথা—৫, ৬, ১৪, ১৫, ২৩ ও ২৪শের জাত জাতকদের প্রতি আপনি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হবেন।

এই তারিখে যাঁরা জন্মেছেন, তাঁদের জীবনে মাঝে মাঝে একটা অনিশ্চয়তার ভাব আসতে পারে এবং আসতে বাধ্য। এই জন্য তাঁদের কর্তব্য হলো বিচার ও বিশ্লেষণ করে চলা।

আবেগ এদের প্রধান ধর্ম। কিন্তু এই আবেগপ্রবণতা অনেক সময় তাদের ক্ষতি করতে পারে। অনেকে এই আবেগপ্রবণতার সুযোগ নেবে। তাই সাবধানে ধীর ভাবে চলাই এদের পক্ষে সবচেয়ে ভাল পথ। যাতে কেউ প্রতারণা করতে না পারে।

### যে সব বিখ্যাত লোকেরা এই তারিখে জন্মেছেন

| | |
|---|---|
| ক্যাপটেন স্কট (আবিষ্কারক) | ৭ই জুন |
| ম্যাক্সিকোর রাণী মারলাট | ,, ,, |
| বো ব্রুথেল (ইংলণ্ডের ফ্যাশন শিল্পী) | ,, ,, |
| ফিল্ড মার্শাল লর্ড কিচেনার* | ১৬ই ,, |
| লর্ড লিনের (চিত্রশিল্পী) | ,, ,, |
| জুলিয়ান প্রাকার (অংকবিদ্) | ,, ,, |
| ওয়াল্ডো এমার্সন (কবি, দার্শনিক) | ২৫শে ,, |
| মে রোজ কোল্বি (লেখক) | ,, ,, |
| চার্লস চাপ (উদ্ভিদ বিজ্ঞানী) | ,, ,, |

## অষ্টপঞ্চাশত্তম অধ্যায়

# জুন মাসের ৭, ১৬, ২৫ তারিখের জাত ব্যক্তিরা

এ মাসের সাত সংখ্যার লোকেরা:

যাঁরা জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর এই সময়ে জন্মগ্রহণ করেন, কিরোর চ্যালদিন সংখ্যাতত্ত্বের নিয়মানুসারে তাঁরা নেপচুন, চন্দ্র ও বুধের স্পন্দনে মিথুন চিহ্নে, ত্রিগুণাত্মক বায়ুর প্রথম ঘরের প্রভাব দ্বারা চালিত হবেন।

* লর্ড কিচেনারের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়। এবং কুড়ি বছর আগে আমি ভবিষ্যৎবাণী করি যে তিনি জলে ডুবে মারা যাবেন। তা পরবর্তীকালে অক্ষরে অক্ষরে সত্য প্রমাণিত হয়।

কিরো অমনিবাস—৩২।

জুন মাসে যাঁরা জন্মগ্রহণ করেন তাঁদের চারিত্রিক ও মানসিক গঠনের বিষয় আগেই আলোচনা করা হয়েছে।

আপনার স্বভাবের বিশেষত্ব হ'ল এই যে, অন্যদের চিন্তাধারা আপনি সহজেই গ্রহণ করতে পারেন, কিন্তু প্রভুত্বব্যঞ্জক রূঢ়তা আপনার চরিত্রের এই দিকটি আবৃত করে রাখে।

অসাধারণ আদর্শবাদিতা, সূক্ষ্ম অনুভূতি, সুরুচিপূর্ণ চিন্তা,কাব্যধর্মী কল্পনা, ভাবালুতা ও ভবিষ্যৎ দৃষ্টিতে আপনার অন্তর সদাই পরিপূর্ণ।

আধিদৈবিক ঘটনা আপনাকে যথেষ্ট নাড়া দেবে এবং এইসব ব্যাপারে বিবিধ বিচিত্র অভিজ্ঞতা হবে আপনার।

জগতে আর পাঁচজনের সঙ্গে আপনার আদর্শ মেলে না, কিন্তু আশে-পাশে সবাইকে প্রভাবিত করার যথেষ্ট ক্ষমতা আপনার আছে।

"প্রগতিশীল চিন্তা" মনোবিজ্ঞান, বিশ্বাসের সাহায্যে ব্যাধি দূর করা—এই সব ব্যাপারে আপনি সিদ্ধকাম এবং আপনি এই তথ্যগুলির উপর আলোচনা করা বা প্রবন্ধ লেখায় সার্থক হ'তে পারেন, কিন্তু নিজের এই ক্ষমতা আপনি লোকচক্ষুর অন্তরালে রাখতে চান।

দীর্ঘ জলপথে ভ্রমণ আপনার মনকে টানে এবং সমুদ্রের উপকূল, নদী বা হ্রদের আশে-পাশে থাকতে পারলে আপনি খুশি হন। আপনার গ্রহ সমন্বয় জলে দুর্ঘটনা বা জলমগ্ন হবার ইঙ্গিত দেয়।

সংসারের আত্মীয়স্বজন আপনাকে শান্তি দেবে না।

বিবাহ আপনার সুখের হবে না এবং বিবাহ সংক্রান্ত ব্যাপারে লোকে ভুল করে আপনাকে দোষী ভাববে। শেষ জীবনের পাথেয় সরিয়ে রাখবেন। কারণ আপনার গ্রহ সমন্বয় কৌশলী ব্যক্তিদের দ্বারা সম্পদ লুণ্ঠনের আভাস দেয়।

নব নব রূপে প্রকৃতিকে দেখতে আপনি ভালবাসেন। শিল্প আপনার প্রিয়, সুন্দর সুন্দর বস্তু সঞ্চয় করা আপনার অভ্যাস। ১৬ জুনের জাতক লর্ড কিচেনারের জীবনে এটা খুব স্পষ্টভাবে প্রত্যক্ষ করা গেছে। তিনি অজস্র চীনা ফুলদানির অপূর্ব সংগ্রহ করেছিলেন।

২৫শে জুনের জাতক আগন্তুক কর্কট চিহ্ন, ত্রিগুণাত্মক বরুণের প্রথম ঘরের প্রভাবে চলে আসবেন। আপনার রক্তে বৈচিত্র্যের কামনা প্রবল ধারায় প্রবাহিত, দৃশ্য পরিবর্তন ও সমুদ্র ভ্রমণের উগ্র বাসনা মূর্ত হয়ে থাকবে।

## অর্থভাগ্য

আর্থিক বিষয়ে আপনার বিচিত্র অভিজ্ঞতা হবে। উইলে আপনার প্রাপ্য অর্থাংশ থেকে আপনাকে প্রতারিত হতে হবে এবং সেটি উদ্ধার করতে হবে। অর্থের অনিশ্চয়তা থাকবে। ঝুঁকি নিয়ে টাকা খাটানো আপনার চলবে না, বরং যা আছে তাই সঞ্চিত রাখুন।

### স্বাস্থ্য

মন যখন দেহের উপর সক্রিয় থাকে, তখন বহ্ অভিজ্ঞতা হয়। আপনারও সেইর্প হবে। দ্শ্চিন্তা ও বিষাদ আপনার উদর ও পরিপাক শক্তির উপর ক্রিয়া করে। প্রায়ই মানসিক অবসাদ ও মনোবেদনার কারণে স্বাস্থ্য হানি হবে। সর্দি বা ফুসফুসের ব্যাধি হতে পারে, রক্ত চলাচল সংক্রান্ত ব্যাধিও আসতে পারে।

২, ৫ ও ৭ পর্যায়ের সংখ্যা ও তারিখ যথা—২, ৫, ৭, ১১, ১৪, ১৬, ২০, ২৩, ২৫, ২৯ আপনার পক্ষে উপকারী। এই তারিখগ্লিতে আপনি গ্র্ত্বপ্র্ণ কাজ ও সাক্ষাৎ-গ্লি করবেন।

গ্রহ শক্তি আকর্ষণী এই বর্ণগ্লি আপনি পোশাকে ব্যবহার করবেন, যথা—

চন্দ্র—সব স্তরের সব্জ রং, ঘি রং ও সাদা।

ব্ধ—সব ফিকে রং ও উজ্জ্বল বর্ণ।

নেপচুন—সব স্তরের কপোত ধ্সর বর্ণ। সব্জ জেড্, ম্ক্তা, ম্নস্টোন ও হীরক আপনার পক্ষে শ্ভরত্ন।

আপনার জীবনের উল্লেখযোগ্য বর্ষগ্লি যথাক্রমে—২, ৭, ১১, ১৬, ২৫, ২৯, ৩৪, ৩৮, ৪৩, ৪৭, ৫২, ৫৫, ৬০, ৬১ ও ৭০।

২ ও ৭ ঘরের তারিখ যথা—২, ৭, ১১, ১৬, ২০, ২২, ২৯-এর জাতক, তিনি বছরের যে মাসেই জন্মগ্রহণ কর্ন না কেন,—আপনাকে আকর্ষণ করবেন।

### যে সব বিখ্যাত লোকেরা এই তারিখে জন্মেছেন

| | |
|---|---|
| ডীন ইন্জে | ৬ই জ্ন |
| ভেলাকুইজ (চিত্রশিল্পী) | „ „ |
| রাশিয়ার শেষ জারিন | „ „ |
| কর্নেইল (নাট্যকার) | „ „ |
| ব্ল্যাক প্রিন্স এড্ওয়ার্ড | ১৫ই „ |
| এড্ওয়ার্ড গ্রীবা (গীতিকার) | „ „ |
| ল্ই ব্রাউন (লেখিকা) | ২৪শে „ |
| হেনরী ব্চার (ধর্মপ্রচারক) | „ „ |

## উনষষ্টিতম অধ্যায়

# জুন মাসের ৮, ১৭ ও ২৬ তারিখের জাতকগণ

এ মাসের ৮ সংখ্যার লোকেরা :

যাঁরা জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর এই সময়ে জন্মগ্রহণ করেন, কিরোর চ্যালদিন সংখ্যাতত্ত্বের নিয়মান্সারে তাঁরা শনির ও সক্রিয় ব্ধের স্পন্দনে, মিথ্ন চিহ্নের ত্রিগ্ণাত্মক বায়্র প্রথম ঘরের সবরকম প্রভাব দ্বারা চালিত হন।

২৬শে জনুনের জাতকগণ আগন্তুক কর্কট, ত্রিগুণাত্মক বরুণের প্রথম ঘরের অন্তর্গত হয়ে চারিত্রের বলিষ্ঠ গুণাবলীর অধিকারী হবেন।

জুন মাসে যাঁরা জন্মগ্রহণ করেছেন তাঁদের চারিত্রিক ও মানসিক গঠনের মূলকথা আগেই আলোচনা করা হয়েছে।

আপনার ক্ষেত্রে ভাগ্য নির্দেশিত ঘটনাগুলি বিশেষভাবে প্রকাশ পাবে। আপনার সব কাজে কঠিন ব্যক্তিত্বের পরিচয় থাকবে।

আপনি "নিয়তির সন্তান" অবস্থা ও পরিস্থিতির উপর আপনার কোনওহাত থাকবে না। আপনি যদি আগে থেকে অতি সাবধানে ও সতর্ক হয়ে চলতে পারেন তবেই রক্ষা পাবেন নতুবা অশুভ আইন-সংক্রান্ত ব্যাপারে এমন জড়িয়ে পড়বেন যে সবকিছু আপনার বিরুদ্ধে যাবে।

অন্যায় অপবাদ, কলঙ্ক ও গোপন শত্রুতা থেকে আত্মরক্ষা করতে আপনি বাধ্য হবেন এবং প্রতিবেশী ও নিকট আত্মীয়দের সঙ্গে দ্বন্দ্ব কলহ আপনার কপালের লিখন।

বিপদে নির্ভর করতে পারেন এমন বন্ধু আপনি পাবেন না। পারিপার্শ্বিক বাধ্য-বাধকতা ও অপর ব্যক্তিদের ব্যাপার থেকে নিজেকে যদি মুক্ত করে নিতে পারেন তবে বিবিধ বিষয়ে আপনি সার্থক সাধনা করতে পারেন যথা—বিজ্ঞান, গণিত, গুরুগম্ভীর সাহিত্য, দার্শনিক বিষয়বস্তু বা ধর্মতত্ত্ব।

আপন ইচ্ছানুযায়ী যে কাজই করুন না কেন একা করাই ভাল, কারণ অপরে আপনাকে ভুল বুঝবে।

যে বিষয়টি আপনার ভাল লাগে সে বিষয়ে আপনি গভীরভাবে অধ্যয়ন করেন এবং অনুশীলন করলে অসাধারণ মননশীলতার অধিকারী হবেন।

সর্ব বিষয়ে সূক্ষ্ম বিচার করে দেখা আপনার স্বভাব, ছোট ছোট ভুলত্রুটি আপনাকে উত্যক্ত করে।

"প্রগতিশীল চিন্তা" আপনার প্রিয়, কিন্তু আশেপাশের ব্যক্তিদের সঙ্গে আপনার যথেষ্ট মতান্তর থেকে যাবে।

আপনাকে জীবনে বহু পরীক্ষা ও ভুল বোঝাবুঝির সম্মুখীন হ'তে হবে, এই জন্য আপনাকে দার্শনিক মনোভাব গড়ে তুলতে হবে। বিমান যোগে ভ্রমণে আপনার বিপদের আশঙ্কা আছে।

## অর্থ ভাগ্য

এ বিষয়ে আপনি বিজ্ঞ ও সতর্ক। আপনি নীরবে ধৈর্যের সঙ্গে ব্যবসা করতে ভালবাসেন। ধীরে ধীরে বহু পরিশ্রমে আপনার অর্থবল গড়ে উঠবে। গভীর, চাপা স্বভাবের আপনি। সহজে কাউকে বিশ্বাস করেন না এ সত্ত্বেও আপনার ক্ষতি হতে পারে। যেখানেই থাকুন ভৃত্য বা অনুচর আপনার অর্থ অপহরণ করবে।

### স্বাস্থ্য

স্নায়ু আপনার মূল ব্যাধির আধার। বিরক্তি ও উৎকণ্ঠা আপনাকে বিষন্ন ও অন্তর্মুখী করবে, ফলে, আপনার স্বাস্থ্য ক্ষতিগ্রস্ত হবে। অন্ত্রের ব্যাধি, রক্তদুষ্টি ও অভ্যন্তরীণ কোনরকম পীড়া আপনাকে কষ্ট দেবে। প্রচুর পরিমাণে আপনার শাক-সব্জি আহার ও জলপান করা উচিত। অসহ্য মাথা ব্যথা, বিশেষতঃ মস্তিষ্কের গোড়ায় সাংঘাতিক যন্ত্রণা হ'তে পারে। চোখ দুটি আপনি বাঁচিয়ে চলবেন।

'৮' ও '৪' ও সেই পর্যায়ের তারিখ ও সংখ্যা আপনার পক্ষে উল্লেখযোগ্য যথা—৪, ৮, ১৩, ১৭, ২২, ২৬ ও ৩১। আপনার ক্ষেত্রে, বিশেষতঃ ২৬শে জুন আপনার জন্ম হ'লে '৮' ও '৪' সংখ্যা পর্যায়ক্রমে কার্যকরী হয় কিন্তু সে সংখ্যাগুলি আপনি বাদ দেবারই চেষ্টা করবেন। নিজে উদ্যোগী হয়ে যদি কোনও কাজ করেন, তবে অবশ্যই তা পরিহার করবেন।

গ্রহ-শক্তি আকর্ষণী স্পন্দন বৃদ্ধির জন্য সব গাঢ় রং বাদ দিয়ে ফিকে রং-এর পোশাক পরবেন।

কালো মুক্তো, কালো হীরা, গাঢ় নীলকান্তমণি আপনার পক্ষে শুভ। আপনার জীবনের শ্রেষ্ঠ বছরগুলি যথাক্রমে—৪, ৮, ১৩, ১৭, ২২, ২৬, ৩১, ৩৫, ৪০, ৪৪, ৪৯, ৫৩, ৬২, ৬৭, ৭১, ৭৩ ও ৮০। এছাড়া ৫, ১৪ এবং ৫৩।

বছরের যে কোনও মাসের '৪' ও '৮' পর্যায় তারিখের জাতক আপনাকে আকৃষ্ট করবে। ২৬শে জুন জন্ম হলে ৫—৭ ঘরের সংশ্লিষ্ট তারিখ যথা—৫, ৭, ১১, ১৬, ২০, ২৫, ২৮শের জাতক আপনার জীবনে প্রধান অংশ নেবে।

মাঝে মাঝে একটা মানসিক হতাশা ভাব আপনার জীবনে আসতে বাধ্য। তবে তা থেকে মুক্তি পাবেন কম উম্মাদনার মধ্য দিয়েই। এটাই আপনার সাফল্যের পথ তা মনে রাখবেন ; যদি জীবনের পথে অদম্যভাবে এগিয়ে যাবার চেষ্টা না করেন তা হলে সফল হতে পারবেন না।

### যে সব বিখ্যাত লোকেরা এই তারিখে জন্মেছেন

| | |
|---|---|
| স্যার স্যামুয়েল বেকার ( ভ্রমণকারী ) | ৮ই জুন |
| ক্যাগ্লিয়োস্ট্রো ( দার্শনিক ) | ” ” |
| স্যার জন্ মিলেটস ( চিত্রশিল্পী ) | ” ” |
| চার্লস্ রীড্ ( ঔপন্যাসিক ) | ” ” |
| স্যার উইলিয়াম ক্রুক্স ( বিজ্ঞানী )* | ১৭ই ” |
| জন ওয়েস্লে ( ধর্ম প্রচারক ) | ” ” |
| গোঠনড্ ( গীতিকার ) | ” ” |

* লর্ড ক্রুকস্ আমার ক্রিয়া সম্পর্কে খুব উৎসুক ছিলেন। তিনি আমাকে তাঁর বিয়েতে নিমন্ত্রণ করেন। তাঁর স্ত্রী এ ব্যাপারে উৎসাহী ছিলেন। জীবন ও মৃত্যুর বিষয়ে তিনি অনেক গবেষণা করেন।

| | |
|---|---|
| জর্জ মংল্যাণ্ড ( চিত্রশিল্পী ) | ২৬শে জুন |
| লর্ড কেলভিন্ ( জ্যোতির্বিদ ) | „ „ |
| ভেলী ওয়েন্ ( লেখক ) | „ „ |
| লর্ডকারনারভন ( দার্শনিক )* | „ „ |

## ষষ্টিতম অধ্যায়

## জুন মাসের ৯, ১৮ ও ২৭ তারিখের জাতকগণ

**এ মাসের ৯ সংখ্যার ব্যক্তিগণ :**

যাঁরা জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর এই সময়ে জন্মগ্রহণ করেন তাঁরা মঙ্গল ও সক্রিয় বুধের চিহ্ন ত্রিগুণাত্মক বায়ুর প্রথম ঘরের সবরকম প্রভাব দ্বারা চালিত হবেন। ২৭শে জুনের জাতক আগন্তুক কর্কট চিহ্নের আরম্ভ, ত্রিগুণাত্মক বরুণের প্রথম ঘরের আওতায় চলে আসবে।

এই গ্রহ সমন্বয়ের ফলে আপনি তীক্ষ্ম বুদ্ধির অধিকারী, কিন্তু মনে দ্বন্দ্বপ্রিয় ও বাক্যে তর্কপ্রিয়।

আপনি সরল ও স্পষ্ট বক্তা এবং রূঢ় বাক্যে নিজের শত্রু নিজে সৃষ্টি করেন। আপনি আবিষ্কারক ও যান্ত্রিক মনোভাব সম্পন্ন, অভিনবত্বের প্রতি আপনার ঝোঁক এবং সঙ্গে রসায়ন, বিজ্ঞান ও গণিত প্রিয়তাও আপনার চরিত্রের অঙ্গ।

ডায়নামোর মত আপনি উচ্চপদে চালিত এবং আপনার চারপাশে যেন আগুনের হলকা ছড়ান।

কথ্য ও লেখ্য উভয় ভাষাই আপনার অতিরিক্ত স্পষ্ট ও শ্লেষাত্মক। পারিবারিক জীবনে আত্মীয় স্বজন, ভাই-বোনের সঙ্গে এবং নিজের পুত্র-কন্যার সঙ্গে আপনার কলহের সম্ভাবনা সমধিক। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী, কিন্তু বাঁধা নিয়মে কাজ করতে পাবেন না। আপনি চতুর ও স্বাধীনতাপ্রিয় এবং কোন বাধকতা মানতে চান না।

আর্থিক ব্যাপারে বহু ওঠা-পড়ার মধ্য দিয়ে আপনাকে চলতে হবে, কিন্তু কিছুই আপনাকে বেশি দিন বিষণ্ন বা আচ্ছন্ন করে রাখে না।

দুর্দিনে অসীম সাহসে ভর করে আপনি অনেক তলিয়ে গিয়েও হাসিমুখে যুদ্ধ করবেন এবং প্রত্যেক বার হাসিমুখে উঠে আসবেন।

আপনি বিপরীত লিঙ্গের সঙ্গে বহুবার রঙ্গীন সংস্পর্শে আসবেন আবার তারাই আপনাকে বিপদে ফেলবে।

অনেক সময় খামখেয়ালী মন হঠাৎ রেগে ওঠার ফলে আইনের প্যাঁচে জড়িয়ে গিয়ে পরাজিত হবার সম্ভাবনা আছে।

---

* লর্ড কারনারভনকে আমি বলি যে তিনি এক নির্দিষ্ট সময়ে একটি আঘাত পাবেন। আমার কথা ঠিকমতো মিলে যায়। এই আঘাত পাবার পর তিনি [illegible] কিছুদিন পরে মারা যান।

## অর্থ ভাগ্য

খেয়ালের বশবর্তী হয়ে ধীরে সনুস্থে চিন্তা না করেই কোন আর্থিক পরিকল্পনায় জড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা আপনার আছে। অনেক সময়ে ব্যবসা বা আবিষ্কারের ব্যাপারে ঝুঁকি নিয়ে আপনার ভাগ্য প্রসন্ন হতে পারে। 'কি ভাবে কি করতে হবে' এ বিষয়ে আপনার বিচিত্র ধারণা আছে, কিন্তু অংশীদারের সঙ্গে অনেক সময় সদ্ভাব রাখতে পারেন না। সেই কারণে চমৎকার সব পরিকল্পনা নষ্ট হয়ে যায়। সাবধানে ভবিষ্যতের সঞ্চয় না করলে পরবর্তী জীবন তত মধনুর নাও হতে পারে। তাই এ বিষয়ে সব সময় সতর্ক থাকা কর্তব্য।

## স্বাস্থ্য

ব্যাধির তুলনায় আপনি আকস্মিক দনুর্ঘটনায় পড়বেন বেশি। যাতে পশ্চাৎদেশে, বাহনুতে, স্কন্ধে ও হস্তে আঘাতের সম্ভাবনা আছে।

বিদনুৎজাত অর্থাৎ সবরকম মোটর, বাতাসে বা বাতাস থেকে বিপদ সম্বন্ধে সাবধান। ২৭শে জনুনের জাতক জল থেকে বিপদ ও আশঙ্কা করতে পারেন।

'৯' ও '৫' এবং সেই পর্যায়ের ৫, ৯, ১০, ১৮, ২৩ ও ২৭ সংখ্যা ও তারিখ আপনার পক্ষে উপযোগী। ২৭শে জনুনের জাতক ২—৭ ঘরের দ্বারা প্রভাবিত হবেন।

গ্রহ শক্তি আকর্ষণী স্পন্দন বৃদ্ধির জন্য পোশাকে নিম্নলিখিত বর্ণগনুলি ব্যবহার করবেন—

মঙ্গল—সব স্তরের লাল, ফিকে এবং গাঢ়।

বনুধ—সব ফিকে রং।

২৭শে জনুনের জাতক এই সঙ্গে সবনুজ ও সাদা রং ব্যবহার করতে পারেন।

চুনী, গোমেদ, সব লাল পাথর, হীরক ও উজ্জ্বল রত্ন ধারণ করতে পারেন। ২৭শে জনুনের জাতক উপরোক্ত পাথরগনুলির সঙ্গে মনুনস্টোন, মনুক্তা ও ক্যাট্‌স্‌আই ব্যবহার করবেন।

আপনার জীবনের উল্লেখযোগ্য বছরগনুলি যথাক্রমে—৫, ৯, ১৪, ১৮, ২৩, ২৭, ৩২, ৩৬, ৪১, ৪৫, ৫০, ৫৪, ৫৯, ৬৩, ৬৮ ও ৭২।

বছরের যে কোনও মাসের '৫' ও '৯' সংখ্যা যথা—৫, ৯, ১৪, ১৮, ২৩ ও ২৭শের জাতকের প্রতি আপনি আকৃষ্ট হবেন বিশেষ করে। ২৭শে জনুনের জাতক '৫' সংখ্যার পরিবর্তে ২—৭ অর্থাৎ ৫, ৮, ১১, ১৬, ২০, ২২ ও ২৯শের জাতকের প্রতি আকৃষ্ট হবেন।

এই সময়ে জাত ব্যক্তিদের সবসময় মনে রাখা উচিত যে, জীবনে শনুভ ও অশনুভ দনুটি শক্তির প্রভাবই তাদের উপরে খনুব বেশি হতে পারে। তাই অশনুভ সময়ে সাবধান হবার চেয়ে শনুভ সময়ে ভবিষ্যৎ চিন্তা করাই ভাল।

**যে সব বিখ্যাত লোকেরা এই তারিখে জন্মেছেন**

| | |
|---|---|
| জন সুল হোল্যাণ্ডে ( গীতিকার ) | ৯ই জুন |
| লিওপোল্ড অয়ার ( বাদক ) | ,, ,, |
| অ্যাড্মিরাল স্টারডি | ,, ,, |
| জর্জ স্টিভেন্সন্ ( আবিষ্কারক ) | ,, ,, |
| মণ্টগোমারী ফ্ল্যাগ্ ( শিল্পী ) | ১৮ই ,, |
| আইজান লেবেডিফ্ ( চলচ্চিত্র ) | ,, ,, |
| জিনেট ম্যাক্ডোন্যাল্ড ( চলচ্চিত্র ) | ,, ,, |
| জন্ গোল্ডেন ( চলচ্চিত্র প্রযোজক ) | ২৭শে ,, |
| চার্লস ১নং ( সুইডেনরাজ ) | ,, ,, |

## একষষ্টিতম অধ্যায়

# জুলাই মাসের জাত ব্যক্তিগণ

বৎসরের এই সময়ে জাত ব্যক্তিগণের অর্থ ও স্বাস্থ্যের উপর জুলাই মাসের রবির প্রভাব।

২২শে জুন থেকে রাশিচক্রের কর্কট চিহ্ন, ত্রিগুণাত্মক বরুণের প্রথম ঘরের সূত্রপাত হয়, কিন্তু ৭ দিন অবধি পূর্ববর্তী গ্রহ চিহ্ন দ্বারা আবৃত থাকার ফলে ২৮শে জুন অবধি পূর্ণ শক্তিতে বিকশিত হতে পারে না। এই তারিখ থেকে ২০শে জুলাই অবধি পূর্ণ শক্তিতে বিরাজিত থেকে পরের ৭ দিন ক্রমে ক্রমে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে আগন্তুক সিংহ চিহ্ন দ্বারা আবৃত হয়। যাঁরা এই ৭ দিনের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেন তাঁরা যে আসছে এবং যে যাচ্ছে—এই উভয় রাশির গুণাবলী লাভ করেন।

কর্কট রাশিকে পূর্বে "কাঁকড়া" বলা হত, কারণ এই সময়ে সূর্য আকাশে একবার পিছিয়ে কাঁকড়ার গতির মত চলে।

বছরের এই সময়ের জাতক সর্বকাজে আপ্রাণ পরিশ্রম ও কষ্ট সহ্য করেন। কিন্তু তাঁদের ভাগ্যে চরম সুখ বা দুঃখ লেখা থাকে। শেয়ার বাজারে ফাটকা খেলায় এঁরা হেরে যান কিন্তু বিধিমত ব্যবসায় এঁরা সুফল পেতে পারেন, ঝুঁকি নিয়ে টাকা খাটানোয় এঁদের বিশেষ আগ্রহ থাকে। ফলে বহু বৎসরের পরিশ্রমে গড়ে ওঠা ব্যবসা প্রায়শই এই ঝোঁকের বশে হারাতে বসেন।

এঁদের প্রতীক কাঁকড়ার মত, এরা কর্মে ও চিন্তায় একবার এগিয়ে একবার পিছিয়ে যান। সুনিশ্চিত পন্থা বা কর্ম ধারায় অগ্রসর হয়ে একটা বিশেষ চিহ্নে এসে পৌঁছতে পারেন, তারপর অকস্মাৎ সবাইকে বিস্মিত করে দিয়ে সংকট মুহূর্তে পিছিয়ে আসেন। জীবনের প্রারম্ভে অর্থ নিয়োগের নেশা ত্যাগ করে, কিছু সম্পদ বিপদের দিনের জন্য সঞ্চিত করে না রাখলে জীবনে অর্থ সমস্যা দেখা দেবে।

বছরের এই সময়ের জাতক এত উঁচুতে ওঠেন এবং যশের শীর্ষে আরোহণ করেন যে চোখ ধাঁধানো জনপ্রিয়তার হাত থেকে রেহাই পান না। গৃহ-জীবন তাঁদের কণ্টকিত, লোকের চোখে তাঁরা যত সার্থকই হোন না কেন, পরিবারে শান্তি নেই।

সাধারণতঃ এ'রা বৃহৎ পরিকল্পনার স্বপ্ন দেখেন। লোকহিতের মহান আদর্শ এ'দের মাথায় ঘোরে, কিন্তু বিরুদ্ধ সমালোচনায় মর্মাহত হ'য়ে নীরবে দুঃখ পান এবং নিজের পাশে যাঁরা থাকেন ,তাঁদের প্রতি উদাসীন ও কঠোর হয়ে ওঠেন।

অত্যন্ত স্নেহপ্রবণ মানুষ এ'রা, কিন্তু বহির্প্রকাশ না থাকায় লোকে ভুল করে এ'দের শীতল ও অনুভূতিহীন মনে করে।

এ'রা অত্যন্ত কল্পনা-প্রবণ এবং প্রায়ই উ'চু দরের শিল্পী, সাহিত্যিক, সঙ্গীতকার, নাট্যকার হন। এই চিহ্নের জাতক প্রায়ই সার্থক ব্যবসায়ী বা শিল্প প্রতিষ্ঠাতা হ'ন।

এ'দের স্মৃতিশক্তি প্রখর হয় এবং বহুবিধ জ্ঞান মনের কোণে সঞ্চিত করে রাখেন। এ'রা খুব ভাল মনস্তাত্ত্বিক হ'ন এবং যাদু বিদ্যা, ধর্ম বা অসাধারণ কোনও জীবন দর্শনে মেতে ওঠেন।

নিজের আত্মীয়-স্বজন, পরিবারের ওপর এ'দের গভীর আকর্ষণ থাকে এবং আচার-অনুষ্ঠানের প্রতি এ'দের মমতা থাকে।

## স্বাস্থ্য

খাদ্য সম্বন্ধে এ'দের বিশেষ সাবধান হওয়া উচিত কারণ দেহে আহার্য পচন জনিত বিষক্রিয়া, উদর স্ফীতি, বদহজমের আক্রমণ, আভ্যন্তরীণ টিউমার, কর্কট রোগ ও উর্ধ্ব শ্লেষ্মা হতে পারে।

বছরের এই সময়ের জাতকের উপর চন্দ্রের প্রভাব অতি প্রকট। শরীর দুর্বল হয়, কিন্তু ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগে এই দুর্বলতা দূর করা যায়। দেহের তুলনায় মনের আবেগ বেশি সক্রিয় হওয়ার ফলে অধিকাংশ ব্যাধির উৎস অসংযত অনুভূতি ও বিকৃত কল্পনা।

ভবিষ্যতের জন্য দুশ্চিন্তা, উদ্বেগ ও আশংকা দূর করা উচিত কারণ, এর ফলে স্বাস্থ্য হানি ঘটে। এই সময়ের জাতক রক্ত চলাচল ব্যাহত হয়ে নানান ব্যাধি— যথা বিভিন্ন প্রকারে বাতে জর্জরিত হন। সর্দি হলে সারতে চায় না, ফলে ফুসফুস দুর্বল হয়।

## অর্থ ভাগ্য

বছরের এই সময়ে চন্দ্র ও নেপচুনের সমন্বয় জাতকদের উপর বহু প্রকার আশাতীত পরিবর্তন আনে। হয়তো অন্যদের কুচক্রিতায় অর্থনাশ হবে, অথবা অর্থ প্রয়োগে প্রতিনিধি সভা থেকে অনেক বেশি মুনাফা লাভ করবেন। অর্থের আদান-প্রদানে এ'দের সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত। যেখানে এতটুকু সন্দেহের অবকাশ আছে, যেসব কাগজ, দলিল, চুক্তিপত্র, নথিপত্র ইত্যাদিতে স্বাক্ষর দেবার সময় অতিমাত্রায় সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত।

অতি অদ্ভুত উপায়ে আশ্চর্য ব্যক্তিদের মাধ্যমে অর্থপ্রাপ্তি ঘটে। সম্পূর্ণ অপরিচিত উৎস থেকে অতি অসম্ভব উপায়ে এ'দের হাতে টাকা এসে পড়ে।

তৈল সরবরাহ, তৈল পরিশোধন, কয়লা, রেডিয়ম, প্ল্যাটিনাম, বৈদ্যুতিক দ্রব্য ও প্রাচীন শিল্প-সামগ্রী রপ্তানি এবং ঔষধ ও তরল পদার্থ আমদানির ক্ষেত্রে অর্থ নিয়োগ করে এ'রা সর্বদা লাভবান হয়ে থাকেন। জনসাধারণের জন্য দায়িত্বপূর্ণ কাজে এ'দের সার্থকতা লেখা আছে।

বৃহৎ গণ প্রতিষ্ঠান বা ব্যবহারিক কার্যালয়গুলিতে অর্থ নিয়োগ করেও সফল হ'তে পারেন, কিন্তু যে প্রতিষ্ঠানগুলি প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষভাবে জনসাধারণের প্রয়োজন মেটায়, সে সব দিকে বেশি মন দেওয়া প্রয়োজন। বছরের এই সময়ের জাতক আবিষ্কারক হ'তে পারেন অথবা জমি ও খনির উদ্ধার ও উন্নতি সাধনে সাফল্য লাভ করতে পারেন।

### বিবাহ, সখ্যতা ও অংশীদারী

যাঁরা কর্কট চিহ্নে ২১শে জুন থেকে ২০শে জুলাই, বরুণের প্রথম ঘর, বৃশ্চিক চিহ্ন ২১শে অক্টোবর থেকে ২০শে নভেম্বর বরুণের দ্বিতীয় ঘর, ১৯শে ফেব্রুয়ারী থেকে ২৯শে মার্চ মীন চিহ্ন বরুণের তৃতীয় ঘর এবং এই চিহ্নের শুরু ও শেষের ৭ দিনের মধ্যে জন্মেছেন তাঁদের সঙ্গে এ'দের মিলন মঙ্গলের হবে।

## দ্বিষষ্টিতম অধ্যায়

# জুলাই মাসের ১, ১০, ১৯ ও ২৮ তারিখের জাতকগণ

এ মাসের ১ সংখ্যার লোকেরা ঃ

যাঁরা জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর এই সময়ে জন্মগ্রহণ ক'রছেন, কিরোর চ্যালদিন সংখ্যাতত্ত্বের নিয়মানুসারে তাঁরা সূর্য, ইউরেনাস ও নেপচুন কর্কটের ঘরে চন্দ্র এবং ত্রিগুণাত্মক বরুণের প্রথম ঘরের সবরকম প্রভাব দ্বারা চালিত হন।

জুলাই মাসে যাঁরা জন্মেছেন, তাঁদের চারিত্রিক ও মানসিক গঠনের মূল কথা বর্ণনা করা হয়েছে।

১, ১০, ১৯ বা ২৮শে জুলাই এর জাতকের ভিতর শক্তিপূর্ণ গুণাবলী বিশেষভাবে বিকশিত হবে। যে নক্ষত্রগুলি কর্কটচিহ্নতে তারাই আপনার বৃত্তি ও মর্যাদার ক্ষেত্রগুলিকে ক্রমাগত পরিবর্তিত করবে। আপনাকে বহু প্রকার অভিজ্ঞতা ও সাহসিকতাপূর্ণ ঘটনার মধ্যে পড়তে হবে এবং পরিবেশের প্রভাব আপনার ওপর অনেক ছাপ ফেলবে। বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তি হওয়ার দরুন আপনার পরিবার ও স্বদেশের প্রতি আপনি কর্তব্যপরায়ণ থাকবেন।

উপরোক্ত যে কোনও তারিখে জন্ম হলে জীবনে যথেষ্ট উন্নতি লাভ করবেন। স্বভাবতঃ আপনি শান্ত, গভীর ও যথেষ্ট অনুভূতিপ্রবণ ব্যক্তি। কিন্তু আপনি চান বা না চান আপনার নাম লোক মুখে ছড়াবে।

বিজ্ঞ ও বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তি আপনি, অর্থ সঞ্চয় করতে ভালবাসেন আপনি, কিন্তু সে শুধু আত্মরক্ষার খাতিরে, অর্থের নেশায় নয়।

অন্তরের অন্তঃস্থল আপনার ধর্মভাবে পূর্ণ, কিন্তু সহজ বিশ্বাসের প্রবৃত্তি আপনার, আড়ম্বরে নয়।

মিতব্যয়িতার ফলে যদি প্রচুর অর্থ সঞ্চিত হয় তবে সেই অর্থ আপনি জনসাধারণের মঙ্গলার্থে ব্যয় করতে ভালবাসেন।

## অর্থ ভাগ্য

১, ১০, ১৯ ও ২৮শে জন্লাই-এর জাতকদের মধ্যে সম্পূর্ণ বিপরীত দুটি দৃষ্টিভঙ্গী পাওয়া যায়।

এক ধরনের প্রকৃতি হয়, যাকে আমরা বলি "গড়ানে পাথরে শ্যাওলা জমে না" এই ব্যক্তি অতি চঞ্চল, বেশিক্ষণ কোন জিনিসে মনোযোগ দেওয়া বা এক স্থানে স্থিতি করা এ'র স্বভাব নয়। এ'র রক্তে নব নব রহস্যের উন্মাদনা। এ'কে অবিরাম স্থান কালের পরিবর্তনের দিকে ঠেলে নিয়ে যায়। এ'র দৃষ্টি চঞ্চল, হাত-পা অস্থির, একস্থানে বেশিক্ষণ বসে থাকতে পারেন না. একে চেনা শক্ত নয়। ১ সংখ্যার এই প্রকৃতির পুরুষ বা নারী কদাচিৎ জীবনে সফল হন।

অপর চরিত্রটি সম্পূর্ণ ভিন্ন। ইনি শান্ত, গম্ভীর, আপন সংসারকে বিশেষ ভালবাসেন। বেড়াতে ভালবাসেন ঠিকই কিন্তু উদ্দেশ্যবিহীন ভাবে কখনই নয়। ইনি বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তি, কথা বলেন কম কাজ করেন বেশি।

জন্ম সময়ের আর কোনো ক্ষেত্রে একসঙ্গে এমন বিপরীত ধর্মী দুই চরিত্র দেখা যায় না। চঞ্চল যিনি চঞ্চলা তাঁর কাছে কখনই ধরা দেবেন না, শান্ত যিনি ধৈর্য ও নিষ্ঠা দ্বারা তিনি অর্থকে করায়ত্ত করতে পারবেন। তা না হলে তাঁদের জীবনে অশুভ ভাব আসতে বাধ্য।

## স্বাস্থ্য

বাহ্যতঃ দৃশ্যমান না হলেও আপনি প্রচুর অন্তর্নিহিত ক্ষমতার অধিকারী। পাকস্থলী ও অন্ত্রের গোলযোগে আপনি কষ্ট পাবেন। নিজের চিকিৎসক আপনি নিজে এবং নিজেই খাদ্য তালিকা স্থির করে ব্যাধি দূর করবেন। আপনার কর্মদক্ষতা ও দীর্ঘ জীবন দেখে বন্ধুরা বিস্মিত হবেন।

এই মাসের উভয় শ্রেণীর জাতকের পক্ষেই ১, ১০, ১৯, ২৮ ও ২, ৪, ৭, ১১, ১৩, ১৬, ২০, ২২, ২৫, ২৯ ও ৩১ তারিখগুলি শুভ।

উপরোক্ত তালিকা মিলিয়ে আপনার যে কোন উদ্যম বা প্রচেষ্টার কাল নির্ধারণ করবেন এবং যে সংখ্যাগুলির যোগফল ৪ বা ৮ হয় সেগুলি বর্জন করবেন।

গ্রহ সংশ্লিষ্ট বর্ণগুলির আকর্ষণী শক্তি বৃদ্ধির জন্য আপনার পরিধের বস্ত্রের

কোনো অংশে নিম্নলিখিত রংগুলি থাকা উচিত। যথা ঃ—রবি—সোনালী, হলুদ, কমলা বা সোনালী মিশ্রিত খয়ের রং।

ইউরেনাস—বিদ্যুৎনীল, ধূসর বা নীলাভ ধূসরের যাবতীয় রং।

চন্দ্র—সবুজ, ফিকে বাদামী ও সাদা।

নেপচুন—কপোত ধূসর ও যাবতীয় বিদ্যুৎ বর্ণ।

আপনার পক্ষে শুভরত্ন হীরক, পোখরাজ, এ্যাম্বার, নীলকান্ত মণি ও মুনস্টোন শুভ। আপনার জীবনের গুরুত্বপূর্ণ বর্ষগুলি—১, ২, ৪, ৭, ১০, ১১, ১৩, ১৬, ১৯, ২০, ২২, ২৫, ২৮, ২৯, ৩১, ৩৪, ৩৭, ৩৮, ৪০, ৪৩, ৪৭, ৪৯, ৫২, ৫৫, ৫৬, ৫৮, ৬১, ৬৪, ৬৭, ৭০, ৮২, ৮৫ এবং ৯১।

বছরের যে কোন মাসের ১, ২, ৪, ৭ তারিখে জাত ব্যক্তির প্রতি আপনি আকৃষ্ট হবেন যথা—১, ২, ৪, ৭, ১০, ১১, ১৩, ১৬, ১৯, ২০, ২২, ২৫, ২৮, ২৯ ও ৩১।

### যে সব বিখ্যাত লোকেরা এই তারিখে জন্মেছেন

| | | |
|---|---|---|
| স্যার রবার্ট বল্ (জ্যোতির্বিদ্) | ১লা | জুলাই |
| চার্লস লটন্ (চলচ্চিত্র) | ,, | ,, |
| স্যার নিগেল প্লেফেয়ার (অভিনেতা) | ,, | ,, |
| জর্জ স্যান্ড (লেখক) | ,, | ,, |
| স্যার জন্ ক্যালভিন্ | ১০ই | ,, |
| ক্যাপ্টেন মেরিয়েট্ (ভ্রমণকারী) | ,, | ,, |
| অ্যালবার্ট বিগ্লো গেন্ (লেখক) | ,, | ,, |
| জন্ গিলবার্ট (চিত্রাভিনেতা) | ,, | ,, |
| এভেলিন্ল (চলচ্চিত্র) | ,, | ,, |
| চার্লস্ মেয়ো (সার্জন) | ১৯শে | ,, |
| স্যামুয়েল কর্ (আবিষ্কারক) | ,, | ,, |
| ব্যালিংটন, বুট্ (সেনানায়ক) | ২৮শে | ,, |
| মেরী এন্ডারসন (অভিনেত্রী)* | ,, | ,, |
| স্টিফেন্ ফিলিপ্স্ (কবি) | ,, | ,, |

* এই অভিনেত্রীর চূড়ান্ত সাফল্যের সময় তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়। আমি তাঁকে বলি যে অভিনয় জীবন ত্যাগ করে বিবাহ করতে হবে। তিনি তা বিশ্বাস করেন নি। পরে আমার কথা কথা হুবহু মিলে যায় এবং তিনি সুখী দাম্পত্য জীবন যাপন করেন।

## ত্রিষষ্টিতম অধ্যায়

# জুলাই মাসের ২, ১১, ২০ ও ২৯শে তারিখের জাতকগণ

এই মাসের দুই সংখ্যার লোকেরা ঃ

যাঁরা জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর এই সময় জন্মগ্রহণ করেন তাঁরা কিরোর চ্যালদিন সংখ্যা-তত্ত্বের নিয়মানুসারে চন্দ্র, রবি, সূর্য, ইউরেনাস-এর স্পন্দনে কর্কট চিহ্নে নেপচুন ও ত্রিগুণাত্মক বরুণের প্রথম ঘরের সবরকম প্রভাব দ্বারা চালিত হবেন।

জুলাই মাসের জাতকদের সঙ্গে আপনার চারিত্রিক ও মানসিক গঠনের মূলকথা পূর্বেই বর্ণনা করা হয়েছে।

আপনার মধ্যে কল্পনাপ্রবণ গুণাবলী সর্বাধিক পরিস্ফুট হবে। অনেক কিছু করার স্বপ্ন বিলাস থাকবে আপনার এবং বহুক্ষেত্রে সে সব কাজে পরিণত হবে। সব কাজে আপনার উৎসাহ আছে এবং বহু সময়ে আপনার প্রভুত্বব্যঞ্জক ব্যক্তিত্বের কাছে নতি স্বীকার করে লোকেরা আপনার নির্দেশিত নিয়মাবলী মেনে নেবে।

নাটকীয় মুহূর্তে নেতার ভঙ্গীতে আপনি জনসাধারণের সামনে এগিয়ে আসবেন। স্বভাব শিল্পী, ভাবপ্রবণ ও কল্পনাবিলাসী হওয়ার ফলে শিল্পের সকল ক্ষেত্র বিশেষতঃ কবিতা, সাহিত্য, সঙ্গীত ও রঙ্গ মঞ্চ আপনাকে আকৃষ্ট করবে। আপনি সহজে অপরের হৃদয়ে আবেগ ও ভাবালুতা সঞ্চার করতে পারেন।

গতানুগতিক জীবন আপনার আদপেই পছন্দ নয়। বিশেষ ভ্রমণে সমুদ্র ও জল-পথই আপনার প্রিয় এবং বাহিরের দেশের সঙ্গে যোগাযোগে এদিকে আপনার সৌভাগ্যের নির্দেশ আছে। মাঝে মাঝে অন্যায়ভাবে রূঢ় ভাষা প্রয়োগ করে আপনি শত্রু সৃষ্টি করবেন।

লেখক, সঙ্গীতজ্ঞ ও শিল্পী হিসাবে আপনার মধ্যে যথেষ্ট কল্পনাশক্তি ও নানাদিকে প্রতিভার বিকাশ দেখা যাবে। প্রাচীন ভাস্কর্য, শিল্প কর্ম ও পুরাতন আসবাব সম্বন্ধে আপনার দুর্বলতা আছে এবং প্রচুর পরিমাণে এইসব সামগ্রী সংগ্রহ করবেন।

হ্রদ, নদী ও সমুদ্র উপকূলে থাকতে আপনার ভাল লাগে, নানাজাতের ভ্রমণ-কাহিনীর প্রতি আপনার কৌতূহল আছে এবং বিভিন্ন দেশের সংবাদ আপনাকে আকৃষ্ট করে।

আপন মনের মত একটি পথ আপনি খুঁজে নেবেন এবং যেদিকেই যান সুনাম অর্জন করবেন।

### অর্থ ভাগ্য

অর্থের ক্ষেত্রে এই পরিবর্তনশীলতা ও নিশ্চয়তা থাকবে। অর্থ অর্জনের জন্য যে কোনও পথে এগিয়ে যাবার একটা তীব্র বাসনা হতে পারে। ফলে একটা "পাপ বৃত্ত" সৃষ্ট হয়ে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে অবস্থার অবনতি ঘটাতে পারে।

উপরোক্ত তারিখগুলিতে জন্ম হলে আর্থিক বিষয়ে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। জুয়া বা ঐ জাতীয় কোন খাতে অর্থব্যয় সর্বদা বর্জনীয়।

যত মন্থর গতিতেই হোক, আপনি সঞ্চয়ের চেষ্টা করবেন। 'হঠাৎ বড়লোক" হওয়ার সব পথ এড়িয়ে চলবেন এবং সুপ্রতীষ্ঠিত কোন ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত থাকার চেষ্টা করবেন। মাল বা যাত্রীবাহী জাহাজের সাহায্যে আমদানি, রপ্তানি অথবা অনুন্নত দেশের উন্নতি সাধন প্রচেষ্টায় গ্রহ সমন্বয় আপনার সহায় হবে।

## স্বাস্থ্য

২, ১১ ও ২০শে জুলাই-এর জাতকের স্বাস্থ্য বিশ্লেষণ করা সহজ নয়। হয় অতি সুস্থ ও শক্তিমান, নয় সম্পূর্ণ বিপরীত হতে পারেন। ২৯শে জুলাই এর জাতক ২ সংখ্যার পড়লেও, তিনি ভিন্ন পর্যায়ের ব্যক্তি। এই তারিখে তিনি সিংহ রাশি চক্রে চলে আসছেন। এই চিহ্ন অসীম সম্ভাবনাময়, কিন্তু জীবনে বড় কিছু করতে হলে উচ্চাকাঙ্ক্ষায় দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হতে হবে।

২, ১১, ২০শে জুলাই এর জাতকের উপর চন্দ্রের প্রভাব প্রাধান্য লাভ করবে। আপনার আনন্দময় পরিবেশ লাভের সৌভাগ্য থাকলে জীবনে বড় রকম স্বাস্থ্য বিপর্যয় থেকে রেহাই পাবেন।

পরন্তু যদি নিরানন্দ বা বিরস পরিবেশে আপনাকে দিন কাটাতে হয়, তবে শারীরিক অসুস্থতা আপনাকে বিপর্যস্ত করতে পারে। অর্থাৎ আপনার ক্ষেত্রে বস্তু জগতের উপর মনোজগৎ প্রাধান্য পাবে।

সাধারণতঃ আভ্যন্তরীণ ইন্দ্রিয়াদি অনির্দিষ্ট বেদনায় পীড়া দিতে পারে। অস্ত্রের সঙ্গে যুক্ত স্ফোটক, ক্ষত ইত্যাদিতে কষ্ট পেতে পারেন। জুলাই মাসের এইসব তারিখে জন্মগ্রহণ করলে সরল নির্দোষ আহার ও প্রচুর পানীয় জল গ্রহণ করা উচিত।

১, ২, ৭, ১০, ১১, ১৬, ১৯, ২০, ২২, ২৮ ও ২৯ সংখ্যা এবং তারিখ আপনার পক্ষে মঙ্গলজনক।

গ্রহ সংশ্লিষ্ট বর্ণগুলি আকর্ষণী শক্তি বৃদ্ধির জন্য আপনার পরিধেয় বস্ত্রের যে কোনও অংশে নিম্নলিখিত বর্ণগুলি ব্যবহার করবেন ; যথা—

চন্দ্র—সবুজ, হালকা বাদামী ও সাদা।

রবি—সোনালী, হলুদ, কমলা থেকে শুরু করে মিশ্র সোনালী ও খয়ের।

নেপচুন—কপোত ধূসর ও বিদ্যুৎ বর্ণগুলি।

জেড, মুক্তা, মুনস্টোন, পোখরাজ, এ্যাম্বার এবং হীরক আপনার পক্ষে শুভরত্ন।

আপনার জীবনের উল্লেখযোগ্য বছরগুলি যথাক্রমে, ২, ৭, ১২, ১৬, ২০, ২২, ২৯, ৩৪, ৩৮, ৪৩, ৪৭, ৫৫, ৬১, ৬৫ ও ৭০ বছর।

বছরের যে কোনও মাসের ১, ২ ও ৭ তারিখের সংশ্লিষ্ট দিনগুলি যথা ১, ২, ৭, ১০, ১১, ১৬, ১৯, ২০, ২২, ২৮ ও ২৯শের জাতকের প্রতি আকৃষ্ট হবেন খুব বেশি।

**যে সব বিখ্যাত লোকেরা এই তারিখে জন্মেছেন**

| | | |
|---|---|---|
| অ্যাড্মিরাল ক্ল্যাড্ক | ২রা | জ্লাই |
| গ্নাক্ ( জার্মান গীতিকার ) | " | " |
| জন্ ওয়ানামেকার ( বিদেশ ব্যবসায়ী ) | ১১ই | " |
| জন্ অ্যাডাম্স্ ( প্রেসিডেন্ট ) | " | " |
| আয়ানী হার্ভে ( চলচ্চিত্র ) | " | " |
| এভারেট কর্ড ( মোটর প্রস্তুতকারক ) | ২০শে | " |
| সান্টস ডুমণ্ট ( এরোপ্লেন প্রস্তুতকারক )* | " | " |
| অগ্যাষ্টিন্ ড্যালি ( থিয়েটার ) | " | " |
| স্বোলিনী ( ইতালী ) | " | " |
| ব্থ টার্কিংটন্ ( লেখক ) | ২৯ শে | " |
| উইলিয়াম পাওয়েল ( চলচ্চিত্র ) | " | " |
| জর্জ ব্রাড্শ ( টাইম টেবিল আবিষ্কর্তা ) | " | " |
| ম্যাক্স নর্ড ( লেখক ) | " | " |

## চতুর্ষষ্টিতম অধ্যায়

# জুলাই মাসের ৩, ১২, ২১ ও ৩০ তারিখের-জাতকগণ

এই মাসের তিন সংখ্যার লোকেরা ঃ

যাঁরা জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর এই সময়ে জন্মগ্রহণ করেছেন, কিরোর চ্যালদিন সংখ্যা-তত্ত্বের নিয়মান্সারে তাঁরা বৃহস্পতি, নেপচুন ও কর্কট চিহ্নে চন্দ্র, ত্রিগ্ণাত্মক বর্ণের প্রথম ঘরের সবরকম প্রভাব দ্বারা চালিত হবেন।

যাঁরা জ্লাই মাসে জন্মগ্রহণ করেছেন, তাঁদের সঙ্গে আপনার চারিত্রিক ও মানসিক গঠনের কথা প্র্বেই বর্ণনা করা হয়েছে, কিন্তু বৃহস্পতি, চন্দ্র ও নেপচুনের সমন্বয় আপনার ব্যক্তিত্বে বিশেষভাবে প্রতিফলিত হবে এবং আপনার জীবনধারায় উচ্চাকাঙ্ক্ষার রেখাপাত করবে, বিশেষতঃ যদি আপনার জন্ম তারিখ ৩০শে জ্লাই হয়।

স্বাধীনচেতা, ভয়-হীন ও নিজের মতামত সম্বন্ধে নিশ্চিত, নিঃশঙ্ক স্বভাব আপনার মধ্যে কর্ণা, সহান্ভূতি ও দানশীলতা বিদ্যমান।

সমগোত্রীয় তথা নিম্নমানের ব্যক্তিদের মধ্যেও আপনার জনপ্রিয়তা অক্ষ্ণ্ণ থাকবে বিশেষতঃ মাঝে মাঝে আপনার উপর যে দায়িত্ব এসে পড়ে, সেগ্লি যদি আপনি গ্রহণ করেন, তবে তো অবশ্যই আপনি জনপ্রিয় হবেন।

অধিকাংশ ব্যক্তির চেয়ে আপনার দৃষ্টিভঙ্গী হবে উন্নত ও ব্দ্ধিদীপ্ত। সেইজন্য

* ডুমণ্টের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয় ১৯০০ সালে। তিনি অনেকদিন চেষ্টার পর উন্নত মানের এরোপ্লেন তৈরী করেন এবং ইহার যান্ত্রিক বিষয়ের জ্ঞান লাভ করতে আমার সাহায্য করেন।

জনতার উপর প্রভুত্ব করার অধিকার যদি আপনি পান, অথবা কোন সরকারী চাকুরী বা বৃহৎ প্রতিষ্ঠান পরিচালনার দায়িত্ব যদি পান, তবে আপনার উন্নতি অনিবার্য।

পরিবার ও স্বদেশের প্রতি আপনার ভালবাসার অন্ত নেই। কিন্তু সেই সঙ্গে অন্যান্য দেশের বিষয়ে কৌতূহল আপনাকে দেশ ভ্রমণে উদ্বুদ্ধ করবে।

বৃহৎ ব্যবসায় বা শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার ক্ষমতা আছে আপনার, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে পেশাদারী রাজনৈতিক জীবন গ্রহণ করাও আপনার পক্ষে অসম্ভব নয়।

জীবনের প্রারম্ভে কষ্ট করেই আপনাকে উঠতে হবে এবং সবটাই হবে আপনার নিজের চেষ্টার ফল। ৩০ থেকে ৩২ বৎসর অবধি আপনাকে কঠোর পরিশ্রম করতে হবে, কিন্তু এরপর জীবনের গতি উর্ধ্বমুখে চলবে।

যে কোনও দেশ বা সমাজে বিচরণ করুন না কেন, আপনি বিশেষ সম্মানিত পদ মর্যাদা লাভ করবেন।

আপন পরিবারবর্গ স্বদেশ ও স্বজাতির প্রতি আপনার বিশেষ অনুরাগ আছে।

## অর্থ ভাগ্য

এ বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন জীবনের প্রথম ধাপ পার হয়ে আপন সুকৃতির ফল-স্বরূপ প্রভূত অর্থ ও সম্মান লাভ করবেন।

## স্বাস্থ্য

জীবনের প্রতি আশাবাদী দৃষ্টিভঙ্গী থাকার ফলে আপনার স্বাস্থ্য ভালই চলবে। জীবনধারায় সংযম ও নিয়মানুবর্তিতা আপনাকে গুরুতর ব্যাধি থেকে রেহাই দেবে।

যথা সম্ভব মুক্ত বায়ুতে থাকতে আপনি ভালবাসেন এবং অবসর পেলে বাহিরের চূড়ান্ত বিজয়ের আনন্দে ভরিয়ে তুলতে পারবেন। আপনি অত্যধিক দায়িত্ব নিজ স্কন্ধে গ্রহণ করে আয়ুক্ষয় করতে পারেন।

৩, ২ ও ৭-এর সঙ্গে যুক্ত সংখ্যা ও তারিখ যথা—২, ৩, ৭, ১১, ১৬, ২০, ২১, ২২. ২৭ ও ৩১ আপনার পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ। বছরের যে কোনও সময়ে আপনার বিশেষ কার্য সাধনের জন্য এই তারিখগুলি প্রয়োগ করবেন। গ্রহ আকর্ষণী স্পন্দন শক্তি বৃদ্ধির জন্য আপনি নিম্নলিখিত বর্ণগুলি ব্যবহার করবেন—

বৃহস্পতি—হালকা বেগুনী ও গাঢ় বেগুনী।

নেপচুন—কপোত ধূসর ও সব বিদ্যুৎ বর্ণগুলি।

আপনার শুভ রত্ন এমেথিস্ট ও বেগুনি রং-এর যাবতীয় পাথর, হীরা, মুনস্টোন ও মুক্তা।

আপনার জীবনের উল্লেখযোগ্য বর্ষগুলি যথাক্রমে—৩, ১২, ১৬, ২০, ২১, ২৫, ৩০, ৩৪, ৩৯, ৪৩, ৪৮, ৫৫, ৫৭, ৬১, ৬৮, ৭০ ও ৭২।

বছরে যে কোনও মাসের ৩, ২ বা ৭, ঘরে বা তারিখে যথা—২, ৩, ৭, ১১, ১২, ১৬, ২০, ২১, ২২, ২৯ ও ৩০শে জাতকদের প্রতি আপনি আকৃষ্ট হবেন খুব বেশি।

সব সময় আপনার মনে রাখা কর্তব্য যে ৩ সংখ্যার দিকে লক্ষ্য না রাখলে আপনার পক্ষে অশ্ভ হতে পারে।

ব্যবসা, পার্টনারশিপ, বিবাহ, দিন নির্বাচন সব সময় এই সংখ্যার দিকে নজর রেখে কাজ করে গেলে তা আপনার পক্ষে শ্ভ হবে।

২ এবং ৭ সংখ্যার লোকেরা আপনার কিছ্টা শ্ভ হলেও বিশেষভাবে ৮ এবং ৫ সংখ্যা আপনার পক্ষে অশ্ভ হবে তা সব সময় মনে রাখা কর্তব্য।

### যে সব বিখ্যাত লোকেরা এই তারিখে জন্মেছেন

| | |
|---|---|
| নরওয়ের রাজা হ্যাকন | ৩রা জ্লাই |
| হেন্রী গ্র্যাটন্ ( রাজনীতিবিদ ) | ,, ,, |
| জর্জ ইষ্টম্যান ( ফিল্ম প্রস্তুতকারক ) | ১২ই ,, |
| লর্ড বার্কেনহেড ( রাজনীতিবিদ ) | ,, ,, |
| জীন্ হ্যারল্ড ( চলচ্চিত্র ) | ,, ,, |
| জোসিয়া ওয়েজউড ( মৃৎশিল্পী ) | ,, ,, |
| অব্রে স্মিথ ( চলচ্চিত্র ) | ২১শে ,, |
| ফিলিপ বক্স ( লেখক ) | ,, ,, |
| হেন্রী ফোর্ড ( মোটর কারখানা ) | ৩০শে ,, |
| লর্ড হ্যাল্ডেন্ ( রাজনীতিবিদ্ ) | ,, ,, |
| এলিস্ কোল্টাব ( ঐতিহাসিক ) | ,, ,, |

## পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায়

# জুলাই মাসের ৪, ১৩, ২২ ও ৩১ তারিখের জাতকগণ

এ মাসের ৪ সংখ্যার লোকেরা ঃ

যাঁরা জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর এই সময়ে জন্মগ্রহণ করেন, কিরোর চ্যালদিন সংখ্যাতত্ত্বের নিয়মান্সারে তাঁরা ইউরেনাস, স্র্য, নেপচুন, কর্কট চিহ্নের ত্রিগ্ণাত্মক বর্ণের প্রথম ঘরে সবরকম প্রভাব দ্বারা চালিত হবেন।

জ্লাই মাসের জাতকদের সঙ্গে আপনার চারিত্রিক ও মানসিক গঠনের ম্লকথা প্র্বেই বর্ণনা করা হয়েছে।

প্র্বোক্ত গ্রহ সমন্বয় আপনাকে অসাধারণ ব্যক্তিত্ব দেবে যার ফলে জীবনের পরবর্তী ঘটনাসম্হ বা আপনার আশেপাশের ব্যক্তিদের সঙ্গে আপনি নিজেকে মানিয়ে নিতে পারবেন না।

চিন্তাধারার প্রচণ্ড অভিনবত্ব আপনাকে খামখেয়ালী করতে পারে। আপন

অনুভূতি হৃদয়াবেগ ও চিত্তবৃত্তির সম্বন্ধে আপনি অত্যন্ত স্পর্শকাতর। পারিবারিক জীবনে আত্মীয় বর্গ নানান বাধা, বিচ্ছেদ সৃষ্টি করতে পারে। বহুবার মামলা-মোকদ্দমায় জড়িত হয়ে অবিচার ভোগ করতে হতে পারে।

অতি সাবধানে জীবনসঙ্গিনী নির্বাচন করা উচিত আপনার। আপনার স্বতঃসিদ্ধ উপলব্ধি অসাধারণ, সেই জন্যে আপনার স্বপ্নদর্শন ও ভবিষ্যদৃষ্টি বিচিত্র।

আপনি প্ল্যানচেটের উত্তম-মাধ্যম, কিন্তু সে কথা মুষ্টিমেয় আত্মীয় বন্ধু ভিন্ন কাউকে জানতে দিতে চান না।

আপনার অসীম মনের জোরে বহু উর্ধ্বে উঠবেন, কিন্তু জীবনে যথেষ্ট সফল হলেও বাধা-বিঘ্ন আপনাকে সহজে মুক্তি দেবে না।

## অর্থ ভাগ্য

এ বিষয়ে আপনি বিশেষ কারো সঙ্গে লিপ্ত হতে চান না। আপনার মধ্যে প্রবল বিদ্বেষ ভাব, দুর্লঙ্ঘ্য পছন্দ-অপছন্দের মাত্রা বর্তমান, সেইজন্য নিজে যা ভাল মনে করেন—সেই মত কাজ করাই ভাল। নিজের কর্ম-পদ্ধতি আপনি নিজে স্থির করে নিলেই ভাল হয়। কখনও হয়তো বিচিত্র কিছু আবিষ্কার করে সৌভাগ্যের দ্বার মুক্ত করবেন এবং সাধারণের ধারণার বাইরে অস্বাভাবিক পথে আপনার অর্থাগম হবে।

## স্বাস্থ্য

এখানেও আপনার বিচিত্র অভিজ্ঞতা হবে। চিকিৎসক বুঝবে না আপনার ব্যাধি। অনেকে ধরে নেবেন আপনার রোগ মানসিক, সেই কারণে আপনার বর্ণিত রোগেব লক্ষণগুলি বিশ্বাস করবেন। নিজের আত্মীয়স্বজনও সেই কথাই নেবে, আপনাকে ভুল বুঝবে।

খাবার বিষয়ে খুব সাবধান হতে হবে, কারণ সহজেই আপনার দেহে নষ্ট খাবারের বিষক্রিয়া হয়। বড় চিংড়ি, করাৎ মাছ ও কাঁকড়া থেকে সাবধান হবেন। শামুক, গুগলি এড়িয়ে চলবেন।

আপনার পক্ষে ৪, ৮, ১৩, ১৭, ২২, ২৬ ও ৩১ সংখ্যা বা তারিখ কার্যকরী। এইসব তারিখের জাতকগণ আপনাকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করবেন এবং এঁরাই আপনার ভাগ্যচক্রের হাল ঘোরাবেন।

বিভিন্ন স্তরের নীল রং, সামুদ্রিক নীল—সোনালী, ব্রোঞ্জ, হলুদ ও কমলা রং আপনার পক্ষে শুভ।

পোখরাজ, মুক্তা, হীরা ও মুনস্টোন আপনার পক্ষে মঙ্গলজনক রত্ন। আপনার জীবনের গুরুত্বপূর্ণ বৎসরগুলি—৪, ৮, ১৩, ২২, ২৬, ৩১, ৩৫, ৪০, ৪৪, ৪৯, ৫৩, ৫৮, ৬২, ৬৭ ও ৭১।

শরীরের এবং মনের দিক থেকে আপনার জন্মতারিখ শুভ নয়। তাই সব সময় এদিকে নজর রেখে চলতে হবে আপনাকে।

যে সব বিখ্যাত লোকেরা এই তারিখে জন্মেছেন

| | |
|---|---|
| কেল্‌ভিন কুলিজ ( মার্কিন প্রেসিডেন্ট )* | ৪ঠা জ্বলাই |
| ল্বইস্‌ মেয়ার ( চলচ্চিত্র )** | „ „ |
| ক্যারেনার্স ভুরান্‌ ( অংকনশিল্পী ) | „ „ |
| ন্যাথানিয়েল হথর্ন ( লেখক ) | „ „ |
| ডাঃ জন্‌ ডী ( জ্যোতিষী ) | ১৩ই „ |
| শার্লটি কার্ড ( বিপ্লবী ) | „ „ |
| গর্ডফ্রে আইজ্যাক্‌ ( ধনপতি )*** | ২২শে „ |
| ল্বই বেন্‌সন্‌ ( লেখক ) | „ „ |
| হেলেন ব্ল্যাভাস্কি ( ধার্মিকা ) | „ „ |
| হেন্‌রী ব্রিথন্‌ ( রাজনীতিবিদ্‌ ) | „ „ |

## ষষ্ঠষষ্টিতম অধ্যায়

# জুলাই-মাসের ৫, ১৪, ২৩ তারিখের জাতকগণ

এই মাসের ৫ সংখ্যার লোকেরা ঃ

যাঁরা জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর এই সময়ে জন্মগ্রহণ করেন তাঁরা কিরোর চ্যাল্ডিন সংখ্যা-তত্ত্বের নিয়মান্বসারে ব্বধ, চন্দ্র, কর্কট চিহ্নে, নেপচুন, ত্রিগ্বণাত্মক বর্বণের প্রথম ঘরের সবরকম প্রভাব দ্বারা চালিত হন।

যাঁরা জ্বলাই মাসের এই সময়ে জন্মগ্রহণ করেন, তাঁদের সঙ্গে আপনার মানসিক ও চারিত্রিক গঠনের ম্বলকথা প্বর্বেই বর্ণনা করা হয়েছে।

ব্বধ, চন্দ্র ও নেপচুন আপনার প্রধান কর্ণধার।

ব্যক্তি ও পরিবেশ সম্বন্ধে আপনি অসম্ভব রকম সচেতন। কর্বণার নিদর্শন সহজেই আপনার মধ্যে সাড়া জাগাবে। জল যেমন ফুলকে ফুটতে সাহায্য করে, প্রশংসা ও উৎসাহ তেমনি আপনার প্রকৃতিকে বিকশিত হতে সাহায্য করে।

প্রথম জীবনে আপন শক্তি সম্বন্ধে আপনি অচেতন থাকবেন। কিন্তু একবার নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারলে অনায়াসে আপনি এগিয়ে যাবেন, কোনও বাধা আপনার উদ্দেশ্য ব্যাহত করতে পারবে না।

আপনি তীক্ষ্ম মস্তিষ্কসম্পন্ন ব্যক্তি, জ্ঞানোদ্দীপক যে কোনও বিষয়ে আপনার

*মার্কিন প্রেসিডেন্ট আমার গ্রন্থের প্রশংসা পত্র প্রেরণ করেন।

** ল্বই মেয়ার তাঁর কালিফোর্ণিয়ার গ্বহে আমাকে একাধিকবার নিমন্ত্রণ করেন এবং আমার কাজের প্রশংসা করেন।

*** গডফ্রে আইজ্যাক আমার সঙ্গে অনেকবার সাক্ষাৎ করেন এবং আমাকে তাঁর কোম্পানীর একজন ডিরেক্টর করে নেন।

অসীম আগ্রহ থাকবে। সেই সঙ্গে জীবনের যে কোনও ক্ষেত্রে সবার কর্তৃত্ব করার বাসনা হবে।

'পর পারের জগৎ' সম্বন্ধে আপনার কৌতূহল আছে এবং সে বিষয়ে চিন্তা করতে আপনার ভাল লাগে।

আপন ইচ্ছা বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য আপনি অপরের উপর অত্যধিক চাপ দিতে পারেন, ফলে আপনার শত্রু সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে ও প্রচণ্ড বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হবে। শত্রুদের সম্পর্কে বেশি মাথা না ঘামিয়ে দৃঢ়ভাবে চলা আপনার পক্ষে শুভ হবে।

জলপথে ভ্রমণ আপনার প্রিয় এবং সুযোগ-সুবিধামত আপনি এই ইচ্ছা চরিতার্থ করবেন।

আপনার কখনও কখনও আর্থিক শুভযোগ আসতে পারে। কিন্তু সঞ্চিত অর্থ ধরে রাখা সহজ হবে না।

প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তি ও আত্মবিশ্বাস আপনার থাকতে পারে। আপনার অসাধারণ সেবা ও বুদ্ধি বৃত্তির ফলে যে জীবন যুদ্ধে সম্মুখীন হতে হবে এই দুই অস্ত্র দ্বারা আপনি সে যুদ্ধ জয় করবেন। তবে সব সময় আপনাকে সজাগ থেকে এগিয়ে যেতে হবে কর্মক্ষেত্রে।

প্রয়োজন বোধে কৌশল ও চাতুরী আপনি কাজে লাগাতে পারেন। আপনার আগ্রহ চরিতার্থ করতে পারলে রাষ্ট্রনৈতিক কাজে আপনি সফল হবেন।

ভিন্ন দেশের জীবনধারা ভিন্ন হ'তে বাধ্য, কিন্তু আপনি সহজেই সেই পরিবেশে মানিয়ে নিতে পারেন।

## অর্থ ভাগ্য

এ বিষয়ে আপনি নিজের ইচ্ছামত চলবেন। অসম্ভব বুদ্ধি থাকার ফলে আপনার মস্তিষ্কের গতি বিচিত্র এবং সেই জন্যে গতানুগতিক জীবনে আপনার সহজে ক্লান্তি আসবে।

## স্বাস্থ্য

আরোগ্যলাভের ক্ষমতা আপনার অসামান্য, সেই জন্য যে কোনও ব্যাধি থেকে অনায়াসে মুক্তি লাভ করেন। উচ্চগ্রামে বাঁধা স্নায়ুমণ্ডলী আপনার প্রধান বাধা, আপনি যথেষ্ট বিশ্রাম নিতে জানেন না। বয়স হ'লে মুখ-কুঁচকে রাখার মুদ্রাদোষ দেখা দেবে এবং পরের দিকে পক্ষাঘাত হ'তে পারে।

৫, ১৪ ও ২৩ অর্থাৎ '৫' সংখ্যা আপনার জীবনে প্রধান। ২ ও ৭ এই দুটি সংখ্যাও আপনার উপরে কাজ করে।

আপনার পক্ষে কার্যকরী তারিখগুলি হবে—২, ৫, ৭, ১১, ১৪, ১৬, ২০, ২৪, ২৫ ও ২৯।

আপনার পক্ষে শুভ বর্ণগুলি যথাক্রমে—

বুধ—যাবতীয় ফিকে রং।

চন্দ্র—হালকা বাদামী সাদা ও ফিকে রং।

নেপচুন—কপোত ধূসর ও ফিকে রংগুলি।

কোন গাঢ় রং কখনও পরবেন না।

হীরা, মুক্তা, উজ্জ্বল সাদা পাথর ও জেডের গহনা আপনার পক্ষে কল্যাণকর রত্ন। আপনার জীবনের গুরুত্বপূর্ণ বয়সগুলি হচ্ছে যথাক্রমে—৫, ১৪, ২৩, ৩২, ৪১, ৫০, ৫৯, ৬৮, ৭৭ ও ৮৬।

বছরের যে কোনও মাসের '৫' সংখ্যার লোক অর্থাৎ ৫, ১৪, ২৩ এবং ২ ও ৭ সংযুক্ত তারিখের জাতকের প্রতি আপনি আকৃষ্ট হবেন অতি গভীরভাবে।

আপনার সব সময় অস্ত্র সঙ্গে রাখা কর্তব্য, এই বিশ্বের কর্মক্ষেত্রে আপনার বন্ধুর সংখ্যা অল্প। বরং আপনি যদি একটু অমনোযোগী হন তাহলে বহু শত্রু আপনার ক্ষতি করতে পারে। তাই পথে খুব সতর্কভাবে চললে আপনার উন্নতি হবার সম্ভাবনা আছে।

**যে সব বিখ্যাত লোকেরা এই তারিখে জন্মেছেন**

| | |
|---|---|
| ফ্রেডারিক্ ইনসুল্ ( ব্যবসায়ী ) | ৫ই জুলাই |
| সেসিল্ রোডস্ ( দক্ষিণ আফ্রিকার স্রষ্টা )* | ,, ,, |
| ডব্লিউ. টি. স্টেড্ ( সাংবাদিক )** | ,, ,, |
| এড্ওয়ার্ড হেরিয়ট্ ( রাজনীতিক ) | ,, ,, |
| এড্ওয়ার্ড বেন্সন্ ( আর্চবিশপ ) | ১৪ই ,, |
| সিসেম প্যাংকহার্ট ( অর্গ্যানাইজার ) | ,, ,, |
| স্যার হিল্ড্যাল ( লেখক ও দার্শনিক ) | ২৩শে ,, |
| কার্ডিনাল গিবন্স ( ধর্মবিদ্ ) | ,, ,, |

## সপ্তষষ্টিতম অধ্যায়

# জুলাই মাসের ৬, ১৫, ২৪ তারিখের জাতকগণ

এ মাসের ৬ সংখ্যার লোকেরা ঃ

যাঁরা জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর এই সময়ে জন্মগ্রহণ করেন তাঁরা চ্যাল্‌দিন সংখ্যাতত্ত্বের

* সেসিল রোডস্ আমাকে মেসিনের সঙ্গে পরিচিত করেন। তিনি ভাগ্যকে খুব বিশ্বাস করতেন। তার ফলে তিনি আমার সংখ্যাতত্ত্বে আকৃষ্ট হন এবং তার সুফল লাভ করেন।

** ডব্লিউ স্টেড আমার ভক্ত ছিলেন। যে সময় তিনি টাইট্যানিক জাহাজে যান তখন আমি তাঁকে যেতে নিষেধ করি তিনি তা শোনেন নি তার ফলে ঐ জাহাজ দুর্ঘটনায় তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর শোকাবহ মৃত্যু ও তাঁর কথা চিন্তা করে আজও দুঃখ অনুভব করি।

নিয়মানুসারে শুক্র, চন্দ্র, কর্কট চিহ্নে, নেপচুন ত্রিগুণাত্মক বরুণের প্রথম ঘরের সবরকম প্রভাব দ্বারা চালিত হবেন।

জুলাই মাসের জাতকগণের সঙ্গে আপনার চারিত্রিক ও মানসিক গঠনের মূলকথা পূর্বেই বর্ণনা করা হয়েছে।

উপরোক্ত গ্রহ সমন্বয়ের ফলে আপনার জীবন সাধারণের চেয়ে অনেক বেশি চমকপ্রদ হবে কারণ প্রেম, ভাবালুতা ও উচ্চকাঙ্ক্ষা একসঙ্গে বিরাজ করবে।

করুণা, মমতা ও দরদী হৃদয়ের অধিকারী আপনি, সবার প্রিয়। উপরন্তু যে কোন কাজও সার্থকভাবে সমাধা করার দৃঢ় ইচ্ছা আপনাকে উন্নতির পথে নিয়ে যাবে।

আপনি আধিভৌতিক বিষয়ে আগ্রহী কিন্তু অলস কুসংস্কার থেকে মুক্ত। আপনি 'ভাগ্য' বিশ্বাস করেন এবং "আমরা তাকে যতই খণ্ডন করি না কেন নিয়তি আমাদের ভবিতব্যের নির্ধারক" একথা মানেন।

পরিবারের প্রতি, বিশেষতঃ মায়ের প্রতি আপনার বিশেষ টান আছে। আত্মীয়-স্বজনের উপকার করা আপনার স্বভাব এবং তাদের দায় বহন করতে এতটুকু আপত্তি আপনার নেই। কিন্তু বিবাহ ও ব্যক্তিগত জীবনে সুখের পালন আপনার কর্ম।

## অর্থ ভাগ্য

এ বিষয়ে আপনি বিশেষ ভাগ্যবান। পুরুষ বা নারী আপনার বিপরীত লিঙ্গ সৌভাগ্যের কারণ হবেন। বিবাহের যৌতুক বা উত্তরাধিকার সূত্রে অথবা স্বীয় মনন-শীলতার জন্য অর্থাগম হবে।

## স্বাস্থ্য

অল্প বয়সে প্রাণপ্রাচুর্যে পরিপূর্ণ হলেও অত্যধিক পরিশ্রম আপনার স্বাস্থ্য ক্ষয় করবে অথবা স্নায়বিক দুর্বলতায় স্বাস্থ্যহানি ঘটবে। আন্ত্রিক গোলযোগ, টিউমার, এ্যাপেণ্ডিসাইটিস, হার্নিয়া জাতীয় আভ্যন্তরীণ ব্যাধি ভোগ করতে পারেন।

৬, ১৫ ও ২৪শে জুলাই-এর জাতকের পক্ষে ২, ৬ ও ৭ এবং সেই ঘরের সংখ্যা বা তারিখ যথা ৭, ১১, ১৫, ১৬, ২০, ২৪, ২৫ ও ২৯ হলো প্রধান।

বছরের যে কোন সময়ে এই তারিখগুলিতে ঈপ্সিত কাজ করবেন। গ্রহশক্তি আকর্ষণী স্পন্দন বৃদ্ধির জন্য নিম্নলিখিত রংগুলি পরবেন :—

শুক্র—ফিকে থেকে শুরু করে গাঢ়তম নীলের যাবতীয় স্তরের রং।

চন্দ্র—সবুজ, ফিকে বাদামী ও সাদা।

নেপচুন—কপোত ধূসর ও অন্যান্য ফিকে রং।

টারকুইজ, সব নীল পাথর ও পান্না আপনার পক্ষে শুভ রত্ন।

আপনার জীবনে উল্লেখযোগ্য বয়সগুলি যথাক্রমে—৮, ১৫, ২৪, ৩৩, ৪২, ৫১, ৬০, ৬৯ ও ৭৮।

৬, ১৫, ও ২৪ তারিখের জাতকদের প্রতি আপনি সহজেই আকৃষ্ট হবেন। কিন্তু

৩ ও ৯ তারিখ যথা—৩, ৯, ১২, ১৮, ২১, ২৭ ও ৩০শের জাতকদের সঙ্গে আপনার মিল থাকলেও তাদের সঙ্গ আপনার পক্ষে খুব মঙ্গলজনক হবে না।

**যে সব বিখ্যাত লোকেরা এই তারিখে জন্মেছেন**

| | | |
|---|---|---|
| মেক্সিকোর রাজা ম্যাক্সিমিলিয়ান | ৬ই | জুলাই |
| ব্রাডলী মার্টিন ( ধনপতি ) | ,, | ,, |
| স্যার জর্জ হোয়াইট্ ( সেনাপতি ) | ,, | ,, |
| রবার্ট ব্যারসন ( অর্থনীতিবিদ্ ) | ,, | ,, |
| পল্ জোন্স্ ( নৌসেনাপতি ) | ,, | ,, |
| মার্জরী র‍্যাম্বু ( চলচিত্র ) | ১৫ই | ,, |
| কার্ডিন্যাল ভায়েটালি ( চিত্র পরিচালক ) | ,, | ,, |
| রেম্‌ব্রাণ্ট ( চিত্রশিল্পী ) | ,, | ,, |
| লর্ড নর্থক্লিফ ( সংবাদপত্র মালিক )* | ,, | ,, |
| উইলিয়াম জিলেট্ ( অভিনেতা ) | ২৪শে | ,, |
| এড্‌ওয়ার্ড বেন্‌সন্ ( লেখক ) | ,, | ,, |
| সাইমন বলিভার ( নেতা ও বিপ্লবী ) | ,, | ,, |
| লর্ড ডান্‌সেনী ( লেখক ) | ,, | ,, |

## অষ্টষষ্টিতম অধ্যায়

# জুলাই মাসের ৭, ১৬, ২৫ তারিখের জাতকগণ

এ মাসের ৭ সংখ্যার লোকেরা ঃ

যাঁরা জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর এই সময়ে জন্মগ্রহণ করেন তাঁরা কিরোর চ্যাল্‌দিন সংখ্যা-তত্ত্বের নিয়মানুসারে কর্কট চিহ্ন নেপচুন ও চন্দ্র, ত্রিগুণাত্মক বরুণের প্রথম ঘরের সবরকম প্রভাব দ্বারা চালিত হবেন।

যাঁরা এই সময়ে জন্মগ্রহণ করেন তাঁদের সঙ্গে আপনার চারিত্রিক ও মানসিক গঠনের বর্ণনা করা হয়েছে।

চরিত্রবল ও ইচ্ছাশক্তি বৃদ্ধি করে আপনি এই গ্রহ সমন্বয় থেকে অনেক বেশি বুদ্ধিমত্তা অর্জন করে সাধারণের উর্ধ্বে উঠতে পারবেন।

এর উপর নির্ভর করে আপনি চিত্রকর, লেখক, সঙ্গীতকার বা গীতশিল্পী হিসাবে

---

* লর্ড নর্থক্লিফের তরুণ জীবনে তাঁর সঙ্গে আমার যখন সাক্ষাৎ হয় তখন আমি তাঁকে সংবাদপত্র প্রকাশ করতে বলি। তিনি তা করে প্রচুর উন্নতি করেন। তিনি তা স্বীকার করেন এবং আমাকে প্রচুর ধন্যবাদ জানান।

যথেষ্ট সাফল্য অর্জন করতে পারেন। যেহেতু বাস্তব জগতের সঙ্গে এইসব গুণের সম্পর্ক কম, সেইজন্য জীবনের প্রারম্ভে আপনার পক্ষে অর্থ উপার্জন করা কঠিন হবে।

সমাজের যে স্তরেই আপনার জন্ম হয়ে থাক, রুচি ও আদর্শ আপনার মার্জিত হবে। আপনি উচ্চাভিলাষী, অনুশীলন ও জ্ঞানার্জন দ্বারা নিজেকে উন্নীত করবার বহু চেষ্টা আপনি করবেন এবং অনেক বড় বড় জিনিস করতে চেষ্টা করবেন।

রাশিচক্রের ঘরে এবং রবির কক্ষে পড়ে জীবনে অনেক বেশি সফল হবেন। আপনি যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়েও আপন দার্শনিক মনোভাব হারাবেন না।

৭, ১৬ ও ২৫শে জুলাই-এর জাতক মাত্রই জলপথে বা স্থলপথে দীর্ঘভ্রমণ করতে ভালবাসেন। যদি অবস্থাগতিকে সম্ভব হয় তবে এঁরা পর্যটক ও অনাবিষ্কৃত দেশকে আবিষ্কারের গৌরব লাভ করতে পারেন। গার্হস্থ্য জীবন ভালবাসলেও এঁদের অভিজ্ঞতা বড় বিচিত্র হয়, বিবাহ যত দেরীতে হয় ততই এঁদের সাফল্যের পক্ষে মঙ্গল।

## অর্থ ভাগ্য

এদিকে আপনাকে সতর্ক করা নিরর্থক। ৭, ১৬ ও ২৫শে জুলাই-এর জাতক অসম্ভব সব ঘটনার সম্মুখীন হতে পারেন। এমনও হতে পারে যে, অকস্মাৎ কোন অপরিচিত ব্যক্তি আপনার গুণমুগ্ধ হয়ে আপনাকে নিয়ে মেতে উঠলেন, আবার তেমনই অকস্মাৎ পৃষ্ঠ প্রদর্শন করলেন। আত্মীয়-স্বজন সম্বন্ধেও একই কথা খাটে। আপনার প্রতি তাঁদের ব্যবহার 'ক্ষণে হাতে দড়ি, ক্ষণেক চাঁদ' গোছের হ'তে পারে।

উত্তরাধিকার সূত্রে কিছু পেলেও তার "খুঁটো বাঁধা" থাকবে। এইসব ব্যক্তির প্রতি আমার উপদেশ হ'লো এই—তাঁরা যেন আত্মবিশ্বাস-সহ স্বীয় প্রতিভার অনুশীলন দ্বারা অন্তরে সর্বদা "আশা ও উচ্চাকাঙ্ক্ষার প্রদীপখানি" জ্বালিয়ে রাখেন।

আমার বিশ্বাস এইভাবে বুদ্ধি বৃত্তির উপর ভরসা করে তাঁরা অনায়াসে বাঞ্ছিত পদ লাভ করবেন।

## স্বাস্থ্য

এই সময়ে জন্মগ্রহণ করলে শরীরের উপর মনের প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়।

৭, ১৬ ও ২৫শে জুলাই-এর জাতকের স্বাস্থ্য ভাল নয়। কিন্তু মন যদি কিছু করবে বলে স্থির করে—তবে দেহকে আপনি তুচ্ছজ্ঞান করেন। টিউমার, আভ্যন্তরীণ অঙ্গে স্ফোটক, এক টানা সর্দি-কাশি ও ইনফ্লুয়েঞ্জায় ভুগতে পারেন। মন যদি প্রফুল্ল থাকে তবে এইসব আধি-ব্যাধি আপনাকে কাবু করতে পারবে না।

৭, ১৬ ও ২৫শে জুলাই-এর জাতকের পক্ষে ৭ ও ২ ঘরের সব সংখ্যাগুলি যথা ২, ৭, ১১, ১৬, ২০, ২৫ ও ২৯ প্রধান। বছরের যে কোনও মাসে এই তারিখগুলিতে আপনি শুভ কাজ আরম্ভ করবেন।

নেপচুন ও চন্দ্র সংশ্লিষ্ট বর্ণগুলি আপনার আকর্ষণী স্পন্দন শক্তি বৃদ্ধি করবে এবং পোশাকের যে কোনও অংশে সেগুলি ব্যবহার করবেন।

নেপচুন—কপোত ধূসর ও যাবতীয় ফিকে রং।

চন্দ্র—সবুজ, ফিকে বাদামী ও সাদা।

২৫শে জুলাই-এর জাতক সব স্তরের সোনালী, হলুদ, খয়েরি মিশ্রিত সোনালী রং পরতে পারেন।

সবুজ জেড পাথর, মস এগেট, মুনস্টোন, ক্যাটস্ আই, ঝিনুক ও মুক্তো আপনার পক্ষে শুভরত্ন।

আপনার জীবনের শ্রেষ্ঠ বয়সগুলি যথাক্রমে—২, ৭, ১১, ১৬, ২০, ২৫, ২৯, ৩৪, ৩৮, ৪৩, ৪৭, ৫২, ৫৬ ৬১, ৬৫, ৭০ ও ৭৯।

বছরের যে কোনও মাসের ২, ৭-এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দিনগুলি যথা—২, ৭, ১১, ১৬, ২০, ২৫শের জাতকের প্রতি আপনি অত্যন্ত আকৃষ্ট হবেন এবং আপনি যদি ২৫শে জুলাই-এর জাতক হন তবে সৌর সংখ্যা ১-৪-এর পর্যায়ে যথা—১, ৪, ১০, ১৩, ১৯, ২২, ২৮ ও ৩১শের জাতকের প্রতি আকৃষ্ট হবেন।

সামাজিক জীবনে অস্থির চিত্ততা এই তারিখের জাতকের পক্ষে প্রধান অসুবিধা, যদি তা কাটিয়ে স্থির ও দৃঢ় চিত্ত নিয়ে কার্যে এগিয়ে যান তবে সফল হবেন। সব সময় নিজ মতে চলতে চেষ্টা করবেন। কখনো অপরের কথা শুনে মনে দ্বিধা আনবেন না।

### যে সব বিখ্যাত লোকেরা এই তারিখে জন্মেছেন

| | | |
|---|---|---|
| সম্মানিত হার্বার্ট বেস্টন ( পরিব্রাজক ) | ৭ই | জুলাই |
| রিকার্ডো কোর্টেজ ( চলচ্চিত্র ) | ,, | ,, |
| স্যার মোরেল ম্যাকেন্জী ( বিখ্যাত চিকিৎসক ) | ,, | ,, |
| ক্যাথলিক নরিস ( লেখিকা ) | ১৬ই | ,, |
| স্যার যোশুয়া রেনল্ডস্ ( চিত্রশিল্পী ) | ,, | ,, |
| মেরী বেকার এবি ( প্রতিষ্ঠাতা ) | ,, | ,, |
| রোনাল্ড আমুণ্ডসেন ( দক্ষিণ মেরু আবিষ্কারক * | ,, | ,, |
| লর্ড আর্থার জেনস্ ব্যালফোর ( নেতা )** | ২৫শে | ,, |
| স্যার হেনরী ভাল্‌টল ( আবিষ্কারক ) | ,, | ,, |
| উইলিয়া ফারগার্ট ( নেভী অধ্যক্ষ ) | ,, | ,, |
| ডেভিড্ বেল্যাস্কো ( চিত্র নাট্যকার ) | ,, | ,, |

* তাঁর মৃত্যুর মাত্র এক বছর আগে দক্ষিণ মেরু আবিষ্কারক এই বীর অভিযাত্রীর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। ১৯১১ সালে তিনি এই কাজে সফল হন।

** এই বিখ্যাত রাজনীতিকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হবার পর আমার ভবিষ্যৎবাণী অনুযায়ী তিনি অনেক উচ্চে ওঠেন এবং প্রধানমন্ত্রী পর্যন্ত হন।

উনসপ্ততিতম অধ্যায়

## জুলাই-মাসের ৮, ১৭ ও ২৬ তারিখের জাতকগণ

এই মাসের ৮ সংখ্যার লোকেরা ঃ

যাঁরা জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর এই সময়ে জন্মগ্রহণ করেন, তাঁরা কিরোর চ্যালদিন সংখ্যাতত্ত্বের নিয়মানুসারে শনি, নেপচুন, কর্কট চিহ্নে চন্দ্র, ত্রিগুণাত্মক বরুণের প্রথম ঘরের সবরকম প্রভাব দ্বারা চালিত হন।

২৬শে জুলাই দিনটি একটু ভিন্ন, কারণ ঐদিনে জীবন দাতা রবি কর্কটের ঘর সিংহ রাশি অর্থাৎ রবির কক্ষে প্রবেশ করে। সুতরাং ২৬শে জুলাই তারিখটি আমি অন্যত্র বিচার করব।

যাঁরা জুলাই মাসে জন্মগ্রহণ করেন তাদের চারিত্রিক ও মানসিক গঠনের মূলকথা পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে।

৮, ১৭ জুলাই-এর জাতক অত্যন্ত গম্ভীর প্রকৃতির ব্যক্তি এবং প্রবল ইচ্ছা শক্তি ও দৃঢ় মতামতের অধিকারী।

মধ্য বয়স অবধি অপরের দায়-দায়িত্ব আপনার নিজস্ব উন্নতির পথে বাধা সৃষ্টি করবে। খাঁচায় আবদ্ধ বন্দীর মত বহির্জগতে দৃষ্টি রেখে আপনাকে নিশ্চেষ্ট হয়ে থাকতে হবে।

অপরের তৈরী ঘটনা চক্রের মাঝে "ভাগ্যের হাতে ক্রীড়নক" হয়ে আপনাকে দিন কাটাতে হবে।

প্রবল হৃদয়াবেগের অধিকারী হলেও আপনার বহিঃপ্রকাশ কম।

পরের কারণে স্বার্থ বলি দিতে হবে, কিন্তু জীবনের আরম্ভে এই কৃচ্ছ সাধনের মূল্য আপনি পাবেন না। প্রেম ও ভালবাসার ক্ষেত্রে বহু বাধা ও বহুতর কঠিন দায়িত্ব আপনাকে বহন করতে হবে।

জীবনের মধ্যাহ্ন অবধি স্বীয় উদ্দেশ্য কার্যে পরিণত করার পথে বাধা পাবেন, কিন্তু আপনার ধৈর্য ও একাগ্রতা পরিশেষে পুরস্কৃত হবে।

৮ ও ১৭ই জুলাই-এর জাতকের জীবন দ্বিধারায় বইতে পারে। হয় সারা পরিবারের বোঝা বয়ে গতানুগতিক চাকুরী জীবন কাটিয়ে যাবেন, নতুবা অপেক্ষাকৃত অধিক সৌভাগ্যবশতঃ অল্প বয়সে সুবিধা লাভ করে ক্রমে ক্রমে অর্থ সঞ্চয় করে ভাগ্যবাদী হয়ে পড়বেন।

সাধারণতঃ ৮, ১৭ ও ২৬শে জুলাই-এর জাতকগণের প্রথম জীবন অত্যন্ত কষ্টকর হয়। প্রাচীন বিজ্ঞানীরা একটি বাক্য প্রয়োগ করতেন—"শনিচক্র" ৩৩ বা ৩৫ বছর অবধি এর পরিসর। যদি উপরোক্ত তারিখগুলির জাতক এই সময় অবধি জীবনকে দুঃসহ মনে করে এতদিন সহ্য করে থাকেন, তবে এর শেষ পর্যন্ত অপেক্ষা করুন, এরপর তিনি পরবর্তী ৩৩ থেকে ৩৫ বৎসর অবধি সৌভাগ্যের স্বাদ পাবেন।

৮, ১৭ ও ২৬শে জুলাই-এর জাতকগণের আরেকটি বিচিত্র অভিজ্ঞতা হয় এঁরা গভীরভাবে ধর্মপ্রবণ অথবা একেবারে নাস্তিক হন।

যাঁরা এই সময়ে জন্মগ্রহণ করেন তাঁদের "কঠিন ব্যবসায়ে" লিপ্ত হয়ে যাওয়া ভাল, যথা—ভূকর্ষণ, খনি বা খনিজ তৈল সংশ্লিষ্ট কর্ম।

২৬শে জুলাই-এর জাতক সিংহের কক্ষে অবস্থান করার ফলে করপোরেশন, সরকারি প্রচারক, ধর্মযাজক, গ্রন্থকার ইত্যাদি জনসাধারণের সঙ্গে সম্পর্কিত যে কোনও কাজের জন্য উপযুক্ত।

## অর্থ ভাগ্য

এইসব তারিখের জাতক যদি অযথা ঝুঁকি নিয়ে অর্থ নিয়োগ না করেন, তবে এঁরা শুধু ধৈর্য ও স্থির সংকল্পের সাহায্যে যথেষ্ট অর্থ সঞ্চয় করতে পারেন।

৮, ১৭ বা ২৬শে জুলাই-এর জাতক ৪ ও ৮ সংখ্যাকে ঘুরে ফিরে খালি তাদের জীবনে বহুবার আসতে দেখবেন এবং এইসব তারিখের জাতক আপনার জীবনে গভীরভাবে অংশ গ্রহণ করবে।

## স্বাস্থ্য

৮, ১৭ ও ২৬শে জুলাই জন্মালে পাকস্থলী, কিডনী, লিভার ও কোলনের দোষ দেখা দিতে পারে। অত্যধিক অম্ল হওয়ার ফলে হাঁটুতে, গোড়ালিতে ও পায়ের পাতায় আর্থ্রারাইটিস্ ও বাত দেখা দিতে পারে।

৪ ও ৮-এর সঙ্গে যুক্ত যাবতীয় সংখ্যা আপনার পক্ষে কার্যকরী। মঙ্গল ঘরের ৯, ১৮ ও ২৭ পর্যায়ের সংখ্যাগুলি এড়িয়ে চলবেন।

দৈবে আপনি বিশ্বাসী বলে ৪, ৮, ১৩, ১৭, ২২, ২৬ ও ৩১ তারিখগুলি যথা সম্ভব কাজে লাগাবেন, দেখবেন ভাল হবে।

২৬শে জুলাই রবি আপন কক্ষস্থ হবে, সুতরাং ঐ তারিখের জাতকের "১" ও "৪" এর সংশ্লিষ্ট সংখ্যাগুলির গুরুত্ব অনেক বৃদ্ধি পাবে যথা—১, ৪, ১০, ১৩, ১৯, ২২, ২৮, ৩১ সংখ্যা মনে রাখবেন। কিন্তু শনির সংখ্যা "৮"-ও সমান কাজ করবে।

কালো মুক্তা, হীরা, গাঢ় পান্না বা সবুজ পাথর রুপা বা প্লাটিনামের সঙ্গে যুক্ত করে ধারণ করবেন। সুফল ফলবে। অবশ্য ভাল একজন জ্যোতিষীকে দেখিয়ে নিলে ভাল হবে।

আপনার জীবনের প্রধান বর্ষগুলি যথাক্রমে—৪, ৮, ১৩, ১৭, ২২, ২৬, ৩১, ৩৫, ৪০, ৪৯, ৫৩, ৫৮, ৬১, ৬৭, ৭১, ৮০, ৯৪ ও ৯৮।

এই তারিখের লোকেরা ভাগ্য বিশ্বাসী হয় এবং বিশেষভাবে সৎপথে শ্রম করে উন্নতি করার চেষ্টা করে। তার ফলে ব্যর্থ হয় না। এরা জীবনে যথেষ্ট উন্নতিও করে। তবে প্রথম জীবনে যদি ভেঙ্গে পড়ে এবং সাহস হারায় তাহলে উন্নতির পথে বাধা পায়।

### যে সব বিখ্যাত লোকেরা এই তারিখে জন্মেছেন

| | |
|---|---|
| জন রকফেলার খনিজ তৈল্য ব্যবসায়ী ) | ৮ই জুলাই |
| কাউন্ট ভন জেপ্‌লিন ( এরোপ্লেন-প্রস্তুতকারী ) | ,, ,, |
| জেম্‌স, হেন্‌রী ব্লেক ( প্রকৃতিবিজ্ঞানী ) | ,, ,, |
| মহাসম্মানিত চেম্বারলেন ( নেতা )* | ,, ,, |
| জন জ্যাকব অ্যাস্‌টর ( নেতা ) | ১৭ই ,, |
| এল্‌ব্রিজ গেরী ( মার্কিন নেতা ) | ,, ,, |
| আইজ্যাক ওয়াট্‌শ ( কবিতা লেখক ) | ,, ,, |
| স্যার ফ্রেডারিক অ্যাবেল ( রসায়নবিদ্‌ ) | ,, ,, |
| ক্যাপ্টেন অ্যানন হ্যান্‌ক ( তৈল ব্যবসায়ী ) | ২৬শে ,, |
| জর্জ বার্নার্ডশ ( লেখক ) | ,, ,, |
| এসিল জেনিরষ্‌ ( চলচ্চিত্র ) | ,, ,, |
| কোরোট ( ফরাসী চিত্রশিল্পী ) | ,, ,, |

## সপ্ততিতম অধ্যায়

# জুলাই মাসের ৯, ১৮ ও ২৭ তারিখের জাতকগণ

এ মাসের ৯ সংখ্যার লোকেরা ঃ

যাঁরা জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর এই সময়ে জন্মগ্রহণ করেন তাঁরা কিরোর চ্যালডিন সংখ্যাতত্ত্বের নিয়মানুসারে মঙ্গল, চন্দ্র, কর্কট চিহ্নে নেপচুন, ত্রিগুণাত্মক বরুণের সবরকম প্রভাব দ্বারা চালিত হবেন।

কর্কট রাশিকে মঙ্গলের শক্তিহীন ঘর আখ্যা দেওয়া হয়, সেইজন্য আপনার জীবন দ্বিধা বিভক্ত হতে বাধ্য এবং স্বীয় উদ্দেশ্য ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করার জন্য আপনার মনোবল বৃদ্ধি করা বিশেষ প্রয়োজন।

আপনার মন বাধ্য-বাধকতা মানতে চায় না এবং অপরের সঙ্গে আপনার অত্যন্ত সতর্ক ও বিচক্ষণ ব্যবহার করা উচিত।

আপনি সাহসী, স্বাধীনচেতা, কিন্তু প্রথম জীবনে দারুণ ক্রোধ প্রকাশ করতে দেখা যাবে। কিন্তু 'এই ক্রোধ আপনাকে সংযত করতে হবে—কেবলমাত্র কার্যের উদ্দীপনা হিসাবে একে ব্যবহার করে।'

যে কোন অভিনব বা চমকপ্রদ কাজ আরম্ভ করতে আপনার উৎসাহ দেখা যায়। বাসা বদল করতে আপনার ক্লান্তি নেই, কোথাও আপনি বেশিদিন স্থির হয়ে থাকতে পারেন না।

* আমার আত্মজীবনীতে আমি চেম্বারলেনদের সম্পর্কে বলেছি। পিতা ও পুত্র উভয়ের সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল এবং দুজনেই আমার প্রতি প্রবল আস্থাশীল ছিলেন। দুজনের হাতের রেখা থেকে আমি বংশগতধারার কথা বর্ণনা করতে সক্ষম হই।

আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে আপনার ক্রমাগত বিরোধ বাধবে এবং আপনার পক্ষে অল্প বয়সে বিবাহ না করাই ভাল।

আপনার জীবন বহ্বল ঘটনাপ্বর্ণ বলা যায়, বিশেষতঃ বিপদ এবং দ্বর্ঘটনায় যেমন আগ্বন, আগ্নেয়াস্ত্র, ঘ্বর্ণিবার্তা, ভূমিকম্প ও জল থেকে হঠাৎ বিপদ আপনার ঘটতে পারে।

জীবনবীমা বা অন্যভাবে কিছ্ব অর্থ আপনি সঞ্চয় করে রাখবেন। নতুবা শেষ জীবনে অর্থকষ্ট পেতে হবে।

আইনের ফাঁদে বহ্ববার আপনাকে জড়াতে হবে এবং আইন এবং আইনজ্ঞের হাতে বহ্ব অর্থক্ষতি আপনার আছে।

## অর্থ ভাগ্য

আপনার আর্থিক প্রচেষ্টা হয় সম্প্বর্ণ সার্থক, না হয় সম্প্বর্ণ ব্যর্থ হবে। "স্বখী মধ্যপন্থা" কথাটি আপনার বেলায় খাটে না। জীবনয্বদ্ধে হয় সম্প্বর্ণ জয় নয় প্বর্ণ পরাজয় হবে। প্রতি বছর জ্বলাই, ডিসেম্বর ও এপ্রিল মাসে কোন বিপদ, অস্ববিধা, বা বিরক্তির কারণ আপনার ঘটতে পারে। কিন্তু আপনি প্রচুর বড়লোক হবার আশায় অনেক পরিকল্পনা করবেন এবং ফলে দীত্যকারের বড়লোকও হয়ে পড়তে পারেন।

## স্বাস্থ্য

প্রচুর প্রাণশক্তি থাকায় আপনার পক্ষে স্বাস্থ্য কোনদিন দ্বশ্চিন্তার কারণ হবে না। সহজে আরোগ্য লাভ করতে পারেন কিন্তু আকস্মিক দ্বর্ঘটনা, বিশেষতঃ পায়ের দিকে আঘাতের আশঙ্কা আছে। ট্রেন দ্বর্ঘটনা সর্বপ্রকার বাষ্পীয় যান ও জলযোগে ভ্রমণে বিপদ ঘটতে পারে।

সর্বদা চোখ দ্বটি বাঁচিয়ে চলবেন, কারণ ছানি কাটানো বা অন্য কোন অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন হতে পারে।

'৯' ও '২' এর পর্যায়ের সংখ্যা ও তারিখগ্বলি যথা—২, ৭, ৯, ১১, ১৬, ১৮, ২০ ২৫, ২৭ ও ২৯ আপনার জীবনে কার্যকরী। আপনার গ্বর্বত্বপ্বর্ণ কাজগ্বলি এই দিনগ্বলিতে ফেলতে চেষ্টা করবেন। আপনার গ্রহ আকর্ষণী শক্তি ব্বদ্ধি করার জন্য এই বর্ণগ্বলি ব্যবহার কর্বন যথা—

মঙ্গল—গাঢ় লাল, গোলাপী, ও ভিন্ন স্তরের লাল।

চন্দ্র—ফিকে সব্বজ, ফিকে বাদামী ও সাদা।

নেপচুন—কপোত ধ্বসর বা অন্য কোন রং।

চুনী, গোমেদ ও অন্যান্য লাল পাথর আপনার পক্ষে শ্বভ রত্ন, এছাড়া ম্বক্তা, ম্বনস্টোন, জেডও চলতে পারে। তবে ফলপ্রদ হবে না।

২৭শে জ্বলাই রবি স্বীয় কক্ষে বিরাজিত থাকবে, স্বতরাং চ্যালদিন সংখ্যাতত্ত্বের নিয়মান্বসারে আপনি স্বর্য ও সিংহের কক্ষে মঙ্গলের স্পন্দনে আব্বত হবেন।

এই গ্রহ সমন্বয়ের বিশেষ শক্তি আছে, স্বতরাং আপনি জীবনে যে কোন পথে

নির্বাচন করলে তাতেই সার্থক হবেন। দায়িত্বপূর্ণ যে কোন উচ্চপদ ও জনগণের সমর্থন আপনার আয়ত্তে থাকবে।

আপনার স্বভাব আনন্দময়, উজ্জ্বল, আশাবাদী ও সাহসী, বিপদে প্রয়োজনে আপনার স্বরূপ প্রকাশ পাবে।

২৭শে জুলাই-এর জাতক আকর্ষণী স্পন্দন বৃদ্ধির জন্য নিম্নলিখিত বর্ণগুলি ব্যবহার করবেন, যথা—

রবি বা সূর্য—সোনালী, হলুদ ও হলদে খয়েরি রং।

মঙ্গল—গাঢ় লাল, গোলাপী ও ভিন্ন লাল।

২৭শে জাতকের পক্ষে ৪ ও ৯ সংশ্লিষ্ট সংখ্যাগুলি যথা—১, ৪, ৯, ১০, ১৩, ১৮, ১৯, ২২, ২৭, ২৮ ও ৩১ শুভ। গুরুত্বপূর্ণ কাজের পক্ষে দিনগুলি শ্রেয়। ৯, ১৮ ও ২৭শে জুলাই-এর জাতকগণের ১, ৯, ১০, ১৮, ১৯, ২৭, ২৮, ৩৬, ৪৫, ৪৬, ৫৪, ৫৫, ৬৩, ৬৪, ৭২ ও ৭৩ বয়সগুলি প্রধান। বছরের যে কোন সময়ে ৯ ও ২ পর্যায়ের তারিখ—৯, ১৮ ও ২৭শে যাঁরা জন্মেছেন তাঁদের প্রতি আকৃষ্ট হবেন আপনি খুব বেশি।

আপনি মনের ভেতর থেকেই এমন একটা মানসিক শক্তি পাবেন যে তার ফলে জীবনে প্রতিষ্ঠা অর্জনে বিশেষ সাহায্য করবে। আপনি বিশ্বাস করেন যে, ঈশ্বর তাদেরই সাহায্য করেন, যারা নিজের কর্মের প্রতি আস্থাশীল। তবে ঈশ্বরভক্তির চেয়ে কর্মে আস্থা, বিশ্বাস আপনার বেশি।

| | | |
|---|---|---|
| আর্ল অফ মিণ্টো ( গভর্নর ) | ৯ই | জুলাই |
| এলিয়াস্ হো ( আবিষ্কারক ) | ,, | ,, |
| থ্যাকারে ( বিখ্যাত লেখক )* | ১৮ই | ,, |
| রিচার্ড ডিক্স ( চলচ্চিত্র ) | ,, | ,, |
| উইলিয়ম গ্রেস ( ক্রিকেটার ) | ,, | ,, |
| হিলেয়ার বেলক্ ( লেখক ) | ২৭শে | ,, |
| আলেকজাণ্ডার ডুমা ( লেখক )** | ,, | ,, |

---

* এই বিখ্যাত লেখকের গভীর আস্থা জ্যোতিষশাস্ত্রের উপর। তিনি তাঁর জীবনের শুভাশুভ তারিখ মিলিয়ে চলতেন এবং সব কাজকর্ম করতেন।

** এই বিখ্যাত ফরাসী লেখকের সঙ্গে প্যারিসে আমার দেখা হয়। তিনি প্রচুর পরিশ্রমী এবং অমায়িক ও সৎ স্বভাবযুক্ত ছিলেন।

## একসপ্ততিতম অধ্যায়

# যাদের জন্ম আগস্ট মাসে

বছরের এই সময়ে যাঁরা জন্মগ্রহণ করেছেন, তাঁদের চরিত্র ও মনের গঠন, অর্থ ও স্বাস্থ্যের উপর আগষ্ট মাসের রবির প্রভাব।

জুলাই মাসের ২১ তারিখ থেকে সিংহ চিহ্নের প্রভাব শুরু হয়, কিন্তু ২৮শে জুলাই এর আগে তার পূর্ণতা লাভ করে না। এই তারিখ থেকে ২০ শে আগষ্ট অবধি তার পূর্ণ প্রভাব থাকে, পরবর্তী দিনে ক্রমে তার শক্তিক্ষয় হয়, অবশেষে কন্যা রাশি দ্বারা আচ্ছন্ন হয়।

সিংহ চিহ্নকে রবির কক্ষ বলা হয়। ২১শে জুলাই থেকে ২০শে আগস্টের মধ্যে যাঁরা জন্মগ্রহণ করেন এবং ২৮শে আগস্টের বৃত্তের মধ্যে পড়েন, তাঁদের চারিত্রিক গঠনে বৈশিষ্ট্য থাকে।

এঁরা অতিশয় উচ্চাভিলাষী হন এবং যে স্তরেই জন্মগ্রহণ করুন না কেন, সম্পূর্ণ ইচ্ছাশক্তির বলে প্রভুত্ব অর্জন করেন।

শক্তিমান ব্যক্তিদের প্রতি এঁরা আকৃষ্ট হন, এমনকি স্বাতন্ত্র্য ও উদ্দেশ্যের সন্ধান পেলে অনেক দোষ ক্ষমা করতে পারেন।

এই সময়ের জাতকগণ উদার ও স্নেহ-প্রবণ হন। এঁরা অতিশয় স্বাধীনচেতা, শাসন ও বাধ্য-বাধকতা আদপেই পছন্দ করেন না। প্রবল ইচ্ছাশক্তি ও কর্মক্ষমতা নিয়ে জন্মেছেন বলে জীবনের উদ্দেশ্য সাধনে যত বাধাই আসুক না কেন, শেষ অবধি এঁরা সার্থক হ'ন।

অপরকে মহৎ কাজে ব্রতী করাবার প্রেরণা যোগানোর ক্ষমতা আছে এঁদের। যথা—এই চিহ্নে জন্মগ্রহণ করে, (১৫ই আগস্ট) নেপোলিয়ন জনসাধারণের বিশ্বাস অর্জন করেন এবং অসম্ভব বিপদসঙ্কুল পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে তাদের চালিয়ে নিয়ে যান।

এঁরা সদা ব্যস্ত মানুষ। ঘটনাচক্রে যদি জীবনযুদ্ধের অবসান ঘটে, তবে বিরস ও বিষণ্ণ হয়ে পড়েন।

এঁরা অত্যন্ত ধৈর্যশীল ও কষ্টসহিষ্ণু, কিন্তু একবার যদি সিংহের ঘুম ভাঙ্গে তবে অসীম সাহসের পরিচয় দেন, পরাজয় মানেন না, হার স্বীকার করেন না।

অতিরিক্ত স্পষ্টবাদিতার জন্য এঁদের শত্রু সৃষ্টি হয়, নীচতা বা ছল-চাতুরীর আভাস যেখানে আছে তাকে এঁরা বিষবৎ ঘৃণা করেন। এঁরা বন্ধুর জন্য প্রাণ দিতে পারেন, কিন্তু বিশ্বাসঘাতকতা, অকৃতজ্ঞতা ও প্রতারণা এঁদের গর্বিত অন্তর চূর্ণ করে দেয়।

বছরের এই সময়ের জাতকের জন্ম মুহূর্তে সূর্যরশ্মি সিংহ রাশির ভেতর দিয়ে চলে যায়। এইজন্য এঁরা অত্যন্ত উচ্চাভিলাষী ও আদর্শবাদী হ'ন। মুখ্যত উদার হৃদয়, সৎ ও সত্যবাদী হন বলে প্রায়ই প্রতারিত ও আশাহত হন।

স্নেহ, প্রীতি, করুণা ও প্রবল আকর্ষণীশক্তি দ্বারা এঁরা অতীব জনপ্রিয় হন। পরিবেশ সম্বন্ধে অতি সচেতনতার দরুন এঁরা অপরের অভ্যাস ব্যবস্থায় সহজেই মানিয়ে নেন।

মানব প্রকৃতির উপর অত্যধিক আস্থা বন্ধুত্ব ও প্রেমের পথে অন্তরায়। বহু সময় হৃদয়ে বেদনা ও বিচ্ছেদজনিত দুঃখের কারণ ঘটে। পরিচালনার কাজে এ'রা দক্ষ ও উচ্চাভিলাষী হন, দায়িত্ব নিতে ভালবাসেন এবং স্বেচ্ছায় অনেক বেশি ভার বহন করেন।

"রাজসিক মনোভাব থেকে নিজেদের নিরস্ত করা বিধেয়, নতুবা অত্যধিক প্রভুত্ব করার ইচ্ছা হয়। সর্বদা জনসাধারণের উর্ধ্বে ওঠার উদগ্র বাসনায় উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের প্রতি আকৃষ্ট হন। এ'রা অত্যন্ত দাম্ভিক, দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, প্রাণখোলা ও সরল প্রকৃতির মানুষ, যদিও কিছুটা খামখেয়ালী হন ও সহজে রেগে ওঠার ধাত থাকে। এ'দের ইচ্ছাশক্তি অসাধারণ এবং যদি মনোমত কাজ পান, তবে একভাবে লেগে থাকেন।

উচ্চাশা পূর্ণ না হওয়ায় মাঝে মাঝে বিষন্ন ও অতৃপ্ত হতে পারেন। এ'দের অন্তর উদার ও মমতাপূর্ণ, অপরের উপর দোষারোপ না করে, নিজেদেরই দোষী করেন।

## স্বাস্থ্য

সৌরবৃত্তের জীবনদাতার প্রভাবে এই সময়ের জাতকগণ সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হন, সহজে রোগমুক্ত হন এবং প্রাণশক্তি প্রকাশ করেন। এ'দের প্রধান দুর্বলতা হল হৃদয়যন্ত্রের অসীম স্পন্দন যার ফলে রক্ত চলাচল ব্যাহত হয়। অবিন্যস্ত পরিবেশে এ'দের স্বাস্থ্য হানি ঘটতে পারে।

গ্রহ প্রভাববশে মাঝে মাঝে প্রচণ্ড বাতের ব্যথার দরুন জ্বর হতে পারে। সহজে রোগে পড়েন না কিন্তু এমন ব্যাধি হতে পারে যার থেকে রেহাই পাওয়া মুস্কিল। সূর্য স্নানে উপকার পাবেন, ওষুধের চেয়ে মুক্ত বায়ু সেবনে অধিক ফললাভ হবে। দুঃখ বা একটানা দুর্ভাবনা এ'দের আয়ুক্ষয় করতে পারে।

## অর্থ ভাগ্য

বছরের এই সময়ের জাতকগণ অন্যান্য সময়ের ব্যক্তিদের তুলনায় বেশি ভাগ্যবান। আর্থিক অবস্থা আশাপ্রদ এবং বয়োজ্যেষ্ঠদের সাহায্য পাওয়া অসম্ভব নয়। সুচিন্তিত পরিকল্পনা বা অর্থ বিনিয়োগ করে এ'রা প্রায়ই লাভবান হন। ব্যক্তিগত নয়, জনসাধারণের জন্য বড় রকম কোন প্রতিষ্ঠান করা ভাল। সোনার খনি, পিতলের কাজ, হীরক, খাদ্যবস্তু আমদানি, রপ্তানি এবং সরকারী বা মিউনিসিপ্যাল সংসদের সঙ্গে যুক্ত থাকলে মঙ্গল হবে।

## বিবাহ, সখ্যতা ও অংশীদারী

যাঁরা সিংহ রাশিতে জন্মগ্রহণ করেন, তাঁরা নিজেদের অনুরূপ ব্যক্তিদের সঙ্গে সুখে ঘর করতে পারেন। যথা—২১শে জুলাই থেকে ২০শে আগস্ট অগ্নির দ্বিতীয় কক্ষ ২১শে নভেম্বর থেকে ২০শে ডিসেম্বর ( ধনু ) অগ্নির তৃতীয় কক্ষ, ২১শে মার্চ থেকে ১৯শে এপ্রিল ( মেষ ) অগ্নির প্রথম কক্ষ এবং এই সময়গুলির আদিতে ও অন্তে ৭টি করে যে অন্তর্লীন দিনগুলি আছে—সেই সময়ের জাতকগণ ও বিপরীতকালে জাতক অর্থাৎ ২১শে ডিসেম্বর থেকে ১৯শে ফেব্রুয়ারীর মধ্যে যাঁরা জন্মেছেন তাঁদের সঙ্গেও মনের মিল হতে পারে।

## ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায়

# আগস্ট মাসের ১, ১০, ১৯ ও ২৮ তারিখের জাতকগণ

এই মাসের ১ সংখ্যার লোকেরা ঃ

যাঁরা জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর এই সময়ে জন্মগ্রহণ করেন, কিরোর চ্যালদিন সংখ্যাতত্ত্বের নিয়মানুসারে তাঁরা রবি, সিংহ চিহ্নে ইউরেনাস, ত্রিগুণাত্মক অগ্নির দ্বিতীয় ঘরের সবরকম প্রভাব দ্বারা চালিত হবেন।

যাঁরা এই সময়ে জন্মগ্রহণ করেন তাঁদের চারিত্রিক ও মানসিক গঠনের মূলকথা পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে।

গ্রহ সমন্বয়ের শক্তিপূর্ণ গুণাবলী আপনার জীবন ও জীবিকায় প্রতিফলিত হবে। এই সমন্বয় আপনাকে কর্মতৎপর, উচ্চাভিলাষী, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, পরিশ্রমী, কর্ম ও প্রতিশ্রুতিতে বিবেকবান ব্যক্তিতে পরিণত করবে। আপনার ব্যক্তিত্ব উজ্জ্বল, আনন্দময় ও আকর্ষণীয়। জীবনের সব ক্ষেত্রে সম্মান পাবেন, বিশেষতঃ সরকারী, মিউনিসিপ্যাল বা জাতীয় জীবন সংশ্লিষ্ট কর্ম অথবা বড় কোন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যদি যুক্ত থাকতে পারেন।

স্বভাবের যে দিকে ইউরেনাসের প্রভাব পড়বে, সেদিক থেকে আপনি অস্বাভাবিক রকম অন্তর্দৃষ্টি লাভ করবেন, ফলে আপনার দৃষ্টিভঙ্গীতে নূতনত্ব থাকবে এবং "এগিয়ে যাবার" প্রেরণা পাবেন।

পছন্দ-অপছন্দর মাত্রা আপনার কঠিন, প্রচণ্ড হৃদয়ের টানে আপনি ধরা দেবেন এবং অল্প বয়সে বিবাহ করবেন। রাগ হয়ে যাবে দপ করে এবং নিভেও যাবে সহজে। আপনার বিবেক সদাজাগ্রত, আপনি নীরবে বহু কাজ করতে পারেন। সবার নিকট হতে সম্মান ও সমর্থন পেতে ভালবাসেন।

১, ১০, ১৯ বা ২৮শে আগস্ট জন্মগ্রহণ করলে রাজনৈতিক জীবনে প্রবেশ কোন না কোন ভাবে আপনি করবেন।

### অর্থ ভাগ্য

আপনার আর্থিক অবস্থা সচ্ছল হবার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। প্রথম জীবনে কষ্ট পেলেও পরে সে অসুবিধা কাটিয়ে উঠে অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে পারেন। যে কোন সমাজেই আপনি সম্মান ও শক্তির অধিকারী হতে পারেন।

আপনার জীবন দুই ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। ৩৭ বছর অবধি অত্যধিক পরিশ্রম করে শেষ জীবনে লাভবান এবং সাফল্যমণ্ডিত হবেন।

### স্বাস্থ্য

অল্প বয়সে অনেক ছোট খাট ব্যাধি, যথা—জ্বর, রক্তদুষ্টি, কার্বাংকল ও ফোঁড়ায় কষ্ট পেতে পারেন। কিন্তু ২৮ বছরের পর থেকে এসব কাটিয়ে উঠে সুস্থ সমর্থ হবেন।

আপনার পক্ষে ১, ৪, ১০, ১৩, ১৯, ২২, ২৮ ও ৩১ সংখ্যা ও তারিখ কার্যকরী. আপনার প্রয়োজনীয় কার্যসূচী এই তারিখগুলিতে ফেলবেন। গ্রহশক্তি আকর্ষণী স্পন্দন বৃদ্ধির জন্য আপনি নিম্নলিখিত বর্ণগুলি ব্যবহার করবেন। যথা,—রবি—সর্বস্তরের সোনালী, হলুদ, কমলা, সোনালী খয়ের।

ইউরেনাস—সর্বস্তরের ধূসর, স্যাফায়ার, নীল ও বিদ্যুৎ বর্ণগুলি।

আপনার জীবনের শ্রেষ্ঠ বয়সগুলি যথাক্রমে—১, ৪, ১০, ১৩, ১৯, ২২, ২৮, ৩১, ৩৭, ৪০, ৪৬, ৪৯, ৫৫, ৫৮, ৬৪, ৬৭, ৭৩ ও ৭৬।

১ ও ৪ সংখ্যাপর্যায়, যথা—১, ৪, ১০, ১৩, ১৯, ২৮ ও ৩১ তারিখের জাতকদের প্রতি আপনি প্রভূত পরিমাণে আকৃষ্ট হবেন।

### যে সব বিখ্যাত লোকেরা এই তারিখে জন্মেছেন

| | |
|---|---|
| হ্যানলী এলেন্সন্ ( রসায়নবিদ্ ) | ১লা আগস্ট |
| ফ্রান্সিস্ ড্যানিয়েল্স্ ( লেখক ) | ” ” |
| হার্বার্ট হুভার ( মার্কিন প্রেসিডেণ্ট ) | ১০ই ” |
| টড্ স্লোয়ান্ ( বিখ্যাত জকি ) | ” ” |
| এড্ওয়ার্ড ডোহেনী ( খনিজ তেল ব্যবসায়ী ) | ” ” |
| নর্মা শিয়ারার ( অভিনেত্রী )* | ” ” |
| জয় কুক্ ( ধনকুবের ) | ” ” |
| কাভেওয়ার ( দেশপ্রেমিক ) | ” ” |
| রাশ মিলানও ( সার্ভিয়া ) | ” ” |
| লর্ড ডি য়্যাবারসন ( নেতা ) | ” ” |
| ফ্ল্যামস্টেড্ ( গ্রীনিচ মানমন্দির প্রতিষ্ঠাতা ) | ১৯ শে ” |
| স্যাডাস্ ডুবেরী ( রাণী ) | ” ” |
| জেস্ম ন্যাম্নিট ( আবিষ্কারক ) | ” ” |
| স্যার ই বোন জোম্স ( চিত্রশিল্পী ) | ২৮শে ” |
| গ্যেটে ( কবি ও দার্শনিক ) | ” ” |
| ইরাডি স্যাঙ্কে ( আবিষ্কারক ) | ” ” |

* অভিনেত্রী নর্মার সঙ্গে কয়েকবার হলিউডে আমার দেখা হয়। নর্মার জীবনে আমার ভবিষ্যৎবাণী সফল হয় এবং এক বছরের মধ্যে সে বিবাহিত হয়। বিবাহিত জীবন সুখী হয় এবং সে আরও উন্নতি করতে থাকে ধাপে ধাপে।

## ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায়

# আগস্ট মাসের ২, ১১, ২০ ও ২৯ তারিখের জাতকগণ

এ মাসের ২ সংখ্যার লোকেরা :

যাঁরা জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর এই সময়ে জন্মগ্রহণ করেন, কিরোর চ্যালদিন সংখ্যাতত্ত্বের নিয়মানুসারে তাঁরা চন্দ্র, নেপচুন, সিংহ চিহ্নে রবি, ত্রিগুণাত্মক অগ্নির দ্বিতীয় ঘরের সবরকম প্রভাব দ্বারা চালিত হবেন। ২৯শে আগস্ট জন্ম হলে ত্রিগুণাত্মক পৃথির দ্বিতীয় ঘরে আগন্তুক কন্যা রাশির মধ্যে অনুপ্রবেশ দ্বারা প্রভাবিত হবেন।

যাঁরা এ সময়ে জন্মগ্রহণ করেন তাঁদের চারিত্রিক ও মানসিক গঠনের বর্ণনা আগে করা হয়েছে।

মননশীলতার দিকটি আপনার প্রতিভাত হবে খুব বেশি। যে গ্রহ সমন্বয়ে আপনার জন্ম তা অতিশয় শুভ। আপনি মানসিক ও সামাজিক জীবনে উন্নতি লাভ করবেন, লোকে সহজে আপনাকে বিশ্বাস করবে এবং জীবনের যে কোন কাজে অনেক সুযোগ-সুবিধা আপনি পাবেন।

বিপরীত লিঙ্গের কাছে আপনার আকর্ষণ আছে, আদর্শবাদী প্রেম প্রণয়ের ব্যাপার আপনার জীবনে বিচিত্র স্বাদ এনে দেবে।

শিল্প, সাহিত্য, সঙ্গীত ও অভিনয়ে আপনার প্রতিভা প্রকাশ পাবে। জীবনের সব ক্ষেত্রে আপনি প্রাধান্য লাভ করবেন, বিচক্ষণতা, কৌশল ও সু-পরিচালনার বহু নিদর্শন আপনার নিকট পাওয়া যাবে।

বন্ধু ও প্রেমাস্পদের প্রতি আপনি বিশ্বাসভাজন। আপনার উদারতা ও উন্নত মনের জন্য শত্রু সৃষ্টি হবে না, এমন কি যাঁদের সঙ্গে মতান্তর আছে তাঁদের সঙ্গেও নয়।

অপরের মধ্যে যেটুকু ভাল সেটুকুও আপনার চোখে পড়ে এবং তাই আপনি তাকে বাইরে টেনে আনতে চেষ্টা করেন।

বাগ্মীতা বা লেখনীর ধার যদি অভ্যাসে আনতে পারেন, তবে ধর্মযাজক, খ্রীষ্টধর্ম প্রচারক, জন-শিক্ষক বা বিচারপতি হতে পারেন।

অপরের স্বভাব সম্বন্ধে অসাধারণ উপলব্ধি আপনার আছে, সমালোচক হিসাবে নয়, মানুষকে ভালভাবে জানবার উদ্দেশ্যে এবং তাঁদের সম্বন্ধে অবগত হবার জন্য আপনি সতত সজাগ।

### অর্থ ভাগ্য

অর্থ সৌভাগ্য আপনার আছে, কিন্তু এ বিষয়ে কোন মোহ নেই। উপহার, উত্তরাধিকার বা উইলের মাধ্যমে নানা আশ্চর্য উপায়ে আপনার অর্থাগম হবে। কিন্তু করুণাপরবশ হয়ে আপনি সব দান করে বসে থাকবেন।

কোনও ব্যবসা নয়, বাগ্মীতা, শিল্পচর্চা, সাহিত্যসেবা জাতীয় মানসিক উৎকর্ষতার সঙ্গে যুক্ত কোন পেশা আপনার জীবিকার প্রধান উপায়।

এ বিষয়ে সচেতন হয়ে থাকবেন, শক্তির অপচয় করবেন না। ফুসফুস বা কণ্ঠনালীর দুর্বলতা, হৃদযন্ত্রের অসমস্পন্দন বা রক্ত চলাচলের বিঘ্নঘটিত রোগ হতে পারে।

## স্বাস্থ্য

'২—৭' এবং সংশ্লিষ্ট সংখ্যাগুলি যথা—২, ৭, ১১, ১৬, ২০, ২৫ ও ২৯ এবং রবি ও ইউরেনাসের সংখ্যা '১—৪'-এর সঙ্গে যুক্ত ১, ৪, ১০, ১৩, ১৯, ২২, ২৮ ও ৩১ আপনার পক্ষে শুভ। ২৯শে আগস্টের জাতকের পক্ষেও এই সংখ্যাগুলির তাৎপর্য বলবৎ থাকবে।

গ্রহ আকর্ষণী শক্তি বৃদ্ধির ক্ষন্য পোশাকের যে কোনও ভাগে নিম্নলিখিত বর্ণগুলি ব্যবহার করবেন, যথা ঃ—চন্দ্র—সব সবুজ রং, ফিকে হলুদ ও সাদা।

নেপচুন—কপোত ধুসর ও বিদ্যুৎ বর্ণগুলি।

রবি—সোনালী, হলুদ, কমলা থেকে সোনালী খয়েরি রং।

ইউরেনাস—ধুসর ও বিদ্যুৎ অথবা ফিকে রংগুলি।

রত্ন হিসাবে মুক্তা, মুনস্টোন, জেড, পোখরাজ, স্যাফায়ার, এ্যাম্বার আপনি ধারণ করতে পারেন।

আপনার জীবনের প্রধান বছরগুলি যথাক্রমে—২, ৭, ১১, ১৬, ২০, ২৫, ২৯, ৩৪, ৩৬, ৩৮, ৪০, ৪৭, ৫২, ৬১, ৬৫ ও ৭০।

বছরের যে কোনও অংশে ২—৭ তারিখের আনুষঙ্গিক দিনগুলি অর্থাৎ ২, ৭, ১১, ১৬, ২০, ২৫, ২৯ এবং ১, ৪, ১০, ১৩, ১৯, ২২, ২৮ ও ৩১ তারিখের জাতকের প্রতি আপনি আকৃষ্ট হবেন খুব বেশি।

আপনার জীবনের বৈশিষ্ট্য হবে শান্তভাবে কাজে সাফল্য। কিন্তু মাঝে মাঝে মানসিক চাঞ্চল্য বিভ্রান্ত করতে পারে আপনাকে।

### যে সব বিখ্যাত লোকেরা এই তারিখে জন্মেছেন

| | | |
|---|---|---|
| স্যারিয়ন ক্রফোর্ড (ঔপন্যাসিক) | ২রা | আগস্ট |
| জন টিণ্ড্যাল (লেখক ও দার্শনিক) | ,, | ,, |
| উইলিয়ম ওয়াটসন (কবি) | ,, | ,, |
| ডঃ হুগ একনার (বৈমানিক) | ১১ই | ,, |
| ক্যারী জ্যাকবস্ বণ্ড (গীতিকার)* | ,, | ,, |
| সাদী করনয় (ফরাসী প্রেসিডেণ্ট) | ,, | ,, |
| এণ্ড্রু জ্যাকসন ডেভিস্ (লেখক) | ,, | ,, |
| কর্নেল রবার্ট ইঙারসল্ (বক্তা)** | ,, | ,, |

* হলিউডে এই বিখ্যাত গীতিকারের সঙ্গে আমার অনেকবার সাক্ষাৎ হয়। তিনি আমার মতে বিশেষ বিশ্বাস করতেন এবং তা প্রকাশ্যে স্বীকার করতেন। আমার নির্ধারিত শুভাশুভ দিন ও তারিখ তিনি সতর্কতার সঙ্গে মেনে চলতেন।

** তিনি নিজেকে নাস্তিক বলে পরিচয় দিতেন এবং এর পক্ষে অনেক কথা বলতেন। তিনি আইনজীবী এবং লেখকও ছিলেন। তিনি কিন্তু আমার মত বিশ্বাস করতে বাধ্য হন।

| | |
|---|---|
| স্টিফেন মাক্‌গ্রোয়ার ( কবি ও লেখক ) | ২০শে আগস্ট |
| ক্রিস্ট নিল্‌সন্‌ ( গায়িকা ) | ,, ,, |
| রেমণ্ড পোইন্‌ক্যোর ( ফরাসী প্রেসিডেণ্ট ) | ,, ,, |
| বেঞ্জামিন হ্যারিসন ( মার্কিন ,, ) | ,, ,, |
| অলিভার ওয়েণ্ডেল হোমস্‌ ( কবি ও লেখক ) | ২৯শে আগস্ট |
| মরিস্‌ মেটারলিংক ( কবি ও লেখক ) | ,, ,, |

## চতুর্সপ্ততিতম অধ্যায়

# আগস্ট মাসের ৩, ১২, ২১ ও ৩০ তারিখের জাতকগণ

**এই মাসের ৩ সংখ্যার লোকেরা ঃ**

যাঁরা জ্যোতিষ্কমণ্ডলীতে এই সময়ে জন্মগ্রহণ করেন তাঁরা কিরোর চ্যালদিন সংখ্যাতত্ত্বের নিয়মানুসারে বৃহস্পতি, রবি, সিংহের ঘরে ইউরেনাস. ত্রিগুণাত্মক অগ্নির দ্বিতীয় ঘরের সবরকম প্রভাব দ্বারা চালিত হন। ৩০শে আগস্ট জন্ম হ'লে আগন্তুক কন্যারাশির প্রারম্ভে থাকার ফলে বৃহস্পতি. বুধ ( নৌত ), পৃথির দ্বিতীয় কক্ষের প্রভাব পাবেন। ফলে, জীবনের পথে চলার সময় আপনার মত সর্বদা অতি উচ্চে থাকবে।

যাঁরা এই সময়ে জন্মগ্রহণ করেন তাঁদের চারিত্রিক ও মানসিক গঠনের বর্ণনা পূর্বে করা হয়েছে। উপরন্তু বৃহস্পতি, রবি ও ইউরেনাসের সমন্বয় আগস্টের জাতকদের অনেক বেশি শক্তিশালী করে এবং তারা তাঁদের শক্তি সম্পর্কে নিজে ভালভাবে বুঝতে পারেন।

আপনার আকাশচুম্বী উচ্চাকাঙ্ক্ষার দরুন সাধারণ সাফল্যে আনন্দ আপনি পান না। সমাজের যে কোনও স্তরে থাকুন না কেন, গুরুদায়িত্ব পূরণ করে ফল লাভের ইচ্ছা হবে প্রবল।

প্রত্যেক কাজে অতিরিক্ত পরিশ্রম করা আপনার স্বভাব, বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তি আপনি, দায়িত্ব পালনে এতই আচ্ছন্ন, যে স্বাস্থ্যের ক্ষতি করেও কাজ করে যান।

আদর্শবান, বন্ধুবৎসল ব্যক্তি আপনি কিন্তু বিফল প্রেমে মনোবেদনা পেতে পারেন বহুবার।

এই গ্রহ সমন্বয় আপনাকে লোক চক্ষুর সামনে এগিয়ে দেবে। সরকারী, রাজনৈতিক বা মিউনিসিপ্যালিটির চাকুরীতে সুনাম অর্জন করবেন।

প্রভুত্বপূর্ণ ও দায়িত্বপূর্ণ পদে আপনার প্রভূত যোগ্যতা আছে। আশেপাশের লোকে প্রশংসা করতে পারে, উৎসাহ দেবে। কিন্তু আপনার কোন ক্ষতি হবে না বরং এই উৎসাহ আপনাকে জীবনে এগিয়ে যাবার প্রেরণা যোগাবে।

আপনি গভীরভাবে ভালবাসতে পারেন, পরিবার সম্বন্ধে যত্নবান, শিশুদের প্রতি স্বতঃস্ফূর্ত ভালবাসায় পরিপূর্ণ এবং তাদের সুন্দরভাবে মানুষ করতে সতত সচেষ্ট।

উচ্চ ও উদার হবে আপনার আদর্শ, কুঁড়ে ঘরে জন্ম নিলেও আপনার মধ্যে রাজকীয় মর্যাদা জ্ঞান বিদ্যমান। জীবনে অনেক উর্ধ্বে উঠবেন, একটি মাত্র ছিদ্র আপনার স্বভাবে, সেটি হ'ল আপনার মাত্রাহীন উচ্চাকাঙ্ক্ষা। আপন স্কন্ধে অত্যধিক দায়ভার চাপিয়ে শেষ অবধি নিজের মৃত্যু টেনে আনতে পারেন। আপনার চতুর্দিকে চাটুকার জুটতে বাধ্য, তাদের খোশামুদে কথায় না ভুলে স্বীয় অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে জীবন পথে অগ্রসর হওয়া উচিত।

## অর্থ ভাগ্য

স্বীয় বিচক্ষণতার সাহায্যে জীবন পথে ক্রমোন্নতি আপনার অসাধ্য নয়। ব্যবসা-বাণিজ্যের ধারা কোন খাতে বইতে পারে, এ বিষয়ে আপনার আশ্চর্য দূরদৃষ্টি আছে। অর্থ পুঞ্জিত না করে এবং অপচয় না করে বৃহৎ প্রচেষ্টার শ্রীবৃদ্ধির জন্যে আপনি অকাতরে খরচ করে থাকেন।

## স্বাস্থ্য

দুষ্পাচ্য আহার বর্জন করতে পারলে আপনার স্বাস্থ্য মোটামুটি ভালই চলবে। উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হয়ে বহু ভোজ সভায় যোগ দিতে আপনি বাধ্য হবেন, এই জন্য মিতাহারী হওয়া আপনার পক্ষে অসুবিধাজনক।

রক্তের চাপ বৃদ্ধি অথবা পরিশ্রমের ফলে হৃদ্‌যন্ত্রের বিকল হওয়া থেকে সাবধান। ১, ৩ ও ৪ সংশ্লিষ্ট সংখ্যা ও তারিখ যথা ১, ৩, ৪, ১০, ১২, ১৩, ১৯, ২১, ২২, ২৮, ৩০ ও ৩১ আপনার পক্ষে শুভ।

এর মধ্যে ১ ও ৩ ঘরের তারিখগুলি আপনি গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য বেছে নেবেন।

গ্রহ আকর্ষণী শক্তি স্পন্দন বৃদ্ধির জন্য পোশাকের যে কোনও অংশে নিম্নলিখিত বর্ণগুলি ব্যবহার করতে পারেন, যথা—

বৃহস্পতি—সব স্তরের বেগুনী, ফিকে কিম্বা গাঢ় রং।

রবি—সোনালী, হলুদ বা কমলা।

ইউরেনাস—নীলকান্ত মণির নীল ও বিদ্যুৎ ধূসরের যাবতীয় স্তর।

এমেথিস্ট, বেগুনী পাথর, হীরা, এ্যাম্বার, টোপাজ ও নীলকান্তমণি আপনার পক্ষে শুভ রত্ন।

আপনার জীবনের উল্লেখযোগ্য বয়সগুলি যথাক্রমে—১, ৩, ১০, ১২, ১৯, ২১, ৩০, ৩৭, ৩৯, ৪৬, ৪৮, ৫৫, ৫৭, ৬৪ ও ৬৬।

৪ পর্যায়ের বয়সগুলি যথেষ্ট ঘটনাবহুল কিন্তু তেমন সুবিধার নয়। বহু লোকের জন্ম হয়েছে এই তারিখে যাঁরা জীবনে প্রচুর সাফল্য লাভ করেছেন।

যে সব বিখ্যাত লোকেরা এই তারিখে জন্মেছেন

| | |
|---|---|
| সম্মানিত স্টানলি বল্ডউইন ( নেতা ও প্রধানমন্ত্রী ) | ৩রা আগস্ট |
| রূপার্ট ব্রুক্ ( কবি ) | ,, ,, |
| লর্ড অ্যাবার্ডিন ( গভর্নর ) | ,, ,, |
| এ্যাড্রিয়েন্ন এমিস্ ( চলচ্চিত্র ) | ,, ,, |
| প্রিন্সেস্ মেরী লুইস ( রাজকন্যা )* | ১২ই ,, |
| অ্যান্ ডিভোরাক্ ( চিত্রাভিনেত্রী ) | ,, ,, |
| জান্ কুবেলিক্ ( ভায়োলিন বাদক ) | ,, ,, |
| স্যার জোসেফ বার্গবী ( গীতিকার ) | ,, ,, |
| জর্জ ৪ ( ইংলণ্ডরাজ ) | ,, ,, |
| সেসিল্ ডি মিলি ( চিত্র প্রযোজক ) | ,, ,, |
| ফ্রাঙ্ক এ মুনসি ( প্রকাশক ) | ২১শে ,, |
| প্রফেসার টিন্ড্যাল ( বিজ্ঞানী ) | ,, ,, |
| জোয়ন্ ব্লন্ডেল্ ( চলচ্চিত্র ) | ৩১শে ,, |

## পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায়

# আগস্ট মাসের ৪, ১৩, ২২ ও ৩১ তারিখের জাতকগণ

এ মাসের ৪ সংখ্যার লোকেরা :

যাঁরা জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর এই সময়ে জন্মগ্রহণ করেন, তাঁরা কিরোর চ্যালদিন সংখ্যাতত্ত্বের নিয়মানুসারে অগ্নির দ্বিতীয় ঘরের সবরকম প্রভাব দ্বারা চালিত হন। ৩১শে আগস্টের জাতক পরবর্তী চিহ্নের প্রথম রাশি কন্যা, ত্রিগুণাত্মক পৃথির দ্বিতীয় ঘরের প্রভাব পাবেন, বিশেষতঃ রবি, ইউরেনাস ও বুধ ( নেতি ) বিশেষ কার্যকরী হবে।

এই সময়ে যাঁরা জন্মগ্রহণ করেন তাঁদের চারিত্রিক ও মানসিক গঠনের বর্ণনা পূর্বে করা হয়েছে। আপনার ব্যক্তিগত ব্যাপারে ইউরেনাসের স্পন্দন বিশেষভাবে প্রকাশিত হবে।

কর্ম ও চিন্তার স্বাধীনতা আপনার প্রিয়। সর্ব বিষয়ে স্বাতন্ত্র্যের প্রতিমূর্তি আপনি। আর সকলে আপনাকে ছিটগ্রস্ত ও অদ্ভুত মনে করবে এবং সহজে অন্যদের সঙ্গে খাপ খাবে না।

আপনার আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে আপনার বিরোধ বাধবে সবচেয়ে বেশি। বাধ্য-

* প্রিন্সেস লুইসির সঙ্গে আমার সাক্ষাৎকার হয় এবং তিনি আমাকে তাঁর হাত দেখান। তিনি আমাকে বলেন তাঁর জীবনের পুরোনো ঘটনা সব মিলে গেছে। আশা প্রকাশ করেন যে ভবিষ্যৎও মিলবে। তিনি পরে আবার আমার সঙ্গে দেখা করেন। ঐ সময় তিনি তাঁর হাতের ছাপ দেন এবং তাতে নিজের নাম সই করে দেন।

বাধকতা বা সমালোচনা আপনি পছন্দ করেন না। সম্ভব হলে পারিবারিক বন্ধন ছিন্ন করে বহুদূরে পাড়ি দেবেন।

আপনাকে ধৈর্যশীলতা অভ্যাস করতে হবে বিশেষ করে নিকট আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে।

যদি সম্ভব হয় স্বীয় কর্মক্ষেত্র নির্বাচন করে, সবার থেকে ভিন্ন কোনও ক্ষেত্রে সার্থকতা অর্জন করুন।

ধর্ম জীবন সম্বন্ধে সর্বসাধারণের থেকে আপনার ভিন্ন ধারণা এবং অতিরিক্ত স্পষ্ট ভাষণে শত্রু সৃষ্টি করতে পারেন। আগস্ট মাসের উপরোক্ত যে কোনও তারিখে জন্মগ্রহণ করলে আপনার জীবনে বহু বিচিত্র দুঃসাহসিক অভিজ্ঞতা হতে পারে।

পারিবারিক জীবনে প্রেমের ক্ষেত্রে দুঃখ ও নৈরাশ্য অনিবার্য। ৩১শে আগস্টের জাতক এদিক দিয়ে ততটা অসুখী হবেন না।

## অর্থ ভাগ্য

এ বিষয়ে আপনাকে বোঝা শক্ত। অর্থাগমন কম, কেবল ক্ষমতার লোভে অর্থের প্রয়োজন। ব্যবসার ক্ষেত্রে হয় সম্পূর্ণ বিশ্বাস করবেন অথবা যাঁদের সঙ্গে জড়িত আছেন তাঁদের প্রতি সন্দেহ পোষণ করবেন।

একা কাজ করাই আপনার পক্ষে ভাল। সব বিষয়ের দুটি দিকেই আপনার নজর পড়ে। সমান জোরালো যুক্তি দিয়ে আপনি দুই পক্ষই সমর্থন করতে পারেন।

## স্বাস্থ্য

আপনার স্বাস্থ্য ভাল কিন্তু পরিবেশের উপর একান্ত নির্ভরশীল। মনের অবস্থার সঙ্গে শরীরের ভালমন্দ বিশেষভাবে জড়িত থাকবে। মন খারাপ থাকলে একেবারে নিজের মধ্যে গুটিয়ে যাবেন, ভিতরে ভিতরে বিষক্রিয়া শুরু হবে, দেহের অভ্যন্তরীণ ক্রিয়াকলাপ বিঘ্নিত হবে অথচ বিশ্লেষণ করার মত রোগ ধরা কঠিন হবে।

দেহের অস্থি কমবেশি ভঙ্গুর হ'তে পারে। হঠাৎ পড়ে গিয়ে পায়ে লাগতে পারে। শিরদাঁড়ায় চোট লাগতে পারে। আগস্ট মাসে যাঁদের জন্ম তাঁদের উপর ইউরেনাসের প্রতিক্রিয়া হয়, তাঁদের মধ্যে দু'রকম প্রতিক্রিয়া চোখে পড়ে। এক শ্রেণীর ব্যক্তি মধ্য বয়সে হঠাৎ মোটা হয়ে পড়েন এবং হৃদরোগ, মস্তিষ্কের কোমা হবার সম্ভাবনা থাকে। অপর শ্রেণী সূক্ষ্ম দেহে স্নায়বিক রোগ টেনে আনবেন এবং বয়সকালে পক্ষাঘাতে পড়ে যাবেন। এই দুই ক্ষেত্রেই পূর্ব থেকে সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত।

আপনার জীবনে উল্লেখযোগ্য তারিখ ও সংখ্যা—৪, ১৩, ২২, ৩১ এবং ৮, ১৭ ও ২৬; বিশেষতঃ ২১শে জুন থেকে আগস্টের শেষ এবং ২১শে ডিসেম্বর থেকে ১৯শে ফেব্রুয়ারী অবধি। এই দিনগুলির জাতক আপনাকে আকৃষ্ট করবেন খুব বেশি এবং এঁরা আপনার জীবনে যেন দৈব প্রেরিত। এঁদের কাছ থেকে অনেক সাহায্য পাবেন।

জুলাই মাসের জাতকদের মত আপনার পক্ষে নীলকান্ত মণির নীল রং, সামুদ্রিক ও নীল, সোনালী হলুদ, কমলা ও ব্রোঞ্জের রং শুভ।

৪ ১৩, ২২ ও ৩১ আগস্টের জাতকদের পক্ষে নীলকান্ত মণি, হীরা, চুনী ও পোখরাজ সৌভাগ্যপ্রদ রত্ন।

আপনার জীবনের উল্লেখযোগ্য বয়সগুলি যথাক্রমে—৪, ৮, ১৩, ১৭, ২২, ২৬, ৩১, ৩৫, ৪০, ৪৪ ৪৯, ৫৩, ৫৮, ৬২, ৬৭, ৭১।

আপনার সব সময় মনে রাখতে হবে যে আপনার ৪ সংখ্যার জন্য মাঝে মাঝে কিছুটা হতাশা আপনার জীবনে আসতে পারে। তাই কখনো মনে আঘাত পেলে ভেঙে না পড়ে নতুন উদ্যম নিয়ে কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ুন।

## যে সব বিখ্যাত লোকেরা এই তারিখে জন্মেছেন

| | | |
|---|---|---|
| ইয়র্কের ডাচেস্ (বিখ্যাত ধনী মহিলা) | ৪ঠা | আগস্ট |
| জেমস্ ক্রুজ্ (ব্যাঙ্কার) | ,, | ,, |
| আবরী বিথাউস্লী (শিল্পী) | ,, | ,, |
| শেলী (ইংরেজ কবি) | ,, | ,, |
| স্যার হ্যারি লডার (গায়ক) | ,, | , |
| বাসেল সেজ্ (ধনপতি) | ,, | ,, |
| ফেলিক্স অ্যাড্লার (শিক্ষাবিদ্) | ১৩ ই | ,, |
| বুড্ডি রজার্স (চলচ্চিত্র) | ,, | ,, |
| এমা এমিস্ (মার্কিন ধনী মহিলা) | ,, | ,, |
| গোল্ডউইন স্মিথ (ঐতিহাসিক) | ,, | ,, |
| লাকী স্টোন (দাস প্রথা বিলোপকারী) | , | ,, |
| আর্চবিশপ করিগ্যান | ,, | ,, |
| স্যামুয়েল ল্যারলি (আবিষ্কারক) | ২২শে | ,, |
| অ্যালেন্ পিকারীন (ডিটেকটিভ) | ,, | ,, |
| উইহেল্মিনা (হল্যাণ্ডের রাণী) | ৩১শে | ,, |
| চার্লস লীভার (আইরিশ লেখক) | ,, | ,, |
| ফ্রেডারিক মার্চ (চলচ্চিত্র) | ,, | ,, |

## ষষ্ঠসপ্ততিতম অধ্যায়

# আগস্ট মাসের ৫, ১৪ ও ২৩ তারিখের জাতকগণ

এ মাসের ৫ সংখ্যার লোকেরা :

যাঁরা জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর এই সময়ে জন্মগ্রহণ করেন, কিরোর চ্যালদিন সংখ্যাতত্ত্বের নিয়মানুসারে তাঁরা বুধ, রবি, ইউরেনাস, ত্রিগুণাত্মক অগ্নির দ্বিতীয় ঘরের সিংহ চিহ্নের যাবতীয় প্রভাব দ্বারা চালিত হন।

যাঁরা এই সময়ে জন্মগ্রহণ করেন তাঁদের চারিত্রিক ও মানসিক গঠনের বর্ণনা পূর্বেই দেওয়া হয়েছে।

আপনার জীবনে বুধ, রবি ও ইউরেনাসের বিশেষ প্রভাব পড়বে। সিংহের ঘরে রবির ও বুধের সমন্বয় মানসিকতার পক্ষে মঙ্গলজনক সমন্বয়। বুদ্ধি ও বিচক্ষণতার পক্ষে বিশেষ উপযোগী। প্রধান অসুবিধা এই যে খেয়ালের বশে হঠাৎই কোনও বিষয়ে মনস্থির করতে উদ্বুদ্ধ করে এবং যাদের চিন্তা ঈষৎ মন্থর গতিতে চলে তাদের সম্বন্ধে ধৈর্য রাখতে পারবেন না।

এই সময়ের জাতকগণ যথেষ্ট উচ্চাভিলাষী হন, সেইজন্য গ্রন্থকার, শিল্পী, অভিনেতা প্রভৃতি যাঁরা জনগণের মনোরঞ্জন করেন, তাঁদের পক্ষে এই গ্রহ সমন্বয় ভাল। বছরের এই সময়ে বুধ ও রবির সংযোগ জাতককে আত্মবিশ্বাস ও অর্থ সঞ্চয়ের শক্তি দেয়, কিন্তু অনেক সময়ে জাতককে অর্থ সংক্রান্ত ব্যাপারে দুঃসাহসী করে। মাত্রা রেখে চললে—এই গ্রহ সমন্বয় কল্যাণকর।

বুধ ও ইউরেনাসের যোগ জীবনে ও জীবিকার ক্ষেত্রে আশাতীত অকস্মাৎ পরিবর্তন আনে। এই সঙ্গে অস্থিরতা, স্থান পরিবর্তন ও ভ্রমণের তীব্র বাসনা যুক্ত হয়ে আকস্মিকতা আরও বর্ধিত করে।

বুধ গ্রহের ৫ সংখ্যাটি এবং ১৪ ও ২৩ অর্থাৎ ৫ ঘটিত সংখ্যার প্রভাবে আপনি ভাবপ্রবণ, উচ্চগ্রামে বাঁধা স্নায়ুমণ্ডলীর শিকার ও অতিরিক্ত উত্তেজনাপ্রবণ ব্যক্তি হবেন। অথচ কোন বিশেষ কাজের দায়িত্ব নিলে আপনি দৃঢ়চিত্তে, সঠিকভাবে কাজটি সমাধা করবেন, অবশ্য যদি কাজের দীর্ঘ সময় না নেয়। একঘেয়ে দীর্ঘ টানা কাজের উপর আপনার বিতৃষ্ণা আছে ; নিজের কোনও উদ্দেশ্য বা আদর্শ যাতে দ্রুত সমাধা হয়, আপনি এমন সব কাজে আনন্দ পান বেশি।

প্রণয়ঘটিত ব্যাপারেও আপনি পরিবর্তনপ্রিয়। কারণ, আপনার কাছে সর্বদা নূতন মুখের জয়। নূতনত্ব যতক্ষণ বজায় থাকে, ততক্ষণ আপনি ব্যক্তি ও পরিবেশের সঙ্গে সুন্দর মানিয়ে নিতে পারেন।

নৃত্য এবং যে সব খেলায় ক্ষিপ্র হওয়া প্রয়োজন, সে সবই আপনার পছন্দ। উড়োজাহাজ, দ্রুতগামী মোটরকার এবং ব্যবধান নাশক সবরকম যান সম্বন্ধে আপনার আগ্রহ হওয়া অসম্ভব নয়।

আপনাকে উপদেশ দেওয়া বা যুক্তি দিয়ে কিছু বোঝানো শক্ত। কারণ, আপনি যা করছেন তাই ঠিক ভাবেন।

## অর্থভাগ্য

অপরের জন্য উপায় উদ্ভাবনে আপনি যথেষ্ট চতুর। বহুমুখী ক্ষমতা ও মানিয়ে নেবার শক্তির জন্য কোন কাজটিই আপনার পক্ষে অসুবিধাজনক মনে হয় না। অবাঞ্ছিত বন্ধুত্বে আপনার বিপদ আছে, কারণ, টের পাবার আগেই তারা আপনাকে ফাঁদে ফেলবে।

## স্বাস্থ্য

অত্যধিক স্নায়ুর চাপে এবং সব ব্যাপারে কড়াকাড়ি করে আপনি নিজেকে ক্ষয় করে ফেলবেন। দেহের নানা স্থানে বাথা বেদনা হ'তে পারে। মাঝে মাঝে হজমের দোষ ও অভ্যন্তরীণ ইন্দ্রিয়াদির বিকলতা দেখা দিতে পারে।

ফলে, সহজে আরাম হয় এমন সব উত্তেজক ওষুধের দাস হয়ে পড়তে পারেন, এর থেকে বাঁচবার চেষ্টা করুন।

প্রত্যেক মাসের, বিশেষতঃ জুন ও সেপ্টেম্বর মাসের ৫, ১৪, ২৩ এবং ১, ১০, ১৯ ও ২৮ তারিখ আপনার পক্ষে তাৎপর্যপূর্ণ। কোনও বিশেষ সাক্ষাৎকার বা স্বীয় কার্যোদ্ধারের জন্য এই বিশেষ তারিখগুলি আপনি মনে রাখবেন। এই প্রসঙ্গে বলে রাখি যে, সংখ্যাতত্ত্বের নিয়মানুসারে '৫' সংখ্যাটির প্রভাব জাতকের উপর সবচেয়ে কম। এই ব্যক্তি যাবতীয় সংখ্যা এবং ঘরের জাতকের সঙ্গে অতি সহজে মিলে যান।

বর্ণ সম্বন্ধে এই এক কথা, সব রং-ই আপনি ব্যবহার করতে পারেন কিন্তু মনে মনে ফিকে রংগুলিই আপনার বেশি পছন্দ।

হীরা, মুক্তা ও যে কোনও উজ্জ্বল পাথর আপনি ধারণ করতে পারেন। আপনার জীবনের প্রধানতম বয়সগুলি যথাক্রমে ৫, ১৪, ২৩, ৩২, ৪১, ৫০, ৫৯, ৬৮।

'৫'-এর ঘর যেমন ৫, ১৪ ও ২৩ তারিখের জাতক আপনাকে আকৃষ্ট করেন খুব বেশি। তবে সব সংখ্যার জাতকদের সঙ্গেই আপনার মিল আছে।

আপনার মধ্যে বিরাট প্রতিভা লুকিয়ে আছে, তা মনে রাখলে আপনার জীবনে উন্নতির পক্ষে খুবই সহায়ক হবে।

আপনার জীবনে স্মরণীয় বিষয় হলো প্রথমে আপনি প্রতিভার স্বীকৃতি নাও পেতে পারেন—তবে পরবর্তীকালে তা অবশ্যই পাবেন।

## যে সব বিখ্যাত লোকেরা এই তারিখে জন্মেছেন

| | |
|---|---|
| গী দ্য মোঁপাসা ( বিখ্যাত লেখক ) | ৫ই আগস্ট |
| স্যায়াবো ( চলচ্চিত্র ) | ,, ,, |
| রেজিনশাল্ড ওয়েন ( চলচ্চিত্র ) | ,, ,, |
| পুটস্ ওয়েন ( চিত্রাভিনেতা ) | ,, ,, |

| | |
|---|---|
| জন গল্‌স্‌ ওয়ার্দি ( লেখক ) | ১৪ই আগস্ট |
| ডেনিয়েল কম্‌ন্‌ স্টক্‌ ( বিজ্ঞানী ) | ,, ,, |
| স্যার ওয়াল্টার বেথেল্ট ( লেখক ) | ,, ,, |
| ল্‌ই ১৬ ( ফ্রান্স রাজ ) | ২৩শে ,, |
| অ্যামেলিয়া রীভ্‌স্‌ ( লেখিকা )* | ,, ,, |

## সপ্তসপ্ততিম অধ্যায়

## আগস্ট মাসের ৬, ১৫ ও ২৪ তারিখের জাতকগণ

এ মাসের ৬ সংখ্যার লোকেরা ঃ

যাঁরা জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর এই সময়ে জন্মগ্রহণ করেন, কিরোর চ্যালডিন সংখ্যা-তত্ত্বের নিয়মান্‌সারে তাঁরা শ্‌ক্র, রবি ও সিংহের ঘরে ইউরেনাস, ত্রিগ্‌ণাত্মক অগ্নির দ্বিতীয় ঘরের সবরকম প্রভাব দ্বারা চালিত হন।

যাঁরা এই সময়ে জন্মগ্রহণ করেন, আগস্ট মাসের জাতকদের সঙ্গে তাঁদের চারিত্রিক ও মানসিক গঠনের কথা প্‌র্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। আপনার জীবনে শ্‌ক্র, রবি ও ইউরেনাসের প্রভাব বেশি হয়।

সিংহ চিহ্নে শ্‌ক্র থাকায় আপনার জীবন ও জীবিকায় প্রতিফলন দেখা দেবে বারংবার।

আগস্টের এই তারিখগ্‌লিতে জন্মালে আশে-পাশের প্রত্যেকটি মান্‌ষের প্রতি আপনার মমতা ও দরদের অন্ত থাকবে না। বিপরীত লিঙ্গের ব্যক্তির প্রতি গভীর প্রেম থাকবে, প্রকারান্তরে আপনি এমন একজন ব্যক্তি যিনি প্রেম ছাড়া বাঁচতে পারেন না। অবশ্য একথা বললে ভুল হবে যে আপনার জীবনে যৌন প্রেমই প্রধান বস্ত্‌। পরন্তু বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকর্ষণ থাকা সত্ত্বেও, রবির এই সমন্বয় আপনার পারি-বারিক জীবনে উচ্চ আদর্শের প্রেমই বড় হবে, যদিও বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আপনার ঐ ভাব অপরিসীম।

যে কোন পরিবেশে আপনার বন্ধ্‌ত্ব গড়ে উঠতে পারে। সামাজিক জীবন আপনাকে আকর্ষণ করে, বন্ধ্‌ সঙ্গ আপনার ভাল লাগে এবং যথাসাধ্য সবকিছ্‌ তাদের দিয়ে দিতে পারেন। এই ইচ্ছা থেকে কালে আপনার মধ্যে জন-মনোরঞ্জনকারী কোনও প্রতিভা জাগ্রত হ'তে পারে এবং শ্‌ক্রের সাহায্যে সঙ্গীত, অঙ্কন, অভিনয়, চলচ্চিত্র, সাহিত্য, কবিতা, কণ্ঠ সঙ্গীত বা ন্‌ত্যকলায় দক্ষতা জন্মাতে পারে।

যৌবন আপনার প্রতি আকৃষ্ট হবে এবং জীবনের যে কোনও ধাপে আপনার চার-

* অ্যামেলিয়া যদিও দ্‌ঢ় চরিত্রের নারী ছিলেন, তব্‌ও তিনি জ্যোতিষশাস্ত্রে বিশ্বাস করতে বাধ্য হন আমার বিচার এবং গণনা দেখে। তিনি তাঁর জীবনের সঙ্গে এই শাস্ত্রের অদ্ভুত মিল দেখে ম্‌গ্ধ হন এবং আমার এই শাস্ত্র সম্পর্কে উচ্চ প্রশংসা করতেন।

পাশে তরুণ-তরুণীর ভীড় থাকবে। বোধহয় এইজন্য আপনি কোনদিন মনেপ্রাণে বুড়ো হবেন না। স্বভাবের এই দিকটা বজায় রাখার কারণে, আপনার আবাসে নিত্য নূতন মানুষ আসা-যাওয়ার জন্য আপনার মন ব্যাকুল হয়ে থাকবে।

নারী বা পুরুষ যেই হোন, এই স্বভাবের জন্য লোকে আপনাকে ভুল বুঝবে এবং এইভাবে আপনার বিপদ আসতে পারে। ইউরেনাসের প্রভাবে আপনি অনেক অজ্ঞাত অবাঞ্ছিত ব্যক্তির খপ্পরে পড়ে যেতে পারেন। বন্ধুদের অপরাধে সম্বন্ধে আপনি এত অতিরিক্ত ক্ষমাশীল যে বাইরের জগতে যাকে সমালোচনার বিষয় বলে মনে করে তার মধ্যেও আপনি অন্যায় খুঁজে পান না। ফলে অপ্রিয় পরিস্থিতি থেকে মুক্ত হবার জন্য অপরের সাহায্য পাবেন না, উল্টে দোষের ভাগী হ'তে হবে। অবশ্য আপনার গ্রহ সমন্বয় ভাল থাকার ফলে, অপরের তুলনায় আপনাকে কম ভুগতে হবে। তবু আপনার বন্ধু বান্ধব, আত্মীয় স্বজনের প্রতি বেশি করুণা দেখাতে নিষেধ করব। পাঁচজনের কাছে জাহির করার মতো কোনও কাজ বা অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করে অর্থ নাশ করা উচিত হবে না। কিন্তু সাধারণভাবে বলতে গেলে আপনি ভাগ্যশালী এবং সাফল্য মণ্ডিত হবেন এবং যে কোনও জীবিকায় নিযুক্ত থাকুন না কেন, তাতে উচ্চপদে আরোহণ করবেন।

## অর্থভাগ্য

আপনি অর্থ রোজগার করবেনই বিশেষ করে কোনও কাজে অর্থ লগ্নী করে ধন লাভও হবে। এ ছাড়া সঙ্গীত, সাহিত্য, নৃত্য, অভিনয় আদি লোকরঞ্জনকারী প্রতিভা আপনাকে অর্থবান করবে।

## স্বাস্থ্য

আপনার স্বাস্থ্য ভাল যাবে। জীবজন্তু ভালবাসেন বলে সেদিক থেকে বিপদ আসতে পারে। অধিক বয়সে হৃদরোগ, উদরী বা নিম্নাঙ্গের ব্যাধি হতে পারে।

৬, ১ ও ৪ ঘটিত সংখ্যা—১, ৪, ৬, ১০, ১৩, ১৫, ১৯, ২২, ২৪, ২৮ ও ৩১ আপনার পক্ষে প্রধান। শেষের দিকে ৪ পর্যায় সংখ্যাগুলি কোনও কাজের মধ্যে জড়াবেন জীবনে কোনও কিছু আশা করে নয়, শুধু সতর্ক হওয়ার জন্য। এর ফল লক্ষ্য করে যাবেন।

নীল রঙের সব স্তর, সোনালী হলুদ, কমলা ও পীতাভ খয়েরী রং আপনার পক্ষে শুভ। নীলকান্ত মণি, পোখরাজ, এ্যাম্বার ও যাবতীয় নীল রঙের পাথর আপনি ধারণ করতে পারেন।

আপনার জীবনে প্রধানতম বয়সগুলি হচ্ছে—১, ৬, ১০, ১৫, ১৯, ২৪, ২৮, ৩৩ ৩৭, ৪২, ৪৬, ৫১, ৫৫, ৬০, ৬৪ ও ৬৯।

যে কোনও মাসের ১, ৪, ৩ বা ৬ তারিখের জাতকের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া আপনার পক্ষে স্বাভাবিক।

আপনার প্রকৃতি মধুর হবে এবং অনেক লোকের ওপরে প্রভাব বিস্তার করে সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম হবেন।

তবে নিজস্ব ব্যক্তিত্ব বলে আপনার জীবনে সাফল্য আসা সহজ হবে।

**যে সব বিখ্যাত লোকেরা এই তারিখে জন্মেছেন**

| | |
|---|---|
| পল্ ক্লডেন্ (ফরাসী নেতা) | ৬ই আগস্ট |
| লর্ড টেনিসন (কবি)* | ,, ,, |
| লর্ড স্ট্রাথকোনা (নেতা) | ,, ,, |
| ডেনিয়েল ও কোনেল (নেতা ও বক্তা) | ,, ,, |
| লয়লা পারসন্স্ (সাংবাদিক)** | ,, ,, |
| স্যার ওয়াল্টার স্কট্ (লেখক ও কবি) | ১৫ই ,, |
| এথেল বারিমুর (অভিনেত্রী) | ,, ,, |
| এড্না কারবার (লেখিকা) | ,, ,, |
| জেম্স্ ভ্যান্ এলেন (ধনপতি) | ,, ,, |
| ডি কুইন্সি (লেখক) | ,, ,, |
| আয়ারের নেতা লরেন্স | ,, ,, |
| নেপোলিয়ান (ফরাসী সম্রাট) | ,, ,, |
| লুই ফিলিপ (কাউন্ট) | ২৪শে ,, |
| জেমস ওয়ালাক (থিয়েটার মালিক) | ,, ,, |

## অষ্টসপ্ততিতম অধ্যায়

# আগস্ট মাসের ৭, ১৬ ও ২৫ তারিখের জাতকগণ

**এ মাসে ৭ সংখ্যার লোকেরা ঃ**

যাঁরা জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর এই সময়ে জন্মগ্রহণ করেন কিরোর চ্যালদিন সংখ্যাতত্ত্বের নিয়মানুসারে তাঁরা নেপচুন, চন্দ্র ও সিংহের কক্ষে রবি ও ইউরেনাস, ত্রিগুণাত্মক অগ্নির দ্বিতীয় ঘরের সবরকম প্রভাব দ্বারা চালিত হন।

আগস্ট মাসের জাতকদের চারিত্রিক ও মানসিক গঠনের মূলকথা পূর্বেই বর্ণনা করা হয়েছে।

---

* লর্ড টেনিসনের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয় এবং আমি তাঁকে তাঁর জীবনে ৬ সংখ্যার বিশেষ শুভ প্রভাবের কথা বলি। তিনি আমার গণনায় খুব খুশী হন।

** এই সাংবাদিক কালিফোর্ণিয়াতে আমার সঙ্গে দেখা করেন। তিনি বিশেষভাবে প্রতিভাবান শিল্পীদের জীবনে উন্নতিতে সাহায্য করতেন তাঁর লেখার দ্বারা। তিনি আমার মতে পূর্ণ আস্থাশীল হন।

আপনার জীবনে নেপচুন, চন্দ্র, রবি ও ইউরেনাসের সমন্বয়ের ফলে বিশেষ গুণাবলী প্রকাশিত হবে। সিংহের ঘরে নেপচুন আপনাকে অসাধারণ পথে অসম্ভব উচ্চাভিলাষী করবে। অপরের উপর প্রভুত্ব করে নয়, নিজের কাজে প্রচণ্ড উদ্যম দেখা যাবে। ব্যক্তিগত-লাভের তুলনায় কর্মের উৎকর্ষতার প্রতি আপনার ঝোঁক বেশি। যে কোনও চারু শিল্প যথা—সঙ্গীত অঙ্কন, কবিতা, নাট্যকলা, অপেরা, যাদুবিদ্যা এবং বিবিধ দার্শনিক বিষয় আপনার প্রিয়।

আপনার প্রকৃতি শান্ত-সম্ভ্রম-উদ্রেককারী এবং হৃদয়াবেগে পরিপূর্ণ ও পারিপার্শ্বিক, সবার প্রতি আপনি সহৃদয়। হৃদয় ঘটিত ব্যাপারে আপনি ব্যর্থ, ফলে আপনার অন্তর তিক্ত, কঠিন হবে। গ্রহ চন্দ্রের এই সমন্বয় আপনাকে স্বাতন্ত্র্য এনে দেবে, ফলে অন্যান্য ব্যক্তিদের থেকে আপনার মতামত ও দৃষ্টিভঙ্গী পৃথক হবে।

অপর সকলের জন্য আপনার প্রবল আকর্ষণ ও বীতরাগ সমানভাবে বিদ্যমান থাকবে, প্রেমের অসাধারণ ও রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা লাভ হবে, বহু সমালোচনা ও বিড়ম্বনা ভোগ করতে হবে।

সম্পূর্ণ নিজস্ব চিন্তার উপর নির্ভর করে আপনার স্বাধীন চিন্তাধারা অনুসারে ব্যবসা করলে সফল হওয়া আপনার পক্ষে সম্ভব।

প্রবল ভ্রমণ ইচ্ছায় আপনি ক্রমাগত স্থান পরিবর্তন করতে চাইবেন, কিন্তু এই অশান্ত মনোভাব আপনাকে সংযত করতে হবে।

পরিবেশ ও পাশের মানুষগুলি সম্বন্ধে আপনি অতি সচেতন। ভগবানদত্ত ঐ ক্ষমতা, জ্ঞান ও প্রেরণা আপনার মধ্যে বিদ্যমান। যে কোনও আধিভৌতিক বা যাদু বিদ্যা সম্বন্ধে লেখা, অপ্রচলিত অস্পষ্ট ও রহস্যঘন রেখায় ছবি আঁকা অথবা স্বকীয় স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গীতে সাহিত্য সৃষ্টির কাজে আপনার সাফল্য লাভ হবে।

## অর্থভাগ্য

এ বিষয়ে নিজের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে আপনার কষ্ট হবে। কোনও রকম ধরা-বাঁধা চাকরিতে অর্থ উপার্জন করা আপনি অপছন্দ করেন, কিন্তু পরার্থে অতি অপছন্দ মতো চাকুরী করতেও আপনার আপত্তি হবে না। এতে আপনার অর্থ উপার্জনের অক্ষমতা প্রকাশ করে না তবে ইচ্ছামত কাজ নাও পেতে পারেন—এমন ইঙ্গিত আছে। ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা ছাড়াও রোজগারের অন্যপথ খোলা যদি থাকে, সঞ্চিত অর্থ কোন ব্যবসা বা অপরের কথানুযায়ী অন্য কাজে লাগাতে যাবেন না।

## স্বাস্থ্য

স্বাস্থ্য সম্পূর্ণ আপনার মনের উপর নির্ভর করবে। এটি শুধু বস্তুর উপর আত্মার আধিপত্যের সংগ্রাম। বাইরে থেকে আপনাকে তেমন শক্ত সমর্থ মনে হয় না, কিন্তু তেমন অনেকের তুলনায় আপনার সহ্যশক্তি বেশি। আহার সম্বন্ধে আপনি বিশেষ খুঁতখুঁতে, এ বিষয়ে নিজের মনোমত আহার্য খেলে আপনার ভাল হবে।

যে তারিখগুলির সংযোগে '৭' সংখ্যাটি আসে তার যে-কোন একটিতে জন্মালে আপনি '৭'-এর ঘরের লোক। নিজেই দেখবেন '৭' সংখ্যাটি ঘুরে ফিরে আপনার জীবনের শ্রেষ্ঠ কাজের মধ্যে জড়িয়ে যাবে। এর প্রতি সংখ্যা '২' হওয়ার ফলে '২' এবং তৎসংলগ্ন যে কোন সংখ্যা '৭'-এর মতই কার্যকরী হবে।

২৪শে জুন থেকে ৩০শে আগস্ট এবং ২৫শে ডিসেম্বর থেকে মার্চের শেষ অবধি সব তারিখগুলি আপনার কাছে তাৎপর্যপূর্ণ। কোন বিশেষ কাজে হাত দেবার সময় এই তারিখগুলি মনে রাখবেন। বাড়ী ভাড়া নেবার সময় এই দুটি সংখ্যার মধ্যে হয়, এমন নম্বরের বাড়ী নেবেন।

সবুজ কপোত ধূসর, কমলা, হলুদ বা সর্বস্তরের সোনালী রং আপনার পক্ষে শুভ। নীলের ঘবের রং চলতে পারে। কিন্তু বিপদব্যঞ্জক কোনও রং বিশেষত কালো কখনই ব্যবহার করবেন না।

মুনস্টোন, হীরা, মুক্তা, জেড ও এ্যাম্বার এবং বিচিত্র পাথর আপনি ধারণ করতে পারেন।

আপনার জীবনের উল্লেখযোগ্য বয়সগুলি যথাক্রমে—২, ১১, ২০, ২৯, ৩৮, ৪৭, ৫৬, ৬৫, ৭৬ এবং ৭, ১৬, ২৫, ৩৪, ৪৩, ৫২, ৬১ ও ৭০।

বছরের যে কোনও সময়ে ২ ও ৭ ঘর, যথা—২, ৭, ১১, ১৬, ২০, ২৫, ও ২৯ তারিখের জাতকের প্রতি আপনি আকৃষ্ট হবেন খুব বেশি।

বিশেষভাবে শুভ তারিখ অনুসরণ করে চলা সব সময় তা আপনার জীবনের পক্ষে শুভ হবে। তাছাড়া ৫, ৮ প্রভৃতি তারিখে কাজ শুরু করতে গেলে অনেক কাজে তা বাধা হবার সম্ভাবনা এখন।

### যে সব বিখ্যাত লোকেরা এই তারিখে জন্মেছেন

| | |
|---|---|
| অ্যালেন লিও ( বিখ্যাত জ্যোতিষী )* | ৭ই আগস্ট |
| ডীন কারার ( লেখক ও প্রচারক ) | ,, ,, |
| লুই ক্লিমেণ্ট ( নাবিক ) | ,, ,, |
| এ্যাং হার্ডিং ( চলচ্চিত্র ) | ,, ,, |
| বেলী বার্ক ( অভিনেত্রী ) | ,, ,, |
| মী ক্লার্ক ( চলচ্চিত্র ) | ১৬ই ,, |
| এড্ওয়ার্ড বার্টস্ ( ইঞ্জিনীয়ার ) | ,, ,, |
| এল্মার এল্স্ ওয়ার্থ ( যন্ত্রপাতি ) | ,, ,, |
| জর্জ কমেট ( অভিনেতা ) | ,, ,, |

* এই বিখ্যাত জ্যোতিষীর সঙ্গে আমার বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। তাঁর জ্যোতিষ পত্রিকায় আমি লিখতাম। তিনি নিজের সম্পর্কে সঠিক ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন। যে বছর ইনি হৃদরোগে মারা যান, সে কথা নিজেই আগে আমাকে বলেছিলেন। ফলিত জ্যোতিষ নিয়ে প্রচুর গবেষণা করেন ও বই লেখেন।

| | | |
|---|---|---|
| ব্রেট হ্যার্ট (মার্কিন লেখক) | ২৫শে | ,, |
| জেন্‌স্‌ লীক (মানমন্দির প্রতিষ্ঠাতা) | ,, | ,, |
| এ এল্‌. বেনিডিক্‌ট্‌ (লেখক) | ,, | ,, |
| লিওনস্‌ লীয়মেলট্‌ | ,, | ,, |

## ঊনাশীতিতম অধ্যায়

## আগস্ট মাসের ৮, ১৭ ও ২৬ তারিখের জাতকগণ

এ মাসের ৮ সংখ্যার লোকেরা ঃ

যাঁরা জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর এই সময়ে জন্মগ্রহণ করেন, কিরোর চ্যালদিন সংখ্যা-তত্ত্বের নিয়মানুসারে তাঁরা শনি, ইউরেনাস, সিংহের কক্ষে রবি, ত্রিগুণাত্মক অগ্নির দ্বিতীয় ঘরের সবরকম প্রভাব দ্বারা চালিত হবেন।

৮, ১৭ ও ২৬—৮-এর ঘরের সংখ্যা এবং যেহেতু ৮ সংখ্যার উপর ইউরেনাসের প্রভাব থাকে, সেহেতু ৮ ও ৪-এর সংশ্লিষ্ট সব সংখ্যা আপনার উপর কার্যকরী হবে।

আগস্ট মাসের জাতকদের চারিত্রিক ও মানসিক গঠনের বিষয়ে পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে।

জন্মচক্রের যে অংশ আগস্ট মাসে পড়ছে, সেখানে কুম্ভ চিহ্নে শনির অস্তি ঘর অবস্থিত। সেইজন্য আপনার উপর এর প্রভাব বিশেষভাবে প্রতিফলিত হবে। এই গ্রহসমন্বয় আপনার চরিত্র সম্পূর্ণ ভিন্নমুখী দুটি ধারায় বইয়ে নিয়ে যাবে। ফলে লোকে আপনাকে ভুল বুঝলেও আপনি নিজেও এই পরিস্থিতির সুযোগ-সুবিধা নিতে পারবেন না।

আপনার অন্তর মায়া-মমতায় পরিপূর্ণ, কিন্তু এর যোগ্য প্রতিদান আপনি জীবনে কখনও পাবেন না।

আপনার ইচ্ছাশক্তি অতি প্রবল এবং কোন রকম বাধা বা প্রতিকূলতার সম্মুখীন হলে আপনার জেদ আরও বেড়ে যায়।

আপনার উচ্চাকাঙ্ক্ষা অতি প্রবল, কিন্তু আর পাঁচজনের সঙ্গে তার মিল নেই। এই জন্য কারুর সঙ্গে কাজ করা আপনার পোষাবে না এবং ফলে যদি ডাক শুনে কেউ না আসে, একলা চলতে আপনি ভয় পাবেন না।

সম্পূর্ণ ভিন্ন দুই ধারার চিন্তার মধ্য হ'তে আপনি পথ বেছে নেবেন। হয় সম্পূর্ণ নাস্তিক হবেন, কিংবা যে কোনও একটি ধর্মমতের জন্য জীবন অবধি বিসর্জন দিতে পারেন। যে পথই আপনি অবলম্বন করুন না কেন, কিন্তু অতিরিক্ত গোঁড়ামি আপনার সুখ-শান্তি ব্যাহত করবে এবং জাগতিক উন্নতির পথে অন্তরায় হবে।

এ ছাড়াও আপনার জীবনে বৈষম্য আরও অন্য রূপ নেবে। প্রথম জীবনে যদি নাস্তিক হন, তবে শেষ জীবনে তার বিপরীত হবেন অথবা এরই হেরফের হবে।

আপনার অনেক গুপ্ত শত্রু আছে এবং কখনও কখনও আপনাকে কলঙ্কের ভাগী হতে হবে। জীবনে যত উচ্চ পদে আপনি উঠুন না কেন, নীচের ব্যক্তিরা আপনার সঙ্গে শত্রুতা করতে পারে। এইজন্য আপনাকে আকস্মিক ক্ষতি, দুর্ঘটনা থেকে আত্মরক্ষার জন্য জীবনবীমা এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় বীমা করে রাখা উচিত।

আপনি পারিবারিক ও বিবাহিত জীবনে অসুখী। আপন আত্মীয়-স্বজন অথবা স্ত্রী জাতিরা দুঃখের কারণ হতে পারে।

আপনার বন্ধুরা সাধারণ জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির ব্যক্তি এবং বিচিত্র জীবিকায় নিযুক্ত থাকবেন। লোকে আপনাকে ভুল বুঝবে ভেবে দুঃখ করবেন না। নিজ মত নিজ আদর্শ বজায় রাখতে একলা চলা অভ্যাস করুন। এই কথাটা মনে রাখবেন জীবনে যা পেলেন না অন্তরের মাঝে তা হয়তো ফিরে পাবেন।

## অর্থ ভাগ্য

যাবতীয় আর্থিক আদান-প্রদানের ব্যাপারে আপনার খুব সতর্ক হওয়া উচিত। ভৃত্য, আপনার অধঃস্তন কর্মচারী আপনার সর্বস্ব অপহরণ করতে পারে। নিজের ব্যবসা আপনার নিজে চালানোই ভাল। প্রাচীন, নামী বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানে অর্থ নিয়োগ করলে লাভ হতে পারে। জমি, বাড়ি, খনি বা ধাতব দ্রব্যে আপনার অর্থ আছে।

## স্বাস্থ্য

এ বিষয়ে আপনার জীবনে বৈষম্য দেখা যাবে। স্বাস্থ্য খুব ভাল বা খারাপ দু' রকমই হ'তে পারে। সুস্থ ব্যক্তি হলে আপনার প্রাণ প্রাচুর্যে্য অভাব ঘটবে না। যে গ্রহ সমন্বয়ে আপনার জন্ম সেখানে ৪, ১৭ ও ২৬শে আগস্টের জাতকের উপর দৈব প্রভাব বহুল পরিমাণে দেখা যাবে।

এই তারিখগুলিতে জন্ম হলে শুধু মাত্র শত্রুর সম্বন্ধে চিন্তা করলে আপনার শরীর খারাপ বোধ করতে পারেন।

চিকিৎসকের দুর্বোধ্য কোন ব্যাধিতে ভুগবেন, অনেক চেষ্টা করেও চিকিৎসক আপনাকে ঠিক ওষুধ দিতে পারবেন না। দেহের ভিতরে এমন কোন যন্ত্রণা হবে যা চিকিৎসক ধরতে পারবেন না এবং ভুল ওষুধ দেবেন। অতি অল্প ওষুধে বিষক্রিয়া হবে, স্বতঃকৃত মাদকতা আসতে পারে বা অস্ত্রের ক্রিয়া বিঘ্নিত হবে। আবার তেমনি আশ্চর্য কোন উপায়ে রোগমুক্ত হয়ে দীর্ঘ জীবন লাভ করতে পারেন।

আপনি '৮' ঘরের মানুষ, সেই জন্য যাবতীয় ৪ ও ৮ ঘটিত সংখ্যা যথা—৪, ৮, ১৩, ১৭, ২২, ২৬ ও ৩১ আপনার জীবনে তাৎপর্যপূর্ণ। সবগুলির অঙ্কিম সংখ্যাটিও আপনার পক্ষে প্রয়োজনীয়। এর সবই যে শুভ, তা নয়, তবে আগে থেকে জানলে প্রস্তুত থাকা যায়।

সব গাঢ় রং ধথা বেগুনী, কালো ও সব রকম গাঢ় নীল রং আপনার পক্ষে শুভ।

কালো হীরা, গাঢ় নীল বা কালো মুক্তা ও সব গাঢ় রঙের পাথর আপনার পক্ষে মঙ্গলজনক।

জীবনের উল্লেখযোগ্য বয়সগুলি হচ্ছে যথাক্রমে—১, ৪, ২২, ৩১, ৪০, ৪৯, ৫৮, ৬৭ ও ৭৬ এবং ৮, ১৭, ২৬, ৩৫, ৪৪, ৫৩, ৬২, ৭১ ও ৮০।

বছরের যে কোন সময়ের ৪ ও ৮ ঘরের জাতক অর্থাৎ ৪, ৮, ১৩, ১৭, ২২, ২৬ ও ৩১ তারিখের ব্যক্তিগণ আপনার দৃষ্টি গভীরভাবে আকর্ষণ করবে। আপনার জীবনে এটি একটি সাফল্যের প্রধান চাবিকাঠি।

### এই তারিখে যে সব বিখ্যাত লোকেরা জন্মেছেন

| | |
|---|---|
| জোহান্ (ব্যাকরণবিদ্) | ৮ই আগস্ট |
| হেনরিক আবেকন্ (দার্শনিক) | ,, ,, |
| এক্ অ্যানস্টে (লেখক) | ,, ,, |
| চার্লস্ এডামা (সাংবাদিক) | ,, ,, |
| হেনরী ডুপন্ট (ধনী ব্যবসায়ী) | ,, ,, |
| জেনারেল নেল্সন্ (সেনানায়ক)* | ,, ,, |
| লুইয়েলিন জর্জ (মার্কিন জ্যোতিষী)** | ১৭ই ,, |
| ডেভিড্ ওকেট্ (যোদ্ধা) | ,, ,, |
| মী ওয়েস্ট (চলচ্চিত্র) | ,, ,, |
| অ্যান্টনী লভেয়সীয়র (বিজ্ঞানী) | ২৬শে ,, |
| লী ডি ফরেষ্ট (আবিষ্কর্তা, বিজ্ঞানী) | ,, ,, |
| অ্যালবার্ট (রাণী ভিক্টোরিয়ার পুত্র) | ,, ,, |

## অশীতিতম অধ্যায়

# আগস্ট মাসের ৯, ১৮ ও ২৭ তারিখের জাতকগণ

এ মাসের ৯ সংখ্যার লোকেরা :

যাঁরা জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর এই সময়ে জন্মগ্রহণ করেন, তাঁরা কিরোর চ্যালডিন সংখ্যাতত্ত্ব অনুসারে মঙ্গল, রবি, সিংহের ঘরে ইউরেনাস, ত্রিগুণাত্মক অগ্নির দ্বিতীয় ঘরের সবরকম প্রভাব দ্বারা চালিত হবেন।

---

* ইনি সৈনিক হলেও আমার প্রতিটি জ্যোতিষ সম্পর্কিত বক্তৃতা মন দিয়ে শুনতেন। তিনি যুদ্ধ সংক্রান্ত পথে বিরাট উন্নতি করেন এবং সৈন্যাধ্যক্ষ হন। প্রতিটি শুভ ঘটনা তাঁর জীবনে ঘটে ৮ বা ৪ সংখ্যায়। তিনি নিজে তা মিলিয়ে দেখে আমাকে বলেন।

** এই বিখ্যাত জ্যোতিষীর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎকার হয় এবং আমেরিকাতে তিনিই জ্যোতিষ সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি বই লেখেন। তিনি আমার মতে এবং পথে বিশ্বাসী ছিলেন।

আগস্টের জাতকদের চারিত্রিক ও মানসিক গঠনের মূলকথা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। সিংহের কক্ষে মঙ্গল ও রবি কক্ষ আপনাকে প্রভূত প্রাণ শক্তির যোগান দেবে, কিন্তু সব কাজে আপনার খামখেয়ালিপনার পরিচয় থাকবে। চট্‌পট্‌ খোলাখুলি কথা বলে ফেলা আপনার অভ্যাস, রাগও হয়ে যায় দপ্‌ করে আবার নিজের খ্যাপামির জন্য অনেক শত্রু সৃষ্টি হয়।

স্বভাবতঃ আপনি স্বাধীনচেতা, যে কোনরকমে বাধ্য-বাধকতা এবং নিয়ন্ত্রণ আপনাকে উত্তেজিত করে। বিচার বুদ্ধি, আইন ও শৃঙ্খলা সম্বন্ধে আপনি অত্যন্ত সচেতন, কলহ, দ্বন্দ্ব নিষ্পত্তির দায় বহন করতে এগিয়ে যান আপনা থেকেই।

বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তি আপনি, অপরের সঙ্গে সরল ব্যবহারই আপনার পছন্দ। উদ্যোগী পুরুষ বহু দায়-দায়িত্ব আপন স্কন্ধে তুলে নেন, সেই কারণে নিজের উপর রাশ না টানতে পারলে অচিরে জীবনীশক্তি ক্ষয় হবে ও সাধারণ আয়ুসীমা পর্যন্ত পেঁছিতে পারবেন না।

ব্যবসা, মিউনিসিপ্যালিটি, জনসাধারণের সেবা, রাজনীতি, সরকারী বা সেনা বিভাগীয় চাকুরীতে আপনার যোগ্যতা প্রমাণ হবে।

জীবনে সব কাজে প্রচুর ওঠাপড়ার সম্মুখীন হতে হবে। কখনও হয়তো বহু উচ্চ-পদে আরোহণ করেন, কখনও বা একেবারে কর্মহীন জীবন যাপন করতে হবে। এর কারণ কোনও বিশেষ কর্মক্ষেত্রের ঘটনা প্রবাহে আপনি গা ঢেলে দিতে অক্ষম।

জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে আপনার সব কাজে প্রচুর মতানৈক্য ও বিরোধিতা দেখা যাবে। সে সব স্থানে আপনার চির শত্রু সৃষ্টি হতে পারে।

আপনার অন্তর যথেষ্ট উদার ও করুণাপ্রবণ, কিন্তু কলহ বিবাদে তার প্রকাশ হয় না।

শত্রু যখন সম্পূর্ণ পরাজিত তখন হয়তো আবার হাত বাড়িয়ে তাকে সাহায্য করতে যাবেন। আপনাকে হয়তো অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে পড়তে হবে। শোচনীয়ভাবে আপনার মৃত্যু হতে পারে, অগ্নি, বিস্ফোরণ বা আগ্নেয়াস্ত্র থেকে আপনার বিপদ আসতে পারে। মাথায় বা নিম্নাঙ্গে আঘাত পেতে পারেন, কিন্তু অত্যধিক পরিশ্রম থেকেই হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হবার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি।

বিবিধ প্রেমের ব্যাপার, গুপ্ত প্রণয়, রোমাঞ্চকর পরিস্থিতি আপনার জীবনে সংঘটিত করতে ভালবাসেন, সেদিকে কিছু আবিষ্কার করাও বিচিত্র নয়।

উচ্চতর পদস্থ ব্যক্তিদের সাহচর্য আপনার পক্ষে মঙ্গলজনক, কারণ অধস্তনরাই ক্ষতি করতে পারে।

## অর্থ ভাগ্য

অল্পবয়সে আর্থিক অনটন থাকলেও ৫৬ বছরের পর বাণিজ্যের কোন প্রতিষ্ঠানে অর্থনৈতিক সাফল্য আসবে। লাভ হবে। শেয়ার বাজারে বা ঐ জাতীয় কোথাও অর্থনাশ করা থেকে সাবধান থাকবেন।

### স্বাস্থ্য

আপনার দেহ শক্তিমান কিন্তু হঠাৎ জ্বর হতে পারে, পিঠে কোন আঘাত পাওয়া সম্ভব, আকস্মিক দুর্ঘটনা বা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে চোট পেতে পারেন।

মঙ্গলের সংখ্যা ৯ এবং ১ রবির সংখ্যা, যথা ১, ১০, ১৯, ২৮ ও ৯, ১৮ ও ২৭ আপনার পক্ষে শুভ।

আপনার শুভ বর্ণগুলি গোলাপী থেকে সর্বস্তরের লাল, গাঢ় লাল, সোনালী, হলুদ, কমলা, সোনালী রং প্রভৃতি। মুক্তা, গোমেদ, রক্তমুখী পাথর, হীরা ও পোখরাজ আপনার পক্ষে শুভরত্ন।

আপনার শ্রেষ্ঠ বয়সগুলি যথাক্রমে ৯, ১৮, ২৭, ৩৬, ৪৫, ৫৪, ৬৩ ও ৭২। ৯,১৮ ২৭ বা ১ ঘরের তারিখ যথা ১, ১০, ১৯ বা ২৮ তারিখের জাতক আপনাকে বিশেষ-ভাবে আকর্ষণ করবে।

### যে সব বিখ্যাত লোকেরা এই তারিখে জন্মেছেন

| | |
|---|---|
| ডরোথি জর্ডন ( চিত্রাভিনেত্রী )* | ৯ই আগস্ট |
| চার্লস্ ক্যারেল ( চলচ্চিত্র ) | ,, ,, |
| জন ড্রাইডেন ( ইংরাজ কবি ) | ,, ,, |
| কান্‌জ্ যোশেফ ( অস্ট্রিয়ার রাজা ) | ১৮ই আগস্ট |
| মার্শাল ফিল্ড ( ধনপতি ও ব্যবসায়ী ) | ,, ,, |
| অলিভার রাইট ( উড়োজাহাজ আবিষ্কারক ) | ,, ,, |
| থিয়োডোর ড্রেসার ( লেখক ) | ২৭শে ,, |
| চার্লস ডয়েস্ ( ধনপতি ) | ,, ,, |
| ইউগিন গ্রস্ ( ব্যবসায়ী ও ধনপতি ) | ,, ,, |

## একাশীতিতম অধ্যায়

# যাঁরা সেপ্টেম্বর মাসে জন্মেছেন

বৎসরের এই সময়ের জাতকের চরিত্র, মনোভাব, অর্থ ও স্বাস্থ্যের উপর সেপ্টেম্বর মাসের রবির প্রভাব।

২১শে আগস্ট কন্যা চিহ্ন শুরু হয়। কিন্তু সাতদিন অবধি পূর্ববর্তী রাশি দ্বারা আচ্ছাদিত থাকার ফলে ২৮শে আগস্টের আগে ওর প্রভাব কার্যকরী হয় না। এই তারিখ থেকে সেপ্টেম্বর মাসের ২০ তারিখে অবধি পূর্ণ শক্তিতে বিরাজিত থেকে পরবর্তী ৭ দিন ক্রমে ক্ষীয়মাণ হয়ে আগন্তুক তুলা চিহ্ন দ্বারা আচ্ছাদিত হয়।

---

* এই বিখ্যাত চিত্রাভিনেত্রীর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়—যখন তিনি তত্টা উন্নতি করতে পারেন নি। আমার মতে তাকে চলতে বলি। তিনি তা অনুসরণ করেন তাঁর জীবনে। তাঁর ফল ভাল হয়। তিনি ধীরে ধীরে প্রচুর উন্নতি করেন। আজও তাঁর নাম তাই চলচ্চিত্র জগতে অমর হয়ে আছে।

বছরের এই সময়ে অর্থাৎ ২১শে আগস্ট থেকে ২০শে সেপ্টেম্বর এবং ২৮শে সেপ্টেম্বর অবধি যাঁদের জন্ম, তাঁরা, সাধারণতঃ জীবনে সফল। এ'রা মেধাবী এবং এ'দের স্মৃতিশক্তি আশ্চর্য রকম ভাল। সঙ্গী-সাথীদের সম্বন্ধে এ'দের চোখ কান খোলা থাকে, সেইজন্য সহজে প্রতারিত হন না। এ'রা সূক্ষ্ম বিচার করেন, উত্তম সমালোচক এবং অতিরিক্ত খুঁতখুঁতে। অসাধারণ বস্তু সহজে এ'রা লক্ষ্য করেন এবং নিজেদের সুন্দর বাসগৃহ সুরুচিপূর্ণভাবে সাজান। এই মাসের জাতক বিশেষভাবে সুন্দরের পূজারী।

## কর্ম ও ভাগ্য

সাধারণতঃ এ'রা নতুন কিছু আবিষ্কার করেন না। কিন্তু যদি পছন্দ হয়, তবে অপরের অর্ধসমাপ্ত কাজ অতি সুন্দরভাবে শেষ করেন। যা তাঁদের মনোযোগ আকর্ষণ করে, সে দিকে পূর্ণ মনোনিবেশ প্রয়োগ করে, সম্পন্ন না হওয়া অবধি ক্ষান্ত হন না। এদের এই মানসিকতা জীবনে অনেক সুফল দেয়।

এ'দের মর্যাদা জ্ঞান প্রখর, আইন ও শৃঙ্খলা বিশেষ পছন্দ করেন। চমৎকার আইনজ্ঞ ও তাত্ত্বিক হিসাবে মেধাবী এ'রা, তবে নতুনের তুলনায় পুরাতন আইনের পরিপন্থী।

সর্বকর্মে নিষ্ঠা, একাগ্র সাধনা; ইচ্ছাশক্তি ও স্থির প্রতিজ্ঞার সাহায্যে এ'রা উৎকৃষ্ট বৈজ্ঞানিক, গবেষক অথবা ব্যবসায়ী হিসাবে সফল হন।

এ'রা নিজেদের চিন্তাধারায় মগ্ন থাকেন এবং আপন উদ্দেশ্য সাধনে এত বেশি আত্মকেন্দ্রিক হয়ে পড়েন যে এ'দের স্বার্থপর মনে হতে পারে। এ'রা প্রত্যুৎপন্নমতি-সম্পন্ন, এ'রা সচরাচর আত্মকেন্দ্রিক ও আত্মনির্ভরশীল হন। ভালমন্দ দুই বিষয়েই এ'রা আর সবার থেকে বেশি উগ্রপন্থী। অর্থপ্রিয় ব্যক্তি হলে অর্থোপার্জনের কোনও উপায় অকাম্য রাখবেন না। জীবনে যে কোনও কাজে এ'রা নিজেদের মানিয়ে নিতে পারেন।

## প্রেম ও বিবাহ

প্রেমের ব্যাপারে এ'দের বোঝা ভার। এই সময় অতি ভালো ও অতি মন্দ উভয় শ্রেণীর প্রেমিকের দেখা মেলে।

কন্যাচিহ্নের জাতক মাত্রই অল্প বয়সে অত্যন্ত ধর্মপ্রবণ এবং পবিত্রমনা কারণ এ'রা কৌমার্য্য বা কুমারীর প্রতীক। নিজেদের ওপর সংযম না থাকলে মাদক দ্রব্যের প্রতি এ'রা আসক্ত হন। কারণ এ'দের যদি কোন পরিবর্তন হয় তবে ভীষণভাবে পরিবর্তন হয়। তবে এ'দের সহজাত তীক্ষ্ম বুদ্ধি এবং আইনের প্রতি আনুগত্যের জন্য এ'রা তা ঢেকে-ঢুকে রাখতে পারেন।

বছরের অন্যান্য মাসের জাতকদের তুলনায় এ'দের অসুখ-বিসুখ কম হয়, কিন্তু মজার ব্যাপার এই যে, নতুন কোনো ব্যাধির বিষয় জানতে পারলেই নিজেদের সেই রোগাক্রান্ত বলে মনে করেন।

আহার্য বিষয়ে এ'দের রুচি সূক্ষ্ম, সুচারুভাবে পরিবেশিত না হলে এ'দের খাবার ইচ্ছা চলে যায়।

### স্বাস্থ্য

এ'দের কাছে পরিবেশের প্রভাব অত্যন্ত বেশি, সামান্যতম বিশৃঙ্খলা বা বিরক্তি এ'দের স্নায়ুর উপর চাপ দেয় এবং পরিপাকের ব্যাঘাত ঘটায়।

সহসা আন্ত্রিক গোলযোগ, কোষ্ঠ-কাঠিন্য, আমাশয়ের আক্রমণ এ'দের হতে পারে। ফুসফুসের রোগ এবং কাঁধে ও হাতে স্নায়বিক বেদনা হতে পারে।

সৌরমণ্ডলের সঙ্গে রাশিচক্রের এই চিহ্নটি নিবিড়ভাবে মেরুদণ্ডের সঙ্গে যুক্ত থাকার ফলে বছরের এই সময়ের জাতকগণ সূর্যরশ্মি ও মুক্তবায়ু সেবন করে বিশেষ উপকার পাবেন। এই সময় কন্যাচিহ্ন ভেদ করে সূর্যরশ্মি চলে যাচ্ছে, সেইজন্য জীবের অস্থিযুক্ত প্রভাব জাতকের চারিত্রের উপর পড়ে। ফলে ব্যক্তির উপর বস্তুর প্রভাব বেশি, জাতকের দৃষ্টিভঙ্গী বাস্তবমুখী, বিচারপ্রবণ, সন্দিহান, বিচক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ সম্পন্ন। সহজে এ'দের প্রতারণা করা যায় না বা প্রতারিত করা যায় না। সাধারণত এ'দের বিচার নির্ভুল ও দৃষ্টিভঙ্গী আশ্চর্যরকম সূক্ষ্ম হয়। আইনশৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতা এ'রা পছন্দ করেন।

## দ্বিঅশীতিতম অধ্যায়

# সেপ্টেম্বর মাসের ১, ১০, ১৯ ও ২৮ তারিখের জাতকগণ

এই মাসের ১ নম্বরের লোকেরা :

যাঁরা জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর এই সময়ে জন্মগ্রহণ করেন, কিরোর চ্যালদিন সংখ্যাতত্ত্বের নিয়মানুসারে রবি, ইউরেনাস, বুধ (নৌত), ত্রিগুণাত্মক ক্ষিতির কন্যার দ্বিতীয় ঘরের সব রকমের প্রভাব দ্বারা চালিত হন।

সেপ্টেম্বরের জাতকদের সঙ্গে আপনার চারিত্রিক ও মানসিক গঠনের বর্ণনা আগে করা হয়েছে। আপনার উপর গ্রহ ও সংখ্যাগুলির প্রভাব সৌভাগ্যের ইঙ্গিত করে।

কন্যাচিহ্নের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ইউরেনাস ও রবি আপনার মনকে অধিক সক্রিয় করবে এবং সহজগ্রাহ্য বুদ্ধি দেবে। আপনি ভাবপ্রবণ, প্রকৃতি রসিক এবং কর্মে উদ্যোগী পুরুষ।

ভাষায় আপনার দখল আছে, নানা ভাব ও রূপের ভিতর আপনি সৌন্দর্যের প্রকাশ দেখতে চান, কিন্তু প্রকৃত জীবিকার পন্থা খুঁজে পাওয়া আপনার পক্ষে কঠিন হবে। অনেক কিছু অনুসন্ধানে আপনার অর্ধেক জীবন কেটে যাবে। শেষ অবধি পায়ের নীচে শক্ত মাটি পেতে হয়তো আপনার আরও কিছু দেরী হয়ে যাবে।

ঐশ্বর্য আহরণের তীব্র বাসনা আপনার থাকতে পারে কিন্তু যথেষ্ট মেধাবী হয়েও প্রথম জীবনে অর্থ সঞ্চয় করা আপনার পক্ষে কঠিন হবে।

অল্পে অস্থির, অতৃপ্ত ও অ-প্রধান দোষ। মনকে সংযত করতে চেষ্টা করুন, আত্মবিশ্বাস গড়ে তুলুন, জীবনের উদ্দেশ্য খুঁজে নিন এবং স্বীয় কর্মসূচী অনুধাবন করতে পিছপাও হবেন না। রাশিচক্র নির্দেশিত অতিরিক্ত মেধার সাহায্যে আপনি সহজেই আপন পথে চলতে পারবেন এবং বহু ব্যক্তির তুলনায় আপনি অনেক বেশি সফল হবেন।

## অর্থ ভাগ্য

অর্থকরী বহু সুযোগ-সুবিধা আপনার পাওয়া উচিত। আপনি বিশ্বাসযোগ্য বলে জনসাধারণ আপনাকে কোনও বিশ্বস্ত ও দায়িত্বপূর্ণ পদে তুলে দেবে। তবে নিজের চেষ্টায় অতি সহজে সৌভাগ্য গড়তে পারেন এঁরা।

## স্বাস্থ্য

১, ১০, ১৯ বা ২৮শে সেপ্টেম্বর জন্মগ্রহণ করলে উত্তম স্বাস্থ্য ও প্রাণশক্তির অধিকারী হওয়া যায়। কিন্তু সেজন্য আপনাকে যথাসাধ্য মুক্ত বায়ু সেবন ও ব্যায়াম করতে হবে। বন্ধ অবস্থায় বা গৃহের ভিতরে আপনার থাকা চলবে না, প্রকৃতিদেবী আপনাকে সেইভাবে তৈরী করেন নি।

আপনি ১ সংখ্যার মানুষ, সুতরাং ১, ১০, ১৯ ও ২৮ এবং '৫' ও সেই ঘরের সংখ্যা আপনার পক্ষে মঙ্গলকর।

যাবতীয় হালকা রং বিশেষতঃ ফিকে হলুদ, সোনালী কমলা ও ফিকে নীল রং আপনার পক্ষে শুভ।

হীরা, পোখরাজ ও নীলকান্ত মণি আপনার পক্ষে শুভ।

আপনার জীবনের শ্রেষ্ঠ বয়সগুলি যথাক্রমে ১, ১০, ১৯, ২৮, ৩৭, ৪৬, ৫৫, ৬৪ ও ৭৩।

১, ২, ৪ ও ৭ সংখ্যার লোকদের প্রতি ও ১, ২, ৪, ৭, ১০, ১১, ১৩, ১৬, ১৯, ২০, ২২, ২৫, ২৮, ২৯ ও ৩১ তারিখের জাতকদের প্রতি আপনি আকৃষ্ট হবেন অত্যন্ত বেশি রকম।

## যে সব বিখ্যাত লোক এই তারিখে জন্মেছেন

| | |
|---|---|
| জর্জ ও ব্রিয়েন ( চলচ্চিত্র ) | ১লা সেপ্টেম্বর |
| এড্‌গার বাইস্ বরোজ ( লেখক, টার্জান ) | ,, ,, |
| রেক্স বীচ ( লেখক ) | ,, ,, |
| স্যার উইল্‌ফ্রেড্ লথন্ ( এড্‌ভোকেট ) | ,, ,, |
| স্যার রজার কেস্‌মেণ্ট ( অপঘাতে মৃত্যু )* | ,, ,, |
| অ্যাডেলী অ্যাম্‌টায়ার ( চলচ্চিত্রাভিনেত্রী ) | ,, ,, |
| পোল্‌ট্যানষী বাইগলো ( পরিব্রাজক ) | ১০ই ,, |

| | |
|---|---|
| জর্জ বেলচার ( শিল্পী ) | ১৯শে সেপ্টেম্বর |
| লুই কোসাট্ ( বিপ্লবী ও দেশ প্রেমিক ) | ” ” |
| ওয়াল্টার ব্যাড্লী ( ভূ-তাত্ত্বিক ) | ২৮শে ” |
| স্যার জন্ ফ্রেঞ্চ ( ফিল্ড মার্শাল )** | ” ” |
| মাক্স স্মেলিং ( মুষ্টি যোদ্ধা ) | ” ” |
| জর্জ ক্লিম্যান্‌সিয়াও ( প্রধানমন্ত্রী ) | ” ” |
| হেনরী আর্থার জোন্স্ ( নাট্যকার ) | ” ” |

## ত্রিঅশীতিতম অধ্যায়

# সেপ্টেম্বর মাসের ২, ১১, ২০ ও ২৯ তারিখের জাতকগণ

এই মাসের ২ সংখ্যার লোকেরা ঃ

জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর এই সময়ে জন্মগ্রহণ করলে কিরোর চ্যালদিন সংখ্যাতত্ত্বের নিয়মানুসারে আপনি চন্দ্র, নেপচুন, কন্যাচিহ্নে বুধ, ত্রিগুণাত্মক ক্ষিতির দ্বিতীয় ঘরের সবরকম প্রভাব দ্বারা চালিত হবেন।

আপনার চারিত্রিক ও মানসিক গঠনের বর্ণনা সেপ্টেম্বর মাসের জাতকের সঙ্গে পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে।

আপনার গ্রহের প্রভাব নিম্নলিখিতভাবে পড়েঃ

আপনার কল্পনাশক্তি প্রখর এবং মানসিক উৎকর্ষতাও যথেষ্ট বেশি, কিন্তু আপনার স্বভাব এত পরিবর্তনশীল যে স্বীয় ক্ষমতার ঠিক ব্যবহার করতে সব সময় পারবেন না।

মননশীল অধ্যয়নে আপনার অধিক আগ্রহ এবং কোনও ব্যবসাদারী বা পেশাদারী কাজের পরিবর্তে ঐ ধরনের জীবিকাপথ আপনি হয়তো বেছে নেবেন। বাহ্যিক আড়ম্বর বা লোক দেখানো বিলাসিতা আপনার অপছন্দ। শান্ত পরিবেশে নিশ্চিত জীবন আপনি বেশি পছন্দ করেন। বিশ্বাসভাজন বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তি আপনি। কিন্তু আপনার ক্ষমতার উপর যথেষ্ট ভরসা না থাকায় জীবনে বেশি অগ্রসর হতে পারবেন না। এই বাধা আপনি অতি অনায়াসেই লঙ্ঘন করতে পারেন।

গবেষণার ছাত্র হিসাবে আপনি যথেষ্ট ভাল কাজ করতে পারেন, সাহিত্য, শিল্প এবং রসায়ণ বা যে কোনও বিজ্ঞানে আপনি সফল হতে পারেন।

আপনি ফুল ভালবাসেন। বাগান করা এবং প্রকৃতি সংক্রান্ত কোনও জিনিস,

* প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় আমি তাঁকে আয়ারল্যাণ্ডে যেতে বারণ করি। তিনি আমার কথা না শুনে সেখানে যান। সাবমেরিন থেকে নেমেই তিনি গ্রেপ্তার হন এবং তাঁর ফাঁসির হুকুম হয়।

** এই ফিল্ড মার্শালকে হত্যার জন্য অনেক চেষ্টা করে বিপরীত পক্ষরা। তিনি কিন্তু সব বিপদ এড়িয়ে যান ও সুন্দরভাবে বেঁচে থাকেন।

মাটির ফসল আপনার প্রিয়, কিন্তু তা থেকে কিছু উপার্জন করা আপনার পক্ষে সম্ভব নয় এবং সেরকম কোন ইচ্ছাও আপনার নেই।

আপনি শান্ত চাপা স্বভাবের মানুষ, কিন্তু স্থায়ী বন্ধুত্ব আপনার পক্ষে খুবই সম্ভব। বিশেষতঃ আপনার বিপরীত লিঙ্গের সঙ্গে।

স্থান পরিবর্তন, ভ্রমণ ও অনেক দেশ দেখা হবে আপনার। বিবাহিত জীবনের সঙ্গী হিসাবে হঠাৎ কাউকে পছন্দ করে বসবেন না। খুব সাবধান না হলে, বিচারের ভুলে বিবাহ সুখের নাও হতে পারে। আপনার বেশি বয়সে বিয়ে করা উচিত, কারণ মধ্য বয়সের পর আপনার ধারণা ও চরিত্রের আমূল পরিবর্তন হতে পারে।

মাঝে মাঝে বিপদ আপনাকে ঘিরে ফেলতে পারে। অনুসন্ধান করলে বুঝতে পারবেন আপনার উপর চন্দ্রের প্রভাব কতখানি। চন্দ্রকলা থেকে পূর্ণচন্দ্র অবধি আপনার সকল প্রচেষ্টা কার্যে পরিণত করবেন এবং কৃষ্ণপক্ষে বিশ্রাম নেবেন। কোনও কাজে বিশেষ হাত দেবেন না।

বিষাদ বর্জন করতে চেষ্টা করবেন, কারণ পরিপাক যন্ত্র ও স্বাস্থ্যের উপর এর প্রতিক্রিয়া হয়।

আপনার মস্তিষ্ক অতি পরিষ্কার, সহজে পাঠ্য বিষয়ে অনুধাবন করা ও স্মরণ রাখা সম্ভব হয়। হয়তো আপনার মধ্যে আধিভৌতিক কোনও ক্ষমতা থাকতে পারে। কিন্তু এসব কথা বাইরে না বলাই ভাল।

আপনার স্বভাব চাপা ও উচ্ছ্বাসহীন, কিন্তু যাঁদের ভালবাসেন তাঁদের প্রতি আপনি একান্ত অনুরক্ত।

## অর্থ ভাগ্য

বড় ব্যবসায়ে না গিয়ে মস্তিষ্ক চালনা দ্বারা অর্থোপার্জন করা আপনার মনের বাসনা কিন্তু যদি ধনলাভের একান্ত ইচ্ছা হয়, তবে বড় কোন প্রতিষ্ঠানের শীর্ষে স্থান করে নিতে পারেন। সাহিত্যে আপনার নাম হবে, বিশেষতঃ পুস্তক সমালোচক, প্রুফরিডার, শিক্ষক, সেক্রেটারী, পরিব্রাজক, ঔপন্যাসিক হিসাবে আপনার উন্নতির যোগ আছে।

মিতব্যয়িতা আপনার স্বভাব. ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে দুর্ভাবনা করলেও সচ্ছলভাবেই আপনি জীবনটা কাটিয়ে দিতে পারবেন।

## স্বাস্থ্য

পরিপাকযন্ত্র পেট ও অন্ত্রের সঙ্গে জড়িত নানান ব্যাধি আপনাকে উত্যক্ত করতে পারে। অভিজ্ঞতার সাহায্যে নিজের উপযোগী আহার্য বুঝে নিয়ে সেইমত খাওয়া-দাওয়া করলে ব্যাধির হাত থেকে রেহাই পেতে পারেন। ঠিকমত রান্না না হলে পচনজনিত বিষক্রিয়া হতে পারে, সুতরাং আহারের বিষয়ে সতর্ক হওয়া আপনার পক্ষে ভাল।

২ ও ৭ পর্যায়ের সংখ্যা ও তারিখ যথা ২, ১১, ২০, ২৯ এবং তারপরেই ৭, ১৬ ও ২৫ এইগুলি আপনার পক্ষে শুভ।

হালকা সবুজ, ধূসর ও নীল রংগুলি আপনার পক্ষে ভাল, ঘোর বর্ণ বিশেষতঃ কালো সব সময় পরিত্যাগ করতে চেষ্টা করবেন।

সব জাতের জেড, মুনস্টোন ও মুক্তা আপনার পক্ষে মঙ্গলকারক রত্ন, সবুজ জেড্ সর্বোৎকৃষ্ট।

২, ১১, ২০, ২৯, ৩৮, ৪৭, ৫৬, ৬৫ ও ৭৪ এই বয়সগুলি আপনার জীবনে উল্লেখযোগ্য।

বছরের যে কোনও মাসে ২, ৭ পর্যায়ের তারিখগুলি, যথা—২, ৭, ১১, ১৬, ২০, ২৫ ও ২৯শের জাতক সর্বদা আপনাকে আকৃষ্ট করবে।

## যে সব বিখ্যাত লোক এই তারিখে জন্মেছেন

| | | |
|---|---|---|
| হেনরিয়েটা ক্রশ্ম্যান ( চলচ্চিত্র ) | ২রা | সেপ্টেম্বর |
| জর্জ আরমিম্স্ ( সংবাদিক ) | ,, | ,, |
| এড্না মে ( বিখ্যাত ধনী মহিলা ও অভিনেত্রী )* | ,, | ,, |
| মেরী আল্ট ( অভিনেত্রী ) | ,, | ,, |
| ইউজিন ফিল্ড ( কবি ) | ,, | ,, |
| উইলিয়াম মুলহল্যাণ্ড ( ইঞ্জিনীয়ার ) | ১১ই | ,, |
| জেনারেল লর্ড রিং | ,, | ,, |
| স্যার জেমস্ ( জ্যোতির্বিদ ) | ,, | ,, |
| ও' হেনরী ( বিখ্যাত লেখক ) | ,, | ,, |
| আপ্‌টন্ সিনক্লেয়ার ( লেখক ) | ২০শে | ,, |
| জর্জ রবি ( কৌতুকাভিনেতা ) | ,, | ,, |
| মকো পাস্ক ( ভ্রমণকারী ) | ,, | ,, |
| স্যার জেমস দেওয়ার ( রসায়ণবিদ ) | ,, | ,, |
| জ্যাক্ বার্লাটটা জোরেল ( স্বর্ণ খনির মালিক ) | ২৯শে | ,, |
| লর্ড নেলসন ( ইংরেজ নৌ অধ্যক্ষ ) | ,, | ,, |
| লর্ড ক্লাইভ ( ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য সৃষ্টিকর্তা ) | ,, | ,, |
| উইলিয়াম হোয়াইটবী ( বৃহৎ ব্যবসায়ী ) | ,, | ,, |

* এই অভিনেত্রীর বিবাহের পূর্বে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। আমি তাঁর সম্পর্কে ভবিষ্যৎবাণী করি যে শীঘ্রই তাঁর বিবাহ হবে বিখ্যাত ধনীর সঙ্গে। আমার এই বাণী সফল হয়। তিনি আমাকে তাঁর নাম সই করে দেন ও আমার সাফল্যের প্রশংসা করেন তাতে।

## চতুরশীতিতম অধ্যায়

# সেপ্টেম্বর মাসের ৩, ১২, ২১ ও ৩০ তারিখের জাতকগণ

**এই মাসের ৩ সংখ্যার লোকেরা :**

উপরোক্ত যে কোনও তারিখের স্বাভাবিক যোগফল ৩, সেইজন্য ঐ সকল তারিখের জাতক ৩ সংখ্যার ব্যক্তির পর্যায়ে পড়েন।

যাঁরা জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর এই সময়ে জন্মগ্রহণ করেন, কিরোর চ্যালদিন সংখ্যাতত্ত্বের নিয়মানুসারে তাঁরা বৃহস্পতি, কন্যার ঘরে বুধ, ত্রিগুণাত্মক ক্ষিতির বুধের দ্বিতীয় ঘরের সব রকম প্রভাব দ্বারা চালিত হন। শেষোক্ত গ্রহচক্রের অধিপতি বুধ (নিষ্ক্রিয়)।

গ্রহ ও সংখ্যার প্রভাব আপনার বিশেষ ক্ষেত্রে এইভাবে প্রতিফলিত হবে—অন্তরে আপনি অত্যন্ত উচ্চাভিলাষী এবং অবস্থা ও পরিবেশের উন্নতি সাধনে সদাই উদ্যোগী।

যত উচ্চ পদেই আপনি উঠুন না কেন সহজে আপনি সন্তুষ্ট হন না। নিজেকে শক্ত হাতে চালাবেন এবং যদি সাফল্যের অতৃপ্ত বাসনা ও দুরন্ত কর্মপ্রেরণা সংযত না করেন, তবে মাঝে মাঝে স্নায়ুমণ্ডলী হঠাৎ সাংঘাতিক রকম ভাবে ভেঙ্গে পড়তে পারে।

সহজাতভাবে আপনার চরিত্র প্রভুত্বব্যঞ্জক, আপনার ইচ্ছাশক্তি প্রবল ও স্বীয় কর্মসূচী পালনে আপনি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। তথাপি অপরের ইচ্ছার বিশেষ বিরোধিতা করেন না, এ বিষয়ে আপনার আত্মসংযম প্রশংসনীয়।

অর্থ সঞ্চয়ের বাসনায় আপনি বাস্তবমুখী কিন্তু আপনি উদার ও করুণাপ্রবণ ব্যক্তি, তবে স্বেচ্ছানুযায়ী করুণা প্রদর্শনের স্বাধীনতা আপনার চাই-ই।

আপনি সব বিষয়ে বিচক্ষণ ও বিজ্ঞ এবং মানুষের সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা থাকার ফলে, কোনও কিছু বিশ্লেষণ করে নিতে আপনার অসুবিধা হয় না।

বৈজ্ঞানিক তথ্য সন্ধান ও গবেষণা আপনাকে আকৃষ্ট করে এবং সেই জ্ঞান আপনি স্বীয় উদ্দেশ্য সাধনে কাজে লাগাবেন।

সম্ভব হলে বিশ্ববিদ্যালয়ে দান করবেন অথবা ছাত্রদের গবেষণার কাজে সাহায্য করবেন। দায়িত্ব, কর্তৃত্ব ও বিশ্বাসমূলক কাজে আপনার সবচেয়ে সুবিধা হয়। কোনও প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করে সেখানের কর্মসূচী বেঁধে দিতে পারেন, কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনে আপনি 'নিজেই নিজের আইন'। কারণ আপন সিদ্ধান্ত কর্মে পরিণত করার সময়ে কোনও ত্রুটি বা বৈষম্য আপনার চোখে পড়ে না।

আপনি দারুণ মেধাবী ব্যক্তি, জীবনে নানা সময়ে নানা সমস্যা দেখা দিতে পারে, কিন্তু আপনি অনায়াসে সেগুলি অতিক্রম করবেন।

বন্ধু নির্বাচনে আপনি যথেষ্ট বিচক্ষণ ও সতর্ক, যে কোনও সময়ে মাত্র দু'একজন ব্যক্তি আপনার সঙ্গে অন্তরঙ্গতা করার সুযোগ পায়।

বিবাহ আপনার পক্ষে এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা, হয়তো অধঃস্তন কাউকে পছন্দ হবে, কিংবা এমন কেউ—যার উপর আপনি মানসিকভাবে আধিপত্য চালাতে পারেন।

জমি ও বাড়ি আপনার সম্পদ ; কোনও দেশের উন্নতি সাধন আপনার ইচ্ছাধীন এবং জন্মস্থান হতে বহুদূরে ব্যবসা-বাণিজ্য চালাতে পারেন। সময় সময় জনতার সামনে এসে দাঁড়াবার প্রয়োজন হতে পারে।

জীবন সফল হবার কথা কিন্তু "স্বীয় ক্ষমতার বাইরে" চলে যাবার একটা আশঙ্কা আছে। কোন একটি বৃহৎ ব্যাপারে যথাসর্বস্ব জড়িয়ে ফেলতে পারেন। নিজের উপর যথেষ্ট রাশ টেনে রাখতে পারলে, সমসাময়িক অনেকের উপর উঠতে পারেন।

## অর্থ ভাগ্য

এদিকে আশঙ্কার কোনও কারণ নেই—যদিও এ বিষয়ে আপনি একটু বেশি চিন্তা করেন। একটি বিশেষ কোনও কাজে আপনি আবদ্ধ থাকবেন না, বহুমুখী প্রসার হবে আপনার। দূরদৃষ্টি ও বিচার শক্তির ফলে প্রতিদ্বন্দ্বীর চেয়ে আপনি সর্বদা এগিয়ে থাকবেন।

## স্বাস্থ্য

পেটের নানা গণ্ডগোল, যথা যকৃত, প্লীহা, পরিপাক যন্ত্রের ব্যাধি ও ডায়াবিটিস হতে পারে। জীবনে সার্থক হবার প্রচেষ্টায় নিজের স্বাস্থ্যকে অবহেলা করবেন।

শরীরটাকে আপনি যন্ত্রের মত ব্যবহার করবেন এবং যন্ত্র যেমন মাঝে মাঝে সারাতে হয়, তেমনি অনিবার্য প্রয়োজনে চিকিৎসকের সাহায্য তখনই নেবেন। ৩, ৫, ৬ পর্যায়ের সংখ্যা ও তারিখ আপনার জীবনে প্রধান। বিশেষ কাজগুলি ৩, ৫, ৬, ১২ ১৪, ১৫, ২১, ২৩, ২৪ ও ৩০শে তারিখে ফেলতে চেষ্টা করবেন।

সব হালকা রং, যথা—বেগুনি, ভায়লেট পাতাবাহারের বেগুনি বা গাঢ় বেগুনি আপনার শুভবর্ণ।

হীরা, সব উজ্জ্বল পাথর ও এমেথিষ্ট আপনার পক্ষে শুভ।

আপনার জীবনে শ্রেষ্ঠ বছরগুলি—৩, ১২, ২১, ৩০, ৪৮, ৫৭, ৬৬ ও ৭৫।

৩০শে সেপ্টেম্বর জন্ম হ'লে ভাগত তুলাচিহ্নের কিছু প্রভাব পড়বে। সেপ্টেম্বরের যাবতীয় গুণাবলীর সঙ্গে উন্নততর সৌভাগ্য লাভ হবে।

বছরের যে কোনও মাসের ৩, ৫ ও ৬ পর্যায়ের তারিখে যাঁদের জন্ম, তাঁদের সঙ্গে আপনার মিল বেশি। তাছাড়া এই জাতকগণ কর্মে খুব সফল হতে পারবেন না।

এঁদের পক্ষে বিশেষ অশুভ হবে ৪, ৭ এবং ৮ তারিখে যাঁদের জন্ম তাঁদের সঙ্গে কাজকর্ম করতে গেলে। তাই ব্যবসা, পার্টনারশিপ, বিবাহ প্রভৃতি বিষয়ে সব সময় সতর্কভাবে তারিখ দেখে তা অনুসরণ করে চলা কর্তব্য।

## যে সব বিখ্যাত লোকেরা এই তারিখে জন্মেছেন

| | |
|---|---|
| লর্ড হাল্‌স্‌বেরী ( চ্যান্সেলার ) | ৩রা সেপ্টেম্বর |
| জীন জারিস্‌ ( নেতা ) | ,, ,, |

| | |
|---|---|
| মরিস্ শেভালীয়ার ( নেতা ) | ১২ই সেপ্টেম্বর |
| লর্ড অক্সফোর্ড ( আইনজীবী ) | ,, ,, |
| এইচ্ জি ওয়েলস্ ( লেখক ) | ,, ,, |
| ফিল্ড মার্শাল রবার্টস্* | ৩০ শে ,, |
| রাল্‌ফ্ করবিস্ ( চলচ্চিত্র ) | ,, ,, |
| ফ্রাঙ্ক লটন ( অভিনেতা ) | ,, ,, |

## পঞ্চাশীতিতম অধ্যায়

# সেপ্টেম্বর মাসের ৪, ১৩, ২২ ও ৩১ তারিখের জাতকগণ

এ মাসের ৪ সংখ্যার লোকেরা ঃ

উপরোক্ত সংখ্যাগুলির যোগফল ৪। সেইজন্য যে কোনও একটি তারিখে জন্ম হলে আপনাকে '৪' সংখ্যার ব্যক্তি বলা যায়।

যাঁরা জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর এই সময়ে জন্মগ্রহণ করে, কিরোর চ্যালদিন সংখ্যা-তত্ত্বের নিয়মানুসারে তাঁরা ইউরেনাস, রবি ও কন্যা চিহ্নের বুধ, ত্রিগুণাত্মক ক্ষিতির দ্বিতীয় ঘরের কন্যার সবরকম প্রভাব পাবেন।

সেপ্টেম্বর মাসের জাতকদের সঙ্গে আপনার চারিত্রিক ও মানসিক গঠনের বর্ণনা পূর্বে করা হয়েছে।

আপনার জীবনে এই গ্রহসমন্বয় ও সংখ্যার প্রভাব নিম্নলিখিতভাবে দেখা যাবে বিশেষতঃ ইউরেনাসের উপস্থিতি এক বিশেষ বৈচিত্র্য দেবে।

আপনার চিন্তাধারা এমন বিচিত্র ও অভিনব যে, লোকেরা আপনার পক্ষে যথেষ্ট অসুবিধাজনক ও বিড়ম্বনাময়।

আপনার সঙ্গে কারুর বন্ধুত্ব সহজে হয় না। যদি সখ্যতা হয় কখনো, তবে তদ্দ্বারা আপনার কোন লাভ নেই। সাধারণ লোকের সঙ্গে আপনার দৃষ্টিভঙ্গী মিলবে না, বিশেষতঃ আপন আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে।

আপনার ইচ্ছাশক্তি ও দৃঢ়চিত্ততা অতিমাত্রায় প্রখর, আপনি অসম্ভব একরোখা, কখনো যদি অপরের আবেদন যুক্তিযুক্ত মনে হয়, সে ভিন্ন কথা।

জাগতিক দৃষ্টিভঙ্গীতে বিচার করলে, আপনি যথেষ্ট ধনবান নন, কারণ বাস্তব কোন লাভক্ষতি আপনার মনে সাড়া জাগায় না এবং নিজের ক্ষতি নিজেই করেন।

আপনার মনের কথা বোঝা যায় না বলে বহু শত্রুর সৃষ্টি হয়। আপনার অধঃপতন কামনায় লোকে নানান ষড়যন্ত্র করে আপনাকে বিপদে ফেলতে পারে।

---

* ফিল্ড মার্শাল রবার্টস্ বৃটিশ বাহিনীর একজন অতি সাহসী সেনাধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি আমার মতামত ও ভবিষ্যৎবাণীতে খুশী হন। এত বড় সাহসী সৈনিক—কিন্তু বিড়াল দেখলে ভয় পেতেন। তাঁর এই অদ্ভুত ভীতিভাব সারাজীবন বর্তমান ছিল। এর কোনও কারণ তিনি খুঁজে পাননি। আসলে তিনি ছিলেন বৃহস্পতির লোক ৩ এবং কালো বিড়াল হলো ৪ সংখ্যার প্রতীক—যা তাঁর কাছে অশুভ বলে মনে হতো।

আপনার নামে লোকে মিথ্যে অপপ্রচার করবে, বেনামী চিঠি লিখবে এবং পিছন থেকে বারবার কলঙ্ক রচনা করতে পারে।

আইনের ফাঁদে পড়বেন না, কারণ আপনার সপক্ষে সুবিচার পাবেন না।

দৈবযোগে একটার পর একটা গণ্ডগোল আপনার বাধবে। আর তার জট ছাড়াতে আপনি প্রাণান্ত হবেন। এজন্য নিজের চেষ্টায় নিজের বিচার-বুদ্ধির উপর আস্থা রেখে এগিয়ে যাওয়াই ভাল।

আলোচনার সময়ে হঠাৎ কোন প্রশ্নের মীমাংসা করতে চেষ্টা করবেন না। কারণ তর্কের বিষয়ে বিপরীত দিকটাও আপনার আগে থেকে চোখে পড়ে আলোচনা জটিল হয়ে ওঠে এবং আপনার উপর ক্ষেপে যায়।

যদি অন্য কারো কথা চিন্তা না করে স্বীয় স্বাধীন অবস্থা বজায় রাখতে পারেন, তবে অপ্রচলিত ধারণা কার্যকরীভাবে সাফল্য আনতে পারে।

লোকে আপনার নিন্দে করবেই এবং তা অগ্রাহ্য করতে না পারলে আপনি দুঃখ পাবেন।

আপনার জীবনে সর্বদাই অভাবনীয় ঘটনার আবির্ভাব হবে। এই গ্রহ সমন্বয়ে বিবাহ সুখের হবে কিনা বলা যায় না। যদি কেউ আপনার চিন্তাধারায় অংশ গ্রহণ করতে পারেন তবে আপনার সে সৌভাগ্য হবে।

আর সবের তুলনায় বুদ্ধি গ্রাহ্য জিনিসের প্রতি আপনার আকর্ষণ বেশি। যদি দর্শন, বিজ্ঞান, রসায়ন, বিদ্যুৎ, টেলিভিশন, রেডিও বা অপ্রচলিত তথ্য চিন্তা মনের মধ্যে থাকে, তবেই নতুন ধারণা আপনার পক্ষে ফলপ্রদ হবে।

## অর্থ ভাগ্য

ত্রুটিপূর্ণ উইল বা আইনের ফাঁদে আপনার অর্থনাশ হবে। চিরাচরিত পথের বাইরে স্বীয় প্রচেষ্টায় একার পরিশ্রমে কিছু গড়তে পারলে আপনার অর্থ সঙ্গতি হবে। অধঃস্তন কর্মচারী, ভৃত্য বা নিম্নস্তরের ব্যক্তির দ্বারা বিশ্বাসভঙ্গের আশঙ্কা আপনার সর্বদাই বিদ্যমান।

## স্বাস্থ্য

এ বিষয়ে চিকিৎসকের কাছে আপনি এক ধাঁধা বিশেষ। হঠাৎ কোনও অস্বাভাবিক রোগ হয়ে আবার হঠাৎই সেরে যেতে পারে। অন্য ব্যক্তিদের তুলনায় মানসিক শক্তি আপনার রোগমুক্তির অধিকতর সহায় হবে। ৪ ও ১৩ই সেপ্টেম্বরের জাতকদের সম্বন্ধেও এই কথাই প্রযোজ্য। ২২ তারিখে একটু কম। ৩১শের জাতক কন্যা চিহ্নের শেষ মহলায় তুলা ( ভারসাম্য ) রাশির অন্তর্গত হওয়ার ফলে সবার সাথে মেলামেশা একটু সহজ হবে এবং প্রচেষ্টা সহজে সফল হবে।

৪, ১৩, ২২ ও ৩১শে সেপ্টেম্বরের জাতক লক্ষ্য করে দেখতে পারেন ৪ ও ৮ সংখ্যা দুটি তাঁদের জীবনে কতবার দেখা দেয়। বছরের প্রতিমাসে ৪, ১৩, ২২ ও ৩১ ও ৮,

১৭, ২৬ এই তারিখগুলি কার্যকরী। এগুলি "শুভসংখ্যা" নয়, তবে এমন সব গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকে যা ভাগ্যের সঙ্গে অনিবার্যভাবে জড়িত। ৪, ১৩, ২২ ও ৩১শে তারিখের জাতকরা সর্বস্তরের নীল, সোনালী, হলুদ, ব্রোঞ্জ, খয়েরী রং পরতে পারেন।

নীলা, হীরা, পোখরাজ ও উজ্জ্বল পাথর, রত্ন হিসাবে আপনার পক্ষে শুভ। জীবনের প্রধান বছরগুলি যথাক্রমে—৪, ৮, ১৩, ১৭, ২২, ২৬, ৩১, ৩৫, ৪০, ৪৪, ৪৯, ৫৩, ৫৮, ৬২, ৬৭ ও ৭১।

বছরের যে কোন মাসের ৪ ও ৮-এর সঙ্গে যুক্ত তারিখের জাতকদের প্রতি আপনার স্বাভাবিক আকর্ষণ থাকবে অসীম।

**যে সব বিখ্যাত লোকের এই তারিখে জন্ম**

| | | |
|---|---|---|
| সাইমন লেক ( সাবমেরিন আবিষ্কারক ) | ৪ঠা | সেপ্টেম্বর |
| ভেনিয়্যান ওয়েঞ্জ ( বিরাট ব্যবসায়ী ) | ,, | ,, |
| স্যার চার্লস্ ডিল্‌কে ( ধনকুবের কিন্তু বদনাম ) | ,, | ,, |
| জেসী ল্যাম্‌কী ( ফিল্ম প্রোডিউসার )* | ১৩ই | ,, |
| টি. আর. রুজভেল্ট ( নেভির কর্তা ) | ,, | ,, |
| মড্ ব্যালিংটন বুথ ( সমাজ সংস্কারক ) | ,, | ,, |
| জন্ পার্থিং ( জেনারেল ) | ,, | ,, |
| স্যার উইলিয়াম বাউহুড্ ( ফিল্ড মার্শাল ) | ,, | ,, |
| য়্যানটয়েন মার্লিন ( বিপ্লবী ) | ,, | ,, |
| পল মুনি ( বিখ্যাত অভিনেতা ) | ২২শে | ,, |
| ফ্যারাডে ( জ্যোতির্বিদ ) | ,, | ,, |
| য়্যানী অক্ ক্লীভ্‌স্ ( রাণী ) | ,, | ,, |
| জর্জ বেন্‌থ্যাম্ ( উদ্ভিদ বিজ্ঞানী ) | ,, | ,, |
| জন্ ড্রিউ ( অভিনেতা ) | ,, | ,, |

## ষষ্ঠাশীতিতম অধ্যায়

# সেপ্টেম্বর মাসের ৫, ১৪ ও ২৩ তারিখের জাতকগণ

এ মাসের ৫ সংখ্যার লোকেরা :

উপরোক্ত সংখ্যাগুলির যে কোনও একটিতে জন্মগ্রহণ করলে আপনি "৫" সংখ্যার ব্যক্তি বলে পরিগণিত হবেন, কারণ ঐ সংখ্যাগুলির যোগফল "৫"। এর প্রাধান্য

* জেসী ল্যামকীর সঙ্গে আমার পরিচয় হয় হলিউডে। তিনি একজন ধীর মস্তিষ্কের লোক ছিলেন এবং জীবনে প্রচুর সাফল্য অর্জন করেন। জ্যোতিষশাস্ত্রে তাঁর প্রচুর বিশ্বাস ছিল।

অনেক বেশি কারণ, ২১শে আগস্ট থেকে '২০—২৭' সেপ্টেম্বর অবধি কন্যা রাশিকে বুধের কক্ষ বলা হয় এবং ৫ পর্যায়ের যাবতীয় সংখ্যা বুধের অন্তর্গত। দ্বিগুণ বুধের প্রভাব এতে পাবেন। সুতরাং জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর এই সময়ে যাঁরা জন্মগ্রহণ করেন, কিরোর চ্যালদিন সংখ্যাতত্ত্বের নিয়মানুসারে তাঁরা বুধের ঘরে বুধের স্পন্দনে জন্মেছেন এবং '৫' ঘরের সব সংখ্যা দ্বারা প্রভাবিত হবেন।

যেহেতু এই সংখ্যাটি অন্য সব সংখ্যার সঙ্গে মিশে যেতে পারে, সেইজন্য এই সময়ের জাতক বিভিন্ন চরিত্রের মানুষের সঙ্গে সহজে মিশে যেতে পারেন।

২১শে আগস্ট থেকে ২০শে সেপ্টেম্বর অবধি যাঁরা জন্মগ্রহণ করেছেন অর্থাৎ এই '৫' সংখ্যার ব্যক্তিগণ অন্যান্য শ্রেণীর জাতকগণের তুলনায় অনেক কম দৈবপ্রভাবিত। এ'রা স্বাধীন, সেইজন্য জগতের বিভিন্ন ক্ষেত্রে এ'দের সাক্ষাৎ মেলে। যদি আপনি ৫ সংখ্যার ব্যক্তি হন, বিশেষতঃ এই কন্যাচিহ্নের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেন, তবে যে কোন মস্তিষ্ক বা মানসিক শক্তি চালিত কর্মে সফল হবার সম্ভাবনা আপনার সমধিক।

আপনার সবচেয়ে অসুবিধা হল এই যে, সর্ব বিষয়ে দক্ষতা থাকার ফলে, জীবনে অনেকবার বৃত্তি পরিবর্তন করেন। গতানুগতিক কাজে আপনার অরুচি, সেই কারণে একঘেয়ে কাজ বাদে, যে কাজে সহজে অর্থাগম হয়, তা আপনার সুবিধাজনক মনে হয়।

এই জন্য '৫' ঘরের ব্যক্তিগণ অপরের দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে, নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী কাজ করলে সফল হন বেশি।

কিন্তু সেপ্টেম্বরের জাতক বলেই অপরের দ্বারা প্রভাবিত হন এ'রা বেশি, এ বিষয়ে স্থির জানবেন। বুধের নিষ্ক্রিয় ঘরে জন্মগ্রহণ করলে '৫' সংখ্যার ব্যক্তিগণ ২১শে মে থেকে '২০-২৭'-এ জুনের মধ্যে মিথুন চিহ্ন বুধের শক্তির কক্ষে জাত ব্যক্তিগণের তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম স্বাধীন মতাবলম্বী।

বাস্তবিক পক্ষে বুধের নিষ্ক্রিয় কক্ষে জাত ব্যক্তিগণ আদপেই স্থির প্রতিজ্ঞ নন। পরের মতামত ও পরামর্শ অনুযায়ী চলতে গিয়ে জীবনের শ্রেষ্ঠ সুযোগ এ'রা হারিয়ে থাকেন বা ক্ষণিক অলস খেয়ালের বশবর্তী হয়ে এক কাজ থেকে অন্য কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েন।

সুতরাং এই সময়ে জন্ম হলে নিজের উপর আস্থা রেখে চলবেন এবং যা ধরবেন সেটা আঁকড়ে থাকতে চেষ্টা করবেন।

নমনীয় স্বভাবের জন্য যেখানে যাবেন সেখানেই বন্ধু-বান্ধব জুটে যাবে। বিদেশেও আপনি সহজে মানিয়ে নেবেন। ভাষা শেখার জন্য পরিশ্রম না করে মুখে মুখে তুলে নিতে আপনার সুবিধা হয়। মুহূর্তের খেয়ালে আপনি চলতে শুরু করেন, আপনার অনেক বাড়ি, কিন্তু নিজে সচরাচর সেখানে বাস করেন না। অপরের জন্য বাড়ি তৈরী করার শখ আপনার বেশি। আপনি বেশিদিন এক জায়গায় থাকতে পারেন না।

আপনি মানুষকে সহজে বশ করতে পারেন, আনন্দ দিতে পারেন, আপনি অতিথিবৎসল গৃহকর্তা এবং যেখানে যান সবাই আপনাকে ভালবাসে।

এর আরেক দিক আছে, অসতর্ক হলে যথেষ্ট বিপদে পড়তে পারেন। আপনার আন্তরিকতার উপর মানুষ জুলুম করতে পারে।

আপনার বহুমুখী প্রতিভার সাহায্যে সহজে অর্থোপার্জনের স্বপ্ন দেখেন, সেইজন্য অর্থপিশাচের দল মিথ্যা "স্বর্ণখনি" ও এলডোরা ডোর কাল্পনিক চিত্রের প্রলোভন দেখিয়ে আপনাকে বিপাকে ফেলতে পারেন।

নিত্যনূতন উত্তেজনার আকাঙ্ক্ষায় যে বান্ধব সাহচর্য আপনার এত প্রিয়, সেই সব গুণই আপনাকে সবরকম বিপদে ফেলতে পারে।

আত্মসংযম ও কর্তব্যনিষ্ঠা অনুশীলন করলেই আপনি সবরকম বিপদ থেকে উদ্ধার পেতে পারেন।

আবিষ্কারকের মানসিকতা ও ব্যক্তিত্ব থাকবে ফলে আপনি সাহিত্যিক ও সাংবাদিক হিসাবে নাম করবেন। গতানুগতিকতা ও বাধ্য-বাধকতার প্রতি বীতরাগ আপনার সাফল্যের পথে বাধা হয়ে দেখা দেবে। বিবাহে আপনার সুখের আশা কম।

## অর্থ ভাগ্য

৫, ১৪ বা ২৩শে সেপ্টেম্বরের জাতক এমন বহুমুখী ক্ষমতার অধিকারী যে, কোন্ পথে অর্থ উপার্জন করবেন সে কথা বলা শক্ত। যে কোনও পদে তাঁরা মানিয়ে নিতে ও অর্থোপায় করতে পারেন। মাঝে মাঝে ভাগ্য প্রসন্ন হতে পারে, কিন্তু সাধারণতঃ বৃদ্ধ বয়সের সঞ্চয় থাকে না এঁদের। ভবিষ্যতের সঞ্চয় হিসাবে বীমাতে অর্থ বিনিয়োগ করে রাখুন, যাতে প্রয়োজন হলে দুঃখের দিনে তার ওপর নির্ভর করতে পারেন।

## স্বাস্থ্য

৫, ১৪, ২৩শে সেপ্টেম্বরে জাতক সাধারণতঃ রোগা ছিপছিপে চেহারার হন, কিন্তু এঁরা বড় বেশি স্নায়ুর উপর চাপ রেখে চলেন। সর্বদা উঁচু সুরে বাঁধা থাকেন বলে মাঝে মাঝে স্নায়বিক দুর্বলতায় ভোগেন। প্রায়ই এঁদের মুখের কোন অংশ কুঁচকে যাওয়ার মুদ্রাদোষ থাকে, ঈষৎ তোতলামি ও জিভের জড়তা থাকে। বৃদ্ধ বয়সে পক্ষাঘাত হ'তে পারে। নিদ্রাল্পতা বা অনিদ্রা রোগের ফলে যথেষ্ট বিশ্রাম বা ঘুম হয় না।

উপরোক্ত যে কোনও তারিখে জন্ম হ'লে '৫' এর পর্যায় যথা ৫, ১৪, বা ২৩ তারিখে বিশেষ প্রয়োজনীয় কাজ বা সাক্ষাৎকার করবেন। কিন্তু অন্যদের মতো আপনার জীবনে সংখ্যার তেমন প্রাধান্য নেই।

বিশেষ কোনও রং-এর বাধা নেই আপনার, কিন্তু সব হালকা রং-ই ব্যবহার করতে পারেন।

হীরক বা যে কোনও উজ্জ্বল পাথর আপনার পক্ষে শুভ। ৫, ১৪, ২৩, ৩২, ৪১ ৫০ ৬৮ ও ৭৭ আপনার জীবনের উল্লেখযোগ্য বয়স। যে কোনও মাসের ৫ সংখ্যার বিশেষতঃ সেপ্টেম্বরের ৫ সংখ্যার জাতক জন্ন ও ফেব্রুয়ারির জাতক-মাত্রের প্রতি আকৃষ্ট হ'তে পারেন। বিশেষ করে, সেপ্টেম্বরে জন্মালে তো কথাই নেই।

কিন্তু আপনার সংখ্যা ৫ হওয়ায় খুব বেশি লোকের সঙ্গে যোগাযোগে বাধা হতে পারে। এই বাধা দূর করার উপায় হলো আপনার মনের মতো লোকের সঙ্গে কাজকর্ম করা।

আপনার বুদ্ধির কীর্তি থাকবে। তা কাজে লাগালে জীবনে উন্নতি হবে।

**যে সব বিখ্যাত লোকেরা এই তারিখে জন্মেছেন**

| | |
|---|---|
| ফে রে ( চলচ্চিত্র ) | ৫ই সেপ্টেম্বর |
| ভোরিস্ কেয়ন ( অভিনেত্রী ) | ” ” |
| সেয়ারবীর ( গীতিকার ) | ” ” |
| চার্লস্ ডানা গীরথন ( শিল্পী ) | ১৪ই ” |
| কেনেথ মুরে ( বৈজ্ঞানিক ) | ” ” |
| ফ্রান্সিস বেকী ( গীতিকাব ) | ” ” |
| স্যার হেনরী হীকস ( বিচারক )* | ” ” |
| ওয়াল্টার লিপ্ স্যান ( লেখক ) | ২৩শে ” |

## সপ্তাশীতিতম অধ্যায়

## সেপ্টেম্বর মাসের ৬, ১৫ ও ২৪ তারিখের জাতকগণ

এ মাসের '৬' সংখ্যার লোকেরা ঃ

উপরোক্ত সংখ্যাগুলির স্বাভাবিক যোগফল '৬'। সেইজন্য ঐ তারিখগুলির জাতককে ৬ ঘরের ব্যক্তি বলে ধরে নিতে হবে।

যিনি জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর ঐ সময়ে জন্মগ্রহণ করেন, কিরোর চ্যালদিন সংখ্যাতত্ত্বের নিয়মানুসারে কন্যা চিহ্নে শুক্রের স্পন্দনে ত্রিগুণাত্মক ক্ষিতির দ্বিতীয় ঘর. বুধ নৈতি গ্রহের সবরকম প্রভাব দ্বারা তিনি চালিত হবেন।

সেপ্টেম্বর মাসের জাতকদের সঙ্গে আপনার চারিত্রিক ও মানসিক গঠনের বর্ণনা পূর্বে করা হয়েছে। আপনার জীবনে গ্রহ সমন্বয়ের ফল নিয়ে দেওয়া হল। শুক্রের গুণাবলী আপনার মধ্যে বিশেষভাবে প্রতিফলিত হবে।

আপনি অতি সহৃদয় ব্যক্তি, প্রেম প্রণয়ের প্রবল ধারা আপনার মধ্যে বর্তমান। প্রেমে আপনার অসুবিধা এই যে প্রায় সর্বদাই একসঙ্গে দু'টি ঘটনা চলতে পারে। অল্প বয়সে আপনি "ভুল ব্যক্তির" পাল্লায় পড়বেন। কোনও বিবাহিত ব্যক্তি অথবা নিম্নমানের কোন ব্যক্তি আপনায় আকর্ষণ করবে।

* এই বিখ্যাত বিচারক জ্ঞানী ও নানা শাস্ত্রে অভিজ্ঞ ছিলেন। তিনি জ্যোতিষশাস্ত্রেরও খুব অনুরাগী ছিলেন এবং এ নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেন আমার সঙ্গে। তিনি বিস্তৃতভাবে এই বিষয়ে জেনে খুশী হন।

জীবনের শেষভাগে ধারা পাল্টে যাবে, বিবাহিত জীবন সুখের হবে। বয়সের তুলনায় আপনার বুদ্ধি সব সময়েই বেশি হবে।

বহির্জীবন আপনার প্রিয়। সবরকম খেলাধুলায় আপনি পারদর্শী। কৃষিকার্য, ভূমি-উন্নয়ন অথবা নতুন দেশ গড়ে তোলার কাজে আপনার দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়।

### অর্থ ভাগ্য

এ বিষয়ে আপনার ভাগ্য ভাল। বিপদে আত্মীয়, বন্ধু সর্বদা এগিয়ে আসবেন। উত্তরাধিকার সূত্রে বা উপহার হিসাবে আত্মীয়-স্বজনের কাছ থেকে প্রাপ্তিযোগ আছে। আপনি নিজেও জমি, বাড়ী, জাতীয় সম্পত্তিতে অর্থ নিয়োগ করে লাভবান হবেন।

### স্বাস্থ্য

স্বাস্থ্য নিয়ে কোনদিনই মাথা ঘামাতে হবে না। কিন্তু ভালভাবে বাঁচবার চেষ্টায় আপনি শরীরকে তুচ্ছ করবেন। অসুখ বলতে গলা, ফুসফুস ও শ্বাসনালী সংক্রান্ত দুর্বলতা থাকতে পারে। বুক, কাঁধ, হাত বা পায়ে চোট পেতে পারেন।

৫ ও ৬ ঘরের সংখ্যা যথা—৫, ৬, ১৪, ১৫, ২৩, ও ২৪ আপনার পক্ষে শুভ। এই শুভ তারিখগুলি কাজে বা দেখা সাক্ষাতের সময় ব্যবহার করবেন।

সব স্তরের নীল, সাদা, ঘি রং আপনার পক্ষে মঙ্গলজনক।

সাদা মুক্তা ও সব উজ্জ্বল হালকা রং-এর পাথর আপনার পক্ষে শুভ।

আপনার জীবনের প্রধান বয়সগুলি যথাক্রমে—৫, ৬, ১৪, ১৫, ২৩, ২৪, ৩২, ৪১, ৪২, ৫০, ৫১, ও ৬০।

বছরের যে কোনও সময়ে ৫ ও ৬ ঘরের পর্যায়ের যেমন ৫, ৬, ১৪, ১৫, ২৩, ও ২৪ তারিখের জাতক আপনাকে আকৃষ্ট করবে প্রবলভাবে।

### যে সব বিখ্যাত লোকেরা এই তারিখে জন্মেছেন

| | |
|---|---|
| স্যার আর্চিবল্ড হাল্টার ( জেনারেল* ) | ৬ই সেপ্টেম্বর |
| জেন অ্যাডাম্‌স ( দার্শনিক ) | " " |
| জোন্‌স্‌ হ্যাচেস ( অভিনেতা )** | " " |
| মার্কুইস্‌ ডি লা কোর্ট ( বিপ্লবী ) | " " |
| ব্রুনো বাওয়ার ( জার্মান দার্শনিক ) | " " |

* ইনি ব্রিটিশ আর্মির কম্যান্ডার ইন্‌ চীফ ছিলেন এবং পরে গভর্ণর হন। তিনি ভারত থেকে একটি ভগবান কৃষ্ণের মূর্তি আমাকে উপহার দেন।

** জোনস্‌ হ্যাচেস একজন বিখ্যাত মার্কিন অভিনেতা। তিনি অনেকবার আমার সঙ্গে দেখা করে আমার পরামর্শ নেন। তিনি আমাকে অনেক চিঠি দেন। একটি চিঠিতে তিনি লেখেন—

'প্রিয় কিরো, আপনার প্রদত্ত বছর বয়স তারিখগুলি হুবহু মিলে যাচ্ছে আমার জীবনে। আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ।'

এই অভিনেতা বিরাট সম্মান পেতে সমর্থ হন নিজের জীবনে।

| | | |
|---|---|---|
| স্যার জর্জ কার্টিয়ার ( রাজনীতিক ) | ৬ই | সেপ্টেম্বর |
| জ্যাকি কুপার ( চলচ্চিত্র ) | ১৫ | ,, |
| মার্কুইস্ ডি লা রোচেফউকল্ড ( লেখক ) | ,, | ,, |
| জেনারেল ভারাজ ( নেতা ) | ,, | ,, |
| উইলিয়াম টাফট্ ( মার্কিন প্রেসিডেণ্ট ) | ২৪শে | ,, |
| উইকফিল্ড সীহান্ ( চলচ্চিত্র ) | ,, | ,, |
| মার্ক হানা ( থিয়েটার ) | ,, | ,, |
| জ্যাকারি টেলর | ,, | ,, |

## অষ্টাশীতিতম অধ্যায়

# সেপ্টেম্বর মাসের ৭, ১৬ ও ২৫ তারিখের জাতকগণ

এ মাসের ৭ সংখ্যার লোকেরা ঃ

যাঁরা জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর এই সময়ে জন্মগ্রহণ করেন, কিরোর চ্যালদিন সংখ্যাতত্ত্বের নিয়মানুসারে তাঁরা নেপচুন, চন্দ্র, কন্যা চিহ্নে বুধ, ত্রিগুণাত্মক ক্ষিতির দ্বিতীয় ঘরের সবরকম প্রভাব দ্বারা চালিত হন।

সেপ্টেম্বব মাসের জাতকদের সঙ্গে আপনার চারিত্রিক ও মানসিক গঠনের কথা পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে।

এই সময়ে বুধ নিষ্ক্রিয় ঘরে অবস্থিত, সুতরাং এই গ্রহের সক্রিয় ঘর—জুনের এই তারিখগুলির জাতকদের সঙ্গে স্বভাবের অনেকটা মিল থাকবে। কিন্তু জুনে যাঁরা জন্মেছেন তাঁদের মত আপনার দৃষ্টিভঙ্গী এত স্থিরনিশ্চিত হবে না। একই রকম আদর্শবাদ চিন্তার সুরুচি ও কল্পনাশক্তি থাকতে পারে, কিন্তু অনেক বেশি বাস্তবমুখী।

আধিভৌতিক বিষয়ে পড়াশুনা করতে আপনার ভাল লাগে, কিন্তু সমালোচনা ও সন্দেহের ভাব বেশি।

সব ব্যাপারে যুক্তি দিয়ে বুঝতে আপনার ভাল লাগে। নিজের কোনও মতামত আপনি অপরের উপর চাপাতে রাজি নন।

এইসব বিষয়গুলি অনুধাবন করতে গিয়ে অনেক বেশি সময় গবেষণামূলক কাজে ব্যয় করবেন এবং স্থির প্রত্যয়ে পেঁছবার আগে অনেক নিয়মকানুন, অনেক গোঁড়ামি পরীক্ষা করে দেখবেন। এটি আপনার নিজস্ব প্রকৃতি।

যে কোন রকম মনোবিজ্ঞানের সঙ্গে জড়িত থাকতে আপনি ভালবাসেন এবং যা আপনাকে লেখক, সঙ্গীতকার, রাসায়নিক ও শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে সাহায্য করে সেই বিষয়গুলি সম্বন্ধে আপনার আগ্রহ আছে। এসব দিকে চেষ্টা করলে বিশেষ উন্নীত হবে।

প্রথম দিকে আপনার জীবন সহজ খাতে বইবে না, কিন্তু শেষে যা কিছু করুন না কেন অর্থ ও সম্মান লাভ হবে।

খেয়ালী অসাধারণ ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যসম্পন্ন মানুষ—যাঁরা নিজ নিজ চিন্তাধারায় সম্পূর্ণ ভিন্ন। সেই সব বয়স্ক ব্যক্তিগণ আপনার প্রতি আকৃষ্ট হবেন।"

## অর্থ ভাগ্য

এ বিষয় আপনার উদ্বেগ বেশি। পরের জন্য যথেষ্ট উৎসাহী কর্মী আপনি। প্রয়োজন হলে পরার্থে উপার্জন করতে পারেন, কিন্তু নিজের ব্যাপারে অতিরিক্ত সাবধান হতে গিয়ে সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে পারেন না।

## স্বাস্থ্য

জুনের জাতকদের মতো আপনার স্বাস্থ্য মনের উপর নির্ভরশীল। দুশ্চিন্তা সহজে আপনাকে কাবু করে। স্নায়ু ও পরিপাক যন্ত্র মাঝে মাঝে আপনাকে বেশ কষ্ট দেবে।

আপনার প্রধান দিনগুলি '৭' ঘরে পড়বে, তার পরেই আসছে—'২', যথা—৭, ১৬, ২৫ এবং ২, ১১, ২০ ও ২৯ তারিখ। এইসব তারিখগুলি কর্মপ্রধান করে তোলে।

গ্রহ আকর্ষণীয় শক্তির স্পন্দন বৃদ্ধির জন্য নিম্নলিখিত বর্ণের পোশাক পরবেন :—

নেপচুন—কপোত ধূসরের হালকা রংগুলি।

চন্দ্র—হালকা সবুজ, ঘি রং ও সাদা।

জেডা, মুক্তা, মুনস্টোন ও উজ্জ্বল পাথর আপনার পক্ষে শুভ।

আপনার জীবনের উল্লেখযোগ্য বয়সগুলি, ২—৭, ১১, ১৬, ২০, ২৫, ২৯, ৩৪, ৩৮, ৪৩, ৫২, ৬১, ৬৫ ও ৭০।

বছরের যে কোনও মাসের '২' ও '৭' তারিখের জাতক, বিশেষতঃ নিজের জন্মমাস, জুন ও ফেব্রুয়ারী মাসে যাঁরা জন্মেছেন, তাঁদের প্রতি আপনি আকৃষ্ট হবেন বিশেষ করে।

আপনার জীবনে সব সময় হিসাব করে দিনস্থির করে কর্তব্য করলে শুভ হবে। তা না হলে মাঝে-মাঝে কর্মে বাধা হতে পারে।

কর্মই আপনার ভাগ্যকে প্রভাবিত করবে এবং উন্নতি ঘটাবে।

## যে সব বিখ্যাত লোকেরা এই তারিখে জন্মেছেন

| | | |
|---|---|---|
| স্যার জন্ ক্যাড্‌ম্যান ( আবিষ্কর্তা, বিজ্ঞানী ) | ৭ই | সেপ্টেম্বর |
| ম্যাস্‌ক্যাগ্‌নী ( গীতিকার ) | ,, | ,, |
| জে পায়ারপট মরগ্যান ( ধনপতি ) | ,, | ,, |
| স্যার এইচ সি মরগ্যান্ ( রাজনীতিক ) | ,, | ,, |
| টমাস্ কুট্‌স্ ( ধনপতি ও ব্যাঙ্কার ) | ,, | ,, |
| এলিজাবেথ ( ইংলন্ড রাণী ) | ,, | ,, |

| | |
|---|---|
| ম্যাক্স রেইনহার্ট ( প্রোডিউসার ) | ৭ই সেপ্টেম্বর |
| গ্ল্যাডিস্ আন্দার ( লেখক ও নাট্যকার )* | ১৬ই ,, |
| আলেকজাণ্ডার কর্ডা ( চিত্র প্রযোজক ) | ,, ,, |
| বোনারাল ( প্রধান মন্ত্রী ) | ,, ,, |
| স্যার এডওয়ার্ড মার্শাল হল্ ( ব্যারিষ্টার )** | ,, ,, |
| লুই ১৪ ( ফ্রান্সের রাজা ) | ,, ,, |
| ফেলিসিয়া হারম্যান্স্ ( মহিলা কবি ) | ২৫শে ,, |
| কার্ডিন্যাল ডি রোহ্যান ( বাগ্মী ) | ,, ,, |

## ঊননবতিতম অধ্যায়

# সেপ্টেম্বর মাসের ৮, ১৭ ও ২৬ তারিখের জাতকগণ

এ মাসের ৮ সংখ্যার লোকেরা ঃ

জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর এই সময়ে জন্মগ্রহণ করলে কিরোর চ্যালদিন সংখ্যাতত্ত্বের নিয়মানুসারে আপনি '৮' সংখ্যার ব্যক্তি। উপরোক্ত যে কোনও তারিখে জন্ম হলে শনির সঙ্গে বুধ ( নিষ্ক্রিয় ), কন্যা চিহ্ন, ত্রিগুণাত্মক ক্ষিতির দ্বিতীয় ঘরের সবরকম প্রভাব আপনার উপর পড়বে।

সেপ্টেম্বর মাসের জাতকদের সঙ্গে আপনার 'চারিত্রিক ও মানসিক' গঠনের বর্ণনা পূর্বে করা হয়েছে।

বছরের এই সময়ে জন্মগ্রহণ করলে, অর্থাৎ নিষ্ক্রিয় বুধের ঘরের জাতক, জুন মাসের এই তারিখগুলির জাতকদের সঙ্গে অনেক মিল পাবেন। এঁদের সঙ্গে আপনার মনের মিল হবে, একটি পার্থক্য হবে এই যে, নিজের মতামত নিয়ে আপনার তেমন গোঁড়ামি থাকবে না।

৩৫ বছর পর্যন্ত আপনার উপর অনেক চাপ থাকবে, কিন্তু তার পরে আপনি স্বাধীনভাবে প্রতিকূল পরিবেশ থেকে বেরিয়ে এসে নিজের উচ্চাভিলাষ চরিতার্থ করতে পারেন।

### অর্থ ভাগ্য

অত্যধিক সতর্কতায় আপনি অর্থোপার্জনের বহু সুযোগ হারিয়ে ফেলেন। মনের ইচ্ছা বাস্তবে পরিণত হবার সময় পার হয়ে যাবার অনেক পরে আপনি নিজেকে ধিক্কার

* ইনি বিখ্যাত নাট্যকার এবং চলচ্চিত্র নাটক লেখক ছিলেন। তিনি হলিউডেও অনেক কাজ করেছেন। সেখানেই তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয় এবং তিনি আমার কাজকর্মে খুশী হন।

** ইনি আমার কাজে খুব খুশী হন এবং তাঁর আত্মজীবনীতে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎকারের বিবরণী একটি পৃথক পরিচ্ছেদে লেখেন।

দেবেন। এ সত্ত্বেও কয়লাখনি, বাড়ি বা ভূমিজ সম্পদে অর্থনিয়োগ করে আপনি লাভবান হবেন।

## স্বাস্থ্য

আপনার শরীর খুব শক্ত নয়, তবু মানসিক কোন কাজে আপনার ধৈর্যের অভাব হয় না। অনেকক্ষণ বসে থাকার কাজ করে হয়তো আপনার ভিততে ভিতরে বিষক্রিয়া শুরু হতে পারে, অন্ত্রের ক্রিয়া ব্যাহত হতে পারে ; হার্নিয়া হেমেরয়েড বা চর্মরোগ দেখা দিতে পারে। যথাসম্ভব মুক্ত বায়ু সেবনে শরীর সুস্থ রাখতে আপনার চেষ্টা করা উচিত।

৮, ১৭ ও ২৬শে সেপ্টেম্বরের জাতককে অনেক দুর্ঘটনার সমুখীন হতে পারে এবং অপঘাত মৃত্যুর আশঙ্কাও আছে।

৪ ও ৮ পর্যায়ের তারিখগুলি, যথা—৪, ৮, ১৩, ২২, ২৬ ও ৩১ আপনার জীবনে ফলপ্রদ।

গ্রহ আকর্ষণী শক্তির স্পন্দন বৃদ্ধির জন্য সমস্ত গাঢ় রং বর্জন করে যাবতীয় হাল্‌কা রং ব্যবহার করবেন।

কালো মুক্তা, কালো হীরা, গাঢ় নীলকান্তমণি ও সব গাঢ় রঙের পাথর আপনার পক্ষে শুভ।

আপনার জীবনের প্রধান বয়সগুলি যথাক্রমে, ৪, ৮, ১৩, ১৭, ২২, ২৬, ৩১, ৩৪, ৪০, ৪৪, ৫৩, ৫৮ ও ৬২।

৪ ও ৮ ঘরের তারিখ, যথা—৪, ৮, ১৩, ১৭, ২২, ২৬ ও ৩১শের জাতক আপনাকে আকর্ষণ করবে প্রবলভাবে।

আপনার জীবনে মাঝে মাঝে একটা হতাশভাব বা মিথ্যা আলস্য এসে বাসা বাঁধে। এটি আপনার পক্ষে কখনো ভাল নয়।

যদি জীবনে উন্নতি করতে চান এবং সফল হতে চান তাহলে বাধা ও হতাশা ত্যাগ করতে হবে। সব আলস্য ত্যাগ করে দৃঢ় মন নিয়ে কর্মে এগিয়ে যেতে পারেন।

সাফল্য আপনি পেতে পারেন একমাত্র কঠিন শ্রম দ্বারা।

## যে সব বিখ্যাত লোকেরা এই তারিখে জন্মেছেন

| | |
|---|---|
| এ ডোরাক্ ( সঙ্গীতশিল্পী ) | ৮ই সেপ্টেম্বর |
| প্রিন্সেস ডি ল্যাম্‌বেলী ( রাজকন্যা )* | ,, ,, |
| লুইস কনাড ( নেতা ) | ,, ,, |
| মিসট্রাল( ফরাসী কবি ) | ,, ,, |
| লুই মাইল স্টোন্ ( চিত্র পরিচালক ) | ১৭ই ,, |

* ফরাসী বিপ্লব বা বিদ্রোহের সময় এই রাজকন্যা বিদ্রোহীদের হাতে নিহত হন।

| | | |
|---|---|---|
| ডোলোরেস কস্টেলা ( অভিনেত্রী ) | ১৭ই | সেপ্টেম্বর |
| ফর্ডরমেট্ ( বিপ্লবী ) | ” | ” |
| চার্লস্ ব্রাড্লাক্ ( চিন্তাবিদ ) | ২৬শে | ” |
| হেনরী লী ক্যারন্ ( গোয়েন্দা ) | ” | ” |
| সিমস্ রীভ্স্ ( সঙ্গীতবেত্তা ) | ” | ” |

## নবতিতম অধ্যায়

# সেপ্টেম্বর মাসের ৯, ১৮ ও ২৭ তারিখের জাতকগণ

এ মাসের ৯ সংখ্যার লোকেরা ঃ

যাঁরা জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর এই সময়ে জন্মগ্রহণ করেন কিরোর চ্যালদিন সংখ্যা-তত্ত্বের নিয়মানুসারে তাঁদের মধ্যে ৯ ও ১৮ তারিখের জাতকগণও বুধের গ্রহ-স্পন্দনের অন্তর্বর্তী হন। ( ২৭শে সেপ্টেম্বরের জাতকদের বিষয়ে অন্যত্র আলোচিত হবে )। ৯ বা ১৮ তারিখে জন্মগ্রহণ করলে কন্যা চিহ্নের প্রভাবে আসবেন এবং এই কন্যার উপর ত্রিগুণাত্মক ক্ষিতির দ্বিতীয় ঘরে অবস্থিত নিষ্ক্রিয় বুধ আধিপত্য করে।

৯ বা ১৮ তারিখের জাতকদের সঙ্গে জুন মাসে ঐ সময়ের জাতকগণের মিল আছে কারণ সেখানে বুধ সক্রিয় অবস্থায় অধিষ্ঠিত। একমাত্র প্রভেদ এই যে সেপ্টেম্বরের ঐ জাতক স্বীয় কার্য সম্পাদনে অনেক বেশি কৌশলী হবেন।

মঙ্গল ও বুধের মধ্যে সখ্যতা মঙ্গল বুধকে নিজস্ব তেজ, শক্তি ও চিত্তের দৃঢ়তা অর্পণ করে।

মনের দিক থেকে এই সমন্বয় আপনাকে অত্যন্ত পরিশ্রমী করে তুলবে। ফলে আপনি রোমাঞ্চকর দুঃসাহসিক পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে ভয় পাবেন না।

৯ ও ১৮ই সেপ্টেম্বরের জাতক জুনের জাতকের মতই অপ্রিয় সত্যভাষণ ও সম্মুখ আঘাতে শত্রু সৃষ্টি করবেন। মাঝে মাঝে শ্লেষোক্তি করা আপনার স্বভাব, আপনার দৃষ্টি প্রখর ও আপনি সমালোচনা প্রিয়। ছোটখাট ব্যাপারে বিরক্ত হন আপনি। গঠনমূলক কাজ, ইঞ্জিনিয়ারিং, ফ্যাক্টরী নির্মাণে আপনি দক্ষ। আবিষ্কার করা নয়, যন্ত্রপাতি ব্যবহারে পটু। কুশলী অস্ত্র চিকিৎসক, দক্ষ চিকিৎসক হিসাবে এবং সূক্ষ্ম যন্ত্রাদি ব্যাপারে আপনার দক্ষতা প্রকাশ পাবে। প্রগতিশীল বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারে আপনার প্রগাঢ় উৎসাহ। দার্শনিক ও চিন্তাশীল ব্যক্তি হিসাবে আপনি নিজেকে প্রকাশ করতে সক্ষম হবেন।

আর একদিকে কৃষিকার্য, ভূমি উন্নয়নে প্রাচীন পন্থা বর্জন করে নূতন যন্ত্রপাতি ব্যবহারে আবিষ্কারকের সম্মান পাবেন।

জুনের জাতকদের মতো আকস্মিক দুর্ঘটনা আপনার ভাগ্য লিখন।

অগ্নি ও আগ্নেয়াস্ত্র আপনার বিপদ ঘটাতে পারে। ৯, ১৮ ও ২৭শে সেপ্টেম্বরের জাতকের সাধারণভাবে সব উদ্যোগে সাফল্য লাভের যোগ রয়েছে।

### অর্থ ভাগ্য

৯, ১৮ ও ২৭শে সেপ্টেম্বরের জাতক স্বীয় অভিনব প্রচেষ্টায় ধন লাভ করবেন এবং সময়ে সময়ে প্রভূত ধনশালী হবেন।

### স্বাস্থ্য

জুনের জাতকদের মতো ৯, ১৮ ও ২৭শে সেপ্টেম্বরের জাতক ব্যাধি অপেক্ষা আকস্মিক দুর্ঘটনায় বেশি কষ্ট পান। অস্ত্র চিকিৎসকের ছুরি অনেকবার এঁদের দেহ স্পর্শ করবে।

৯ ও ৫ সংখ্যা পর্যায় যথা—৯, ১৮, ২৭ ও ৫, ১৪ ও ২৩ তারিখ আপনার জীবনে প্রধান। এই দিনগুলি আপনি বিশেষ কাজ ও সাক্ষাৎকারের জন্য বেছে নেবেন।

২৭শে সেপ্টেম্বরের জাতকের পক্ষে ৬ ও ৯ পর্যায় তারিখগুলি যথা—৬, ১৫, ২৪ এবং ৯, ১৮ ও ২৭ কার্যকরী।

গাঢ় লাল, গোলাপীর যাবতীয় ফিকে রং আপনার পক্ষে শুভ।

চুনী, গোমেদ, লাল রং-এর পাথর, হীরা ও ব্লাডস্টোন আপনার পক্ষে শুভ।

আপনার জীবনের উল্লেখযোগ্য বয়সগুলি যথাক্রমে—৯, ১৮, ২৭, ৩৬, ৪৫, ৫৪, ৬৩, ৭২ ও ৮১।

যে কোনও মাসের ৩, ৬ ও ৯ ঘরের তারিখ, যথা—৩, ৬, ৯, ১২, ১৫, ১৮, ২১, ২২, ২৭ ও ৩০শের জাতক আপনার মনোযোগ বিশেষভাবে আকর্ষণ করতে পারে।

আপনি চিন্তাশীল, অপ্রচলিত বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞানপিপাসু এবং নিজের খোলের ভেতর গুটিয়ে থাকতে ভালবাসেন। মানুষের প্রতি আপনার দৃষ্টি সমালোচনাপূর্ণ এবং মন তাদের সম্বন্ধে সদাই সন্দিহান।

আপনি ধৈর্যশীল ও বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তি, কিন্তু আপনার জ্ঞান তথা কর্তব্য নিষ্ঠার যথেষ্ট স্বীকৃতি আপনি কখনোই পান না।

পুরানো বই, লাইব্রেরী ও যাদুঘর আপনার প্রিয় এবং এইসব বিষয় নিয়ে লিখতে ভালবাসেন।

২৬শে সেপ্টেম্বরের জাতক উপরোক্ত গুণাবলীর অধিকারী হয়েও বাস্তবপন্থী হবেন এবং সেই গুণ কাজকর্মে বিশেষভাবে প্রতিফলিত হয় কারণ রবি তখন তুলা চিহ্নে চলে গেছে।

উপরের অন্য তারিখের থেকেও ২৬ তারিখে জন্ম হলে তাঁদের কাজকর্মে প্রবল ঝোঁক থাকে এবং তাঁরা পরিশ্রমী হন। তাঁর ফলে তাঁদের জীবনে সাফল্য আসে এবং সুনাম অর্জন করেন।

### যে সব বিখ্যাত ব্যক্তি এই তারিখে জন্মেছেন

রাল্‌ফ্ ওয়ালডো ট্রাইনস্ (লেখক ও দার্শনিক)* ৯ই সেপ্টেম্বর

* ক্যালিফোর্নিয়াতে এই বিখ্যাত লেখক ও দার্শনিকের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়।

| | |
|---|---|
| কার্ডিন্যাল রিবোলউ ( রাজনীতিবিদ্ ) | ৯ই সেপ্টেম্বর |
| লিও টলস্টয় ( লেখক ) | ,, ,, |
| ভিল্‌কাউন্ট ল্যামেলায়স্ ( ধনী ) | ,, ,, |
| মার্টিন ইন্‌স্‌ল্ ( ব্যবসায়ী ) | ১৮ই ,, |
| গ্রেটা গার্বো ( চিত্রাভিনেত্রী ) | ,, ,, |
| ফ্রে ক্রম্পটন ( চলচ্চিত্র ) | ,, ,, |
| প্রস্‌পার সেরিসি ( ভাষাবিদ্ ) | ২৭শে ,, |
| মার্গারেট স্যাংস্টার ( লেখিকা ) | ,, ,, |
| বেসিল ডীন্ ( চলচ্চিত্র ) | ,, ,, |
| জর্জ ক্রুইক্ শ্যাঙ্ক ( কৌতুকাভিনেতা ) | ,, ,, |
| ম্যাডাম্ আল্‌বেনী ( ধনী অভিজাত নারী )** | ,, ,, |

## একনবতিতম অধ্যায়

# অক্টোবর মাসে জাত ব্যক্তিগণ

অক্টোবর মাসের জাতকদের স্বভাব চরিত্র, অর্থ ও স্বাস্থ্যের উপর এ মাসের রবির প্রভাব।

তুলা চিহ্ন সেপ্টেম্বরের ২১ তারিখ থেকে শুরু হয় কিন্তু শেষ সাতটি দিন পূর্ববর্তী রাশিচক্রের দ্বারা এমনভাবে আচ্ছন্ন থাকে যে, সেপ্টেম্বরের ২৮ তারিখের আগে পূর্ণ তেজে প্রকাশ পায় না। এই সময়ের পর ২০শে অক্টোবর অবধি শেষের ৭ দিন ক্রমে ক্রমে আগন্তুক বৃশ্চিক চিহ্নের মধ্যে বিলীন হয়ে যায়।

তুলা রাশির আরেকটি নাম "ভারসাম্য"। ২১শে সেপ্টেম্বর থেকে ২০শে অক্টোবরের মধ্যে যাঁরা জন্মগ্রহণ করেন, তাঁদের মধ্যে বিভিন্ন চরিত্র দেখা যায়। কিন্তু তাঁদের সব কাজের মধ্যে "মানসিকতার" প্রাধান্য প্রকাশ পায়।

তর্কে এঁরা অদ্বিতীয় এবং সিদ্ধান্তে অবিচলিত। যদি একবার কোন কাজ করব বলে স্থির করেন, তবে 'যেন তেন প্রকারেণ তা' পালন করেন।

যে প্রসঙ্গই উত্থাপন করা হোক না কেন, তাঁরা মনের মধ্যে ওজন করে দেখেন। ভাষার উপর জোরালো দখল থাকে, ছোট ছোট জোরদার বাক্যে নিজেদের মতামত প্রকাশ করেন। এঁদের কাছে ভাষার মূল্য বেশি।

তুলা চিহ্নের জাতকদের মধ্যে অনেকে আজীবন পড়াশোনা, গবেষণা নিয়ে থাকেন। উৎকৃষ্ট বৈজ্ঞানিক ও চিকিৎসক হতে পারেন—কিন্তু যাই করুন না কেন, তাঁরা নিখুঁতভাবে করেন।

---

** এই অভিজাত নারী লন্ডনে অনেকবার আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তিনি বহু জটিল ব্যাপারে আমার সাহায্য নিয়ে শুভফল লাভ করেন। তাঁর ব্যবহার ও কথাবার্তা খুব ভদ্র ও মার্জিত ছিল।

এ'দের উপর পরিবেশের প্রভাব অপরিসীম। বিশৃঙ্খলায় এরা বিরক্ত হ'ন, স্নায়ুর উপর প্রতিক্রিয়া হয় এবং সেক্ষেত্রে এ'রা নিজেদের মধ্যে গুটিয়ে যান।

এ'দের প্রকৃতি শান্ত, কলহ, বিবাদ ও কুৎসিত চিৎকারের দৃশ্য এ'দের পীড়া দেয়। পরিপাটি পরিচ্ছন্ন স্বভাব এ'দের, বিশৃঙ্খলা বিশেষ অপছন্দ করেন।

নিজেদের চেহারা ও পোশাক সম্বন্ধে এ'রা সচেতন, কিন্তু বাড়াবাড়ি পছন্দ নয়। এই সময়ের জাতকের জীবনে তুলা রাশিকে সৌরবৃত্তের ভিত্তিস্বরূপ পাওয়া যায়, শুক্র নেতিরূপে আধিপত্য করে, শনি তুঙ্গী ও রবি নিম্নগামী থাকে।

এই চিহ্নে সূর্যের এই বিশেষ পরিস্থিতি এ'দের বিচিত্র ও জটিল চরিত্রের জন্য দায়ী। এ'দের সমতা জ্ঞান প্রখর, এ'রা একাধারে আশাবাদী ও নৈরাশ্যবাদী। এ'দের প্রকৃতি বহুমুখী এবং বিচিত্র তার অভিব্যক্তি। উচ্চ আদর্শ ও নীতিবাদ এ'দের চরিত্রের ভিত্তিস্বরূপ। চিন্তা ও কর্মে স্থির সঙ্কল্পের ব্যক্তি এ'রা, স্বাভাবিক দূর-দৃষ্টি থাকা সত্ত্বেও, কোন ব্যাপার বিচার না করে, প্রমাণ না দেখে মেনে নেন না।

আইনের দিকে এ'দের প্রবল আকর্ষণ থাকে এবং এদিকেই প্রায়ই যান। ও'রা যুক্তিতর্কে বিশেষ পটু। আইন তৈরী করতে ভালবাসেন এবং সবসময়ই জনগণের মঙ্গলের জন্য কাজ করে যান।

জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর এই সময়ের জাতক স্নেহ প্রেম প্রকাশ করেন না, অতিরিক্ত খুঁতখুঁতে স্বভাব হয় এ'দের, প্রত্যেক কাজের উদ্দেশ্য অনুসন্ধান করে দেখেন। এ'রা ভুলে যান প্রেমের ডালপালা অনুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে দেখা যায় না। এইজন্য অনেক সময়ে এ'রা মোহ ভঙ্গের মনস্তাপ ও হতাশায় কষ্ট পান।

তুলা চিহ্নের জাতকের চারপাশে অনেক বন্ধু-বান্ধব জড়ো হয়। কিন্তু তিনি নিজের মধ্যেই গুটিয়ে থাকেন।

অর্থের মূল্য এ'দের কাছে কম, না ভেবেচিন্তে, হঠাৎ উৎসাহের বশে নতুন কিছুতে এ'রা অর্থ ব্যয় করেন।

ভাল উত্তম পরিবেশ এ'দের মনকে নাড়া দেয়, আশে পাশের ব্যক্তিগণ এ'দের মনের উপর প্রভাব বিস্তার করেন সহজে এবং এ'রা সকলের দৈহিক ও মানসিক প্রভাবের অবস্থা নিজেদের মধ্যে গ্রহণ করে নেন। এ'দের স্বভাবে শিল্পীভাব পরিস্ফুট। সঙ্গীত, চিত্রাঙ্কন অত্যন্ত প্রিয় এবং এসব বিষয়ে এ'দের প্রতিভা লক্ষণীয়।

পরিশ্রমী, অনুসন্ধিৎসু ও গবেষণাপ্রিয়. বিদ্যা শিক্ষার জগতে এ'রা উচ্চমর্যাদা পান। সাধারণতঃ এ'রা বর্তমান সময়কে মূল্য দেন, সেইজন্য নির্বাপিত অতীত ও অস্পষ্ট ভবিষ্যৎ এ'রা অগ্রাহ্য করেন।

জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর এই কালের জাতকগণ শুক্র ও শনির প্রভাবে স্নেহ ও কর্তব্যের পায়ে আত্মোৎসর্গ করেন। নিজেদের জীবনে হয়তো পিতামাতা ও আত্মীয়-স্বজনের দায় থাকে। কিম্বা যদি অল্প বয়সে বিবাহ করেন, তবে পত্নী স্বামী বা সন্তানগণ স্বীয় জীবনের উদ্দেশ্য পালনে বাধা সৃষ্টি করেন।

## অর্থ ভাগ্য

যদিও এ সময়ে বহু স্বনামধন্য ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেছেন, তবু অর্থোপার্জনের পরে শেষ জীবনের সঞ্চয় কিছু থাকবে না। উদাহরণস্বরূপ সারা বার্ন হার্ডের নাম করা যায়। ইনি অভিনেত্রী হিসাবে স্বীয় প্রতিভাবলে প্রভূত অর্থোপার্জন করেন, কিন্তু মৃত্যুকালে অত্যন্ত দারিদ্র্যের মধ্যে তাঁর জীবন-দীপ নির্বাপিত হয়। ১৬ অক্টোবরের জাতক অস্কারওয়াইল্ড এককালে শ্রেষ্ঠ নাট্য রচয়িতা হিসাবে সর্বাধিক আয় করেন, কিন্তু শেষ জীবনে বিশেষ অর্থকষ্ট পান এবং মৃত্যুর পর বন্ধুবর্গ অর্থব্যয় করে তাঁকে কবরস্থ করেন। ডক্টর এ্যানি বেসান্ত ১লা অক্টোবর জন্মগ্রহণ করেন। তুলা চিহ্ন তাঁকে ধর্ম সমিতির শীর্ষে তুলে দেয়, কিন্তু তাঁর অর্থ ছিল না। তুলা চিহ্নের জাতক উপার্জন করতে পারেন না, এ কথা ঠিক নয়, তবে ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করতে পারেন না।

## স্বাস্থ্য

স্বাস্থ্য ও মানসিক অবস্থা সম্বন্ধে তুলা চিহ্নের জাতকগণের একটি স্বাভাবিক চৈতন্য আছে, যার ফলে কোন শক্ত ব্যাধি এঁদের কাবু করতে পারে না।

কিন্তু বিশেষজ্ঞ হবার অতিরিক্ত প্রয়াস ও অত্যধিক হৃদয়াবেগ অচিরেই এঁদের স্বাস্থ্য হানি করে।

অধিক পরিশ্রমের ফল সচরাচর কিডনীর উপরেই ধরা পড়ে কারণ শরীরের ঐ যন্ত্রটি আশ্চর্য রকম অনুভূতিপ্রবণ। দৈহিক শক্তি কম হলেও আরোগ্য লাভের দ্রুত ক্ষমতা এঁদের থাকে।

মুক্ত বায়ুতে সহজ জীবনযাত্রা ও সহজপাচ্য আহার এঁদের পক্ষে খুবই মঙ্গলজনক।

## বিবাহ, বন্ধু-বান্ধব ও ব্যবসায়ের অংশীদার

নিজেদের জন্ম-চক্রে যাঁদের জন্ম তাঁদের সঙ্গে এঁদের মিলবে ভাল, যথা—২১শে সেপ্টেম্বর থেকে ২০শে অক্টোবর (ত্রিগুণাত্মক বায়ুর দ্বিতীয় ঘর)।

২১শে মে থেকে ২০শে জুন (ত্রিগুণাত্মক বায়ুর প্রথম ঘর)।

২১শে জানুয়ারী থেকে ২০শে ফেব্রুয়ারী (ত্রিগুণাত্মক বায়ুর তৃতীয় ঘর)।

এবং প্রতি রাশিচক্রের শেষ ৭ দিন।

অনেক সময়ে এঁরা নিজেদের সম্পূর্ণ বিপরীত সময়—২১শে মার্চ থেকে এপ্রিল মাসের শেষ অবধি যাঁদের জন্ম চিহ্ন, তাঁদের প্রতি আকৃষ্ট হন।

## দ্বিনবতিতম অধ্যায়

# অক্টোবর মাসের ১, ১০, ১৯ ও ২৮ তারিখে জাতকগণ

এই মাসের ১ সংখ্যার লোকেরা ঃ

যাঁরা জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর এই সময়ে জন্মগ্রহণ করেন, কিরোর চ্যালদিন সংখ্যা-তত্ত্বের নিয়মানুসারে তাঁরা রবি, ইউরেনাস, শুক্র ও শনি, ত্রিগুণাত্মক বায়ুর দ্বিতীয় ঘরের তুলা চিহ্নের সবকরম প্রভাব দ্বারা চালিত হবেন। কিন্তু ২৮শে অক্টোবরের জাতক বৃশ্চিক চিহ্ন, ত্রিগুণাত্মক বরুণের দ্বিতীয় ঘরের প্রভাব পেয়ে থাকেন। এ বিষয়ে পরে ব্যাখ্যা করা হবে।

অক্টোবরের জাতকদের সঙ্গে আপনার চারিত্রিক ও মানসিক গঠনের বর্ণনা পূর্বে করা হয়েছে।

১, ১০, ১৯ ও ২৮শে অক্টোবরের জাতকের জীবনে এই বিবিধ গুণাবলী বিশেষ-ভাবে পরিস্ফুট হবে। এই সময়ে শুক্র নিষ্ক্রিয়ভাবে বিরাজিত। শনি তুঙ্গী মঙ্গল নীচস্থ, সূর্য অস্তগামী। এই অদ্ভুত গ্রহ সমন্বয় আপনাকে চরিত্র ও মনের বিস্তারিত ক্ষেত্র দেবে। জগতে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার সুযোগ দেবে এবং প্রতিভা বিকাশের সহায়ক হবে।

জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর এই অবস্থায় রবি আপনাকে ন্যায় বিচারের প্রতি আগ্রহ, ভারসাম্য বজায় রাখার আন্তরিক ইচ্ছা ও নিজের চারপাশে শান্তি ও শৃঙ্খলার পরিবেশ রচনা করার বাসনা দেবে। আপনি সহজাত ভাবে. "শান্তিকামী"। যুদ্ধ ও রক্তপাত আপনি ঘৃণা করেন একান্তভাবে, যদি বিচার বুদ্ধির সমর্থন পান, তবেই আপনি সেটা মেনে নিতে পারেন তখন।

নিষ্ক্রিয় শুক্র আপনাকে স্নেহ ও প্রেমের কাঙ্গাল করবে, এই জন্য আপনি বহু ত্যাগ স্বীকার করতে রাজি আছেন। কিন্তু এদিক দিয়ে কোনরকম তৃপ্তি লাভ হবে না। আপনার আদর্শ উচ্চ, কিন্তু আপন ইচ্ছানুযায়ী কাজ কর্মে বাধা পাবেন প্রচুর। সুবিচারের প্রতি আপনার আগ্রহ এত বেশি যে, আইন পাঠে বিশেষ সুফল হবে। বিবেকসম্পন্ন উকিল বা বিচারপতি হিসাবে নাম করতে পারেন। রাজনীতিতেও সাফল্যের সম্ভাবনা আছে তবে সাধারণ রাজনীতির চেয়ে আইনের উন্নতি সাধনের দিকেই আপনার ঝোঁক বেশি হবে 'ভারসাম্যের' প্রতি দৃষ্টি ও সন্ধানী প্রকৃতির সাহায্যে আপনি চিকিৎসাশাস্ত্র বা গবেষণার কাজেও উন্নতি করতে পারবেন।

নিজের তত্ত্বগুলি জোরের সঙ্গে প্রমাণ করতে গিয়ে আপনি শত্রু সৃষ্টি করতে পারেন। যুক্তি দিয়ে প্রমাণ না দেখাতে পারলে আপনার কাছে সে ব্যক্তি অপাংক্তেয় হয়ে যাবে। অক্টোবরের এই তারিখগুলির জাতক জীবনের বহু দিকে সাফল্য লাভ করতে পারেন।

২৮শে অক্টোবরের জাতকদের ক্ষেত্রে রবি তুলার মধ্য দিয়ে পার হয়ে বৃশ্চিকে প্রবেশ করেছে। নভেম্বর মাসের ১ ঘরের ব্যক্তিদের বিষয়ে আলোচনা করবার সময় তখন বলবো।

### অর্থ ভাগ্য

সাধারণ পথ পরিত্যাগ করে নিজস্ব নির্বাচিত পথে এগোনই আপনার পক্ষে মঙ্গলজনক। আপনার স্বপ্নকে রূপ দেবার জন্য আপনি অর্থোপার্জন করবেন, সঞ্চয়ে আপনার কোন স্পৃহা নেই।

### স্বাস্থ্য

সাধারণ নর-নারীর তুলনায় আপনার স্বাস্থ্য ভাল। যতক্ষণ একটানা কাজের মধ্যে থাকেন, ততক্ষণ আপনি ভাল থাকেন। কর্মহীনতা আপনার পক্ষে মৃত্যুর সমান। ব্যাধির চেয়ে আকস্মিক দুর্ঘটনা ঘটবার আশঙ্কা আপনার বেশি। কিন্তু উদর বা অন্ত্রে অস্ত্রোপচারের আপনার প্রয়োজন হতে পারে। তবে অন্য অঙ্গ অপেক্ষা মস্তক ও স্কন্ধে আঘাত লাগার সম্ভাবনা বেশি। ১, ৬ ও যে সংখ্যাগুলির যোগফল ১ ও ৬ যথা—১, ৬ ১০, ১৫, ১৯, ২৪, ২৮ তারিখগুলি আপনার পক্ষে শুভ। আপনি প্রায়ই দেখবেন ৪, ৮ ও ৯ আপনার জীবনের পথে আসা-যাওয়া করে কিন্তু এগুলি আপনার শুভ সংখ্যা নয়।

গ্রহ আকর্ষণী শক্তি বৃদ্ধির জন্য আপনি পরিধেয় বস্ত্রের কোন অংশে নিম্নলিখিত বর্ণগুলি ব্যবহার করুন:—

রবি—সবরকম সোনালী রং, হলুদ, কমলা থেকে শুরু করে সোনালী খয়ের।

ইউরেনাস—সবরকম ধূসর রং ও বিদ্যুৎ বর্ণগুলি।

শুক্র—হালকা থেকে গাঢ় সবস্তরের নীল রং।

আপনার শুভ রত্ন হীরা, পোখরাজ, এ্যাম্বার ও নীলকান্তমণি। আপনার জীবনের উল্লেখযোগ্য বয়সগুলি যথাক্রমে—১, ৬, ৮, ১০, ১৫, ১৭, ১৯, ২৪, ২৬, ২৮, ৩৩, ৩৫, ৩৭, ৪২, ৪৪, ৫১, ৫৩, ৫৫, ৬০, ৬২ ও ৭১।

১, ৪, ৬ ও ৮ এর পর্যায়ের তারিখ যথা—১, ৪, ৬, ৮, ১০, ১৩, ১৫, ১৭, ১৯, ২২, ২৪, ২৬, ২৮ ও ৩১শের জাতকগণ আপনাকে আকৃষ্ট করবে নানাভাবে।

আপনার বন্ধু-বান্ধব হবে প্রচুর। তবে বন্ধুদের ওপর আপনার প্রভাবও হবে খুব বেশি।

যদিও কিছু কিছু বন্ধুর সাহায্য ও সহানুভূতি পাবেন, তবে বিশেষ সংখ্যা ছাড়া অন্য বন্ধুরা অশুভ হতেও পারে। তাই বন্ধু নির্বাচন খুব সাবধানে করতে হবে।

সব সময় হিসাব করে চললে আপনি যে সৌভাগ্য গড়ে তুলতে পারেন তা নিশ্চিত।

### যে সব বিখ্যাত লোকেরা এই তারিখে জন্মেছেন

| | |
|---|---|
| চার্লস অ্যাডামস্ (জ্যোতির্বিদ) | ১লা অক্টোবর |
| ডাঃ অ্যানি বেসান্ত (দার্শনিক) | ,, ,, |
| জেঃ টি গ্রেইন্ (থিয়েটার) | ,, ,, |
| লর্ড রিডিং (ভাইসরয়) | ১০ই ,, |

| | |
|---|---|
| কারমিট্ রুজভেল্ট ( লেখক ও ভ্রমণকারী ) | ১০ই অক্টোবর |
| জন্ অ্যাবারক্রম্বী ( চিকিৎসক ) | ,, ,, |
| চার্লস্ বেকে ( আবিষ্কারক ) | ,, ,, |
| পল্ ক্রুজার ( প্রেসিডেণ্ট ) | ,, ,, |
| ন্যানসেন ( উত্তর মেরু আবিষ্কারক ) | ,, ,, |
| ভারডি ( গীতিকার ) | ,, ,, |
| বি. ও. ফ্লাওয়ার ( সম্পাদক ) | ,, ,, |
| জন অ্যাডাম ( প্রেসিডেণ্ট ) | ১৯শে ,, |
| স্যার টমাস্ ব্রাউন ( লেখক ) | ,, ,, |
| লীপ্ হাণ্ট ( লেখক ) | ,, ,, |
| ক্যাপ্টেন কুক ( আবিষ্কারক ) | ২৮ শে ,, |
| স্যার এনড্রু ক্লার্ক ( চিকিৎসক ) | ,, ,, |

## ত্রিনবতিতম অধ্যায়

# অক্টোবর মাসের ২, ১১, ২০ ও ২৯ তারিখের জাতকগণ

এ মাসের ২ সংখ্যার লোকেরা ঃ

যাঁরা জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর এই সময়ে জন্মগ্রহণ করেন, তাঁরা কিরোর চ্যালদিন সংখ্যাতত্ত্বের নিয়মানুসারে চন্দ্র, নেপচুন, শুক্র, শনি, ত্রিগুণাত্মক বায়ুর দ্বিতীয় ঘরের তুলা চিহ্নের সবরকম প্রভাব দ্বারা চালিত হন।

অক্টোবর মাসের জাতকদের সঙ্গে আপনার চারিত্রিক ও মানসিক গঠনের বর্ণনা পূর্বেই দেওয়া হয়েছে।

জীবনের যে কোনও ক্ষেত্রে আপনার প্রেরণার অভাব হয় না এবং প্রয়োজনের সময়ে স্বতঃসিদ্ধ বুদ্ধির যোগান থাকে। আপন কাজের ফলাফল আপনি আগে থেকে জানতে পারেন, সেইজন্য অনেকের প্রতিবাদ সত্ত্বেও আপনি নিজের মতে কাজ করে যান।

আপনি অতিশয় অনুভূতিপ্রবণ এবং বিরুদ্ধ সমালোচনায় গভীরভাবে ব্যথা পান। কিন্তু প্রয়োজনের সময়ে আপনার চরিত্রের দৃঢ়তার পরিচয় পাওয়া যায়। সেইজন্য দরকারী সিদ্ধান্তগুলি অপরের প্রভাব মুক্ত হয়ে একলাই ঠিক করবেন।

মাঝে মাঝে অবসাদ এবং বিপদে বিহ্বলতা এসে আত্মপ্রত্যয়ে বাধা সৃষ্টি করবে।

আপনার অন্তর মায়ায় পূর্ণ এবং প্রেম আপনার পক্ষে খুব প্রয়োজন, কিন্তু এদিক থেকে আপনি এত বেশি স্পর্শকাতর ও সমালোচনাপ্রবণ, যে অনেক মনের মানুষ ভুল বুঝে চলে যাবে।

২, ১১, ২০ ও ২৯শের জাতক অনেক সময় বিবাহ করেন না, যদি না অল্প বয়সে এ কার্য সমাধা হয়ে গিয়ে থাকে। এ মাসের ২৯শে যাঁরা জন্মগ্রহণ করেন তাঁরা আগন্তুকে বৃশ্চিক চিহ্নের কৃপায় বিপরীত লিঙ্গের দ্বারা প্রভাবিত হন বেশি এবং তাঁদের জীবনে একাধিকবার পরম রমণীয় অভিজ্ঞতা হয়। এ'রা অত্যন্ত ভ্রমণপ্রিয় এবং জন্মভূমি ছেড়ে বহুদূরে বাস করেন। বিশাল জলরাশি, সমুদ্র এ'রা ভালবাসেন কিন্তু ভ্রমণকালে দুর্ঘটনা বা জলমগ্ন হবার সম্ভাবনা থাকে সমধিক।

অক্টোবরের এই তারিখগুলিতে জন্ম হলে আপনি আন্তরিকভাবে সঙ্গীত, চিত্র ও কবিতার গুণগ্রাহী। যদি আপনাকে শিল্পের পথই বেছে নিতে হয়, তবে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করতে পারেন।

নারী-পুরুষ নির্বিশেষে পোশাক-পরিচ্ছদ সম্পর্কে আপনারা যথেষ্ট রুচিবান। এই সঙ্গে বিলাসিতা ও অপরের দৃষ্টি আকর্ষণ করার আগ্রহ একটা থাকেই।

২০শে অক্টোবর রবি বৃশ্চিক রাশিতে প্রবেশের মুখে যাঁরা জন্মগ্রহণ করেন, তাঁরা ২ ও ১১ তারিখের জাতকদের 'তুলনায়' অধিক আত্মবিশ্বাসী এবং শিল্প, সাহিত্য, সঙ্গীত, কাব্য ও নাটকে সাফল্য অর্জন করতে পারেন আরো বেশি।

## অর্থ ভাগ্য

এ বিষয়ে অপরে আপনার উপর সুযোগ নিতে চেষ্টা করবে এবং আত্মরক্ষা করার মত যথেষ্ট আত্মবিশ্বাস না থাকলে আপনার পক্ষে অর্থ সঞ্চয় করা শক্ত হবে। ব্যবসা-বাণিজ্য বা একঘেয়ে চাকুরী আপনার বিস্বাদ লাগবে, কিন্তু আপনার প্রবল কল্পনা-শক্তি ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব অর্থোপার্জনের সহায় থাকবে।

আপনি সুবিধা পেলে ভ্রমণ করতে ভালবাসেন, বিদেশের প্রতি আপনার আকর্ষণ আছে এবং হয়তো সেই পথে জীবনে সার্থকতা আসবে।

## স্বাস্থ্য

অক্টোবরে এই তারিখগুলির জাতক ছোট বেলায় রুগ্ন থাকবেন। মন আপনার অতি সক্রিয়, দিবা স্বপ্ন আপনার কাছে বাস্তব মনে হয়। পিঠ ও শিরদাঁড়ার কষ্ট থাকতে পারে। সেজন্য সোজা হয়ে দাঁড়াতে কষ্ট হয়। আপনার সর্দির ধাত আছে, সতর্ক না হলে কণ্ঠ, ফুসফুস, নাসিকা বা কর্ণের ব্যাধি হবে।

২ ও ৭ পর্যায় সংখ্যা আপনার পক্ষে কার্যকরী, সেই জন্য যে কোনও মাসের ২, ৭, ১১, ১৬, ২০, ২৫ ও ২৯শে আপনার বিশেষ কাজগুলি সেরে ফেলবেন। ৪, ৮ ও ৯ পর্যায়ের তারিখে কোনও প্রয়োজনীয় কাজ করবেন না।

গ্রহ আকর্ষণী শক্তির স্পন্দন বৃদ্ধির জন্য নিম্নলিখিত রংগুলি পরবেন যথা—

চন্দ্র—সবস্তরের সবুজ, হালকা বাদামী ও সাদা।

শুক্র—হালকা থেকে গাঢ় সব স্তরের নীল।

নেপচুন—কপোত ধূসরের সবস্তর, ফিকে এবং বিদ্যুৎ রং।

সবুজ জেড, মুক্তা, মুনস্টোন, পোখরাজ, এ্যাম্বার ও টারকুইজ আপনার পক্ষে শুভ। আপনার জীবনের উল্লেখযোগ্য বয়সগুলি যথাক্রমে—২. ৭, ১১, ১৩, ২০, ২৫, ২৯, ৩৪, ৩৮, ৪৩, ৪৭, ৫২, ৫৬, ৬১, ৬৫ ও ৭০।

২ ও ৭ পর্যায়, যথা—২, ৭, ১১, ১৬, ২০, ২৫ ও ২৯ তারিখের জাতক আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করবে প্রবলভাবে। আপনার বিপরীত সংখ্যা ১—৪ তারিখের জাতক দেখবেন নানাভাবে আপনার জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ছেন।

তবে একটা কথা হলো, আপনার মন খুব নরম হবে এবং কারও মুখের ওপর কড়া কথা বলতে পারেন না। তার ফলে নানা দিক থেকে জীবনের চলার পথে কিছু কিছু বাধা আসতে পারে।

এ কারণে সব সময় নিজের শুভ সংখ্যাযুক্ত লোকের সঙ্গে চলাফেরা করা বা তাদের সঙ্গে ব্যবসা করা শুভ হবে।

## যে সব বিখ্যাত লোকেরা এই তারিখে জন্মেছেন

| | | |
|---|---|---|
| কর্ডেল হাল ( সেক্রেটারী অফ স্টেট ) | ২রা | অক্টোবর |
| ফিল্ড মার্শাল ফচ্ | ,, | ,, |
| ফিল্ড মার্শাল ভন্ হিণ্ডেন বার্গ | ,, | ,, |
| স্যার উইলিয়াম র‍্যাম্‌সে ( রসায়ণবিদ ) | ,, | ,, |
| মহাত্মা গান্ধী ( নেতা ও দার্শনিক ) | ,, | ,, |
| এমন্ ডি ভ্যালেরা ( নেতা ) | ১১ই | ,, |
| রীয়ার অ্যাডমিরাল গ্রেসন্ | ,, | ,, |
| হেলেন হেস্ ( চিত্রাভিনেত্রী ) | ,, | ,, |
| বেলা লুগোসী ( ,, ) | ২০শে | ,, |
| লর্ড পামার মেটান ( রাজনীতিক ) | ,, | ,, |
| স্যার ক্রিস্টোফার রেন ( ভাস্কর ) | ,, | ,, |
| ডগ্‌লাস্ মণ্টগোমারী ( চলচ্চিত্র )* | ২৯শে | ,, |
| টমাস্ বেয়ার্ড ( রাজনীতিবিদ ) | ,, | ,, |
| জন কীট্‌স্ ( ইংরেজ কবি ) | ,, | ,, |

* এই অভিনেতার সঙ্গে হলিউডে আমার পরিচয় হয়। আমি হিসাব করে তাঁর ভবিষ্যৎ স্থির করে দিই। তার ফল তাঁর পক্ষে খুব শুভ হয় এবং তিনি পরবর্তীকালে আমাকে তা জানান।

## চতুর্বতিতম অধ্যায়

# অক্টোবর মাসের ৩, ১২, ২১ ও ৩০ তারিখের জাতকগণ

এ মাসের ৩ সংখ্যার লোকেরা ঃ

যাঁরা জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর এই সময়ে জন্মগ্রহণ করেন, কিরোর চ্যালদিন সংখ্যাতত্ত্বের নিয়ম অনুসারে তাঁরা বৃহস্পতি, শুক্র, শনি ত্রিগুণাত্মক বায়ুর দ্বিতীয় কক্ষের তুলা চিহ্নের সবরকম প্রভাব দ্বারা চালিত হন।

আপনার চারিত্রিক ও মানসিক গঠনের মূল কথা অক্টোবরের জাতকদের সঙ্গে পূর্বেই বর্ণনা করা হয়েছে।

বৃহস্পতির প্রভাবে আপনার চরিত্রে উচ্চাভিলাষ, ইচ্ছাশক্তি ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞা বিশেষভাবে প্রকট হবে।

এই গ্রহসমন্বয় জীবনে যে কোনও কাজে সাফল্য আনে উদ্দেশ্য যাই হোক না কেন।

আপনার আদর্শ এত উচ্চ যে সাধারণ অবস্থায় তৃপ্ত হন না, জীবনে অনেক বেশি মর্যাদাসম্পন্ন কাজের আশা করেন আপনি।

দায়িত্ব ও বিশ্বাসপূর্ণ কাজ করে আপনি আর পাঁচজনের উপরে উঠে যাবেন, কিন্তু আপনার প্রধান লক্ষ্য জনহিতকর কাজ করা।

যা কিছু করুন না কেন, আপনি স্বভাবতঃ সৎ ও বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তি। ন্যায় বিচারের প্রতি আপনার অনুরাগ আছে। আপনি সহৃদয় ও করুণাপ্রবণ। জনগণের কল্যাণব্রতী প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল, আর্ত সেবায়তনে অর্থ ও সেবা দিতে সদাই প্রস্তুত। ব্যক্তিগত সাহায্যের চেয়ে দাতব্য প্রতিষ্ঠানে সাহায্য করতে আপনি অনেক বেশি আগ্রহী। কিন্তু আত্মীয়-স্বজন আপনার কথা মত চললে, আপনি তাদেরও সাহায্য করতে রাজী আছেন।

নির্বোধ ও নীতিভ্রষ্ট ব্যক্তি আপনার কাছে স্থান পায় না, প্রয়োজনবোধে একবার সাহায্য করতে পারেন, একাধিকবার নয়। আপনি ন্যায় বিচারের পক্ষপাতী এবং প্রয়োজনে যথেষ্ট কঠোর হতে পারেন। কেউ আপনার উপর সুবিধা করে নিচ্ছে বুঝতে পারলে বিরক্ত হন।

গির্জা, আইন বা স্বীয় জন্মস্থানে সরকারি কাজে যুক্ত উচ্চপদস্থ ও সম্মানিত ব্যক্তির সঙ্গ আপনার প্রিয়।

আপনি আইন ও শৃঙ্খলা ভালবাসেন এবং অধস্তন কর্মচারীদের প্রতি সদয় ব্যবহার করেন।

আপনার বিবাহ জীবন সুখের হবার সম্ভাবনা এবং সন্তান আপনার অনেক সুখের কারণ হবে। হিংসাপরায়ণ প্রতিদ্বন্দ্বী মাঝে মাঝে আপনার ক্ষতি করার চেষ্টা করবে কিন্তু সেসব তুচ্ছ করে আপনি নিজের পথে এগিয়ে যাবেন।

২১শে অক্টোবরের জাতকগণ বৃশ্চিক চিহ্নে রবির প্রবেশ মুখে পড়ে যাবেন। ৩ ও ১২ তারিখের জাতকদের সঙ্গে তাদের স্বভাব-চরিত্রের মিল থাকতে পারে, কিন্তু

পারিবারিক জীবন তেমন সুখের নাও হতে পারে। ৩০শে যাঁরা জন্মগ্রহণ করেন তাঁরা বৃশ্চিক চিহ্নের অধীনে চলে আসেন এবং জাগতিক সাফল্য তাঁদের ভাগ্যের লিখন।

## অর্থ ভাগ্য

৩, ১২, ২১ ও ৩০শে অক্টোবরের জাতক সচরাচর ব্যবসা, বাণিজ্য ও শিল্পে ভাগ্যবান হবেন। ধনী বন্ধু, বিপরীত লিঙ্গ বা বিবাহ মাধ্যমে প্রাপ্তিযোগ এঁদের আছে।

## স্বাস্থ্য

অল্প বয়সে দুর্বল হয়ে ৩, ১২, ২১ ও ৩০শে অক্টোবরের জাতক পরে স্বাস্থ্য লাভ করেন। ২১ বছর থেকে স্বাস্থ্যের পরিবর্তন ঘটে। এঁদের রোগ নির্ণয় করা কঠিন। আকস্মিক দুর্ঘটনাজনিত আঘাত, বিশেষতঃ মোটরগাড়ি, বাষ্পচালিত শকট বা যে কোন গতিশীল শকটে বিপদের আশঙ্কা আছে।

উপরোক্ত তারিখগুলি জাতকের পক্ষে ৩ ও ৬ পর্যায় যথা—৩, ৬, ১২, ১৫, ২১, ২৪ ও ৩০ শুভ সংখ্যা ও তারিখ। অনেক সময়ে লক্ষ্য করে দেখবেন ৮ ও ৯ সংখ্যা দুটি ঘুরে ফিরে আপনার জীবনে এসে উৎপাত করে যাবে।

গ্রহ আকর্ষণী শক্তির স্পন্দন বৃদ্ধির জন্য আপনি নিম্নলিখিত বর্ণগুলি পোশাকে ব্যবহার করবেন, যথা—

বৃহস্পতি—সবস্তরের বেগুনি, হাল্কা থেকে গাঢ় অবধি যাবতীয় রং।

শুক্র—ফিকে থেকে গাঢ়তম সর্বস্তরের নীল রং।

এমেথিস্ট, সব বেগুনী পাথর, টারকুইজ ও নীল পাথর আপনার পক্ষে শুভ।

আপনার জীবনের উল্লেখযোগ্য বয়সগুলি যথাক্রমে—৩, ৬, ১২, ১৫, ২১, ২৪, ৩৩ ৩৬, ৪২, ৪৮, ৫১, ৬০, ৬৬, ৬৯।

বছরের যে কোনও মাসের ৩ ও ৬ এর ঘরে যথা—৩, ৬, ১২, ১৫, ২১, ২৪ ও ৩০শের জাতক আপনাকে আকৃষ্ট করবে প্রবলভাবে।

## যে সব বিখ্যাত লোকেরা এই তারিখে জন্মেছেন

| | |
|---|---|
| সম্মানিত জে এইচ টমাস ( রেলওয়ে ) | ৩রা অক্টোবর |
| হুগ্ চ্যালির্মার্স ( ব্যবসায়ী ) | ,, ,, |
| ওয়ার্নার ওল্যান্ড ( চলচ্চিত্র ) | ,, ,, |
| জর্জ ব্যানক্রফট্ ( ঐতিহাসিক ) | ,, ,, |
| সেন্ট সীনস্ ( গীতিকার ) | ,, ,, |
| বিকানীরের মহারাজা* | ,, ,, |

* বিকানীরের মহারাজা আমার ক্লায়েন্ট ছিলেন। তিনি আমার গণনা পদ্ধতিতে বিশ্বাস করতেন এবং তা মেনে চলতেন। তিনি আমাকে একটি সোনার সিগারেট কেস উপহার দেন। তার উপরে তাঁর নাম লেখা ছিল।

| | |
|---|---|
| ইলিনোরা ডিউস্ ( অভিনেত্রী ) | ৩রা অক্টোবর |
| রাম্‌সে ম্যাক্‌ডোনাল্ড ( প্রধানমন্ত্রী ) | ১২ই „ |
| সেণ্ট জন খ্র্যাচী ( ইংরেজ বক্তা ) | ২১শে „ |
| কাপার কগ্‌লীন ( নেতা ) | „ „ |
| স্যামুয়েল কোলেরিজ ( লেখক ) | „ „ |
| আলফাঁস লামার্টিন ( লেখক ও ঐতিহাসিক ) | „ „ |
| আলফ্রেড নোবেল ( ডিনামাইট আবিষ্কারক ) | „ „ |
| জন অ্যাডামস্ ( প্রেসিডেণ্ট ) | ৩০শে „ |
| আঞ্জেলিকা কভ্‌ম্যান্ ( চিত্রশিল্পী ) | „ „ |
| রিচার্ড ব্রিন্সলী শেরিডান ( নাট্যকার ) | „ „ |
| জো এইক্স ( চিত্রনাট্যকার ) | „ „ |
| গারট্রুড এথারটন ( লেখিকা ) | „ „ |

পঞ্চনবতিতম অধ্যায়

# অক্টোবর মাসের ৪, ১৩, ২২, ও ৩১ তারিখের জাতকগণ

এ মাসের ৪ সংখ্যার লোকেরা ঃ

যাঁরা জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর এই সময়ে জন্মগ্রহণ করেন কিরোর চ্যালদিন সংখ্যাতত্ত্বের নিয়মানুসারে ইউরেনাস, রবি, শুক্র ও শনি, ত্রিগুণাত্মক বায়ুর দ্বিতীয় ঘরের তুল্য চিহ্নের সবরকম প্রভাব তাঁদের উপর পড়বে।

অক্টোবরের জাতকদের সঙ্গে আপনার চারিত্রিক ও মানসিক গঠনের বর্ণনা পূর্বে করা হয়েছে। বিশেষতঃ আপনি যদি ৪, ১৩, ২২শে অক্টোবর জন্মগ্রহণ করেন, তবে ইউরেনাস ও শনির সমন্বিত প্রভাব আপনার জীবনে অসাধারণ সব ঘটনা ঘটাবে, যার উপর আপনার নিজের কোন হাত নেই।

নিষ্ক্রিয় শুক্র আপনার জীবনে প্রেম ও বিবাহ ব্যাপারে অস্বাভাবিক কিছু অভিজ্ঞতা আনবে। হয়তো অদ্ভুত বা ছিটগ্রস্ত ব্যক্তির প্রতি আপনি আকৃষ্ট হবেন, যিনি পার্থিব দিক থেকে আপনাকে সুখী করতে পারবেন না।

যদি কাউকে গভীরভাবে ভালবেসে থাকেন, তবে কোনও বিরুদ্ধ সমালোচনা আপনাকে টলাতে পারবে না। এ বিষয়ে নিজের জেদ বজায় রাখতে গিয়ে পরিবারের সঙ্গে কলহ ও বিচ্ছেদ হতে পারে। আপনার সঙ্গী-সাথীদের সঙ্গে চাঞ্চল্যকর ব্যাপারে জড়িয়ে পড়ে কলঙ্কের ভাগী হবেন, নিজে হয়তো সম্পূর্ণ নিরপরাধ হয়েও দোষের ভাগী হতে পারেন।

আপনার দৃষ্টিভঙ্গী চিরাচরিত চিন্তাধারা থেকে ভিন্ন। সাহিত্য ও শিল্পে আপনার অনুরাগ থাকতে পারে এবং তার সদ্ব্যবহার আপনি করতে জানেন।

বিবাহ, বন্ধুত্ব ও অংশীদারী কোনটাই আপনার সুখের নয়, অসম্ভব কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করে আপনাকে সুখের মুখ দেখতে হবে।

৩১শে অক্টোবর বৃশ্চিক সূচনায় জন্ম হলে ব্যক্তিগত সাফল্য ও জাগতিক উন্নতির সম্ভাবনা আরও বেশি।

৪, ১৩, ২২ ও ৩১শে অক্টোবরের জাতকগণ কয়েকটি আধিভৌতিক শক্তি, যথা—সম্মোহন বিদ্যা বা যোগাভ্যাস শক্তির অধিকারী হন।

অগ্নি, আগ্নেয়াস্ত্র, বিস্ফোরণকারী বস্তুজাত দুর্ঘটনা অথবা ঝঞ্ঝা, ঘূর্ণীবার্তা, বিদ্যুৎ বা বায়ু নির্ভর ভ্রমণ থেকে বিপদের সম্ভাবনা আপনার থাকবেই।

## অর্থ ভাগ্য

প্রথম জীবনে অর্থকষ্ট দেখা যায়। হয় পিতামাতা যথেষ্ট সংস্থান রেখে যেতে পারেন নি, নতুবা জীবিকার এমন কোন পথ নির্বাচন করেন, যেখানে স্বীয় কর্মক্ষমতা প্রকাশ করার সুযোগ কম। যাইহোক শেষের দিকে উন্নতির দেখা মেলে, বিশেষতঃ ২২ ও ৩১শে অক্টোবরের জাতকদের জীবনে। বিপদ এই যে যা তাঁরা উপার্জন করেন তার থেকে আখেরের সম্বল কিছু রাখতে পারেন না এবং প্রায়ই দারিদ্র্যের মধ্যে জীবন-দীপ নির্বাপিত হয়।

সব সময় নিজেকে হিসাব করে চললে তার ফল শুভ হবে, মনে রাখবেন। তা না হলে ফল অতি অশুভ।

## স্বাস্থ্য

৪ ও ১৩ অক্টোবরের জাতক সহসা মূর্চ্ছা রোগে আক্রান্ত হতে পারেন। কণ্ঠ, নাসিকা, মুখ ও দেহাভ্যন্তরে অস্ত্রোপচার হতে পারে। ২২ ও ৩.শে অক্টোবরের জাতক বাল্যে দুর্বল থাকেন, কিন্তু একত্রিশ বছর বয়স থেকে শক্তি সঞ্চয় করবেন।

৪, ১৩, ২২, ৩১শে অক্টোবরের জাতকদের পক্ষে ৪ ও ৮ ঘরের সংখ্যা স্মরণীয়। মাসের যে তারিখগুলির যোগফল ৪ ও ৮ যথা—৪. ৮, ১৩, ১৭, ২২, ২৬ ও ৩১ সেই দিনগুলি এ'দের জীবনে কার্যকরী।

৪, ৮, ১৩, ১৭, ২২, ২৬ ও ৩১শে অক্টোবরের জাতকদের প্রতি আমার উপদেশ এই যে তাঁরা যেন ১ ও ৬ ঘরের সংখ্যা ১, ৬, ১০, ১৫, ১৯, ২৪ ও ২৮ তারিখগুলির দিকে নজর রাখেন, এই নিয়মে চললে কিছুটা সুরাহা হতে পারে। ৪ বা ৮ সংখ্যা কিন্তু কদাপি নয়।

নিম্নলিখিত বর্ণগুলি আপনি ব্যবহার করে সুফল পেতে পারেন, যথা—

সব স্তরের সোনালী, কমলা ও সোনালী খয়ের।

নীলের সব স্তর, ফিকে এবং গাঢ়।

পোখরাজ, হীরক, টারকুইজ আপনার পক্ষে শুভ রত্ন।

আপনার জীবনের প্রধান বর্ষগুলি ( নিজের এক্তিয়ারের বাইরে ) যথাক্রমে—৪, ৮, ১৩, ১৭, ২২, ২৬, ৩১, ৩৫, ৪০, ৪৪, ৪৯, ৫৩, ৫৮, ৬২, ৭১, ৭৬ ও ৮০।

৪ ও ৮ ঘরের জাতক যথা—৪, ৮, ১৩, ১৭, ২২, ২৬ ও ৩১শে যাদের জন্ম, তাঁরা আপনাকে আকর্ষণ করবেন বিপুলভাবে।

### যে সব বিখ্যাত লোকেরা এই তারিখে জন্মেছেন

| | |
|---|---|
| বি হেইস্ রাদারফোর্ড ( মার্কিন প্রেসিডেন্ট ) | ৪ঠা অক্টোবর |
| ক্রিস্পী ( দেশপ্রেমিক ) | " " |
| স্যার হোরেসী প্লান্কেট ( কৃষি বিপ্লবী ) | " " |
| জীন্ মীলার ( চিত্রশিল্পী ) | " " |
| আইরিন্ রীচ্ ( অভিনেত্রী ) | " " |
| লিলি ল্যাংট্রি ( অভিনেত্রী )* | ১৩ই অক্টোবর |
| রেভাঃ হেনরী অ্যান্ট্রিন ( নেতা ) | " " |
| লর্ড অ্যাল্ফ্রেড্ ডগ্লাস্ ( কবি ) | ২২শে " |
| মিসেস্ এমিলি ব্রমস্ ( ধনী নারী দুর্ঘটনায় মৃত্যু ) | " " |
| কন্স্ট্যাম্সী বেনেট্ ( চলচ্চিত্র ) | " " |
| ফ্রান্সিস ড্রেক ( চলচ্চিত্র ) | " " |
| উইলিয়াম হর্বেল ( জ্যোতির্বিদ ) | " " |
| এণ্টয়েন বীসেক্ ( বিপ্লবী ) | " " |
| ফ্রান্জ লীট্জ্ ( বিখ্যাত গীতিকার ) | " " |
| সারা বার্নার্ড ( বিখ্যাত অভিনেত্রী )** | " " |
| ক্রিস্টোফার অ্যান্স্টে ( কবি ) | ৩১শে " |
| এডল্ক্ বেয়ার ( বিজ্ঞানী ) | " " |

### ষষ্ঠনবতিতম অধ্যায়

## অক্টোবর মাসের ৫, ১৪ ও ২৩ তারিখের জাতকগণ

এ মাসের ৫ সংখ্যার লোকেরা ঃ

যাঁরা জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর এই সময়ে জন্মগ্রহণ করেন, তাঁরা কিরোর চ্যালদিন সংখ্যাতত্ত্বের নিয়মানুসারে বুধ, শুক্র, শনি ত্রিগুণাত্মক বায়ুর দ্বিতীয় ঘরের তুলা চিহ্নের সবরকম প্রভাব দ্বারা চালিত হন।

* লিলি ল্যাংট্রির জীবনে আমার ভবিষ্যদ্বাণী কেমন সফল হয়েছিল তা আমার আত্মজীবনী গ্রন্থে লেখা হয়েছে।

** সারা বার্নার্ড সম্পর্কে আমার সব কথা আমার আত্মজীবনীতে লেখা হয়েছে।

অক্টোবরের জাতকদের সঙ্গে আপনার চারিত্রিক ও মানসিক গুণাবলী পূর্বেই বর্ণনা করা হয়েছে। আপনার জীবনে এই বিচিত্র গ্রহ সমন্বয় আপনার চারিত্রিক দৃঢ়তা বৃদ্ধি করবে।

নিষ্ক্রিয় শুক্র ও উধর্বমুখী শনি আপনার জীবনে প্রেমের ক্ষেত্রে যথেষ্ট গোলযোগ সৃষ্টি করবে।

জীবনের অধিকাংশ কাল পিতা-মাতা বা কোন আত্মীয়ের প্রতি কর্তব্য বোধে স্বার্থত্যাগ করতে বাধ্য হবেন এবং সেই মহান অনুভূতির পায়ে স্বীয় উচ্চাশা জলাঞ্জলি দেবেন।

আপনি জানেন জনসাধারণের তুলনায় আপনার মানসিক উৎকর্ষতা অনেক বেশি এবং সুযোগ ঘটলে বিকশিত প্রতিভাবলে বহির্জগতে প্রশংসা লাভ করতে পারেন। এই জন্য জীবনের সব সাধ বিসর্জন দিয়ে বসে থাকা আপনার পক্ষে কষ্টকর হবে।

আপনার রুচি মার্জিত, কোন রকম রুক্ষতা বা অশ্লীলতা আপনার বরদাস্ত হয় না। অপরের দুঃখে করুণা ও সহানুভূতির অভাব হয় না। কিন্তু স্থির মস্তিষ্কে বিচার বুদ্ধি জাগ্রত থাকে। আপনার ব্যবহার শান্ত ও সহজ। কিন্তু সেই সঙ্গে কঠোর নীতিজ্ঞান ও মর্যাদাবোধ আছে। আপনি আপনার চারিদিকে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে চান।

নীতিবোধ অক্ষুণ্ন রেখে অবিচারের বিরুদ্ধে আমরণ লড়তে পারেন। যদিও বিবাদ বা রক্তপাত আপনি একেবারেই পছন্দ করেন না।

অক্টোবরের এই সময়ের জাতকের প্রতিভা বহুমুখী এবং মানিয়ে নেবার ক্ষমতা অসীম। হাতের কাছে যে কোনও কাজ পেলে আপনি তাতেই মেতে উঠেন।

ব্যক্তি ও পরিস্থিতির সঙ্গে সহজে মানিয়ে নিতে পারেন। কেবলমাত্র রুক্ষ, অমার্জিত রুচিসম্পন্ন ব্যক্তি ভিন্ন সবার সঙ্গে মিশতে পারেন এ'রা। অট্টালিকা বা পর্ণ কুটীর—সর্বত্র এ'রা মানিয়ে নিতে পারেন অতি সহজে। সম্পদে স্পৃহা কম, কিন্তু ভবিষ্যতের বিষয়ে সচেতন। এই কারণে মিতব্যয়ী ও সাবধানে শেষের সঞ্চয় গুছিয়ে রাখা পছন্দ করেন আপনি।

তুলা চিহ্নের ঠিক মধ্যভাগে ১৪ই অক্টোবর জন্মগ্রহণ করলে ৫ ও ২৩ তারিখের জাতকের চেয়ে বেশ পরিমাণে এইসব গুণের অধিকারী হবেন। কিন্তু ঠিক এই কারণেই জীবনে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন বেশি এবং আত্মীয়-স্বজনের কল্যাণার্থে নিজেরা বঞ্চিত করবেন নিজেদের সুযোগের যদি সদ্ব্যবহার না করেন।

সাহিত্য সমালোচক ও প্রুফ-রিডার হিসাবে এ'রা অতি উত্তম এবং সুসাহিত্যিক হতে পারেন। যদি নিজেদের এইদিকে নিয়োজিত করেন।

১৪ই অক্টোবর তারুণ্য ও আনন্দময় প্রকৃতি বজায় রাখতে সহায় হয়। এই সময়ের জাতকগণ আপন আপন জীবনদর্শন রচনা করেন, যার ফলে বয়সকালেও এ'দের বৃদ্ধ মনে হয় না এবং মনের দিক দিয়ে সর্বদাই তরুণ থাকেন।

## অর্থ ভাগ্য

৫, ১৪ ও ২৩শে অক্টোবরের জাতক অর্থ সম্বন্ধে অপরকে উপদেশ দিয়ে থাকেন, কিন্তু নিজেরা সেভাবে চলেন না।

২৩ থেকে ৫০ বছর অবধি কোনও পেশা অবলম্বন করেন অথবা মননশীলতার সাহায্যে যথেষ্ট অর্থোপার্জন করেন। অর্থ নিয়োজিত বা কার্যকরী করার সম্বন্ধে এঁদের অনেক উচ্চ ধারণা আছে, কিন্তু যত অর্থই উপার্জন করুন না কেন বার্ধক্যের জন্য প্রায় কিছুই সরিয়ে রাখতে পারেন না।

## স্বাস্থ্য

৫, ১৪ ও ২৩শে অক্টোবরের জাতক সাধারণতঃ স্নায়বিক দুর্বলতায় ভোগেন এবং কদাচিৎ তাঁদের স্বাস্থ্য ভাল হয়, কিন্তু সূক্ষ্ম দেহে রোগের সঙ্গে যুঝতে পারেন বেশি। সারাজীবনই নানারকম পৌত্রিক ব্যামোতে এঁরা ভোগেন, বিশেষতঃ পরিপাকশক্তি এঁদের দুর্বল হয়। সাধারণ মানুষের খাওয়া-দাওয়া এঁদের সহ্য হয় না, এ বিষয়ে এঁরা যদিও যথেষ্ট সতর্ক।

চোখ নাচা, মুখ হাত ও পায়ের শিরায় এঁদের টান ধরে। জিহ্বা ও মুখের চোয়াল আটকে যাবার আশঙ্কা থাকে এবং মাঝে মাঝে স্নায়ুর ব্যথায় কষ্ট পেতে পারেন।

৫, ১৪ ও ২৩শে অক্টোবরের জাতকদের পক্ষে ৫ বা ৬ ঘরের সংখ্যা—৬, ১৫ ও ২৪ তারিখ খুব শুভ।

আর সকলের মত রং বা পাথর আপনার তেমন কাজ লাগবে না। যদি আদৌ কাজে লাগে, তবে সব ফিকে রং ও হীরা এবং অন্যান্য উজ্জ্বল পাথর আপনার পক্ষে শুভ।

৫, ১৪, ২৩, ৩২, ৪২, ৫০, ৬৮, ৭৭, ৮৬ ও ৯৫ বছরগুলি আপনার মনে রাখবার মতন হবে।

বছরের যে কোন মাসের ৫, ৬ ও ৮ ঘর, যথা—৫, ৬, ৮, ১৪, ১৫, ১৭, ২৩, ২৪ ও ২৬ তারিখের জাতক আপনাকে আকর্ষণ করবেন চুম্বকের মতন। কিন্তু তা সত্ত্বেও আপনি ঠিক বিশ্লেষণ করে চলবেন বা কাজে এগোবেন।

বিপরীত সংখ্যা ২, ৭, ৯ প্রভৃতির লোকদের দ্বারা কিন্তু আপনার ক্ষতি হতে পারে যদি আপনি ও বিষয়ে মনসংযোগ না করেন। তাই সব সময় এই দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা আপনার কর্তব্য।

### যে সব বিখ্যাত লোকেরা এই তারিখে জন্মেছেন

| | |
|---|---|
| জন্ আসকিন্ ( লেখক ) | ৫ই অক্টোবর |
| চেস্টার এ আর্থার ( প্রেসিডেন্ট ) | ” ” |
| টি. পি. ওকোনার ( সাংবাদিক ) | ” ” |
| স্যার জোসেফ ষ্টিভন্ ( কমিশনার ) | ” ” |

| | |
|---|---|
| লিলিয়াম গীস ( অভিনেত্রী )* | ১৪ই অক্টোবর |
| উইলিয়াম পেন্ ( আবিষ্কর্তা ) | „ „ |
| লেক্ ফিল্ডস্ ( চিত্রশিল্পী ) | „ „ |
| স্যার উইলিয়াম হার কোর্ট | „ „ |
| লিলিয়ান টাস্ম্যান্ ( অভিনেত্রী ) | ২৩শে „ |
| রবার্ট ব্রিজেস ( কবি ) | „ „ |

## সপ্তনবতিতম অধ্যায়

# অক্টোবর মাসের ৬, ১৫, ২৪ তারিখের জাতকগণ

এ মাসের ৬ সংখ্যার লোকেরা ঃ

যাঁরা জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর এই সময় জন্মগ্রহণ করেন তাঁরা কিরোর চ্যালদিন সংখ্যাতত্ত্বের নিয়মানুসারে শুক্র, শনি, ত্রিগুণাত্মক বায়ুর দ্বিতীয় কক্ষের তুলা চিহ্নের সব রকম প্রভাব দ্বারা চালিত হবেন।

অক্টোবরের জাতকদের সঙ্গে আপনার চারিত্রিক ও মানসিক গঠনের বর্ণনা পূর্বে করা হয়েছে। বছরের এই সময়ের নিষ্ক্রিয় শুক্র আপনার জীবনে বিশেষ ক্রিয়া করবে। আপনার বন্ধু গোষ্ঠী বিরাট. আপনি সকলের প্রিয়। আপনার আকর্ষণী শক্তি প্রবল এবং বিপরীত লিঙ্গের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করবেন। আপনি অতিথিবৎসল, সেই হেতু আপনার খরচও বেশি তবে অপচয় করেন না। কারণ অতি সামান্য জিনিস দিয়ে অনেক কিছু দেখাবার ক্ষমতা আপনার আছে।

একাধিক প্রেম বা বিবাহ আপনার হতে পারে, কিন্তু সর্বত্রই হতাশা, বহুবিধ পরীক্ষা ও আশ্চর্য অভিজ্ঞতার সম্মুখীন আপনার বিধির লিখন।

নিজের প্রতিভাবলে সমাজে নিজের এক বিশিষ্ট স্থান করে নেবেন এবং অর্থবান ও পদস্থ ব্যক্তিরা আপনার প্রতি আকৃষ্ট হবেন।

সাহিত্য, সঙ্গীত, অঙ্কন, কবিতা, অভিনয়, এক কথায় সব চারু শিল্পের প্রতি আপনার আকর্ষণ আছে, নিজ হাতে কিছু না করলেও অপরকে উৎসাহ দিতে পারেন এবং কোনও শিল্পীর গুণমুগ্ধ হলে, তাকে আশ্রয় দিতে পারেন। নিজ জীবনে শিল্পকে গ্রহণ করলে—যথেষ্ট সার্থকতা লাভ হ'তে পারে কিন্তু আপনার।

### অর্থ ভাগ্য

আপনি অর্থ নিয়োগ করলে লাভবান হবেন। তবে আপনাকে স্বাধীনভাবে

* লিলিয়ান গীস্ হলিউডের একজন বিখ্যাত অভিনেত্রী। তাঁকে বলা হতো আমেরিকার সারা বার্নাড। তিনি আমার একজন বিশ্বাসী অনুরাগী ছিলেন এবং আমার নির্দেশ অনুসরণ করে প্রচুর লাভবান হন। তিনি পরদুঃখকাতর, পরোপকারী প্রকৃতির ছিলেন।

অগ্রসর হ'তে হবে। ভাল অংশীদার পাবেন। এবং ব্যবসার ক্ষেত্রে জনসাধারণের সংস্পর্শে এলেও নিয়তি সদয় থাকবে।

**স্বাস্থ্য**

সহজে রোগমুক্তি হয় বলে আপনার অসুস্থতা কম। তবে দেহের কোথাও যদি ঘর্ষণ লাগে, সেখানে টিউমার হবার আশঙ্কা থাকবে। অল্প বয়সে টনসিল, জিহ্বার পশ্চাতে বা কণ্ঠের ব্যাধি হতে পারে।

৩ ও সেই পর্যায় সংখ্যা, যথা—৬ ১১ ও ২৪ এবং বছরের যে কোন সময়ে বিশেষতঃ মে ও অক্টোবর মাসের ঐ তারিখগুলি আপনার পক্ষে শুভ।

গ্রহ আকর্ষণী শক্তির স্পন্দন বৃদ্ধির জন্য নিম্নলিখিত রংগুলি আপনাকে পোশাকে ধারণ করতে পারেন যথা—

রবি সোনালী, হলুদ, কমলা থেকে শুরু করে হলদেটে সোনালী।

শুক্র—ফিকে থেকে শুরু করে সব নীল রং।

হীরক, পোখরাজ, এ্যাম্বার ও টারকুইজ আপনার পক্ষে কল্যাণকর রত্ন।

আপনার জীবনের শ্রেষ্ঠ বয়সগুলি যথাক্রমে—৬, ১৫, ২৪, ৩৩, ৪২ ৫১, ৬০ ও ৬৯।

যে কোনও মাসের ৬-এর ঘর, যথা—৬, ১৫ ও ২৪ তারিখের জাতক আপনাকে আকৃষ্ট করে প্রবলভাবে।

**যে সব বিখ্যাত লোকেরা এই তারিখে জন্মেছেন**

| | | |
|---|---|---|
| স্যামুয়েল সার্ভিন (লেখক) | ৬ই | অক্টোবর |
| হেলেন উইলস্ (খেলোয়াড়) | ,, | ,, |
| ক্যারোল লম্বার্ড (চলচ্চিত্র) | ,, | ,, |
| জ্যানেট গেনর ( ,, ) | ,, | ,, |
| নেভিল ম্যাস্কেলিন (জ্যোতির্বিদ) | ,, | ,, |
| জেনী লিণ্ডা (গায়িকা) | ,, | ,, |
| পি. জি. উডহাউস (লেখক) | ১৫ই | ,, |
| ইনা ক্লেয়ার (অভিনেত্রী)* | ,, | ,, |
| নায়েৎজাস্ক (কবি ও দার্শনিক) | ,, | ,, |
| জেমস্ ২ (ইংলণ্ড রাজ) | ,, | ,, |
| সিবিল্ থর্নডিক (ইংরেজ অভিনেত্রী) | ২৪শে | ,, |
| ব্যাকুইস্ ইন্অাড (বিজ্ঞানী) | ,, | ,, |
| ভিক্টোরিয়া (স্পেনের রাণী) | ,, | ,, |

* বিখ্যাত অভিনেত্রী ইনা ক্লেয়ার আমার সঙ্গে অনেকবার দেখা করেন হলিউডে। তিনি খুব সুন্দরী ছিলেন কিন্তু প্রেমের ব্যাপারে ব্যর্থ হন। শেষে তিনি বিবাহ-বিচ্ছেদ করে অভিনয় জীবনের কাজ করে চলেন।

অষ্টনবতিতম অধ্যায়

## অক্টোবর মাসের ৭, ১৬ ও ২৫ তারিখের জাতকগণ

এ মাসের ৭ সংখ্যার লোকেরা ঃ

যাঁরা জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর এই সময়ে জন্মগ্রহণ করেন, তাঁরা কিরোর চ্যালাদিন সংখ্যাতত্ত্বের নিয়মানুসারে নেপচুন, শুক্র ও শনি, ত্রিগুণাত্মক বায়ুর দ্বিতীয় ঘরে তুলা চিহ্নের সবরকম প্রভাব দ্বারা চালিত হ'ন। কিন্তু যদি ২৫শে অক্টোবর জন্ম হয়, তবে আগন্তুক বৃশ্চিক চিহ্নের প্রভাবে আপনার স্বভাব ৭ ও ১৬ তারিখের জাতকদের চেয়ে ভিন্ন হবে।

অক্টোবর মাসের জাতকদের সঙ্গে আপনার স্বভাব চরিত্রের বিষয় পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে।

এই তারিখগুলিতে জন্মগ্রহণ করে ভগবানপ্রদত্ত প্রতিভার অধিকারী হওয়া যায় এবং যদি "ভারসাম্য বজায় রাখতে পারেন", তবে যে পথই বেছে নেন না কেন আশ্চর্য ফল পাবেন। বিশেষতঃ কল্পনা রাজ্যে যথা—কবিতা, সাহিত্য, অংকন, সঙ্গীত আদি যাবতীয় সূক্ষ্ম শিল্পের জগতে এ'দের অবাধ গতি।

১৬ই অক্টোবর তুলা চিহ্নের ঠিক মধ্যে অবস্থিত, সেইজন্য ৭ ও ২৫শের জাতকদের চেয়ে অনেক বেশি তাড়াতাড়ি ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন। ৭ই অক্টোবরের জাতক অত্যধিক স্পর্শকাতর, সেইজন্য কোন কাজে নিজেদের জাহির করেন না; আবার ২৫শে অক্টোবরের জাতক বৃশ্চিক রাশির অগ্রগতির মধ্যে পড়ে অনেক বেশি দুঃসাহসী ও খেয়ালী হ'ন। ৭, ১৬ ও ২৫শে অক্টোবরের জাতকগণ অসাধারণ কিছু করতে সব সময় ব্যগ্র হ'ন। এইজন্য এ'রা বিরূপ সমালোচনা, লোকনিন্দা ও প্রকাশ্য কলংকের ভাগী হ'ন। বিবাহ, সখ্যতা ও ব্যবসায়ের অংশীদার এই রাশির পক্ষে অনুকূল নয়, যদি না খুব সতর্কতার সঙ্গে অগ্রসর হওয়া যায়।

### অর্থ ভাগ্য

৭, ১৬ ও ২৫শে অক্টোবরের জাতকদের অর্থভাগ্য বড় বেশি পরিবর্তনশীল। কখনও বা অনেক টাকা কখনও বা একেবারে পথে বসে যেতে হয়। অর্থনিয়োগ ব্যাপারে এ'দের সাবধান হওয়া উচিত কারণ অসৎ ব্যক্তি এ'দের অর্থ আত্মসাৎ করতে পারে। আমার মতে সরকারী বণ্ড কিনে অল্প সুদে কাজ চালানো উচিত এবং বার্ধক্যের জন্য বীমা করে রাখা উচিত।

### স্বাস্থ্য

এ সময়ের জাতকদের স্বাস্থ্য ঘটিত বিচিত্র অভিজ্ঞতা হওয়া স্বাভাবিক। কখনও বা আহারে বিষক্রিয়া হ'তে পারে, ভুল ক্রমে আপনার আহার্যে বিষ মিশ্রিত হ'তে পারে অথবা নিজ অসাবধানতাবশতঃ বিষ খেয়ে ফেলতে পারেন। কিডনী, লিভার, প্লীহা ও এ্যাপেণ্ডিক্স ব্যাধিগ্রস্ত হ'তে পারে। ৭, ১৬ ও ২৫শে অক্টোবর জন্ম হ'লে ২—৭

সংখ্যা এবং সেই পর্যায়ের সংখ্যা ও তারিখ, যথা—২, ৭, ১১, ১৬, ২০, ২৫ ও ২৯ আপনার কাজে লাগবে। এই তারিখগুলি আপনার বিশেষ কর্ম ও সাক্ষাৎকারের জন্য বেছে নেবেন ও এই নম্বরের বাসা খুঁজে নেবেন।

গ্রহ আকর্ষণী শক্তির স্পন্দন বৃদ্ধির জন্য নিম্নলিখিত রংগুলি পোশাকে ব্যবহার করবেন।

চন্দ্র—সব স্তরের সবুজ, ফিকে বাদামী ও সবুজ।

নেপচুন—কপোত ধূসর, হালকা রং ও বিদ্যুৎ বর্ণগুলি।

শুক্র—ফিকে থেকে শুরু করে গাঢ়তম সব স্তরের নীল রং।

সবুজ জেড্, মুক্তা, মুনস্টোন ও টারকুইজ আপনার পক্ষে শুভ।

আপনার জীবনের প্রধানতম বয়সগুলি যথাক্রমে—২, ৭, ১১, ১৬, ২০, ২৫, ২৯, ৩৪, ৩৮, ৪১, ৪৭, ৫২, ৫৬, ৬১ ৬৫, ও ৭০।

যে কোন মাসের ২, ৭, ১১, ১৬, ২০, ২৫ ও ২৯শের জাতক আপনাকে আকর্ষণ করবে এবং আপনার পক্ষে তারা মঙ্গলজনক।

### যে সব বিখ্যাত লোকেরা এই তারিখে জন্মেছেন

| | |
|---|---|
| হেনরী ও ওয়ালেস্ ( সম্পাদক ) | ৭ই অক্টোবর |
| স্যার র‍্যালফ্ অ্যাবার কম্বী ( সৈনিক ) | ,, ,, |
| উইলিয়াম লর্ড ( আর্চবিশপ ) | ,, ,, |
| রবার্ট লিওনার্ড ( চিত্র পরিচালক ) | ,, ,, |
| আল্‌ফ্রেড্ বসম্ ( ভাস্কর ) | ১৬ই ,, |
| স্যার অস্টেন চেম্বারলেন* | ,, ,, |
| ইউজিন্ ওনীল ( নাট্যকার ) | ,, ,, |
| অস্কার ওয়াইল্ড** | ,, ,, |
| রীয়ার এড্‌মিরাল বার্ড ( আবিষ্কারক ) | ২৫শে ,, |
| প্রাইমা কারণেরা ( মুষ্টি যোদ্ধা ) | ,, ,, |
| টমাস্ ম্যাকউল ( ঐতিহাসিক ) | ,, ,, |

* অস্টেন চেম্বারলেন বিখ্যাত রাজনীতিবিদ্। আমি তাঁর কাছে যাই তাঁর বাবা বিখ্যাত জোসেফ চেম্বারলেনের সঙ্গে। আমার কথামত তিনি মিলিয়ে দেখেন যে পিতার হস্তরেখার সঙ্গে তাঁর হস্তরেখার আশ্চর্য মিল আছে। তিনিও পিতার মতই বিখ্যাত রাজনীতিবিদ্ হন এবং প্রচুর খ্যাতি অর্জন করেন।

** অস্কার ওয়াইল্ড বিখ্যাত লেখক—প্রথমে পর্দার ফাঁক দিয়ে আমাকে হাত দেখান। তখনই আমি বলি যে এটি একটি রাজার হাত—কিন্তু, রাজা স্বেচ্ছায় নির্বাসন বরবেন। আমার নিষেধবাণী সত্ত্বেও তিনি পরে বৈপ্লবিক কাজকর্ম করেন এবং তার ফলে তাঁর সারা জীবন দুঃখে অতিবাহিত হয়।

### উনশততিতম অধ্যায়

## অক্টোবর মাসের ৮, ১৭, ২৬ তারিখের জাতকগণ

**এই মাসের ৮ সংখ্যার লোকেরা ঃ**

যাঁরা জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর এই সময়ে জন্মগ্রহণ করেন তাঁরা কিরোর চ্যালদিন সংখ্যা-তত্ত্বের নিয়মানুসারে শনি, শুক্র ত্রিগুণাত্মক বায়ুর দ্বিতীয় ঘরের তুলা চিহ্নেব সব রকম প্রভাব দ্বারা চালিত হন। ২৬শে অক্টোবরের জাতক আগন্তুক বৃশ্চিক চিহ্নের প্রভাবে ৮ ও ১৭ তারিখের জাতকদের তুলনায় অধিক ভাগ্যের অধিকারী হন।

অক্টোবরের জাতকদের সঙ্গে আপনার চারিত্রিক ও মানসিক গঠনের বর্ণনা পূর্বে দেওয়া হয়েছে। উত্তরাধিকার সূত্রে অর্থলাভ না হলে জীবন এঁদের কষ্টকর। অর্থের জন্য প্রচুর কষ্ট করতে হবে।

মনের প্রসার বেশি হলে সামাজিক জীবন-যাপনের চেয়ে পড়াশুনা নিয়ে থাকতে এঁরা বেশি ভালবাসেন। অক্টোবরের এই তারিখগুলিতে জন্ম হলে, বৈজ্ঞানিক, চিকিৎসক ও আইনজ্ঞ হতে পারেন উঁচু দরের।

মহিলারা বিদ্যানুরাগী হন। সমাজ সংস্কার বিষয়ে রচনা লিখে থাকেন অথবা জনতা সম্পর্কিত সুদূর প্রসারী কোন রাজনৈতিক বিষয়ে আগ্রহান্বিত হন। যদি মনে হয় কোন কাজে জনসাধারণের মঙ্গল হবে, তবে তিনি মনপ্রাণ ঢেলে সেই কাজ করেন।

নর-নারী উভয়েই এমন কোনও কর্মক্ষেত্র বেছে নেন যেখানে নানান মতের বিরুদ্ধে কাজ করতে হয়।

সম্পদের অধিকারী হলে এঁদের অর্থ হাসপাতাল নির্মাণ, বৈজ্ঞানিক গবেষণার উন্নতি সাধন অথবা সমাজ সংস্কারের কাজে লাগে।

অক্টোবরের এইসব তারিখের জাতকদের বহু কষ্ট ভোগ করতে হয়, যথা—প্রিয়-জনের মৃত্যু, পিতা-মাতার ব্যাধি বা পারিবারিক যোগাযোগ বিচ্ছিন্নতাজনিত দুঃখ এঁরা পান।

এই সময় শনি এত শক্তিমান যে ৮, ১৭ ও ২৬শে অক্টোবরের জাতক বহু উচ্চপদে আরোহণ করেও শেষ বয়সে সব হারাতে পারেন। উপরন্তু কলঙ্কের ভাগী হতে হয়।

যদি পরাধীনভাবে চাকুরী করতে হয়, তবে কদাচিত আরামদায়ক পরিবেশ পান এবং বিশেষ অশান্তি ভোগ করেন। লোকে ভুল বোঝে এবং শান্ত গম্ভীর স্বভাব হওয়ার দরুন আত্মপক্ষ সমর্থন করতে পারেন না। চাকুরীজীবী হিসাবে মালিকের ব্যবহার রুক্ষ হতে পারে এবং চুক্তি ভঙ্গের মনোবেদনাও পেতে পারেন।

#### অর্থ ভাগ্য

উত্তরাধিকার সূত্রে অর্থপ্রাপ্তি না হলে ভাগ্য বিমুখ। উপার্জন করা অর্থ অতি-রিক্ত-দায়িত্বের কারণে জমে না কিছুই। ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অতি সুচেতন হয়ে অর্থ এমন

স্থানে এ'রা লুকিয়ে রাখেন যে প্রায়ই তা হারিয়ে যায়। অথবা ডাকাতে লুঠে নেয়। জুয়া খেলা, ফাটকার দিকে যাওয়া এ'দের ভুল হবে। নামী ডাক্তার, বৈজ্ঞানিক বা আইনজীবী হলেও এ'রা শ্রমের উপযোগী অর্থ পান না।

## স্বাস্থ্য

৮, ১৭ ও ২৬শে অক্টোবরের জাতক মানসিক বিষাদের ফলে বহু ব্যাধি সৃষ্টি করে। কেউ তাঁদের উপর অন্যায় করলে—সে সব চিন্তা মনে থেকে সহজে সরে না। অনেক সময়ে নিজেদের শহীদ মনে করেন।—নিজেদের উপর অবিচার করা হয়েছে এই চিন্তা পেয়ে বসে কথাটা অনেক সময় সত্য হলেও বেশির ভাগই কাল্পনিক। সবচেয়ে বিপদ হলো এই যে, বিপদ এতখানি মনকে আচ্ছন্ন করে যে, শারীরিক ও মানসিক ব্যাধিতে দাঁড়িয়ে যায়।

সাধারণতঃ এ'দের স্বাস্থ্য একটু অন্য রকম। সহজে হজম হয় না দুর্বল পরিপাক শক্তি, কোষ্ঠবদ্ধতা, শ্লথ যকৃত, অসম্ভব শিরঃপীড়ায় কষ্ট পান এ'রা। বহির্জীবন এ'দের স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল, বেশি পরিমাণে শারীরিক ব্যায়াম, সহজ পাচ্য যথেষ্ট ফল ও আনাজ উপকার করে।

উপরোক্ত তারিখগুলিতে জন্ম হলে ৪ ও ৮ তারিখ দুটি বারবার আপনার জীবনে দেখা দেবে। আপনার জীবিকা ক্ষেত্রে ও ব্যক্তিগত জীবনে এই দুটি সংখ্যা পর্যায়ের তারিখ বিশেষ কার্যকরী। নিজের অজান্তে এই পর্যায়ের বিশিষ্ট নম্বর বাড়ীগুলির দিকে আপনার ঝোঁক হবে।

৪, ৮, ১৩, ১৭, ২২, ২৬ ও ৩১ তারিখ ও সেই তারিখের জাতকরা আপনাকে আকর্ষণ করবে। আপনার জীবনের তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনাগুলি ঐ দিনগুলিতে ঘটবে।

কালো মুক্তা, কালো হীরা এবং সব ঘন বর্ণের পাথর আপনার পক্ষে শুভ। আপনার জীবনের শ্রেষ্ঠ বয়সগুলি যথাক্রমে—৮, ১৭, ২৬, ৩৫, ৫৪, ৫৩, ৬২, ৭১ ও ৮০।

আপনার সব সময় মনে রাখা উচিত যে, আপনার ভাগ্য হলো সংগ্রামী ভাগ্য। সংগ্রামই আপনার জীবন। সংগ্রাম ছাড়া উন্নতির কোনও সুযোগ নেই। তাই কষ্টকে জীবনে বড় করে কখনো দেখবেন না। কষ্ট বরণ করে নিয়ে এগিয়ে গেলেই হবে উন্নতি।

## যে সব বিখ্যাত লোকেরা এই তারিখে জন্মেছেন

| | |
|---|---|
| 'এডি' বিকেনবেকার (বৈজ্ঞানিক) | ৮ই অক্টোবর |
| ন্যান্সি ও' নীল (চলচ্চিত্র) | " " |
| এলিনর গ্লীন (লেখক)* | ১৭ই " |

*মিসেস্ গ্লীন্ একজন নামী লেখিকা ছিলেন। তিনি আমার সঙ্গে কয়েকবার দেখা করেন। তিনি জ্যোতিষ, আধিভৌতিক বিদ্যা ইত্যাদিতে প্রচুর বিশ্বাসী ছিলেন।

| | |
|---|---|
| স্যার জন বোরিং ( অর্থনীতিবিদ্ ) | ১৭ই অক্টোবর |
| ক্লড্ সেণ্ট সাইমন্ ( সমাজতন্ত্রবিদ্ ) | ,, ,, |
| জ্যাকী কুগ্যান ( চলচ্চিত্র ) | ২৬শে ,, |
| এইচ. বি ওয়ার্নার ( চলচ্চিত্র প্রযোজক ) | ,, ,, |
| ড্যাল্টন্ ( বিপ্লবী ) | ,, ,, |
| ভন্ মল্টকী ( ফিল্ড মার্শাল ) | ,, ,, |
| ডন্ সাইগনুয়েল ( পর্তুগালের রাজ্য সন্ধানী ) | ,, ,, |
| ডব্লিউ. কে. ভ্যানডারবিল্ট ( পুঁজিপতি ) | ,, ,, |

## শততম অধ্যায়

# অক্টোবর মাসের ৯, ১৮ ও ২৭ তারিখের জাতকগণ

এই মাসের ৯ সংখ্যার লোকেরা ঃ

যাঁরা জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর এই সময়ে জন্মগ্রহণ করেন, কিরোর চ্যালদিন সংখ্যাতত্ত্বের নিয়মানুসারে তাঁরা মঙ্গল, শনি, শুক্র, ত্রিগুণাত্মক বায়ুর দ্বিতীয় ঘরের তুলা চিহ্নের সব রকম প্রভাব দ্বারা চালিত হবেন। ২৭ তারিখের জাতক আগন্তুক বৃশ্চিক মঙ্গল ( নেতি) কক্ষে ৯ সংখ্যাব অন্তর্গত হয়ে অতিরিক্ত মঙ্গলের প্রভাব পান।

৯, ১৮ ও ২৭শে অক্টোবরের জাতকদের চারিত্রিক ও মানসিক গঠনের বর্ণনা অক্টোবরের জাতকদের সঙ্গে পূর্বেই বর্ণনা করা হয়েছে। এঁদের জীবনে মঙ্গলের প্রভাব বিশেষভাবে প্রকট হবে।

আপনি হিতাহিত জ্ঞানশূন্য, খামখেয়ালী ও হঠকারী। তার্কিক স্বভাব এবং স্বীয় মতামত সমর্থনের ব্যগ্রতায় আপনি শত্রু সৃষ্টি করবেন।

বাক্যে সংযম ও কর্মে চাতুরী অভ্যাস করলে আপনার মঙ্গল হবে। স্বভাবগুণে বিশিষ্ট আইনজ্ঞ বা তর্কচঞ্চু হ'তে পারেন, কিন্তু বিরুদ্ধ সমালোচনায় আপনার ব্যবসায়িক ক্ষতি হওয়া সম্ভব।

মঙ্গল গ্রহের কৃপায় অস্ত্রোপচারের ছুরি আপনার হাতে ভাল চলবে, এই জন্য আপনি ভাল সার্জন হতে পারেন। এসব বিষয়ে আপনার মস্তিষ্ক যথেষ্ট সক্রিয়। নতুন ধারণা গ্রহণ করতে আপনার অসুবিধা হয় না, কিন্তু নিজের মতামত সম্বন্ধে আপনি এত জেদি যে প্রতিবাদ উঠতে বাধ্য।

আপনি উদ্যোগী ব্যবসায়ী কিন্তু সর্বক্ষেত্রে আপনার প্রতিযোগী শত্রুতা করতে উদ্যত। বৃহৎ প্রতিষ্ঠানে শীর্ষে আরোহণ করতে পারেন, কিন্তু সেখানেও অধস্তন কর্মচারীরা বিদ্রোহ, হরতাল এমন কি আপনার প্রাণনাশের চেষ্টাও করতে পারে। সরকারী বিভাগে উচ্চে অধিষ্ঠিত থাকা আপনার পক্ষে মঙ্গলজনক, কারণ সেখানে আপনার ক্ষমতার অপচয় হয় না।

বিপরীত লিঙ্গ আপনার প্রতি আকৃষ্ট হবেন, কিন্তু সেখানেও প্রেমের জটিলতা আপনাকে তিক্ততা ও দুশ্চিন্তায় ভরে দিতে পারে। অল্প বয়সে বিবাহ হতে পারে কিন্তু তারপরেও বাদ-বিসম্বাদ চলতে থাকবে। বিবাহের একমাত্র সুফল হবে আপনার সন্তানরা, তাদের বুদ্ধির উৎকর্ষতা আপনার সান্ত্বনা। ৯, ১৮ ও ২৭শে অক্টোবরের জাতকের একা ব্যবসা করা উচিত সব সময়েই।

## অর্থ ভাগ্য

এখানে আপনি সার্থক। আপনি দায়িত্ব ও প্রভুত্ব পূর্ণ পদ লাভ করবেন কিন্তু নিজের হঠকারিতা, ক্রোধ ও কৌশলের অভাব জয় করতে না পারলে, এ পদে বেশি দিন স্থায়ী হতে পারবেন না।

## স্বাস্থ্য

অল্প বয়সে দুর্বলতা, জ্বর, হজমের কষ্ট ও রক্তদুষ্টির দরুন ফোঁড়া, কার্বাংকল ইত্যাদিতে ভুগতে পারেন, কিন্তু ২১ বছরের পর স্বাস্থ্য অন্যদিকে মোড় নেবে ও আপনি শক্ত, কর্মঠ হয়ে উঠবেন। আগুন ও বোমার আঘাত আপনি পেতে পারেন ও আপনাকে হত্যা করার চেষ্টা হ'তে পারে।

দাঁত, চোয়াল, মুখের হাড়, মাথায় আঘাতের আশংকা আপনার রয়েছে।

৯, ১৮ ও ২৭শে অক্টোবরের জাতকের পক্ষে '৯' ও ঐ পর্যায়ের সব সংখ্যা অত্যন্ত কার্যকরী। এর পরেই আসে '৬'। আপনার যাবতীয় কর্মসূচী ৬, ৯, ১৫, ১৮, ২৪ ও ২৭ তারিখে ফেলবেন।

আপনার শুভ বর্ণ—মঙ্গল সব স্তরের লাল, গাঢ় ও গোলাপী।

শুক্র—হালকা থেকে গাঢ়তম নীল রং।

চুনী, গোমেদ, রক্তমুখী পাথর, হীরা, টারকুইজ আপনার পক্ষে শুভ রত্ন।

আপনার জীবনের তাৎপর্যপূর্ণ বয়সগুলি যথাক্রমে—৯, ১৮, ২৭, ৩৬, ৪৫, ৬৩, ৭২ ও ৮১।

যে কোনও মাসের ৬ ও ৯ পর্যায় সংখ্যা যথা—৬, ৯, ১৫, ১৮, ২৪ ও ২৭ তারিখের জাতক আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করবে।

## যে সব বিখ্যাত লোকেরা এই তারিখে জন্মেছেন

| | |
|---|---|
| কার ভেস্টিস্ (লেখক) | ৯ই অক্টোবর |
| লর্ড কুমিন্ (ইঞ্জিনীয়ার) | ,, ,, |
| এটীম ম্যাককার্সন (ধর্মপ্রচারক) | ,, ,, |
| জেমস অ্যাডামস্ (পুরস্কার বিজয়ী লেখক) | ১৮ই ,, |
| হেনরী বার্গসন (দার্শনিক) | ,, ,, |

| | |
|---|---|
| উইলিয়াম ক্রোমী ( প্রফেসর ) | ২৭শে অক্টোবর |
| ফ্রেডারিক কার্ল হেন্‌রিক ( রাজনীতিক ) | ,, ,, |
| জন বোলম ( গায়ক ) | ,, ,, |
| থিয়োডোর রুজভেল্ট ( মার্কিন প্রেসিডেণ্ট )* | ,, ,, |

## একশততম অধ্যায়

# সাধারণভাবে নভেম্বর মাসের ফল

এ সময়ে জন্মগ্রহণ করলে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, ভাবধারা, অর্থভাগ্য এবং স্বাস্থ্য।

২৭শে অক্টোবর থেকে ত্রিগুণাত্মক বরুণের দ্বিতীয় ঘর, নিষ্ক্রিয় মঙ্গল যার উপর আধিপত্য করে, সেই জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর বৃশ্চিক রাশির সূচনা।

কিন্তু সাতদিন পূর্ব চিহ্নের প্রভাব থাকে বলে ২৮শে অক্টোবরের আগে পূর্ণ শক্তি লাভ করে না। এরপর ২০শে নভেম্বর অবধি পূর্ণ শক্তিতে বিরাজিত থাকে, এর পরের ৭দিন আগন্তুক ধনু চিহ্ন দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে ক্রমে এর শক্তি ক্ষয় হয়।

বৃশ্চিক রাশির দুটি প্রতীক, একটি বৃশ্চিক, আরেকটি ঈগল।

যাঁরা বছরের এই সময়ে অর্থাৎ ২১শে অক্টোবর থেকে ২০শে নভেম্বর অবধি এবং নভেম্বরের ২৮শে অবধি আংশিক আচ্ছন্ন অবস্থায় জন্মগ্রহণ করেন, এ'রা হন অত্যন্ত ভাল না হয় অত্যন্ত মন্দ। এ'রা বৃশ্চিক অথবা ঈগলের স্বভাব লাভ করেন।

২১ বছর বয়স অবধি এ'রা অতি পবিত্রমনা, সৎ ও ধার্মিক হন কিন্তু একবার জৈবিক প্রভাব জাগরিত হলে, প্রায়ই অন্যদিকে চলে যান। তবু এই সময়ে বহু মনীষী জন্মগ্রহণ করেছেন।

এ'রা প্রত্যেকেই অত্যন্ত অনুভূতিপ্রবণ এবং এ'দের জীবনের মূল সুরই হল এই অতি অনুভূতিশীলতা।

এই সময়ের জাতকের স্বাভাবিক আকর্ষণী শক্তি থাকে। অত্যন্ত ভাল চিকিৎসক হন এ'রা, বিশেষতঃ অস্ত্র চিকিৎসক, বৈদ্য, প্রচারক ও বক্তা হিসাবে নাম করেন।

---

* মার্কিন প্রেসিডেণ্ট হবার অনেক আগে থিয়োডোর রুজভেল্ট ছিলেন একজন পুলিশ প্রধান। এই সময়েই তাঁর সঙ্গে আশ্চর্যজনক ভাবে আমার পরিচয় হয়।

আমেরিকাতে অবস্থানকালে ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে আমি একজন লোকের স্ত্রীকে তাঁর স্বামী সম্পর্কে সব বলে দিই। তাঁর স্বামী ছিলেন একজন গুণ্ডা এবং একদিন রাত ৯টার সময়ে আমার চেম্বারে ঢুকে আক্রমণ করে ও ছোরা মারে। আমার পকেটের সিগারেট কেস আমাকে রক্ষা করে। আমি রিভলভার দিয়ে ব্ল্যাঙ্ক ফায়ার করাতে সে পালিয়ে যায়। পুলিশ এসে সব লিখে নিয়ে তার ছোরা এবং আমার সিগারেট কেস ও রিভলবার নিয়ে যায়। আমি সামান্য আহত হই। পুলিশ সব ফেরৎ দেয় কিন্তু আমার রিভলবার পাই না। তখন পুলিশ চীফ্ মিঃ রুজভেল্টের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। তিনি খুশী হন এবং আমার রিভলবার ফেরৎ দেন।

জনসাধারণকে সম্মোহিত করার ক্ষমতা এ'দের আছে এবং নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী জনমত যেদিকে ইচ্ছা ঘুরিয়ে নিতে পারেন।

কথ্য ও লেখ্য ভাষার উপর এ'দের প্রচুর দখল থাকে এবং নাটকীয় ভাবে বর্ণনা দিতে পারেন।

এ'দের সব চেয়ে বড় দুর্বলতা হল অত্যধিক মিলিয়ে নেবার ক্ষমতা। সে যাদের সঙ্গেই থাকুন না কেন। সেই কারণে পরের দোষের ভাগী অনেক সময় হতে হয়।

এই রাশির ব্যক্তির উচ্চমানের অন্তর, মানবিকতা, করুণা, স্বার্থত্যাগে পরিপূর্ণ থাকে।

বিপদে ও হঠাৎ প্রয়োজনে এ'রা ধীর স্থির ও নির্ভরশীল।

ব্যবসা, রাজনীতি, সাহিত্য যে পথই বেছে নেন না কেন এ'দের আদর্শ অতি স্বতন্ত্র এবং প্রায় সব কাজেই সফল হন।

সময় সময় ভাগ্যের অতি বিপর্যয় এ'দের জীবনে ঘটে। প্রায়ই অপপ্রচারের ফল ভুগতে হয়। জীবনযুদ্ধে এ'রা নিয়তির সন্তান।

দেহের তুলনায় মনের সংগ্রাম এ'দের বেশি করতে হয়। যুদ্ধক্ষেত্রে উৎকৃষ্ট পরিচালনার পরিচয় দেন। কিন্তু সাধারণ ভাবে রক্তপাতে এ'দের ঘৃণা আছে।

কূটনীতিজ্ঞ ও ব্যবস্থাপক হিসাবে যে কোনও কাজে এ'রা সার্থক হন, কলহের মীমাংসা করে উভয় পক্ষের মিলন ঘটাতে এ'রা অদ্বিতীয়। যদি বৃশ্চিক চিহ্নের দিকে স্বভাবের গতি হয় তবে চিঠিপত্র, প্রবন্ধ ও বাক্যে বৃশ্চিক দংশন করতে পারেন, কিন্তু সাধারণতঃ একটুকু দুঃখ দেখলে এ'দের রাগ গলে যায় এবং তৎক্ষণাৎ শত্রুকে মার্জনা করেন।

কিন্তু এই চিহ্নের যেটি সবচেয়ে বড় দোষই বলুন বা গুণই বলুন—সেটি হল এ'দের "দ্বৈত জীবন"। তাঁরা নিজেদের একজগতে বাস করেন ও অপর এক জগতের মানুষ তাঁদের দেখা পায়।

সাধারণ জাগতিক ভাবে এই দ্বিত্বের প্রতিফলন বেশি দেখা যায়। সচরাচর ভাবে এ'দের গৃহ জীবন সুখের মনে হয়, স্ত্রী ও সন্তানদের প্রতি অনুরক্ত, অথচ অপর আর একটি সংসারও থাকে।

উচ্চস্তরের মনের এই দ্বিত্বের প্রতিফলন দেখা যায়। একই ব্যক্তি একসঙ্গে দুটি ব্যবসা বা অন্য কোনও কাজ সুন্দরভাবে চালিয়ে যান।

কোনও এক সময়ে এ'রা যাদুবিদ্যা ও রহস্যের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং প্রায়ই লেখক, চিত্রকর, কবি ও সঙ্গীতকার হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেন। এ'রা স্বতঃসিদ্ধ দার্শনিক, প্রকৃতির পূজারী ও মনুষ্য চরিত্র অনুধাবনে, বিশ্লেষণে পটু।

পরিচিত ব্যক্তিগণের ভালবাসা, প্রশংসা এ'রা পান, কিন্তু এই চিহ্নে এমন ব্যক্তি কমই আছেন, যিনি কোনও না কোন সময়ে কলংক ও অপপ্রচারের আঘাত হতে রক্ষা পেয়েছেন। এই সময়ের জাতকগণ প্রায়ই দুই ধারায় অর্থোপার্জন করেন ও দুটিতেই সাফল্য লাভ করেন।

অল্প বয়সে নানারকম বিপদ ও দুঃখ-কষ্টের মধ্যে এ'দের জীবন কাটে, ফলে এ'দের মনোবল, ইচ্ছাশক্তি ও উচ্চাভিলাষ বৃদ্ধি পায় ও পরে যশের অধিকারী হন।

এই বৃশ্চিক চিহ্নের জাতক যে কোনও কাজে অত্যন্ত পরিশ্রম করতে পারেন, নিজেদের আরামের কথা ভুলে যান। অপরিমেয় ইচ্ছাশক্তি, স্থির সংকল্প, এক কাজ অন্য কাজে যেন চাবুক মেরে এ'দের তাড়া করে ফেরে। আবিষ্কারের ক্ষমতা ও সব কাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন কর'র উদ্ভাবনী শক্তি এ'দের থাকে।

এ'রা উত্তম সরকারী চাকুরীজীবী হ'তে পারেন, বিশেষতঃ কূটনীতি অথবা গুপ্ত কার্যের কর্ণধার হিসাবে সফলতা অর্জন করতে পারেন।

সার্থক গোয়েন্দা বা পুলিশের বড় কর্তা হওয়া এ'দের পক্ষে সম্ভব। কারণ অপরাধ অনুসন্ধানে এ'দের তৃতীয় নয়ন থাকে। বৃশ্চিক জাতক ভাল বৈজ্ঞানিক ও রাসায়নিক হ'ন, বিশেষতঃ এ'দের তরল পদার্থের মূল্য নির্ধারণের যোগ্যতা থাকে।

বিপজ্জনক কাজে এ'দের উৎসাহ দেখা যায়। এমনকি জীবন বিপন্ন করতেও এ'রা পশ্চাৎপদ হ'ন না। যেমন গুপ্তধনের সন্ধানে, হারানো মাণিক বা যা কিছু রহস্যজনক।

উচ্চমানের বৃশ্চিক জাতক সবরকম রহস্যভেদ ও মনঃস্তাত্ত্বিক গবেষণায় উৎসাহী এবং নিম্নমানের বৃশ্চিক জাতক "নীচের মহল" ও গোপনচারী সমাজের রহস্য উদ্ঘাটনে পটু।

উচ্চমানের বৃশ্চিক জাতকের বিবাহক্ষেত্র শুভ হয়; প্রভূত যৌতুক লাভ হবে, নতুবা এমন ব্যক্তির সঙ্গে বিবাহ হবে, যিনি বিদগ্ধ মহলে যশস্বী।

## স্বাস্থ্য

এ'রা সাধারণতঃ দুর্বল ও নানাবিধ শিশুরোগে ভুগে থাকেন। বৃহৎ অন্ত্র বা মলদ্বারের ব্যাধি হ'তে পারে। ফিশ্চুলা, হেমোরয়েড্ মূত্রস্থলীর স্ফীতি, গ্রন্থিস্ফীতি এবং নর-নারী নির্বিশেষে লিঙ্গ প্রদেশের ব্যাধিতে কষ্ট পান।

আকস্মিক দুর্ঘটনা বা অন্য কোনও উপায়ে হস্তের চিরস্থায়ী ক্ষতি এ'রা এড়াতে পারেন না।

ফুসফুসের ও শ্বাসনালীর কষ্ট থাকে।

যাই যোক ২১ বছরের পর থেকে রোগ দমনের আশ্চর্য শক্তি এ'দের মধ্যে দেখা যায়।

## অর্থ ভাগ্য

এই সময়ের জাতকদের ভাগ্যের অনেক চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে আসতে হয়। এ'রা অতিরিক্ত বিশ্বাসপ্রবণ ও আদর্শবাদী। ভিত্তিহীন অনেক কাজের আশায় এ'রা বিভ্রান্ত হ'ন। ত্রিগুণাত্মক বরুণের দ্বিতীয় ঘরের জাতক তার যে তরল পরিবর্তনশীল ধর্ম, এ'দের সব কাজের ভেতর সেই পরিচয় পাওয়া যায়। এ'দের অন্তর পূর্ণ, অতিরিক্ত ব্যয় সংকোচ করা এ'দের স্বভাব নয়। এ'রা সাহায্যের কোনও আবেদন অগ্রাহ্য করেন না, বিশেষতঃ বিপরীত লিঙ্গের আবেদনকারীর সাহায্যের প্রার্থনা।

অর্থ যেন এ'দের অঙ্গে জ্বালা ধরায়।" নিজের বুদ্ধিতে আয় করেন। কখনই বিশেষ সঞ্চয় করতে পারেন না।

অবস্থা বিশেষে যথেষ্ট ভ্রমণ করতে পারেন এবং নতুন পরিবেশে সুন্দর মানিয়ে নেওয়াও এ'দের একটি বিশেষ গুণ।

### বিবাহ, সখ্যতা ও ব্যবসায়ের অংশীদারী

জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর এই সময়ে অর্থাৎ ২১শে অক্টোবর থেকে ২০শে নভেম্বর, ত্রিগুণাত্মক বরুণের দ্বিতীয় কক্ষে যাঁরা জন্মগ্রহণ করেন, তাঁদের সঙ্গে নিম্নলিখিত ঘরের জাতকগণের উৎকৃষ্ট মিল হবে। যথা—২১শে জুন থেকে ২০শে জুলাই। (ত্রিগুণাত্মক বরুণের প্রথম ঘর) এবং ১৯শে ফেব্রুয়ারী থেকে ২০শে মার্চ, ত্রিগুণাত্মক বরুণের তৃতীয় ঘর এবং উভয় ক্ষেত্রেই সূচনা ও সমাপ্তির ৭টি দিন। নিজেদের সম্পূর্ণ বিপরীত রাশি এপ্রিল ও মে মাসের ২০—২৭ তারিখের জাতকগণের প্রতিও এ'রা আকৃষ্ট হবেন।

## ত্রিশততম অধ্যায়

# নভেম্বর মাসের ১, ১১, ১৯ ও ২৮ তারিখের জাতকগণ

এ মাসের ১ সংখ্যার লোকেরা ঃ

যাঁরা জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর এই সময়ে জন্মগ্রহণ করেন, তাঁরা কিরোর চ্যালদিন সংখ্যাতত্ত্বের নিয়মানুসারে রবি, তুঙ্গী ইউরেনাস, মঙ্গল, ত্রিগুণাত্মক বরুণের দ্বিতীয় ঘরের বৃশ্চিকের সব রকম প্রভাব দ্বারা চালিত হ'ন।

এ'দের চারিত্রিক ও মানসিক গঠন সম্পর্কে নভেম্বর মাসের জাতকদের সঙ্গে পূর্বেই বর্ণনা করা হয়েছে। ১, ১০, ১৯ তারিখের জাতকদের মধ্যে (২৮=ধনু সম্বন্ধে পরে বলা হবে) শক্তির প্রকাশ আরো বেশি দেখা যায়।

নভেম্বরের ১ সংখ্যা রবির প্রতীক, বৃশ্চিকের, মঙ্গলের দ্বিতীয় ঘরে রবি অতি শক্তিশালী, সেই জন্য নভেম্বর ১, ১০ ও ১৯শে যাঁরা জন্মলাভ করেন, তাঁদের জীবন প্রধানতঃ সূর্যের চুম্বক রশ্মিগুলি দ্বারা পরিচালিত হয়।

এই কারণে "জীবনদাতার" এই অংশে জাত ব্যক্তিগণ প্রচুর প্রাণশক্তি বিকিরণ করেন ও অন্যদের জীবনে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেন। এ'দের ক্ষেত্রে সৃজনশীল কথাটি সর্বৈব সত্য, দৃঢ় ও আগ্রাসী, অন্যদের পরিচালনার কাজে এ'রা দক্ষ এবং প্রায়ই রাজনৈতিক জীবনে সফল হ'ন। এ'রা দ্রষ্টা ও সমালোচক, নিজেদের সিদ্ধান্তে স্থির অথচ অধঃস্তন ব্যক্তিদের প্রতি অমায়িক।

এ'রা স্বভাবতঃ পরিহাসপ্রিয় ও ব্যঙ্গপ্রিয় ঃ অনেক সময়ে অতি গম্ভীর ব্যাপারেও শ্লেষভরে অবজ্ঞা করে এমন মন্তব্য করবেন—যা বৃশ্চিক দংশনের মতই দাহকারী হ'তে পারে। আবেগপ্রবণ ব্যক্তি এ'রা, অবহেলায় অত্যন্ত মর্মাহত হ'ন, কিন্তু কখনও

হৃদয়ে ক্রোধ অধিককাল পোষণ করেন না। এ'রা অত্যন্ত হৃদয়বান ও শত্রুদের প্রতি ক্ষমাশীল। ১, ১০, ১৯ ও ২৮শে নভেম্বরের জাতক বৃহৎ কর্মে উদ্যোগী, ঠিকাদারী, স্থাপত্য শিল্প, বৃহৎ পরিকল্পনার ইঞ্জিনিয়ারিং এবং দুঃসাহসিক অভিনব কাজের নক্সা তৈরী করতে দক্ষ।

এ'দের নিজস্ব প্রতিভার শক্তি অপূর্ব হতে পারে। অন্যদিকে সাহিত্যিক, নাট্যকার, বক্তা, মঞ্চাভিনেতা হিসাবে এ'রা বিখ্যাত হবেন। ২৮শে নভেম্বরের জাতক ধনু চিহ্ন, বৃহস্পতির অন্তি, ত্রিগুণাত্মক অগ্নির তৃতীয় ঘরে চলে আসেন। এ'রা আন্তরিক উচ্চাভিলাষী ও যশস্বী হ'ন। কিন্তু ১ সংখ্যার বৃশ্চিক জাতক ভাগ্যবান হ'ন না। আপনার জীবনে সর্বদা এটি মনে রাখা কর্তব্য।

## অর্থ ভাগ্য

পূর্ব পরিচ্ছেদে বলা হয়েছে যে যদি আপনি ১, ১০, ১৯ ও ২৮শে নভেম্বর জন্মগ্রহণ করেন, তবে জীবনে সার্থকতা ও অর্থ আশা করতে পারেন। একমাত্র অসুবিধা হবে লব্ধ অর্থ সঞ্চিত করে রাখা। তা না হলে জীবনে অনেক সময় কষ্ট পেতে পারেন।

## স্বাস্থ্য

সব দিক থেকে মনে হয় ২১শের পর স্বাস্থ্যের মোড় ফিরবে। সে বয়স পর্যন্ত, বিশেষতঃ শৈশবে এ'রা রুগ্ন হন। যদি ২১ বছর অবধি আয়ু থাকে তবে পরে শক্ত সমর্থ হন, ও সহজে আরোগ্য লাভ করেন। কণ্ঠ, ফুসফুস, শ্বাসনালীর ব্যাধি হ'তে পারে। স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়ায় এ'দের কখনো বাস করা উচিত নয়। বরং যথাসম্ভব সূর্য রশ্মির উপকারিতা গ্রহণ করা উচিত। তা না হলে শরীরের পক্ষে খুব ক্ষতিকারক হবে।

এ'দের প্রধান সংখ্যা ৩ তারিখ বহুদূর অবধি বিস্তৃত। ১ সংখ্যার ব্যক্তি রবি ও ইউরেনাসের প্রতিভূ, এদের সংখ্যা ১-৪, চন্দ্র ও নেপচুনকে ২-৭ রূপে ব্যাখ্যা করা হয় এবং এদের প্রতিসংখ্যা হিসাবে ধরা হয়। সেই কারণে ১, ২, ৪, ৭. ১০, ১১ ১৩, ১৬, ১৯, ২০, ২২, ২৫, ২৬, ২৮, ২৯ ও ৩১ সংখ্যা ও তারিখ এ'দের জীবনে বিশেষ কার্যকরী। নিজেদের উদ্দেশ্য সিদ্ধি এবং বিশেষ সাক্ষাৎকারের তারিখ হিসাবে এইগুলি ব্যবহার করতে পারেন।

গ্রহ আকর্ষণী শক্তির স্পন্দন বৃদ্ধির জন্য নিম্নলিখিত রংগুলি ব্যবহার করবেন—

রবি—সব স্তরের সোনালী, ব্রোঞ্জ, কমলা ও সোনালী খয়ের।

ইউরেনাস—নীলাভ ধূসর ফিকে বা বিদ্যুৎ রংগুলি।

চন্দ্র—সব স্তরের সবুজ ফিকে বাদামী ও সাদা।

নেপচুন—কপোত ধূসর ও বিদ্যুৎ রংগুলি।

হীরা, পোখরাজ, এ্যাম্বার, মুনস্টোন, নীলকান্তমণি এদের পক্ষে শুভ রত্ন।

জীবনের শ্রেষ্ঠ বয়সগুলি—১, ৪, ১৩, ১০, ১৯, ২২, ২৮, ৩১, ৩৭, ৪০, ৪৬, ৫৫, ৫৮, ৬৪, ৬৭, ৭৩, ৭৬ ও ৮১।

১-৪ পর্যায় সংখ্যা এবং বিপরীত সংখ্যা পর্যায় ২-৭ তারিখগুলির জাতক এ'দের আকৃষ্ট করবে ভীষণ ভাবে।

### যে সব বিখ্যাত লোকেরা এই তারিখে জন্মেছেন

| | | |
|---|---|---|
| হ্যামেন্ সোরেকার ( সাংবাদিক, নাট্যকার ) | ১লা | নভেম্বর |
| গ্র্যাণ্টল্যাণ্ড রাইস ( লেখক ) | ,, | ,, |
| স্যার জন্ অ্যাডে ( জেনারেল ) | ,, | ,, |
| কাউণ্ট লুই হ্যামন্ ( কিরো ) | ,, | ,, |
| ডেলক্যাসি ( রাজনৈতিক ) | ,, | ,, |
| ডিউক অভ অ্যাবারকর্ণ ( রাজনৈতিক ) | ,, | ,, |
| প্রস্টনী ড্রেক্সেল্ ব্রীডল্ ( লেখক ) | ,, | ,, |
| অলিভার গোল্ডস্মিথ ( লেখক ) | ১০ই | ,, |
| হেনরী ভ্যাজডাইক্ ( লেখক ) | ,, | ,, |
| লর্ড রাসেল ( বিচারপতি ) | ,, | ,, |
| শীলার ( জার্মান কবি ) | ,, | ,, |
| ফার্ডিন্যাণ্ড ডিলিসেস ( সুয়েজখাল ) | ১৯শে | ,, |
| চার্লস ১ ( ইংলণ্ডরাজ পরে মাথা কেটে মৃত্যু ) | ,, | ,, |
| জেমস্ এ গারফিল্ড ( মার্কিন প্রেসিডেণ্ট ) | ,, | ,, |
| বিশপ্ স্টিভেন্স ( ধর্মপ্রচারক ) | ,, | ,, |
| এডগার জেগসন্ ( ঔপন্যাসিক ) | ২৮শে | ,, |
| উইলিয়াম ব্লেক ( কবি ) | ,, | ,, |
| নীনা উইলকক্স পুটনাম ( লেখিকা ) | ,, | ,, |

## ত্রিশততম অধ্যায়

# নভেম্বর মাসের ২, ১১, ২০ ও ২৯ তারিখের জাতকগণ

এই মাসের ২ সংখ্যার লোকেরা :

যাঁরা জ্যোতিষ্কমণ্ডলী এই সময়ে জন্মগ্রহণ করেন, কিরোর চ্যালদিন সংখ্যাতত্ত্বের নিয়মানুসারে তাঁরা চন্দ্র, নেপচুন, মঙ্গল, ত্রিগুণাত্মক বরুণের দ্বিতীয় ঘরের বৃশ্চিকের সব রকম প্রভাব দ্বারা চালিত হ'ন। ২৯ তারিখ এর মধ্যে আসে না কারণ এখানে ধনু, ত্রিগুণাত্মক অগ্নির তৃতীয় ঘর বৃহস্পতি ( অগ্নি )-র আধিপত্য। সে বিষয়ে পরে আলোচনা করা যাবে।

নভেম্বর মাসের জাতকদের সঙ্গে সাধারণভাবে আপনার চারিত্রিক ও মানসিক গঠনের বর্ণনা পূর্বে করা হয়েছে। নিষ্ক্রিয় মঙ্গল কক্ষে, বৃশ্চিক চিহ্নে অধোমুখী চন্দ্র অতি বিচিত্র এক সমন্বয় সৃষ্টি করে, ফলে এই ব্যক্তির চরিত্র সম্পূর্ণ দুই বিপরীতমুখী। চন্দ্রের পক্ষে এই পরিস্থিতি ভাল নয়; সেইজন্য উপরোক্ত তারিখ-গুলির জাতক জীবনে সার্থক হ'তে চাইলে অতি বিচক্ষণ ভাবে মনের গতি লক্ষ্য করে জীবন পথে অগ্রসর হবেন। সর্বোপরি সংকল্পে স্থির ও আত্মবিশ্বাসে দৃঢ় হওয়া উচিত।

সবচেয়ে অসুবিধা এই যে জীবনের প্রথম দিকে লক্ষ্য এ'রা স্থির করতে পারেন না। এ'দের শিল্প প্রতিভা ও কল্পনাশক্তি প্রখর, কিন্তু এ'রা বড় বেশি স্বপ্ন জগতে বিচরণ করেন সেইজন্য ঈশ্বরদত্ত প্রতিভার অনুশীলনের অভাবে সদ্ব্যবহার করা হয় না।

নিজেদের কার্যোদ্ধারের জন্য এ'রা পরমুখাপেক্ষী, ফলে বিশ্বাস করে ঠকতে হয়। জীবন সংগ্রাম এত কঠিন বোধ হয় যার জন্য এ'দের আদৌ প্রস্তুতি থাকে না।

এই তারিখে জাত স্ত্রীজাতি পুরুষদের তুলনায় অনেক বেশি দুর্ভোগে ভোগেন। এ'রা এত বেশি ভাবপ্রবণ ও উচ্ছ্বাসপূর্ণ হন যে, না বুঝে বিবাহ করে নিজেদের উপর দুর্ভোগ টেনে আনেন।

এই তারিখগুলিতে জাত নর ও নারী সকলেই প্রেমের মায়াজালে আচ্ছন্ন হয়ে লঘুপাপে গুরুদণ্ড ভোগ করেন।

কিন্তু এ'রা যদি নিজেদের ভাবালুতা আয়ত্তে আনতে পারেন, তবে প্রচ্ছন্ন প্রতিভার বিকাশে উ'চুদরের শিল্পী হতে পারেন।

বৃশ্চিক চিহ্নের এই তারিখগুলিতে যে সব কবি, চিত্রকর, লেখক ও সঙ্গীতকার জন্মেছেন, তাঁদের প্রতিভার কথা চিন্তা করে অবাক হতে হয়।

বিপরীত লিঙ্গের প্রতি এ'দের সহজাত আকর্ষণ আছে, কিন্তু প্রেমের এই নিগূঢ় অতি দুর্বল। বিবাহ-বিচ্ছেদে ক্ষত-বিক্ষত মন নিয়ে ও'রা বার বার একই রকম বিচারে ভুল করেন।

এই সময়ের জাতকদের প্রতি আমার একান্ত অনুরোধ যে, তাঁরা যেন বিশেষ এক দিকে মনসংযোগ করেন। প্রথমে একটি বিশেষ বিষয়ে আয়ত্তে এনে, তারপর না হয় প্রেমের প্রজাপতি হয়ে যথেচ্ছ বিচরণ করে বেড়ান।

## অর্থ ভাগ্য

অতি সতর্ক না হ'লে এ বিষয়ে ঘা খেতে হবে। বিবাহযোগে অর্থ প্রাপ্তি ঘটতে পারে কিন্তু তা স্থায়ী হবে না। অপরের কথায় ভরসা না করে আপন নির্বাচিত পন্থায় অর্থ উপার্জন করুন।

## স্বাস্থ্য

শরীর খুব শক্ত হবার কথা নয়। আপন শক্তির উপর দৃষ্টি রেখে সেইমত কাজ করবেন কারণ অতিরিক্ত স্নায়বিক পরিশ্রম করা আপনার স্বভাব।

আভ্যন্তরীণ দুর্বলতা বা লিঙ্গস্ফীতিজনিত ব্যাধি হতে পারে। নাসিকা, কর্ণ ও কণ্ঠনালী দুর্যোগ ঘটাতে পারে। অনিদ্রা ও রাত্রে অস্থিরতা থাকতে পারে। আপনি এত বেশি সুক্ষ্মানুভূতিপ্রবণ ব্যক্তি যে, বিষন্ন পরিবেশ আপনার স্বাস্থ্যের উপর প্রতিক্রিয়া করবে।

মাঝে মাঝে বিষাদ আপনাকে আচ্ছন্ন করতে পারে, সেটুকু আপনি কাটিয়ে উঠতে চেষ্টা করুন।

২৯শে নভেম্বর অর্থাৎ বৃহস্পতির অধীনে ধনু চিহ্নে জন্মগ্রহণ করলে আপনার চরিত্রবল অধিক ও সংকল্প ফলপ্রসূ হওয়া সম্ভব।

আপনার সিদ্ধান্ত কার্যে পরিণত করতে হ'লে এবং সাক্ষাৎকারের ফললাভ করতে হলে ২ ও ৭ ঘরের সংখ্যাগুলি, যথা—২, ৭, ১ , ১৬, ২০, ২৫ ও ২৯ তারিখগুলি ব্যবহার করুন।

আপনার গ্রহ আকর্ষণী শক্তির স্পন্দন বৃদ্ধির জন্য নিম্নলিখিত রংগুলি ব্যবহার্য—

চন্দ্র—সব স্তরের সবুজ, হাল্‌কা বাদামী ও সাদা।

নেপচুন—কপোত ধূসরের সব স্তর এবং বিদ্যুৎ বর্ণগুলি।

সবুজ জেড্, মুক্তা, মুনষ্টোন, চুনী আপনার পক্ষে শুভ রত্ন।

আপনার জীবনের শ্রেষ্ঠ বয়সগুলি যথাক্রমে—২, ৭, ১১, ১৬, ২০, ২৫, ২৯, ৩৪, ৩৮, ৪৩, ৪৭, ৫২, ৫৬, ৬১, ৬৫ ও ৭০।

আপন সংখ্যা পর্যায় ২—৭ এবং বিপরীত ঘরের ১—৪ পর্যায়ের ঘরে তারিখের জাতক আপনাকে আকৃষ্ট করবে প্রবলভাবে।

**যে সব বিখ্যাত লোকেরা এই তারিখে জন্মেছেন**

| | | |
|---|---|---|
| মেরী আঁতনের ( ফ্রান্সের রানী, গিলোটিনে মৃত্যু ) | ২রা | নভেম্বর |
| ক্লিওপেট্রা ( মিশরের রানী, অপঘাতে মৃত্যু ) | ,, | ,, |
| ওয়ারেন হার্ডিং ( মার্কিন প্রেসিডেণ্ট ) | ,, | ,, |
| জেমস্ পল্ক ( ,, ,, ) | ,, | ,, |
| রাজা ইমানুয়েল ( নিহত হন ) | ১১ই | ,, |
| মেরী ব্যাস্‌ট্‌কারসেক্ ( লেখিকা ) | ,, | ,, |
| স্যামুয়েল্ ইনসুল ( মার্কিন ব্যবসায়ী ) | ,, | ,, |
| লুই ডি বোগেনভিল্ ( নাবিক ) | ,, | ,, |
| কার্ডিন্যাল হেস ( আর্চবিশপ ) | ২০শে | ,, |
| স্যার উইলফ্রেড লসন ( অ্যাড্‌ভোকেট ) | ,, | ,, |
| এড্‌ওয়ার্ড ব্ল্যাক্‌উড্ ( প্রকাশক ) | ,, | ,, |
| টমাস্ চ্যাটার্টন্ ( কবি ) | ,, | ,, |
| স্যার এফ্ সি বার্নার্ড ( সম্পাদক ) | ২৯শে | ,, |
| উইনস্টন্ চার্চিল ( লেখক ) | ,, | ,, |
| চারকট ( চিকিৎসক ) | ,, | ,, |
| স্যার উইলিয়াম রিচমণ্ড ( শিল্পী ) | ,, | ,, |

## চতুর্দশতম অধ্যায়

# নভেম্বর মাসের ৩, ১২, ২১ ও ৩০ তারিখের জাতকগণ

এই মাসের তিন সংখ্যার লোকেরা ঃ

যাঁরা জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর এই সময়ে জন্মগ্রহণ করেন, তাঁরা কিরোর চ্যালদিন সংখ্যাতত্ত্বের নিয়মানুসারে বৃহস্পতি, মঙ্গল, ত্রিগুণাত্মক বরুণের দ্বিতীয় ঘরের বৃশ্চিকের সবরকম প্রভাব দ্বারা চালিত হবেন। ৩০শে নভেম্বর ধনুচিহ্ন আসার ফলে অন্য পর্যায়ে পড়ে যান, পরে তার ব্যাখ্যা করব।

আপনার চারিত্রিক ও মানসিক গঠনের বর্ণনা নভেম্বরের জাতকদের সঙ্গে দেওয়া হয়েছে।

জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর এই ঘরে বৃহস্পতি ও মঙ্গল অতিশয় শক্তিশালী এবং যদি তার সদ্ব্যবহার করেন, তবে যে কোনও পথে আপনার সাফল্য অনিবার্য।

আপনার যথেষ্ট আত্মবিশ্বাস আছে। জীবনের কোন সময়ে বহু দায়িত্ব আপনার স্কন্ধে এসে পড়বে, তখন আপনার এই গুণ কাজে লাগবে।

অল্প বয়সে অনেক বিঘ্ন দেখা দেবে; পিতা বা মাতার মৃত্যুজনিত অসহায়তা, হয়তো বা আর্থিক অবস্থারও তারতম্য হতে পারে।

আপনার জীবনে এইসব দুঃখ "ছদ্মবেশী আশীর্বাদ বলে ধরে নেবেন।" এর ফলে অল্প বয়সে দায়িত্ব নেবার শক্তি জেগে ওঠে।

যদি অল্প বয়সের ফেলে আসা দিনগুলির কথা চিন্তা করেন, তবে দেখবেন, কোন না কোন কারণে আপনার ছোট্ট স্কন্ধে বোঝা বইতে হয়েছে। অন্যদের তদারকি করতে হয়েছে। জীবনে যত অগ্রসর হয়েছেন, দায়িত্ব তত বেড়ে গেছে এবং কোন রকমে ঠিকই "পরিবারের মাথা" হতে হয়েছে।

প্রথমে ভারী লেগেছে বোঝা; স্বীয় পরিকল্পনা সিদ্ধ করার পথে বাধা ঘটেছে, কিন্তু চরিত্র গঠনের পক্ষে ভাল হয়েছে এবং পরিশেষে আপনাকে বৃহস্পতি ও বৃশ্চিক চিহ্নে মঙ্গলের বরপুত্র হ'তে সাহায্য করেছে।

নর-নারী নির্বিশেষে বৃথা অহংকারী বা দাম্ভিক না হয়েও সর্বদা অন্যদের তুলনায় নিজের মাথা উঁচু বলে মনে হয়েছে। মনের মধ্যে আপনি ঠিকই জানেন যে, সুযোগ-সুবিধে পেলে অনেক বড় কিছু আপনার পক্ষে করা সম্ভব ছিল। এর জন্য দায়িত্ব যখন এসেছে, আপনি সঙ্কুচিত হননি। যখন আপনাকে ক্লাবের সেক্রেটারি নির্বাচন করা হ'ল, তখন আপনি সম্মত হয়েছেন, পরে তার প্রেসিডেন্ট, এইভাবে ধাপে ধাপে উঠে গেছেন। নারী হলেও এই একই পথে চলতে হবে।

অথবা কোন সময়ে অন্য একটি সংসারের দায়িত্ব, সন্তানদের মানুষ করার দায়িত্ব আপনার উপর পড়তে পারে।

এখন আপনার দোষ-ত্রুটি বিশ্লেষণ করে দেখা যাক, কারণ সবচেয়ে যে ভাল, তারও

খ্রুত থাকে। নারী বা পুরুষ যে কেউ আপনি হোন, অত্যধিক দায়িত্ব নিজ স্কন্ধে টেনে নেওয়া আপনার স্বভাব, ফলে স্নায়ুর ওপর অত্যধিক চাপে অকালে শরীর পাত হতে পারে। অতিরিক্ত প্রভুত্ব পরায়ণ ও শাসন করার অভ্যাসে আশে-পাশের অনেকে ভৃত্য ও অধঃস্তন কর্মচারীরা আপনার সঙ্গে শত্রুতা করতে পারে। এইভাবে শত্রুব্যূহের চাপে তিক্ত হয়ে আশাভঙ্গের মনস্তাপে কষ্ট পেতে পারেন। যদি তেমন কিছু হয়, তবে প্রথম থেকে আবার আপনাকে শুরু করতে হবে। সমস্ত অপরাধের দায় আপন স্কন্ধে এসে পড়বে, একথা নিশ্চিত জেনেও নিজের চরিত্রের এই দুর্বলতা আপনাকে জয় করতেই হবে। ৩০শে নভেম্বরের জাতক বৃহস্পতির (অস্তি) কক্ষে ধনুরাশির প্রভাবে ৩ সংখ্যার শক্তিতে কৃতকার্যের পুরস্কার আশা করতে পারেন।

## অর্থ ভাগ্য

ঈশ্বর নির্ধারিত যে কোনও পথে আপনি অর্থোপার্জন করতে পারেন। আপনার বিপদ হ'ল অনেক কিছু করতে গিয়ে আপনি অতিরিক্ত শক্তিক্ষয় করে স্বাস্থ্য নাশ করেন, এইজন্য হয়তো মাঝপথে আপনাকে থেমে যেতে হয়।

## স্বাস্থ্য

যদি সাধ্যাতীত দায় ঘাড়ে নিয়ে অতিরিক্ত পরিশ্রমে অসুখে পড়েন, তবে তার জন্য আপনি নিজে সম্পূর্ণ দায়ী। একথা আপনার জানা উচিত যে জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর সবচেয়ে সুস্থ অবস্থার ঘরে আপনার জন্ম।

৩, ১২, ২১ ও ৩০শে নভেম্বরের জাতক কেবলমাত্র অত্যধিক পরিশ্রমের ফলেই ব্যাধিগ্রস্ত হবেন এবং এজন্য অনেককাল ভুগতে হবে।

বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে হৃদযন্ত্র বিকল হ'তে পারে, রক্তের চাপ বৃদ্ধি পেতে পারে এবং শিরঃপীড়া থাকতে পারে। রোগের মত আরোগ্যলাভও আপনার নিজের হাতে, দায়িত্ব হাল্কা করুন, সহজ পাচ্য ভোজন করুন ও যথেষ্ট নিদ্রা যান।

বছরের যে কোনও মাসে '৩' ও '৯' তারিখ আপনার পক্ষে কার্যকরী, কিন্তু বিশেষতঃ নভেম্বর, ডিসেম্বর, ফেব্রুয়ারী, মার্চ, এপ্রিল ও মে মাসের ঐ তারিখগুলি বেশি ফলপ্রসূ। আপনার সব পরিকল্পনা ও যোগাযোগ ৩, ৯, ১২, ১৮, ২৭ ও ৩০ তারিখে ফেলবেন।

আপনার গ্রহ আকর্ষণী শক্তির স্পন্দন বৃদ্ধির জন্য নিম্নলিখিত বর্ণগুলি ব্যবহার করবেন—

বৃহস্পতি—হালকা বা গাঢ় বেগুনী।

মঙ্গল—লাল, গাঢ় বা ফিকে।

এমেথিস্ট হালকা বা গাঢ় বেগুনী পাথর, টারকুইজ ও সব নীল পাথর আপনার পক্ষে শুভ।

আপনার জীবনের গুরুত্বপূর্ণ বয়সগুলি—৩, ৯, ১২, ১৮, ২১, ২৭, ৩০, ৩৬, ৪৮, ৫৪, ৫৭, ৬৩, ৬৬, ৭২ ও ৭৫।

বছরের যে কোনও মাসে '৩' ও '৯' ঘরের যথা—৩, ৯, ১২, ১৮, ২১ ও ৩০ তারিখের জাতক আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করবে এবং তাঁদের সঙ্গে আপনার মন মিলবেও ভাল।

### যে সব বিখ্যাত লোকেরা এই তারিখে জন্মেছেন

| | | |
|---|---|---|
| উইলিয়াম কালেন্ ব্রায়াণ্ট ( কবি ) | ৩রা | নভেম্বর |
| মিসেস্ ক্রেইগী ( লেখিকা ) | ,, | ,, |
| কার্ল বিডেকার ( পুস্তক প্রকাশক ) | ,, | ,, |
| লর্ড র‍্যালে ( বিজ্ঞানী ) | ১২ই | ,, |
| এলিজাবেথ কেডী স্ট্যান্টক ( সমাজ সংস্কারক ) | ,, | ,, |
| ভল্টেয়ার ( ফরাসী দার্শনিক ও লেখক ) | ২১শে | ,, |
| পোপ বেনেডিক্ট ১৫ ( ধর্মযাজক, পোপ ) | ,, | ,, |
| সম্রাট ফ্রেডারিক ( জার্মানী ) | ,, | ,, |
| হেটি গ্রীন্ ( ধনপতি ) | ,, | ,, |
| বেনভেপুটো মেলিনি ( ধনপতি ) | ,, | ,, |
| স্যামুয়েল ক্লিমেন্স ( মার্ক টোয়েন, লেখক )* | ৩০শে | ,, |
| এডলফ্ বোলগুয়েরো ( চিত্রশিল্পী ) | ,, | ,, |
| জোনাথান্ সুইফট ( লেখক ) | ,, | ,, |
| সাইরাস্ ফিল্ড ( মহাসমুদ্রে তার বার্তা প্রেরণ পদ্ধতি আবিষ্কার করেন ) | ,, | ,, |
| উইনস্টন চার্চিল ( প্রধানমন্ত্রী ) | ,, | ,, |

## পঞ্চশততম অধ্যায়

# নভেম্বর মাসের ৪, ১৩, ২২ ও ৩১ তারিখের জাতকগণ

এ মাসের ৪ সংখ্যার লোকেরা :

যাঁরা জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর এই সময়ে জন্মগ্রহণ করেন, তাঁরা কিরোর চ্যালদিন সংখ্যাতত্ত্বের নিয়মানুসারে ইউরেনাস, রবি এবং মঙ্গল, ত্রিগুণাত্মক বরুণের বৃশ্চিকের দ্বিতীয় ঘরের সবরকম প্রভাব দ্বারা চালিত হন।

* বিখ্যাত লেখক মার্ক টোয়েন আমার সঙ্গে দেখা করতে আসেন অনিশ্চয়তাপূর্ণ মন নিয়ে। তিনি ভেবেছিলেন যে এতে তাঁর কিছু অর্থ ব্যয় হবে। কিন্তু তিনি আমার কাছ থেকে সে সব কথা জানতে পারেন, বিশেষ করে বংশানুক্রম সম্পর্কে তা পরবর্তীকালে তাঁর একটি উপন্যাসের উপকরণ হয়েছিল। তিনি আমার প্রশংসা করে নিচে সই করে দেন।

৩১শে নভেম্বরের জাতক ধনু চিহ্নে এসে অন্য পর্যায়ে পড়বেন তার ব্যাখ্যা পরে করা হবে।

নভেম্বরের বৃশ্চিক চিহ্নে যাঁরা জন্মগ্রহণ করেন, তাঁদের সম্বন্ধে আলোচনা কালে আপনার চারিত্রিক ও মানসিক গঠনের বর্ণনা করা হয়েছে।

ইউরেনাস, রবি ও মঙ্গল বৃশ্চিক চিহ্নে চরিত্রের অদ্ভুত এক জটিলতা সৃষ্টি করে। জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর এ এক আশ্চর্য সমন্বয়।

এ কথা মনে রাখবেন যে, ইউরেনাস এবং মঙ্গল সৌরমণ্ডলের দুটি ধ্বংসকারী সমন্বয়। যখন এঁরা বৃশ্চিকে মঙ্গলের ঘরে যুক্ত হয়, তখন অভাবিত কিছু ঘটতে পারে।

৩১শে অক্টোবরের জাতকগণ (বৃশ্চিকের ৪ সংখ্যার প্রথম ব্যক্তিগণ) এবং ৪, ১৩ ও ২২শে নভেম্বরের জাতকগণ ইউরেনাসের প্রভাবে আশ্চর্য সব কাজ করতে পারেন, কিন্তু এই প্রসঙ্গে বলে রাখা ভাল যে, জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর এমন কোন গ্রহ সমন্বয় নেই, যেখানে পরিপূর্ণ আত্মসংযমের এত প্রয়োজন।

উপরোক্ত তারিখগুলিতে যাঁরা জন্মগ্রহণ করেন, তাঁরা জীবনে অনেক উঁচুতে উঠতে পারেন। তাঁদের উদ্ভাবনী শক্তি, স্বাতন্ত্র্য এবং চরিত্রগত খেয়ালীপনা—সব কিছুই ফলপ্রদ হতে পারে, কিন্তু এজন্য আত্মবিশ্বাস ও চিত্তের দৃঢ়তার একান্ত আবশ্যক।

এঁদের মনের আধ্যাত্মিক ভাব উন্নত করার প্রয়োজন আছে। 'দুর্ভাগ্যের তীক্ষ্ণ শরাঘাত" গুলি খণ্ডন করতে এর মত অস্ত্র নেই। এ বিষয়ে অগ্রসর হতে না পারলে আর সকলের ব্যবহারে তিক্ত বিরক্ত হয়ে উঠবেন। এঁদের চিন্তা, কর্ম ও ক্রিয়া-কলাপ দেখে ভুল ধারণা হওয়া স্বাভাবিক। এঁদের বৈশিষ্ট্য ও খেয়ালীপনাও ব্যঙ্গের উপকরণ হতে পারে। তাঁদের প্রতি অবিচার চলতে পারে, ফলে জগৎটাকে একটি কঠিন বিদ্যালয় এবং এ স্থানের পাঠ অতি দুর্বোধ্য ঠেকতে পারে।

"মানব জগৎ সৃষ্টি কর্তার মহান উদ্দেশ্যে অংশ বিশেষ"—এই বিশ্বাস হারিয়ে যদি তাঁরা মঙ্গল ও ইউরেনাসের সমন্বয়কে মনের উপর ধ্বংসাত্মক প্রভাব বিস্তার করতে দেন, তবে সকল শুভ হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে অসাধারণ দুঃখের বোঝা নিজেদের মাথায় নিজেরা টেনে আনবেন।

৩১শে নভেম্বর ও ৪, ১৩, ২২শে নভেম্বরের জাতকগণ স্বভাবের খামখেয়ালীপনা দূর করতে চেষ্টা করবেন—নতুবা বিপজ্জনক অবস্থায় পড়তে পারেন। ইউরেনাস ও মঙ্গলের সমন্বিত শুভ ফল হল এই যে, তাঁরা যা করেন, মন প্রাণ ঢেলে করেন। জন্ম ভূমির আইন ও সামাজিক জীবনের সংস্কার করতে প্রবল ইচ্ছা এঁদের মধ্যে দেখা যায়। আমি এই উপদেশ দিই যে, আধ্যাত্মিক প্রেরণা দ্বারা যখন অন্তরে শান্তি লাভ করবেন, তখন আপনি চারপাশে আইন-শৃঙ্খলা ও ক্ষমতা বিস্তারের চেষ্টা করুন।

## অর্থ ভাগ্য

নভেম্বরের এই তারিখগুলির জাতকের অর্থ সম্বন্ধে সতর্ক হওয়া উচিত। অপরের সাহায্য বা প্রতিশ্রুতির উপর আদৌ নির্ভর করবেন না। অংশীদার বা মৈত্রী বন্ধনের

পক্ষে এ রাশি অশুভ, তবে সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা সফল হতে পারে। প্রগতিশীল উদ্ভাবনা—যথা বিদ্যুৎ রাজ্যে বেতার ও বেতারযন্ত্র, চলচ্চিত্র, টেলিভিশন বা ঐ ধরনের কিছু আবিষ্কারের সম্ভাবনা আছে। হয়তো বা সাহিত্যেও সুনাম হতে পারে।

## স্বাস্থ্য

সর্বদা মনে রাখবেন, মনই আপনার শারীরিক অসুস্থতার কারণ। মঙ্গল ও বৃশ্চিকে ইউরেনাসের ধ্বংসাত্মক উপাদানগুলিকে প্রশ্রয় দিলে ঐ সব সংশ্লিষ্ট ব্যাধির আক্রমণ হতে পারে। মানসিক দুশ্চিন্তায় স্নায়ুর উপর প্রতিক্রিয়া জনিত অগ্নিমান্দ্য, পেটের গণ্ডগোল, আভ্যন্তরীণ ক্ষত, টিউমার, বিষক্রিয়া, হৃদযন্ত্রের দুর্বলতা, রক্ত চলাচলে বাধা সৃষ্টি করতে পারে।

জীবনের প্রতি উজ্জ্বল দৃষ্টি রেখে পারিপার্শ্বিকতার সঙ্গে আপনার মিলে যেতে চেষ্টা করা উচিত।

উপরোক্ত যে কোনও তারিখে জন্মালে ৪, ৮ ও ৯ ঘরের তারিখ,—যথা ৪, ৮, ৯, ১৩, ১৭, ১৮, ২২, ২৬, ২৭ ও ৩১ আপনার পক্ষে কার্যকরী হবে। আপনার পক্ষে শুভ বর্ণ হবে—নীলকান্ত মণির নীল, গাঢ় লাল ও গোলাপী।

আপনার জীবনের শ্রেষ্ঠ বর্ষগুলি যথাক্রমে—৪, ৮, ৯, ১৩, ১৭, ১৮, ২২, ২৬, ২৭, ৩১, ৩৫, ৩৬, ৪৪, ৪৫, ৪৯, ৫৩, ৫৫, ৫৮, ৬২, ৬৩, ৬৪ ও ৭১।

বছরের যে কোনও মাসের ৪, ৮ ও ৯ ঘরের তারিখে যাঁর জন্ম তিনি আপনাকে আকৃষ্ট করবেন বিশেষ ভাবে আপনার কর্তব্য সব সময় নিজের উপযোগী শুভ সংখ্যায় লোকদের সঙ্গে মেলামেশা ও কাজকর্ম করা। তা না হলে আপনার পক্ষে শুভ নাও হতে পারে।

কখনো কখনো হঠাৎ মাথা গরম বা অভিমানের ভাব দেখা দিতে পারে। তাই সব সময় এসব এড়িয়ে মন শান্ত রেখে কাজকর্ম করতে হবে।

মানসিক চাঞ্চল্যের জন্য মাঝে মাঝে উল্টোপাল্টা কাজ করে ফেলতে পারেন। এ সম্পর্কে সাবধান।

### যে সব বিখ্যাত লোকেরা এই তারিখে জন্মেছেন

| | |
|---|---|
| উইল রজার্স (চলচ্চিত্র)* | ৪ঠা নভেম্বর |
| এড্‌মণ্ড কীন্ (অভিনেতা) | ,, ,, |
| রবার্ট বেন্‌সন্ (অভিনেতা) | ,, ,, |
| স্যার ফ্রাঙ্ক বেন্‌সন্ (থিয়েটার ম্যানেজার) | ,, ,, |
| উইলিয়াম ৩ (যুবরাজ) | ,, ,, |
| স্যার জন মুর (কবি) | ,, ,, |

* এই বিখ্যাত অভিনেতার দুঃখজনকভাবে প্লেন দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়।

| | | |
|---|---|---|
| রবার্ট লুই স্টিভেন্সন ( লেখক ) | ৪ঠা | নভেম্বর |
| এডুইন বুথ ( অভিনেতা | ,, | ,, |
| জর্জ এলিয়ট ( ঔপন্যাসিক ) | ২৩শে | ,, |
| জন্ ন্যান্সি গার্ণার ( ভাইস্ প্রেসিডেন্ট ) | ,, | ,, |
| রাউয়ার্ড ব্রক্‌ওয়ে ( গীতিকার ) | ,, | ,, |
| কার্ডিন্যাল মার্সিয়ার ( বেলজিয়াম ) | ,, | ,, |

## ষষ্ঠশত তম অধ্যায়

## নভেম্বর মাসের ৫, ১৪ ও ২৩ তারিখের জাতকগণ

এ মাসের ৫ সংখ্যার লোকেরা ঃ

যাঁরা জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর এই সময়ে জন্মগ্রহণ করেন, কিরোর চ্যালদিন সংখ্যাতত্ত্বের নিয়মানুসারে তাঁরা বুধ, মঙ্গল, ত্রিগুণাত্মক বরুণের দ্বিতীয় ঘরের বৃশ্চিকের সবরকম প্রভাব দ্বার চালিত হন।

নভেম্বর মাসের জাতকগণ সম্বন্ধে আলোচনাকালে আপনার চরিত্র ও মানসিক গঠনের বিষয় সাধারণভাবে পূর্বেই ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

নিষ্ক্রিয় মঙ্গল এর ঘরে বুধ আপনাকে বুদ্ধি, মননশক্তি ও ব্যবস্থাপনায় ক্ষমতা দেবে এবং নিজে চারপাশের ব্যক্তিগত সম্বন্ধে নির্ভুল বিবেচনা দেবে। তীক্ষ্ণ, বিচক্ষণ, সন্দিহান ও অবিশ্বাসী স্বভাব আপনার এবং অপ্রচলিত কোনও উপায়ে আপনি অর্থোপার্জন করবেন। শিল্প ও সৌন্দর্যের প্রতি প্রগাঢ় প্রীতি থাকবে এবং উঁচুদরের কল্পনা শক্তি আপনার উপর ভগবানের দান।

বিপরীতলিঙ্গের প্রতি আপনার আকর্ষণ বেশি, প্রণয়ঘটিত অনেক ব্যাপার আপনার জীবনে আসতে পারে। কিন্তু এর কোনটাই স্থায়ী হবে না এবং আপনার চরিত্রে গভীর রেখাপাত করবে না। আপনার বিবাহ না করাই ভাল কিম্বা মধ্যবয়স পার করে বিবাহ করাই ভাল।

আপনি চঞ্চল, ভ্রমণপ্রিয় ও বহু বাসস্থান পরিবর্তন করবেন।

### অর্থ ভাগ্য

এ বিষয়ে আপনি ভাগ্যবান কিন্তু মঙ্গলের ধ্বংসাত্মক প্রভাবে লভ্যাংশ ধরে রাখা সম্ভব হবে না।

### স্বাস্থ্য

নভেম্বরের এই তারিখগুলিতে জন্ম হ'লে বাল্যকালে যাবতীয় শিশু রোগে আপনাকে বিপর্যস্ত করবে; পরে ব্যাধির আক্রমণ এড়াবার ক্ষমতা অর্জন করবেন, কিন্তু স্নায়ু বরাবরই দুর্বল থাকবে।

সহজে বিরক্ত ও উত্তেজিত হয়ে হঠাৎ অসম্ভব রেগে উঠবেন এবং আপনার শরীরে এর প্রতিক্রিয়া বিষবৎ ক্ষতিকর হবে। মোটামুটি স্বাস্থ্য ভালই চলবে কিন্তু দীর্ঘকাল না ভুগে হঠাৎই মৃত্যু আসতে পারে আপনার।

৫, ১৪ বা ২৩শে জাতকের পক্ষে প্রধান সংখ্যা হবে '৫' ও '৯' এর ঘরে এবং তারিখ হিসাবে ৫, ৯, ১৪, ১৮, ২৩, ও ২৭গুলি কার্যকরী।

সব হালকা রং, যথা—সাদা, ফিকে বাদামী, উজ্জ্বল রূপালী এবং সকল স্তরের লাল রং আপনার পক্ষে ভাল।

হীরা. সব উজ্জ্বল গহনা, চুনী, গোমেদ ও অন্যান্য লাল পাথর আপনার পক্ষে শুভ। আপনার জীবনের প্রধান বয়সগুলি যথাক্রমে—৫, ৯, ১৪, ১৮, ২৩, ২৭, ৩২, ৩৬, ৪১, ৪৫, ৫০, ৫৪, ৫৯, ৬৩, ৬৮ ও ৭২।

বছরের যে কোনও মাসে '৫' ও '৯' ঘরের ব্যক্তি, অর্থাৎ ৫, ৯, ১৪, ১৮, ২৩ ও ২৭শের জাতক আপনাকে আকৃষ্ট করেবে।

### যে সব বিখ্যাত লোকেরা এই তারিখে জন্মেছেন

| | | |
|---|---|---|
| জোয়েল ম্যাকৃক্ৰি | ৫ই | নভেম্বর |
| উইল হেস্ (চলচ্চিত্র) | ,, | ,, |
| ইউগিন্ ডেবস্ (নেতা) | ,, | ,, |
| রবার্ট হিচেন্স (লেখক)* | ১৪ই | ,, |
| মর্টন ডাউনি (বেতারশিল্পী) | ,, | ,, |
| ডিক্ পাওয়েল (চলচ্চিত্র) | ,, | ,, |
| রবার্ট ফুল্টন্ (জাহাজ মালিক) | ,, | ,, |
| ক্লড্ মোনেট্ (চিত্রশিল্পী) | ,, | ,, |
| ভিক্টর জোরী (চলচ্চিত্র) | ২৩শে | ,, |
| রিচার্ড ক্রোকার (নেতা)** | ,, | ,, |
| রোরিস্ কার্লফ (চলচ্চিত্র) | ,, | ,, |
| স্যার গিল্বার্ট পার্কার (ঔপন্যাসিক) | ,, | ,, |

* রবার্ট হিচেন্স ছিলেন বিখ্যাত ঔপন্যাসিক। তার লেখা 'জোসেফ' গ্রন্থ বিশ্ব খ্যাতি অর্জন করেছিল। তিনি আমার সম্পর্কে উচ্চ প্রশংসা করেন এবং মতামত লেখেন। তিনি লেখেন যে এত বেশি নিখুঁত ভবিষ্যৎবাণী বা অতীত সম্পর্কে ধারণা আমি কারও কাছ থেকেই পাইনি।

** বিখ্যাত সম্পাদক মিঃ ষ্টেড পাঠান রিচার্ড ক্রোকারকে আমার কাছে। তিনি তৎকালীন আমেরিকার একজন উচ্চ স্তরের নেতা ছিলেন। আমি তাঁকে বলি যে তিনি শিল্পীর পথ পরিবর্তন করে সাংসারিক জীবন যাপন করবেন এবং ঘোড়া প্রতিপালন করবেন। সেই ঘোড়া বাজী জেতাবে। তিনি তখন আমার কথাটা খুব বিশ্বাস করেননি। কিন্তু সত্যিই তাই। একবছর পরে তিনি ঘোড়া প্রতিপালন শুরু করেন এবং অবশেষে তাঁর ঘোড়া 'Orely' ডার্বি জিতে বিরাট চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল।

## সপ্তশততম অধ্যায়

# নভেম্বর মাসের ৬, ১৫, ২৪ তারিখের জাতকগণ

এ মাসের ৬ সংখ্যার লোকেরা।

যাঁরা জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর এই সময়ে জন্মগ্রহণ করেন, তাঁরা কিরোর চ্যালদিন সংখ্যাতত্ত্বের নিয়মানুসারে শুক্র, মঙ্গল, ত্রিগুণাত্মক বরুণের দ্বিতীয় ঘরের বৃশ্চিকের সবরকম প্রভাব দ্বারা চালিত হ'ন।

নভেম্বরের জাতকদের সঙ্গে আপনার চারিত্রিক ও মানসিক গঠনের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

মঙ্গলেব নিষ্ক্রিয় ঘরে শুক্র অনেক দিক থেকে মঙ্গলের লক্ষণ, কিন্তু ব্যর্থ প্রেম ও ব্যাহত স্নেহের সম্ভাবনা প্রায়ই দেখা যায়। এ'রা অত্যন্ত স্নেহপ্রবণ, আত্মীয়-স্বজন পিতা-মাতার জন্য আত্মত্যাগ করে থাকেন এবং সর্বদা কারুর দায় এ'দের বহন করতে হয়।

পিতা বা মাতার মৃত্যুর ফলে নিজেদের উপর বহু দায়িত্ব এসে পড়ে অল্প বয়সে, বহু কষ্ট সইতে হয়, ফলে নিজেদের ইচ্ছা সব পূর্ণ হয় না।

সমাজের উ'চু ধাপে, আর্থিক সচ্ছলতার মধ্যে জন্মগ্রহণ করলেও জীবনে সেই একই কষ্ট ভুগতে হয়, নিজেদের সাধ-আহ্লাদ বিসর্জন দিতে হয়।

এ'রা স্বাধীন জীবন যাপনের আগ্রহে নিম্নস্তরে বিবাহ করেন ফলে প্রথমেই ভুল করে বসেন। এ'রা সহজে বিপরীত লিঙ্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, কিন্তু প্রেমে অন্ধ হ'য়ে ভুল সঙ্গী নির্বাচন করেন।

হয়তো অনেক বয়সে বিবাহ করেন এবং মুহূর্তের খেয়ালে সখী নির্বাচনে ভুল হয়। প্রেমের কাঁটা এ'দের জীবন ক্ষতবিক্ষত করে এবং ঈর্ষার বিরুদ্ধে প্রবল যুদ্ধ করতে হয়। বৃশ্চিক শুক্র সমন্বয়ের জাতক যত দেরিতে বিবাহ করেন ততই মঙ্গল।

শিল্পী জীবনে এ'দের প্রতিভার বিকাশ হয় বেশি। সঙ্গীত, বিশেষতঃ কনসার্ট বা অপেরা, অঙ্কন. ভাস্কর্য, অভিনয়, কখনও বা লেখক হিসেবে সুনাম অর্জন করেন। প্রায়ই এ সবের বিরাট দায়িত্ব নিতে বাধ্য হ'ন, ফলে একেবারে জনতার সামনে এসে দাঁড়াতে হয়।

ব্যবসায়ী জীবনে যদি বাঁধা ধরা কাজ করতে বাধ্য হ'ন, তবে অতি পরিশ্রম করেন এবং ওপরওয়ালার দক্ষিণ হস্ত হয়ে দাঁড়ান। বস্তুতঃ যে কোনও কাজে এরা স্বীয় দায়িত্ব পালনে বহু স্বার্থত্যাগ করে থাকেন।

৬, ১৫ ও ২৪শে নভেম্বরের জাতক যশ, সম্মান লাভ করতে বাধ্য এবং অনেক সময়ে প্রচুর অর্থ ও উচ্চ পদমর্যাদা পেয়ে থাকেন।

## অর্থ ভাগ্য

আপন প্রেরণা অনুযায়ী কাজ করলে আর্থিক সুখের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। যদিও বাইরে ঠাট বজায় রাখতে পোশাক-পরিচ্ছদে যথেষ্ট বিলাসিতা করে থাকেন। তবু অর্থোপায় ও সঞ্চয় দুই বজায় রাখেন।

## স্বাস্থ্য

৬, ১৫ ও ২৪শে নভেম্বরের জাতক স্বভাবতঃ সুস্থ ও শক্ত সমর্থ হ'ন। এ'দের বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মেদ বৃদ্ধি হয়ে হার্টের উপর চাপ পড়ে। ফুসফুস, কণ্ঠ, নাসিকা ও কর্ণের ভিতরে ব্যাধি হতে পারে।

৬, ১৫ ও ২৪শে নভেম্বরের জাতক '৬' ও '৯' সংখ্যা পর্যায়কে শুভ বলে মেনে নিতে পারেন। যে কোনও মাসে, বিশেষতঃ মে, অক্টোবর ও নভেম্বরের ৬, ৯, ১৫, ১৮, ২৪ ও ২৭ তারিখে প্রয়োজনীয় কর্ম ও সাক্ষাৎকারগুলি সেরে নেবেন।

গ্রহ আকর্ষণী শক্তির স্পন্দন বৃদ্ধির জন্য আপনি নিম্নলিখিত রঙগুলি ব্যবহার করবেন। যথা—শুক্র—ফিকে থেকে গাঢ় অবধি নীলের সব স্তর আপনার পক্ষে শুভ।

মঙ্গল—ফিকে অথবা গাঢ় লাল।

টারকুইজ, নীলপাথর, চুণী, গোমেদ ও লাল পাথর আপনার পক্ষে শুভরত্ন।

যে কোন মাসের '৬' ও '৯' পর্যায় সংখ্যা যথা—৬, ৯, ১৫, ১৮, ২৪ ও ২৭শের জাতক আপনাকে আকৃষ্ট করে থাকেন। এ'দের জীবনে অনেক শুভ ঘটনা ঘটে, যদি নিজ সংখ্যার লোকের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য, পার্টনারশিপ প্রভৃতিতে লিপ্ত থাকেন।

### যে সব বিখ্যাত লোকেরা এই তারিখে জন্মেছেন

| | | |
|---|---|---|
| প্যাড়ারেস্কি ( পোল্যাণ্ডের প্রধানমন্ত্রী ) | ৬ই | নভেম্বর |
| জন ফিলিপ স্যাসা ( গীতিকার ও বাদক )* | ,, | ,, |
| কোলে কীবার ( নাট্যকার ) | ,, | ,, |
| এডল্‌ফ্‌ স্যাক্স ( স্যাক্সোফোন আবিষ্কারক ) | ৬ই | ,, |
| স্যার জন্‌ এয়ার্ড ( ব্যাঙ্ক প্রেসিডেণ্ট ) | ১৫ই | ,, |
| উইলিয়াম ভিনসেণ্ট অ্যাস্টর ( ধনপতি ) | ,, | ,, |
| এনড্রু কার্নেগী ( ধনপতি ) | ,, | ,, |

* জন ফিলিপস বিখ্যাত গীতিকার এবং তিনি তাঁর ব্যাণ্ড পার্টি নিয়ে সারা বিশ্ব ভ্রমণ করে প্রচুর সম্মান অর্জন করেন। তিনি চিকাগোতে আমার সঙ্গে আলোচনা করতে আসেন। সেই সময় তাঁকে দুঃখিত দেখাচ্ছিল। কারণ তখন কাজকর্ম ভাল চলছিল না। আমি বললাম যে অতি সত্বর তাঁর উন্নতি অনিবার্য। পরদিনই তিনি তিনবার দেখা করলেন—যেন অন্য লোক। নতুন কাজকর্ম শুরু হলো এবং প্রচুর উন্নতিও হলো।

| | | |
|---|---|---|
| উইলিয়াম পীট চ্যাথাম্ ( নেতা ) | ১৫ই | নভেম্বর |
| লেভেটার ( দেহতাত্ত্বিক ) | „ | „ |
| স্যার জন্ হার্সেল ( ইউরেনাস্ গ্রহ আবিষ্কারক ) | „ | „ |
| ডেভিড্ য়্যাগন্ ( মার্কিন শল্যবিদ্ ) | ২৪ | „ |
| ফ্রান্সিস্ হগ্সন্ ব্রুনেট ( লেখক ) | „ | „ |
| গ্রেস্ ডার্লিং ( নায়িকা, অভিনেত্রী ) | „ | „ |
| জন নক্স ( ধর্মপ্রচারক ) | | |

## অষ্টশততম অধ্যায়

# নভেম্বর মাসের ৭, ১৬ ও ২৫ তারিখের জাতকগণ

এ মাসের ৭ সংখ্যার লোকেরা ঃ

যাঁরা জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর এই সময়ে জন্মগ্রহণ করেন তাঁরা কিরোর চ্যালদিন সংখ্যা-তত্ত্বের নিয়মানুসারে নেপচুন, চন্দ্র, মঙ্গল ও ত্রিগুণাত্মক বরুণের দ্বিতীয় ঘরের বৃশ্চিকের সবরকম প্রভাব দ্বারা চালিত হ'ন।

নেপচুন, দেহ অপেক্ষা মনের ওপর প্রভাব বিস্তার করে বেশি। মনের গোপনে যা কিছু রহস্য, যথা—অবচেতন মন থেকে উদ্ভাসিত স্বপ্ন, দিবাস্বপ্ন এবং উচ্চমানের আবিষ্কার ক্ষমতা ইত্যাদিকে সাহায্য করে।

বৃশ্চিক রাশিতে মঙ্গল ( নীত ) কক্ষের যথেষ্ট ক্ষমতা আছে এবং এই চিহ্নে মঙ্গল থাকায় একে মানসিক গ্রহ বলা হয়, চন্দ্রও তাই।

৭, ১৬ ও ২৫শে নভেম্বরের জাতক সোজাসুজি এই গ্রহ সমন্বয়ের প্রভাব পাবেন।

পারিপার্শ্বিক ব্যক্তি বা অবস্থা সম্বন্ধে আপনি অতি সচেতন। আনন্দহীন পরিবেশ আপনাকে অস্থির, অতৃপ্ত করে এবং আপনি এত বেশি আপনভাবে মগ্ন এবং অ-মিশুক স্বভাবের ব্যক্তি যে, এতে আপনার ক্ষতি হয়।

উচ্চমানের রসায়ণ "গোপন শিল্পে"র প্রতি আপনি অনুরক্ত। সব বৈজ্ঞানিক গবেষণাই আপনার প্রিয়, বিশেষতঃ মনস্তাত্ত্বিক হিসাবে মস্তিষ্কের আভ্যন্তরীণ ক্রিয়া-কলাপের প্রতি আগ্রহ আপনার প্রগাঢ়।

বস্তু জগতের সঙ্গে যোগাযোগের স্বল্পতা হেতু লোকে আপনাকে ছিটগ্রস্ত মনে করবে। স্বীয় চিন্তাধারা অনুযায়ী কাজ করে আপনি অনেক উঁচুতে উঠতে পারেন।

যে কোনও কাজে আপনার প্রগাঢ় নিষ্ঠা আছে এবং আপনি গোপনতা প্রিয় এবং গম্ভীর স্বভাবের ব্যক্তি। এই গ্রহ সমন্বয় মানুষকে রহস্য প্রিয়তার দিকে টেনে নিয়ে যায়। যাদুবিদ্যা, মোহাবিষ্ট করার ক্ষমতা ইত্যাদি মানসিক শক্তির দিকে আপনার ঝোঁক বেশি। "বৈদ্য" অথবা "অভিনব চিন্তা" ধারার অগ্রণী হিসাবে আপনার শক্তির বিকাশ হবে। আপনার প্রতিভাশক্তির একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য বর্তমান।

## অর্থ ভাগ্য

আপনি এই মানসিক শক্তি জীবিকার প্রয়োজনে ব্যয় করতে নারাজ, কিন্তু আশ্চর্য উপায়ে আপনার অর্থপ্রাপ্তি দেখা যায়। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, তথ্যানুসন্ধান, স্বীয় অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে যথাসময়ে কোনও অসাধ্য সাধনের জন্য পুরস্কার প্রাপ্তির যোগ দেখা যায়।

## স্বাস্থ্য

শরীর খুব সবল নয়। মনের ওপর চাপ অল্পেই অত্যন্ত বেশি পড়ে, কিন্তু আশ্চর্যরকম দার্শনিক মতে আপন খাদ্য তালিকা নির্ধারণ করে জীবনের পরিসর বাড়িয়ে নেন আপনি।

২, ৭ ও ৯ পর্যায় সংখ্যা আপনার পক্ষে কার্যকরী এবং বছরের যে কোনও সময়ে ২, ৭, ৯, ১১, ১৬, ১৮, ২০, ২৫ বা ২৭ তারিখে নিজের কার্য সিদ্ধি ও সাক্ষাৎকার সেরে নেবেন।

গ্রহ আকর্ষণী শক্তির স্পন্দন বৃদ্ধির জন্য নিম্নলিখিত বর্ণগুলি ব্যবহার করবেন—

চন্দ্র—সব স্তরের সবুজ, সাদা ও ঘি রঙ।

নেপচুন—সব স্তরের কপোত ধূসর, ফিকে ও বিদ্যুৎ রঙ।

মঙ্গল—ফিকে ও গাঢ় সব লালই চলবে, কিন্তু আপনি ফিকে রঙটিই বেশি ব্যবহার করবেন।

সবুজ, ধূসর, জেড, মস্ এগেট, মুনস্টোন, সাদা চুনী, গোমেদ ও লাল রঙের পাথর আপনার পক্ষে শুভ হবে। তবে প্রকৃত রত্ন নির্বাচনের জন্য আপনার উপযুক্ত জ্যোতিষীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করা কর্তব্য। তার ফল আপনার পক্ষে শুভ হবে।

## যে সব বিখ্যাত লোক এই তারিখে জন্মেছেন

| | | |
|---|---|---|
| ম্যাডাম্ কুরী ( রেডিয়াম আবিষ্কর্ত্রী ) | ৭ই | নভেম্বর |
| পল্ হাড্রি ( চিত্রশিল্পী ) | ,, | ,, |
| লিও ডিডেট্ ( লেখক ) | ,, | ,, |
| মাইকেল আর্লেন ( লেখক ) | ১৬ই | ,, |
| জন্ ব্রাইট ( নেতা ) | ,, | ,, |
| লরেন্স টিবেট্ ( শিক্ষাবিদ ) | ,, | ,, |
| জেন্ হ্যাডিং ( অভিনেত্রী )* | ২৫শে | ,, |
| জন্ বিগেল্লো ( লেখক ও নেতা ) | ,, | ,, |
| ডাঃ গিয়ানীনি ( ধনপতি ) | ,, | ,, |
| চার্লস্ কেম্বল ( অভিনেতা ) | ,, | ,, |

* হলিউডে জেনের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়। তিনি জ্যোতিষশাস্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন।

## নবমশততম অধ্যায়

# নভেম্বর মাসের ৮, ১৭, ও ২৬ তারিখের জাতকগণ

এ মাসের ৮ সংখ্যার লোকেরা ঃ

যাঁরা জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর এই সময়ে জন্মগ্রহণ করেন, কিরোর চ্যালদিন সংখ্যাতত্ত্বের নিয়মানুসারে তাঁরা শনি, এবং মঙ্গল ত্রিগুণাত্মক বরুণের দ্বিতীয় ঘরের বৃশ্চিকের সবরকম প্রভাব দ্বারা চালিত হন।

নভেম্বর মাসের জাতকদের সঙ্গে আপনার চারিত্রিক ও মানসিক গঠনের বর্ণনা পূর্বেই দেওয়া হয়েছে।

সংক্ষেপে জানাচ্ছি যে, এই গ্রহ সমন্বয় সুখের নয়, যদি না আপনি যথেষ্ট আত্মসংযম ও আপন শক্তির উপর আস্থাবান হ'ন।

শনিকে অনেক জ্যোতিষী "স্বর্গের প্রাচীন বিদ্যালয়ের গুরুমহাশয়" আখ্যা দেন। শনি তাঁর সন্তানদের কঠিন শাস্তি দেন, বিশেষতঃ অল্প বয়সে।

বছরের এই সময়ে মঙ্গল ( নেতি ) আপনার পশ্চাতে রয়েছে এবং আপনার মনের সমর্থন দ্বারা শনির সর্বগ্রাসী শক্তি ক্ষয় করবে। কেবলমাত্র মনের জোরে আপনি এগিয়ে যাবেন এবং জীবন পথে জগদীশ্বর যেখানে আপনার ঠাঁই রেখেছেন, সেখানে সফল হবেনই। হয়তো জগতে শ্রেষ্ঠ যে জয় নিজের উপর জয়—তাই আপনি লাভ করবেন।

৮ ও ১৭ নভেম্বরে জন্ম হ'লে অল্প বয়সে কষ্ট করে খাড়াই উঠতে হবে। ২৬শে নভেম্বরের জাতক অপেক্ষাকৃত অধিক ভাগ্যবান, কারণ তাঁরা আগন্তুক বৃহস্পতির প্রভাব পাবেন, কিন্তু শনির দশা থেকে রেহাই পাবেন না।

৮ ও ১৭ নভেম্বরের জাতক স্বাধীনচেতা এবং তাঁদের সঙ্গে মানিয়ে চলা শক্ত। ঠিক হোক, ভুল হোক, আপনার মতামত সহজে নড়ানো যায় না। একদেশদর্শিতা আপনার স্বভাবের দোষ, আপনি সন্দিগ্ধমনা এবং জগৎসুদ্ধ সবাই আপনার বিরোধী এই ভাব মনের মধ্যে পোষণ করেন। মনের এই দুর্বলতাগুলি যদি জয় করতে না পারেন তবে অযথা "আত্মনিগ্রহের" ফলে আপনি কষ্ট পাবেন।

অযোগ্য প্রেম ও গোপন সখ্যতা, আপনার জীবনে দুঃখের মূল। এসব বিষয়ে আপনার জেদ বড্ড বেশি এবং কারুর উপদেশ আপনি শুনতে চান না।

এসব সত্ত্বেও আপনি বুদ্ধিমান, পছন্দমত কাজে লেগে থাকলে আপনার উপকার হবে। আত্মত্যাগের সাহায্যে আপনার গভীর প্রেমকে উর্দ্ধমুখী করা সম্ভব। নিদারুণ হৃদয়াবেগ সংযত করলে জীবন পথের বাধা অতিক্রম করে মানবচিত্ত জয় করতে পারেন।

৮ ও ১৭ বিশেষতঃ ১৭ তারিখের জাতক জীবনের ৩৫ থেকে ৪০ বছর অবধি যথেষ্ট দুর্ভোগ ভুগবেন। এ সময়ে যদি ভরাডুবি না হয়ে উৎরে যেতে পারেন, তবে অল্প বয়সের স্বভাব পরিবর্তিত হয়ে শেষ ৩৫ বছর ভালই কাটবে।

## অর্থ ভাগ্য

এদিকে সফল হওয়া, না হওয়া আপনার নিজের হাতে। মধ্য পন্থা আপনার নয়, হয় এদিক, নয় ওদিক। একরোখাভাবে লেগে থাকতে পারলে আপনার বাসনা সিদ্ধ হবেই।

## স্বাস্থ্য

এ'দের স্বাস্থ্য বিচিত্র। স্বাস্থ্য কখনো ভাল কখনো মন্দ। হয় অতি উত্তম, নয় একেবারে স্বাস্থ্য বিপরীত হতে পারে। কার্বাংকল, ঘা এবং বিষফোঁড়া হতে পারে। বাত ও বাতজ্বর হওয়া সম্ভব। মাদক দ্রব্য বা উত্তেজক পানীয় বর্জন করবেন, নতুবা আপনার মস্তিষ্কের ক্ষমতা বিনষ্ট হবে। কখনও বা অত্যধিক চাপে মানসিক ভারসাম্য হারাতে পারেন। সুস্থতা বা অসুস্থতা সবটাই আপনার আত্মসংযমের উপর নির্ভর করে।

৪, ৮ ও ৯ সংখ্যা এবং ৪, ৮, ৯, ১৩, ১৭, ১৮, ২২, ২৬, ২৭ ও ৩১ তারিখ আপনার পক্ষে বিশেষ অর্থবহ। ৪ ও ৮ ঘরের তারিখ আপনি বিশেষ কোনও কাজের জন্য বেছে নেবেন না। জীবনে যখনই এই তারিখগুলির দেখা পাবেন তখনই সতর্ক হবেন। মঙ্গলের প্রভাবে চুনী, গোমেদ ও রক্তমুখী সব পাথরই আপনার পক্ষে শুভ।

## যে সব বিখ্যাত লোকেরা এই তারিখে জন্মেছেন

| | |
|---|---|
| ক্যাথারিন হেপ্‌বার্ন ( চলচ্চিত্র ) | ৮ই নভেম্বর |
| ক্যাস্‌মির পোরিরার ( ফরাসী প্রেসিডেণ্ট ) | ,, ,, |
| লামিলে লা ভানি ( অভিনেত্রী ও লেখিকা ) | ,, ,, |
| মেরী প্রিভস্ট ( চলচ্চিত্র অভিনেত্রী ) | ,, ,, |
| স্যার এলিমার হ্যালিডেন ( নেতা ) | ১৭ই ,, |
| কলোনেল অ্যালগিন ( সৈন্যাধ্যক্ষ ) | ,, ,, |
| ইন্দোরের মহারাজা ( ১৯২৫ ) | ২৬শে ,, |
| আলেকজান্ডার বেল্‌জেম্‌ ( লেখক ) | ,, ,, |
| কুইন্‌মগ্‌ ( নরওয়ে ) | ,, ,, |
| ক্যাম্মিম্‌ ডী ( চলচ্চিত্র ) | ,, ,, |
| ব্রুনো হপ্‌ম্যান ( ফাঁসির আসামী )* | ,, ,, |

* হপ্‌ম্যান কোনও স্বীকারোক্তি করেন নি। তবে ৪ এবং ৮ সংখ্যার লোকেরা হলো ভাগ্যের ক্রীড়নক। তিনি যা আপীল করেন তা শুধু মাত্র মানবিক বিচারের জন্য। তাই তিনি প্রকৃত অপরাধী ছিলেন কিনা জানা যায় নি আজ পর্যন্ত।

## দশমশততম অধ্যায়

# নভেম্বর মাসের ৯, ১৮, ও ২৭ তারিখের জাতকগণ

এ মাসে ৯ সংখ্যার লোকেরা ঃ

যাঁরা জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর এই সময়ে জন্মগ্রহণ করেন, কিরোর চ্যালদিন সংখ্যা-তত্ত্বের নিয়মানুসারে তাঁরা মঙ্গল, ত্রিগুণাত্মক বরুণের দ্বিতীয় ঘর বৃশ্চিকের ও মঙ্গলের (নেতি) প্রভাব দ্বারা চালিত হবেন। ২৭শে নভেম্বরের জাতক আগন্তুক ধনুচিহ্ন, বৃহস্পতি (অস্থির) গণ্ডীতে চলে আসেন, ফলে তাঁদের জীবন ও কর্মক্ষেত্র ভিন্নতর হবে।

নভেম্বরের জাতকদের সঙ্গে আপনার চারিত্রিক ও মানসিক গঠনের বর্ণনা পূর্বে দেওয়া হয়েছে। ২৭শে অক্টোবর ও ৯, ১৮ নভেম্বরের জাতক "দুই মঙ্গলে"র প্রভাব পাবেন। এই সঙ্গে এই কথাটিও মনে রাখতে হবে যে জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর এই সময়ে বৃশ্চিক, মঙ্গল, ত্রিগুণাত্মক বরুণের দ্বিতীয় কক্ষে বিরাজিত। অর্থাৎ এই মঙ্গলের গুণ বলতে "অগ্নি" বোঝায়, এইবার পাঠকের কাছে বোধগম্য হবে দুই মঙ্গল বলতে কি অসাধারণ অবস্থা নির্দেশ করে।

২৭শে নভেম্বর "দুই মঙ্গল" না হয়ে ধনুতে মঙ্গল (বৃহস্পতির ঘর) গণ্ডীর মধ্যে আসেন। দুই মঙ্গল মেষ চিহ্নে, মঙ্গলের সক্রিয় ঘরেও দেখা দেয় এবং ঐ চিহ্নের ৯ সংখ্যার ব্যক্তিগণ, যথা ২৭শে মার্চ, ৯ই ও ১৮ই এপ্রিলের জাতকদের উপরেও কার্য-করী হয়। সৈনিক ও যুদ্ধক্ষেত্রের সক্রিয় কর্মচারীদের উপরেও এ বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে।

এর যে কোন একটি তারিখে জন্মালে কর্ম সাধনার শক্তি এবং পরিচালনার ক্ষমতা থাকে। আপনি কৃতসঙ্কল্প, স্থির চিত্ত, সরকারী চাকুরী ও শাসন ব্যাপারে দক্ষ। ব্যক্তিগত জীবনে সার্জন অথবা যন্ত্রপাতি ব্যবহারে দক্ষ ইঞ্জিনিয়ার, গঠন মূলক কাজ বা ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের কর্তা ব্যক্তির পদে আপনি সার্থক হবেন।

স্বাধীন চিন্তা ও ইচ্ছাশক্তির দৃঢ়তা হেতু জীবনে শত্রু হবে ; কিন্তু ৯ নভেম্বরের জাতক জীবনে যে কোনও পদে যথেষ্ট উন্নতি লাভ করবেন। ২৭শে নভেম্বর বৃহস্পতির প্রভাবে তেমনই শক্তিমান।

### অর্থ ভাগ্য

জীবনের গোড়ার দিকে বহু কষ্ট স্বীকার করে পরবর্তীকালে সব কাজেই সফল হবেন এবং সব বাধা পেরিয়ে যশ ও অর্থলাভ হবে।

### স্বাস্থ্য

৯, ১৮ ও ২৭শে নভেম্বরের জাতক জ্বর, রক্তের চাপ বৃদ্ধি, হৃদযন্ত্রের অতিরিক্ত শ্রান্তি-জনিত ব্যাধিতে ভুগবেন। আকস্মিক দুর্ঘটনা বিশেষতঃ যন্ত্রপাতি সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে বা

আগ্নেয়াস্ত্রের আঘাত লাগতে পারে। শরীরের প্রতি আক্রমণ এবং অকাল মৃত্যু হতে পারে যা হৃদরোগ বা মস্তিষ্কে রক্ত চাপের ফলেও হওয়া সম্ভব।

'৯' ঘরের সংখ্যা আপনার পক্ষে কার্যকরী। যে কোনও ৯, ১৮ ও ২৭ তারিখ আপনার পক্ষে শুভপ্রদ।

গ্রহ আকর্ষণী শক্তির স্পন্দন বৃদ্ধির জন্য পোশাকের যে কোনও অংশে বিশেষতঃ রমণীর পোশাকে টুকটুকে লাল, গোলাপী ও সচরাচর যেমন যার—সেই লাল রং থাকা ভাল।

চুনী, গোমেদ ও সব লাল পাথর আপনার পক্ষে শুভ।

আপনার জীবনের শ্রেষ্ঠ বয়সগুলি যথাক্রমে – ৯, ১৮, ২৭, ৩৬, ৪৫, ৫৪, ৬৩ ও ৭২। যে কোনও মাসের ৯ পর্যায় যথা ৯, ১৮ ও ২৭শের জাতক আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করবে প্রবলভাবে।

২৭শে নভেম্বরের জাতক 'ধনুর' সূচনায় জীবনের পুরোভাগে সৌভাগ্যের মুখ দেখতে পাবেন। সেই জন্য এই সময়ে ভবিষ্যতের পাথেয় অতি সাবধানে সরিয়ে রাখবেন। আপনার সৌভাগ্য নিয়ন্ত্রণকারী সংখ্যা দু'টি এ ক্ষেত্রে ৩ ও ৯ পর্যায়ে পড়ে।

শুভ বর্ণ হিসাবে বেগুনি, ভায়োলেট ও গাঢ় বেগুনী রঙ ব্যবহার করবেন।

বছরের যে কোনও মাসের ৩ ও ৯ তারিখের জাতক আপনাকে আকৃষ্ট করবে বেশি। এই সব নিয়ম পালন করে চললে তা আপনার পক্ষে খুবই শুভ হবে।

**যে সব বিখ্যাত লোকেরা এই তারিখে জন্মেছেন**

| | | |
|---|---|---|
| মেরী ড্রেস্‌লার ( চলচ্চিত্র ) | ৯ই | নভেম্বর |
| উইলিয়াম ব্ল্যাক ( ঔপন্যাসিক ) | ,, | ,, |
| জলে ব্যাংক ( ধনকুবের ) | ,, | ,, |
| ডাঃ হারবার্ট ক্যালিনার | ,, | ,, |
| রাজা সপ্তম এড্‌ওয়ার্ড* | ,, | ,, |
| প্রফেসার লমব্রসো ( ক্রিমিনোলজিস্ট ) | ১৮ই | ,, |
| গ্যালি কারমি ( নারীশ্রেষ্ঠ ) | ,, | ,, |
| বেঞ্জামিন গুইনেস্‌ ( ধনপতি ) | ,, | ,, |
| স্যার ডাব্লিউতন্‌ গিলবার্ট ( গীতিকার ) | ২৭শে | ,, |
| ম্যাডাম্‌ সেণ্টনন ( রাণী ) | ,, | ,, |
| ক্যানি কেম্বল্‌ ( অভিনেতা ) | ,, | ,, |
| ম্যাবেল্‌ ডোনিয়েল্‌স্‌ ( পুঁজিপতি ) | ,, | ,, |

* রাজা সপ্তম এড্‌ওয়ার্ডের সঙ্গে আমার বহুবার সাক্ষাৎ ও আলোচনা হয়েছিল। আমি তাঁকে বলেছিলাম অনেক আগে যে, জুন ১৯৩২ সালে ( ৬১ বর্ষ বয়সে ) তাঁর মৃত্যু হবে। তিনি তা পূর্ণ বিশ্বাস করলেন না। কিন্তু তা হুবহু সত্য প্রমাণিত হয়েছিল।

## একাদশশততম অধ্যায়

# যাঁদের জন্ম ডিসেম্বর মাসে

বৎসরের এই সময়ে যাঁরা জন্মগ্রহণ করেন তাঁদের স্বভাব, চরিত্র, অর্থ ও স্বাস্থ্যের উপর ডিসেম্বর মাসের রবির প্রভাব।

২১শে নভেম্বর থেকে ধনু চিহ্ন আরম্ভ হয়। কিন্তু পূর্ববর্তী চিহ্ন দ্বারা ৭ দিন আচ্ছন্ন থাকায় ২৭শে নভেম্বরের আগে এর শক্তি পূর্ণ বিকশিত হয় না। এই দিন থেকে শুরু হয়ে ২০শে ডিসেম্বর অবধি পরিপূর্ণভাবে বিরাজিত থাকার পর শেষের সাত দিন ক্রমে ক্রমে শক্তি ক্ষয় হয়ে মকর চিহ্ন দ্বারা আবৃত হয়।

ধনুর প্রতীক চিহ্ন হাতে তীর ছুঁড়তে উদ্যত এক অর্ধঅশ্ব-মানব। ২১শে নভেম্বর থেকে ২০শে ডিসেম্বরের মধ্যে যাঁরা জন্মগ্রহণ করেন, সোজা সেই দিকে ধাবিত হ'ন। এ'রা স্বীয় সিদ্ধান্তে অটল ও স্পষ্টবাদী, ফলে প্রবল শত্রু সৃষ্টি হয় এ'দের।

এ'রা কোন কাজ শুরু করলে সেই থেকে একাগ্রভাবে তাতেই মত্ত থাকেন এবং শেষ না হওয়া অবধি অন্যদিকে তাকাবার অবসর পান না।

এ'রা এত দ্রুত চিন্তা করেন, যে প্রায়ই এ'রা অপরের কথার মাঝে কথা বলেন এবং যাঁরা অনেক সময় নিয়ে ঢিমেতালে কথা বলেন, তাঁদের প্রতি অসহিষ্ণু হয়ে উঠেন।

নিষ্ঠুর সত্য বলতে এ'রা ভয় পান না এবং নিজেদের স্বার্থ-বিরোধী হলেও এ'রা পেছপা হন না।

কাজে হাত দিলে এ'রা থামতে জানেন না, অক্লান্তভাবে এ'রা মেতে থাকতে পারেন। ফল, শক্তিক্ষয় ও মৃত্যু।

ব্যবসা বা অন্য যে কোনও কাজে এ'দের উদ্যমের শেষ নেই, কিন্তু একটি মাত্র কাজে আবদ্ধ হয়ে এ'রা থাকতে চান না। ফলে দৃষ্টিভঙ্গী এ'দের দ্রুত পরিবর্তিত হয়। যতদিন রাজনীতি নিয়ে থাকেন তার মধ্যে রাজনৈতিক মতের বহুবার পরিবর্তন করেন। পাদরী হ'লে ধর্মমত বহুবার পরিবর্তন করেন। বৈজ্ঞানিক হ'লে নিজেদের পেশা ছেড়ে অপর কোনও কর্মশাখায় চলে যান। এমনি প্রায়ই হয়।

এ'রা সর্বদা চূড়ান্তপন্থী। সহসা সিদ্ধান্ত করে পরে অনুতাপ করতে হয়। কিন্তু এ'কথা স্বীকার করতে গর্বে আঘাত লাগে। ক্ষমতার প্রতি এ'দের প্রবল আকর্ষণ থাকে। অবশ্য কোনও উদ্যমে প্রাণপণ করে যদি দেখেন উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবার নয়, তবে তৎক্ষণাৎ তা জলাঞ্জলি দিয়ে ভিন্ন পথে চলে যান, কিম্বা বাকী জীবনে আর কোনও প্রচেষ্টার মধ্যে যান না।

এই চিহ্নের জাতক বা জাতিকা খেয়ালের বশবর্তী হয়ে হঠাৎ বিবাহ করেন এবং পরে তার জন্য অনুশোচনা করতে হয়। কিন্তু এই সত্য স্বীকার করতে অহমিকায় বাধে এবং প্রায়ই আদর্শ-দম্পতি হিসাবে পরিচিত হন।

আইন ও শৃঙ্খলার প্রতি এ'দের ঝোঁক থাকে, নিয়মিত, উপাসনায় যোগ দেন

এক্ষেত্রে নিজেদের ধর্মপ্রবণতার চেয়েও অপরের আদর্শ হবার কারণেই এই দিকে ঝুঁকে থাকেন।

বছরের এই সময়ে জাতক যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। প্রায়ই জনতার আদর্শ-স্থানীয় হ'ন এবং প্রশংসা ও পদমর্যাদা তাঁদের ওপর যেন চাপিয়ে দেওয়া হয়।

উভয় লিঙ্গের মধ্যে এই চিহ্নের নারীজাতি অধিক উন্নতমনা। স্বামী ও সন্তানদের জীবনে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য জীবনের শেষ দিন অবধি আত্মবিসর্জন দিতে সম্মত থাকেন। নিজেদের সংসার এ'দের কাছে পরম প্রিয় এবং বিবাহে অসুখী হ'লেও যথাসম্ভব মানিয়ে নিতে চেষ্টা করেন।

এ'দের মর্যাদা ও কর্তব্যজ্ঞান প্রখর, কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গী সম্পূর্ণ স্বাধীন।

এই সময়ে জন্মালে প্রায়ই অল্পেতে স্নায়ুর ওপর চাপ পড়তে পারে অত্যন্ত বেশি। বেশি বয়সে সাংঘাতিক বাত হ'তে পারে। মাসের শেষ দিকের জাতকের পায়ে পক্ষাঘাত পর্যন্ত হ'তে পারে। নাক ( সাইনাস ), মুখের ভিতর এবং কানের পিছনের হাড়ের ব্যাধি হ'তে পারে।

২১শে নভেম্বর থেকে ২০-২৭শে ডিসেম্বর অবধি সময়টি বৃহস্পতি ( শক্তির ) অধীন সেইজন্য এই সময়ের জাতকের সবরকম উচ্চাকাঙ্ক্ষা দেখা যায়। ধনু রাশি জাতকের জন্ম সময়ে থাকে, তার উপর বৃহস্পতির প্রভাব পড়ে এ'দের চরিত্রে দ্বৈতভাব প্রকাশিত হয়। এ'রা অনুভূতিপ্রবণ, সহজে অভিভূত ও মৌন হয়ে যান, আবার একই সঙ্গে আত্মনির্ভর, খেয়ালী দুঃসাহসিক হতে পারেন। সবচেয়ে বড় কথা এই যে, অক্লান্ত মনন শক্তি এ'দের পথ-প্রদর্শক, তাছাড়া যদি রহস্যের আবরণ থাকে, তা উদ্ঘাটন করতে এ'রা জীবন পণ করেন।

সত্য, শান্তি ও ন্যায়ের পূজারী, এ'রা সর্বত্র আর্তের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। দুঃস্থ পীড়িতের প্রতি এ'দের সহানুভূতি প্রবল মাত্রায় বর্তমান থাকে এবং মানবিকতা বা সমাজ মঙ্গল সাধনে সাংস্কৃতিকমূলক কাজে এ'দের যশোলাভ হয়। এ'রা পরিহাসপ্রিয় এবং আলোচনা ও বিতর্ক ভালবাসেন। বন্ধু মহলে তর্কনৈপুণ্যের জন্য খাতির পেয়ে থাকেন।

মুক্তবায়ুতে এ'রা খেলাধুলো ভালবাসেন, যখন বনে জঙ্গলে ঘুরে বেড়ান, বা পার্বত্য-ভূমিতে বিচরণ করেন, তখন তাঁরা সবচেয়ে খুশী হ'ন। এ'দের স্বভাব সহজ, সরল ও অত্যন্ত দয়াপ্রবণ, ব্যবহারও অতি ভদ্র, কিন্তু অন্যায়ভাবে আক্রান্ত হলে প্রচণ্ড কর্কশ ও রুক্ষ হ'তে পারেন। সহজ উপলব্ধির জোরে যাদুবিদ্যা ও মনস্তাত্ত্বিক ব্যাপারে স্বতঃসিদ্ধ শক্তি থাকে এ'দের। অসম্ভব সত্যবাদী এ'রা। কোনও রকম ছল-চাতুরী পছন্দ করেন না। সেইজন্য নিজেদের ক্ষতি হতে পারে জেনেও প্রতারণার মুখোশ খুলে দেন এ'রা অনেক সময়।

### স্বাস্থ্য

এই সময়ের জাতকের বৃহস্পতির প্রভাববশতঃ দেহ মনের উপর অতিরিক্ত চাপই

একমাত্র এ'দের স্বাস্থ্যহানি ঘটায়। বহুবিধ কাজের পরিকল্পনা ও দায়িত্ব নিয়ে কোনটার প্রতি যথেষ্ট মনোযোগ দিতে পারেন না। ফলে ক্রমাগত জীবনীশক্তির অপচয় ঘটে।

অতি গ্রীষ্ম বা দারুণ শীত সম্বন্ধে সাবধান হ'ন না, ফলে জীবনের কোনও সময়ে মারাত্মক ব্রঙ্কাইটিসে ভোগেন, তবে সুবিধে এই যে, রোগ মুক্তিও ঘটে সহজে। গুরু-ভোজের দরুন অরুচি, রক্তদুষ্টি ও লিভারের রোগ হতে পারে। জীবনে মিতাচার অভ্যাস করলে এসব দুর্ভোগ ভুগতে হবে না। রক্ত শুদ্ধ রাখতে হবে, মাদকদ্রব্য বর্জন করতে হবে এবং স্বাস্থ্য সম্মত নিয়মে চলতে হবে। মনকে বিশ্রাম দিয়ে যথাসম্ভব নিশ্চিন্তভাবে অবসর যাপন এ'দের করা উচিত।

### অর্থ ভাগ্য

জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর এ সময়ের জাতক বুদ্ধির সাহায্যে অর্থ উপার্জন করেন। নূতন নূতন চিন্তাধারা তাঁদের সহজাত এবং সেই উপলব্ধি অনুযায়ী কাজ করা ভাল। অংশীদার বা বন্ধু-বান্ধবের সাহায্যে বেশি কিছু উপকার হয় না, কিন্তু অনুচরবর্গ ইত্যাদি ও অধঃস্তন কর্মচারীরা বিশেষভাবে ভালবাসে এ'দের।

উত্তরাধিকার সূত্রে অথবা উপহার হিসাবে এ'রা প্রচুর অর্থ লাভ করেন, কিন্তু পুঁজি করা এ'দের স্বভাব নয়। যদি কোনক্রমে অর্থপ্রাপ্তি ঘটে, তবু বেশি বয়সে সে ধন খোয়া যায় অথবা বহু পরিমাণে হ্রাস পায়।

### বিবাহ, বন্ধুত্ব ও অংশীদারী

ধনু চিহ্নের ত্রিগুণাত্মক অগ্নির তৃতীয় ঘরের জাতকের সঙ্গে এই জাতকের সবচেয়ে বেশি মিল হবে। ২১শে জুলাই থেকে ২০শে আগস্ট, সিংহ চিহ্ন ত্রিগুণাত্মক অগ্নির দ্বিতীয় ঘর, ২১শে মার্চ থেকে ১৯শে এপ্রিল—মেষ চিহ্ন, ত্রিগুণাত্মক অগ্নির প্রথম ঘর এবং এই সময়গুলির আদি ও অন্তের ৭টি দিন—এর মধ্যে যাঁদের জন্ম, তাঁদের সঙ্গে এ'দের সম্বন্ধ প্রীতিপদ হবে। এছাড়া নিজেদের বিপরীত সময় ২১শে মে থেকে ২০—২৭ জুনের জাতকরাও এ'দের আকৃষ্ট করবেন।

## দ্বাদশশততম অধ্যায়

# ডিসেম্বর মাসের ১, ১০, ১৯ ও ২৮ তারিখের জাতকগণ

এই মাসের ১ নম্বরের লোকেরা :

যাঁরা জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর এই সময়ে জন্মগ্রহণ করেন, তাঁরা কিরোর চ্যালদিন সংখ্যা-তত্ত্বের নিয়মানুসারে রবি, ইউরেনাস, বৃহস্পতির স্পন্দনে ত্রিগুণাত্মক অগ্নির ধনু চিহ্নের তৃতীয় ঘরের সবরকম প্রভাব দ্বারা চালিত হবেন।

এদের চারিত্রিক ও মানসিক গঠনের মূল কথা পূর্বে ডিসেম্বরের জাতকদের সঙ্গে বর্ণনা করা হয়েছে। ২১শে নভেম্বর "ডিসেম্বর কক্ষে" আসার কারণ এই যে, ঐ সময়ে

ধনু চিহ্নের সূত্রপাত ঘটে এবং ২৮শে নভেম্বরের জাতক এ মাসের ১ম ঘরের পর্যায়ভুক্ত হ'ন।

উপরোক্ত তারিখে যাঁরা জন্মগ্রহণ করেন তাঁদের ১ সংখ্যার লোক বলে। এ'দের স্বভাব অত্যন্ত প্রফুল্ল, আনন্দময় ও আশাবাদী। বিপদ এ'দের উদ্যম হরণ করতে পারে না, চূড়ান্ত আশাবাদী এ'রা।

অপরের প্রতি এ'রা সহৃদয়, যদিও, সহজ ও স্পষ্ট বক্তা। এ'রা অসম্ভব উদ্যোগী ও সাহসী, একদিকে বিফল হলে অন্য পথে এগোন, সেখানে নিরাশ হ'লে আবার এক দিকে চেষ্টা করেন, এইভাবে শেষ অবধি সফল হন।

সানন্দে এ'রা সব দিতে পারেন এবং প্রয়োজন হ'লে পরের কারণে নিজেদের উপর দারিদ্র্য টেনে আনতেও রাজি থাকেন। অথচ এ'রা কদাচিৎ প্রতিষ্ঠিত হন, কেমন করে যেন এ'রা প্রতারকের মতলব ধরে ফেলেন; কিন্তু কখনও কারো প্রতি বীতরাগ প্রকাশ করেন না। যে ব্যক্তি শত্রুতা করার চেষ্ট করে, এমন ব্যক্তির প্রতিও করুণার অভাব হয় না এ'দের।

কোন কাজের দায়িত্ব নিয়ে এ'রা প্রচণ্ড পরিশ্রম করতে পারেন এবং সে সময়ে আরামের তোয়াক্কা করেন না। মালিকের অধীনে কাজ করা এ'দের পোষায় না, কাজেই এ'রা বেশির ভাগই স্বয়ংসিদ্ধ হ'ন। এ'রা প্রবল উচ্চাভিলাষী অথচ যথেষ্ট সংযত। অসম্ভবের আশা করেন না, চাঁদে হাত দিতে যান না।

এ'দের প্রকৃতি অত্যন্ত সৎ, অপরিশোধ্য ঋণ কদাচ করেন না। আইন ও শৃঙ্খলার পক্ষপাতী হওয়ার দরুন, যে সমাজে বাস করেন সেখানের প্রতিষ্ঠিত বিধানগুলি বলবৎ রাখতে সাহায্য করেন।

বাইরের খেলাধুলা এ'রা অত্যন্ত ভালবাসেন এবং এদিকে উৎকর্ষতা লাভ করেন। এই চিহ্নের প্রতীক অর্ধমানব ও অর্ধ অশ্ব, এ'রা প্রবল জৈব শক্তির অধিকারী, কিন্তু মনের জোরে আত্মদমন করেন।

বিজ্ঞান, দর্শন ও ধর্মের প্রতি এ'দের প্রগাঢ় শ্রদ্ধা। এ'রা পুরোহিত ও আচার্য হিসাবে উত্তম ব্যক্তি। কোনও রকম যাদু বা ভণ্ডামী এ'দের সহ্য হয় না। সুবক্তার বাণী শুনতে এবং স্বীয় চিন্তা ভাষায় প্রকাশ করতে দারুণ উৎসাহ বোধ করেন। কিন্তু অসম্ভব অনুভূতিপ্রবণ হওয়ার ফলে কেবলমাত্র বিশেষ বার্তা জ্ঞাপন করার সময়ে এ'দের ভাব প্রকাশ পায়, তবে যাই তাঁরা প্রকাশ করতে চান,—তীর সোজা লক্ষ্যে পোঁছয়।

### অর্থ ভাগ্য

ধনু রাশির জাতকের অর্থপ্রাপ্তি আছেই, কিন্তু সমস্ত ঝুঁকি নিয়েএ'রা কাজ করেন, ফলে মাঝে মাঝে বড় বেশি বিপদে পড়তে হয়। পরাজয়ে এ'রা ভেঙে পড়েন না অথবা স্বীয় ক্ষতির জন্য অপরকে দায়ী করেন না। আবার প্রথম থেকে শুরু করেন এবং ক্ষতির অঙ্ক পুষিয়ে রাখেন।

## স্বাস্থ্য

ধনুরাশির জাতক উত্তম স্বাস্থ্যের অধিকারী, তবে অত্যধিক পরিশ্রমে স্নায়বিক বৈকল্য ঘটতে পারে।

উপরোক্ত তারিখগুলিতে জন্ম হলে ১ ও ৩ সংখ্যা পর্যায় শুভ জানবেন। বছরের যে কোন মাসের নিম্নলিখিত তারিখগুলিতে বিশেষ কাজ বা সাক্ষাৎকারগুলি সম্পন্ন করবেন, যথা—

১, ৩, ১০, ১২, ১৯, ২১, ২৮ ও ৩০।

গ্রহ আকর্ষণী শক্তির স্পন্দন বৃদ্ধির জন্য পোশাকের যে কোনও অংশে নিম্নলিখিত রঙগুলির ব্যবহার করবেন, যথা—

রবি—সর্বস্তরের সোনালী, ব্রোঞ্জ ও সোনালী খয়ের।

বৃহস্পতি—বেগুনি, ভায়োলেট ও গাঢ় বেগুনি।

হীরা, পোখরাজ, ব্লু এ্যাম্বার ও এমেথিস্ট আপনার পক্ষে শুভ রত্ন।

আপনার জীবনে মনে রাখবার মত বয়সগুলি হচ্ছে যথাক্রমে—১, ৩, ১০, ১২, ১৯, ২১, ২৮, ৩০, ৩৭, ৩৯, ৪৬, ৫৫, ৫৭, ৬৪, ৬৬, ৭৩ ও ৭৫।

বছরের যে কোনও মাসের '১' ও '৩' ঘরের তারিখ, যথা—১, ৩, ১০, ১২, ১৯, ২১, ২৮ ও ৩০শের জাতক আপনাকে আকৃষ্ট করবে ভীষণভাবে।

### যে সব বিখ্যাত লোকের এই তারিখে জন্ম

| | |
|---|---|
| রাণী আলেকজান্দ্রা* | ১লা ডিসেম্বর |
| কামনা অ্যানা ( ঐতিহাসিক | ,, ,, |
| কাউণ্টস্ ওয়ারউইক্ ( সমাজ সংস্কারক ) | ১০ই ডিসেম্বর |
| সিরাজ ক্যাঙ্কে ( গীতিকার ) | ,, ,, |
| উনা সারকেল ( চলচ্চিত্র ) | ,, ,, |
| উইগিন্ সু ( ঔপন্যাসিক ) | ১৯শে ,, |
| স্যার উইলিয়াম প্যারি ( আবিষ্কারক ) | ,, ,, |
| এইচ্ মিঙ্ক ( প্রেসিডেণ্ট ) | ,, ,, |
| সেণ্ট জন্ ভাডিং ( লেখক ) | ২৮শে ,, |
| স্যার আর্থার এডিংটন্ ( জ্যোতির্বিদ ) | ,, ,, |
| পেরী বেলমণ্ট ( ধনপতি ) | ,, ,, |
| উড্রো উইলসন ( মার্কিন প্রেসিডেণ্ট ) | ,, ,, |

* রাজা সপ্তম এডওয়ার্ডের স্ত্রী রাণী আলেকজান্দ্রা। রাজার মুমূর্ষু অবস্থায় তিনি আমাকে বাকিংহাম প্যালেসে নিয়ে যান। তখন সে বছরে ৬৯ বৎসরে রাজার মৃত্যু হবে—আমি তা বহু বছর আগে বলেছিলাম। তিনি জানতে চাইলেন কোনও প্রতিকার আছে কিনা? এই বিষয়ে আমার সঠিক ধারণা ছিল না—তা আমি স্বীকার করি। ঐ বর্ষেই রাজার মৃত্যু হয়। প্রাচ্য মতে হয়তো প্রতিকার সম্ভব ছিল কিন্তু তা আমার পূর্ণ জানা ছিল না।

## ত্রয়োদশততম অধ্যায়

# ডিসেম্বর মাসের ২, ১১, ২০ ও ২৯ তারিখের জাতকগণ

**এ মাসের ২ সংখ্যার লোকেরা ঃ**

উপরোক্ত তারিখগুলিতে জন্ম হলে আপনি '২' সংখ্যার ব্যক্তি বলে পরিগণিত হবেন। জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর এই সময়ে জন্মগ্রহণ করলে কিরোর চ্যালদিন সংখ্যাতত্ত্বের নিয়মানুসারে চন্দ্র, নেপচুন, বৃহস্পতির স্পন্দনে ত্রিগুণাত্মক অগ্নির তৃতীয় ঘরের ধনু চিহ্নের সব রকম প্রভাব দ্বারা চালিত হবেন।

আপনার চারিত্রিক ও মানসিক গঠনের মূল কথা ডিসেম্বরের জাতকদের সঙ্গে পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে। ২৯শে ডিসেম্বর ধনু-প্রভাবের বাহিরে আগন্তুক মকর চিহ্নে চলে আসে, সেইজন্য ২, ১১ ও ২০শে ডিসেম্বরের জাতকদের থেকে এ'র চরিত্র গঠন ভিন্ন সে বিষয়ে পরে আলোচনা করা হবে।

যাঁরা ২রা ডিসেম্বরে জন্মগ্রহণ করেস, তাঁরা চন্দ্র ও নেপচুনের অধীনে থাকেন সেইজন্য পূর্বে বর্ণিত রবি ও ইউরেনাসের অংশে জাত ১ সংখ্যার ব্যক্তিদের মত দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি ও আত্মপ্রত্যয় এ'দের মধ্যে দেখা যায় না।

এ'রা বাস্তবের তুলনায় আধ্যাত্মিক জগতেই বেশি বাস করেন। মানসিক সম্পদ এ'দের অসীম। দর্শন, ধর্মতত্ত্ব, আধিদৈবিক ও যাদুবিদ্যার প্রতি এ'দের ঝোঁক থাকে। প্রায়ই অতি স্পষ্ট স্বপ্ন বা দর্শন হয়। এ'রা ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বলতে পারেন এবং ঘটনা কোন্‌দিকে গড়াবে সে বিষয়ে আগে থেকে একটা উপলব্ধি থাকে। কিন্তু এই শক্তির বাস্তব প্রয়োগে এ'রা নারাজ, অবশ্য কেউ যদি এ'দের দৃষ্টিভঙ্গীর প্রতি বিশেষ-ভাবে আকৃষ্ট হন সে কথা ভিন্ন।

শিক্ষকতা এ'দের স্বাভাবিক বৃত্তি হবার কথা অথবা অপ্রচলিত বৈজ্ঞানিক বিষয়ের অনুরাগী এ'রা হন। প্রকৃতি প্রেমিক এ'রা এবং সুদূর প্রবাসে প্রকৃতির নয়নাভিরাম দৃশ্য দেখে বেড়াবার অদম্য আকাঙ্ক্ষা থাকে এ'দের।

এ'রা সুরুচিসম্পন্ন এবং আহার্য বিষয়ে খুব খুঁতখুঁতে। স্বভাবতঃ উঁচু সুরে শিল্পী মন নিয়ে এ'রা জন্মগ্রহণ করেন, সেইজন্য সঙ্গীত, অঙ্কন, কবিতা, সু-সাহিত্য, বাগ্মীতা জাতীয় যাবতীয় চারুকলার প্রতি প্রচণ্ড আকর্ষণ থাকে এ'দের।

ধনী বা দরিদ্র যাই হোক না কেন—এ'দের কিছু আসে যায় না, অন্তরের সম্পদে এ'রা সুখী ও নিজের অবস্থায় তৃপ্ত। ১১ ও ২০ তারিখের জাতক চিন্তা ও কর্মে অধিক স্থির প্রতিজ্ঞ। ২৯শে ডিসেম্বর জন্ম হলে আপনি মকর রাশিতে ২ সংখ্যার ব্যক্তি হিসাবে শনির ( অন্তি ) প্রভাব পাবেন। ফলে আপনি অতি পরিশ্রমী ও আর সকলের গুরুদায়িত্ব বহন করতে সদাই প্রস্তুত থাকেন।

## অর্থ ভাগ্য

অর্থের প্রতি আপনার আকিঞ্চন কম, কিন্তু উচ্চপদ মর্যাদা আপনি পাবেন। জীবনের কোনও উদ্দেশ্য সাধন অথবা পরার্থে আপনি অর্থলাভের জন্য পরিশ্রম করে থাকেন, কিন্তু নিজের লাভ-ক্ষতির কথা চিন্তা করেন না।

## স্বাস্থ্য

স্বাস্থ্য এঁদের ভাল হয় না দেখতে বড়-সড় হলেও শরীর শক্ত হয় না। আহার এঁদের প্রয়োজনীয় পুষ্টি দিতে পারে না। উঁচু জায়গায়, শুকনো আবহাওয়ায় না থাকলে ফুসফুসের কষ্ট, শ্বাসনালীর দুর্বলতা, কণ্ঠরোগ অথবা গ্রন্থিবাত হতে পারে। উপরোক্ত তারিখগুলি জাতকের পক্ষে ২, ৩ ও ৭ পর্যায় সংখ্যা শুভ। যে কোনও মাসের ২, ৩, ৭, ১১, ১২, ১৬, ২৩ ও ২৯ তারিখ আপনার পক্ষে শুভ। বর্ণ হিসাবে সবুজ, সাদা, ফিকে বাদামী, কপোত ধূসর ও বেগুনি, ভায়োলেট ও গাঢ় বেগুনি আপনার পক্ষে মঙ্গলজনক।

মুক্তা, মুনস্টোন, মগএগেট্ বা সবুজ ধূসর জেড, এমেথিস্ট ও সব বেগুনি পাথর রত্ন-হিসাবে আপনার পক্ষে শুভ।

আপনার জীবনে মূল্যবান বয়সগুলি যথাক্রমে—২, ৩, ৭, ১১, ১২, ১৬, ২০, ২১, ২৫, ২৯, ৩০, ৩৪, ৩৮, ৪৩, ৪৭, ৪৮, ৫২, ৫৯, ৬১, ৬৫, ৬৯ ও ৭০।

বছরের যে কোন মাসে ২, ৩ ও ৭ ঘরের ব্যক্তি, যথা—২, ৩, ৭, ১১, ১২, ১৬, ২০, ২২, ২৫, ২৯, ও ৩০শের জাতক আপনাকে আকৃষ্ট করবে। এছাড়াও ১ পর্যায় সংখ্যার মানুষজনও আপনাকে টানবে।

## যে সব বিখ্যাত লোকেরা এই তারিখে জন্মেছেন

| | |
|---|---|
| অ্যালফ্রেড্ ডি সুমেট্ ( কবি ) | ২রা ডিসেম্বর |
| ওয়ারেন্ উইলিয়ামস্ ( চলচ্চিত্র ) | ,, ,, |
| পল্ এল্‌থহাউস ( ব্যবসায়ী ) | ,, ,, |
| আলেক্ ফ্রান্সিস্ ( অভিনেতা ) | ,, ,, |
| ফায়োরেলো লা গুয়ার্ডিয়া | ১১ই ,, |
| ভিক্টর ম্যাকলাগেন ( চলচ্চিত্র ) | ,, ,, |
| জেদ মার্ক ( লেখক ) | ,, ,, |
| হোপার্থ ( চিত্রশিল্পী ) | ,, ,, |
| প্রিন্স জর্জ ( কেণ্টের ডিউক )* | ২০শে ডিসেম্বর |
| হার্ভে এস্ ফায়ারমেটাল ( ব্যবসায়ী ) | ,, ,, |
| এনড্রু ম্যাক্‌সন্ ( মার্কিন প্রেসিডেণ্ট ) | ,, ,, |

* প্রিন্স জর্জ এবং তাঁর রাণী আমার কাজের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে সুদীর্ঘ চিঠি লেখেন।

গ্ল্যাডস্টোন ( ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী )** ২৯শে ডিসেম্বর
জর্জ ১৫ ( ফ্রান্সের রাজা ) ,, ,,
ম্যাডাম্ ডি পম্পাডুর ( রাণী ) ৮ ,,

## চতুর্দশশততম অধ্যায়

# ডিসেম্বর মাসের ৩, ১২, ২১ ও ৩০ তারিখের জাতকগণ

এ মাসের ৩ সংখ্যার লোকেরা :

যারা জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর এই সময়ে জন্মগ্রহণ করেন তাঁরা কিরোর চ্যালদিন সংখ্যা-তত্ত্বের নিয়মানুসারে বৃহস্পতি ও রবির স্পন্দনে ত্রিগুণাত্মক অগ্নির তৃতীয় ঘরের ধনুচিহ্নের সবরকম প্রভাব দ্বারা চালিত হন।

আপনার চারিত্রিক ও মানসিক গঠনের মূল কথা ডিসেম্বরের জাতকদের সঙ্গে পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে। ৩০শে ডিসেম্বর '৩' সংখ্যা হলেও মকর রাশি, শনির ( অস্তি ) ঘরে বলে এই শ্রেণীতে পড়ে না, এ বিষয়ে পরে বিশদ আলোচনা করা হবে।

৩, ১২ ও ২১ ডিসেম্বরের জাতকগণ ৩ সংখ্যার অন্তর্গত বৃহস্পতির ( অস্তি ) ঘরে আছেন ফলে "দুই বৃহস্পতি"র প্রভাব পান।

রাশি চক্রের এই একটি অতি শক্তিশালী গ্রহ-সমন্বয়। এই তারিখগুলিতে যাঁরা জন্মগ্রহণ করেন, তাঁরা যে কোন পদে উন্নতি করতে পারেন এবং যে কোনও সমাজের শীর্ষে উঠতে পারেন।

অন্যান্য কাজের মধ্যে এ'রা প্রকৃষ্ট পরিচালক হন, বিশেষতঃ রাজনীতি ক্ষেত্রে এ'রা সার্থক। জীবনে পুরস্কার ও সম্মানিত পদ মর্যাদা লাভ করে থাকেন।

উৎকৃষ্ট গৃহ নির্মাতা, রেলপথের নক্সা প্রস্তুতকারক, আমদানি-রপ্তানি বা জাহাজের ব্যাপারে কিম্বা শিল্প প্রতিষ্ঠানের কর্তাব্যক্তি হিসাবে এ'রা সফল হন বেশি।

এই সময়ের জাতকদের মধ্যে কয়েকজনের স্বভাবে রহস্যজনক বিষয়ের প্রতি আকর্ষণ বা প্রগাঢ় ধর্মের ভাব দেখা যায়। অথবা এর সম্পূর্ণ বিপরীত হতে পারে, কেউ কেউ একেবারে নাস্তিক হন, আচার-বিচারে আদপেই আস্থা থাকে না।

কলমের শক্তির উপর এ'দের আস্থা থাকে এবং প্রায়ই সংবাদপত্র বা উচ্চশ্রেণীর পত্র-পত্রিকা প্রকাশ করেন অথবা নিজেদের চিন্তাভঙ্গী পত্রের মাধ্যমে প্রচার করেন। যথেষ্ট শক্তির অধিকারী হলেও শেষ জীবনে নিজেদের সম্পত্তির বিনাশ নিজেদের চোখে দেখতে হতে পারে বা বাধা দেবার ক্ষমতা তাদের থাকে না।

---

** গ্ল্যাড্স্টোন ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী, আমার সঙ্গে তাঁর বাড়িতে সাক্ষাৎ করেন। তিনি অংকশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। আমার সংখ্যাতত্ত্ব তাঁকে বিশেষ আকৃষ্ট করে। তাঁর জীবনের সব ঘটনার সঙ্গে এটি মিলে যায়। তাঁর জীবনের একটি বিশিষ্ট ঘটনা আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ—এটি তিনি নিজে বলেন। তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের বিবরণী আমার আত্মজীবনী গ্রন্থে দেওয়া হয়েছে।

## অর্থ ভাগ্য

এই সময়ের জাতকদের আর্থিক সাফল্যের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু আমি তাঁদের সতর্ক করতে চাই যে, সময়ে ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করে রাখুন, কারণ ৫০ এর পর জীবনধারা পরিবর্তিত হতে পারে।

## স্বাস্থ্য

সাধারণতঃ এ'দের স্বাস্থ্য ভাল এবং ৬০ বছর অবধি বিশেষ কোনও রোগের বালাই থাকে না। এই সময়ের থেকে পরিবর্তন শুরু হয় এবং দায়িত্ব না কমালে, স্নায়ুমণ্ডলী দুর্বল হতে হতে শিরদাঁড়া, হাত ও মস্তিষ্কের পক্ষাঘাত হতে পারে। শরীর সম্পর্কে বিশেষভাবে সাবধান না হলে প্রচুর বিপদ।

৩, ১২ ও ২১শে ডিসেম্বরের জাতকদের পক্ষে '৩' '৬' ও '৯' ঘরের সংখ্যা কার্যকরী। ৩—৬—৯—এর পর্যায়কে সংখ্যাতত্ত্বের মেরুদণ্ড বলা হয়। বিশেষ কাজ ও সাক্ষাৎকারগুলি আপনি ৩, ৬, ৯, ১২, ১৫, ১৮, ২১, ২৪, ২৭, ও ৩০ তারিখে সারবেন।

শুভবর্ণ হিসাবে পোশাকে নিম্নলিখিত রংগুলি পাবেন—

বৃহস্পতি—বেগুনি ও গাঢ় বেগুনি।

শুক্র—হালকা থেকে গাঢ় অবধি সবস্তরের নীল রং।

মঙ্গল—গোলাপী থেকে গাঢ় অবধি সবস্তরের লাল রং।

আপনি যদি ৩০শে ডিসেম্বর জন্মে থাকেন তবে মকরে বৃহস্পতি, শনির ( অস্ত ) ঘরে আসেন। ৩ ও ৮ আপনার পক্ষে মঙ্গলকারী।

আপনার পক্ষে এমেথিস্ট এবং বেগুনি রং-এর সব পাথর শুভ। এ ছাড়া টারকুইজ, চুনী, গোমেদ ও সব লাল পাথরই শুভ।

৩০শে ডিসেম্বরের জাতক লাল পাথর না পরে গাঢ় নীলকান্ত মণি পরতে পারেন। আপনার জীবনের প্রধানতম বয়সগুলি যথাক্রমে—৩, ১২, ২১, ৩০, ৩৯, ৪৮, ৫৭, ৬৬ ও ৭৫।

৩, ৬, ৯ ঘরের জাতকদের প্রতিও আপনি আকৃষ্ট হবেন বেশি। ৩০শে ডিসেম্বরের জাতক ৩ ও ৮ ঘরের ব্যক্তিদের প্রতি আকৃষ্ট হবেন।

## যে সব বিখ্যাত লোকেরা এই তারিখে জন্মেছেন

| | |
|---|---|
| নিউটন্ ডি বেকার ( যুদ্ধ সেক্রেটারী ) | ৩রা ডিসেম্বর |
| ই ডব্লিউ হ্যামন্স্ ( শিক্ষয়িত্রী ) | ,, ,, |
| পল্ বার্ণ ( চলচ্চিত্র )* | ,, ,, |

* পল বার্ণ বেশ আমুদে এবং রসিক লোক ছিলেন। আমি তাঁর হাত দেখে বলি যে তাঁর পক্ষে বিবাহ অশুভ হবে। তিনি বলেন বিবাহ করবেন না। কিন্তু পাঁচ বছর পরে হলিউড অভিনেত্রী জীন্‌কে তিনি বিবাহ করেন। পরে এই বিবাহ দুঃখজনক হয় এবং পল্ বার্ণ—বিখ্যাত চলচ্চিত্র প্রযোজক ও কোটিপতি, শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যা করেন।

| | |
|---|---|
| লর্ড লিটন ( শিল্পী )** | ৩রা ডিসেম্বর |
| বোরিস্ কেসী ( অভিনেত্রী ) | ১২ই ,, |
| আর্থার ব্রিস্‌নেদ্ ( সম্পাদক ) | ,, ,, |
| লিলিয়ান নর্ডিকা ( সুন্দরী ধনী নারী ) | ,, ,, |
| গুস্তাভ ফ্লবেয়ার ( লেখক ) | ,, ,, |
| স্ট্যালিন ( রুশ নেতা ) | ১শে ,, |
| টম্‌স্ কে বেকেট্ ( নেতা ) | ,, ,, |
| ডিস্‌রেলী ( ইংরেজ নেতা ) | ,, ,, |
| অ্যাল্‌ফ্রেড ই. স্মিথ ( গভর্ণর ) | ৩০শে ,, |
| রুডিয়ার্ড কিপ্‌লিং ( কবি ও লেখক ) | ,, ,, |
| অ্যাণ্ডার মেসাগার ( গীতিকার ) | ,, ,, |

## পঞ্চদশশততম অধ্যায়

# ডিসেম্বর মাসের ৪, ১৩, ২২ ও ৩১ তারিখের জাতকগণ

এই মাসের ৪ সংখ্যার লোকেরা ঃ

যাঁরা জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর এই সময়ে জন্মগ্রহণ করেন, তাঁরা কিরোর চ্যালদিন সংখ্যাতত্ত্বের নিয়মানুসারে, ইউরেনাস, নেপচুন, রবি ও বৃহস্পতির স্পন্দনে ত্রিগুণাত্মক অগ্নির তৃতীয় ঘরের ধনুচিহ্নের পূর্ণ প্রভাব দ্বারা চালিত হ'ন।

আপনার চারিত্রিক ও মানসিক গঠন বৃত্তান্ত ডিসেম্বরের জাতকদের সঙ্গে পূর্বেই ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ৩১শে ডিসেম্বর ৪ সংখ্যার ঘর হ'লেও মকর রাশি, শনির (অন্ত) ঘরে প্রবেশ করে বলে এই শ্রেণীতে ফেলা যায় না। এ বিষয়ে পরে ব্যাখ্যা করা হবে।

৪, ১৩ ও ২২শে ডিসেম্বরের জাতক নিজেদের জীবনে ভাগ্যের বিচিত্র লীলা দেখতে পাবেন। ইউরেনাস গ্রহকে শনির যমজ ভাই বলা হয়। সুতরাং শনির ঘরের জাতক যদি ইউরেনাসের প্রভাব পান, তবে তাঁদের "নিয়তির সন্তান" বলে ধরে নেওয়া যায়।

এ'রা বুদ্ধিমান, উচ্চমানসিকতাসম্পন্ন, এ'দের মধ্যে স্বতন্ত্র চিন্তাধারার অভাবনীয় মানসিক বিকাশ দেখা যায়। আশ্চর্য কল্পনাশক্তি ও উদ্ভাবনী প্রতিভা লক্ষ্য করা যায়।

অন্যদের থেকে এ'দের জীবন-ধারা পৃথক এবং সাধারণ মানব সমাজ এ'দের ভুল বোঝেন। নিষ্ঠুর কুৎসা এ'দের কপালের লিখন এবং তার থেকে আত্মরক্ষা করা এ'দের পক্ষে অসম্ভব।

---

** বিখ্যাত চিত্রশিল্পী লর্ড লিটনের আঁকা ছবি সে আমলে প্রচুর খ্যাতি অর্জন করেছিল। তাঁর হাত দেখে বহু আগেই বলেছিলাম যে, তিনি ছবি এ'কে বিশ্ববিখ্যাত হতে পারবেন।

দৈব দর্শন, আশ্চর্য স্বপ্নলাভ, গূঢ় উপলব্ধি, ভবিষ্যৎ দৃষ্টি থেকে ক্রমে যাদুবিদ্যার প্রীতি এ'দের ঝোঁক হয় এবং বিষয়টি মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করেন।

এইসব তারিখের জাতক অতিশয় স্বাধীনচেতা হ'ন এবং চিন্তা ও কর্মে স্বাধীনতা চান। এ'দের জীবন সাধারণের জীবন ধারা থেকে ভিন্ন হয় এবং বিধি-নিষেধের প্রতি বিশেষ বিতৃষ্ণা থাকে। এই জন্যই এ'দের বিবাহিত জীবন সুখের হয় না। পরস্পরের মধ্যে দ্বন্দ্ব বিবাদ চলতেই থাকে।

এ'দের কপালে আকস্মিক দুর্ঘটনা, অগ্নি, মোটরকার, বিমান ও অশ্ব হ'তে নানাবিধ বিপদের আশঙ্কা লেখা থাকে। এ'দের কখনো বিমান যোগে ভ্রমণ করা উচিৎ নয় কারণ কোনও সময়ে অবধারিত বিপদের মুখে পতিত হবেন।

ধর্মসম্প্রদায় বা গুপ্ত সমিতির মধ্যে বিদ্রোহ ও বিপদের আশঙ্কা এ'দের লেখা থাকে, সুতরাং এই সময়ের জাতকের পক্ষে এই দুই দল পরিহার করে চলা কর্তব্য।

মস্তিষ্ক উদ্ভূত অপ্রচলিত পন্থা অথবা সাহিত্য, সঙ্গীত বা অঙ্কনের সাহায্যে অর্থোপার্জন করা এ'দের পক্ষে সম্ভব, কিন্তু অর্থ সঞ্চয় করা এ'দের পক্ষে শক্ত।

উদার ও মহৎ স্বভাব হওয়া সত্ত্বেও এ'দের পছন্দ-অপছন্দ বোধ বেশ স্পষ্ট এবং এদিকে রুচি তাঁরা নিয়ন্ত্রিত করতে পারেন না।

## অর্থ ভাগ্য

উপরোক্ত তারিখগুলির জাতকের পক্ষে অর্থ সমস্যা বড়ই অনিশ্চিত। হঠাৎ কোনও বিচিত্র উপায়ে অর্থাগম হ'তে পারে, কিন্তু বেশিদিন তা স্থায়ী হয় না। এ'দের জীবন দর্শন ভিন্ন—"যা হোক একটা উপায় হবেই"—এই বিশ্বাসে চলেন এ'রা এবং বাস্তবিক এই জন্যেই বোধহয় কোথাও ঠেকেন না।

## স্বাস্থ্য

এই পর্যায়ে দুই জাতের ব্যক্তি দেখা যায়। এক শ্রেণী হঠাৎ কোনও অজ্ঞাত রোগে আক্রান্ত হ'ন। হঠাৎ পেটের মাংস পেশীতে টান পড়ে, ঠাণ্ডা লেগে হঠাৎ খুব জ্বর আসে, ফুসফুস, কণ্ঠ ও নাসিকার ব্যাধি দেখা দেয় এবং সর্দি জমে কষ্ট পান। অপর শ্রেণী—কদাচিৎ শক্ত কোনও রোগে ভোগেন, তবে আকস্মিক দুর্ঘটনার ফলে কিছু দুর্ভোগ থাকে।

৪, ১৩, ২২শে ডিসেম্বরের জাতকের পক্ষে ৪ ও ৮ ঘরের সংখ্যা ও তারিখ যথা—৪, ৮, ১৩, ১৭, ২২, ২৬ ও ৩১ কার্যকরী।

অবশ্য আপনার ব্যক্তিগত কোনও কাজের জন্য এই তারিখগুলি নির্ধারণ করবেন না। সেক্ষেত্রে ১ ও ৩ ঘরের তারিখ, যথা—১, ৩, ১০, ১২, ১৯, ২৮ ও ৩০ আপনার পক্ষে শুভ।

শুভবর্ণ হিসাবে পোশাকের কোনও অংশে সোনালী, হলুদ, ব্রোঞ্জ, সোনালী খয়েরি ও বেগুনী, ভায়োলেট ও গাঢ় বেগুনি ব্যবহার করা উচিত।

নীলকান্ত মণি, হীরা, পোখরাজ, এ্যাম্বার, সবুজ বা হলদে আভাযুক্ত জেড আপনার পক্ষে ধারণযোগ্য।

আপনার জীবনের উল্লেখযোগ্য বয়সগুলি যথাক্রমে—৪, ৮, ১৩, ১৭, ২২, ২৬, ৩১, ৩৫, ৪০, ৪৪, ৪৯, ৫৮, ৬২, ৬৩, ৬৭ ও ৭১।

যে কোনও মাসের ১, ৩, ৪ ও ৮ ঘরের তারিখ যথা—১, ৩, ৪, ৮, ১০, ১২, ১৩, ১৭, ১৯, ২১, ২২, ২৬, ২৮, ৩০ ও ৩১শে জাতকদের প্রতি আপনার সহজাত আকর্ষণ থাকবে।

জীবনে সংগ্রাম এ'দের বড় কথা—সংগ্রাম করে উন্নতি, কিন্তু ভেঙ্গে পড়লেই ভাগ্য উন্নতি ব্যাহত হবে। তাই তীব্র মনের জোর এ'দের পক্ষে প্রয়োজন।

**যে সব বিখ্যাত লোকেরা এই তারিখে জন্মেছেন**

| | |
|---|---|
| টমাস্ কার্লাইল ( লেখক ও দার্শনিক ) | ৪ঠা ডিসেম্বর |
| স্যার হ্যামিল্টন হার্ট ( গীতিকার ) | ,, ,, |
| যোশেফ লীটার ( ব্যবসায়ী ) | ,, ,, |
| এডিথ ক্যাভেল ( সেনানী, যুদ্ধে মৃত্যু ) | ,, ,, |
| ফ্র্যান্সিস্ পাওয়ার কোব্ ( ধর্ম প্রচারক ) | ,, ,, |
| ম্যাডাম রিকোনিয়ার ( লেখিকা )* | ,, ,, |
| আর্নিষ্ট ভন্ সিমেন্স ( আবিষ্কারক ) | ১৩ই ,, |
| টাইকো ব্রেহী ( জ্যোতির্বিদ ) | ,, ,, |
| ফিলিপস্ ব্রুক্স্ ( ধর্ম প্রচারক ) | ,, ,, |
| হেন্‌রীর হেনী ( কবি ও দার্শনিক ) | ,, ,, |
| অল্‌গা প্রিণ্টজ্‌লাউ ( লেখিকা ) | ,, ,, |
| ডন হুভার ( চিত্রশিল্পী ) | ২২শে ,, |
| প্রিন্স চার্লস্ স্টুয়ার্ট ( ধর্ম সংস্কারক ) | ,, ,, |
| কান্‌জ র‍্যাবট্ ( গীতিকার ) | ৩১শে ,, |
| জন ড্যানিয়ল ব্যারী ( প্রফেসার ) | ,, ,, |
| আর্থার স্যান্গিন্ ব্যাণ্টা ( বিজ্ঞানী ) | ,, ,, |

* বিখ্যাত লেখিকা ও চিত্রনাট্য লেখিকা হলিউডে প্রায়ই আমার সঙ্গে দেখা করতেন। তাঁর লেখার মধ্যে একটা ধারা ও বৈশিষ্ট্য ছিল। তিনি অধ্যাত্মবাদ এবং জ্যোতিষশাস্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন। আমার কতকগুলি উপদেশ তিনি সব সময় মেনে চলতেন এবং তাতে অনেক সুফল পান বলে স্বীকার করেন।

## ষষ্ঠদশশততম অধ্যায়

# ডিসেম্বর মাসের ৫, ১৪ ও ২৩ তারিখের জাতকগণ

এ মাসের ৫ সংখ্যার লোকেরা ঃ

যাঁরা জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর এই সময় জন্মগ্রহণ করেন, তাঁরা কিরোর চ্যালডিন সংখ্যাতত্ত্বের নিয়মানুসারে মকর ও বৃহস্পতির স্পন্দনে ত্রিগুণাত্মক অগ্নির তৃতীয় ঘরের ধনু চিহ্নের সব রকম প্রভাব দ্বারা চালিত হন।

আপনার চারিত্রিক ও মানসিক গঠনের মূলতত্ত্ব ডিসেম্বরের জাতকদের সঙ্গে পূর্বেই বর্ণনা করা হয়েছে।

৫, ১৪ ও ২৩শে ডিসেম্বরের জাতকদের জীবনে বুধের প্রভাব খুব বেশি করে অনুভূত হয়। এ'দের মন অসম্ভব সক্রিয়, এ'রা বুদ্ধিমান, চতুর কিন্তু দেহে মনে অস্থির। এ'রা সর্বদা কাজের মধ্যে ডুবে থাকেন। এ'দের দেহ, মন সদাই ব্যস্ত।

এ'দের আদর্শ অতি উচ্চ, এ'রা স্বাধীনচেতা এবং নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গীতে অচল, অটল, পছন্দ ও অপছন্দের ব্যাপারে এ'রা বড় খামখেয়ালী হন। কিন্তু যদি অস্থিরতা দমন করে মাথা খাটিয়ে কাজ করেন তবে সাফল্য অনিবার্য।

এ'রা খেলাধুলা অত্যন্ত ভালবাসেন বিশেষতঃ খেলাটি যদি অশ্ব বা অন্য কোন পশু সম্পর্কিত হয়। গতির উপর এ'দের দুরন্ত আকর্ষণ। অতি দ্রুত মোটর গাড়ী, দ্রুত বিমান চালনার প্রতি এ'দের এক ম্যানিয়া থাকে। প্রাণহানির ভয় থাকলেও এ'দের নিরস্ত করা যায় না। বড় রকম দুর্ঘটনায় মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেলেও বিশ্রীরকম অঙ্গহানির সম্ভাবনা থাকে।

এক স্থানে স্থিত হতে পারলে সাহিত্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসাশাস্ত্র এবং আইন বিভাগে সুনাম পেতে পারেন এবং বিপদে অপরের সহায় হতে পারেন।

তর্ক বা আলোচনা ভালবাসেন। এ'রা নিষ্ঠুরভাবে ব্যঙ্গ করতে পারেন, কিন্তু তর্কের শেষে বিপক্ষ দলের প্রতি কোন বিরূপ ভাব পোষণ করেন না। বিপরীত লিঙ্গের প্রতি এ'দের আকর্ষণ বেশি। সাধারণতঃ বিবাহিত জীবন ভালই উৎরে যায়, কিন্তু বেশি বয়সে বিবাহ করলে বেশি সুখী হতে পারেন।

### অর্থ ভাগ্য

আশ্চর্য বিচিত্র সব উপায়ে যথেষ্ট উপার্জন করেন। মস্তিষ্ক উদ্ভূত পন্থায় অর্থনিয়োগ করে প্রচুর অর্থ লাভ করেন। কিন্তু অর্থের মূল্য এ'দের কাছে কম।

### স্বাস্থ্য

অসতর্ক জীবনযাপন অথবা যথেচ্ছ আহারের ফলে কোনও ব্যাধি হতে পারে, আর অন্য কোনও ব্যাধি এ'দের হয় না। আহারে কালক্ষয় করতে এ'রা নারাজ, সেইজন্য

পরিপাক যন্ত্রের গোলযোগ ঘটে থাকে। মুখ বা চোখের মুদ্রা দোষ অথবা বাক্যের জড়তা থাকতে পারে।

৫, ১৪ ও ২৩শে ডিসেম্বরের জাতক আধিভৌতিক ব্যাপার মানতে চায় না, কিন্তু লক্ষ্য করলে দেখবেন যে ৩ ও ৫ আপনার জীবনে বহুবার দেখা দেবে। ৩, ৫, ১৪, ২১, ২৩ ও ৩০ তারিখে আপনার করণীয় কার্যগুলি সেরে ফেলবেন।

যাবতীয় হালকা রং—ফিকে বেগুনি, ভায়োলেট, গাঢ় বেগুনি আপনার শুভ বর্ণ।

এমেথিস্ট, হীরা এবং সব উজ্জ্বল পাথর আপনার পক্ষে ধারণীয়। আপনার জীবনের উল্লেখযোগ্য বয়সগুলি যথাক্রমে—৫, ১৪, ২৩, ৩২, ৪১, ৫০, ৫৯, ৬৮ ও ৭৭।

৩ ও ৫ ঘর যথা—৩, ৫, ১২, ১৪, ২১, ২৩ ও ৩০ তারিখে জাতক বছরের যে কোনও মাসেই তিনি জন্মান না কেন—আপনাকে আকর্ষণ করবেন।

আপনার বুদ্ধির দ্বারা আপনার জীবনে উন্নতির বহু সুযোগ আসবে—তবে সব সময় তার সদ্ ব্যবহার করার চেষ্টা করতে হবে।

### যে সব বিখ্যাত লোকেরা এই তারিখে জন্মেছেন

| | |
|---|---|
| জেনারেল যোশেফ পিল্‌সাডস্কি ( সেনানায়ক ) | ৫ই ডিসেম্বর |
| মার্টিন ভন্ বুরেন ( প্রেসিডেণ্ট ) | ,, ,, |
| ক্রিষ্টিনা রোসেটি ( কবি ) | ,, ,, |
| ওয়াল্ট ডিজনে ( 'মিকি মাউস' চিত্রখ্যাত ) | ,, ,, |
| প্রিন্স অ্যালবার্ট ( ডিউক অফ ইয়র্ক ) | ১৪ই ,, |
| জর্জ ইগারটন্ ( লেখিকা )* | ,, ,, |
| লর্ড মর্লি ( রাজনৈতিক নেতা ) | ২৩শে ,, |
| এফ্ ডাব্লিউ অ্যাবট্ ( ইঞ্জিনীয়ার )** | ,, ,, |

* জর্জ ইগাবটন ছিলেন একজন বিখ্যাত মহিলা লেখিকা। লণ্ডনে তাঁর সঙ্গে কয়েকবার দেখা হয়। তাঁর উপন্যাসের বিচিত্র চরিত্রগুলি সত্যিই খুব আকর্ষণীয় ছিল। তিনি জ্যোতিষশাস্ত্রের বিষয়ে আগ্রহী ছিলেন। তিনি তাঁর জীবনের শুভ ও অশুভ দিনগুলি ঠিকমত জেনে নিয়ে তা মেনে চলতেন এবং সেইভাবে যোগাযোগ ও কাজকর্ম করতেন। তাঁর সাফল্যের কথা আমরা সকলেই জানি।

** ইনি ক্যালিফোর্ণিয়ার এক্‌জিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার এবং বহু সফলজনক বিশাল প্রকল্প তৈরী করে বিখ্যাত হন। ইনিও জ্যোতিষে খুবই আগ্রহী ছিলেন।

সপ্তদশশততম অধ্যায়

## ডিসেম্বর মাসের ৬, ১৫ ও ২৪ তারিখের জাতকগণ

এ মাসের ৬ সংখ্যার লোকেরা ঃ

যাঁরা জ্যোতিষ্কমন্ডলীর এই সময়ে জন্মগ্রহণ করেন, তাঁরা কিরোর চ্যালদিন সংখ্যাতত্ত্বের নিয়মানুসারে শুক্র ও বৃহস্পতির স্পন্দনে, ত্রিগুণাত্মক অগ্নির তৃতীয় ধনু চিহ্নের সবরকম প্রভাব দ্বারা চালিত হন।

আপনার চারিত্রিক ও মানসিক গঠনের বর্ণনা ডিসেম্বরের জাতকদের সঙ্গে পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে।

নিষ্ক্রিয় বৃহস্পতির সঙ্গে শুক্রের সমন্বয় অতি শুভ। কারণ এই দুই চিহ্ন মিত্র ভাবাপন্ন।

৬, ১৫ ও ২৪শে ডিসেম্বরের জাতকদের প্রকৃতি লঘুছন্দ ও আনন্দময়। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এবং সব কিছু সৌন্দর্যের এঁরা পূজারী।

এঁদের মধ্যে নীচতা থাকে না, এঁরা নিখুঁত গৃহকর্তা বা গৃহকর্ত্রী এবং অকৃপণ-ভাবে বন্ধু-বান্ধবকে আমন্ত্রণ করে থাকেন।

বাইরে খেলাধুলা, সবরকম পশু, বিশেষতঃ কুকুর ও অশ্ব এঁদের প্রিয়। এঁরা ঘোড়দৌড় ভালবাসেন উৎকৃষ্ট উঁচু জাতের অশ্বপালন ও পোষণ করে সাফল্যের সঙ্গে অর্থ উপার্জন করেন। নিজেদের চারপাশে শৃংখলা ভালবাসেন এবং কাউকে এলো-মেলো ভাবে জীবনযাপন করতে দেখলে অত্যন্ত অস্বস্তিবোধ করেন।

ধনু চিহ্নের এই সময়ে জন্মগ্রহণ করলে দুই উপায়ে অর্থাগম হয়। সর্বকাজে '২' সংখ্যা এঁদের কাজে লাগে। নারী হলে প্রায়শই দুই স্বামী ও দুই সন্তান লাভ হয়। এই চিহ্নের জাতক প্রায়ই বিদেশী বহুদূর প্রবাসীকে বিবাহ করেন।

এঁরা বিপরীত লিঙ্গের প্রতি প্রায়ই মনোযোগী। প্রেমিক না হলেও উত্তম বন্ধু হতে পারেন এবং এদিক থেকে সৎ ও নির্ভরযোগ্য।

এঁরা ঈষৎ দাম্ভিক ভাবাপন্ন হন এবং উচ্চ সরকারী কর্মচারী ও চার্চের মানী ব্যক্তিরা এঁদের প্রতি আকৃষ্ট হন।

এঁরা ভ্রমণ বিলাসী এবং সফরের সময়ে আজীবনের বন্ধুত্ব স্থাপিত করেন। উভয় লিঙ্গের জাতকই আদর্শ পোষণ করেন এবং নিজের ইচ্ছার বাস্তবরূপ দেবার মতো যথেষ্ট অর্থ উপার্জন করেন।

এই সময়ের জাতক মেধাবী ব্যক্তির প্রতি সহজে আকৃষ্ট হন। সাহিত্য, অঙ্কন, সঙ্গীত পারদর্শী ব্যক্তিদের নিজেদের বাড়িতে ডেকে এনে আতিথেয়তা করতে ভালবাসেন। নিজেদের এদিকে দক্ষতা না থাকলেও এঁরা অত্যন্ত সুরুচিপূর্ণ হন এবং সুন্দর শিল্প সমৃদ্ধ বস্তু দিয়ে গৃহ সাজাতে ভালবাসেন।

## অর্থ ভাগ্য

নিজেরা অর্থোপার্জন করুন বা নাই করুন, জীবনের প্রথম ভাগে এঁরা বিবাহ বা উত্তরাধিকার সূত্রে বা পুরস্কাররূপে অর্থলাভ করেন। কিন্তু এঁদের 'ভাগ্য' চিরস্থায়ী হয় না, সুতরাং আখেরের সঞ্চয় করে রাখা ভাল।

## স্বাস্থ্য

স্বাস্থ্য ভাল, কিন্তু অধিক সচ্ছলতার ফলে বাড়াবাড়ি করার অভ্যাস থাকে এবং সেইটিতে অপকার হয়। শেষ বয়সে কর্কটরোগ; অন্ত্রে বা বক্ষে টিউমার দেখা যেতে পারে।

৬, ১৫ ও ২৪শে ডিসেম্বরের জাতকের ৩, ৬ ও ৯ শুভ সংখ্যা। যে কোনও মাসের ৩, ৬, ৯, ১২, ১৫, ১৮, ২১, ২৪, ২৭ ও ৩০ তারিখে প্রয়োজনীয় কাজ করা উচিৎ।

ফিকে বেগুনি, ভায়োলেট, গাঢ় বেগুনি, সবন্তরের নীল রং; গাঢ় ও ফিকে সব রকমের লাল রং আপনার পক্ষে শুভ।

এমেথিস্ট, টারকুইজ, চুনী, গোমেদ, আর লাল পাথর রত্ন হিসাবে শুভ। জীবনের উল্লেখযোগ্য বয়সগুলি যথাক্রমে—৩, ৬, ১২, ১৫, ২১, ২৪, ৩০, ৩৩, ৩৯, ৪২, ৪৮, ৫১, ৫৭, ৬০ ও ৬৬।

বছরের যে কোনও মাসের ৩, ৬, ৯ ঘরের জাতক আপনাকে আকর্ষণ করবে। মাঝে মাঝে '৫' ঘর যথা ৫, ১৪ ও ২৩ তারিখের জাতক আপনার জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে যাবে, কিন্তু তা স্থায়ীও নয়, কল্যাণকরও নয়। সব সময় এইসব নানাদিক চিন্তা করে কাজ করলে তা অবশ্য শুভকারক হবে।

## যে সব বিখ্যাত লোকেরা এই তারিখে জন্মেছেন

| | |
|---|---|
| অ্যাড্‌মিরাল লর্ড জেলিকো ( নৌযোদ্ধা ) | ৬ই ডিসেম্বর |
| উইলিয়াম এস্ হার্ট ( চলচ্চিত্র ) | ,, ,, |
| স্যার ওয়াল্টার স্কট্ ( বিখ্যাত লেখক ) | ,, ,, |
| ওয়ারেন হেস্টিংস ( গভর্ণর জেনারেল ) | ,, ,, |
| প্রফেসার ম্যাক্সমুলার ( লেখক ও দার্শনিক )* | ,, ,, |
| এলিসা ল্যাণ্ডি ( লেখিকা ও চিত্র নাট্যকার ) | ,, ,, |
| গুস্তাভ্ এইফেল ( বিখ্যাত ঐতিহাসিক ) | ১৫ই ডিসেম্বর |

* প্রফেসার ম্যাক্সমুলারের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল। তাঁর প্রাচ্য ও বিভিন্ন ভাষা সম্পর্কে প্রচুর জ্ঞান ছিল। তিনি সংস্কৃত, হিব্রু প্রভৃতি ভাষায় বিভিন্ন জ্যোতিষশাস্ত্র সংক্রান্ত গ্রন্থ অনুবাদ করে আমাকে আরও জ্ঞান অর্জনে সাহায্য করেন। তিনি আমার অটোগ্রাফ খাতায় সই করে তাঁর মন্তব্য লেখেন—'কিরো, কারা অন্ধ? যারা অদৃশ্য জগৎকে দেখতে বা হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হল না।' ম্যাক্সমুলার।

তাঁর রচিত ধর্ম ও দর্শন সংক্রান্ত গ্রন্থগুলি সারা বিশ্ব বিখ্যাত।

| | |
|---|---|
| এড্ওয়ার্ড হ্যারিম্যান্ ( ধনপতি ) | ২৪শে ডিসেম্বর |
| কার্ল ব্রিসন্ ( চলচ্চিত্র ) | ,, ,, |
| রূথ্ চ্যাটারটন্ ( চলচ্চিত্র ) | ,, ,, |
| এভেলিন্ হল্ ( অভিনেত্রী ) | ,, ,, |
| কিট কারসন ( নেতা ) | ,, ,, |
| ম্যাথিউ আরনল্ড ( কবি ও সমালোচক ) | ,, ,, |

## অষ্টদশশততম অধ্যায়

# ডিসেম্বর মাসের ৭, ১৬ ও ২৫শে তারিখের জাতকগণ

এ মাসের ৭ সংখ্যার লোকেরা :

যাঁরা জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর এই সময়ে জন্মগ্রহণ করেন তাঁরা কিরোর চ্যালদিন সংখ্যাতত্ত্বের নিয়মানুসারে, নেপচুন, চন্দ্র ও বৃহস্পতির স্পন্দনে ত্রিগুণাত্মক অগ্নির তৃতীয় ঘরের ধনু চিহ্নের সবরকম প্রভাব দ্বারা চালিত হন।

আপনার চারিত্রিক ও মানসিক গঠনের বর্ণনা ডিসেম্বরের জাতকদের সঙ্গে পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে। ২৫শে ডিসেম্বর আগন্তুক মকর চিহ্ন শনির ( অস্ত ) ঘরে প্রবেশ করে, ফলে এই সময়ের জাতকের চরিত্র ভিন্ন হয়ে থাকে—এ বিষয়ে পরে বর্ণনা করা হবে।

নেপচুন ও বৃহস্পতিতে ( অস্ত ) চন্দ্র অতি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। মূলতঃ এরা পরস্পর বিরোধী। নেপচুন ও চন্দ্র নম্রতা ও নমনীয়তা গুণসম্পন্ন অথচ ধনুতে বৃহস্পতি অতিশয় শক্তিপূর্ণ ও প্রভুত্বব্যঞ্জক উচ্চাভিলাষী ও নেতৃভাবাপন্ন।

রাশি চক্রের এই ভাগে নেপচুনের প্রভাব দেহের তুলনায় মনের উপর বেশি হয়। আশ্চর্য স্বপ্ন লাভ, দৈবদর্শন, প্রেরণা ও রহস্যময় অভিজ্ঞতা লাভ হয়। অবচেতন মনের জাগ্রত অবস্থায় এর ক্রিয়াকলাপ চলে। চন্দ্রের সমন্বয়ে নেপচুনের প্রভাবে, কবি চিত্রকর, সঙ্গীতকার ও আধ্যাত্মিক স্তরের সাহিত্যিকের সৃষ্টি হয়। বৃহস্পতির উদ্যোগী প্রকৃতি কার্যকরী না হলে, এই সকল গুণাবলী অবিকশিত অবস্থায় থেকে যায়। এইভাবে বিপরীত প্রকৃতির ক্রিয়া অনুভব করা যায়।

নেপচুন ও চন্দ্র প্রকৃতির স্বপ্নবিলাসী ব্যক্তিগণ একইভাবে সক্রিয় হয়ে ওঠেন। "বস্তুর উপরে মন" এই বার্তা জগতে ঘোষণা করার জন্য এ'রা যেন "আহ্বান" শুনতে পান। যদি এখানেই থামতে পারতেন, তবে ভালই হত, কিন্তু এই গ্রহ সমন্বয়ে জাত কতিপয় ব্যক্তি নিজেদের উচ্চাভিলাষকে এত বেশি প্রশ্রয় দেন, যে জগতের আর সবকিছু তুচ্ছ করে এগিয়ে যেতে চেষ্টা করেন, ফলে তাঁরা নিজেদের সর্বনাশ ডেকে আনেন।

এরই অপর শ্রেণীর জাতক বস্তু জগতের উপর আধ্যাত্মিক জগতের শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নেন এবং এইদিকে মানসিক বিকাশের ফলে সুনাম অর্জন করেন।

এইসব তারিখে জাত কবি, চিত্রকর, সঙ্গীতকার, লেখক বা নেতা প্রায়ই জগতে নাম রেখে যান।

## অর্থ ভাগ্য

এ'দের আর্থিক অবস্থা ভারী অদ্ভুত। যদি এ'রা বিত্তবান হন, তবে সাধারণ কোন ব্যবসায়ের পথে অর্থাগম হবে না। অধিক বয়সে অসৎ কোন কোম্পানীর মালিকদের প্ররোচনায় অর্থ নিয়োগ করে অথবা নিজেদের ক্ষমতা অতিক্রম করার ফলে প্রচুর অর্থদণ্ড দেন।

পরিপাক শক্তি এমনিতেই ভাল নয়, তদুপরি আহার ও শরীরের প্রতি উদাসীনতা এ'দের মজ্জাগত স্বভাব। ৭, ১৬ ও ২৫শে ডিসেম্বরের জাতকদের প্রকৃতি এত উচ্চ গ্রামে বাঁধা যে, এ'রা কখনই যথেষ্ট সুস্থ বোধ করেন না। মনে মনে নিজেদের শ্রান্ত করে ফেলেন এবং কদাচিৎ যথেষ্ট নিদ্রা ও বিশ্রাম পান।

এইসব তারিখে জন্ম হলে ২ ও ৭ ঘরের সংখ্যা এবং বছরের যে কোনও মাসে ২, ৭, ১১, ১৬, ২০, ২৫ ও ২৯ তারিখ আপনার পক্ষে শুভ। সুতরাং এই দিনগুলিতে আপনার বিশেষ প্রয়োজনীয় কাজ-কর্ম সারবেন। ২৫শে ডিসেম্বর আগন্তুক মকর, শনির ( অশুভ ) ঘরে পড়ে যায়। ঐ তারিখে জন্ম হলে ৭ বা ১৬ তারিখের জাতকদের তুলনায় মানুষের কাছে অনেক বেশি আঘাত আপনাকে পেতে হতে পারে।

৭, ১৬ বা ২৫শে ডিসেম্বরের জাতক সবুজ, সাদা, ফিকে বাদামী, কপোত ধূসর বা যে কোনও ফিকে রং ব্যবহার করতে পারেন।

সবুজ জেড, মুক্তা, মুনস্টোন, এমেথিস্ট ও বেগুনি রঙের পাথর আপনার পক্ষে শুভ।

আপনার জীবনের উল্লেখযোগ্য বয়সগুলি যথাক্রমে—২, ৭, ১১, ১৬, ২০, ২৫, ২৯ ৩৪, ৩৮, ৪৩, ৪৪, ৫২, ৫৬ ও ৭০।

"২ ও "৭" এবং সময়ে সময়ে '৩' ঘর যথা—৩, ১২, ২১ ও ৩০ তারিখের জাতক আপনাকে আকৃষ্ট করবে এবং তারা আপনার জীবনে গভীরভাবে ছায়া ফেলবে।

মানসিক চাঞ্চল্যভাব বা দ্বিধার ভাব মাঝে মাঝে ছায়া ফেলবে আপনার জীবনের উপরে। নিজের মনের দৃঢ়তা প্রকাশে অসুবিধা হতে পারে। তাই এইসব দিকে লক্ষ্য রেখে চলা কর্তব্য। তার ফলে জীবন শুভকর হবে নিশ্চয়ই।

* স্যার বুলার লণ্ডনে আমার সঙ্গে দেখা করেন। প্রতি বছরেই তাঁর উন্নতি হচ্ছিল। কিন্তু আমি তাঁর হাত দেখে বলি যে পরবর্তী যুদ্ধে তাঁর কু-সমালোচনা হবে। ঠিক তাই হলো। ক'বছর পর যুদ্ধে তিনি পরাজিত হন এবং তাঁকে নানা বিরূপ সমালোচনা সহ্য করতে হয়।

*

**যে সব বিখ্যাত লোকেরা এই তারিখে জন্মেছেন**

| | |
|---|---|
| লর্ড ডার্নলি ( কুইন মেরীর স্বামী ) | ৭ই ডিসেম্বর |
| লয়েনো ক্যাওয়ার্ড ( বিখ্যাত লেখক ) | ১৬ই ,, |
| ফিল্ড মার্শাল ব্লুচার ( সেনানায়ক ) | ,, ,, |
| ক্ল্যারেন্স হ্যাট্রি ( ধনপতি, পরে কয়েদী )** | ,, ,, |
| হেলেন ট্রুয়্যালভ্টিজ ( চলচ্চিত্র ) | ২৫শে ,, |
| জোসেফ স্টেনথ্ ( চলচ্চিত্র ) | ,, ,, |
| লেডী গ্রীজেল্ বেলী ( গান রচয়িতা ) | ,, ,, |
| উইলিয়াম কলিন্স ( কবি ) | ,, ,, |
| স্যার আইজ্যাক্ নিউটন ( বিখ্যাত বিজ্ঞানী ) | ,, ,, |

## ঊনবিংশশততম অধ্যায়

# ডিসেম্বর মাসের ৮, ১৭ ও ২৬ তারিখের জাতকগণ

এ মাসের ৮ সংখ্যার লোকেরা ঃ

যাঁরা জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর এই সময়ে জন্মগ্রহণ করেন, কিরোর চাল্দিন সংখ্যাতত্ত্বের নিয়মানুসারে শনি ও বৃহস্পতির স্পন্দনে ত্রিগুণাত্মক অগ্নির তৃতীয় ঘরের ধনু চিহ্নের সবরকম প্রভাব দ্বারা চালিত হন।

আপনার চারিত্রিক ও মানসিক গঠনের বিষয়ে পূর্বে ডিসেম্বর জাতকদের সঙ্গে বর্ণনা করা হয়েছে। ২৬শে ডিসেম্বরের জাতক আগন্তুক মকর চিহ্নে শনির ( অস্তি ) ঘরে অবস্থান করেন, সুতরাং ৮ বা ১৭ ডিসেম্বরের জাতকদের থেকে এঁদের চরিত্র কিছু ভিন্ন হয়।

বিশেষতঃ মকর কক্ষে প্রথম "৮" সংখ্যা বিষয়ে পরে আলোচনা করা হবে।

শনি, ধনুকক্ষে বৃহস্পতির প্রতীক "৮" সংখ্যা চরিত্রে, অতিরিক্ত বল এবং সংকল্প দৃঢ়তা দান করে।

জীবনের সূচনা অতি কষ্টকর হয় এবং কোনও উদ্দেশ্যে সাফল্যের গণ্ডীতে পৌঁছানো বিঘ্ন বহুল হয়।

৮, ১৭ ও ২৬শে ডিসেম্বরের জাতকের অসীম অধ্যবসায় থাকে, কোনও কিছুই সহজে করতে পারেন না, কিন্তু ধৈর্য, কষ্ট, সহিষ্ণুতা ও অধ্যবসায়ের ফলে এঁরা যে কোনও ক্ষেত্রে একটি স্থায়ী ব্যবস্থা করে নিতে পারেন।

এঁদের মধ্যে থেকে উৎকৃষ্ট বিচারপতি, আইনজীবী ও ব্যবসাদার হন। এঁরা অতি সতর্ক প্রকৃতির মানুষ, বিশেষতঃ অপর ব্যক্তিদের হয়ে যখন কিছু করেন।

** একটি ডিনার পার্টিতে হ্যাট্রিকে দেখেই আমি নিজস্ব বিশেষ আধিদৈবিক ক্ষমতাবলে বলি যে, ঐ ব্যক্তির জীবনে বিরাট বিপদ। অমনি সবাই বলে উনি ত বিরাট ধনপতি। তাঁর বিপদে কি করে হবে? কিন্তু পরের বছর ইংলণ্ডের একটি বিরাট জোচ্চুরি কেসে তিনি ধরা পড়েন এবং অপরাধ প্রমাণিত হয়। তাঁর প্রতি ১৪ বছর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়।

এ'রা যা কিছু করেন এ'দের বিবেক সদাজাগ্রত থাকে, কিন্তু আরও একটু আত্মপ্রত্যয় ও সাহস থাকলে নিজেদের উন্নতি, সাংসারিক আয় আরও বেশি করতে পারেন।

এ'রা অতিশয় চাপা গোপন স্বভাবের হন, সামান্য সমালোচনায় আহত হন।

এ'রা অবিচার দেখে ক্রুদ্ধ হ'য়ে তীব্র প্রতিবাদ করেন এবং স্পষ্টবাদিতার ফলে শত্রু সৃষ্টি করেন। শ্লেষ ও ব্যঙ্গোক্তি এ'রা তর্কের অঙ্গ হিসাবে ব্যবহার করেন।

২৬শে ডিসেম্বর জাতক জীবনে অনেক উর্ধ্বে উঠতে পারেন এবং যথেষ্ট সম্মানীয় ব্যক্তি হন। কিন্তু কখনও বা কৌশলের অভাবে অথবা অতি সদয় ব্যবহারে অবিবেচক জনসাধারণের ঈর্ষাভাজন হয়ে সম্মান হারাতে পারেন।

## অর্থভাগ্য

৮ ১৭ ও ২৬শে ডিসেম্বরের জাতক ধীরে ধীরে নিশ্চিত রূপে অর্থসঞ্চয় করেন। এ'দের পরিবারের দুঃস্থ আত্মীয়বর্গ এ'দের আর্থিক অবস্থার উপর চাপ সৃষ্টি করেন। জুয়া বা ফাট্‌কা বাজারের সঙ্গে এ'দের কোনও সম্পর্ক নেই; সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসা কেন্দ্র অথবা সরকারী নিরাপত্তা ব্যবস্থাগুলিতে এ'রা অর্থ বিনিয়োগ করেন। কিন্তু এত সতর্কতা সত্ত্বেও জীবনের শেষ ভাগে এদের অনেক অর্থ নষ্ট হয়।

## স্বাস্থ্য

৮, ১৭ ও ২৬শে ডিসেম্বরের জাতকগণ উত্তম স্বাস্থ্য ও মজবুত শরীরের অধিকারী। কিন্তু আভ্যন্তরীণ ব্যাধির কারণে কঠিন অস্ত্রোপচারের সম্ভাবনা বিদ্যমান থাকে।

৮, ১৭ বা ২৬শে ডিসেম্বরের জাতক যেহেতু "৮" সংখ্যার ব্যক্তি, সেই কারণে ৪, ৮, ১৩, ১৭, ২২, ২৬ ও ৩১ তারিখ আপনার পক্ষে ফলপ্রসূ।

গাঢ় রঙের পোশাক বা পাথর যথা—কালো মুক্তা, হীরা, ও কালচে বেগুনি পাথর আপনার পক্ষে শুভ।

'৮' ও সেই পর্যায়ের সংখ্যাগুলি আপনার জীবনে বাদ দেওয়া অসম্ভব; জীবনের উল্লেখযোগ্য বয়সগুলি হবে, যথাক্রমে—৮, ১৭, ২৬, ৩৫, ৪৪, ৫৩, ৬২, ৭১ ও ৮০।

৪ ও ৮ ঘরের ব্যক্তি, আর বছরের যে কোনও মাসের ৪, ৮, ১৩, ১৭, ২২, ২৬ ও ৩১শে জাতকের প্রতি তীব্র আকর্ষণ বোধ করবেন।

### যে সব বিখ্যাত লোক এই তারিখে জন্মেছেন

| | |
|---|---|
| উইলিয়াম সি ডুর‍্যাণ্ট (মোটর ব্যবসায়ী) | ৮ই ডিসেম্বর |
| রায়নর্সন্ (লেখক) | " " |
| স্কটল্যাণ্ডের রাণী মেরী | " " |
| রিচার্ড কার্লাইল (দার্শনিক) | " " |

| | |
|---|---|
| স্যার হার্বার্ট রিচার্ড বামাষ্ট্রী* | ১৭ই ডিসেম্বর |
| আলেকজান্ডার অ্যাগাকসীজ ( বিজ্ঞানী ) | „ „ |
| স্যার হাম্‌ফ্রে ডেভি ( সেফ্‌টি-ল্যাম্প আবিষ্কর্তা ) | „ „ |
| বিটোফেন ( সুরশিল্পী ) | „ „ |
| স্যার নরম্যান্‌ অ্যাঞ্জেল ( অর্থনীতিবিদ্‌ ) | ২৬শে „ |
| অ্যাড্‌মিরাল জর্জ ডিউই ( সেনানায়ক ) | „ „ |
| আর্নস্ট অর্ণেডট্‌ ( কবি ও দার্শনিক ) | „ „ |
| ডায়ম্‌ বৌসিকল্টে ( বিখ্যাত নাট্যকার ) | „ „ |
| চার্লস ফাবেজ ( অংকশাস্ত্রবিদ্‌ ) | „ „ |
| টমাস গ্রে ( বিখ্যাত কবি, 'এলিজি' লেখক ) | „ „ |

## বিংশশততম অধ্যায়

# ডিসেম্বর মাসের ৯, ১৮ ও ২৭ তারিখের জাতকগণ

এ মাসের ৯ সংখ্যার লোকেরা ঃ

যাঁরা জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর এই সময়ে জন্মগ্রহণ করেন তাঁরা কিরোর চ্যালদিন সংখ্যা-তত্ত্বের নিয়মানুসারে মঙ্গল ও বৃহস্পতির স্পন্দনে ত্রিগুণাত্মক পবনের তৃতীয় ঘরের ধনু চিহ্নের সব রকম প্রভাব দ্বারা চালিত হবেন।

২৭শে ডিসেম্বরের জাতক মকরের প্রথম '৯' সংখ্যার ঘরে অবস্থান করার ফলে মঙ্গল, শনি, ত্রিগুণাত্মক পৃথিবীর তৃতীয় ঘরের প্রভাব পাবেন।

ডিসেম্বর মাসের জাতকদের সঙ্গে আপনার চারিত্রিক ও মানসিক গঠনের মূলকথা পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে।

৯, ১৮ ও ২৭শে ডিসেম্বরের জাতকগণ বৃহস্পতি, মঙ্গল ও শনির সমন্বয়ে অত্যন্ত উচ্চাভিলাষী ও দৃঢ় সংকল্প সম্পন্ন ব্যক্তি হন।

এ'দের মতামত অটল থাকে এবং মনোভাব প্রভুত্বব্যঞ্জক হয়।

হঠাৎ আহ্বান বা আকস্মিক প্রয়োজনে এ'রা বিশেষ তাৎপর। শারীরিক, মানসিক ও উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন ব্যক্তিকেও এ'রা গ্রাহ্য করেন না।

মুক্তবায়ুতে কঠোর পরিশ্রম কাবু করতে পারে না এবং অবসর সময়ে অশ্ব অথবা কোনও জীবজন্তুর চালনায় এ'রা পারদর্শী হ'ন। বিপরীত লিঙ্গের প্রতি সহজে আকৃষ্ট হ'ন। বিবাহ সুখের হয়, কিন্তু একাধিক বিবাহের সম্ভাবনা থাকে।

* স্যার হাবার্ট বামাষ্ট্রী বিরাট খ্যাতিমান লেখক ছিলেন। তিনি ছিলেন একটি আশ্চর্য ব্যক্তিত্বের অধিকারী। তিনি সব সময় অভিনব কিছু সৃষ্টির চিন্তা করেন। এমন কি তিনি অনেকবার আমার সঙ্গে দেখা করেন এবং নতুন কিছু সৃষ্টির চিন্তা করেন। তিনি জ্যোতিষশাস্ত্রে পূর্ণ আস্থাশীল ছিলেন।

** এই বিখ্যাত সেনানায়ক তাঁর হাতের ছাপ এবং নাম সই করে আমাকে দেন। তিনি জ্যোতিষশাস্ত্রে পূর্ণ বিশ্বাসী ও আস্থাশীল ছিলেন।

সর্বপ্রকার দুঃসাহসিক কর্মে এ'দের আসক্তি, এই জন্য এ'রা নূতন নূতন দেশ আবিষ্কার কার্যে পথিকৃত হতে পারেন। এ'দের প্রকৃতি অস্থির এবং দেশ ভ্রমণের পক্ষপাতী। বিশেষতঃ বহুদূরে অজানার অভিযানে বেরোতে এ'রা সদাই প্রস্তুত। যে কোনও মুহূর্তে, যে কোনও ঝুঁকি নিতে এ'রা প্রস্তুত। এ'রা নিজেদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে বহু বিপদের মধ্যে গিয়ে পড়েন।

অর্থের প্রতি এ'দের আকর্ষণ হয় কম, বিপন্ন ব্যক্তির প্রতি সহানুভূতিশীল, দাতব্য প্রতিষ্ঠানগুলিতে প্রচুর দান করেন, অর্থের অভাব থাকলে সময় ও বুদ্ধি দিয়ে সাহায্য করেন।

যন্ত্রপাতি সম্বন্ধে এ'দের সহজাত দক্ষতা থাকে। গতিসম্পন্ন যন্ত্রের বিষয়ে এ'দের ক্ষমতা ও উদ্ভাবনী শক্তি প্রশংসনীয়।

আর্থিক যোগাযোগ ভাল ; অপ্রত্যাশিত উত্তরাধিকার সূত্রে, বিবাহ যোগে অথবা অর্থ নিয়োগ করে এ'রা লাভবান হন। অনেক সময়ে প্রভূত অর্থের অধিকারী হ'ন এবং দ্রুতগতিসম্পন্ন যন্ত্রের সাহায্যে জনহিতকর কাজ করে থাকেন।

## অর্থ ভাগ্য

৯, ১৮ ও ২৭শে ডিসেম্বরের জাতকের আশাতীত উপায়ে উত্তরাধিকার, বিবাহ বা অর্থ নিয়োগের ফলে ধনপ্রাপ্তি ঘটে।

কয়েকটি ক্ষেত্রে নিজেদের দুঃসাহসিক প্রচেষ্টায় সফল হন, অথবা দ্রুত অর্থকরী ব্যবসায় বিক্রয়লব্ধ অংশলাভের সৌভাগ্য হয়। পেশাদারী ব্যাপারে না গিয়ে, ব্যক্তিগত মানসিকতা প্রয়োগ করলে এ'দের মঙ্গল হয়।

২৭শে ডিসেম্বরের জাতক এ'দের মধ্যে সবচেয়ে জ্ঞানী। শনির প্রভাব বিলীন করে, গুরুদায়িত্ব এবং অনেক বোঝা নিয়ে আসে।

## স্বাস্থ্য

ডিসেম্বরের এই সময়ের জাতক নিজেরাই নিজেদের শত্রু। এ'রা কখনই নিজেদের বিষয়ে সাবধান হন না, উপরন্তু সব সময় কাজ করে স্বাস্থ্য ক্ষয় করেন। আঠারো বছরের পর এ'রা স্বাস্থ্য ফিরে পান, কিন্তু চুয়ান্ন বছরের পর থেকে অত্যধিক পরিশ্রমের স্নায়বিক প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়।

এ'দের জীবনে সচরাচর প্রায় বড় রকম দুর্ঘটনা ঘটে, যথা—বন্দুকের গুলির আঘাত, অগ্নি, মোটরকার, বিমান অথবা অশ্বাদি থেকে বিপদ ঘটতে পারে।

৯, ১৮ বা ২৭শে ডিসেম্বরের জাতকদের পক্ষে '৯' ঘরের সংখ্যা ও তারিখ, যথা—৯, ১৮ বা ২৭ ফলপ্রসূ। যে কোনও মাসের এই তারিখগুলি এ'রা বিশেষ প্রয়োজনীয় কাজে ব্যবহার করলে সুফল পাবেন।

ফিকে অথবা গাঢ় সব স্তরের লাল রং এ'দের পক্ষে শুভ।

চুনী, গোমেদ ও সব লাল পাথর কল্যাণবহ।

জীবনের যাবতীয় স্মরণীয় বয়স সবই '৯' পর্যায়ের পড়বে, যথা—৯, ১৮, ২৭, ৩৬, ৪৫, ৫৪, ৬৩, ৭২ ও ৮১। ৩, ৬, ৯ পর্যায় ব্যক্তির প্রতি আপনার স্বাভাবিক আকর্ষণ থাকে, কিন্তু ২৭শে ডিসেম্বর জাতকের পক্ষে যে কোনও মাসের ৩, ৮ ও ৯ ঘরের

## যে সব বিখ্যাত লোকেরা এই তারিখে জন্মেছেন

| | |
|---|---|
| ডগ্লাস ফেয়ারব্যাংকস্ ( চলচ্চিত্র ) | ৯ই ডিসেম্বর |
| জন মিল্টন ( বিখ্যাত কবি ) | ,, ,, |
| ফারন্ হার্স্ট্ ( কোটিপতি ) | ,, ,, |
| জর্জ গ্রস্স্মিথ্ ( অভিনেতা ) | ,, ,, |
| লীম্যার্ন অ্যাবট্ ( লেখক ) | ১৮ই ,, |
| কাল ভন ওয়েবার ( গীতিকার ) | ,, ,, |
| এডওয়ার্ড ম্যাক্ডোয়েল্ ( গীতিকার ) | ,, ,, |
| মার্লিন্ ডিয়েট্রিস্ ( অভিনেত্রী ) | ২৭শে ,, |
| লুই পাস্তুর ( বিজ্ঞানী ও আবিষ্কারক ) | ,, ,, |
| কেপলার ( জ্যোতির্বিদ ) | ,, ,, |

# জীবন, প্রেম, বিবাহ

## ( Life, Love, Marriage )

### প্রথম অধ্যায়

### বিভিন্ন গ্রহদের প্রেম ও বিবাহের ওপর প্রভাব

আমরা বিভিন্ন গ্রন্থে এর আগেই পাঠ করেছি যে, জ্যোতিষ মতে গ্রহ হলো প্রধানতঃ সাতটি। তা হলো, রবি, চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি। এছাড়া ইউরেনাস এবং নেপচুন এই দুটি গ্রহেরও বিরাট প্রভাব আছে। মঙ্গল, প্রথম, দ্বিতীয়, প্লেন অফ সারস্ বা মঙ্গলের সমতল এই তিনটি ভাগে বিভক্ত।*

এই নয়টি গ্রহের বিরাট প্রভাব আছে মানব জীবনের ওপর আর প্রকৃতপক্ষে এরাই প্রতিটি মানবের এবং প্রতিটি দেশ বা জনপদের সব কিছু ভাগ্য ও কর্মকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

এই নিয়ন্ত্রণ জীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করে। প্রতিদিন মানুষ—প্রতিটি নর-নারী থেকে শুরু করে ও প্রতিটি জীবজন্তু, প্রতিটি দেশ ও জাতি এই গ্রহগণের প্রভাবের অধীন। ঠিক তেমনি প্রেম, বিবাহ প্রভৃতিও সম্পূর্ণভাবে এই গ্রহদের কারকতার অধীন।

যাঁরা এটা বিশ্বাস করেন না, তাঁদের জোর করে বিশ্বাস করাতে চাই না—করিয়ে কোনও লাভ নেই। কিন্তু যে কোনও মানুষ যদি রাতের অন্ধকারে একাকী বসে গভীর চিন্তা করে ও আত্ম উপলব্ধি করার চেষ্টা করে, তাহলে সে বুঝবে এটা কত সঠিক—কত নির্ভুল।

সে ভাববে, আমি একজন মানুষ। আমি জীবনে অনেক কিছু করতে বা পেতে পেরেছি। কিন্তু কি করতে সক্ষম হলাম? কি পেলাম আর কি পেলাম না?

তাই সবটাই একটা অদৃশ্য শক্তির নির্দেশে চলছে।

যা আমি করতে চাই, তা করতে পারি না। যা করতে চাই না, তা এসে যায়।

এসব কে করায়? কেন এমন হয়?

তাহলেই একটিমাত্র উত্তর মনের দর্পণে ভেসে উঠবে। তা হলো—অদৃশ্য একটি শক্তি বর্তমান, যা সব করায়।

কোনও দার্শনিক হয়তো বলবেন—সব ঈশ্বরের অধীন। তিনিই সব কিছুর নিয়ন্তা।

আমি তা অস্বীকার করি না। কিন্তু এই অসীম মহাবিশ্বের কোটি কোটি সূর্য বা

---

* ভারতীয় মতে রাহু, মঙ্গল ও কেতু

সূর্যসম নক্ষত্রের মাঝে তিনি যে কাজ করে চলেছেন তা বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন অধিকর্তার অধীন। সৌরমণ্ডলের মাঝে তাঁর অধিকর্তা হলো এখানকার গ্রহগণ।

এখন মূল কথায় আসছি। গ্রহগণ ঠিকমতো কাজ করে চলেছেন—কিন্তু সেটা তাঁরই অসীম শক্তির বিকাশ। তাই গ্রহদের অসীম শক্তির বিকাশ মানে ঈশ্বরেরই অস্তিত্ব ও শক্তির প্রকাশ।

ধরা যাক্ এই পৃথিবী একটি অফিস। এর বড়বাবু হলেন গ্রহগণ। এর পরম মালিক হলেন ঈশ্বর। কিন্তু ঈশ্বর প্রত্যক্ষভাবে এখানে কাজ করছেন না। তিনি লক্ষ কোটি অফিসের কর্তা। তাহলে বড় বাবুরা বা গ্রহদের নির্দেশে আমাদের ভাগ্য গঠিত হচ্ছে। সুতরাং গ্রহদের বিধানেই আমরা চলছি।

কিন্তু গ্রহদের বিধানে কোনও পরিবর্তন হবে না। তারা ঠিক বাঁধা নিয়মে কাজ করে যাবে—নিখুঁত যন্ত্রের মত হয়। তাই আমাদের সবকিছু চলবে একই নিখুঁত নিয়মে। তাছাড়া গত্যন্তর নেই।

অনেকে আমাকে প্রশ্ন করেছেন, কোনও প্রতিকার বা রত্নাদি ধারণে গ্রহগণের কুফল কাটবে কি না? তার উত্তরে আমি বলি, রত্নাদিও ঈশ্বরেরই সৃষ্টি। এতে হয়তো কিছুটা কুপ্রভাব কমিয়ে দিতে পারে, কিন্তু বিরাট গ্রহ প্রকৃতির প্রভাবকে পাল্টে দিতে কখনোই পারে না। তাই প্রতিকার হতে পারে অতি সামান্য—কিন্তু গ্রহবলের তুলনায় রত্নাদির বল অনেক কম। তবে শুভ রত্নের প্রভাব আছে ঠিকই, কিন্তু প্রকৃত রত্ন নির্বাচন করবে কে? অতি অভিজ্ঞ দু' একজন জ্যোতিষী পণ্ডিত ছাড়া তা সম্ভব নয়। লক্ষ জ্যোতিষীর মধ্যে তেমন দু' একজনকে খুঁজে বের করাও সহজ সাধ্য নয়। আমার 'আপনি ও আপনার নক্ষত্র' গ্রন্থে রত্ন নির্বাচন সম্পর্কে কিছু আলোচনা করেছি।

এবার আসছি গ্রহগণের কথায়। বিবাহ, প্রেমও জীবনের উন্নতিতে গ্রহদের কি কি প্রভাব তা আলোচনা করছি।

## প্রেম, বিবাহ ও জীবনে প্রভাবকারী গ্রহ

বিভিন্ন গ্রহগণের সম্পর্কে আগেই বলেছি। এবার দেখা যাক প্রেম, বিবাহ ও জীবনের উপর তাদের প্রভাব কি ধরনের।

**বুধের কাজ** ( কনিষ্ঠাঙ্গুলীর নিচে )—বুধের ক্ষেত্রেই বিবাহরেখা অবস্থান করে। অশুভ বুধ মানে দাম্পত্য ক্ষেত্র অশুভ। বিবাহরেখার তিন অতি অশুভ দাম্পত্য ক্ষেত্র। ব্যবসা, বিজ্ঞান, গণিত, জ্যোতিষ, আইন, বুদ্ধিজীবী, উপস্থিত বুদ্ধি, পাণ্ডিত্য, চাতুর্য, বুধের কারকতা। শুভ বুধ বালক স্বভাব ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় বহন করে।

**রবির কাজ**—জীবনে সাফল্য, শিল্প, সঙ্গীত, শিল্প-সাহিত্য প্রভৃতিতে সাফল্য, সুনাম, সরকারী চাকরী, যশ ও খ্যাতি রবির কাজ। রবির শুভাশুভ দেখে প্রেম ও বিবাহ কেমন হবে তা জানা যায়।

**শনির কাজ**—ধনভাব, নিস্তব্ধতা, ধীর, নিস্তব্ধতাভাব ইঙ্গিতজ্ঞ, কর্কশভাষী, শুকনো দেহ, পিঙ্গল বর্ণ, বায়ু ও জল, পশুপক্ষী, জলের নানা বস্তুর কারক।

**বৃহস্পতির কাজ**—বিদ্যা, জ্ঞান, ধারণা, উচ্চাকাঙ্ক্ষা, জনসাধারণের সঙ্গে মেলা মেশার কাজ, পাবলিক কাজে প্রতিষ্ঠা, জনহিতকর কার্যাদি, ধর্ম ও সংভাব, সব বিপদের থেকে উদ্ধার করা, বাত ব্যথার কারক। লোমযুক্ত ও দীর্ঘদেহ ইত্যাদি।

**প্রথম মঙ্গলের কাজ**—প্রতারণা, জোচ্চুরী, মিথ্যা বলা, স্বভাব অত্যন্ত গোপন, মেজাজের জন্য ক্ষতি, ভ্রমণপ্রিয়, অনার্য দেহ, কালো বর্ণ, দেহবিশিষ্ট, লাম্পট্য ও অর্থের কারক।

**শুক্রের কাজ**—প্রেম, দয়া, মায়া, প্রবৃত্তি ইন্দ্রিয়মান, সৌন্দর্যানুভূতি, বিদ্যা, চিত্র, স্ত্রী-সংক্রান্ত বিষয়, মাদকতা, যৌনাঙ্গ, যৌনসুখ, গীত, নৃত্য, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য সংক্রান্ত বিষয়াদি। যৌন অনুভূতি, যৌন পীড়া, কিড্‌নী, নিম্ন উদরের ও গুহ্যদেশেব কোন পীড়া, সুগন্ধির কারক ইত্যাদি।

**চন্দ্রের কাজ**—কল্পনা, কাব্য চিন্তা, শান্তি, মতের অস্থিরতা, তরল পদার্থ, স্ত্রী ঘটিত বিষয়াদি, জলজ কোন ব্যবসা, ঘৃত ব্যবসা। তৈল বা যে কোনও বিষয় তরল পদার্থ। জলজ দেহ বা গোলা দেহ। হঠাৎ ফুলে যাওয়া। উন্মত্ততা ও মস্তিষ্কের বিকলতা, জল, ভ্রমণ, যাত্রা ইত্যাদির কারক। স্বভাব কোমল ও মায়া যুক্ত। ধীর কথাবার্তা।

**দ্বিতীয় মঙ্গলের কাজ**—সাহস, জীবনী শক্তি, বিক্রম, বলশালী, সমর বিভাগ সংক্রান্ত ক্রিয়াকলাপ, পুলিশ, বিভাগ, জমি-জমা ও ভূমি সংক্রান্ত সম্পত্তির কারক, রক্তিম বর্ণ, রক্তপাত, হৈ হল্লা, কলকারখানা সংক্রান্ত বিষয়াদি, ধৈর্য, সহ্য করবার অসহ্য শক্তি, বিপদে পিছনে না হওয়া, সাহসী ইত্যাদি।

**মঙ্গলের সমতল কেতু**—স্বার্থপরতা, নীচমন, গীত বিষয়ে অভিজ্ঞতা, গোপন স্বভাব ও ধূসর বর্ণ।

## দ্বিতীয় অধ্যায়

# কোন্ গ্রহের কোন্ প্রভাব

যদি গ্রহের কোন মাউণ্ট বা ক্ষেত্র উচ্চ হয়, তাতে কোন ছিদ্র বা গর্ত না হয়, ক্ষেত্র প্রশস্ত হয় ও কাটাকাটি না থাকে, তবে তাতে সুফল মেলে।

কিন্তু তার বিপরীত হলে কুফল মেলে। যদি রাহু ও কেতুর ক্ষেত্র উচ্চ না হয়, তবে রাহু ও কেতুর ক্ষেত্র পরিচ্ছন্ন ও প্রশস্ত হলে এবং কাটাকাটি না থাকলে তা শুভ।

তাই প্রতিটি গ্রহের ক্ষেত্র শুভ হলে কি ফল দেয় তা বলা হচ্ছে। আবার সঙ্গে

সঙ্গে তা অশুভ হলে কি ফল হবে তাও বর্ণনা করা হচ্ছে। যাঁরা শুধুমাত্র হাতের ক্ষেত্র চেনেন কিন্তু শুভাশুভ ফল জানেন না, তাঁদের পক্ষেও এটা প্রচুর কাজে লাগবে। তাই তরুণ জ্যোতিষ উল্টোপাল্টা বিভ্রান্তি ঘটায়। এই বইটা ঠিক সে জাতের নয়। তাই শিক্ষার্থীদের এটি থেকে জ্ঞানার্জনে অনেক সুবিধা হবে।

**বৃহস্পতির ক্ষেত্র শুভ ও অশুভ হলে**—যদি বৃহস্পতির ক্ষেত্র উচ্চস্থ হয় তাহলে তা অশুভ বলা যায়। বৃহস্পতিতে ক্রশ চিহ্ন থাকলে তা শুভ ফল বোঝায়—অর্থাৎ উঁচু ঘরে বিয়ে হয়, বিয়েতে অর্থলাভ হয়।

বৃহস্পতি শুভ হলে সে অপরের উপরে কাজে প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হয়।

তার কর্তৃত্ব করার ক্ষমতা থাকে জন্মগত ভাবে। সে কর্তৃত্ব বা সংগঠনমূলক কাজ করতে পারে।

দশের একজন বা নিজেকে বড় করে তুলতে এবং অপরের উপরে প্রভুত্ব বিস্তারে বৃহস্পতি বিশেষ সহায়ক। দেশনেতা, বিখ্যাত উকিল, বক্তা, শিল্পী প্রভৃতির বৃহস্পতি উন্নত থাকে। তবে একটি কথা মনে রাখতে হবে—শিরোরেখা স্পষ্ট বা দীর্ঘ হলে তবেই এই কাজ পূর্ণ প্রকাশ পায়। তাদের মধ্যে ব্যক্তিত্ববোধ বেশি থাকায় তারা বশ্যতা স্বীকার করে কোনও কাজ করতে পারে না। তারা আদর্শের জন্য ত্যাগ করতে রাজী হয়। তাদের স্বাতন্ত্র্যবোধ বেশি থাকে। তাদের ধর্মভাবও বেশি থাকে।

জাতক শান্তিপ্রিয় ও উদার হয়। সে হয় আনন্দপ্রিয়, জ্ঞানী ও চিন্তাশীল লোক। সে জীবনে প্রচুর অর্থ উপার্জন করে সৎভাবে। মেয়েদের হাতে এটি প্রশস্ত ও উঁচু হলে তারা নম্র ও ধার্মিক হয়।—তবে তাদের মধ্যে অহংকারবোধ বেশি হয়।

বৃহস্পতির ক্ষেত্র নীচস্থ ও অপ্রশস্ত হলে এর বিপরীত ফল হয়ে থাকে। জাতক হয় সংকীর্ণচেতা ও সন্দেহযুক্ত। মন সর্বদা অন্যায় উপার্জনের দিকে আকৃষ্ট হয়। জাতকের অনেক অসৎ বন্ধু জোটে। জাতকের জীবনে এর ফলে নানা বিড়ম্বনা ও দুর্ভোগ হতে পারে। এমন কি নীচস্থ বৃহস্পতি মারাত্মক ফলও দিতে পারে।

**শনির ক্ষেত্র শুভ ও অশুভ হলে**—শনির ক্ষেত্র প্রশস্ত ও উচ্চস্থহলে তবে তা শুভ দেখায়। যদি তা নীচস্থ ও অপ্রশস্ত থাকে তবে তা অশুভ, যদি এই ক্ষেত্রে কাটাকাটি বা ক্রশ চিহ্ন থাকে; তবে এতে অশুভ ফল দেয়।

শনি গ্রহের কারকতা হলো নিঃসঙ্গ বা একা থাকতে ভাল লাগা, অবসাদ, বিষাদ, নৈরাশ্য, মনের স্থিরতা, গুপ্ত বিদ্যাতে পারদর্শী হবার আশা, যোগীর মত জীবন কাটাবার ইচ্ছা, কঠোর তপস্যা, যোগবিদ্যা। শিক্ষায় পারদর্শী হওয়া, কঠোরতা অবলম্বন করা।

করতলে শনির ক্ষেত্র উঁচু ও প্রশস্ত থাকলে জাতক হয় ভাগ্যবান, জ্ঞানী, ধনী, হঠাৎ অর্থ লাভের আশা থাকে। প্রকৃত শনি উচ্চস্থ খুব কম হাতে দেখা যায়। তাদের বিচার শক্তি এবং সহনশীলতা বেশি থাকে। সব কিছু জানতে চায়। ধর্মভাব মনে থাকে প্রবল।

শনির ক্ষেত্র প্রকৃত শুভ হলে, মানুষ বিশাল সম্পদ লাভ করে—এমন কি সম্রাট

তুল্য হতে পারে। তারা নানা প্রকার রহস্য বিদ্যা, ভৌতিক বিদ্যা, যাদুবিদ্যা, তন্ত্রমন্ত্র, আধিভৌতিক বিদ্যা প্রভৃতিতে সফল হয়। তারা প্রকৃত দার্শনিক। বিশ্বের সব কাজে বিশ্ব নিয়ন্তা বিধাতাকে তারা প্রাণ দিয়ে ভালোবাসতে পারে। তারা বড় সন্ন্যাসী বা ধর্মপ্রচারকও হতে পারে।

তারা সংসার ধর্ম ত্যাগ করতে পারে। না করলেও তারা বিখ্যাত ধার্মিক শ্রেষ্ঠ হতে পারে। তারা খুব কর্তব্যপরায়ণ এবং ন্যায়পরায়ণ হয়। দায়িত্ব এবং নীতির জ্ঞান থাকে প্রচুর। তার ফলে আত্মীয় বা বন্ধুদের ত্যাগ করতেও ইতস্ততঃ করে না। কোনও প্রকার অবিচার তারা সহ্য করে না।

শনির ক্ষেত্র অপ্রশস্ত হলে ও নীচস্থ হলে জাতক হালকাভাবে কাজ-কর্ম করে ও কথা বলে। কোনও জিনিস তারা গভীরভাবে বুঝতে পারে না বা তা করতে চায় না। তাদের চরিত্র দৃঢ় হয় না। খুব সন্দিগ্ধমনা হতে পারে। এরা সহজে একটু কিছু করে সামান্য কিছু পেলে আনন্দে গলে পড়ে—তবে বেশিক্ষণ সে ভাব থাকে না।

রবির ক্ষেত্র শুভ ও অশুভ হলে—রবির ক্ষেত্র যদি সুডোল বা উন্নত হয়, গভীর, স্পষ্ট রবিরেখা থাকে, তবে তা খুব শুভ। রবি হলো যত গ্রহের মূল কেন্দ্র। তাই রবির প্রভাব বিষয়ে কিরোর মতে যার হাতে রবিরেখা নেই—তার জীবন অন্ধকারে আচ্ছন্ন।

রবির ক্ষেত্র শুভ হলে, জাতক বা জাতিকা নিজেদের অন্যের সঙ্গে ভালভাবে মানিয়ে চলতে সক্ষম হয়। সে বহুলোকের প্রিয় হয় এবং তার সম্মান দিকে দিকে বিস্তৃত হয়। জাতকের প্রতিপত্তি, প্রতিভা থাকে। সে জীবনে সফলতা অর্জন করতে সক্ষম হয়। সে হয় যুদ্ধে অজেয়। সে বিরাট দাতা বা উদারমনা হয়। তবে সে দেহে খুব গরম অনুভব করতে পারে।

এরা যশস্বী নেতা, খ্যাতনামা লেখক, সুবক্তা প্রভৃতি হতে পারে। এবং অন্যকে সহজে আপন করতে পারে। কখনো এরা নিজের ব্যক্তিত্ব হারায় না। কলাবিদ্যার প্রতি এদের অনুরাগ প্রবল। সুন্দরের পূজা করতে ভালবাসে। শিল্প, অভিনয় প্রভৃতিতে যশস্বী হতে পারে। এরা যতো ভালভাবে এবং সহজে লোকের মন জয় করতে পারে অন্যে তা পারে না।

এই ক্ষেত্রের উচ্চতা বিরাট সৌভাগ্য চিহ্ন, এরা সব সময় বেশি হাসি খুশী। এদের মধ্যে দরাজ ভাব থাকে। এদের মনে থাকে দাম্ভিক ভাব। এরা স্নেহপ্রবণ ও উদার হয়। ছল, চাতুরী, মিথ্যা অন্যায়কে এরা প্রশ্রয় দেয় না। ভণ্ডামী এরা সহ্য করতে পারে না। যাকে এরা ভালবাসে তাকে প্রচণ্ড ভালবাসে। যাকে ঘৃণা করে প্রচণ্ড ঘৃণা করে।

এরা নিজেকে সব সময় বড় মনে করে। অন্যের অনুগ্রহ ভাজন হবার চেয়ে এরা মৃত্যুকে শ্রেয়ঃ মনে করে। জীবনে কখনো নীচু হতে চায় না। তবে অনেকে মাঝে মাঝে এদের গুণগান করে।

রবি নীচস্থ হলে ও রবিরেখা না থাকলে, জাতক হয় সংকীর্ণমনা, জীবন যুদ্ধে

ব্যাহত ও পদে পদে উন্নতিতে বাধা হতে পারে। তারা মান, সম্মান, প্রতিপত্তি প্রভৃতি অর্জন করতে পারে না। জীবনে সুযোগ পেলেও তা নষ্ট করে ফেলে ও নানা ভাবে কষ্ট পায়।

**বুধের ক্ষেত্র শুভ ও অশুভ হলে**—বুধের ক্ষেত্র প্রশস্ত ও উন্নত হলে শুভ লক্ষণ। বুধের ক্ষেত্রে বুধ রেখা থাকলে তাও শুভ লক্ষণ। বুধ হচ্ছে চঞ্চলমূর্তি, উদ্যমশীল বালকগ্রহ। এর কারকতা জাতকের উপর সেই ভাবেই প্রতিফলিত হয়ে থাকে।

বুধের ক্ষেত্র উন্নত হলে, তাদের চরিত্র সহজে বোঝা যায় না। বুধের ক্ষেত্র বিশেষ ভাবে মানসিক গুণাগুণ নির্দেশ করে। এরা হয় চিন্তাশীল ও বাকপটু ও এদের মেধাশক্তি তীক্ষ্ন হয় ও এরা হয় অস্থির মনা।

আইনবিদ্যা, চিকিৎসা, সাধারণ জ্ঞান-বিজ্ঞান সব দিক দিয়ে এদের তীক্ষ্ন প্রতিভা থাকে।

বিজ্ঞান ও ব্যবসা বাণিজ্যের কারকও বুধ। এদের মনে একই সঙ্গে দ্বিবিধ ভাব থাকে। কারণ একই সঙ্গে কাউকে ভালবাসে আবার ঘৃণা করে। কারও নিন্দা করে হঠাৎ তার আবার প্রশংসা করে। মন কুটিল হলে বালকের মত স্বভাব দেখায়। এরা বাস্তববাদী হলেও নানা কল্পনার রঙে মনকে ভরাতে পারে।

বুধ ভাল থাকলে সে সহজ ও বিচক্ষণ হয়। তবে তার মন হবে সর্বদা চঞ্চল। বিশ্ব প্রকৃতির ব্যাপারে সে হবে সব-সময় উদাসীন।

খেলাধুলা, অভিনয়, আবৃত্তি প্রভৃতিতে এরা দক্ষ হয়। এরা হয় বুদ্ধিমান। নিজের বা অন্যের সব দোষ-গুণ এরা সহজে বুঝতে পারে।

**বুধ নীচস্থ ও অপ্রশস্থ হলে**—ব্যবসায়ে ক্ষতি, নানা কাজে বুদ্ধিহীনতা প্রভৃতি দেখা দেয়। বুধের ক্ষেত্রে ক্রশ থাকলে নানা কর্মে বাধা। বুধের ক্ষেত্রে কালো তিল থাকলে অসাধুতার দিকে মন ঝুঁকে যায়।

**দ্বিতীয় মঙ্গলের ক্ষেত্র শুভ ও অশুভ হলে**—মঙ্গল হলো তেজস্বিতা, যুদ্ধ বিগ্রহ প্রভৃতির কারক। ভূমিস্থ বা কল্পনা লাভ প্রভৃতি।

করতলে মঙ্গলের ক্ষেত্র উচ্চ ও প্রশস্ত থাকলে জাতক ছোটবেলা থেকে তেজী হয়। নিজের মতে চলতে ভালবাসে—কখনো কারও আদেশ বা উপদেশ মেনে চলতে এরা রাজী হয় না।

এরা একগুঁয়ে ও জেদী হয়। এরা যুদ্ধের গল্প ও বীরপুরুষদের গল্প শুনতে ভালবাসে। যুদ্ধ বিগ্রহের নাম শুনলে মন আনন্দে মেতে ওঠে। ছোটবেলা থেকেই এরা স্বপ্ন দেখে। এরা বড়ো হয়ে শিবাজী, রাণা প্রতাপ প্রভৃতি হয় ও এদের কাছে তাঁদের চরিত্রই আদর্শ চরিত্র।

এরা কারও অধীনে কাজ করতে ভালবাসে না, প্রভুত্ব করার কথা সব সময় ভাবে। বয়স বাড়লে এরা অহংকারী হয়। সব সময় ভাবে আমি একটা কেউকেটা।

এরা হঠাৎ রেগে ওঠে। তখন নিজের উপরে নিয়ন্ত্রণ থাকে না। রেগে গেলে এরা যা খুশী করতে পারে। তবে রাগ কমে গেলে এরা নিজের ভুল বুঝতে পারে।

এদের সঙ্গে অন্যের সব সময় ভেবে কথা বলা উচিত। এদের মধ্যে সেনাপতি, পাইলট, নৌ-যোদ্ধা, পুলিশ অফিসার প্রভৃতি দেখা যায় মঙ্গল উচ্চস্থ হলে। তারা ভূ-সম্পত্তির মালিক হয়ে যায়।

কিন্তু মঙ্গল নীচস্থ ও অপ্রশস্ত হলে, জাতক ভীরু ও দুর্বল স্বভাবের হয়। তার জীবনে একাধিকবার রক্তপাত হবার আশঙ্কা থাকে। সে কোনও দুঃসাহসিক কাজে এগিয়ে যেতে পারে না।

নিজের মনের মধ্যে একটা দুর্বলতা ভাব সব সময় তার থাকে।

**চন্দ্রের ক্ষেত্র শুভ ও অশুভ হলে**—চন্দ্রের ক্ষেত্র উচ্চ ও প্রশস্ত হলে জাতক হয় কল্পনাপ্রিয়, লেখক, কবি, আদর্শবাদী, ভাব-প্রবণ, ভ্রমণশীল, এবং রোমাণ্টিক ধরনের মন হয় এদের। বিখ্যাত শিল্পী, গবেষক প্রভৃতি হয়।

এরা খুব কল্পনাবিলাসী তবে আদর্শবাদী। এরা প্রেমিকার সঙ্গে দৈহিক সম্পর্ক চায় না—তবে সব সময় বেশ রং দিয়ে কথা বলতে ভালবাসে। এরা বিপরীত লিঙ্গের খুব প্রিয় হয়। এরা সৌন্দর্যের উপাসক। ফুল, পাখী, গান, শিল্প এদের প্রিয় হয়।

এরা বড় বিলাসী, সব সময় পোশাক-পরিচ্ছদে এরা ব্যয় করে প্রচুর। সব কিছুতেই এরা চায় পরিবর্তন। এরা চায় ভোগ, এরা বৈরাগ্য ভালবাসে না।

মৌলিকতা এদের বিশেষ গুণ। হঠাৎ কোনও কিছু বাজারে চালু করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করে। এরা হয় ভাবপ্রবণ—আত্মকেন্দ্রিক ধরনের। ব্যবসা বুদ্ধি এদের জন্মগত।

এরা ব্যবসা বাণিজ্যে পটু হয়—তাতে লাভও করে। এরা ভ্রমণ করতে ভালবাসে। ভ্রমণে লাভ হয়। তরল পদার্থের ব্যবসা করলে এদের উন্নতি ও লাভ হয়। নানা ঘাত-প্রতিঘাত এদের জীবনে আসে।

তবে এরা আশা হারায় না। ফলে এদের জীবনে সুযোগ আসে বহু। এরা খুব ধৈর্যশীল।

চন্দ্রের ক্ষেত্র নীচস্থ ও অপ্রশস্ত হলে—জাতকের মনে কখনো শান্তি আসতে পারে না। তার বুদ্ধির অভাব, চরিত্রের কলুষতা, সামাজিক জীবনে দুর্নাম হয়। জাতকের যক্ষ্মা রোগ হতে পারে। এদের মাথায় গোলমাল ও জলে বিপদ দেখা যায়।

**শুক্রের ক্ষেত্র শুভ ও অশুভ হলে**—শুক্রের ক্ষেত্র উচ্চস্থ হলে, প্রশস্ত ও কাটাকাটি না থাকলে তা শুভ। শুক্র হলো সৌন্দর্যের পূজারী। জাতক হয় ভাবপ্রবণ।

বিপরীত লিঙ্গের মন এরা জয় করে—এরা রমণীপ্রিয় ও কামুক। তাই অনেক সময় বিপরীত লিঙ্গের সঙ্গে মনের অমিলও হতে পারে। এরা হয় শিল্পী, সুরকার, গায়ক, চিত্রকর, সঙ্গীত ও সাহিত্যে উন্নত মনা।

শুক্র ক্ষেত্র শুভ হলে জাতক নীরোগ হয়। তাদের স্বাস্থ্য বেশ ভাল হয়। এদের ভোগবিলাসে জীবন কাটে।

এরা প্রচুর খেতে ও অন্যকে খাওয়াতে ভালবাসে।

এদের জীবনে অনেক পরিবর্তন আসতে পারে। কখনো কোনও কাজে পিছিয়ে

পড়ে না। পরিশ্রমও করতে পারে। ব্যবসা-বাণিজ্য ও চাকরীতে বেশ উন্নতি করে। কখনো বা পিতৃধন বা আত্মীয় ধন ভোগ করে।

শনির ক্ষেত্র নীচস্থ বা অশুভ হলে—জাতক হয় দুর্বল, রোগা, খিটখিটে। কোনও কাজে তার মন বসে না। বুকের, যৌনাঙ্গের রোগ হয়। জীবনে সুখী হবার সম্ভাবনা খুব কম থাকে। অর্থ নষ্ট ও দারিদ্র্য যোগ আসে তাদের।

প্রথম মঙ্গলের ক্ষেত্র শুভ ও অশুভ হলে—প্রথম মঙ্গলের ক্ষেত্র উচ্চ হয় না। তবে তা প্রশস্ত ও মসৃণ হলে খুব শুভ। এই ক্ষেত্রে কাটাকাটি না হলে খুব ভাল।

প্রথম মঙ্গল শুভ হলে, শত্রুরা সব সময় তাদের কাছে পরাজয় স্বীকার করে। জীবনে কেউ তাদের পরাস্ত করতে পারে না।

এরা যে পথে কাজ করে সেই পথে তারা তীব্রগতিতে এগিয়ে যায়।

প্রথম মঙ্গল ক্ষেত্র শুভ হলে পুলিশ, মিলিটারী বিভাগের বড় কর্মচারী হতে পারে। এরা নেতা, মন্ত্রী প্রভৃতি হতে পারে। নানাদিক থেকে নানা ঝামেলা এদের জীবনে আসা স্বাভাবিক—তবে শেষ পর্যন্ত এরা জয় লাভ করে।

এরা হয় একগুঁয়ে ও দৃঢ় প্রকৃতির। এদের সামনে কেউ দাঁড়িয়ে সহসা কথা বলার সাহস পায় না।

লটারী, ফাট্‌কা প্রভৃতি এদের শুভ।

প্রথম মঙ্গলের ক্ষেত্র অপ্রশস্ত বা কাটাকাটি হলে—রেখা বড় থাকলে এদের জীবনে দুর্ঘটনা আসে পদে পদে। তাছাড়া অহেতুক বিপদে বা দুর্ঘটনায় পড়তে পারে। অর্থ সম্পদ নষ্ট হতে পারে। এদের রক্তপাত হবার সম্ভাবনা আছে।

মঙ্গলের সমতল ক্ষেত্র শুভ বা অশুভ হলে—মঙ্গলের সমতল ক্ষেত্র উচ্চ হয় না। অন্য সব গ্রহের কেন্দ্রে নিম্নস্থানে হাতের চেটোতে এর অবস্থান।

তবে এই ক্ষেত্র যদি স্পষ্ট ও মসৃণ থাকে ও তাতে বিশেষ কাটাকাটি না থাকে, তবে তা শুভ।

এই ক্ষেত্র শুভ হলে বাড়ি ও ভূ-সম্পত্তি লাভ হয়। জাতক ব্যবসায় ও কর্মে বেশ উন্নতি করতে সক্ষম হয়। অন্য ক্ষেত্রে করত্রিভুজ বা করচতুর্ভুজ দেখা গেলে তা আরও শুভ।

জীবনের পথে বাধা হলে এরা অতিক্রম করতে পারে। এমনকি রাজার মত সম্মান পেতে পারে।

মঙ্গলের সমতল ক্ষেত্রে সংকীর্ণ হলে ও তাতে কাটাকাটি থাকলে—তা অশুভ বুঝতে হবে। ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতি কাজে শুভ ফল পাবেন না। তাছাড়া এই ক্ষেত্রের বিপরীত ফলে মান-সম্মান প্রতিপত্তি নষ্ট হবে। তাই মঙ্গলের সমতলের বিচার অবহেলা করা উচিত নয়।

এই ক্ষেত্র শুভ হলে যেমন মঙ্গলের বা শনির মতো খুব ভাল—অশুভ হলে তেমনি খারাপ—তা মনে রাখতে হবে।

## তৃতীয় অধ্যায়

## গ্রহদের বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা

এবারে প্রতিটি গ্রহের শুভাশুভ ভাব, কারকতা, এদের জন্যে পথ্য, ব্যাধি শুভাশুভ ক্রিয়া ইত্যাদি বিচার সম্পূর্ণভাবে করা হচ্ছে।

### রবির বিস্তৃত আলোচনা

রবি নিয়ে আজও অনুসন্ধান আর আলোচনার শেষ নেই। জ্যোতিষ বিজ্ঞানীরা বলেন, রবি গ্রহ নয়—এটি হলো নক্ষত্র এবং এই রবিই সৌরমণ্ডলের কেন্দ্র বিন্দু বা সেণ্টার। অন্য গ্রহদের নিজস্ব আলো নেই—রবির আছে।

একমাত্র রবির আলোতেই সৌরমণ্ডলের অন্য গ্রহ, উপগ্রহ ইত্যাদি আলোকিত দেখায়।

জ্যোতিষশাস্ত্র মতে রবিকে গ্রহ বলে ধরা হয়।

কারণ সূর্য হলো পূর্ণ ব্রহ্মের অংশ এবং সূর্য ব্রহ্ম থেকেই তো সবার সৃষ্টি, স্থিতি, লয়। পূর্ণ ব্রহ্ম অদৃশ্য যা অনুভবের অতীত। রবি দৃশ্যমান বলে এবং এর বিরাট ক্রিয়া বলে জ্যোতিষশাস্ত্র মতে একে গ্রহ বলা হয়।

রবি তপ্ত ও স্বর্ণ বর্ণ। রবি ৩৬৫ দিনে রাশিকে একবার প্রদক্ষিণ করে এবং প্রতিদিন এক ডিগ্রী করে অগ্রসর হয়। রবি পূর্বদিকের অধিপতি এবং গ্রহদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ভারতীয় জ্যোতিষশাস্ত্রে তাকে পাপগ্রহ বলা হয়েছে—কারণ সে অতি উত্তপ্ত। তার স্বভাব বলিষ্ঠ, স্পষ্ট এবং সরল।

শুভ ভাব—রবির শুভ ভাব হলো, সম্মান, জ্ঞান, শ্রদ্ধা, দান, উদারতা এবং আত্মবিশ্বাস। ভক্তি, প্রচণ্ডতা, শিক্ষা, প্রতিভা, পিতৃত্ব, স্নেহ, কোমলতা, আত্মিক চেতনা যশ, খ্যাতি হলো শুভ ভাব।

অশুভ ভাব—রবির অশুভ ভাব হলো সন্দেহ, অবিবেচনা, কুটিলতা, হঠকারিতা, অর্থাভাব, আদর্শহীনতা, মলিনতা, খুঁতখুঁতে ভাব, দারিদ্র্য এবং দীনতা।

ব্যাধি—রবির ব্যাধি হলো মাথা ও কপাল ব্যথা, চোখের রোগ, পিত্তজ্বর, অর্শ, সন্ন্যাস, উন্মাদ রোগ, আমাশয় প্রভৃতি।

প্রিয় ব্যবসা—রবির প্রিয় ব্যবসা হলো কাঠ, পাথর, আগুন, ঠিকাদারী, লোহা, তামা, সোনা, পশম, ওকালতি প্রভৃতি।

প্রতিভা—রবির প্রতিভা সাহিত্য সঙ্গীত প্রভৃতিতে।

কর্ম—রবির কর্ম হলো সরকারী উচ্চপদ, সরকারী চাকরী, কোন প্রতিষ্ঠানের ডিরেক্টার প্রভৃতি।

নিজস্ব গৃহ—রাশিচক্রে রবির গৃহ হলো সিংহ।

তুঙ্গ গৃহ—রাশিচক্র রবির তুঙ্গ গৃহ হলো মেষ।
প্রিয় মাস—বৈশাখ ও ভাদ্র।
প্রিয় বার—রবিবার।
প্রিয় সংখ্যা—১ এবং ৪।
প্রিয় বর্ণ—স্বর্ণ ও তাম্রবর্ণ।
প্রিয় রত্ন—চুনী ও সূর্যকান্তমণি।
প্রিয় ধাতু—তামা ও সোনা।
প্রিয় মূল—বিল্বমূল।

## চন্দ্রের বিস্তৃত আলোচনা

চন্দ্র শীতল ও স্নিগ্ধ গ্রহ। এর বর্ণ সাদা। জ্যোতিষ-বিজ্ঞানে চন্দ্র পৃথিবীর উপগ্রহ। জ্যোতিষশাস্ত্র মতে এটি পৃথিবীর নিকটতম জ্যোতিষ্ক এবং এর আকর্ষণে জোয়ার-ভাটা হয় বলে একে একটি গ্রহ বলে কল্পনা করা হয়েছে। এর অবস্থানের উপরে জাতকের জন্মরাশি নির্ভর করে।

সে প্রতি রাশিতে দু'দিন করে থাকে। সাড়ে সাতাশ দিনে, চন্দ্র রাশি অতিক্রম করে। আমাদের মন, রক্ত, ক্রিয়ার উপরে তার ক্রিয়া খুব বেশি। চন্দ্রকে শুভ গ্রহ বলা হয়—তবে তা শুক্ল পক্ষের চন্দ্র। কৃষ্ণ পক্ষের ক্ষীয়মাণ চন্দ্র ততটা শুভ নয়।

চন্দ্রের শুভ ভাব—মানবিকতা, পরদুঃখকাতরতা, স্নেহ, মমতা, প্রেম, দাম্পত্য জীবনে সুখ, মাতৃত্ব, উচ্ছ্বাস, দ্রুততা, কল্পনা, আবিষ্কার, তৃপ্তি, আনন্দ, শিক্ষা, ভ্রমণ।

অশুভ ভাব—লাম্পট্য, নীচতা, বিপরীত লিঙ্গের সম্ভোগ, লোভ, কাপুরুষতা, চাঞ্চল্য, চিন্তা, অশান্তি, নীতিহীনতা এবং দুর্বলতা ইত্যাদি।

চন্দ্রের ব্যাধি—কফ, কাশি, ক্যানসার, হৃদরোগ, বাত, পিত্ত রোগ, বিষাক্ত জন্তুর দংশন জনিত রোগ ইত্যাদি।

প্রিয় ব্যবসা—সুতীর ব্যবসা, জলজ ব্যবসা, শ্বেতদ্রব্য, ট্রান্সপোর্ট, জাহাজ, খনি সংক্রান্ত, পুস্তক রচনা, অধ্যাপনা ইত্যাদি।

চন্দ্রের প্রতিভা—অভিনয়, কাব্য, কলা, সঙ্গীত, নাচ, বিজ্ঞান, গবেষণা প্রভৃতি।
চন্দ্রের কাজ—শিক্ষকতা, নাবিক, ডুবুরী, ব্যবসায়ী, গাইড, কেরানী।
নিজস্ব ঘর—রাশিচক্রের নিজস্ব ঘর হলো কর্কট।
তুঙ্গ ঘর—রাশিচক্রে তুঙ্গ ঘর হলো বৃষ।
প্রিয় মাস—জ্যৈষ্ঠ ও শ্রাবণ।
প্রিয় বার—সোমবার।
প্রিয় সংখ্যা—২ ও ৭।
প্রিয় বর্ণ—সাদা।
প্রিয় রত্ন—মুক্তা বা মুনস্টোন।

প্রিয় ধাতু—রূপা।

প্রিয় মূল—ক্ষীরিকা বা ক্ষিরার্দ্র মূল।

## দ্বিতীয় মঙ্গলের বিস্তৃত আলোচনা

জ্যোতিষশাস্ত্রে মঙ্গল হলো পুরুষ ও পাপগ্রহ। রোমানরা তাদের যুদ্ধের দেবতা করেছেন মঙ্গল বা Mars-কে।

ঈষৎ তপ্ত, রক্তিম বর্ণ, উজ্জ্বল। দক্ষিণ দিকের পালক হলো মঙ্গল। এই গ্রহের জাতকের উপর প্রভাব—প্রাণশক্তি, ধনরত্ন ও মেজাজের উপর ক্রিয়াশীল। ইহা এক এক রাশিতে দেড়মাস করে থাকে।

মঙ্গলের শুভ ভাব—তেজ, সাহস, পুরুষকার, তেজী, গাম্ভীর্য, মেধাশক্তি, ন্যায়বিচার, বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা, ভ্রমণ, উদারতা ইত্যাদি।

অশুভ ভাব—কুটিলতা, ক্রোধ, নিষ্ঠুরতা, বিষণ্ণতা, সম্ভোগস্পৃহা; কপটতা, বাচালতা, হত্যাকারীকে প্রশয় দান, কুচিন্তা, বিবাদ-প্রিয়তা।

ব্যাধি—পেটের গোলমাল, আমাশয়, অর্শ, ব্যথা, বাত, দুর্ঘটনা, পঙ্গুতা, গণোরিয়া, কলেরা ইত্যাদি।

প্রিয় ব্যবসা—কলকারখানা, খনিজদ্রব্য, তৈলজাত খাদ্যশস্য, পোলট্রি, থিয়েটার।

প্রতিভা—যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শিতা, রাজনীতিবিদ্, চিকিৎসা বা শল্য চিকিৎসায় পাণ্ডিত্য, শল্য বিশারদ প্রভৃতি।

কর্ম—মঙ্গলের কর্ম হলো যুদ্ধবিদ্যা, রাজনীতিবিদ্, আর্মি, মন্ত্রিত্ব, নায়ক, ড্রাইভার ইত্যাদি।

নিজস্ব ঘর—মেষ হলো সক্রিয় এবং বৃশ্চিক নিষ্ক্রিয়।

নীচ ঘর—কর্কট।

প্রিয় মাস—বৈশাখ ও অঘ্রাণ।

প্রিয় বার—মঙ্গলবার।

প্রিয় সংখ্যা—৯।

প্রিয় বর্ণ—রক্ত বা লালবর্ণ।

প্রিয় রত্ন—রক্ত বা গৈরিক প্রবাল।

প্রিয় ধাতু—সোনা বা স্বর্ণ।

প্রিয় মূল—অনন্ত মূল।

## বুধের বিশেষ কথা

জ্যোতিষশাস্ত্রের বুধ বণিক ও ব্রাহ্মণ গ্রহ। সে শুভ গ্রহও বটে। তার বর্ণ শ্বেত ও কান্তিযুক্ত। তার মধ্যে আছে মিষ্টতা। পূর্বদিকের অধিপতি বুধ। প্রতি রাশিতে তার অবস্থান ১৮ দিন। আমাদের মন, প্রেম, বুদ্ধি, চিন্তা, প্রতিভা ইত্যাদির উপর তার প্রভাব বিদ্যমান।

বুধের শুভ ভাব—কল্পনা, প্রতিভা, চিন্তা, বুদ্ধি, যশ, ভদ্রতা, সৌজন্য, সম্মান, প্রজ্ঞা, উদারতা, রহস্যভেদ, স্নেহ, প্রেম, অধিকার।

অশুভ ভাব—অস্থিরতা, বাচালতা, নোংরামি, কুটিলতা, উন্মাদনা, বিশ্বাস-ঘাতকতা।

ব্যাধি—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক, বক্ষ, রক্তচাপ, ফোঁড়া, প্রস্রাবের রোগ ইত্যাদি।

প্রিয় ব্যবসা—কাগজ, প্রকাশনা, প্রেস, বই বাঁধানো, মহাজনী, এজেন্সী, রেস, জুয়া, হোটেল প্রভৃতি।

প্রতিভা—লেখক, ঔপন্যাসিক, অভিনেতা, বাদ্যকর ও বক্তা।

বুধের কর্ম—ব্যাঙ্ক, জীবন বীমা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বন্দর, আয়কর বিভাগ, উকিল, ডাক্তার, ব্যারিস্টার।

বুধের ঘর—মিথুন কন্যা।

তুঙ্গ ঘর—কন্যারাশি।

নীচ ঘর—মীন রাশি।

প্রিয় মাস—আষাঢ় ও আশ্বিন।

প্রিয় বার—বুধবার।

প্রিয় সংখ্যা—৫।

প্রিয় বর্ণ—সবুজ রং।

প্রিয় রত্ন—মরকত মণি বা পান্না।

প্রিয় ধাতু—সোনা।

প্রিয় মূল—বৃহদারণ্যের মূল।

## বৃহস্পতির বিশেষ কথা

জ্যোতিষ মতে বৃহস্পতি শুভ গ্রহ ও গুরু রূপে আরাধ্য পান। বৃহস্পতির কৃপায় সংসার সুখ এবং ঐশ্বর্যে ভরে ওঠে। মানুষের যা কিছু ভাল তা এই বৃহস্পতির কল্যাণে। এইসব কথা দীর্ঘ যুগ ধরে চলেছে। সে স্নিগ্ধ, পীতবর্ণ, কান্তিযুক্ত। প্রতি রাশিতে এক বছর করে থাকে।

মানুষের চরিত্র, আধ্যাত্মিকতা, আনন্দ, ধর্ম, ভদ্রতা, বিদ্যা ও ন্যায়নিষ্ঠার উপর তার অসীম কর্তৃত্ব।

শুভ ভাব—দয়া-মায়া, নানা বিদ্যা, জ্ঞান, প্রজ্ঞা, অর্থ, মানবিকতা, পরদুঃখ কাতরতা, পরিকল্পনা, ভক্তি, কর্তৃত্ব ও সত্যবাদিতা।

অশুভ ভাব—চরিত্রে কলুষতা, কলঙ্ক, মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, পাপ কাজে নিপুণতা, মামলাবাজ, স্ত্রীলোক দ্বারা প্রতারিত।

ব্যাধি—পাকস্থলিতে ফোঁড়া, জণ্ডিস, অম্লশূল, বদহজম, টাকপড়া, জিভে ঘা, অনিদ্রা, টিউমার।

ব্যবসা—বস্ত্র, পশম, রেশম, ফল, ফুল, যজমানী, ধর্মগ্রন্থ রচনা ও মুদ্রণ, কাঠ, পাথর, মনোহারী দ্রব্য, শস্য, মাংস প্রভৃতি।

কর্ম—ব্যাংক দপ্তর, জীবন বীমা, অধ্যাপনা, আয়কর, বিক্রয়কর বিভাগ।

প্রতিভা—পাণ্ডিত্য, ধর্মপ্রচার, সাহিত্য, সাধক, মন্ত্রিত্ব।

বৃহস্পতির ঘর—ধনুরাশি, সকর্মক, মীনরাশি নিষ্ক্রিয় ঘর।

গ্রহস্থান—কর্কট রাশি।

নীচস্থান—মকর রাশি।

প্রিয় বর্ণ—হলুদ।

প্রিয় মাস—পৌষমাস ও চৈত্রমাস।

প্রিয়বার—বৃহস্পতিবার।

প্রিয় সংখ্যা—৩।

প্রিয় রত্ন—পোখরাজ বা পুষ্পরাগ মণি।

প্রিয় ধাতু—সোনা বা রুপা।

প্রিয় মূল—ব্রহ্মযষ্ঠীর মূল।

প্রিয় বর্ণ—হলুদ বর্ণ।

## শনির বিশেষ কথা

জ্যোতিষশাস্ত্র মতে শনি হলো মহা পাপ গ্রহ ও মহাদুঃখদাতা। তাই সবাই এই গ্রহের প্রতি বিরূপ। শনির আছে তিনটি বলয় ও অনেকগুলি উপগ্রহ। এ থেকে একটা নীল আভা বের হয়। জ্যোতিষীরা যাই বলুন না কেন, শনি হলো পরম গ্রহ-রাজ, মহাতান্ত্রিক ও যোগী গ্রহ। শনি কষ্ট দেন মারেন না। শনি কষ্ট দিয়ে দিয়ে মানুষকে বিশুদ্ধ করেন। সব পাপ কালিমা ধ্বংস করে তিনি মানুষকে পরিশুদ্ধ করেন।

শনি এক এক রাশিতে আড়াই বছর করে থাকেন। তিনি যখন দ্বাদশ বা দ্বিতীয়তে যান,—এই সাড়ে সাত বছর মানুষকে কষ্ট দেন। কিন্তু মারেন না।

শনি মানুষকে চিন্তা, কর্ম, প্রেরণা, ভক্তি, বিশ্বাস, মানবিকতা, বন্ধুদের প্রতি ক্রিয়া করেন।

শনি থেকে যে আলোক বিচ্ছুরিত হয়, তাকে বলা হয় নীল রশ্মি। এই নীল রশ্মির মহা গ্রহ হলো দক্ষিণা কালীর বর্ণ। তই শনির অধিদেবতা দক্ষিণা কালী। মা খুশী হলে শনি মহারাজ তার প্রতি আকৃষ্ট হন।

যার জীবনে শনি সহায় হোন বা শুভ হোন তার জীবন যোগ, সাধনা, আধ্যাত্মিক বিষয়ে বিরাট উন্নত হয়।

শনির শুভভাব—পাণ্ডিত্য, শান্তভাব, প্রজ্ঞা, বিচক্ষণতা, ধৈর্য, ঐশ্বর্য, অচপল, স্বল্পবাক, গাম্ভীর্য, রাজনৈতিক বুদ্ধি, ক্ষমা ইত্যাদি।

অশুভ ভাব—শোক, দুঃখ, দারিদ্র, কপটতা, দীনতা, অগ্নিভয়, মৃত্যু অবজ্ঞা ইত্যাদি।

ব্যাধি—বাতজ্বর, টাইফয়েড, চোখের রোগ, সিফিলিস, যক্ষ্মা, হৃদরোগ, পিত্ত ইত্যাদি।

ব্যবসা—লোহ, সীসা, টিন, কয়লা, তৈল, যন্ত্রপাতি, ট্রান্সপোর্ট, জমি বাড়ি বিক্রী ইত্যাদি।

কর্ম—চতুর্থ শ্রেণীর কাজ, মজুর, নাপিত, ধোপা, কামার, কুমোর ইত্যাদি।

প্রতিভা—রাজনীতি, শাস্ত্রকার, তান্ত্রিকতা, আধ্যাত্মিক ব্যাপার, উন্নতি, যোগী, জ্যোতিষী।

শনির ঘর—মকররাশি ও কুম্ভরাশি।

শনির তুঙ্গ ঘর—তুলারাশি।

শনির নীচস্থ ঘর—মেষরাশি।

শনির প্রিয়বর্ণ—ঘন নীল বর্ণ।

প্রিয় মাস—ফাল্গুন।

প্রিয় বার—শনিবার।

প্রিয় সংখ্যা—৮।

প্রিয় রত্ন—নীলা।

প্রিয় ধাতু—সীসা ও লোহ।

প্রিয় মূল—শ্বেত বেড়েলার মূল।

## শুক্রের বিশেষ কথা

জ্যোতিষশাস্ত্র মতে শুক্র, বুধ ও পৃথিবীর মাঝখানের একটি গ্রহ। এর আয়তন পৃথিবীর থেকে সামান্য ছোট। এখানে খুব বেশি গরম। সর্বদা একটা বাষ্পমণ্ডলে আচ্ছন্ন হয়ে থাকে।

জ্যোতিষ মতে শুক্র শুভ, দ্বিজ ও গুরুগ্রহ। তার স্বাদ হলো অমৃত। সে দৈত্যগুরু। সে শীতল, রং সাদা ও নীলাভ।

শুক্র প্রতি রাশিতে ২৮ দিন করে থাকে। সে কামনা, বাসনা, ভোগ, পাণ্ডিত্য ও ধীরতার উপর নির্ভর করে থাকে।

শুভভাব—গৃহ, যানবাহন, ঐশ্বর্য, শিক্ষা-দীক্ষা, পাণ্ডিত্য, তেজ, স্থিরতা, দয়া, প্রফুল্লতা, ত্যাগ ও সেবা।

অশুভ ভাব—কামনা, বাসনা, যৌন সংসর্গে ব্যাকুলতা, চপলতা, কুস্থানে গমনে প্রেরণাদাতা।

ব্যাধি—যৌনরোগ, বহুমূত্র, গণোরিয়া, সিফিলিস, পচন, মূর্চ্ছা, বায়ু, ক্রোধ, বাত, প্লীহা ইত্যাদি।

ব্যবসা—মনোহারী দ্রব্য, পারফিউমারী, ফুল, শস্য, বস্ত্র, সিনেমা, বিদেশী আমদানী, অর্থলগ্নী।

কর্ম—কেরানী, গুরুগিরি পুজো পাঠ।
প্রতিভা—অভিনয়, শিল্পী, লেখক, আবিষ্কারক।
শুক্রের ঘর—বৃষ ও তুলা।
শুক্রের তুঙ্গ ঘর—মীন রাশি।
শুক্রের নীচ ঘর—কন্যা রাশি।
প্রিয় বার—শুক্রবার।
প্রিয় বর্ণ—ঈষৎ নীলাভ ও সাদা।
প্রিয় সংখ্যা—৬।
প্রিয় রত্ন—হীরা অভাবে জারকোন।
প্রিয় ধাতু—প্ল্যাটিনাম।
প্রিয় মূল—রাম বাসকের মূল।

## প্রথম মঙ্গলের বিশেষ কথা

প্রথম মঙ্গল সক্রিয় মঙ্গল, জ্যোতিষশাস্ত্র মতে। আসলে এটি হলো নিষ্ক্রিয় মঙ্গলের থেকে বেশি সক্রিয় ভাবের প্রকাশ।

পৃথিবী থেকে মঙ্গল কোথায়, তা জ্যোতিষ বিজ্ঞানীরা জানেন না। কিন্তু প্রথম মঙ্গল ক্ষেত্রের ফল বোঝা যায় পৃথকভাবে।

এর কারণ কি ?

কারণ হলো মঙ্গল পৃথিবীর নিকটে এবং তিন ভাবে এর ক্রিয়া প্রকাশ পায়। একেই বলা হয় প্রথম বা সক্রিয় মঙ্গল, দ্বিতীয় মঙ্গল ও মঙ্গলের সমতল।

ভারতীয় মতে মঙ্গলের তিন ভাগকে রাহু, মঙ্গল এবং কেতু বলে বর্ণনা করা হয়।

প্রথম মঙ্গলের শুভ ভাব—তেজ, সাহস, গাম্ভীর্য, মহানুভবতা, ন্যায়ভাব, বিচার, মহত্ত্ব, উদারতা ইত্যাদি।

প্রথম মঙ্গলের অশুভ ভাব—নীচ সংসর্গ, পতিতালয়ে গমন, পতিতালয়ে বাস, নীচ অন্নগ্রহণ, বিষন্নতা, অধিক নারী সংসর্গ, বাচালতা, কষ্ট, যন্ত্রণা, ঝগড়া-বিবাদ ইত্যাদি।

প্রথম মঙ্গলের ব্যাধি—গণোরিয়া, সিফিলিস, মানসিক কষ্ট, পেটের রোগ, আমাশয়, আলসার, প্রেসার, ফোঁড়া, রক্তপাত, কলেরা, হাম, চোখের রোগ, টাইফয়েড ইত্যাদি।

প্রিয় ব্যবসা—কল-কারখানা, লৌহজাত দ্রব্য, শিল্পজাত দ্রব্য, খাদ্য শস্য, কৃষিজাত দ্রব্য ইত্যাদি।

প্রতিভা—পুলিশ অফিসার, সি.আই.ডি অফিসার, বড় যোদ্ধা, সৈনিক ইত্যাদি।

প্রথম মঙ্গলের কাজ—যুদ্ধ বিদ্যা, মন্ত্রিত্ব, নেতৃত্ব, নায়ক, চিকিৎসক, খাদ্য শস্যাদির ব্যবসা।

স্বগৃহ বা আপন ঘর—কন্যা রাশি। তুঙ্গ ঘর—মিথুন রাশি।

নীচ ঘর—ধনু রাশি।
প্রিয় বর্ণ—বাদামী বা কালো।
প্রিয় ধাতু—লৌহ।
। মূল—শ্বেত চন্দর মূল।
প্রিয় মাস—আষাঢ় ও আশ্বিন।
প্রিয় রত্ন—গোমেদ।
প্রিয় বার—শনি ও মঙ্গলবার।

## মঙ্গলের সমতলের বিশেষ কথা

করতলের ঠিক মধ্যভাগে হলো মঙ্গলের সমতল ক্ষেত্র। এই অংশ জমি, ভূসম্পত্তির কারণ। এটি অশুভ হলে শত্রুর দ্বারা ক্ষতি বোঝায়। দাম্পত্য জীবন অশুভ হয় ও বন্ধুত্ব অশুভ করে।

মঙ্গলের সমতলের শুভ ভাব—জমি-জমা প্রাপ্তি, অর্থ প্রাপ্তি, ভোগ, রাজক্ষমতা, সুখ-সম্পদ, আজ্ঞাকারী নর-নারী প্রাপ্তি প্রভৃতি।

অশুভ ভাব—অর্থনাশ, অনিষ্ট, দেহ পীড়া, হত্যাকাণ্ড ও স্ত্রীর নানা রোগ প্রভৃতি।

রোগ ব্যাধি—নানা দীর্ঘস্থায়ী ব্যাধি যা সহজে সারতে চায় না—যেমন ক্যানসার, টিউনার, গোপনাঙ্গের দীর্ঘস্থায়ী রোগ প্রভৃতি।

ব্যবসা—জমি-জমা সংক্রান্ত ব্যবসা, কেনাবেচা, দালালি, কালো দ্রব্যের ব্যবসা, লৌহ, কয়লা, আলকাতরা, স্টীল প্রভৃতি।

মঙ্গলের সমতলের কাজ—খনির কাজ, জমি-জমার কাজ, ( চাষবাস ), কায়িক শ্রম, লৌহ খনিতে কাজ বা স্টিল সংক্রান্ত নানা কাজ।

প্রতিভা—অংকশাস্ত্র, গণিত শাস্ত্র, হিসাব, একাউণ্টস্, শেয়ার কেনাবেচা, লটারী বা আকস্মিক প্রাপ্তি প্রভৃতি।

তুঙ্গ ঘর—ধনুরাশি।
নীচ ঘর—মিথুন রাশি।
স্বগৃহ—মীন রাশি।
প্রিয় মাস—পৌষ ও চৈত্রমাস।
প্রিয় বার—বৃহস্পতি বার।
প্রিয় বর্ণ—কালো বা ছাই রং।
প্রিয় রত্ন—ক্যাটস আই বা ব্ল্যাক স্যাফায়ার।
প্রিয় ধাতু—স্টীল।
প্রিয় মূল—অশ্বগন্ধার মূল।

## চতুর্থ অধ্যায়

# হাতের শ্রেণীবিভাগ এবং প্রেম ও বিবাহ

হাতের গঠন অনুযায়ী তাদের নানা ভাগে ভাগ করা যায় এবং তাদের প্রেম ও বিবাহ কি ধরনের হবে তা আলোচনা করছি—

হাত মোট সাতটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়।

| | |
|---|---|
| ১। সাধারণ হাত। | ২। চৌকো হাত। |
| ৩। স্থূলাগ্র হাত। | ৪। দার্শনিক হাত। |
| ৫। সূক্ষ্মাগ্র হাত। | ৬। শিল্পী হাত। |

৭। মিশ্র হাত।

১। সাধারণ হাত—প্রেম, বিবাহ

এই আকৃতি বিশিষ্ট যাদের হাত তাদেরই সাধারণ হাত বলা হয়।

এই জাতীয় হাতের লোকের বুদ্ধি বিবেচনা খুব প্রখর হয় না।

বিশেষ করে চাকুরী ও যুদ্ধ সংক্রান্ত সৈনিকের কাজ এরা করে থাকে। এরা সঙ্গীত-প্রিয়, আনন্দ অনুগামী হয়। হাতের রেখা যতো বেশি আকারে ছোট বা মোটা হবে তারা বেশি শ্রম করে জীবনপাত করবে, লেখা পড়ার দিকে তাদের আগ্রহ থাকবে না। তবে বুড়ো আঙ্গুল যদি শক্ত হয়, গাঁটগুলোও শক্ত ও হাতের চেটোয় গিয়ে থাকে, তবে এরা যে কোনও উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তিদের সঙ্গে মানিয়ে চলতে পারবে। সাধারণ হাত প্রায়ই কুলি, মজুরদের ভেতরে খুব বেশি দেখা যায়।

এদের দাম্পত্য জীবন, প্রেম, বিবাহ খুব স্থূল ধরনের হয়। এরা সূক্ষ্ম প্রেম, সূক্ষ্ম রুচি বোঝে না। এরা প্রেম বলতে বোঝে স্থূল কাম বা জৈবিক মিলন। তাই এদের প্রেমজীবন বলতে যা আছে তা জৈবিক মাত্র। এরা নেশা, জুয়া, উল্লাস, হৈ চৈ পছন্দ করে। যে নর-নারী এই ধরনের স্থূল কামুক হবে তারা এদের প্রিয় হবে—না হলে অপ্রিয় হবে। ছবি পৃঃ—১৫

২। চৌকো হাত—এইরূপ আকারের আঙ্গুলগুলো সাধারণতঃ চৌকো আকারের হয়ে থাকে। এরা মোটেই কল্পনাপ্রিয় নয়। চাকুরীও এরা করতে পারে। চাকুরীর চাইতে ব্যবসা এরা বেশি ভালবাসে এবং জীবনে উন্নতি করে। এই চৌকো হাতের আঙ্গুলগুলো প্রায় সংবদ্ধ থাকে। এগুলো সমতল আকারের।

এরা কাজকে অতিশয় শ্রদ্ধা করে ও সর্বদা কাজে লিপ্ত হয়ে থাকতে চায়। এরা খুব নিয়ম ও শৃংখলার প্রতি শ্রদ্ধাশীল। এরা শাস্ত্রজ্ঞানী, ধর্ম, বিজ্ঞান, কাব্য, রাজনীতি, ব্যাকরণ, চিত্রবিদ্যা, ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ে আগ্রহী ও জ্ঞান থাকে।

এরা অতিশয় সৎ প্রকৃতির ও সদাচার সম্পন্ন। এরা মোটেই নোংরা থাকতে পারে না। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পোশাক ও আসবাবাদি পছন্দ করে।

চৌকো হাতের আঙ্গুলে যদি গাঁট কম থাকে তবে এরা খুব কর্মঠ, যুক্তিবাদী ও বাস্তব বোধ সম্পন্ন হয়ে থাকে।

এই ধরনের হাতের লোকদের প্রেম, দাম্পত্য জীবন ও বন্ধুত্ব খুব শান্তিপূর্ণ হয়। এরা নিজ স্বার্থ অটুট রেখে প্রেম করে ও বন্ধুত্ব করে। তাতে বাধা এলে এরা তা ত্যাগ করে। উচ্চ মনোবৃত্তির প্রেম তাদের জীবনে কম বা দুর্লভ। এদের মন প্রেম কামনায় পূর্ণ। তবুও তার সঙ্গে সূক্ষ্ম প্রেমভাব অনেকটা হৃদয়মধ্যে থাকে। ছবি পৃঃ- ১৬

৩। **স্থূলাগ্র বিশিষ্ট হাত**—এই হাতের আঙ্গুলগুলোর অগ্রভাগ স্থূল বা মোটা। নখগুলো লম্বা ধরনের। বুঝতে হবে এই জাতকের নৌবিদ্যা, স্থাপত্য কার্যকলাপ, হিসাব সংক্রান্ত কার্যাদি ও ফিজিক্স-এ অথবা গণিত বিদ্যায় একটা অস্বাভাবিক আগ্রহ থাকবে। এই হাতের আঙ্গুলগুলো ( স্পেচুলা ) অর্থাৎ চৌকো লম্বা ছবির মতো আকার বিশিষ্ট। এই কারণেই একে স্পেচুলেট হাত বলা হয়েছে।

এরা খুব স্বাধীনচেতা ও ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন লোক হবে। এদের প্রকৃতি কিছুটা চঞ্চল। স্থির ভাবে এরা কাজ করতে পারে না।

এদের সব কাজেই তাড়াহুড়া স্বভাব, সেই জন্য তাড়াতাড়ি কাজ সমাধা করতে পারে না। এদের রাগ খুব উগ্র কিন্তু ক্ষণস্থায়ী। এরা হাসি-ঠাট্টা, আনন্দ ভালবাসে।

হাসির আসর থেকে এরা উঠতে চায় না। হাস্যরস, কেরিকেচার ইত্যাদির এরা খুবই পক্ষপাতী। জীবনের প্রতিক্ষণই তাড়াহুড়া করে উপভোগ করে নেবার একটা নেশা এদের মধ্যে থাকে।

এদের জীবনে প্রেম, ভালবাসা বা বন্ধুত্ব সব অনেকটা সাময়িক হয়। একাধিক প্রেম, বিবাহ ও বন্ধুত্ব এদের প্রিয় হয়। ফলে জীবনে একাধিক প্রেম আসবেই তা না হলে এরা তুষ্ট হয় না—এদের মনের দাম্ভিক ভাব তৃপ্ত হয় না। ছবি পৃঃ-১৯

৪। **দার্শনিক হাত ( ১নং )**—দার্শনিক হাত দুই প্রকারের হয়। প্রথম হাতটির আঙ্গুলগুলো বেশ লম্বা ও গাঁট প্রধান। এই হাতের নখও লম্বা হয়। এই আঙ্গুলের মাথার দিকটা ডিম্বাকৃতি।

এরা খুব বিশ্লেষণ ভাবসম্পন্ন ও ভবিষৎ অনুভূতি সম্পন্ন হয়ে থাকে। এরা বিদ্যা ও ধর্ম বিষয়ে গবেষণা করতে খুব ভালবাসে। দর্শন, বিজ্ঞান, চিকিৎসা বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী হয়ে থাকে। এরা খুবই যুক্তিবাদী ইত্যাদি। ছবি পৃঃ-২০

**দার্শনিক হাত ( ২নং )**

এদের আঙ্গুলগুলি অপেক্ষাকৃত ছোট ধরনের। এই সব আঙ্গুলে গোলাকার গাঁট দেখা যায়। হাতের চেটোর আকার অনেকটা ত্রিকোণের মতো। এরা বহু গুপ্ত বিষয় নিয়ে চর্চা করে এবং নৃত্য-গীত বিশেষ করে পছন্দ করে থাকে। এরা ইচ্ছা করলে ও অনুশীলন করলে সুনামী তান্ত্রিকও হতে পারে। তন্ত্র জ্ঞান থাকা এদের খুবই স্বাভাবিক।

তান্ত্রিক ব্যাপারে আগ্রহ থাকায় এরা মহান যোগী হতে পারে।

ধর্মের দিকে জ্ঞান থাকার এরা হয় সত্যবাদী। এরা খুবই সততার পক্ষপাতী।

এরা খুব চিন্তাশীল হওয়ায়, বড় সুবিচারক হয়ে থাকে।

এদের চরিত্র সব দিক দিয়ে শুভ দেখা যায়। যদি এদের আঙ্গুলের গাঁটগুলো বড় হয় তবে অপরিসীম চিন্তাশক্তি সম্পন্ন হয়।

এরা খুব ধীর, স্থির লোক হয়। সিদ্ধান্তে এরা খুবই অটল।

এরা অনেক সময় খুবই বিচার-বিশ্লেষণ ভাবসম্পন্ন হয়ে থাকে।

দাম্পত্য জীবন এদের সুখের হয় না, হঠাৎ গৃহত্যাগ করে নিরুদ্দেশ হয়ে যেতে পারে।

এরা প্রায়ই একা নির্জন স্থানে থাকতে ভালবাসে। এদের মৃত্যু হঠাৎ হয়। কাপালিক, তান্ত্রিক, অঘোরপন্থীদের হাত এইরূপ হতে দেখা যায়।

এদের জীবনে প্রেম, ভালবাসা হলে হবে উচ্চ দার্শনিক প্রেম। একাধিক প্রেম ভালবাসা এরা পছন্দ করে। যাকে ভালবাসে সারাজীবন প্রাণ দিয়ে ভালবাসে। সে ভালবাসা যেন অমর, অক্ষয়, জন্ম-জন্মান্তরের ভালবাসা। চিরন্তন প্রেমের মর্যাদা দিতে এরা যে কোনও ত্যাগ স্বীকার করতে পারে।

৫। সুক্ষ্মাগ্র হাত—

এরা বিচার বিশ্লেষণ ভাবসম্পন্ন। অপরের কোনও গুণ নিয়ে বিচার ও সমালোচনা করতে ভালবাসে।

এরা সুবক্তা, রাজনীতিবিদ্, সংবাদপত্রসেবী, ও চট করে নিজ সিদ্ধান্তে স্থির ও অটল হয়ে কাজ করতে পারে।

খুঁটিনাটি বিষয় নিয়েও এরা বিচার করে আনন্দ পায় বলে, এরা যে কোনও সমস্যার একটা সমাধান করতে পারলে খুব তৃপ্তি পায়। এরা সমালোচক হয়ে থাকে। খেলাধূলা এদের খুবই প্রিয়। শৃংখলাপ্রিয়তা এদের চরিত্রের বিশেষত্ব।

এরা সামাজিক ব্যাপার নিয়ে খুব মাথা ঘামায় এবং এদের দ্বারা সমাজের বহুবিধ সংস্কারও হয়ে থাকে।

এরা বিপদে ধৈর্যশীল হয়ে থাকে। চরিত্রবল এদের অপরিসীম ও এরা নাবিক, বিপ্লবী ও রাজনীতিবিদ হয়ে থাকে।

এদের জীবনে প্রেম ও ভালবাসা হয় ধীর স্থির এবং নিয়মমাফিক। যদি প্রেমিক-প্রেমিকা কিংবা স্বামী-স্ত্রী হয় তবে এরা হয় শৃংখলযুক্ত। তবে এদের দাম্পত্য জীবন খুব সুখের হয়। তা না হলে এদের দুঃখবোধ জাগে। তবুও উদ্দামতা বা উচ্ছৃংখলতা এদের কাছে আদৌ কাম্য নয়। ছবি পৃঃ-২৩

৬। শিল্পী হাত

যত প্রকারের হাত আছে তার মধ্যে শিল্পী হাত দেখতে সব চাইতে সুন্দর। শিল্পী হাতের আঙ্গুলগুলি ছুঁচালো।

আঙ্গুলে গাঁট বিশেষ থাকে না। আঙ্গুলগুলো লম্বা হয়। এদের হাতের চেটো মোটা ও নরম হয়। এরা সৌন্দর্য পছন্দ করে। শিল্প বিষয়ে যে কোনও দিকে গেলে এরা প্রকৃত উন্নতি করতে পারে। এরা সামাজিক হয় না। একটু স্বার্থপর হয়।

এরা ভাবপ্রবণ বলে অনেক সময় নিজেদের ক্ষতি করে। এদের প্রকৃতি কোমল বলে সাধারণ লোক এদের নিজেদের কাজে লাগায়।

সঙ্গীত, চিত্রকলা, যে কোন সৌন্দর্যপূর্ণ নৃত্য, যাত্রা, থিয়েটার এরা খুব বেশি পছন্দ করে। যদি এরা চিত্রকর হয় তবে প্রভূত সুনাম অর্জন করতে সক্ষম হয়ে থাকে।

চিত্রের ভিতর প্রাকৃতিক বিষয়ের চিত্রাদি এরা খুব বেশি পছন্দ করে।

এরা সদানন্দ প্রকৃতির হয়ে থাকে। সাহিত্য, নাটক, কবিতা, প্রভৃতিতে উন্নতি করে।

এদের জীবনে প্রেম, বিবাহ ও ভালবাসায় উচ্চভাব থাকে এবং মানসিক প্রেম এদের প্রিয়। শিল্পী মনের প্রেমিক-প্রেমিকা বা স্বামী-স্ত্রী বা বন্ধু পেলে এদের জীবন সফল হয়। স্থূল, স্বার্থপর, বিলাসী, উৎশৃঙ্খল নর-নারী এদের জীবনকে ধ্বংস করতে পারে। আবার উপযুক্ত প্রেম, বিবাহ, বন্ধুত্ব, এদের জীবনকে সফলও করতে পারে। ছবি পৃঃ-২১

৭। **মিশ্র হাত**

এই হাতের বিভিন্ন আঙ্গুলগুলোতে কোনও মিল দেখা যায় না। এক একটি আঙ্গুল এক এক ধরনের।

এই জাতকের চরিত্র হেঁয়ালী ভাবাপন্ন। এরা বিপরীত স্বভাবের লোক। সব কিছুই এরা কিছু কিছু মানতে চায়।

অনেক সময় বিপরীত ভাব এদের মনে পাশাপাশি যায়। এরা কখনো শান্ত, কখনো রাগী, কখনো বুদ্ধিমান, কখনো বোকা মনে হবে।

এদের বিষয় সম্পদে জ্ঞান থাকে তবে এরা দাম্ভিক প্রকৃতির লোক হয়। এদের কথার কোনও মূল্য নেই।

চঞ্চলতা, অস্থিরতা এদের চরিত্রের প্রধান দোষ।

এরা ভালমন্দ গুণযুক্ত প্রকৃতির হয়ে থাকে। এরা সব জায়গায়ই মানিয়ে নিতে পারে। এরা সকলেরই ভালবাসা পায়। এরা বহু জ্ঞান আলোচনা করে কিন্তু নিজের ব্যাপারে এদের ব্যুৎপত্তি দেখা যাবে না।

এরা জীবনে যে কোনও বিষয়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে সমর্থ হয়। এদের প্রেম ও বিবাহ জীবনে খুব কম সফল হয়। তার কারণ এদের মনোভাব বিচিত্র ও বিভিন্নমুখী। তেমন প্রেম বা বন্ধুত্বলাভ জীবনে খুব দুর্লভ। তবে মিলন শুভ হলে প্রচুর সুখী হয়। ছবি পৃঃ-২৪

পঞ্চম অধ্যায়

# গ্রহ অনুযায়ী প্রেম ও বিবাহে প্রভাব

বিভিন্ন গ্রহের শুভাশুভ অনুযায়ী বিবাহের ক্ষেত্রে নানা প্রভাব হয়ে থাকে। কি কি ভাবে কি কি গ্রহগণ প্রভাব বিস্তার করেন তা এবারে আলোচনা করা হচ্ছে। সব সময় শিক্ষার্থীদের মনে রাখতে হবে যে প্রত্যেক গ্রহের কাজ এবং ক্রিয়া পদ্ধতি কি-ভাবে জীবনকে প্রভাবান্বিত করে।

**রবি ও প্রেম এবং বিবাহ**

জীবনে রবি শুভ হলে তার মধ্যে একটা যশ, খ্যাতি, প্রতিপত্তি ও অর্থলাভের বিরাট শুভযোগ সূচনা করে, লোকটি বহু বড় হতে পারে। খুব বড় রাজনীতিক, চিকিৎসক, আইনজীবী, নেতা, কর্মবীর হতে পারে। এই সব লোকের যদি বিবাহ রেখা ভাল থাকে* তাহলে এরা তাদের মনের মতো পত্নী বা পতিলাভ করে। দাম্পত্য জীবন শুভ হয়।

কিন্তু তার মনে কিছুটা অহমিকা বা দাম্ভিকতা থাকে। পতি বা পত্নী যদি তার সঙ্গে মিলিয়ে নিতে পারে তবে তাদের জীবন অতি শুভ হবে।

রবি প্রধান জাতক হয় উগ্র স্বভাবের। তার স্ত্রী বা স্বামী যদি হয় নম্র ও বুদ্ধিমান তাদের জীবন শুভ হবে। তা না হলে অশুভ হবে।

বুধ, চন্দ্র বা বৃহস্পতি প্রধান নর-নারী রবি প্রধান নর বা নারীর পক্ষে শুভ। আবার শুক্র, শনি প্রধান নর বা নারী তাদের জীবনের পক্ষে অতি অশুভ।

এখন কথা হলো, কিভাবে কোন্ জাতকের পক্ষে কি প্রধান গ্রহ তা জানা দরকার।

এ বিষয়ে কিছুটা আলোচনা করছি।

কার জন্মদিন কোন্ তারিখ হলে তার জীবনে কোন্ রাশির প্রভাব হয় এবং তার অধিকর্তা কে তা এখানে আলোচনা করছি। এটি অতি প্রয়োজনীয় বিষয়।

| জন্ম তারিখ | রাশি | অধিকর্তা |
|---|---|---|
| ২১শে মার্চ থেকে ২০শে এপ্রিল | মেষ | মঙ্গল |
| ২২শে এপ্রিল থেকে ২১শে মে | বৃষ | শুক্র |
| ২২শে মে থেকে ২১শে জুন | মিথুন | বুধ |
| ২২শে জুন থেকে ২৩শে জুলাই | কর্কট | চন্দ্র |
| ২৪শে জুলাই থেকে ২১শে আগষ্ট | সিংহ | রবি |
| ২২শে আগষ্ট থেকে ২৩শে সেপ্টেম্বর | কন্যা | বুধ |
| ২৪শে সেপ্টেম্বর থেকে ২৩শে অক্টোবর | তুলা | শুক্র |

* এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা পরে করা হবে। আমার অন্যান্য গ্রন্থেও বিবাহের আলোচনা করা হয়েছে।

| জন্মতারিখ | রাশি | অধিকর্তা |
|---|---|---|
| ২৪শে অক্টোবর থেকে ২৩শে নভেম্বর | বৃশ্চিক | মঙ্গল |
| ২৪শে নভেম্বর থেকে ২১শে ডিসেম্বর | ধনু | বৃহস্পতি |
| ২২শে ডিসেম্বর থেকে ২০শে জানুয়ারী | মকর | শনি |
| ২১শে জানুয়ারী থেকে ১৯শে ফেব্রুয়ারী | কুম্ভ | শনি |
| ২০শে ফেব্রুয়ারী থেকে ২০শে মার্চ | মীন | বৃহস্পতি |

এই বিষয়ে 'আপনি কখন জন্মেছেন' এবং 'আপনি ও আপনার নক্ষত্র' এই গ্রন্থে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে।

এখন কথা হলো জন্মতারিখটাই মুখ্য কথা নয়। জন্মতারিখের অধিকর্তা যদি হাতে অশুভ হয়, তা হলে অশুভ ফল হবে।

যদি রবি প্রধান লোকের হাতে রবি অশুভ থাকে তাহলে তার জীবনে বিরাট দাম্পত্য অশুভ হবে। জাতক বা জাতিকা হবে গর্বিত ও অহংকারী—তার দাম্পত্য জীবন বা প্রেম শুভ হবে না।

কিন্তু প্রেমিক বা প্রেমিকা যদি অনুরূপ শুভ হয়, তা হলে তার জীবন শুভ হবে।

রবি প্রধান জাতক-জাতিকা হয় আত্মগর্বিত ও অহংকারী তাই রবি, চন্দ্র, মঙ্গল, বৃহস্পতির জাতক-জাতিকার সঙ্গে তার প্রেম ও বিবাহ শুভ হয়। অন্যদের সঙ্গে অশুভ হয়। মতের অমিল হয়। জীবন হয় দুঃখময়—দুই জনেরই।

এ বিষয়ে বিস্তৃত বিচার করার আগে হাতে কোন্ কোন্ গ্রহ শুভ বা প্রধান এবং কি কি গ্রহ অশুভ তা বিচার করা কর্তব্য।

রবির জাতকরা প্রায়ই হয় পরোপকারী, জনগণের জন্য নিবেদিতপ্রাণ, খ্যাত লোক। তাই দাম্পত্য ও পারিবারিক জীবন তাদের খুব একটা শুভ হয় না। যোটক শুভ হলে কিছুটা শুভফল পেতে পারেন।

## চন্দ্রপ্রধান জাতক ও প্রেম এবং বিবাহ

জন্মতারিখ থেকে চন্দ্রপ্রধান জাতক সম্পর্কে সামান্য বোঝা যায়। আবার জন্মতারিখ ছাড়া হাত দেখে বিচার করতে হবে চন্দ্র শুভ না অশুভ। চন্দ্র শুভ হলে ছেলে বা মেয়েদের জীবন বেশ আনন্দময় হয়। এদের চন্দ্র শুভ বলে এরা হয় কৌশলী, ধীরস্থির মস্তিষ্ক এবং কুশলী। কিন্তু খেয়ালী ভাবপ্রবণতা থাকে। গান, বাজনা, সাহিত্য সৃষ্টিতে প্রবণতা থাকে।

চন্দ্র প্রধান জাতকের পক্ষে প্রেম, বিবাহ শুভ হবে রবি, মঙ্গল ও বৃহস্পতি প্রধান নর-নারীর সঙ্গে। বুধ, শুক্র ও শনি প্রধান লোকদের সঙ্গে এদের মিল হবে না। প্রেম ও বিবাহ অশুভ হবে।

তাছাড়া হাতে চন্দ্র অশুভ হলে এদের জীবন দুঃখময় হবে।

প্রেম ও বিবাহের ক্ষেত্রে চন্দ্র একটি প্রধান গ্রহ।

চন্দ্রের দিকে শিরোরেখা ঢলে পড়লে জাতক বা জাতিকা হয় ভীষণ খেয়ালী। মানসিক হতাশার ভাব থাকে। ফলে প্রেম ও বিবাহে অশুভ লক্ষণ দেখা যায়।

চন্দ্রের ক্ষেত্রে ক্রশ থাকলে—কল্পনাপ্রবণতার জন্য জীবনে উন্নতিতে বাধা। মানসিক চাঞ্চল্যের জন্য প্রেম ও বিবাহে শুভফলে বাধা।

চন্দ্রের ক্ষেত্রে তিল বা কালো স্পট থাকলে—জলমগ্নভয়, মানসিক চাঞ্চল্যের জন্য প্রেম, গৃহসুখ ও দাম্পত্য জীবনে আনন্দে বাধা।

চন্দ্রের ক্ষেত্র নীচ বা ফ্ল্যাট হলে—মানসিক চাঞ্চল্য এবং সর্দিকাশি, ব্রঙ্কাইটিস প্রভৃতি রোগ হয়—দাম্পত্য সুখ হবে না। মন সর্বদা চঞ্চল। অহেতুক সন্দেহ বাতিক।

চন্দ্রে চতুষ্কোণ থাকলে—প্রেমের বা বিবাহের ক্ষেত্রে শুভভাব। দাম্পত্য বাধা-বিঘ্ন থাকবে বটে, তবে তা কাটিয়ে শুভভাব মিলবে। গৃহাদিযোগ।

মণিবন্ধ থেকে চন্দ্র রেখাটি ঊর্ধ্বে গেলে—ভ্রমণযোগ প্রবল হবে। মানসিক দুশ্চিন্তা থাকবে। স্বামী বা স্ত্রীর সঙ্গে বিদেশে ভ্রমণ বা বিদেশী স্বামী বা স্ত্রী লাভ যোগ থাকে।

চন্দ্র হলো মন বা মানসিকতার কারক, তা মনে রাখতে হবে। এর ফলাফল সর্বদা বিরাট ফলপ্রদ তাও মনে রাখতে হবে।

## দ্বিতীয় মঙ্গল প্রধান জাতক ও প্রেম এবং বিবাহ

জন্মদিন অনুযায়ী মঙ্গল প্রধান জাতকের হাতে মঙ্গল কেমন তা দেখতে হবে। যদি হাতে মঙ্গল শুভ থাকে তবে বিচার একরূপ। অশুভ হলে এদের প্রেম ও বিবাহে পরম বাধা-বিড়ম্বনা। তবে বিবাহ রেখাও বিচার করতে হবে নানা চিন্তা করে।

মঙ্গল ( দ্বিতীয় ) অশুভ হলে দাম্পত্য ক্ষেত্র শুভ হবার সম্ভাবনা কম। দাম্পত্য ক্ষেত্রেও নানা অশান্তির ভয়। দ্বিতীয় মঙ্গল অশুভ হলে স্বামী-স্ত্রী বিয়োগ ভয়।

দ্বিতীয় মঙ্গল হলো হৃদয় রেখার শুরুর ঠিক নিচে।

দ্বিতীয় মঙ্গল ক্ষেত্রে তিল—দুর্ঘটনা, আঘাত বা অপারেশন। দাম্পত্য কলহ ও প্রচুর অশুভভাব। স্ত্রী বা স্বামীর দ্বারা সন্দেহ।

দ্বিতীয় মঙ্গলে ক্রশ—মানসিক চাঞ্চল্য। পেটের রোগ, ভয়, মনে চাঞ্চল্য। দাম্পত্য ক্ষেত্র অশুভ।

দ্বিতীয় মঙ্গলে যবচিহ্ন—অতি অশুভ। নিজ জীবন সম্পর্কে সংশয়। দাম্পত্য অশুভ।

বয়স হিসাব সম্পর্কে অন্যান্য গ্রন্থে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় মঙ্গল নীচস্থ বা Flat—আঘাত বা অপারেশন ভয়। দাম্পত্য অশুভ। পেটের রোগভয়। স্ত্রীর দ্বারা সন্দেহ।

এবার এখানে এমন একটা কথা আলোচনা করছি যা গুরুত্বপূর্ণ।

দ্বিতীয় মঙ্গল হলো স্বামী বা স্ত্রীর চরিত্রের বা গুণাগুণের প্রতীক।

দ্বিতীয় মঙ্গলে তিল, যব, ক্রশ থাকলে বা তা অতি অশুভ হলে দাম্পত্য ক্ষেত্রে অশুভভাব বোঝায়। স্বামী বা স্ত্রীর ব্যাভিচারী বা উগ্রভাব, স্বামী বা স্ত্রীর

বিয়োগভয়, স্বামী বা স্ত্রীর অতি দুশ্চরিত্রতা—অশুভ দাম্পত্য জীবন সূচনা করে। মঙ্গল অশুভ মানে দুর্ঘটনায় মৃত্যু।

স্বামী বা স্ত্রীর মৃত্যুভয় অশুভ মঙ্গলের কারক।

## বুধ প্রধান জাতক ও প্রেম এবং বিবাহ

বুধ প্রধান জাতক হয় চঞ্চলমন। এরা সরল হয়—তবে তা আপাত সারল্য—মনের মধ্যে কিছুটা প্যাঁচভাব থাকে। তবে বাইরে খুব আমুদে ও আনন্দপ্রিয়। কৌতুক প্রবণতা ও রসিয়ে কথা বলা এদের বিশেষ ধর্ম। তার ফলে অনেক লোকের মন জয় করতে পারে। বহু সমলিঙ্গ বা বিপরীত লিঙ্গের নর নারী তাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়।

সহজে লোকের মন জয় করতে পারে এবং তার ফলে বন্ধুত্ব, প্রেম প্রভৃতি এদের পক্ষে খুব সহজ হয়। এদের বন্ধু বা বান্ধবীর সংখ্যাও অনেক বেশি হয়।

বুধ প্রধান জাতকের অসুবিধা হলো এদের দ্বিমনা বা double minded ভাব। এরা একই সঙ্গে কাউকে ঘৃণা করতে আবার ভালবাসতে পারে। আবার আজ যাকে ভালবাসে কাল তাকে খারাপ ভাবতে পারে। মনের স্থিরতা কম—দৃঢ়তাও কম হয়।

প্রেম, ভালবাসা, বন্ধুত্ব প্রভৃতির ব্যাপারেও একই ভাব প্রকাশ পায়। তার ফলে দীর্ঘস্থায়ী ভালবাসা বা গভীর প্রেমে কিছু ব্যাঘাত ঘটে। কারো সঙ্গে দীর্ঘস্থায়ী প্রেম না হলেও অনেকের সঙ্গে হঠাৎ প্রেম হতে পারে—হঠাৎ বন্ধুত্বও হতে পারে। আবার তা হঠাৎ বিরোধেও পরিণত হতে পারে।

বুধের ক্ষেত্রে তিল থাকলে তাদের মনে কিছু প্রবঞ্চনা বা প্রতারণার ভাব দেখা যায়। প্রেম ও বন্ধুত্বের ক্ষেত্রেও তেমনি ভাব দেখা দিতে পারে। দাম্পত্যক্ষেত্র ও প্রেমে অশুভভাব।

বুধের ক্ষেত্রে ক্রশ থাকলে মানসিক অস্থিরতা, আত্মবিশ্বাসের অভাব, বুদ্ধিভ্রংশ ভাব আসতে পারে। মূর্চ্ছা, হিস্টিরিয়া রোগ। নিজের বুদ্ধির দোষে ক্ষতি করা, বন্ধু-বিচ্ছেদ, দাম্পত্য অশুভ।

বুধের ক্ষেত্রে জালচিহ্ন উপরের মতই অশুভ—তবে অশুভভাব কারও পক্ষে বেশি।

বুধের ক্ষেত্রে বুধরেখা থাকলে তা শুভ। ব্যবসা শুভ, গৃহযোগ, আর্থিক শুভভাব, বুদ্ধি দ্বারা অর্থ উপার্জন এবং প্রচুর অর্থলাভযোগ।

বুধের ক্ষেত্র নীচস্থ বা Flat হলেও বুধের অশুভ ফল প্রকাশ পায়।

শুভ বুধের ক্ষেত্র—বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা, উন্নতি, প্রেম ও বিবাহে সাফল্য, শুভ বন্ধু, বুদ্ধিজীবী এবং তার দ্বারা প্রচুর অর্থ উপার্জন।

## শুক্র প্রধান জাতক ও প্রেম এবং বিবাহ

শুক্রের কারকতা হলো গৃহসুখ, প্রেম, প্রীতি, ভালবাসা, স্নেহ, মমতা প্রভৃতি।

শুভ শুক্র মানবের জীবনে, স্নেহ, প্রেম, দাম্পত্য, সুখ, গৃহসুখ প্রদান করে। শুভ শুক্র অপূর্ব সুন্দর স্বামী বা স্ত্রী প্রদান করে।

আবার, শিল্প, সাহিত্য, গান, বাজনা, খেলাধুলো প্রভৃতির কারকও শুক্র। এইসব দিকে প্রবণতা, উন্নতি ও প্রতিভা দেয় শুক্র। এই প্রতিভার সঙ্গে সঙ্গে বহু নর-নারীর স্নেহ, ভালবাসা অর্জন করে এই জাতক-জাতিকারা।

শুভ শুক্র বহু লোকের উপর প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়। সুন্দর চেহারা এবং সুন্দর ব্যবহার ও কথাবার্তার দ্বারা।

শুভ শুক্র সুন্দর ও শুভ দাম্পত্য জীবন এবং প্রেম-প্রীতির কারক হয়। ব্যবহার হয় মিষ্টি মধুর। চেহারা হয় আকর্ষণীয় এবং সুদর্শন। নিজ গুণের দ্বারাই তারা জনমত জয় করতে পারে।

শুক্রের ক্ষেত্র নীচস্থ হলে তাদের জীবনে প্রেম ও প্রীতি শুভ হয় না। দাম্পত্য জীবন শুভ হয় না। ভালবাসার ক্ষেত্রে মনে আঘাত পায়। গৃহসুখে বাধাভাব।

শুক্রের ক্ষেত্রে তিল থাকলেও একই ফল হয়। তাছাড়াও কিডনী, জননযন্ত্র প্রভৃতির ব্যাধি হতে পারে। দাম্পত্য সুখে বাধা। অশুভ নারীর দ্বারা প্রতারণা ভয় নির্দেশ করে।

শুক্রের ক্ষেত্রে যব থাকলে তার ফলও অনেকটা উপরের মত হয়।

শুক্রের ক্ষেত্রে ক্রশ থাকলে প্রেম প্রীতি থেকে মনে আঘাত নির্দেশ করে।

শুক্রের ক্ষেত্রে জাল থাকলে তা অতি অশুভ। বিভিন্ন অশুভ নারীর পাল্লায় পড়বে। অর্থ ক্ষতি, যৌন রোগ, মানসিক আঘাত পাবে।

## বৃহস্পতির ক্ষেত্র ও প্রেম এবং বিবাহ

মানব জীবনে বৃহস্পতির প্রভাব বিশাল। ধর্মমন, উচ্চবিদ্যা ও শিক্ষা, ধার্মিক প্রবৃত্তি, সৎ প্রবৃত্তি হলো বৃহস্পতির কারক। শুভ বৃহস্পতি এইসব গুণের বিকাশ করে থাকে এবং তার দ্বারা সকলের মনে বিরাট উচ্চ স্থান পায় জাতক। এবং বড় ধার্মিক, তত্ত্বজ্ঞানী, উচ্চ মানের গ্রন্থলেখক, যাজক প্রভৃতি হয় এবং অফুরন্ত সম্মান পায়।

ধার্মিক সতী সাধ্বী নারী বা পুরুষকে জীবনে লাভ করতে পারে এবং তাতে জীবন সার্থক হয়। তার বিপরীত নর-নারীর সঙ্গে প্রেম, বিবাহ হলে জীবনে প্রচুর মানসিক আঘাত পায় ও জীবন অসুখী হয়।

বৃহস্পতির ক্ষেত্রে ক্রশ শুভ। দাম্পত্য শুভ এবং বিবাহে অর্থ ও সম্মান প্রাপ্তি বোঝায়।

বৃহস্পতির ক্ষেত্রে তিল অতি অশুভ। গুরুস্থানীয় লোকদের ভালবাসা পাবে না। দুর্ঘটনার ভয় থাকবে। উচ্চ কামনা বাসনাতে বাধা। নীচ এবং স্বার্থপর মনোবৃত্তির সম্ভাবনা।

বৃহস্পতিতে চতুষ্কোণ—বহু বিপদ থেকে হঠাৎ উদ্ধার। শুভ প্রেম-প্রীতি, বিবাহ সম্ভাবনা।

এই ক্ষেত্র নীচস্থ হলে তিলের মতো অশুভ ফল দেয়, তবে আংশিক।

## শনির ক্ষেত্র ও প্রেম এবং বিবাহ

যে সব জাতকের শনির ক্ষেত্র প্রধান হয় তারা হয় গম্ভীর, শান্ত ও জ্ঞানী। মাঝে মাঝে মানসিক হতাশ ভাব আসে। গুপ্ত বিদ্যা, যোগশাস্ত্র, জ্যোতিষ, তন্ত্রমন্ত্র, ইন্দ্রজাল, প্রভৃতিতে প্রবল আকর্ষণ থাকে।

এরা নিঃসঙ্গ ও একা থাকতে ভালবাসে। শহরের চেয়ে গ্রামকে বেশি ভালবাসে।

এরা স্থির, গম্ভীর ও শান্ত প্রকৃতির। ভোগবিলাস এদের ভাল লাগে না। কঠোর কর্ম সাধনা বা ধর্মসাধনা এদের প্রিয়। বিচার শক্তি ও মননশীলতা বেশি থাকে।

এদের স্বামী বা স্ত্রী যদি দার্শনিক বা আধ্যাত্মিক মনোভাব যুক্ত হয়, তাহলে এদের প্রেম ও বিবাহ অতি শুভ হয়। এদের ভালবাসা, স্নেহ, মায়া সবই খুব চাপা ধরনের।

যদি এদের স্বামী বা স্ত্রী চপলমতি, চঞ্চল, প্রসাধনপ্রিয় ধরনের হয় তাহলে এদের দাম্পত্য জীবন খুব একটা সুখের হয় না।

দাম্পত্যজীবন তুচ্ছ করে সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাসী জীবনও নিতে পারে। এরা ধার্মিক শ্রেষ্ঠও হতে পারে। আবার বিরাট গবেষক হবার সম্ভাবনা।

এরা খুব কর্তব্যপরায়ণ—ন্যায় পরায়ণ। অন্যায় বা অবিচার সহ্য করতে পারে না। তাই স্বামী বা স্ত্রী বা বাচ্চার মধ্যে অন্যায় দেখলে এরা নিমেষে তাদের ত্যাগ করতে পারে।

যদি শনির ক্ষেত্রে তিল থাকে, তাহলে এরা ব্যভিচারী, কু-ক্রিয়াসক্ত, নেশায় আসক্ত হতে পারে।

যদি এদের শনির ক্ষেত্রে ক্রশ থাকে তাহলে প্রচণ্ড মানসিক হতাশার জন্য দাম্পত্য জীবন ব্যর্থ হয়।

যদি শনির ক্ষেত্রে যব থাকে তাহলে হঠাৎ অর্থনাশ, ভাগ্যোন্নতিতে বাধা হয় এবং তার ফলে দাম্পত্য ক্ষেত্রে মনোমালিন্য হতে পারে।

যদি শনির ক্ষেত্রে চতুষ্কোণ থাকে, তাহলে জীবনের অনেক বাধা-বিঘ্ন কেটে যায় এবং বেশি বয়সে প্রচুর অর্থ পায়। দৈব ধনও পেতে পারে।

শনির ক্ষেত্রে তারকা চিহ্ন কিন্তু অশুভ। এরা মানসিক হতাশায় ভোগে এবং জীবনের অনেক সুযোগ নষ্ট হয়। শেষ জীবনে হঠাৎ বিড়ম্বনা, হঠাৎ জীবনের আশার আলো নিভে যেতে পারে।

## প্রথম মঙ্গলের ক্ষেত্রে প্রেম ও ভালোবাসা

প্রথম মঙ্গলের ক্ষেত্র যাদের বেশি শক্তিযুক্ত হয় তারা ছেলেবেলা থেকেই হয় তেজী ও সাহসী। এদের মনের জোর খুব বেশি থাকে। কাউকে ভয়ডর করে চলতে

অভ্যস্ত নয়। এদের অনেকে বীর যোদ্ধা, শ্রেষ্ঠ সমর নায়ক, উঁচু পুলিশ অফিসার বা সি. আই. ডি. অফিসার এ সবে খ্যাতি লাভ করে।

এদের প্রচণ্ড জেদী স্বভাবের জন্য অনেক সময় প্রেম, বিবাহ, বন্ধুত্ব প্রভৃতির ক্ষেত্রে বাধা আসতে পারে।

যদি স্বামী, স্ত্রী বা বন্ধু খুব ধীর স্থির শান্তিপ্রিয় এবং সহ্য শক্তিযুক্ত হয় তাহলে এদের জীবন কিছুটা সুখী হতে পারে।

এরা অহেতুক রেগে ওঠে। পরে রাগ থেমে গেলে নিজের ভুল বুঝতে পেরে অনুশোচনা করে। এরা রেগে গেলে যা খুশী তা করে বসতে পারে। তাই যারা সহানুভূতির সঙ্গে এদের মন জুগিয়ে চলতে পারে, তাদের সঙ্গেই এদের মিলন শুভ হয়। রাহুতে তারকা চিহ্ন থাকলে কলহ প্রিয় ও মুখরা হয়।

হাতে প্রথম মঙ্গলের রেখা থাকলে ঐসব বয়সে মানসিক দুশ্চিন্তা ঘটে থাকে। ঐ রেখা জীবন রেখাকে কেটে বেরিয়ে গেলে ঐ বয়সে কোন অসুস্থতা, দুর্ঘটনা, মানসিক আঘাত বা শোক বোঝায়।

প্রথম মঙ্গলের ক্ষেত্রে মার্শাল রেখা থাকলে অশুভ দোষ অনেকটা কমিয়ে দেয়।

ষষ্ঠ অধ্যায়

## হাতে প্রেম বা বিবাহ রেখা

বুধের ক্ষেত্রের পাশে একেবারে হাতের কিনারায় থাকে বিবাহ রেখা বা প্রেম ও ভালবাসা রেখা। এ রেখা সকল সময় বিবাহ নির্দেশ করে না। অনেক সময় এক বা একাধিক বিপরীত লিঙ্গের লোক মনে দাগ কাটলে বা বিবাহের সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে বিবাহ না হয়ে তা ভেঙ্গে গেলেও এই রেখা দেখা যায়।

সে কারণ একাধিক রেখা থাকা সব সময় একাধিক বিবাহ নির্দেশ করে না। এই বিবাহ বা বিবাহের যোগাযোগ বা প্রেম যদি জীবনে একাধিক হয় তা হলেও একাধিক রেখা থাকতে পারে। তবে সবচেয়ে গভীর ও প্রধান সেটাই বিবাহ রেখা ধরা হয়।

আবার কখনো স্ত্রীর চেয়েও অন্য বিপরীত লিঙ্গের মানুষের প্রতি আকর্ষণ বেশি গভীর হলে বিবাহ রেখা ছাড়াও অন্য রেখাটিই বেশি গভীর হতে পারে।

বিবাহ রেখা বিবাহ কোন্ বয়সে হবে, তা জানতে হলে হৃদয়রেখা থেকে কনিষ্ঠার গোড়ার রেখা পর্যন্ত সমস্ত অংশটিকে ৫০ বছর ধরা হয়। হৃদয়রেখা থেকে কনিষ্ঠার দূরত্বের ঠিক মাঝামাঝি এই রেখা থাকলে ২৫ বছরে বিবাহ হয়।

হৃদয় রেখার যত কাছে এই রেখা থাকবে, তত অল্প বয়সে বিবাহ নির্দেশ করে।

যদি মাঝামাঝি থেকে আরও উপরে কনিষ্ঠার দিকে বিবাহ রেখা থাকে, তা হলে বোঝায় আরও বেশি বয়সে ২৮ বা ৩০ বর্ষে বিবাহ হবে।

এখন বিবাহ বলতে সোশ্যাল বিবাহ বোঝায় না। শ্রেষ্ঠ জ্যোতিষদের মতে কোনও বিপরীত লিঙ্গের সাথীর সঙ্গে আজীবন বা দীর্ঘদিন এক সঙ্গে কাটালেও বিবাহ রেখা নির্দেশ করে।

আগেই বলেছি যে মনে দাগ বা প্রেম বা বিয়ের সম্বন্ধ হলেও তা থেকে বিবাহের রেখা হাতে দেখা যায়।

অনেক সময় হাতে এক বা একাধিক বিবাহ রেখা থাকলেও তাদের বিবাহ হয় না। একাধিক রেখা ঐ সব বয়সে শুধু গভীর প্রেমেই পর্যবসিত হয়। মনে দাগ কাটে। বা বিবাহের উদ্যোগ প্রভৃতিতেও দেখা যায়।

প্রকৃত পক্ষে বিবাহ রেখা বলে কোনও রেখা নেই। বিবাহ বা সামাজিক বিবাহ বড় কথা নয়। মানসিক বিষয়টি বড় এবং সেই অনুযায়ী রেখা বিচার করতে হবে।

কারও হাতে দেখা গেল তিনটি বিবাহ রেখা। একটি ২৫ বর্ষে, একটি ৩০ বর্ষে, একটি ৪০ বর্ষে।

এর ফল কি হবে?

এর মধ্যে জীবনে তিনবার কোনও বিপরীত লিঙ্গের থেকে মনে রেখাপাত হবেই। তা তিনি স্বীকার করুন বা না করুন।

সামাজিক বিবাহ এ থেকে ঐ সব বয়সে হতে পারে বা না হতেও পারে।

এরপর বিচার্য হলো সূক্ষ্ম বিবাহ রেখা ( ছোট রেখা ) ও দীর্ঘ ও গভীর বিবাহ রেখা।

কারও ২২ বছরে হয়তো সূক্ষ্ম রেখায় বিবাহ হয়ে গেল। দেখা গেল ২৮ বছর বয়সে গভীর বিবাহ রেখা। ঐ সময় অন্য কোন নর বা নারী এসে জাতিকা বা জাতকের জীবনে প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি করতে বাধ্য।

আবার কখনো একাধিক বিবাহ রেখা একাধিক সামাজিক বিবাহের কারক হতে পারে।

বিবাহ মানে তাহলে দেখা যাচ্ছে—শুধু সামাজিক বিবাহ নয়—অনেকটা মানসিকও বটে।

এবার বিবাহরেখা সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করা হচ্ছে—

১। বিবাহ রেখা যদি দুটি থাকে এবং একটি দীর্ঘ ও গভীর ও অন্যটি ছোট বা ক্ষুদ্র হয়, তা হলে দীর্ঘটি সাধারণতঃ বিবাহ এবং দ্বিতীয়টি বিবাহের সম্বন্ধ হয়ে ভেঙে যাওয়া বা প্রেম বোঝায়। যদি ছোট রেখার আগে বিবাহ হয়ে যায়, তা হলে পরেরটিতে নানা ঝামেলা হবে। মানসিক চাঞ্চল্যও হতে পারে।

২। বিবাহ রেখার উপরে যব চিহ্ন থাকলে তা আপত্তিপূর্ণ, দুঃখময়, কণ্টকর বিবাহ বা বিবাহে অশান্তি নির্দেশ করে।

৩। হৃদয়রেখার যত কাছে বিবাহ রেখা থাকে তত অল্প বয়সে বিবাহ বা প্রেম প্রভৃতি নির্দেশ করে।

৪। বিবাহ রেখা কাটা বা ফাঁক থাকলে তার স্ত্রীর বা স্বামীর মৃত্যু বা বিবাহ-

বিচ্ছেদ নির্দেশ করে থাকে। অনেক সময় তার কোনও কারণে নিরুদ্দেশ প্রভৃতিও নির্দেশ করে থাকে।

৫। বিবাহ রেখা যদি উঠে গিয়ে কনিষ্ঠার মূলকে স্পর্শ করে তাহলে তার বিবাহ হয় না। হাতে বিবাহ রেখা না থাকলে তারও বিবাহ হয় না।

কিংবা একটি ছোট রেখা থাকলে তার বিবাহ না হলেও সারাজীবন একত্র কাটানো বা প্রেম নির্দেশ করে।

৬। বিবাহ রেখা নিচে নেমে এসে হৃদয়রেখাকে স্পর্শ করলে তার স্ত্রীর বা (স্বামীর) মৃত্যু নির্দেশ করে।

৭। বিবাহ রেখা দীর্ঘ হয়ে রবি রেখাকে স্পর্শ করলে তার উচ্চ বংশে বিবাহ বা বিবাহের দ্বারা খ্যাতি, প্রতিপত্তি অর্জন প্রভৃতি নির্দেশ করে।

৮। বিবাহ রেখা রবি রেখাকে কেটে চলে গেলে ঐ বিবাহে ঝামেলা বা গোলমাল নির্দেশ করে।

৯। বিবাহ রেখা শাখাযুক্ত ও তা ভিন্নমুখী হলে স্ত্রীর বা স্বামীর শারীরিক কষ্ট বা অসুস্থতা প্রভৃতি নির্দেশ করে।

১০। চন্দ্রের ক্ষেত্রে শিরোরেখার নিচে এক বা একাধিক রেখা থাকলে তা বিবাহ রেখার সহায়ক রেখা হয়। এটা অবশ্য ভ্রমণ রেখা বোঝায়।

১১। চন্দ্রের ক্ষেত্রের থেকে একটি রেখা ভাগ্যরেখাকে স্পর্শ করলে ও হাতে একটি বিবাহরেখা থাকলে তা বিবাহের মধ্যে রোমান্স বা জীবনে রোমান্স নির্দেশ করে। তবে এতে জাতকের ভ্রমণ, বিবাহের দ্বারা অর্থলাভও নির্দেশ করে থাকে। তবে ঐ রেখা ভাগ্যরেখাকে কেটে চলে গেলে জাতকের প্রেমের আনন্দ নষ্ট হয়ে থাকে।

১২। একটি ছোট বিবাহরেখা এবং তা শেষ হবার আগে আর একটি রেখা উঠে চলে গেলে তা সাময়িক বিচ্ছেদ বা মনোকষ্ট বোঝায় বটে তবে তা চিরস্থায়ী বা কারও মৃত্যু নির্দেশ করে না।

১৩। শুক্রের ক্ষেত্র থেকে একটি রেখা উঠে যদি তা আয়ুরেখা এবং ভাগ্যরেখাকে ছেদ করে চলে যায় তবে তা দুশ্চরিত্রা নারীর সঙ্গে বিবাহ বোঝায়।

১৪। যদি বিবাহ রেখাতে ত্রিকোণ বা চতুষ্কোণ চিহ্ন থাকে, তবে বিবাহে পণলাভ বা বিবাহে অর্থলাভ নির্দেশ করে। দাম্পত্য জীবনে বিচ্ছেদের বা কষ্টের থেকেও ঐ রেখা রক্ষা করে থাকে। ঐ সঙ্গে বৃহস্পতির ক্ষেত্রে ক্রশ চিহ্ন থাকলে তা বিবাহে নিশ্চিত অর্থলাভ বোঝায়।

১৫। যদি শিরোরেখার সঙ্গে সমান্তরাল একটি বা দুটি অনুগ রেখা থাকে তবে তা একাধিক বিবাহের নির্দেশ করে থাকে।

১৬। বিবাহ রেখার উপরে তিল থাকলে, বিবাহে জাতকের দুর্নাম বা কলঙ্ক বা অশান্তি নির্দেশ করে থাকে।

১৭। বিবাহ রেখা যদি হাতের কিনারা থেকে না উঠে একটু পরে ওঠে তবে তা গোপন বিবাহ বোঝায়। ঐ রেখা বেশি দীর্ঘ হলো স্ত্রী (বান্ধবী) জাতকের মনের উপর আন্তরিক প্রভাব বিস্তার করে॥ জাতক স্ত্রীর বা স্বামীর একান্ত বশীভূত হয়।

১৮। বিবাহরেখা থেকে শিরোরেখা উঠে হৃদয়রেখা স্পর্শ করলে তা বিবাহের দ্বারা দুঃখপ্রাপ্তি বা অপরের মৃত্যু নির্দেশ করে থাকে।

১৯। বিবাহ রেখা থেকে শিরোরেখা উঠে শনির ক্ষেত্রে গেলে, তা অশুভ, এবং বিবাহের পর সন্ন্যাসের দিকে ঝোঁক বা পত্নীকে ত্যাগ করে সন্ন্যাস গ্রহণ প্রভৃতি নির্দেশ করে। এটি স্বামীর বা স্ত্রীর নিরুদ্দেশ হওয়া নির্দেশ করে।

২০। বিবাহ রেখাতে ক্রশ থাকলে, তা দাম্পত্য জীবনের সুখ নষ্ট করে। এতে দাম্পত্য জীবন বিড়ম্বিত হতে পারে বা ডাইভোর্স হতে পারে।

২১। বিবাহ রেখা একাধিক ছোট ছোট রেখার দ্বারা যদি কর্তিত হয়, জীবনে ততবার মানসিক আঘাত প্রাপ্তি নির্দেশ করে এবং সাময়িক কলহ বা পৃথক থাকা প্রভৃতি নির্দেশ করে। অনেক সময় তার ফলে ডাইভোর্সও হতে পারে।

## শুক্ররেখা

শুক্রের ক্ষেত্র থেকে রেখা বের হয়ে তা এগিয়ে গেলে তাকে বলা হয় শুক্র রেখা।

শুক্রের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ছোট ছোট অনেক রেখা থাকলে তা Worry lines বা চিন্তার রেখার অন্তর্গত। তা নানা দুশ্চিন্তা, দাম্পত্য সুখে বাধা নির্দেশ বা বিবাহে বিলম্ব ও বাধা নির্দেশ করে।

শুক্রের ক্ষেত্র থেকে দীর্ঘ রেখা বের হলে তাকে শুক্ররেখা বলে। এই সব রেখা নানা ফল নির্দেশ করে।

১। শুক্রের অঙ্গুলি বা ক্ষেত্র থেকে উঠে ঐ রেখা যদি আয়ুরেখা কেটে চলে যায়, তাহলে প্রিয়জন বা আত্মীয়-স্বজনের ঐ বয়সে মৃত্যু বোঝায়।

২। যদি এক বা একাধিক রেখা শুক্রের ক্ষেত্রেই মাত্র সীমাবদ্ধ থাকে, তাহলে পরে যতগুলি রেখা থাকে, ততগুলি প্রেম বোঝায়।

৩। শুক্রের ক্ষেত্রে কাটাকাটি রেখা বা জালচিহ্ন থাকলে তা চরিত্রের দোষ নির্দেশ করে।

৪। শুক্ররেখা যদি শিরোরেখাকেও কেটে চলে যায়, তা হলে নিশ্চিত শোক বোঝায়।

৫। যদি শুক্ররেখা কেবল আয়ুরেখা স্পর্শ মাত্র করে থাকে তা হলে মানসিক দুঃখ, কষ্ট, অশান্তি, দুর্ঘটনা, অর্থহানি বোঝায়।

৬। 'শুক্রের ক্ষেত্রে আড়াআড়ি সরু সরু রেখা থাকলে সেগুলিও দুঃখ, কষ্ট, বা চিন্তা বোঝায়।

৭। শুক্রের ক্ষেত্রে আয়ুরেখার সমান্তরাল যতগুলি রেখা থাকবে সেগুলি INFLUENCE বা প্রভাবরেখা বোঝায়। এই রেখা যত বেশি থাকবে জাতক তত বেশি অন্যের উপরে প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হবে।

৮। ছোট ছোট অনেকগুলি শুক্ররেখা আয়ুরেখা কেটে চলে গেলে জীবনে অনেকগুলি মানসিক শোক ও আঘাত নির্দেশ করে।

৯। শুক্ররেখা যদি আয়ুরেখা ও ভাগ্যরেখাকে কেটে চলে যায় তাহলে আত্মীয়দের মৃত্যু বা শোক এবং ঐ সঙ্গে অর্থক্ষতি ও ভাগ্য উন্নতিতে বাধা নির্দেশ করে।

১০। গভীর একটি দুটি বা তিনটি শুক্ররেখা প্রেম বোঝায়, কিন্তু সরু সরু WORRYLINES নির্দেশ করে। এগুলি শুভ রেখা নয়।

১১। শুক্ররেখা থেকে একটি রেখা উঠে যদি বিবাহ রেখাকে স্পর্শ করে অথবা তাকে কেটে চলে যায় তাহলে বিবাহ ব্যাপারে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা নির্দেশ করে। এ রেখা হাতে না থাকাই ভাল। এই রেখা অনেক সময় ডাইভোর্স বা বিবাহ-বিচ্ছেদ নির্দেশ করে থাকে।

## সপ্তম অধ্যায়

# হৃদয় রেখা এবং প্রেম ও বিবাহ

মানব জীবনের প্রেম-প্রীতি, ভালবাসা, মমতাবোধ কেমন তার দিক্‌দর্শন হলো এই রেখা। আবার এই রেখা অশুভ হলে তা হৃদরোগ সূচনা করে। আবার আত্মীয, বন্ধু, প্রিয়জন, প্রেমিক-প্রেমিকা বা বন্ধু-বান্ধব থেকে মানসিক আঘাত বা দুঃখ সূচনা করে। গুপ্ত শত্রুর ভয়ও নির্দেশ করে।

১। এই রেখা যদি সুন্দর সুগঠিত হয় এবং এর থেকে নিচে লম্বিত রেখা বা Chain ভাব না থাকে তা অতি শুভ। জাতক হবে উদার, পরোপকারী, ধার্মিক, সৎ প্রকৃতিযুক্ত, তার শত্রু কম থাকবে। বহুলোক তার গুণে তার প্রতি আকৃষ্ট হবে এবং তাতে তার নানা শুভভাব ও উন্নতি প্রকাশিত হবে।

২। হৃদয়রেখা যদি শৃঙ্খলের মত ( Chain ) হয়, তা হলে প্রেমের ক্ষেত্র খুব অশুভ হয়। প্রিয় জন থেকে মনে আঘাত ঘটে। অনেক বন্ধু শত্রুতা করে। কোনও নারী বা পুরুষের সঙ্গে প্রেম করতে গিয়ে প্রবল মানসিক আঘাত পায়। দাম্পত্য জীবনেও কিছু কিছু অশুভ ভাব প্রকাশ পায়। অনেক সময় চিরদিনের জন্য দাম্পত্য বিচ্ছেদ হবার আশঙ্কা থাকে।

৩। হৃদয়রেখা থেকে যদি ছোট ছোট রেখা নিচে নেমে আসে তাহলে ঐ সব বয়সে কোনও আত্মীয়-স্বজন বা কোনও প্রিয়জন থেকে মনে আঘাত বোঝায়।

৪। অন্য কোনও রেখা এসে হৃদয়রেখাকে কেটে বেরিয়ে গেলে ঐ সব বয়সে কোনও আত্মীয় বা বন্ধু বা প্রেমিক-প্রেমিকা থেকে মনে আঘাত বোঝায়।

৫। এই রেখা সরলভাবে বৃহস্পতির ক্ষেত্রে গেলে, সেই নর বা নারীর প্রেম-প্রীতি

মনুষ্যত্ববোধ এবং মানবতাবোধ খুব গভীর হবে। সে কোন কিছুতে উদ্বেলিত হবে না। সমাজ ও সংসারের প্রতিটি মানুষের প্রতি তার মনে প্রবল দরদ থাকবে।

তার ভালবাসা হবে অনেকটা দেহহীন প্রেম। বহু নরনারী তার প্রতি আকৃষ্ট হতে পারে। তিনি কোন মানুষকে ঠকাতে চাইবেন না।

৬। হৃদয় রেখা কাঁটাযুক্ত হলে সে প্রিয়জন থেকে মনে আঘাত পাবে। কিছুটা স্বার্থপরতার ভাব আসবে। এরা যেমন নিজেকে খুব বিশ্বাস করে না—তেমনি অপরকেও নয়।

৭। হৃদয়রেখা নিচের দিকে ঘুরে বৃহস্পতির নিচে প্রথম মঙ্গলের ক্ষেত্রে এগিয়ে গেলে, এদের হৃদয়ের কামনা-বাসনা প্রবল হবে। অনেক সময় এরা কামনার আগুনে দগ্ধ হবে। একাধিক নারী বা পুরুষের প্রতি এরা আকৃষ্ট হবে—কিন্তু তাতে কামনার অনল নিভবে না। এ'দের মেজাজ হবে খুব চড়া। অনেক সময় ভুল সন্দেহ এদের পেয়ে বসবে।

৮। হৃদয়রেখা শিরোরেখার সঙ্গে মিশে গেলে, সেই ব্যক্তি প্রেম-প্রীতি, ভালবাসার ব্যাপারে সর্বদা চিন্তিত থাকবে ও সব সময় ভাববে যে, তার ভালবাসার ভাণ্ডার ক্ষুদ্র, তাই অপরকে ঠিক মতন দিতে পারছে না। এদের হৃদয় মহৎ ও সর্বদা স্ত্রী-পুত্র-কন্যা নিয়ে সুখী হতে চায়। প্রেম করে বিয়ে যে কথাটি আমরা শুনি এদের ভাগ্যে তা প্রায় ঘটে থাকে।

কিন্তু এদের দাম্পত্য জীবন কতখানি সুখের হবে সেটা ভাববার কথা।

৯। এই রেখা রবির ক্ষেত্রের কাছে এসে স্তব্ধ হয়ে গেলে সেই ব্যক্তির মধ্যে একটা দাম্ভিকতা থাকবে। সে নিজেকে বড় প্রেমিক হিসাবে প্রচার করলেও আসলে তার মন সংকীর্ণ। সে সুন্দর প্রবৃত্তিগুলি দেখিয়ে সমাজে সুনাম পাবার জন্য সর্বদা আগ্রহান্বিত। এরা যা চায় বেশি পায় তবু এদের জীবনে একটা বিষাদের ও বেদনার ছায়া নেমে আসে তা হল তাদের অপরিণামদর্শিতার জন্য।

১০। এই রেখা শনির দিকে গেলে, সে ব্যক্তি সারাজীবন পার্থিব প্রেমে আঘাত পাবে ও তার ভালবাসার মূল্য কেউ দেবে না। সে সর্বদা খেয়ালী ও চিন্তিত। তার চিন্তা অবশ্য আধ্যাত্মিক জগৎ নিয়ে। তার প্রেম নিকষিত প্রেম। এই সব ব্যক্তির উচিৎ সাধন মার্গে থাকা।

১১। এই রেখার একটি শাখা যদি বৃহস্পতির ক্ষেত্রে অপরটি প্রথম মঙ্গলের ক্ষেত্রে যায়, তাহলে জীবনে যে আঘাত নেমে আসে, তা সহ্য করবার মত শক্তি এদের থাকে। এরা প্রেমের ভিতর দিয়ে অনেকটা বিত্তশালী হতে পারে। এরা সমাজ জীবনে বেশ সুনাম অর্জন করে কিন্তু অত্যধিক হৃদরোগে ভোগে।

১২। এই রেখার একটি শাখা শনির ক্ষেত্রে গেলে, সে ব্যক্তির জীবন নিয়ে অন্য কেউ ছিনিমিনি খেলতে পারে না। তার কোন কিছু ব্যথার বিন্দুমাত্র প্রকাশ নেই। স্বভাবটাও লাজুক-প্রকৃতির।

১৩। যদি কোন হাতে হৃদয়রেখা না থাকে, তবে সেই মানব অত্যন্ত হৃদয়হীন

হয়। এরা হয় আবেগশূন্য। যে, কোন পাপ করতে এদের আটকায় না। এমন জাতক খুব স্বল্পায়ু। এদের শুক্রের স্থান খুব বেশি উঁচু হলে, এদের পাশবিক কাম-প্রবৃত্তি অত্যন্ত প্রবল হয়। তবে এই ধরনের লোক নিজ স্বার্থ সাধনে খুব তৎপর হয়। এরা ছল ও প্রবঞ্চনা দ্বারা নিজের কাজ সিদ্ধ করে থাকে।

১৪। যদি কোন লোকের হৃদয়রেখা ভগ্ন থাকে, তবে সে প্রণয় ঘটিত ব্যাপারে নিরাশ হয়। তার জীবনে নেমে আসে শোচনীয়* ট্র্যাজেডি।

১৫। যদি হৃদয় রেখা শনির স্থানে ভগ্ন হয় তাহলে তা বিরহ, কষ্টের লক্ষণ এবং শিক্ষা সংযমের ক্ষেত্রে মনটা দোদুল্যমান থাকে।

১৬। যদি কোন লোকের অনামিকার নিচে হৃদয়রেখা ভগ্ন হয় তবে অভিমান বশে বিচ্ছেদ সূচনা করে। কনিষ্ঠার নিচে হৃদয়রেখা ভগ্ন হলে তা মূর্খতার বশে বিচ্ছেদ সূচনা করে।

১৭। যদি হৃদয়রেখা আঁকাবাঁকা, জালের আকার বা যবচিহ্ন যুক্ত বা শৃঙ্খলাকৃতি হয় তবে জাতক-জাতিকার প্রেমে নিষ্ঠার অভাবের পরিচয় দেয়।

১৮। যদি কোন হৃদয়রেখা বৃহস্পতির স্থান থেকে শুরু হয়ে নিচের দিকে ঝুঁকে থাকে এবং কনিষ্ঠার নিচে বা শেষ প্রান্তে না পৌঁছায়, তবে আধ্যাত্মিক জীবন নিয়ে দিন কাটায় ও জগতে একটা কিছু করবার চেষ্টা করে। কিন্তু তার কাজ অসমাপ্ত থাকে।

১৯। শিরোরেখা ও হৃদয়রেখার মাঝের অংশ খুব সংকীর্ণ হলে জাতক নীচ, সংকীর্ণমনা, মিথ্যাবাদী ও চঞ্চল হয়।

২০। যদি হৃদয়রেখা বৃহস্পতির উচ্চস্থানের নিচে দ্বিশাখা বিশিষ্ট এবং বুধ স্থানের নিকটে প্রারম্ভস্থান শাখাপূর্ণ হলে জাতক উচ্চমনোবৃত্তি সম্পন্ন হলেও তা প্রতারণা দ্বারা সম্পত্তিলাভের পরিচায়ক হয়।

২১। হৃদয়রেখা দুটি অর্থাৎ মূল রেখার কোনও অনুগরেখা বা সাহায্যকারী রেখা থাকলে জাতক-জাতিকা সৌন্দর্যপ্রিয়, গুণবান, সঙ্গীতপ্রিয়, কোমল হৃদয় নর বা নারী, প্রিয় প্রেমিক, কবি, সমালোচক বা শিল্পী হয়।

২২। হৃদয়রেখা তর্জনী অতিক্রম করে বাইরে প্রসারিত হলে যৌন কামনায় সুখ নির্দেশ করে।

২৩। হৃদয়রেখা থেকে বহির্গত একটি শাখারেখা যদি শিরোরেখাকে কেটে আয়ুরেখাকে স্পর্শ করে তাহলে জাতক-জাতিকা অব্যবস্থিত চিত্ত স্বার্থপর, দাম্ভিক ও একগুঁয়ে হয়। এদের দাম্পত্য জীবন প্রায়ই সুখের হয় না।

২৪। হৃদয়রেখা দ্বিধা বিভক্ত হয়ে একটি বৃহস্পতির উচ্চস্থানের দিকে ও অপরটি বৃদ্ধাঙ্গুলির দিকে নত হলে, তা শান্তিপূর্ণ জীবন, উদার, চিন্তাশীল, প্রত্যুৎপন্নমতি, স্থির লক্ষ্য ও স্বল্পভাষী মনোজ্ঞ ব্যক্তির পরিচয় দিয়ে থাকে।

* আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলছি এদের মনে হয়, "সহস্র বান্ধব মাঝে রহিব একাকী, আমার মনের ব্যথা বুঝিবে না কেহ"।—এন. নন্দী।

২৫। এই শাখা দুটির মধ্যে একটি যদি বৃহস্পতির দিকে এবং অপরটি তর্জনী ও মধ্যমার মাঝখানে থাকে, তবে জাতক-জাতিকার স্বভাব অত্যন্ত স্নেহপ্রবণ হয় কিন্তু স্নেহ ও প্রেমের যাবতীয় ব্যাপারে পরম সুখী হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। পদে পদে আঘাত পায়। বিষণ্ণতাই তার রোগ।

২৬। যদি একটি রেখা বৃহস্পতি ও শনির অঙ্গুলির মাঝখান থেকে নেমে হৃদয়-রেখা পর্যন্ত এলে তা মস্তকে আঘাত বোঝায়। কিন্তু তা হৃদয়রেখাকে কর্তন করে চলে গেলে জাতকের মৃত্যু হয়।

২৭। হৃদয়রেখার প্রারম্ভে বৃত্তাকার চিহ্ন থাকলে, তা পুত্র-কন্যার উপরে অসাধারণ ভালবাসা নির্দেশ করে।

২৮। হৃদয়রেখার অগ্রভাগে তর্জনীর নিচে দ্বিধাবিভক্ত হৃদয়রেখা ও অন্য একটি রেখা দ্বারা একটি ত্রিভুজ চিহ্ন গঠিত হলে, তা হঠাৎ মৃত্যু নির্দেশ করে।

## অষ্টম অধ্যায়

# শিরোরেখা থেকে প্রেম, বিবাহ ও ভালবাসা বিচার

১। শিরোরেখা অনেক সময় শৃঙ্খলযুক্ত হয়। ইহা মানসিক দুশ্চিন্তা, দুর্ভাবনা, মানসিক চাঞ্চল্য বোঝায়।

২। শিরোরেখা যদি সোজা ডান দিকে চলে পড়ে তাহলে এদের মধ্যে খেয়ালী ভাব প্রচুর থাকে। এদের প্রেম-প্রীতি ও ভালবাসাতেও কিছুটা খেয়ালী ভাব থাকে। তার ফলে এদের প্রেমের গভীরতা অনেক কম থাকে।

৩। শিরোরেখা সোজা দ্বিতীয় মঙ্গলের দিকে গেলে এদের মনের জোর প্রবল থাকে। তাদের প্রেম, ভালবাসা ও বন্ধুত্ব দৃঢ় হয়।

৪। শিরোরেখা বৃহস্পতি ক্ষেত্র থেকে উঠলে তারা হয় সৎপথগামী ও ধার্মিক। কিন্তু অন্যায় দেখলে তারা অত্যন্ত রেগে যায় ও জীবনে অন্যায় সহ্য করে না।

জীবনে সৎপথগামী স্ত্রী বা স্বামী এবং বন্ধু এদের পক্ষে শুভ হবে। তা না হলে এদের দাম্পত্য জীবন ও বন্ধুত্ব অশুভ হয়।

৫। শিরোরেখা যদি প্রথম মঙ্গল থেকে ওঠে তাহলে এরাও খুব রাগী এবং জেদী হয়। কিন্তু অন্যায়ের দিকেই থাকে এদের প্রবণতা। নাস্তিক প্রকৃতির হয় এবং মারামারি, দাঙ্গা প্রভৃতি এদের প্রিয় হয়। এদের স্বামী বা স্ত্রী এবং বন্ধু যদি অধার্মিক হয় এবং স্বামী বা স্ত্রী এবং বন্ধু এদের প্রকৃতির মত হলে এদের দাম্পত্য জীবন ও বন্ধুত্ব শুভ হয়।

৬। শিরোরেখা বুধের ক্ষেত্রের দিকে গেলে তার শিল্প ও সংস্কৃতিগত প্রতিভা অতি অল্প বয়স থেকে আত্মপ্রকাশ করে। সুন্দরভাবে কথাবার্তা বলতে ভালবাসে। এদের

মনে কোমল ভাব বেশি। এবং সহজেই বিপরীত লিঙ্গের দিকে ধাবিত হয়। কিন্তু অনেক সময় এরা প্রেমের ক্ষেত্রে মনে আঘাত পায়।

৭। শিরোরেখা যদি আয়ুরেখা থেকে পৃথক থাকে তবে তাদের মনের জোর খুব বেশি হয়। নিজের মতে চলতে ভালবাসে। মনের জেদ প্রবল। অন্যায় দেখলে মাথা গরম হয়। এদের স্ত্রী বা স্বামী যদি ধীরস্থির শান্ত প্রকৃতির হয়, তাহলে এদের দাম্পত্য ক্ষেত্রে শুভ হয়—তা না হলে দাম্পত্য ক্ষেত্রে অশুভ ও ঝামেলাপূর্ণ হয়।

৮। শিরোরেখা শনির ক্ষেত্রের নিচে সামান্য বাঁকা হলে তার জীবনে একটা প্রচণ্ড ঝড় আসে ৩২/৩৫ বৎসর বয়সের মধ্যে। ঐ সময় তার দাম্পত্য বা পারিবারিক জীবনে কোন বিয়োগান্তক নাটকের উদ্ভব হতে পারে।

৯। শিরোরেখা তরঙ্গায়িত হলে তাদের জীবনে উত্থান-পতন হতে থাকে। তাদের দাম্পত্য জীবন ও বন্ধুত্ব ক্ষেত্রেও অনেক শুভাশুভ ঘটনা ঘটে এবং কখনো আলো কখনো ছায়া এই হল এদের জীবনের বৈশিষ্ট্য।

১০। হাতে দুটি শিরোরেখা থাকলে এদের মানসিক শক্তি, বিদ্যা, ইত্যাদি শুভ হয়। তবে একটি সুগঠিত এবং একটি ছোট হলে খুব একটা শুভফল পাওয়া যায় না। কিন্তু দুটি শিরোরেখাই সুগঠিত হলে তারা মানসিক শক্তির জন্য বিখ্যাত লোক হতে পারে। প্রেম এবং বিবাহের ক্ষেত্রেও যদি মানসী নারী বা পুরুষের সঙ্গে এদের যোগাযোগ ঘটে, তাহলে দাম্পত্য জীবন অতি শুভ হয়। চপলমতি, কুক্রিয়াসক্ত নারী বা পুরুষ এদের জীবনে অশুভ হয়। (কিরোর নিজের হাতে দুটি সুগঠিত শিরোরেখা ছিল)

১১। যদি শিরোরেখা হৃদয়রেখার সঙ্গে একত্র যুক্ত থাকে তাহলে এরা সম্পূর্ণ প্রেম ও ভালবাসার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। আবার অনেকে মিথ্যা ভালবাসার অভিনয় দেখিয়ে এদের প্রতারিত করতে পারে।

১২। যদি শিরোরেখা জীবনরেখার সঙ্গে একত্র মিলে অনেক দূর এগিয়ে যায় তবে এদের মধ্যে কিছুটা স্বার্থপর ভাব থাকে। পরনিন্দা করা এদের খুব প্রিয় হয়। দাম্পত্য জীবন খুব একটা শুভ হয় না।

## আয়ুরেখা

১। আয়ুরেখা থেকে উর্ধ্বমুখী রেখা মাত্রেই শুভ। এটি জীবনে উন্নতিলাভ, সফলতা প্রভৃতি নির্দেশ করে। যে বয়সে এরূপ রেখা ওঠে সেই বয়সে ঐ উন্নতির সূচনা করে। আবার ঐ সব বয়সের কোন একটাতে বিবাহ হলে দাম্পত্য জীবন সুখের হয়। অনেক সময় ঐ রেখা দেখেও বিবাহের বয়স আন্দাজ করা যায়।

২। আয়ুরেখা থেকে কোন রেখা নিচের দিকে নামলে তা অশুভ ফল বোঝায়। ঐ সব বয়সে অসুস্থতা, মানসিক আঘাত, অর্থক্ষতি, কাজ-কর্মে বাধা, প্রভৃতি নির্দেশ করে। আবার অনেক সময় তা কোন মানসিক শোকও নির্দেশ করে। ঐ সব বয়সে, কোন বিবাহ স্থির হলে অনেক সময় তা ভেঙ্গে যায়। যদি ঐ বয়সে বিবাহ হয় তাহলে ঐ নর-নারীর পক্ষে অতি অশুভ বিবাহ।

৩। শনি স্থান থেকে কোন রেখা নেমে এসে আয়ুরেখাকে স্পর্শ করা বা কেটে যাওয়া খারাপ। ঐ বয়সে অসুস্থতা, আঘাত, ভয়, প্রভৃতি হতে পারে। ঐ বয়সে যদি কোন নর-নারীর বিবাহ হয় তাহলে দাম্পত্য ক্ষেত্র অতি অশুভ হবে এবং বিবাহ-বিচ্ছেদ হবার সম্ভাবনা।

৪। আয়ুরেখা থেকে কোন রেখা উঠে বৃহস্পতির ক্ষেত্রে গেলে তা ঐ বয়সে অতি শুভফল প্রদান করে। নর-নারীর নিজের চেষ্টায়, সৎপথে থেকে স্বাবলম্বী হয়। ঐ বয়সে যদি কোন নর-নারীর বিবাহ হয় তাহলে তা অতি শুভ হয়।

৫। আয়ুরেখা থেকে কোন রেখা বুধের ক্ষেত্রের দিকে গেলে নর-নারী ব্যবসার দ্বারা জীবনে প্রচুর উন্নতি করতে পারে। এদের বুদ্ধি বৃত্তি প্রবল হয়। বুদ্ধি দ্বারা এরা দাম্পত্য জীবনকে সুখময় করতে পারে।

৬। আয়ুরেখা থেকে কোন রেখা চন্দ্রস্থানকে আড়াআড়ি অতিক্রম করে গেলে বিদেশ ভ্রমণ বোঝায়।

যৌবনে বিদেশ ভ্রমণ সময়ে কোন বিদেশী নর-নারীর সঙ্গেও এদের প্রেম বা বিবাহ হতে পারে।

৭। আয়ুরেখা একটু নিচে নেমে প্রথম মঙ্গলের ক্ষেত্র থেকে শুরু হলে এরা সাহসী কিন্তু অত্যন্ত জেদী হয়। ধীর স্থির শান্ত প্রকৃতির নর-নারীর সঙ্গে এদের বিবাহ হলে দাম্পত্য জীবন অশুভ হয়।

৮। আয়ুরেখা থেকে কোন রেখা উঠে সোজা রবির ক্ষেত্রে গেলে তা সুনাম, যশ, খ্যাতি প্রভৃতি বোঝায়। ঐ সঙ্গে যদি রবি রেখা ভাল থাকে তাহলে এরা দেশ-বিদেশে খ্যাতি ও যশ পেতে পারে।

মনের মত সহানুভূতিশীল নর-নারীর সঙ্গে এদের বিবাহ হলে দাম্পত্য জীবন অতি শুভ হয়। আর তা না হলে এদের দাম্পত্য জীবনে প্রবল বাধা বা অশান্তি আসতে পারে।

৯। আয়ুরেখাতে কোন যব থাকলে ঐ বয়সে কঠিন রোগ বোঝায়। ঐ সময় কোন বড় ফাঁড়াও আসতে পারে। ঐ সময় এদের স্বামী বা স্ত্রীর পক্ষেও অত্যন্ত মানসিক চিন্তা বোঝায়।

১০। আয়ুরেখায় কোন তিল থাকলে ঐ বয়সে দুর্ঘটনা বা দুর্নাম বোঝায়। দাম্পত্য ক্ষেত্রেও ঐ বয়স অত্যন্ত অশুভ।

## নবম অধ্যায়

## শুক্র বন্ধনী ( Girdle of Venus )

বৃহস্পতির ক্ষেত্র বা তর্জনীমূল থেকে কনিষ্ঠার মূল পর্যন্ত অর্ধচন্দ্রাকার রেখাকে শুক্রবন্ধনী বলে। এই রেখা থাকলে, প্রকৃত মানুষ হিসাবে বেঁচে থাকবার যেমন সম্ভাবনা প্রকাশ পায় আবার তেমনি নানাভাবে বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়দের সাহায্য পেতে পারে।

১। এই রেখা অভগ্ন ভাবে থাকলে জাতকের মধ্যে কোন না কোন গুণের আধিক্য দৃষ্ট হয়। শুক্রের গুণগুলি প্রকাশ পায়। জাতক অসাধারণ প্রতিভাশালী কবি বা সাহিত্যিক কিংবা সঙ্গীতজ্ঞ, ধার্মিক বা সুব্যবসায়ী হয়।

২। এই শুক্রবন্ধনীর সঙ্গে যদি গুপ্তক্রশ বা প্রত্যক্ষ দর্শন রেখা থাকে, তাহলে জাতক অসাধারণ খ্যাতনামা ব্যক্তি হয় ও নিজের চেষ্টায় ও সাধনায় প্রচুর অর্থ উপার্জন করে। অথবা সাহিত্যিক হিসাবে নিজেই এক ইতিহাস সৃষ্টি করে।

৩। এই রেখা যদি বৃহস্পতির স্থান থেকে বুধের স্থান পর্যন্ত সোজা প্রসারিত হয় এবং তার নাভি সুগোল ও গভীর থাকে তবে তা জাতক-জাতিকার পক্ষে অতি সুখ-দায়ক হয়। সে জীবনে ছোটো-বড় সকলের কাছ থেকে রাজ সম্মান, সাহায্য ও আশ্বাস পাবে—তার বুদ্ধি ও চিন্তার স্বচ্ছতা দিন দিন বৃদ্ধি পাবে ও প্রখ্যাত দাতা রূপে পূজিত হবে। অনেক বিখ্যাত গ্রন্থকার, বক্তা, অভিনেতা, শিল্পীদের হাতে এই ধরনের রেখা ও চিহ্ন থাকে।

৪। যদি এই রেখা সোজা বুধের ক্ষেত্রের থেকে অর্থাৎ কনিষ্ঠার মূল থেকে উঠে হৃদয়রেখার সঙ্গে মিলিত হয়ে বৃহস্পতির ক্ষেত্রের দিকে কিছুটা অসম্পূর্ণ থাকলে জাতক সচ্চরিত্র ও বিবিধ বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করে। সে সুপণ্ডিত হয় এবং কোন ধর্মপরায়ণ বিপরীত লিঙ্গের সাথে নিবিড় সম্পর্ক স্থাপন হয়।

৫। এই রেখা ছিন্ন থাকলে বা ভাঙ্গা থাকলে অথবা দুটি রেখা থাকলে জাতক-জাতিকা খুব কামুক হয়। এই ধরনের জাতক-জাতিকা নর-নারীর সঙ্গ লাভের জন্য সহজে বিপথগামী হয়ে থাকে।

৬। যদি এই রেখা স্পষ্ট কিন্তু মাঝখানে ভগ্ন হয় তবে জাতক-জাতিকা সহজেই বিচলিত হয়ে পড়ে। সে ভাবপ্রবণ ও কবি হয়, কিন্তু তার চরিত্র দোষ ঘটে থাকে।

৭। এই রেখা পরিষ্কার কিন্তু তার ওপরে নক্ষত্র চিহ্ন থাকলে জাতক গুণান্বিত ও শিল্পী হয়, কিন্তু ব্যাভিচারে তাদের দিন কাটে। এদের পেছনে নানা জাতীয় নর-নারী ঘোরে ও তাদের প্রভাবান্বিত করবার জন্য চেষ্টা করে।

৮। যদি এই রেখা অসম্পূর্ণ থাকে এবং পরিষ্কার রবিরেখা ও ভাগ্যরেখা এই রেখাকে কর্তন করে চলে যায়, তবে জাতক সুপণ্ডিত, বুদ্ধিমান, বিষয়ী, গ্রন্থকার ও প্রেমিক হয়। কিন্তু যদি রবি ও ভাগ্যরেখা ক্ষীণ হয় ও শুক্রবন্ধনী বেশ গভীর হয়, তাহলে জাতকের সব গুণ থাকা সত্ত্বেও তার মধ্যে নানা প্রকার কুবুদ্ধি আনয়ন করে।

৯। এই রেখা তর্জনী থেকে কনিষ্ঠার মূল পর্যন্ত বিস্তৃত হলে জাতক গুণান্বিত হলেও তার মধ্যে লাম্পট্য দোষ থাকে। সে একাধিক নারীর প্রিয় হয় এবং তাদের মধ্যে যৌন নিষ্ঠার অভাব থাকে। কিন্তু একটা কথা মনে রাখা উচিৎ যে, সকল রকম হাতেই এ ধরনের শুক্রবন্ধনী যৌন নিষ্ঠার অভাব সূচিত করে না। চওড়া এবং মোটা করতলেই তা সূচিত করে, সরু এবং দীর্ঘ হাতে নয়।

১০। এই রেখা যদি মধ্যস্থলে বিভক্ত থাকে এবং শনি রেখা ও বৃহস্পতি রেখা

তাকে কর্তন করে, তবে জাতকের গুণাদি থাকা সত্ত্বেও তার উন্নতির পথে নানা বাধা উপস্থিত হয়।

১১। যদি নারীর হস্তে শুক্রবন্ধনী থাকে তবে তা শুভ নয়। এই নারী গোপনে বহু বল্লভা বা বিপথগামিনী হয়। তাদের বাতরোগ বা মূর্চ্ছা রোগ হয়।

১২। এই রেখা বুধস্থানে যদি বিবাহরেখাকে কর্তন করে থাকে, তাহলে জাতক হৃদয়হীন ও নিষ্ঠুর প্রকৃতির হয়। সে স্ত্রীর ওপরে নানা অনাচার ও অত্যাচার করে থাকে। তার স্ত্রীর জীবন তাই দুঃখময় হয়।

## শনির বন্ধনী

যে রেখা শনিক্ষেত্রের উপরিস্থিত মধ্যমা মূলকে বৃত্তাকারে ঘিরে রাখে, তাকে শনির বন্ধনী বলে। করতলে শনির বন্ধনী অতি অল্প লোকের হাতেই দেখা যায়।

শনির বন্ধনী যাদের হাতে দেখা যায়, তাদের জীবন নিঃসঙ্গ ও বিপদময় হয়। তারা সমাজ ও সংসার থেকে দূরে থাকতে খুব ভালবাসে এবং সব সময় নিজের চাপা চিন্তা ধারা অনুযায়ী চলে।

এরা জীবনে দুর্দশায় পড়ে ও কোনো কাজ জীবনে সম্পন্ন করতে পারে না বা কাজে সফল হয় না।

এরা খুব একগুঁয়ে প্রকৃতির হয় বলে, অন্যের মতকে গ্রহণ করতে চায় না, নিজের মতকেই সর্বদা বড় মনে করে।

এরা নিজেদের খুব বেশি জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান বলে মনে করে। এরা বিবাহ করতে চায় না। বিবাহ করলেও বিবাহিত জীবন খুব সুখের হয় না। মাঝে মাঝেই এদের জীবনে মৃত্যু ভয় বা অন্য নানা ভয় জেগে ওঠে। এরা নানা অশুভ চিন্তা করে নিজের স্বাস্থ্য নষ্ট করে। জীবনে খুব দুঃখ কষ্ট পায় বা কোনোও শোচনীয় দুর্ঘটনায় এরা মারা যায়। সংক্ষেপে এদের সারা জীবনকেই অশুভ বলা চলে।

## সলোমন বন্ধনী

যে রেখা বৃহস্পতি ক্ষেত্রের উপরিভাগে তর্জনী মূলকে ঘিরে রাখে, তাকে সলোমন বন্ধনী বলে।

রাজা সলোমন ছিলেন খুব জ্ঞানী, বিদ্বান, বুদ্ধিমান ও বিচারশীল। তাঁর নাম থেকেই এই রেখার নাম দেওয়া হয়েছে।

১। যাদের করতলে এই সলোমন বন্ধনী পরিষ্কার থাকে তিনি জ্ঞানী, তত্ত্বজ্ঞ ও দার্শনিক হন। তাছাড়া তিনি সুন্দরী ও বিদুষী নারীর পতি হন এবং সময় বিশারদ হন।

২। এঁরা যোগবিদ্যা, জ্যোতিষ, প্রকৃতি বিজ্ঞান, চিকিৎসা, রাজনীতি, অর্থনীতি ইতিহাস, ধর্ম ও ভাষাতত্ত্বে পণ্ডিত ও বেশ পারদর্শী হন।

অবশ্য এগুলির সবগুলির বিষয়ে তাদের জ্ঞান লাভ থাকতে পারে, তবে দু-একটি বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান থাকতে বাধ্য।

সলোমন বন্ধনী পরিস্কার না হয়ে যদি অস্পষ্ট বা ভগ্ন হয়, তাহলে এই রেখা জাতকের হয় তো ঐ সব বিষয়ে সহজ প্রবণতা ছিল কিন্তু নানা বাধার জন্যে সে উচ্চ জ্ঞান লাভ করতে পারে নি বা জ্ঞান লাভে বঞ্চিত হয়েছে।

## দশম অধ্যায়

# জন্মমাস অনুযায়ী প্রেম, বিবাহ, বন্ধুত্ব

বিভিন্ন মাসে জন্ম নিলে তাদের ওপর নানা বিভিন্ন প্রভাব পড়ে এ বিষয়ে অন্যান্য গ্রন্থে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। কোন্ মাসে জন্ম নিলে প্রেম, বিবাহ ও বন্ধুত্ব কেমন হয়, তা আলোচনা করা হচ্ছে—

### জানুয়ারী মাসে জন্ম নিলে

এদের জীবনে প্রেম ও ভালবাসা বেশ দৃঢ় হয়। যদি উপযুক্ত পাত্রীর সঙ্গে বিবাহ হয়, তাহলে দাম্পত্য ক্ষেত্র ভাল হয়। তবে চঞ্চলমতি নারী বা পুরুষের সঙ্গে বিবাহ হলে দাম্পত্য জীবন অশুভ হয়।

যাদের সঙ্গে এদের বন্ধুত্ব হয় তা বেশ স্থায়ী হয়। তবে চট করে বেশি বন্ধু সৃষ্টি করা এরা পছন্দ করে না।

যাদের জন্ম মে, জুন, সেপ্টেম্বর বা অক্টোবর অথবা জানুয়ারী মাসে তাদের সঙ্গে এদের প্রেম বা বিবাহ শুভ হবার সম্ভাবনা। ঐ সব মাসের নর-নারীর সঙ্গে এদের বন্ধুত্বও বেশ শুভ হয়। মার্চ মাসে যাদের জন্ম তেমন নর-নারীর সঙ্গেও বন্ধুত্ব শুভ হয়।

### ফেব্রুয়ারী মাসে জন্ম নিলে

ফেব্রুয়ারী মাসে যাদের জন্ম ঐ সব জাতক-জাতিকা একটু শান্ত এবং গম্ভীর হয়। একা নির্জনে থাকতে ভালবাসে। সাধনা, বিদ্যার্জন, উচ্চ চিন্তা প্রভৃতি এদের বৈশিষ্ট্য। তাই এদের প্রেমের সংখ্যা কম। তবে যাকে ভালবাসে মন প্রাণ দিয়ে ভালবাসে। এদের বন্ধুত্ব খুব কম হয়। যারা বন্ধু তাদের জন্য এরা প্রচুর ত্যাগ স্বীকার করতে পারে।

অনেক সময়ই এদের দাম্পত্য জীবন খুব শুভ হয় না এবং প্রেম ও বিবাহের ক্ষেত্রে অশান্তি আসতে পারে। তবে ফেব্রুয়ারী, মে, জুন, অক্টোবর ও ডিসেম্বর মাসে যাদের জন্ম তাদের সঙ্গে দাম্পত্য জীবন সুখের হতে পারে। ঐ মাসে যাদের জন্ম তাদের সঙ্গে বন্ধুত্বও শুভ হয়।

## মার্চ মাসে জন্ম হলে

মার্চ মাসের জাতক হল সৎপথগামী, ধার্মিক। কিন্তু তাদের মনের মধ্যে কিছু সন্দিগ্ধ ভাব থাকে। অনেক সময় স্বামী, স্ত্রী বা বন্ধুকে মিথ্যা সন্দেহ করার জন্য তাদের সঙ্গে মানসিক দ্বন্দ্ব ঘটতে পারে।

যদি ঘোটক বিচার করে বিবাহ হয়, তাহলে দাম্পত্য সুখের হয়—তা না হলে এদের দাম্পত্য জীবনে মাঝে মাঝে অশান্তি আসতে পারে।

যাদের জন্ম মার্চ, জুলাই, নভেম্বর, ডিসেম্বর বা জানুয়ারী, তাদের সঙ্গে বিবাহ বা প্রেম হলে এদের পক্ষে তা শুভ হয়। আবার ঐসব মাসে যাদের জন্ম তাদের সঙ্গে বন্ধুত্বও শুভ হয়।

অক্টোবর মাসের জাতকের সঙ্গে এদের প্রেম, বিবাহ বা বন্ধুত্ব অশুভ হয়।

## এপ্রিল মাসে জন্ম হলে

এপ্রিল মাসে জন্ম হলে এদের মনের জোর খুব থাকে। এরা শান্ত—তবে রেগে গেলে মাথা খুব গরম হয়। এদের জীবনে দাম্পত্য ক্ষেত্র অনেক সময়ই শুভ হয় না। অবশ্য উপযুক্ত বিচার করে বিবাহ করলে দাম্পত্য ক্ষেত্রে কিছুটা শুভ হতে পারে।

যাদের জন্ম এপ্রিল, জুলাই, আগস্ট, ডিসেম্বর—তাদের সঙ্গে বিবাহ হলে এদের দাম্পত্য জীবন বেশ শুভ হবার সম্ভাবনা। ঐ সব মাসে যাদের জন্ম তাদের সঙ্গে বন্ধুত্বও শুভ হবে। নভেম্বর মাসের নর-নারীর সঙ্গে এদের প্রেম, বিবাহ বা বন্ধুত্ব মোটামুটি শুভ হয়।

## মে মাসে জন্ম হলে

মে মাসে যাদের জন্ম তারা প্রেমের ক্ষেত্রে বিশেষ অবৈধ হয়। যাকে ভালবাসে তাকে যেমন করে হোক পাবার চেষ্টা করে। কিন্তু সব সময় প্রেম বা বিবাহ শুভ না হতেও পারে। এরা প্রেমের ক্ষেত্রে খুব একনিষ্ঠ হয়। যৌনক্ষেত্রে কোনও রকম ব্যভিচার ভালবাসে না।

যাদের জন্ম সেপ্টেম্বর, জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী এবং মে, তাদের সঙ্গে প্রেম ও দাম্পত্য জীবন এদের বেশ শুভ হয়। এইসব মাসে জন্ম এমন নর-নারীর সঙ্গে বন্ধুত্বও শুভ হয়।

জুলাই মাসে জাত ব্যক্তিদের সঙ্গেও বন্ধুত্ব কিছুটা শুভ হয়ে থাকে এদের।

ডিসেম্বর মাসে যাদের জন্ম তাদের সঙ্গে প্রেম বা বিবাহ শুভ হয় না।

## জুন মাসে জন্ম হলে

জুন মাসে যাদের জন্ম তাদের মধ্যে মাঝে মাঝে দ্বৈতভাব প্রকাশ পায়। এদের মনের জোর থাকে। এরা রসিক হয় এবং শিল্প, সাহিত্য, কাব্য, অভিনয় প্রভৃতিতে আকর্ষণ থাকে।

এরা চপলতা, হৈ চৈ, আনন্দ প্রভৃতি করতে ভালবাসে। গাম্ভীর্য এদের প্রিয় নয়। তাই ঐ ধরনের পাত্র-পাত্রী বা বন্ধু এদের শুভ হয়। তা না হলে অশুভ হয়।

যে সব নর-নারীর জন্ম আগস্ট, সেপ্টেম্বর, অক্টোবর, ফেব্রুয়ারী বা জুন মাসে, তাদের সঙ্গে এদের বিবাহ শুভ হয়। ঐ ধরনের নর-নারীর সঙ্গে বন্ধুত্বও শুভ হয়।

## জুলাই মাসে জন্ম হলে

জুলাই মাসে জন্ম হলে তারা হয় চন্দ্র প্রধান লোক। এরা শিল্প, সাহিত্য, কাব্য, অভিনয় প্রভৃতি ভালবাসে। এরা আনন্দ ও সূক্ষ্ম রুচি ভালবাসে।

সাধারণতঃ রুচিশীল কোন নর-নারীর সঙ্গে প্রেম ও বিবাহ এদের পক্ষে শুভ হয়। তবে তা সত্ত্বেও দাম্পত্য জীবন খুব একটা শুভ হয় না। তার কারণ মনের মতো প্রেম বা বিবাহ অনেক সময়ই এদের হয় না।

যাদের জন্ম জুলাই, নভেম্বর, মার্চ বা এপ্রিল মাসে এমন নর-নারীর সঙ্গে এদের বিবাহ শুভ হয়। এই ধরনের নর-নারীর সঙ্গে এদের বন্ধুত্বও বেশ শুভ হয়।

ফেব্রুয়ারী মাসে জাত নর-নারীর সঙ্গে এদের বন্ধুত্ব ও প্রেম, বিবাহ অতি অশুভ।

## আগস্ট মাসে জন্ম হলে

আগস্ট মাসে জাত লোকেদের প্রেম ও বিবাহ প্রায়ই শুভ হয় না। এরা স্পষ্ট সত্য পথে চলতে চায়। অন্যায়কে সমর্থন করে না। এরা সাহসী হয় এবং কখনো প্যাঁচ পছন্দ করে না।

উচ্চ ধরনের লোকদের সঙ্গে মেলামেশা করতে এরা ভালবাসে এবং তেমন সুযোগ জীবনে অনেক পেয়ে থাকে। যদি বিবাহ বা প্রেম তেমন সরল উদার মনের নর-নারীর সঙ্গে হয় তবে এদের দাম্পত্য জীবন শুভ হয়। আর যদি তা না হয় তা হলে এদের দাম্পত্য জীবন অতি অশুভ হয়ে থাকে।

যাদের জন্ম আগস্ট' নভেম্বর, ডিসেম্বর, এপ্রিল বা জুন মাসে, তাদের সঙ্গে এদের প্রেম বা বিবাহ শুভ হয়। এইসব মাসে জন্ম এমন নর-নারীর সঙ্গে এদের বন্ধুত্বও শুভ হয়।

## সেপ্টেম্বর মাসে জন্ম হলে

এই মাসে জন্ম হলে নরনারী হয় বুদ্ধিমান এবং বিচক্ষণ। সহজে কোন কারণে মাথা গরম করে না। বুদ্ধি খাটিয়ে এরা জীবনের সব ক্ষেত্রে জয়লাভ করে থাকে।

এরা আনন্দপ্রিয়—শিল্প, সাহিত্য, অভিনয়, গান-বাজনা ভালবাসে। সেই ধরনের নর-নারীর সঙ্গে বিবাহ হলে দাম্পত্য জীবন সুখের হয়। এর উল্টো ধরনের নর-নারীর সঙ্গে খুব শুভ হয় না।

যাদের জন্ম সেপ্টেম্বর, জানুয়ারী, মে বা জুন মাসে তাদের সঙ্গে প্রেম বা বিবাহ শুভ হয়। ঐসব মাসে জাত নর-নারীর সঙ্গে বন্ধুত্বও এদের বেশ শুভ হয়। এপ্রিল মাসে জাত নর-নারীর সঙ্গে প্রেম, বিবাহ, বন্ধুত্ব অশুভ হয়।

### অক্টোবর মাসে জন্মে হলে

অক্টোবর মাসে জন্ম হলে জাতকের মধ্যে শিল্পে অনুরাগ দেখা যায়। সুন্দরভাবে সাজিয়ে গুছিয়ে জীবন কাটাতে চায়। এরা প্রায়ই গৃহসুখে আনন্দ পায়। সব করতে চায় নিপুণভাবে। তেমনি ধরনের নর-নারীর সঙ্গে এদের প্রেম, বিবাহ ও বন্ধুত্ব শুভ হয়।

যাদের জন্ম অক্টোবর, জানুয়ারী, ফেব্রুয়ারী বা জুন মাসে তাদের সঙ্গে দাম্পত্য জীবন ও বন্ধুত্ব শুভ হয।

মে মাসের জাতকের সঙ্গেও এদের প্রেম বা বিবাহ কিছুটা শুভ হয়।

### নভেম্বর মাসে জন্ম হলে

নভেম্বর মাসের জাতকরা ধার্মিক ও সৎপথগামী হয় তবে তাদের মধ্যে জেদী ভাব প্রবল থাকে। সৎপথে চলতে এরা ভালবাসে বলে অসামাজিক নব-নারীদের সঙ্গে মনের মিল কম হবে। তেমন নব-নাবীব সঙ্গে এদেব প্রেম ও বিবাহ অশুভ হয়।

যাদের জন্ম নভেম্বব, মার্চ জুলাই বা আগষ্ট মাসে তাদেব সঙ্গে প্রেম, বিবাহ বা বন্ধুত্ব শুভ হয়। জুন মাসের জাতকরা এদের পক্ষে অতি অশুভ হয়।

### ডিসেম্বর মাসে জন্ম হলে

এই মাসে যাদের জন্ম তারাও সৎপথগামী, ধার্মিক হয়। এদের মধ্যে তেজ প্রবল হয়। অপরকে-ভালবাসে না তেমন নর-নারীর সঙ্গেই এদের প্রেম, বিবাহ বা বন্ধুত্ব শুভ হয়।

যাদের জন্ম ডিসেম্বর, মার্চ, এপ্রিল বা আগষ্ট মাসে তাদের সঙ্গে প্রেম, বিবাহ বন্ধুত্ব শুভ হয়।

## একাদশ অধ্যায়

# জন্মবার অনুযায়ী প্রেম, বিবাহ, বন্ধুত্ব

কোন্ কোন্ বারে জন্মালে জীবনে প্রেম, বিবাহ, বন্ধুত্ব কেমন হয় এই বিষয়ে আলোচনা করা হচ্ছে—

### রবিবারে জন্ম হলে

এদের প্রেম, বিবাহ ও বন্ধুত্ব শুভ হবে—যাদের জন্ম সোম, বুধ বা রবিবার। তাছাড়া অন্য বারের জাতকদের সঙ্গে মতের মিল কম হবে।

আগস্ট এবং সেপ্টেম্বরে যাদের জন্ম তাদের সঙ্গে প্রেম, বিবাহ, বন্ধুত্ব শুভ হবে। নভেম্বর, মার্চ এবং এপ্রিল মাসে জাত লোকেদের সঙ্গেও প্রেম, বিবাহ বন্ধুত্ব কিন্তু শুভ হবে।

### সোমবার জন্ম হলে

এদের প্রেম, বিবাহ ও বন্ধুত্ব শুভ হয় তাদের সঙ্গে, যাদের জন্ম রবি, সোম, মঙ্গল বা বৃহস্পতির। সোমবার যাদের জন্ম তাদের সঙ্গে মতের মিল কম হবে।

যাদের জন্ম জুলাই, নভেম্বর, মার্চ বা এপ্রিল মাসে তাদের সঙ্গে এদের প্রেম, ভালবাসা ও বন্ধুত্ব শুভ হয়।

### মঙ্গলবারে জন্ম হলে

সোম, মঙ্গল, বৃহস্পতি ও রবিবারে যাদের জন্ম এমন নর-নারীর সঙ্গে প্রেম, বিবাহ, বন্ধুত্ব শুভ হয়। জুলাই, আগস্ট, নভেম্বর ও মার্চ মাসে যাদের জন্ম তাদের সঙ্গে বিবাহ ও বন্ধুত্ব শুভ হয়।

### বুধবারে জন্ম হলে

বুধবার, শুক্রবার ও শনিবারে যাদের জন্ম এরকম নর-নারীর সঙ্গে বিবাহ, প্রেম ও বন্ধুত্ব শুভ হয়।

জানুয়ারী, ফেব্রুয়ারী, জুন, সেপ্টেম্বর মাসে যাদের জন্ম তাদের সঙ্গে এদের প্রেম, বিবাহ ও বন্ধুত্ব শুভ হবে।

### বৃহস্পতিবারে জন্ম হলে

রবি, সোম, মঙ্গল বা বৃহস্পতিবারে জন্ম হলে তাদের সঙ্গে এই সব নর-নারীর প্রেম, বিবাহ ও বন্ধুত্ব শুভ হয়।

যাদের জন্ম এপ্রিল, জুলাই, আগস্ট, নভেম্বর বা ডিসেম্বরে তাদের সঙ্গে এদের প্রেম, বিবাহ ও বন্ধুত্ব শুভ হয়।

### শুক্রবারে জন্ম হলে

যাদের জন্ম বুধ, শুক্র, বা শনিবারে তাদের সঙ্গে এদের প্রেম, বিবাহ ও বন্ধুত্ব শুভ হয়।

যাদের জন্ম মে, সেপ্টেম্বর, অক্টোবর, জানুয়ারী বা ফেব্রুয়ারী মাসে তাদের সঙ্গে প্রেম, বিবাহ, বন্ধুত্ব শুভ হয়।

### শনিবারে জন্ম হলে

যাদের জন্ম বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র বা শনিবারে তাদের সঙ্গে এদের প্রেম, বিবাহ বা বন্ধুত্ব শুভ হয়।

জানুয়ারী, ফেব্রুয়ারী, মে, জুন, সেপ্টেম্বর বা অক্টোবরে যাদের জন্ম তাদের সঙ্গে এদের প্রেম, বিবাহ ও বন্ধুত্ব শুভ হয়।

# বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ জানুন

## ( Learn Your Present, Past and Future )

### প্রথম অধ্যায়

### হাত দেখা শেখার প্রধান কতকগুলি নিয়ম-কানুন।

হাত ও হাতের রেখা দেখে নর-নারীর ভাগ্য গণনা অতি প্রাচীন পদ্ধতি। হাত ও হাতের রেখা বিচার করতে শিখতে হলে, প্রথমে কতকগুলি নিয়ম মনে রাখতে হবে। হাত দেখার নিয়ম অনুসারে, এইসব বিচারের ফলাফল বলতে হবে। প্রথমে এইসব নিয়মের উল্লেখ করা যাচ্ছে—

(১) উজ্জ্বল আলোতে সব সময় হাত দেখা কর্তব্য। স্বল্প আলোতে দেখা উচিত নয়। তাতে রেখাগুলি ও শাখাগুলির গঠন ও আকৃতি ঠিকমত বোঝা যায় না।

(২) ম্যাগনিফাইং কাচের সাহায্য যদি নেওয়া যায়, তাহলে সবচেয়ে ভাল হয়। কেন না এমত অবস্থায় সূক্ষ্মতম রেখাগুলিও চোখে ধরা পড়ে। একটা স্কেল বা কম্পাস রাখা দরকার। অবশ্য স্কেলের দাম অনেক।

হাতের রেখা বিচার করার আগে হাতের গড়ন পরীক্ষা করা উচিত। এতে বোঝা যায় যে, হাত উত্তম মধ্যম বা নিকৃষ্ট কোন্ শ্রেণীর। এই ভেদাভেদ থাকা উচিত এমন কোনও কথা তিনি বলবেন না, বা এমনভাবে প্রকাশ করবেন না, যাতে যিনি হাত দেখাচ্ছেন তাঁর মনে কোনও আঘাত লাগে।

(৪) কোনও শান্ত পরিবেশে হাত দেখা উচিত।

(৫) সাধারণতঃ প্রশ্ন কর্তার দুটি হাতই দেখা উচিত। ঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হলে, বিশেষতঃ কোনও জটিল বিষয়ের বিচারে ডান ও বাম দুই হাতের রেখাই সযত্নে মনোযোগ দিয়ে দেখে নিয়ে ফলাফল বলতে হবে। ভারতীয় মতে ও কিরোর মতে ডান হাতে ৭৫% ও বাঁ হাতে ২৫% ফল দেয়। ডান হাতে নিজের কাজের দ্বারা ও বাঁ হাত বংশগতভাবে।

### হাতের রঙ বিচার ও ফলাফল

মানুষের হাতের রং প্রধানতঃ পাঁচ প্রকারের হয়ে থাকে—যেমন—(১) হলুদ (২) লাল (৩) কালো (৪) গোলাপী (৫) নীলাভ।

### (১) হলুদ রঙ

করতল হলুদ রঙ হলে শ্লেষ্মাধিক্য, পাকস্থলীর রোগ, মাথার যন্ত্রণা, দৈহিক তাপ বৃদ্ধি ও কোষ্ঠকাঠিন্য প্রভৃতি হয়। জাতকের প্রকৃতির মধ্যে পুরুষের কঠোরতা দেখা

যাবে। স্বভাব হবে চাপা ও অন্তর্মুখী। সে নানারকম অসংলগ্ন চিন্তা, আকাশ-কুসুম কল্পনাপ্রিয় হবে না। ভাবাবেগ বেশি থাকা সত্ত্বেও তারা হবে না যুক্তিহীন। তারা হবে শান্তিপ্রিয়, অহংকারী ও চতুর।

## (২) লাল রঙ

যাদের করতল লাল তাদিগের সবাই বিশ্বাস করতে পারে। এরা কোমল স্বভাবের হয়। রাগলে মাত্রা জ্ঞান কিছু থাকে না। এরা ক্ষমতা লোলুপ।

## ( ৩ ) কালো রঙ

কালো এই করতল বিশিষ্ট পুরুষ বা নারীরা ভীষণ স্পষ্ট, ক্রোধী ও দুঃখী হয়। এরা হত্যা, রাহাজানি, ব্যাভিচার, চুরি-ডাকাতিতে সিদ্ধহস্ত হতে পারে। সর্বদা মানসিক ক্লেশ ভোগ করে। বিষন্নতাই এদের ধর্ম।

এদের মধ্যে পেটের পীড়া, বাত, চর্মরোগ, গোপন ব্যাধি খুব বেশি হয়ে থাকে। এরা প্রায়ই বিচার-বিবেচনা করে কাজ করে না। কোন কাজের কি ফল হতে পারে, তা জানে না বা ভাবে না। বুদ্ধি মোটা, স্বার্থপর এবং এরা কঞ্জুস হয়।

## ( ৪ ) গোলাপী রঙ

গোলাপী রঙের হাত বিশিষ্ট জাতকের কতকগুলি চমৎকার গুণ থাকে। সে হয় ন্যায়-পরায়ণ, সুবিচারক, যুক্তিবাদী, স্বাস্থ্যবান, আমোদপ্রিয়, সঙ্গীতপ্রিয়, কল্পনাপ্রবণ ও সৌভাগ্য যুক্ত অভিনেতা, নাট্যকার ও কৌতুকপ্রিয়।

এদেব মধ্যে রজোগুণের আধিক্য পরিলক্ষিত হয়।

## ( ৫ ) নীলাভ রঙ

নীলাভ করতলের বিশিষ্ট লোকদের মধ্যে স্নায়বিক ও মানসিক দুর্বলতা থাকবেই। এরা খুব অল্প বয়সে নিরাশ ও বিষণ্ণ হয়। প্রতিটি বিষয়ের খারাপ দিকটাই এরা আগে দেখতে পায়। এরা নিজের ভাল করতে গিয়ে সবার আগে অন্যের ক্ষতি করে।

## নরম হাত ও শক্ত হাত

সাধারণতঃ হাত দুরকমের দেখা যায়—

(১) নরম হাত।

(২) শক্ত হাত।

## নরম হাত

যাদের হাত নরম হয়, তারা কোমল প্রকৃতির হয়। বেশি নরম হলে অত্যন্ত

ভাবুক ও চিন্তাপ্রবণ হয়। প্রকৃতিতে ভাবপ্রবণতা থাকায়, এরা প্রধানতঃ কল্পনার জগতে বাস করে। একালের অনেক হস্তরেখাবিদ বলেন, এ হাত বর্তমানে অচল। যান্ত্রিক যুগে যেন মানবতাবাদের কোনও মূল্য নেই। তবে সেটা বিচার্য বিষয়। জীবনে এরা নানাভাবে দুঃখ পেতে পারে। নারীদের সঙ্গে মিশলেও শান্তি হবে না।

এবা ভালবাসার প্রতিদান পায় না। ভালবাসে প্রতিদান এরা পায় না তবু নানা ভাবে প্রেমে আকৃষ্ট হয়। এরা ভালবেসে নিজেকে সুখী মনে করে।

এদের মধ্যে সামাজিক প্রবণতা থাকায় এরা পাঁচজনের সঙ্গে ভালভাবে মেশে। এরা গান-বাজনা, জলপথে ভ্রমণ, ছবি আঁকা, কবিতা লেখা, সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ে জড়িত থাকে। এদের মনের উদারতা কিন্তু কম। স্বার্থ সিদ্ধির জন্যে যে কোনও চিন্তা করতে পটু। এদের সৌন্দর্য ও শিল্পবোধ শীঘ্র হয়।

বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-পরিজনের সঙ্গে এরা খুব ভাল ব্যবহার করে থাকে। মেয়েদের মত এদের মধ্যে আবেগ খুব বেশি। ভালবেসে সুখী হলে, এদের মত সুখী কম দেখা যায়। যাদের হাত কোমল তাদের অন্তরও কোমল হয় সব সময়। বর্তমান যুগেব পুরুষ বা নারীর নরম হাত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

## শক্ত হাত

শক্ত হাত যাদের, তাদের প্রকৃতিতে দৃঢ়তা ও সময় সময় কঠোরতা থাকে।

এদের প্রকৃতিতে সামান্য পরিমাণে ভাবুকতাও থাকে। পরিশ্রমে এদের ক্লান্তি আসে না। এরা প্রাণপাত পরিশ্রম করে। সংসারকে ভালবাসে।

জীবনে চলার পথে এরা সাহসী, নানা ঝড়-ঝাপটা এরা অনায়াসে অতিক্রম করে। সব সময় এরা পরের মতে চলতে চায় না।

## হাতের শ্রেণী বিভাগ

পাশ্চাত্য হস্তরেখাবিদ্ কিরো হাতকে মোট সাতটি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন। এই সাতটি বিভাগ হলো—

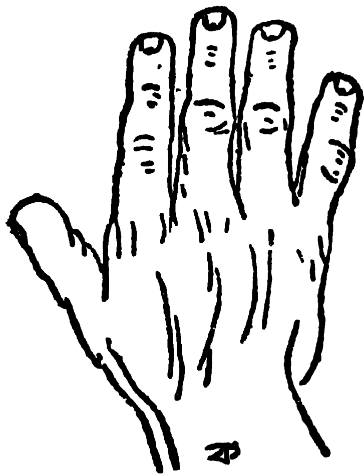
১। সাধারণ হাত। ২। চৌকো হাত।
৩। স্থূলাগ্র হাত। ৪। দার্শনিক হাত।
৫। সূক্ষ্মাগ্র হাত। ৬। শিল্পী হাত।
৭। মিশ্র হাত।

## সাধারণ হাত

শক্তভাব এবং সাধারণ হাত যাদের থাকে, তাদের প্রত্যহ একটা বাঁধাধরা নিয়মের মধ্যে থাকতে হবে। প্রাগৈতিহাসিক যুগে মানুষের ছিল এই ধরনের হাত।

মোটা হাতের চেটো থলথলে হয়ে থাকে। বুড়ো আঙুল অত্যন্ত ছোট এবং হাতের তেলোর খুব বেশি নিচে বসানো। এই জাতীয় হাতে বুদ্ধির থেকে বেঁচে-

থাকার জন্য শ্রম ভাবটা বেশি। হাত যত মোটা ও ছোট হবে তত বেশি নিষ্ঠুরতা ভাব থাকে। এদের মানসিক শান্তি অন্য সব শ্রেণীর হাতের চেয়ে কম। এরা নিকৃষ্ট ধরনের গান-বাজনা, আমোদ-প্রমোদ খুব ভালবাসে। দেখা গেছে পরিবেশ সদ্‌বংশে ও বিবাহাদির দ্বারা যে সন্তান হয়, তারা অনেকেই অগ্রগামী হয়।



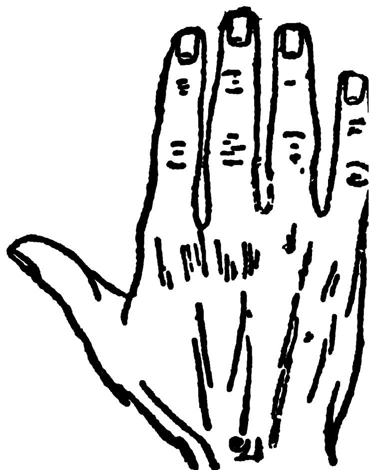
সাধারণ হাত

এদের বুদ্ধি বেশি থাকে না। সেইজন্য বেশি শারীরিক পরিশ্রমের, কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করতে হয়। এরা যদি রেগে যায় তবে হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হয়ে পড়ে। প্রধানতঃ লেখা পড়া, কলাবিদ্যা, ও সাহিত্য বিষয়ে এরা বিশেষ উন্নতি করতে সক্ষম হয় না। তার কারণ হলো এদের বুদ্ধি বৃত্তি এবং বোধশক্তি একটু কম থাকে। তাই এদের জীবন আহার, নিদ্রা এবং স্ফূর্তি আমোদ নিয়েই কাটে। এদের মনের মধ্যে উচ্চাকাঙ্ক্ষাও কম থাকে।

## চৌকো হাত

এই হাতের তেলোর গড়ন এবং নখগুলো চৌকো বলেই মনে হয়, তাই এর নাম চৌকো হাত।

এই ধরনের হাতের চেটো চৌকো মতো দেখায়। বৃদ্ধাঙ্গুলি অন্য হাতের তুলনায় সুসংবদ্ধ হয়। আঙ্গুলের উৎপত্তি স্থানগুলি উঁচু-নিচু থাকে না—সব সমতল হয়। চৌকো হাতের আঙ্গুলের নখগুলি সাধারণতঃ আকারে ছোট হয়। এই হাতের বুড়ো আঙ্গুল অন্যান্য আঙ্গুলের চেয়ে সুন্দর এবং যেখান থেকে আঙ্গুলগুলি বেরিয়েছে সে স্থান সমান ও আঙ্গুলের নখগুলি ছোট।



চৌকো হাত

এই হাতের সব আঙ্গুলও হয় চৌকো ধরনের। বুড়ো আঙ্গুল প্রায়ই লম্বাটে ধরনের ও সুগঠিত হয়। এদের কল্পনা-শক্তি ও কার্যশক্তি ক্ষমতা বেশি, তার কারণ হলো, এরা খুবই বাস্তববাদী ও কাজের

হয়। এদের অনেকে ভাল লোক, ব্যবসায়ী, আইনজীবী, চিকিৎসক এবং বৈজ্ঞানিক হয়।

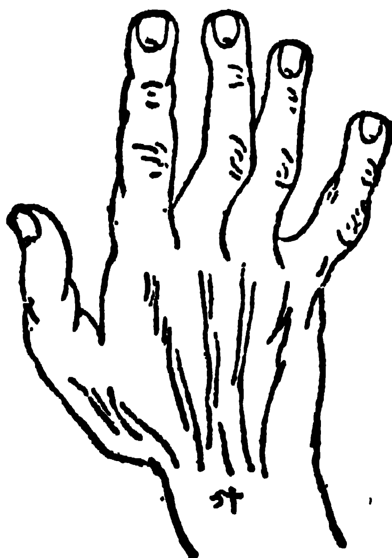
সব সময় একটা না একটা কাজে এদের ডুবে থাকতে হয়।

কাজ না করে চুপ করে বসে থাকতে হলে এদের মন হাঁপিয়ে ওঠে। চৌকো হাতের লোকেরা ঘরে বাইরে সর্বত্র একটা নিয়ম ও শৃংখলা ভালবাসে। এদের আঙ্গুলে গাঁট থাকলে এরা ভাল গণিতজ্ঞ ও রাজনীতিজ্ঞ হয়। জীবনের যে একটা বিশেষ দিক আছে তা এরা জানে। ভবঘুরে ও চঞ্চল হয়।

## স্থূলাগ্র হাত

এই স্থূলাগ্র জাতীয় হাতের স্থূলদেশ আকারে চওড়া ও আঙ্গুলের দিকে ক্রমশঃ—ঢালু, করতল ও আঙ্গুল পুরু। এই ধরনের হাতে বৃদ্ধাঙ্গুলি লম্বা হয়। এই হাত নরম ভাবপ্রবণ হাত।

যদি এদের আঙ্গুলে গাঁট হয়, তবে বুঝতে হবে যে জাতক, চিত্রকর, চিকিৎসক, ইঞ্জিনীয়ার, হিসাব পরীক্ষক ইত্যাদিতে সুনাম অর্জন করতে পারবে, হাতের আঙ্গুলের ভাবগুলো অনেকটা স্থূল হয়।



স্থূলাগ্র হাত

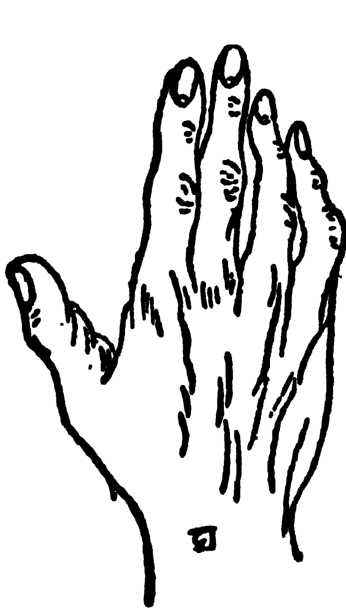
যদি এদের হাত শক্ত হয়, তাহলে এরা হয় পরিশ্রমী, বাস্তববাদী, যুক্তিবাদী ও উৎসাহী। এদের আধ্যাত্মিক চেতনা তীব্র।

স্বাধীনতাই এদের জীবনের মূলমন্ত্র। ব্যক্তিত্ব হচ্ছে এদের জন্মগত বৈশিষ্ট্য। কিন্তু এরা কোনও কাজ ধীরে-সুস্থে করতে পারে না, এদের মন খুব অস্থির। সব কাজ তাড়াতাড়ি শেষ করতে চায়। এরা খুব তাড়াতাড়ি রেগে যায়। তবে এদের রাগ বেশিক্ষণ থাকে না। এদের কল্পনা শক্তি ও রসজ্ঞান থাকে—রস এরা বোঝে, রসসৃষ্টি করতে পারে আবার শৌর্য-বীর্যেরও আধার এরা।

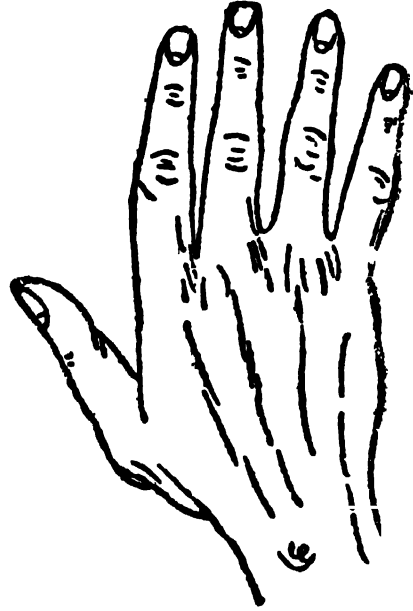
## দার্শনিক হাত

লম্বা কৌণিক হাত, দীর্ঘ আঙ্গুল ও তাদের গাঁটগুলি কঠিন ও চওড়া, নখগুলি গাঁটযুক্ত। দার্শনিক হাত দুভাগে বিভক্ত। প্রত্যেক ভাগের বিষয়ে পৃথক পৃথক ভাবে বলা হচ্ছে—

**প্রথম শ্রেণীর**—এই শ্রেণীর দার্শনিক হাত লম্বা হয়, আঙ্গুলগুলি হয় গাঁটালো অথচ লম্বা। আঙ্গুলের অগ্রভাগ হয় ডিম্বাকার। এই হাতের নখও লম্বা। এই শ্রেণীর দার্শনিক হাত যাদের, তারা অদ্ভুত বিশ্লেষণী শক্তির অধিকারী হয়। কিন্তু ছোট হলে বোঝা যায়, এরা গবেষণা করতে প্রয়াসী ও এরা প্রচুর পড়াশোনা করতে ভালবাসে, এদের সাহিত্যের প্রতি ঝোঁক থাকে। এদের বৃদ্ধাঙ্গুলি ছোট হলে বোঝা যায়, বিচার-বুদ্ধির চেয়ে ভাবাবেগ খুব বেশি। বৃদ্ধাঙ্গুলি দীর্ঘ হলে জীবনে এরা চুলচেরা বিচার করে চলে। বিশ্ব-বিজ্ঞান ভাণ্ডার যেন এদের নখদর্পণে হয়। প্রতিভা এদের জন্মগত থাকে। সহজে এরা মাথা নত করে না। আত্ম-বিশ্বাস যথেষ্ট থাকে, নানা কাজে নিজেদের গুণ প্রকাশ করে। বড় বড় কবি, শিল্পী, নাট্যকার ও ঔপন্যাসিকদের এরূপ হাত হয়। এরা ধর্মচর্চা করতে বা ধর্মীয় আন্দোলনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকতে খুবই ভালবাসে।




দার্শনিক হাত




কৌণিক হাত

**দ্বিতীয় শ্রেণী**—দার্শনিক হাতের গঠন হয় লম্বাটে, কিন্তু আঙ্গুলগুলি খুব ছোট ছোট। এই সব আঙ্গুলে থাকে বড় বড় গোলাকার গাঁট। হাতের উল্টোপিঠে চেটোর আকার হয় অনেকটা ত্রিকোণের মত। এরা গান করতে খুব ভালবাসে। এই হাত অনুভূতিশীল হয় প্রচণ্ড। তাত্ত্বিক, কল্পনাবিলাসী, মানবতাবাদী, সত্যপ্রিয়, অহিংস, নিষ্ঠাবান, সঙ্গীতজ্ঞ, বৈজ্ঞানিক ও সুবিচারক হয়। আঙ্গুলের গাঁটগুলি বড় হলে তাদের চিন্তাশক্তি বেশি হয়। এরা বেশি ধনসম্পদের চিন্তা করে না। জ্ঞানচর্চা করেই সারা জীবন কাটিয়ে দেয়। সব ব্যাপারেই এদের বোঁম্বার

মনোভাব থাকে। সকল ক্ষেত্রেই ভাব প্রকাশ পায়—যুদ্ধ করে বড় হতে হয়। কারুর সঙ্গে সন্ধি হয়। হঠাৎ ধনী হবার লোভ, ধার্মিক, উচ্চবর্ণে বিবাহ, ম্লেচ্ছ-জাতি থেকে লাভ। দাঙ্গাহাঙ্গামা এরা পছন্দ করে না। এদের সঙ্গে ঝগড়া-বিবাদে প্রবৃত্তি হলে মুহূর্ত মধ্যে এরা যুদ্ধং দেহি ভাব ধারণ করে। এরা উপদেষ্টা ও ভাল পরামর্শদাতা হয়ে থাকে। ঝোপ বুঝে কোপ মারতে এরা খুব পটু হয়।

## মঙ্গলের সমতল স্থান প্রশস্ত হলে

করতলের এই স্থান অন্য স্থানের সমান বা বেশ প্রশস্ত হলে, সে ভাগ্যবান, জমিদার, ভূসম্পত্তির মালিক হবে। এদের জীবনে কোনও সময় কষ্ট ভোগ করতে হয় না। কিন্তু এই ক্ষেত্র প্রশস্ত না হলে, এরা খুব বেশি স্বার্থপর হয়। এই শ্রেণীর লোকেরা লাভ-লোকসান হিসাব না করে কোনও কাজ করে না। সব সময় এরা নিজের লভ্যাংশ আগে চিন্তা করে। সর্বদা এরা বুদ্ধিযুক্ত—মনে অস্থিরতা, রাগপ্রধান, নীচ নারীর পতি, দাসবৃত্তি সেবক, হিংস্র জন্তু থেকে বিপদ বোঝায়।

এরা হয় ভাল বক্তা। রাজনীতি, ওকালতি, অর্থনীতি, বিচার বিভাগে ও গোয়েন্দা বিভাগে এদের নিপুণতা জন্মগত।

নানা রকম সমস্যা নিয়ে ভাবতে ও তার দোষগুণ বিচার করতে এদের ভাল লাগে। এরা খুব সমলোচক হয়। যদি কেউ সংক্ষেপে বলতে পারে, তা শুনেই এরা খুশী হয়। খেলাধুলার ব্যাপারে এরা উৎসাহী।

কোনও জিনিসের মধ্যে এরা বিশৃঙ্খলা সহ্য করতে পারে না। সব কাজ ঠিক সময় করতে চায়। এদের বহিঃপ্রকাশ খুবই বেশি ও বহির্মুখী মন থাকে। নিজের ভাবনাকে কাজে লাগাতে চেষ্টা করে।

বিপদের মধ্যে এরা অদ্ভুতভাবে সংযত থাকতে পারে। এদের ভাবপ্রবণতা খুব বেশি। মনে আঘাত পেলে, এরা রাষ্ট্রদ্রোহী হয়। বাস্তব দৃষ্টি এদের খুব বেশি থাকে বলে আদর্শের জন্যে এরা প্রাণ দিতে পারে।

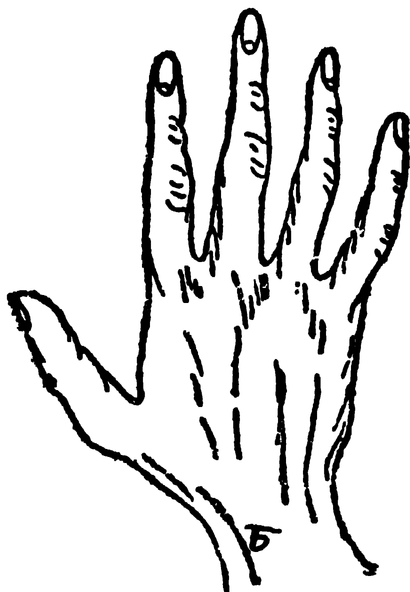
নিজের চেয়ে এদের নিজের দেশের কথা এরা বেশি ভাবে।

## ভাবুক বা শিল্পী হাত

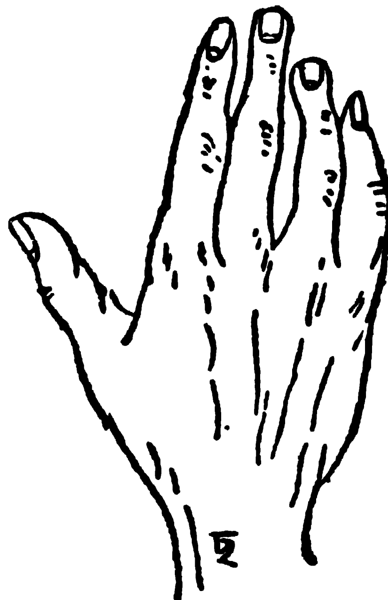
শিল্পী বা ভাবুক বা শৈল্পিক হাতের আঙুলগুলো খুব মসৃণ হয়। এই শ্রেণীর হাত সব চেয়ে দেখতে সুন্দর।

এরা হয় সুন্দরের পূজারী। এদের শিল্প ও সৌন্দর্যবোধ খুব বেশি পরিমাণে থাকে। শিল্পের যত রকম ভাব আছে, সবগুলিতেই এরা অদ্ভুত দক্ষতা দেখাতে পারে। ভাবপ্রবণ মন হয় বলে, এরা হয় কল্পনা বিলাসী। দাম্পত্য জীবনে এদের ভুল বোঝাবুঝির অবকাশ থাকে বেশি। এরা স্ত্রীর উপরে অগাধ আস্থা স্থাপন করে থাকে, আবার অন্যের প্রতি দরদ দেখায়। কিন্তু এদের সংবেদনশীল মনে সামান্য কারণেই আঘাত ও ক্ষতের সৃষ্টি হয়। একলা চলো রে নীতি থাকে এদের মনে।

এদের ব্যক্তিত্ব যথেষ্ট, অনেক সময় ভাবপ্রবণতার জন্য পরের কথায় বিশ্বাস করে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এদের মন হয় কোমল, স্বভাবও হয় কোমল। এরা খ্যাতনামা হয় অনেক সময়, তবে বাস্তববাদী হয়, আর্থিক ব্যাপারে সুবিধা করতে পারে না। ভালবাসার ক্ষেত্রে এই হাত খুব বেশি শুভ হয় না। প্রেমের ব্যাপারে বিষণ্নতা দেখা দেয়।




আধ্যাত্মিক হাত




মিশ্র হাত

## মিশ্র হাত

এই হাতের বিশেষ ধরনটা হলো, যে আঙুলগুলির পরস্পরের মধ্যে কোনও মিল থাকে না। এদের এক এক আঙুলকে দেখতে এক এক রকম মনে হয়। কোনও আঙুল শিল্পী হাতের আঙুলের মতো সূক্ষ্মাগ্র। এই শ্রেণীর জাতকের চরিত্র হয় সামঞ্জস্যহীন ধরনের, অর্থাৎ এই হাতের লোকের সঙ্গে সমানভাবে চলতে পারে—শোক, দুঃখ, হাসি-কান্না ও উত্থান-পতন সমানভাবে গ্রহণ করে। নাস্তিক নয় আবার আস্তিকও নয়। তবে প্রকৃতি শক্তিকে এরা মানে।

এদের আজকের উদ্দেশ্যের সঙ্গে সঙ্গে হয়ত আগামীকালের উদ্দেশ্যের কোন সম্পর্ক থাকে না। এরা খুব চালাক চতুর হয়। এদের মধ্যে ভাল, মন্দ থাকে, ঠিক পাশাপাশি। এর যে কোনও স্থান বা পরিবেশে সহজেই খাপ খাইয়ে নেয়।

## পুরুষদের বাহুর লক্ষণ

সুপ্রশস্ত ও কিঞ্চিৎ রোমযুক্ত সরল বাহুদ্বয়কে ভারতীয় শাস্ত্রমতে শুভ বলা হয়। জানু পর্যন্ত লম্বা সুবৃত্তাকার ও স্থূল বাহুদ্বয় প্রতিভা ও যোদ্ধার চিহ্ন। নারীরা

এদের প্রতি আকৃষ্ট হয়। অমাংসল, রোমযুক্ত, খর্বাকার ও হস্তীর শুঁড়ের মত বাহুদ্বয় মাঝারি ধরনের। চল্লিশ বছরের বয়সের পর উন্নতি। বাহু লোমবিহীন কিন্তু সুবৃত্তাকার হলে জাতক সুখী হয় না। বাহুদ্বয় ক্ষুদ্র হলে জাতকদের নানা বাধা ও বিপত্তি দেখা যায়। কৃশ ও রোগা, শিরাবহুল, মেদহীন, লোমশূন্য বাহুদ্বয় দারিদ্র ও দুর্ভাগ্যর চিহ্ন।

## নারীর বাহু লক্ষণ

যে নারীর বাহু দুটি নরম নিগূঢ়াস্থি ( অর্থাৎ হাড় লুকোনা থাকে) গ্রন্থি কোমল ও বাহুতে শিরা ও লোম দৃষ্ট হয় না, সে নারী অতি শুভ লক্ষণযুক্তা। অবশ্য তার বাহুকে মৃণাল-ভুজের মত হতে হবে। বাহু অতি সূক্ষ্ম লোম বিশিষ্ট ও উপরিউক্ত অন্যান্য লক্ষণ থাকলে তাও শুভ তবে কামুক ও যৌনক্ষুধা প্রধান হয়। বাহু দুটিতে সূক্ষ্ম লোম থাকলে ও তা খর্ব হলে সে নারী দুর্ভাগিনী হয়। নরম বাহু হলে সুখে দিন কাটায়।

## পুরুষদের হস্ত লক্ষণ

হাত দুটি বানরের হাতের মত হলে, সে লোক হতভাগ্য হয়। হাত দুটি বাঘের মত হলে, সে ব্যক্তি বলবান হয়। অর্থের জন্য প্রচুর পরিশ্রম করতে হয়। কাকের মত হাত সরু হলে অশুভ।

## নারীর হস্ত লক্ষণ

যে নারীর হাতের রং কালো হয় সে দাসীবৃত্তি, সে পর পুরুষদের প্রতি আসক্ত হয় বলে জানা যায়। তবে কয়েকটি সন্তানও মারা যায়। যার হাত দুটি খুব দীর্ঘ, সে নারী বিধবা হয়। শিরাময় ও শুকনো হাত দারিদ্র্যের চিহ্ন। সরল, শিরাহীন, ঈষৎ স্থূল মাংসল হাত সৌভাগ্যের পরিচায়ক।

## পুরুষদের করপৃষ্ঠের লক্ষণ

পুরুষের সমুন্নত, লোমযুক্ত ও শিরাবিহীন করপৃষ্ঠ সৌভাগ্যের চিহ্ন। সে তেজী, প্রবল শক্তিশালী, কর্মঠ, নানা প্রতিভাযুক্ত হয়। শিরাবহুল ও কৃশ করপৃষ্ঠ প্রকৃতির সঙ্গে যুদ্ধ করে এদের জীবনে বাঁচতে হয়।

## নারীর করপৃষ্ঠের লক্ষণ

নারীর করপৃষ্ঠ লোমশূন্য, শিরাবিহীন ও সমুন্নত হলে তা শুভ লক্ষণ। যে নারীর করপৃষ্ঠে লোম ইত্যাদি দেখা যায়, সে বিধবা হয়। যে নারীর করপৃষ্ঠ শিরা-বহুল ও কৃশ সে নারী পরিত্যাজ্য হয়।

### পুরুষদের করতলের লক্ষণ

পুরুষদের করতল নিম্ন হলে সে পিতৃধনে বঞ্চিত হয়। এরা নিজের চেষ্টায় বড় হয়ে ওঠে। সহজে কারোর কাছে মাথা নত করে না। যার করতল অনুন্নত, সমতল ও সংকীর্ণ সে নানাভাবে পয়সা লাভ করে। যে নরের করতলের রেখাগুলি স্নিগ্ধ ও গভীর সে ধনবান হয়—জীবনের মাঝ বয়সে।

যার করতল হলদে ও রুক্ষ হয় সেই ব্যক্তি নির্ধন ও পরস্ত্রীগামী ও বিপথগামী হয়। শীর্ণ আঙ্গুলও একত্র করলে ফাঁক থাকলে সে নির্ধন হয়।

### নারীর করতলের লক্ষণ

যে নারীর করতল মৃদু রক্তবর্ণ, আঙ্গুল ছিদ্রহীন, অল্প গভীর রেখাযুক্ত, মধ্যভাগ উন্নত সে নারী খুব ভাগ্যবতী হয়। যে নারীর মণিবন্ধ সমতল ও অস্থিহীন, করতল দেখতে টাটকা পদ্মের কোরকের মত হয়, হাতের আঙ্গুল ও পর্বগুলি সূক্ষ্ম—সেই নারী রাজমহিষীর মত সম্মান ও ধন লাভ করে। যার করতল নাতি নিম্ন, নাতি উচ্চ এবং রেখা সব গভীর সে কখনো বিধবা হয় না। সে চিরকাল স্বামী পুত্র সুখ ও অর্থ সুখ ভোগ করে। যে নারীর করতল চ্যাপ্টা, অসম ও সংকীর্ণ রেখা সব অগভীর, সে দুঃখিনী হয়, কষ্টে তার দিন কাটে।

## দ্বিতীয় অধ্যায়

# হাতের আঙ্গুলগুলির পৃথক পৃথক বিচার

এবারে হাতের আঙ্গুগুলির পৃথক পৃথক নাম ও তার ফলাফল পৃথক পৃথক ভাবে বর্ণনা করা হচ্ছে—

### তর্জনী বিচার

এখানে এই আঙ্গুলগুলির বিষয়ে দু-একটি কথা বলা হচ্ছে। দেবগুরু বৃহস্পতি হচ্ছেন এই আঙ্গুলের অধিপতি। এই আঙ্গুলগুলির বিষয়ে ছয়টি বিষয় ভালভাবে জানতে হবে।

১। আঙ্গুল ফাঁকা হলে মান যশ গৌরব যতটা হওয়ার কথা কিন্তু ৩৯ বছরের পর ততটা হয় না। নানারকম বাধা-বিঘ্নের মধ্যে দিয়ে জাতককে চলতে হয়। শারীরিক বাধা-বিঘ্ন উপস্থিত হয়।

২। এই আঙ্গুল যতটা লম্বা হওয়ার কথা, তার চেয়ে ছোট হলে, কোনও কাজের গুরুত্ব বুঝতে পারে না, অর্থাৎ বিচার-বিবেচনা ও চিন্তার গভীরতা জাতকের থাকে

না। অপরে সহজেই তার উপর প্রভাব বিস্তার করে। নানা জটিলতায় জড়িয়ে

৩। এই আঙ্গুল বেশি লম্বা হলে অহংকারী, প্রভুত্বকামী ও জননেতা হয়।

৪। এই আঙ্গুল স্বাভাবিক হলে, আদর্শবাদী, চরিত্রবান, বিদ্বান ও ভাবুক ও ব্যক্তিত্বশালী হয়। শিল্পী ও সাহিত্যিকদের এই রকম আঙ্গুল দেখা যায়।

৫। এই আঙ্গুল লম্বায় অনামিকার সমান হলে সে চাটুকার ও ধনাকাঙ্ক্ষী হয়।

৬। এই আঙ্গুল অন্য আঙ্গুলের চেয়ে বড় হলে, সে হয় অত্যাচারী শাসক এবং দাম্ভিক হয়। জাতক কুখ্যাতি অর্জন করে।

## মধ্যমা বিচার

মধ্যমা অন্য সব আঙ্গুলের চেয়ে দীর্ঘ হওয়াই বেশ ভাল।

এই আঙ্গুলের অধিপতি হলেন শনি। শনি বাস্তবতা, নানা দুঃখ, বিপত্তি, ন্যায়-পরায়ণতা, আধ্যাত্মিকতা, কুটিলতা, উদারতা ও অনিষ্টের কারক। শনি অনুকূল হলে মানুষকে সৌভাগ্যবান করে। এই শনি আবার প্রতিকূল হলে বর্বরতা, নৃশংসতা, দুঃখ ইত্যাদির কারক হয়। তাই মানুষের মধ্যে এই আঙ্গুলের দৈর্ঘ্য অস্বাভাবিক হলে দেখা যায় জ্ঞানের গভীরতার সঙ্গে পাশবিকতার সহজাত বিকাশ।

১। যদি জাতকের আঙ্গুল পাশের দুটি আঙ্গুলের চেয়ে ( তর্জনী ও অনামিকা ) ছোট হয় তাহলে দেখা যাবে জাতক পাগল অথবা তার মধ্যে কিছুটা পাগলামির লক্ষণ থাকে। তার বাস্তববুদ্ধি নেই বললেই হয়।

২। যদি জাতকের আঙ্গুল বাঁকা হয় তবে বুঝতে হবে—বাত, নেত্র, হাঁপানি, অঙ্গহানি প্রভৃতি কোনও একটার সম্ভাবনা আছে তার মধ্যে। তার প্রকৃতি হবে অশান্ত ও অসংযত।

এই আঙ্গুল অন্য আঙ্গুলের সঙ্গে আনুপাতিক ভাবে দীর্ঘ হলে জাতক হবে বিচক্ষণ, নিঃসঙ্গ, স্বল্পভাষী, উদ্যমী, অধ্যবসায়ী ও অধ্যয়নশীল। কিন্তু যদি ক্ষুদ্র হয় তবে, তা অস্থির মনোভাবের লক্ষণ।

৪। এই আঙ্গুল বেশি বাঁকা হলে মানসিক ব্যাধি ও নেত্ররোগে আক্রান্ত হয়।

## অনামিকার বিচার

অনামিকার অন্য নাম হলো রবির আঙ্গুল। রবি প্রকাশ করে শিল্পকলা, সৌন্দর্য ও স্বাভাবিক ব্যক্তিত্ব। অবশ্য মানুষের মনে আত্ম-প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা এই রবিরই আনুকূল্যে হয়।

অনামিকা বাঁকা হলে, জাতকের সৌন্দর্যজ্ঞান থাকে। এটি সোজা, দীর্ঘ ও আরক্ত হলে, কথাশিল্প ও সৌন্দর্য বোধকে উদ্বুদ্ধ করে। তাছাড়া জাতকের মধ্যে কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী, গায়ক ও খেলোয়াড় ইত্যাদি যে কোনটি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

এই আঙ্গুল বাঁকা হলে, জাতকের শিল্পজ্ঞান কম থাকে ও তাকে অসামাজিক করে তোলে। সে সবার সঙ্গে সমানভাবে মিশতে পারে না। জাতকের জীবনে উন্নতির মূলে রবি।

## কনিষ্ঠার বিচার

এই আঙ্গুলের কারক হলেন বুধ। বুধের কারকতা হচ্ছে শিশুর মতো সারল্য, কোনও কিছু জানার ইচ্ছা, বুদ্ধি, সরলতা, চাঞ্চল্য জ্ঞান, স্মৃতিশক্তি, ব্যবসায়, বিনয় ও গণিতে পারদর্শিতা।

১। বিদ্বান ও উচ্চাভিলাষীদের কনিষ্ঠা সাধারণ আকৃতিবিশিষ্ট হয়।

২। কনিষ্ঠা অনামিকার তৃতীয় পর্ব অতিক্রম করে গেলে জাতক গুহ্য বিদ্যায় পারদর্শী হয়। ইংলণ্ডের গ্ল্যাডস্টোনের এই ধরনের কনিষ্ঠা ছিল।

৩। কনিষ্ঠা ক্ষুদ্র হলে, জাতক হয় যুক্তিবাদী ও অবিশ্বাসী।

৪। কনিষ্ঠা বেশি বাঁকা হলে, তা আজীবন একটি হৃদরোগে ভোগা বোঝায় ও তাদের মন হয় খুব কুটিল।

## আঙ্গুলের আকৃতির ফল

বিভিন্ন লোকের আঙ্গুল বিভিন্ন আকৃতি ও প্রকৃতির হয়। সেই মত বিভিন্ন ফল পেয়ে থাকে। আঙ্গুলের এই আকৃতি ফলাফল নিয়ে এবার বিস্তৃত আলোচনা করা হচ্ছে।

আঙ্গুলের আকৃতি অনুযায়ী তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে—

(ক) গাঁটালো (খ) ছুঁচালো (গ) চৌকো॥

## গাঁটালো আঙ্গুল

গাঁটালো আঙ্গুল দার্শনিক ও আইনজ্ঞ হতে বা বৈদেশিক দূত হতে সাহায্য করে।

যাদের হাতে এই শ্রেণীর আঙ্গুল থাকে তারা সন্দেহবাদী, সাবধানী, স্বার্থপর ও রুক্ষ মেজাজী। যকৃতের কোনও না কোন রোগ এদের থাকে। অনেক সময় এদের দৃষ্টিশক্তিও কম থাকে। আত্মীয় ও বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে কথা বলার সময় এরা চিন্তা করে কথা বলে।

এই জন্যে জীবনে বন্ধু-বান্ধবদের বিষয়ে এরা অদ্ভুত অভিজ্ঞতা সৃষ্টি করে। এই ধরনের আঙ্গুল যাদের তারা আইনজ্ঞ, চিকিৎসক ও ভাল হিসাবরক্ষক হয়।

## ছুঁচালো আঙ্গুল

এই আঙ্গুলের কারকতা হচ্ছে গাম্ভীর্য, দাম্ভিকতা, অটুট স্বাস্থ্য, প্রখর স্মৃতিশক্তি ও এদের রুচিবোধ প্রখর হয়। কোথায় কিভাবে চলতে হবে, কার সঙ্গে কিভাবে কথা বলতে হবে তা এরা ভাল করেই জানে।

বন্ধু-বান্ধব এদের বেশি থাকে না। কিন্তু যে দুই একজন থাকে তাদের কাছ থেকে এরা প্রচুর সাহায্য পায়। এরা নিজেদের ব্যক্তিত্ব নষ্ট করে অন্য কারোর সাথে এরা মিশতে পারে না। গান-বাজনা বা শিল্পে এদের সহজাত অনুরাগ থাকে। নতুন নতুন সৃষ্টি এদের দ্বারা হয়।

## চৌকো আঙ্গুল

যাদের আঙ্গুল চৌকো হয়, তারা খুব বাস্তববাদী হয়। তারা কাজের দিক দিয়ে পটু হয়। বিচার-বুদ্ধি প্রয়োগ করে এরা কাজে অগ্রসর হয়। এরা জড়বাদী। পৃথিবী এবং পার্থিব জিনিস নিয়েই এদের মন ব্যাপৃত। এদের প্রকৃতিতে কল্পনাশক্তি বা আদর্শবাদ খুব কম থাকে।

পৃথিবী বিখ্যাত বাস্তববাদী পণ্ডিতদের হাতে এরকম আঙ্গুল অনেক দেখা যায়। বড় বড় জাতীয়তাবাদী সাহিত্যিক ও কবির হাতে এই আঙ্গুল দেখতে পাওয়া যায়। যাদের হাতে এই আঙ্গুল থাকে তারা যে কোনও বিজ্ঞানের শাখায় পারদর্শী হয়।

## বৃদ্ধাঙ্গুলি বা অঙ্গুষ্ঠ

এই অঙ্গুষ্ঠকে কররেখা বিজ্ঞান বা সামুদ্রিক শাস্ত্র অনুযায়ী চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে—

১। নমনীয় বা কিঞ্চিৎ হেলানো।
২। অনমনীয় বা অতি দৃঢ় যাকে নোয়ানো যায় না।
৩। গদার মতো মোটা মাথা বিশিষ্ট।
৪। কটিযুক্ত বা সরু কোমর বিশিষ্ট।

## নমনীয় বা কিঞ্চিৎ হেলানো অঙ্গুষ্ঠ

যাদের হাতের বুড়ো আঙ্গুল হেলানো থাকে—তারা উদার, সদা হাস্যময় ও অমায়িক প্রকৃতির হয়।

এরা সহজেই নিজেকে যে কোনও জায়গায়, যে কোনও অবস্থার সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারে। এরা নিজের মতকে যেমন গুরুত্ব দেয়, অপরের মতকে তেমনি সম্মান ও সমান গুরুত্ব দেয়। উপযুক্ত যুক্তি পেলে এরা মত পাল্টাতে দ্বিধা বোধ করে না। এরা যেমনি ভাবুক তেমনি অভিমানী।

যাদের বুড়ো আঙ্গুল সামান্য হেলানো, তারা চিত্রশিল্পী, গায়ক, কৌতুক অভিনেতা, খেলোয়াড়, শিক্ষাবিদ ও নাট্যকার ও কামনায়-বাসনায় এদের জীবন পূর্ণ।

এখন বিচার্য হলো, হাতের বুড়ো আঙ্গুল মূল থেকে কতদূরে অবস্থিত।

যার বুড়ো আঙুল চেটোর যত বেশি কাছে থাকে, সে তত বেশি কৃপণ হয়। বুড়ো



বৃদ্ধাঙ্গুলি

আঙুল হাতের চেটোর থেকে দূরে থাকলে এরা অপব্যয়ী হয় এবং জীবনে প্রচুর টাকা উপার্জন করে।

### অনমনীয় বা অতি দৃঢ় বৃদ্ধাঙ্গুলি

যাদের হাতে অনমনীয় বা খুব দৃঢ় ও সোজা বুড়ো আঙুল থাকে, তাদের মধ্যে ব্যক্তিত্ব বেশি থাকে। এরা হয় বাস্তববাদী, স্বার্থপর, প্রশংসাপ্রিয় ও বহির্মুখী।

এরা যে কোনও কাজ পরিপাটি করে করতে সময় নেয়—কিন্তু কোনও কাজ শেষ না করে ছাড়ে না। নিজের মত ও পথকেই এরা সঠিক বলে মনে করে এজন্য কারও প্ররোচনায় মত পরিবর্তন করে না।

এদের স্বভাব হয় চাপা ধরনের, বাইরে কিছু প্রকাশ করে না। যাদের চেটোয় এই রকম অনমনীয় ও দৃঢ় বুড়ো আঙুল দেখা যায়, একবার যদি তারা কোনও বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ বা মত গঠন করে ফেলে, তাহলে পাল্টায় না।

### গদার মত মোটা মাথাবিশিষ্ট বৃদ্ধাঙ্গুলি

যাদের বুড়ো আঙুল গদার মত মাথাবিশিষ্ট হয় তারা বর্বর, নৃশংস এমন কি হত্যাকারীও হয়। কথায় কথায় এরা রেগে যায়—কাউকে খুন করতে এরা দ্বিধা করে না।

এদের মধ্যে চিন্তা করার ক্ষমতা খুব কম—বুদ্ধি, বিচার শক্তি থাকে না বললেও চলে। এই শ্রেণীর লোক সকলের সঙ্গে মিশতে পারে না, আবার রেগে গিয়ে খুব সহজে অন্তরঙ্গ লোকের সঙ্গে ঝগড়াও করে বসে।

### কটিযুক্ত বা সরু কোমর বিশিষ্ট বৃদ্ধাঙ্গুলি

এরকম যাদের বৃদ্ধাঙ্গুলি হয় তারা খুব চতুর হয়, বিদ্বান ও কূটনীতিজ্ঞ হয়। সহজেই

লোকের সাথে মিশতে পারে ও লোকের মনের ভাব বুঝতে পারে। সহজে এদের কেউ ঠকাতে পারে না।

এদের চরিত্রের প্রধান বিশেষত্ব হলো এই যে, যুক্তি বিচারের বড় একটা ধার এরা ধারে না। কূটনীতি আর কৌশলই এদের মূল মন্ত্র।

### বৃদ্ধাঙ্গুলির পর্ব বিচার

বুড়ো আঙ্গুলের প্রথম পর্ব নির্দেশ করে প্রেম, আবেগ ও ইচ্ছাশক্তি, দ্বিতীয় পর্ব যুক্তিশক্তি, ন্যায়বোধ ও বিচার শক্তি। তৃতীয় পর্ব বা নখযুক্ত পর্ব নির্দেশ করে উচ্চাকাঙ্ক্ষা, জ্ঞান ও ধর্মবোধ।

এই অঙ্গুলির প্রথম পর্ব দীর্ঘ ও প্রশস্ত হলে সে ভালবাসা বা প্রেমের মাঝেই ডুবে থাকে। এই পর্ব যদি ছোট হয় সে হয় একগুঁয়ে স্বভাবের। যুক্তি ভিন্ন সে কোনও কিছু বিশ্বাস করতে চায় না। অনেকের দুটি পর্ব মিলিয়েই একটির সমান হয়, নাতিদীর্ঘ হয়। তারা একগুঁয়ে ধরনের হয়ে থাকে।

তৃতীয় পর্ব অন্য দুটি পর্বের চেয়ে বড় হলে, জাতক অসাধারণ মানসিক শক্তির অধিকারী হয়। ইচ্ছা শক্তি প্রবল থাকে বলে যে কাজ তারা সম্পন্ন করে তাতেই সাফল্য লাভ করে।

জাতকের ব্যক্তিত্ব ও আকর্ষণীয় শক্তি বেশি থাকায়, সহজে তার উপরে কেউ প্রভাব বিস্তার করতে পারে না।

### নখ, নখের রং ও চন্দ্রমা বিচার

আঙ্গুলের নখগুলি যদি লালচে বা মসৃণ হয়, তাহলে জাতক ভাগ্যবান হবে।

নখগুলি মলিন ও রক্তহীন হলে বিষাদমগ্ন হয় এবং একটুতেই বিরক্তির ভাব দেখা দেয়।

হাতের নখ থেকে নির্ভুলভাবে অনেক রোগের হদিস পাওয়া যায়। রোগ নির্ণয়ে অনেক চিকিৎসকই নখের আকৃতি পর্যবেক্ষণ করে থাকেন। নখ থেকে বিশেষভাবে বংশানুক্রমিক ব্যাধি ও ফুসফুস, হৃদপিণ্ড, মেরুদণ্ডের ব্যাধির নির্দেশ পাওয়া যায়।

হাতের নখকে সামগ্রিক ভাবে চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে—

১। লম্বা নখ।

২। চওড়া নখ।

৩। ছোট নখ।

৪। সরু নখ।

#### লম্বানখ

হাতের নখ যাদের খুব লম্বা তাদের শরীরের গঠন খুব মজবুত হয় না। মাঝারি রকমের গড়ন হলে শরীর বেশ শক্ত সমর্থ হয়। যাদের নখ লম্বা তাদের ফুসফুস ও বুকের অসুখে ভোগবার সম্ভাবনা থাকে। তাদের হৃদপিণ্ড দুর্বল হয়।

### চওড়া নখ

যাদের নখ চওড়া দেখা যায়, তারা ভাল কর্মী ও শ্রমিক হয়। কিন্তু ঐ নখ যদি বেশি চওড়া হয়ে চাপা হয়, তাহলে জাতকের বাত, নেত্ররোগ, শ্লেষ্মায় ভুগবার সম্ভাবনা থাকে।

এই নখ যাদের সাদা ও বেগুনি রঙযুক্ত, তারা স্নায়ুরোগ ও অবসাদে কষ্ট পায়।

### ছোট নখ

যাদের হাতের আঙুলে ছোট নখ থাকে, তারা লম্বা নখের অধিকারীদের চেয়ে খুঁটিনাটি বিষয়ে বেশি দৃষ্টি রাখে। জীবনে বড় হওয়ার সকল প্রকার গুণ বর্তমান। একটু ভাবপ্রবণ হয়। বন্ধু-বান্ধব বা পাড়া প্রতিবেশীর সঙ্গে বেশ সহজেই এরা মিশতে সক্ষম হয়। এদের হৃদরোগ ও স্নায়ুদৌর্বল্য থাকা স্বাভাবিক হয়। অর্শ, ভগন্দরও হতে পারে।

### সরু নখ

নখ বেশি সরু হলে, জাতকের ভগ্ন স্বাস্থ্য হয়, মেজাজ রুক্ষ্ম, সবার সঙ্গে বিবাদে লিপ্ত হয়।

সরু নখ ঢেউ খেলানো, উঁচু-নিচু বাঁকা পাতলা হলে মনে হিংসা ও অশান্তি আনে। মনে থাকে সর্বদা উদ্বেগ, আতঙ্ক ও বিষাদ।

যাদের নখ খুব বেশি সরু, তারা তর্কবাগীশ হয়ে থাকে। এরা প্রভুত্ব বিস্তার করতে চায়। এরা ধীর স্থির হলে অনেক অসাধ্য কাজও সাধন করতে পাবে।

### নখের রঙ

নখের রং গোলাপী বা লাল হলে জাতকের স্বাস্থ্যে কমনীয়তা আসে। বেশির ভাগ ভাগ্যবানদের নখ গোলাপী, লাল বা তামাটে রংয়ের হয়। নখ যত বেশি মোলায়েম হয়, ভাগ্যও তত বেশি প্রসন্ন হয়। নখের রঙ হলদে হলে খুব মানসিক শান্তি এনে দেয়, কিন্তু এরা একটু বেশি কামুক ধরনের হয়। বুদ্ধি খুব বেশি থাকায়, এরা ব্যবসায়ে বাণিজ্যে সফল হতে সক্ষম হয়। শক্ত ও উঁচু-নিচু ধরনের নখের যদি স্থানে স্থানে নীল, হলুদ ও সাদা রঙ থাকে তা যে কোনও রকম নেশা করার নির্দেশ দেয়। জাতক বিপথগামী, বেশ্যাসক্ত, ফাটকা, জুয়া ও রেসে যাতায়াত করে।

### নখে চন্দ্রমা

নখে চন্দ্রমা থাকলে তা প্রবল ইচ্ছাশক্তি ও সবল হৃদযন্ত্রের অধিকারী বোঝায়।

জাতকদের দেহে রক্ত সঞ্চালন খুব দ্রুত হয়।

প্রতিটি আঙুলে বড় চন্দ্রমা থাকলে তার শ্লেষ্মাঘটিত কোন না কোন পীড়া হয়।

ঐ চন্দ্রমা খুব বড় হওয়া ভাল নয়। বেশি বড় হলে হৃদযন্ত্রের ও রক্তবাহী শিরা-উপশিরা আক্রান্ত হতে পারে। হৃদযন্ত্রের উপর অতিরিক্ত চাপ পড়ায় হৃদস্পন্দন খুব দ্রুত হয় এবং হৃৎপিণ্ড বা মস্তিষ্কের কোন রক্তবাহী ধমনী ছিঁড়ে যেতে পারে।

নখে খুব ছোট চন্দ্রমা থাকলে, হৃদযন্ত্রের কোনও রোগ, বুদ্ধির অভাব, শরীরের রক্তাল্পতা, পরিপাক শক্তির ব্যাঘাত ও মনের শক্তিহীনতা ইত্যাদি যে কোনও একটি নির্দেশ করে।

## দক্ষিণ ও বাম হাত

প্রাচ্য মতে পুরুষের দক্ষিণ হাত ও মেয়েদেরও দক্ষিণ হাত দেখে বিচার করতে হয়। ভারতীয় অনেক হস্তরেখা বিশারদ ও কিরোর মত এই যে স্ত্রী-পুরুষ প্রত্যেকেরই ডান হাতই প্রধান বিচার্য। তবে তার সঙ্গে বাঁ হাতও দেখতে হয় দুটি হাতে যদি একই শুভ অশুভ রেখা থাকে। তবে তা ভাল বা মন্দ যে ফলই নির্দেশ করুক না কেন তা যে নিশ্চয়ই ঘটবে তা আরও জোরের সঙ্গে বলা হয়।

এখন, মেয়েদের হাতের কতকগুলি প্রয়োজনীয় বিষয়ে এখানে বলা হচ্ছে—

## মেয়েদের করতল বিচার

মেয়েদের করতলের চেটো নিচু ও খাদের মতো হলে এবং ঐ হাতে আবার শিরা থাকলে, তারা খুব অশান্তি ভোগ করে। জীবিকার জন্য কোনও অসামাজিক কাজে লিপ্ত হতে পারে। ব্যবহার মাঝে মাঝে রুক্ষ হয়। এমনিতে হয় ভীরু। একবার বহির্মুখী হলে ফেরানো যায় না।

মেয়েদের হাতের চেটোতে কালো রং থাকলে, তারা অল্প বিস্তর ধৈর্য-বিদ্যায় অভ্যস্ত হয়।

আবার চেটো যাদের কালো, তাদের যদি হাত দুটো খুব লম্বা হয়, তাহলে তারা বিধবা হয়। বহুবল্লভাও হয়।

মেয়েদের হাতের চেটো নরম, গভীর ও আঙুলে ফাঁক না থাকলে, তারা খুব সুখী ও ভাগ্যবতী হয়। এরা গান-বাজনা ভালবাসে।

## তৃতীয় অধ্যায়

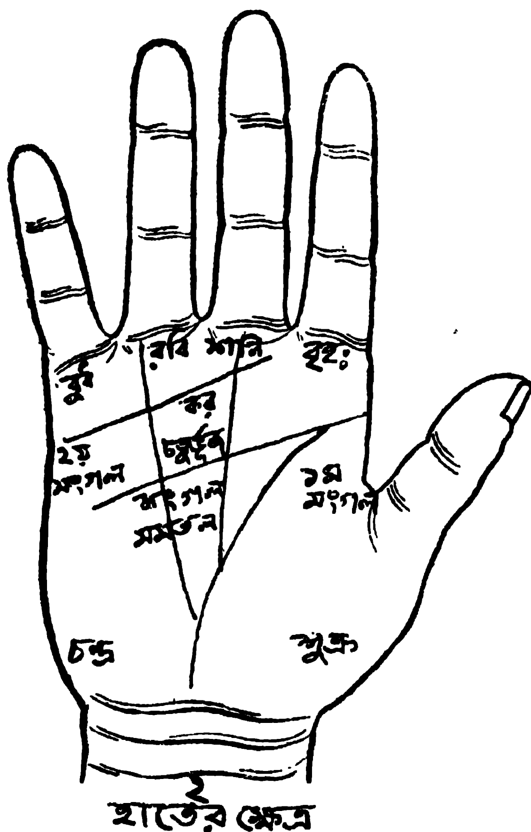
# করতলে গ্রহাদির অবস্থান ও তাদের কারকতা

**গ্রহের ক্ষেত্র** **গ্রহের গুণাবলী**

তর্জনীর নিচে বৃহস্পতি—জ্যোতিষ বিদ্যা, জ্ঞান, উচ্চাকাঙ্ক্ষা, ধর্ম, চাকুরী, ব্যবসা, রাজনীতি, ধর্মপ্রচারক।

**গ্রহের ক্ষেত্র** — **গ্রহের গুণাবলী**

মধ্যমার নিচে শনি— ধর্মভাব, স্বল্পবাক, চিন্তাশীলতা, বিষণ্ণতা, ব্যবসা, রাজনীতি, কর্মনিষ্ঠা।




হাতের ক্ষেত্র

অনামিকার নিচে রবি— সফলতা, শিল্প, সৌন্দর্যপ্রিয়তা, যশ, গৌরব, উৎসাহ ভালবাসা।

কনিষ্ঠার নিচে বুধ— ব্যবসা, বিজ্ঞান, জ্যোতিষ, আইন, চিকিৎসাবিদ্যা বুদ্ধি।

বুধের ক্ষেত্রের নিচে মঙ্গল—সাহস, জীবনী শক্তি, বিক্রম, যুদ্ধ বিগ্রহ, প্রতিভা।

মঙ্গলের ক্ষেত্রের নিচে চন্দ্র—কল্পনা, প্রণয়, পরিবর্তন, ভ্রমণ, চাকুরী, ইন্দ্রিয়সুখ।

বৃদ্ধাঙ্গুলির নিচে শুক্র —প্রেম, প্রবৃত্তি ব্যবসা ভোগ।

বৃহস্পতির ক্ষেত্রের নিচে রাহু— প্রতারণা, যুদ্ধ, লাম্পট্য।

মঙ্গল ও রাহুর ক্ষেত্রের মাঝখানে কেতু— স্বার্থপরতা, নীচ মন, গুপ্তবিদ্যা, চাম্বাস, তন্ত্রাবিদ্যা।

## বৃহস্পতির ক্ষেত্র উঁচু হলে

করতলে বৃহস্পতির ক্ষেত্রে উঁচু হলে সে অপরের উপর প্রভাব বিস্তার করে।

কর্তৃত্ব করার ক্ষমতাও থাকে।

জাতক সংগঠন ক্ষমতারও অধিকারী হয়।

দশের মধ্যে একজন হতে, অর্থাৎ নিজেকে বড় করে তুলতে ও অপরের উপরে প্রভুত্ব করতে, বৃহস্পতি খুব সাহায্য করে। কিন্তু একটা কথা মনে রাখতে হবে যে, করতলের বৃহস্পতির ক্ষেত্র বেশি উঁচু ও প্রশস্ত হলে জাতককে শান্তিপ্রিয়, আনন্দপ্রিয়, উদার, জ্ঞানী ও চিন্তাশীল করে। তাকে জীবনে অর্থ উপার্জন করতে সাহায্য করে। মনে রাখতে হবে যে, বৃহস্পতির স্থান নিচু বা জাল চিহ্নযুক্ত হলে দুর্ভাগ্য অবশ্যম্ভাবী। কন্যা, মিথুন, ধনু ও মীনের লোকদের বৃহস্পতির ক্ষেত্র উঁচু দেখা যায়।

## শনির ক্ষেত্র উঁচু হলে

করতলে শনির ক্ষেত্র উঁচু হলে জাতককে ভাগ্যবান, জ্ঞানী ও ধনী করে। তাদের গুরুত্ববোধ কম থাকে। কারো কাছে ভালবাসা পেলে এদের মন আনন্দে ভরে ওঠে। শনির ক্ষেত্র উঁচু হলে মানুষ ধার্মিক হয়। শনির ক্ষেত্র উঁচু হয় না। বড় রাজনীতিবিদ, কর্মঠ, কারখানার মালিক, দার্শনিক, প্রকাশক, কষ্ট সহিষ্ণু হয়। তুলা, সিংহ, মকর রাশির লোকদের এরকম দেখা যায়।

## রবির ক্ষেত্র উঁচু হলে

এই ক্ষেত্র করতলের অন্যান্য ক্ষেত্রের তুলনায় অসামান্য উঁচু হলে জাতক-জাতিকা অন্যের সঙ্গে মানিয়ে চলতে পারে। রবিরেখার বলিষ্ঠতায় নির্ভর করে মানুষের ভাগ্য। সম্মান, প্রতিভা, ব্যবসা, চাকুরী, শিল্পগুণ সবই রবির ভাগ্য। আবার উগ্র ব্যাধির কারকও রবি। সহজেই অপরকে এরা আপন করে নেয়। কিন্তু নিজেদের ব্যক্তিত্ব হারায় না। এদের মন উদার হয়। কিন্তু রবির ক্ষেত্র অস্বাভাবিক উঁচু হলে—মস্তিষ্ক রোগ ও দাম্ভিকতা প্রকাশ পায়। মেষ, ধনু রাশির মেয়েদের এটা দেখা যায়।

## বুধের ক্ষেত্র উঁচু হলে

করতলে বুধের ক্ষেত্র উঁচু হলে, চপল, মেধাবী, সাহিত্যিক বা তন্ত্রকার, সু-ব্যবসায়ী, জুয়াড়ী, রেসুড়ে প্রভৃতি হয়। বুধের ক্ষেত্র বিশেষ ভাবে নির্দেশ করে জাতকের মানসিক গুণাগুণ। বুধের ক্ষেত্র উন্নত হলে জাতক চিন্তাশীল ও বাকপটু হয়।

বুধ বিজ্ঞান, ব্যবসা-বাণিজ্যের কারক। কিন্তু যদি হাতে খারাপের দিকে প্রবণতার চিহ্ন পাওয়া যায়, তাহলে বুধের খারাপ ফলগুলি প্রকাশ পায়। বাস্তববাদী হলেও নানা রঙীন কল্পনা করা একমাত্র এদের পক্ষেই সম্ভব। এরা খুব বুদ্ধিমান

হয়। এদের অভিনয়, কবিতা, নাট্যরচনা, আবৃত্তিতে বেশ দক্ষতা হয়। মিথুন, কন্যা, কুম্ভ রাশির লোকদের এই রকম হতে দেখা যায়।

### মঙ্গলের ক্ষেত্র উঁচু হলে

করতলে মঙ্গলের ক্ষেত্র উঁচু থাকলে এরা খুব তেজস্বী ও সাহসী হয়। কারো কোনও আদেশ বা উপদেশ এরা ভালবাসে না। স্বাধীনচেতা ও উদার হয়। চিকিৎসক, যোদ্ধা, ইঞ্জিনীয়ার, সাহিত্যিক প্রভৃতি হয়। এদের স্বভাব একগুঁয়ে।

এরা কারও বশ্যতা স্বীকার করতে চায় না বলে, সর্বত্র প্রভুত্ব করতে চায়। বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এরা খুব অহংকারী হয়। নিজেদের কথার বা কাজের সমালোচনা এরা সহ্য করতে পারে না। মিষ্টি কথা বলেই এদের মন ফেরানো যায়। কর্কট, বৃষ ও মীন রাশির লোকদের এই স্থান উঁচু দেখা যায়।

### চন্দ্রের ক্ষেত্র উঁচু হলে

এই ক্ষেত্র করতলে উঁচু হলে এরা কল্পনাপ্রিয়, লেখক, কাব্যপ্রেমিক, আদর্শবাদী, ভাবাবেগপ্রবণ, রোমান্টিক ও ভ্রমণকারী হয়। আমুদে, ভ্রমণপ্রিয়, লম্পট, বেহিসাবী, কুষ্ঠরোগী, ধীর স্থির যক্ষ্মারোগাক্রান্ত হয়। কল্পনা শক্তির অধিকারী বলে মেয়েরা এদের খুব ভালবাসে। এরা খুব সুন্দরী বা স্বাস্থ্যবতী স্ত্রী লাভ করে। এরা হৈ-হল্লা করতে খুব ভালবাসে না। পোশাক-পরিচ্ছদে এরা বিলাসী। সাদা রং এরা ভালবাসে। এরা জীবনকে উপভোগ করতে ভালবাসে। কর্কট, মিথুন রাশির জাতকরা এই প্রকৃতির হয়।

### শুক্রের ক্ষেত্র উঁচু হলে

করতলে শুক্রের ক্ষেত্র উঁচু বা প্রশস্ত হলে, এরা হয় সুন্দরের পূজারী। সত্য-শিব-সুন্দরের পূজারী—ধার্মিক, অত্যধিক আরামপ্রিয়, মানসিক সুস্থতাবোধ, কর্মী, ব্যবসায়ী ও চাকুরীজীবী হয়। ভাবপ্রবণ হওয়ায় এরা ভাল চিত্রকর, সুরকার, গায়ক হতে পারে। নারী হলে পুরুষকে, পুরুষ নারীকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করে। এই ক্ষেত্রকে ভাল করে পরীক্ষা করা প্রয়োজন। মানুষ যে তিনটি সহজাত প্রবৃত্তি—আহার, বিহার ও মৈথুন নিয়ে জন্মায়, তার ধারা বোঝা যায় এই ক্ষেত্রটি দেখে। বৃষ, তুলা, মীন রাশির এই স্থান দেখা যায়।

### প্রথম মঙ্গলের ক্ষেত্র প্রশস্ত হলে

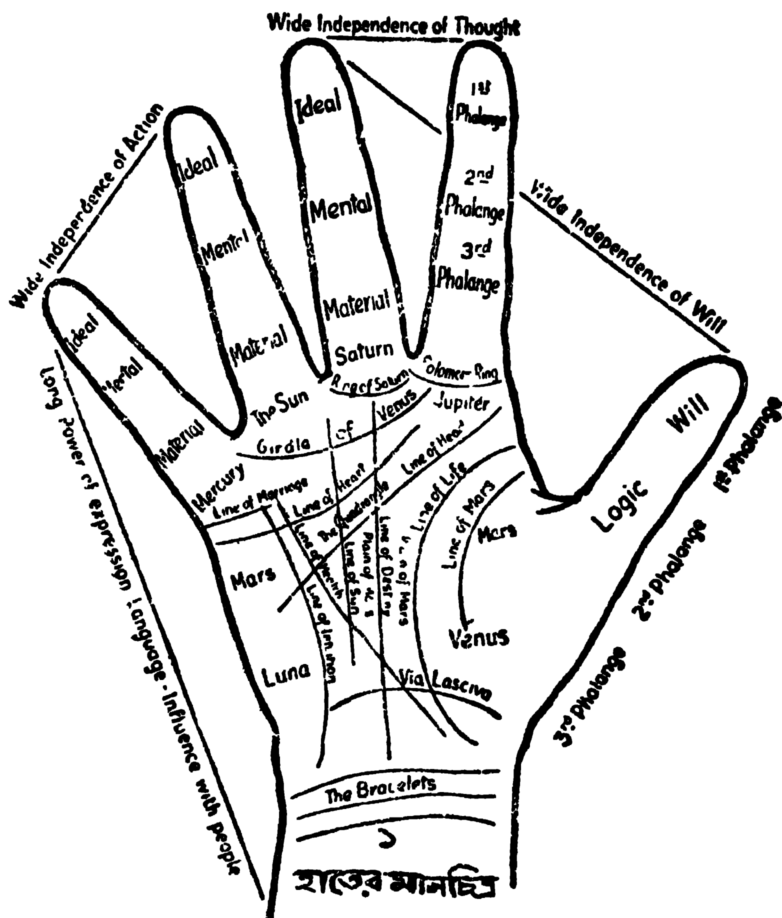
করতলের ক্ষেত্র প্রশস্ত হলে এরা সাহসী হয়।

## চতুর্থ অধ্যায়

# হাতের প্রধান রেখাগুলির বিচার

এবারে হাতের রেখা বিচারের বিষয়ে আলোচনা শুরু করছি।

অনেকে কররেখা বিজ্ঞান চর্চা করেন—তাঁরা হাতের অন্য সর্বাদিক বিবেচনা না করেই রেখা বিচারে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু তা উচিত নয়। আগে অন্য সব বিষয়ে পূর্ণভাবে বিচার করে তারপর রেখা বিচার কর্তব্য। মানুষের হাতের প্রধান ক'টি রেখা হলো—




১। হৃদয়রেখা। ২। শিরোরেখা। ৩। আয়ুরেখা। ৪। আয়ুরেখার অনুসারেখা। ৫। ভাগ্যরেখা। ৬। স্বাস্থ্যরেখা। ৭। রবিরেখা। ৮। বিবাহরেখা।

এবারে প্রতিটি রেখার বিষয়ে বিস্তৃতভাবে পূর্ণ আলোচনা করা হচ্ছে একে একে। তারপর অন্যান্য রেখাগুলি আলোচনা করা হবে।

## আয়ুরেখা ( Life line )

এই রেখা তর্জনী নিম্নস্থ বৃহস্পতির স্থানের নিচ থেকে উঠে, বুড়ো আঙ্গুলকে চক্রাকারে ঘিরে মণিবন্ধ বা কব্জির কিছু উপর পর্যন্ত অর্ধবৃত্তাকারে প্রসারিত করে।

এই আয়ুরেখা শারীরিক অবস্থা জীবনের আগত সমস্ত ভালমন্দ, বিভিন্ন রোগ ও মৃত্যু নির্ণয় করে।

আয়ুরেখার অনুগরেখা—এই রেখা বৃহস্পতি ক্ষেত্রের নিচের আয়ুরেখার পার্শ্ববর্তী বাহুর স্থান থেকে বেরিয়ে আয়ুরেখার সঙ্গে নেমে গেছে নিচের দিকে অর্ধচন্দ্রাকারে আয়ুরেখার সঙ্গে সঙ্গে সমান্তরালভাবে যায়। এই বৃদ্ধ অঙ্গুলিকে ঘিরে রাখে। এই রেখাকে দ্বিতীয় আয়ুরেখা বলে। এটি রেখা আয়ুরেখাকে সহায়তা করে। আয়ুরেখার ফাঁড়া থাকলে কাটিয়ে দেয়। পরের সম্পত্তি পেতে পারেন। মনের শক্তি বৃদ্ধি করে।

### আয়ুরেখার বিষয়ে প্রয়োজনীয় কথা

যদি আয়ুরেখা অখণ্ডভাবে নিচে নেমে না এসে কোনও স্থানে ভগ্ন থাকে, তাহলে যেখানে ফাঁক থাকে সেখানে জীবনে সাংঘাতিক দুর্ঘটনা আছে বুঝতে হবে। কিন্তু চতুষ্কোণ থাকলে ফাঁড়া কেটে যাবে। যবচিহ্ন থাকলে নানা বিপত্তি, তবুও রক্ষা পাবে।

অবশ্য যদি সঙ্গে সঙ্গে অনুগরেখা থাকে তবে বড় ফাঁড়ার উপর দিয়ে চরম বিপদ কেটে যায়। যদি আয়ুরেখা নিচে নেমে এসে দুটি ভাগে ভাগ হয়ে যায় ও তার সঙ্গে অনুগরেখা সমান্তরালভাবে অবস্থান করে, তাহলে জাতক খুব দীর্ঘায়ু হয় ও সুস্থ শরীর লাভ করে।

যদি অনুগরেখা থেকে কোনও শাখা বেরিয়ে আয়ুরেখাকে কেটে যায় তাহলে বুঝতে হবে যে, অতর্কিতভাবে নিজের অসাক্ষাতে এক নিদারুণ দুর্ঘটনা অথবা শোকচ্ছায়া নেমে আসতে পারে। যদি সব চিহ্নযুক্ত ও শৃঙ্খলযুক্ত হয়, তাহলে বুঝতে হবে যে জাতক সারাজীবন পাকস্থলীর. হৃদয় ও বাতের রোগে খুবই কষ্ট পাবে ৫০ বৎসর বয়সের পর।

যদি কোনও রেখা শনিস্থান থেকে বেরিয়ে এসে আয়ুরেখাকে স্পর্শ করে তবে আয়ুষ্কালে ঐ সময় পর্যন্ত পৌঁছালে কোন না কোন ভাবে মাথায় আঘাত লাগবার সম্ভাবনা থাকতে পারে। এমন কি কোন উঁচু স্থান থেকে পতনও হতে পারে।

যদি আয়ুরেখা থেকে কোনও রেখা উঠে বৃহস্পতির স্থানে যায়, তবে আয়ুরেখা থেকে যে বয়স পাওয়া যায় ঐ বয়সে জাতকের শুভ সূচনা ও উন্নতি বোঝায়। তার জ্ঞান গরিমা বৃদ্ধি হয়, ব্যবসায় ও চাকুরীতে উন্নতি হতে পারে।

আবার শনির স্থানে ঐ রেখা যদি আয়ুরেখাকে কেটে উল্টো দিকে চলে যায়, তাহলে দুর্ঘটনায় তার জীবন মৃতবৎ অবস্থা বুঝতে হবে। যদি আয়ুরেখা শিরোরেখা

আর হৃদয়রেখা এই তিন রেখা পরস্পর মিলে যায়, তবে বুঝতে হবে যে, জাতকের মধ্যে একগুয়েমি, গোয়ার্তুমি ও ঝাঁপিয়ে পড়বার প্রবৃত্তি থাকে। জীবন নিয়ে জুয়া খেললে হঠাৎ করে কোন কারণে ধনবান হতে পারে। মৃত্যু অধিকাংশ সময় দৈব-দুর্ঘটনায় হয়।

যদি কোনও রেখা আয়ুরেখা থেকে উঠে চন্দ্রস্থানকে আড়াআড়ি অতিক্রম করে যায়, তবে বিদেশ ভ্রমণ বোঝায়।

যদি আয়ুরেখা তর্জনীর নীচে ঠিক বৃহস্পতির স্থান থেকে বেরিয়ে সোজা নিচের দিকে নেমে যায়, তবে এই রেখা মানুষের অপযশ, কুকীর্তি, অসংযত জীবনযাত্রা, রোগ ও শোক নির্দেশ করে। তার যথেষ্ট আত্মসংযম থাকে না।

আয়ুরেখার ফলাফল জানবার জন্যে দুটি হাতের রেখাই দেখা আবশ্যক। যদি ডান হাতের আয়ুরেখা অটুট থাকে এবং বাঁ হাতের রেখা কোন স্থানে ভগ্ন থাকে, তবে তার আয়ুর ঐ সময় কোনও ব্যাধির সূচনা করে। যদি দুটি হাতের রেখা একই জায়গায় ভগ্ন থাকে, তবে ঐ সময় নিশ্চিত মৃত্যু বোঝায়। তবু দেখতে হবে চতুষ্কোণ বা সাহায্যকারী রেখা আছে কিনা।

আয়ুরেখা থেকে উর্ধ্বমুখী রেখা মাত্রই শুভ। এই সকল রেখা ক্ষমতা বৃদ্ধি লাভ এবং কৃতকার্যকারিতা নির্দেশ করে। যদি আয়ুরেখা থেকে কোন রেখা উঠে বুধের স্থানে যায়—তবে ঐ ব্যবসায়ে উন্নতি বোঝায়। তবে এসব উন্নতি নিজের চেষ্টায় বোঝায়।

যদি আয়ুরেখা থেকে কোনও রেখা সোজা উঠে, বরাবর রবির ক্ষেত্র পর্যন্ত চলে যায়, তাহলে তা সুনাম, যশ, খ্যাতি, প্রতিপত্তি ও ঐ বয়সে উপার্জন বোঝায়। ঐ সঙ্গে মাথার যন্ত্রণা ও রক্তচাপ বৃদ্ধি হয়। আয়ুরেখা বলিষ্ঠ হওয়ার মূলে শুক্রের ক্ষেত্রে প্রভুত্ব বোঝায়।

ঐ শ্রেণীর জাতকের বেশ সুখ্যাতি হয়। কাব্য, সাহিত্য এবং কলাবিদ্যার চর্চায় এরা অসাধারণ যশ ও জনপ্রিয়তা অর্জন করে। এদের জীবন সুন্দরের উপাসনায় নিবেদিত হয়।

এই আয়ুরেখা বিচার করতে হলে অবশ্যই প্রতিটি রেখা ও প্রতিটি সূক্ষ্ম বিষয় বেশ মন দিয়ে চিন্তা করে বিচার করতে হবে। তা না হলে, কোনও দিকে নজর কম হলে ভুল করা স্বাভাবিক।

যদি আয়ুরেখার কোনও অংশে তারকা চিহ্ন থাকে, তবে ঐ বয়সে সুনাম বোঝায়। যদি ঐ রেখার কোনও স্থানে কালো তিল দেখা যায়, তাহলে ঐ বয়সে ফাঁড়া বা অসুখ বোঝায়।

## আয়ুরেখা ও তার শাখা রেখাগুলি

সাধারণতঃ বৃহস্পতির ক্ষেত্রের কিঞ্চিৎ নিচে দিয়ে যে রেখা শুক্রের স্থানকে বর্তুলাকারে ঘিরে কব্জির দিকে অগ্রসর হয়, তাকে বলা হয় আয়ুরেখা।

এই রেখা বৃহস্পতি ও শনির ক্ষেত্রের মাঝখান থেকে ওঠে ( শিরোরেখার সঙ্গে মিশ্রিত অবস্থায় থাকে এবং তার উপর তারকা চিহ্ন থাকে তবে তার জীবনে নিবীর্যতা, সন্তানহীনতা প্রভৃতি প্রকাশ পায়।

বৃহস্পতি ক্ষেত্রের নীচ থেকে আয়ুরেখা বৃহৎ বর্তুলাকারে চন্দ্রের নিচ ক্ষেত্রের দিকে গেলে দীর্ঘায়ু হয়।

বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনীর ধার দিয়ে বৃহস্পতির রেখা একটু তেরচা হয়ে চন্দ্র ক্ষেত্রের দিকে অগ্রসর হওয়া উগ্র কামনার লক্ষণ।

বৃহস্পতির অতি নিচ থেকে আয়ুরেখা উঠে চন্দ্রের ধারের কব্জিতে গেলে ৩০ বছর পর্যন্ত নানা অসুখ ও শারীরিক দুর্বলতা দেখা দেয়।

উভয় হাতেই এরকম থাকলে সারা জীবন দুঃখভোগের ইঙ্গিত দেয়।

১। আয়ুরেখা কিঞ্চিৎ হলে আয়ুও কিঞ্চিৎ হয়।

২। আয়ুরেখার নিচে পুষ্প রেখা থাকলে, শরীর অসুস্থ হয় নানা কারণে।

৩। দু-হাতের আয়ুরেখা সংকীর্ণ ও ছোট হলে জীবনে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।

৪। ছোট দীর্ঘায়ু রেখার নিচে দীপচিহ্ন থাকলে নানা রকম অশান্তি দেখা দেয়।

৫। আয়ুরেখার উপর কোন স্পষ্ট থাকলে হঠাৎ মৃত্যু দেখা দিতে পারে।

## শিরোরেখা ( Head Line )

এই রেখাটি আয়ুরেখার উপরিভাগে থেকে বৃহস্পতির ক্ষেত্র বা শনির ক্ষেত্রের নিচে থেকে বের হয়ে হাতের তালুর মাঝখান দিয়ে মঙ্গলের বা চন্দ্রের স্থান অভিমুখে চলে যায়। এই রেখা দেখে আরও কিছু বোঝা যায়। কাজেই এটিকে হাতের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রেখা বলে মনে করতে হবে। শিরোরেখা ভাল না হলে, জাতকের শক্তির বিকাশ হয় না।

সোজা, অভগ্ন ও সুস্পষ্ট শিরোরেখা নির্দেশ করে গভীর স্পষ্ট বুদ্ধি ও সুমেধাবী। যদি এই রেখা যব বিশিষ্ট অর্থাৎ অনেক সংযুক্ত ও শৃঙ্খল বা শিকলের মত কাটা কাটা হয়, তাহলে জাতকের বুদ্ধি গভীর ও স্থির হয় না। সে মেধাবী হয় না—কোনও কোনও ক্ষেত্রে এই ধরনের জাতক পাগল হয়।

## শিরোরেখা সম্পর্কে বিশেষ কথা

যদি শিরোরেখা প্রথম থেকেই আয়ুরেখার একটু দূর থেকে বের হয় ও এই দুটি রেখা যেখান থেকে আরম্ভ হয় সেখানে যদি ফাঁক খুব বেশি না থাকে, তাহলে মানুষ নিজেকে ছাড়া অন্যকে মানতে চায় না, কারুর বুদ্ধি বা উপদেশ শুনতে চায় না এবং তার মধ্যে চিন্তার স্বাধীনতা থাকে।

জাতকের মধ্যে এগিয়ে যাবার এমন একটা প্রবণতা এবং মনোবল থাকে, যা জীবন-

সংগ্রামে জয়ী হতে সাহায্য করে। কিন্তু এদের জীবনে কোনও উদ্দেশ্য, নীতি ও কর্ম চিন্তা থাকে না। নানা বিপত্তিকে সম্বল করে এগিয়ে চলতে হয়। যদি শিরোরেখা আয়ুরেখা থেকে সরে গিয়ে সোজা অগ্রসর হয়, তাহলে সেই লোক বেশি বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান হয়।

শিরোরেখা চন্দ্রের ক্ষেত্রের দিকে গেলে জাতক কল্পনাপ্রিয় ও ভ্রমণ অনুরাগী হয়। কিন্তু এই রেখা যদি বেশি ঢালু হয়ে চন্দ্রের ক্ষেত্রে গিয়ে পৌঁছায়, তাহলে জাতকের মানসিক ব্যাধি, রক্তচাপ বৃদ্ধি ও অস্বাভাবিক চিন্তা থাকে। যদি শিরোরেখা আয়ু-রেখার অগ্রভাগ থেকে বেরিয়ে চন্দ্রস্থান অতিক্রম করে নীচের দিকে এগিয়ে যায়, তবে তার জীবনে বাধা অনিবার্য। শিরোরেখার বক্রতা ভাগ্য পতনের মূল কারণ।

যদি শিরোরেখা একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্ত পর্যন্ত হৃদয়রেখার সঙ্গে সমান্তরালভাবে পার হয়ে যায়, তাহলে এমন রেখার অধিকারী মানুষ যদি কারও সঙ্গে বন্ধুত্ব বা শত্রুতা করে—তবে আজীবন দৃঢ়তার সঙ্গে নিজেদের সিদ্ধান্তে অটল থাকে। তার অর্থাভাব নেই। সে ৪০-৫০ বয়সের মধ্যে ধনবান হবে।

যদি শিরোরেখা আয়ুরেখার ভেতর থেকে বেরিয়ে সোজাভাবে মঙ্গলের স্থানে যায়, তাহলে জাতক একটু খিটখিটে স্বভাবের হয়। এরা ঝগড়াটে ধরনের ও একটু স্বার্থপর হয়। সুযোগ পেলে এরা উপকারী বন্ধুর সঙ্গেও শত্রুতা করতে কুণ্ঠিত হয় না। যদি আয়ুরেখা, শিরোরেখা দুটি পৃথক পৃথকভাবে গোড়া থেকেই সরে যায়, তাহলে সেই মানুষ হয় আদর্শবাদী। জীবনে বড় হতে হবে, অর্থবান হতে হবে, সবার সঙ্গে সদ্ভাব রাখতে হবে, এই হল তার আশা। যদি শিরোরেখা আয়ুরেখার অগ্রভাগ থেকে শেষ পর্যন্ত একইভাবে চন্দ্রের ক্ষেত্রের দিকে ঝুঁকে থাকে, তাহলে এমন মানব অবশ্যই কবি বা সঙ্গীতজ্ঞ হয়। তারা তা না হলেও গান বা কাব্যে তাদের অনুরাগ থাকে।

যদি শিরোরেখা অনেক দূর আয়ুরেখার সঙ্গে মিশে এগিয়ে যায়, এমন মানুষ কোন বিষয়েই স্থির থাকতে পারে না। তাদের বিচার প্রতিক্ষণ পাল্টাতে থাকে। যখন কোনও ভাল যুক্তি দেখে, তারা সেই দিকেই ঝুঁকে পড়ে। যদি শিরোরেখা চন্দ্র স্থানের দিকে ঝুঁকে থাকে তবে তা জাতকের স্থির বিচার-বুদ্ধির পরিচয় দেয়। চন্দ্রের দিকে শিরারেখা গেলে মানসিক শান্তি কম। অত্যন্ত ছোট শিরোরেখাধারী জাতক বেশির ভাগ ক্ষেত্রে বুদ্ধির চেয়ে দৈহিক পরিশ্রম করে জীবিকা অর্জন করবে। যদি শিরোরেখার উপরে রবির স্থানের নীচে যব চিহ্ন থাকে, সেই মানব অবশ্য কোন না কোন সময় বাত, নেত্র ও রক্তচাপ রোগে আক্রান্ত হবে। এদের চিন্তাশক্তি কম থাকলেও সুদক্ষ কারিগর হয় এবং এদের হাত যদি কর্মীর হাত হয়, তাহলে তো কথাই নেই। যদি শিরোরেখা রাহুর পূর্ণ স্থান পর্যন্ত এগিয়ে গিয়ে তারপর নীচের দিকে নেমে যায় সেই মানব হয় নিন্দুক, ক্ষুধার্ত ও অর্থহীন, পরনিন্দা করা, প্রতি কথায় রাগ করা এবং প্রত্যেকের প্রতি বিদ্বেষ ভাব পোষণ করা, এদের প্রধান লক্ষ্য হয়ে থাকে। এমন মানুষ নিজের স্বার্থ সাধনে অত্যন্ত তৎপর হয়।

দুটি শিরোরেখা বিশিষ্ট মানুষ ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে অধ্যয়ন ও আধ্যাত্মিক চেতনা ও

ব্যবসায়ে ভাল রুচির ও বুদ্ধির পরিচয় দেয়। এর উপর যদি অন্য সব শুভ গ্রহ যোগ দেয়, তবে সেই মানুষ সংসারে কোনও কাজ শেষ করে সবাইকে দেখিয়ে দেয়।

কিরো কিন্তু এ বিষয়ে ভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন, এই জাতকের আর্থিক সাফল্য বিরাট হলেও তা তিনি লাভ করেন উত্তরাধিকার সূত্রে নয়—নিজের চেষ্টায়।

যে মানুষের শিরোরেখা আয়ুরেখাকে কেটে শুক্রস্থান পর্যন্ত এগিয়ে যায় সে ব্যক্তি সার্বজনীন কাজে বেশি রুচি রাখে। সংসারে এদের খুব অশান্তি ও নিজের প্রতি লক্ষ্য একেবারেই থাকে না। এরা জনগণের যশস্বী নেতা, আন্দোলনকারী, জনগণের কল্যাণে নিজের সর্বস্ব বলিদানকারী হয়ে থাকে।

যদি শিরোরেখা বেরিয়েই হৃদয়রেখার সঙ্গে মিশে যায় তাহলে সেই মানবের প্রেম ও ভালবাসার দ্বারা সব চিন্তা ও চিত্তবৃত্তি নিয়ন্ত্রিত হয়। যদি শিরোরেখার উপরে কোনও স্থানে তিলচিহ্ন থাকে তাহলে যে বয়সে ঐ চিহ্ন থাকে সেই বয়সে জাতক দুশ্চিন্তায় কষ্ট পায়। শিরোরেখা থেকে উত্থিত একটি রেখা কনিষ্ঠা পর্যন্ত গেলে, জাতক শান্তিপ্রিয় হয়। শিরোরেখাকে অনেকে বিষুবরেখা, বৈভবরেখা, মাতৃরেখা, বিলাসরেখা ইত্যাদি বলেন। তবে শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতদের মতে একে শিরোরেখাই বলা হয়ে থাকে।

প্রতিটি মানুষের হাত দেখে ভাগ্য বিচার করবার সময় শিরোরেখার গুরুত্ব সবার আগে দিতে হবে। শিরোরেখা না থাকলে ভাগ্য বলে কিছু থাকে না।

## হৃদয়রেখা ( Heart Line )

এই রেখাকে হাতের অন্যতম প্রধান রেখা বলে। এই রেখার মধ্যে জাতকের হৃদয়-ঘটিত অনেক কিছু রহস্য লুকানো থাকে। এই রেখা এবং শিরোরেখা সমান্তরাল থাকে। এই রেখার দ্বারা মানুষের ব্যক্তিগত জীবন, চাকুরী, ব্যবসা, দয়ামায়া, ও বুদ্ধিবৃত্তি সহজে বোঝা যায়।

## হৃদয়রেখা সম্পর্কে বিশেষ কথা

এই রেখাটি সাধারণতঃ তর্জনীর নিচে বৃহস্পতির ক্ষেত্র থেকে শুরু করে কনিষ্ঠার মূল দেশ পর্যন্ত এগিয়ে যায়। হৃদয়রেখা গভীর সুস্পষ্ট এবং উজ্জ্বল হওয়া উচিত। অনেক ক্ষেত্রে হৃদয়রেখা রবির স্থানে এসে থেকে যায়। এই রেখা পাঁচটি জায়গা থেকে বের হতে পারে—

১। বৃহস্পতির ক্ষেত্রের উপর থেকে।

২। এই ক্ষেত্রের মাঝামাঝি থেকে।

৩। তর্জনীর এবং মধ্যমার মাঝামাঝি থেকে।

৪। শনির ক্ষেত্রের উপরিভাগ থেকে।

৫। শনির ক্ষেত্রের নিচ থেকে।

তর্জনীর একেবারে মূল দেশ থেকে হৃদয়রেখা উত্থিত হলে, তা গভীর প্রেমের সূচনা করে। এমন রেখা বিশিষ্ট স্ত্রী-পুরুষ গভীর প্রেমরোগে সংলগ্ন থাকে। এরা নিজেদের দোষত্রুটি দেখতে পায় না।

শনির ক্ষেত্র পর্যন্ত যদি এটি বিস্তৃত হয়, তাহলে সেই পুরুষ প্রেমের ব্যাপারে স্বার্থপর ও প্রেমের জন্য সে যথা সর্বস্ব ত্যাগ পর্যন্ত করতে পারে। এরা দাতা, পর-দুঃখ কাতরতা, সমাজ সংস্কারক এবং নানা প্রতিভাকে কাজে লাগাতে পারে।

শনির ক্ষেত্র নিচ দিক থেকে উত্থিত হলে এরা নিজেদের নিয়ে তৃপ্ত থাকে। আত্ম-কেন্দ্রিকতা ও স্বজন-পোষণ নীতি গ্রহণ করে থাকে। তবে নিজের ভাল সবার আগে চায়।

কোনও কোনও স্ত্রী-পুরুষের হৃদয়রেখা থেকে অনেক ছোট ছোট রেখা নিচের দিকে নেমে আসতে দেখা যায়। এমন রেখার অধিকারী পুরুষ অল্প সময়ের মধ্যেই প্রেম-পাশে বাধা পড়ে। কিন্তু এদের প্রেম স্থায়ী হয় না।

খ্যাতনামা কবি, গায়ক, শিল্পীদের মধ্যে কারও হাতে এরকম হৃদয়রেখা থাকে। তর্জনী এবং মধ্যমার মাঝখান থেকে হৃদয়রেখা বের হলে জাতকের স্নেহ-প্রেমের ব্যাপাবে অত্যন্ত গভীরতা থাকলেও তা প্রকাশ পায় শান্তভাবে।

যদি কোনও জাতকের হৃদয়রেখা শিরোরেখার দিকে ঝুঁকে থাকে, তবে সেই জাতক অত্যন্ত চতুর, কর্মঠ ও বাস্তববাদী হয়।

এমন জাতকের মনোভাব জানতে পারা কিংবা তার হৃদয়কে আকর্ষণ করা খুব কঠিন।

যদি কোনও মানবেব হাতে হৃদয়বেখা একেবারে না থাকে, তবে সেই মানব হয় নিষ্প্রাণ, হৃদয়হীন। এরা ভাল রাজনীতিবিদ্ হয়—আবেগ শূন্য হয়। কোনও বাজে কাজ করতে এদের আটকায় না। শুক্রেব স্থান থেকে বেশি উঁচু হলে এদের কামবৃত্তি অত্যন্ত প্রবল।

তবে এই ধরনের লোক নিজ স্বার্থসাধনে খুব তৎপর হয়। এরা ছল ও প্রবঞ্চনা দ্বারা নিজের কার্য সিদ্ধি করে থাকে। যদি কোনও মানবের হৃদয়রেখা ভগ্ন থাকে প্রণয় ঘটিত ব্যাপারে নিরাশ হয়। তার জীবনে নেমে আসে শোচনীয় ট্রাজেডি। বিপরীত লিঙ্গ সর্বদা বিরুদ্ধাচারণ করে।

শনির স্থানে হৃদয়রেখা যদি ভগ্ন হয়, তা অভিমানবশে বিচ্ছেদ সূচনা করে। কনিষ্ঠার নীচে হৃদয়রেখা ভগ্ন হলে, মূর্খতা বশে বিচ্ছেদের সূচনা করে। আঁকা-বাঁকা জালের আকার যবযুক্ত হৃদয়রেখা প্রেমে নিষ্ঠার অভাবের পরিচয় দেয়।

যদি কারও হৃদয়রেখা বৃহস্পতির স্থান থেকে শুরু হয়ে নিচের দিকে ঝুঁকে থাকে এবং কনিষ্ঠার দিকে বা শেষপ্রান্তে পৌঁছায় তবে সেই মানব সারাজীবন বিবাহ অগ্নিতে জ্বলতে থাকে। এমন রেখা বিশিষ্ট মানব প্রণয় নিবেদন পরিতাপ করে থাকে। শিরো-রেখা ও হৃদয়রেখার মাঝের অংশ খুব সংকীর্ণ হলে, জাতক নিচ, সংকীর্ণমনা, মিথ্যা-বাদী, চঞ্চল ও লোভী হয়। এরা খুব ধনী হয় না।

হৃদয়রেখা যেখানে শেষ হয় সে স্থান ( বুধের নীচে ) শাখাপূর্ণ হলে, তা চতুরতার পরিচয় দেয়। হৃদয়রেখার অর্থাৎ মূলরেখার কোনও অনুগরেখা বা সহায়করেখা থাকলে, জাতক সৌন্দর্যপ্রিয়, গুণবান, সঙ্গীতপ্রিয়, প্রেমিক ও কবি বা শিল্পী হয়। এদের খ্যাতি ও প্রতিপত্তি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। হৃদয়রেখা তর্জনী অতিক্রম করে বাইরে প্রসারিত হলে, তা সুখ নির্দেশ করে। সে বিলাসিনী ও সম্ভোগের কাজে নিপুণা হয়ে থাকে। হৃদয়রেখা থেকে বহির্গত একটি শাখা রেখা যদি শিরোরেখাকে কেটে আয়ুরেখাকে স্পর্শ করে, তাহলে জাতক হয় অব্যবস্থিত চিত্ত, স্বার্থপর, দাম্ভিক ও একগুঁয়ে। তাদের দাম্পত্য জীবন প্রায়ই সুখের হয় না।

হৃদয়রেখা দ্বিধা বিভক্ত হয়ে একটি বৃহস্পতির উচ্চস্থানের দিকে অপরটি বৃদ্ধাঙ্গুলির দিকে নত হলে, তা শান্তিপ্রিয় জীবন, উদার, চিন্তাশীল, প্রত্যুৎপন্নমতি, স্থির লক্ষ্য ও স্বল্পভাষী, মনোজ্ঞ ব্যক্তির পরিচয় দিয়ে থাকে। এই শাখা দুটির মধ্যে একটি যদি বৃহস্পতির দিকে এবং অপরটি তর্জনী ও মধ্যমার মাঝখানে থাকে তবে জাতকের স্বভাব অত্যন্ত স্নেহপ্রবণ এবং স্নেহ-প্রেমের যাবতীয় ব্যাপারে পরম সুখী হবার সম্ভাবনা থাকে। হৃদয়রেখার শেষভাগে বৃত্তাকার চিহ্ন থাকলে তা পুত্র-কন্যার উপরে অশেষ ভালবাসা নির্দেশ করে। একটি রেখা বৃহস্পতি ও শনির অঙ্গুলির মাঝখান থেকে হৃদয়রেখা পর্যন্ত এলে, তা মস্তকে আঘাত হতে পারে। তা হৃদয়রেখাকে কেটে চলে গেলে জাতকদের মৃত্যু হয়। হৃদয়রেখার অগ্রভাগে তর্জনীর নীচে দ্বিধা-বিভক্ত হৃদয়রেখা ও অন্য একটি রেখার দ্বারা একটি ত্রিভুজ চিহ্ন হলে, তা হঠাৎ মৃত্যু নির্দেশ করে। সহজে সে কিছু পারে না। অবশ্য হৃদয়রেখা দ্বিধা-বিভক্ত শুভ নয়।

## ঊর্ধ্বরেখা বা ভাগ্যরেখা ( Fate Line )

যে অখণ্ড সরলরেখা মণিবন্ধ থেকে, মণিবন্ধের কিছু উপর থেকে চন্দ্র স্থান বা আয়ুরেখা থেকে বেরিয়ে সোজা উপরের দিকে মধ্যমা বা অনামিকার বা অন্য আঙ্গুলের মূলদেশ পর্যন্ত সোজা উঠে গেছে, তাকে ঊর্ধ্বরেখা বা ভাগ্যরেখা বলে। এই রেখা থাকলে, মানুষ ভাগ্যের ক্রীড়নক হয়। না থাকলে সে নিজের আত্মবিশ্বাস ও পরিশ্রমের সাহায্যে এগিয়ে যায়। কারুর কাছে মাথা নত করে না। কারুর দ্বারা প্রভাবিত হয় না।

যদি জাতকের এই রেখা না থাকে, তাহলে সাধারণতঃ মনে করা হয় যে সে দুর্ভাগা। এটা সব ক্ষেত্রে ঠিক নয়। স্বাধীনভাবে পুরুষ্কারের দ্বারা উন্নতি করার সুযোগ তার জীবনে আসে। ভাঙাচোরাযুক্ত অস্পষ্ট ভাগ্যরেখার চেয়ে ভাগ্যরেখা একেবারেই না থাকা ভাল।

ভাগ্যরেখা যদি সুস্পষ্ট, ছেদহীন ও রক্তাভ হয় এবং শনির স্থানে গমন করে তাহলে সেই জাতকের সুখে সারাজীবন অতিবাহিত হয়।

ভাগ্যরেখা মণিবন্ধের উপর থেকে উঠে মধ্যমা বা শনির অঙ্গুলির দ্বিতীয় পর্বে গেলে জাতক সৌভাগ্যশালী হয় আর প্রথম পর্বে গমন করলে শেষ জীবনে কষ্ট পায়।

ভাগ্যরেখা মণিবন্ধ থেকে উঠে যদি তর্জনী বা বৃহস্পতির দিকে যায় তাহলে বহুপত্র বিশিষ্ট, বড় ব্যবসা ও সুন্দর প্রাসাদের মালিক হয়। ধর্ম পথে সে অর্থ উপার্জন করে। জাতক জীবনে প্রতিষ্ঠা অর্জন করে এবং অপ্রত্যাশিত সাফল্য অর্জন করে। ভাগ্যরেখা শনির উচ্চস্থানে সোজা গমন করলে, জাতক সুখী, ধনবান পরিবারবর্গাদি হয়। ভাগ্যরেখা অনামিকার নীচে রবির উচ্চস্থানে গেলে স্বাধীনচেতা ও প্রচুর অর্থ উপার্জনকারী হয়। ভাগ্যরেখা কনিষ্ঠা বা বুধের উচ্চস্থানে গমন করলে, জাতক বিদ্বান বা যশস্বী হয়।

ভাগ্যরেখার শেষভাগে একত্রিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রেখা অঙ্কিত থাকলে, জাতক সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করে। ভাগ্যরেখা যে স্থানে ভগ্ন বা ছিন্ন হয় সেই বয়সে জাতক শারীরিক পীড়া, নানা পরিবর্তন, ধর্মনাশ, নানা অশান্তি, ভাগ্য বিপর্যয় ঘটে। ভাগ্যরেখা শনির ক্ষেত্রের নীচে এসে থেমে গেলে সে অত্যধিকভাবে ভাবিত হয়। নানা উচ্চশ্রেণীর লোকদের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়। কথাবার্তায় বলিষ্ঠতা থাকে।

রক্তবর্ণযুক্ত ভাগ্যরেখা অনামিকা পর্যন্ত প্রসারিত হলে, তার অভাব অভিযোগ থাকে না। ভাগ্যরেখা ভগ্ন হলে, তার শেষ প্রান্তের আগেই যদি নতুন রেখা উত্থিত হয় তাহলে তা বৃত্তির পরিবর্তন বোঝায়। এই পরিবর্তন শুভ সূচক হয়ে থাকে।

ভাগ্যরেখার মণিবন্ধের উপর আয়ুরেখার মূলভাগকে বিদীর্ণ করেলে মানুষের প্রভাব প্রতিপত্তি, অর্থ ও সম্পদ ইচ্ছাশক্তির প্রভূত পরিশ্রম করে লাভ করতে হয়।

কিন্তু যদি এই রেখা শিরোরেখার পর থেকে সরল হয়, তবে ৪০ বৎসর পর শুভ দেখা দেয়। আর যদি হৃদয়রেখার পরে সরল হয়, তবে তা ৩৯ বৎসরের পর শুভ দেখা দেয়। উর্ধ্বরেখা সোজাভাবে উঠে শিরোরেখায় শেষ হলে তা ৩৫ বৎসর শুভ হয়। তারপর নিজের বুদ্ধি বা বিবেচনা অভাবে ভাগ্যের অবনতি। চন্দ্রের স্থান থেকে যদি ভাগ্যরেখা উত্থিত হয়, তারা জনপ্রিয় ও খ্যাতনামা হয়, তবে তারা অন্যের সহায়তায় উন্নতিলাভ করে। তাদের মন কিছু দৃঢ় হয় না। আর তাদের ভাগ্য হয় পরিবর্তনশীল।

ভাগ্যরেখা করতলের মাঝখানে থেকে উঠে শিরোরেখা ও হৃদয়রেখা বিদীর্ণ করে শনির ক্ষেত্রের দিকে অগ্রসর হলে, শেষ জীবনে দুঃখে অতিবাহিত হয়।

ভাগ্যরেখা যদি আয়ুরেখা থেকে না উঠে, পরে মাঝখানে আয়ুরেখাকে স্পর্শ করে তারপর উপরে উঠে যায়, তাহলে ঐ বয়সে জাতকের কাঁধে সংসারের বোঝা এসে পড়ে।

যদি ভাগ্যরেখা নীচের দিকে মণিবন্ধরেখাকে কেটে নীচে নেমে যায়, তবে তার প্রভাব অশুভ হয়ে থাকে। ভাগ্যরেখা বা মণিবন্ধের উপর থেকে ওঠাই শুভজনক।

যদি ভাগ্যরেখা মণিবন্ধ থেকে বেরিয়ে পরে বেঁকে শুক্রক্ষেত্রে নেমে আসে তবে তা সুখময় জীবনের সূচনা করে।

এমন রেখাযুক্ত মানুষ সেনাপতি, বিরাট ধনী বা রাজা হয়ে থাকে। কিন্তু এদের আয়ু খুব বেশি হয় না। এরা মধ্যম আয়ু পায়। যদি ভাগ্যরেখা সোজা ও অভগ্ন

থাকে এবং তা থেকে একটি শাখা উঠে শনির ক্ষেত্রে চলে যায়, তবে তার ফল শুভ হয়।

## রবিরেখা ( Sun Line )

রবির ক্ষেত্র থেকে উঠে যে রেখা নিচের দিকে নেমে যায় তাকে রবি রেখা Sun Line বলে। কারো কারো রবিরেখা সোজা মণিবন্ধ পর্যন্ত নেমে যায়। যার হাতে রবিরেখা নেই কিন্তু ভাগ্যরেখা আছে, তার জীবন শত বাধা-বিপত্তির মধ্যে দিয়েও চলে যায়। সে জীবনে তার পার্থিব বস্তু থেকে বঞ্চিত হয়। রবিরেখা থাকলে সাফল্য, যশ, বুদ্ধি, ধন প্রভৃতি বিচার করতে সাহায্য করে। যদি রবিরেখা একাধিক অভগ্ন অবস্থায় সোজাভাবে প্রকাশিত হয় তবে মানবের ধর্ম, কর্ম, প্রতিভা, বিদ্যা, বুদ্ধি ও দৃঢ় হয়।

সে রাজসম্মান পেতে পারে।

রবিরেখাকে ভাগ্যরেখার প্রধান সহায়ক বেখা হিসাবে ধরা উচিত নয়। রবিরেখা সরল, সুস্পষ্ট, অকর্তিত ও অভগ্ন হলে জাতক বুদ্ধিমান ও যশস্বী হয়। ভাগ্যরেখা প্রবল থাকলেও যদি রবিরেখা না থাকে বা অতি সামান্য থাকে, তবে জাতকের জীবন দুঃখ ও নিরাশাপূর্ণ হয়। রবিরেখাহীন জীবনকে অনেকে ব্যর্থ জীবন বলেন।

ভাগ্যরেখা যদি ক্ষুদ্র ও মলিন হয়, কিন্তু রবিরেখা সুস্পষ্ট ও প্রবল হয়, তাহলে জাতক সর্বকার্যে সফলতা অর্জন করবে। সর্ব গ্রহের কেন্দ্র হলো রবি বা সূর্য। তার ঔজ্জ্বল্যে জাতক দীপ্ত হয়। রবিরেখা যদি আয়ুরেখা পর্যন্ত প্রসারিত থাকে তাহলে জাতক বিদ্বান ও বুদ্ধিমান হয় ও স্বকার্যে যশোলাভ করে। এই রেখার জন্য নানাদিকে সম্মান, প্রভাব-প্রতিপত্তি, আনন্দ ও বিবাহিত জীবনে সুখ, রাজনীতিতে শ্রেষ্ঠ পদ প্রাপ্তি বোঝায়। রবিরেখা যদি বেঁকে ভাগ্যরেখা পর্যন্ত যায় তাহলে জাতক কৃতকার্য হয়। রবিরেখা ও শিরোরেখা পর্যন্ত বিস্তৃত হলে জাতক কৃতকার্য, মস্তিষ্কজীবী লেখক ও বৈজ্ঞানিক হয়। এরা জীবনে উন্নতি করে। কিন্তু মধ্য বয়স অতিক্রম না করা পর্যন্ত, এদের বিশেষ কোনও উন্নতি হয় না। নিজের মানসিক প্রচেষ্টা এবং গুণাবলীর দ্বারা জাতক উন্নতি লাভ করে।

রবিরেখা হৃদয়রেখা পর্যন্ত বিস্তৃত হলে জাতক সাহিত্যে ও শিল্পে পারদর্শী হয়। অন্যের সাহায্যে জীবনে উন্নতি করে। তবে সাফল্য খুব দেরিতে হয়।

আর যদি শিরোরেখা এই রবিরেখাকে অতিক্রম করে চলে যায়, তাহলে জাতক প্রসিদ্ধ কবি, শিল্পী, ঔপন্যাসিক বা সঙ্গীতজ্ঞ হয়। রবিরেখা হাতের মধ্যস্থল পর্যন্ত প্রসারিত হলে জাতক জীবনের প্রথম অবস্থায় খুব শারীরিক শ্রম—স্বীকার ও উন্নতির চেষ্টা করে। তাকে অন্যের বাধা-বিপত্তির সঙ্গে সংগ্রাম করতে হয়। সে জীবনে প্রভূত উন্নতি লাভ করে থাকে। রবিরেখায় চিহ্ন থাকলে, মানুষ অতি কৃপণ হয়। রবিরেখা যদি ত্রিশূলাকারে তিন ভাগে ভাগ হয়ে যায় এবং তা থেকে একভাগ

সোজা, অন্য দুভাগ শনি ও বুধের ক্ষেত্রে গমন করে, তাহলে জাতক প্রচুর ধন ও যশ লাভ করে। কিন্তু বাত, নেত্র, পাকস্থলীর ও তার হজমের জন্য কষ্ট পায়। রবিরেখা শৃঙ্খলাকার হলে জাতক যশস্বী ও ধনবান হয়। আর যদি তা শাখা বিশিষ্ট হয়, তাহলে জাতক যশস্বী ও ধনবান হয়।

রবিরেখা যদি একাধিক জায়গায় থাকে, তাহলে জাতক বিবিধ উপায়ে স্থায়ী বা সাময়িকভাবে বিদ্যা, যশ ও ধন উপার্জন করলেও তা দীর্ঘস্থায়ী হয় না। এরা বহু কাজে নিপুণ হয়—কিন্তু এদের মত পরিবর্তনশীল হয়—ভাগ্য পরিবর্তন হয়।

রবিক্ষেত্রস্থ রবিরেখার উপর ক্রশচিহ্ন একটি অশুভচিহ্ন, তা জাতকের সুনাম এবং পদমর্যাদা সম্বন্ধে বাধাবিঘ্ন এবং অপ্রীতিকর ব্যাপারাদি বোঝায়—তবে চতুষ্কোণ থাকলে তা নষ্ট হয়।

রবিরেখার উপর তারকা চিহ্ন থাকলে জাতক তার প্রতিভাদীপ্ত বন্ধু-বান্ধবদের সাহায্যে উন্নতি লাভ করে। জাতক ধনী ও বুদ্ধিমান হয় ও তার উন্নতি সবচেয়ে বেশি হয় সেই বয়সে, যেখানে তারকা চিহ্ন থাকে।

হাতে যেসকল চিহ্ন থাকা পরম সৌভাগ্যের লক্ষণ, রবিরেখা তাদের অন্যতম। রবিরেখা কোনও স্থানে অন্য রেখা দ্বারা কর্তিত হলে, সেই বয়সেই জাতকের সুনাম ও অর্থ উপার্জন বিঘ্নিত হয়। রবিরেখার উপরে যবচিহ্ন থাকলে, ঐ চিহ্নিত স্থানের নির্দিষ্ট বয়সে যশের হানি বোঝায়। রবিরেখা অর্ধ বৃত্তাকার চিহ্ন সমষ্টি দ্বারা তৈরী হলে বা এক কিংবা একাধিক অর্ধবৃত্ত হলে জাতক প্রবল ইচ্ছা সত্ত্বেও উপযুক্ত অর্থ উপার্জন করতে পারে না। আর তরঙ্গায়িত রবিরেখা, অল্পবুদ্ধি, চঞ্চলচিত্ত, কার্য পণ্ডকারী জাতকের নির্দেশক। রবিরেখার সঙ্গে সমান্তরাল একটি বা তার আর্থিক রেখা থাকলে, তা বিভিন্ন বিষয়ে সিদ্ধিলাভ নির্দেশ করে।

কিন্তু তা সত্ত্বেও একটি সরল রবিরেখা স্পষ্ট থাকলে তা বেশি শুভফল দেয়। রবির ক্ষেত্রে বহু রেখা থাকলে তা বিভিন্ন কলাবিদ্যার প্রতি অনুরাগ বোঝায় বটে, কিন্তু তার উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য বহুমুখী হওয়াতে কোনও বিষয়েই প্রকৃত সাফল্য লাভ হয় না।

রাহু বা শুক্রক্ষেত্র কয়েকটি বিরোধী রেখা যদি রবিরেখাকে কর্তন করে বা স্পর্শ করে, তাহলে তা শত্রুবৃদ্ধি, কামনা, বাসনা লুপ্ত, মানসিক অশান্তি, তীর্থভ্রমণ বোঝায়। রাহুক্ষেত্র থেকে এমনি রেখা উদ্ভুত হয়ে রবিরেখাকে ছেদন করলে শোকে, দুঃখে হতাশায় এবং আত্মীয়দের দ্বারা নিন্দায় মানসিক কষ্ট পাবার সম্ভাবনা।

বুধস্থান থেকে একটি রেখা রবিরেখাকে অতিক্রম করে গেলে, তা চিত্ত চাঞ্চল্য বোঝায়। রবিরেখাও ভাগ্যরেখার মত দুহাত দেখে বিচার করতে হয়।

যদি রবিরেখা রবিক্ষেত্র থেকে উঠে খুব লম্বা হয় ও নিচে নেমে মণিবন্ধ পর্যন্ত যায় তাইলে সে জুয়া বা ফাটকা দ্বারা প্রভুত অর্থ উপার্জন করে।

রবিরেখার উপরে তিলচিহ্ন থাকলে নির্দিষ্ট বয়সে দুর্নাম বা কলঙ্ক বোঝায়। তবে এ নিয়ে মত বিরোধ আছে।

রবিরেখার উপরে চতুষ্কোণ চিহ্ন থাকলে নির্দিষ্ট বয়সে ধন সঞ্চয় বোঝায়।

যদি একটি রেখা রবিক্ষেত্র থেকে উদ্ভূত হয়ে সোজা শনিক্ষেত্রে যায়, তাহলে বিবিধ পথে উপার্জন সূচনা করে থাকে। যদি রবিরেখা রবিস্থানে শেষ করে এবং ছোট ছোট অনেক শাখায় বিভক্ত হয় তাহলে তার বিচার-বুদ্ধি মনে মনে পালটে যায়।

## স্বাস্থ্যরেখা ( Health Line )

স্বাস্থ্যরেখা সব হাতে থাকে না। হাতে না থাকা স্বাস্থ্যের দিক দিয়ে একটি উৎকৃষ্ট লক্ষণ। কিরো বলেন—It is an excellent sign to be without this line altogether স্বাস্থ্যরেখা না থাকলে বোঝায় যে, জাতকের শরীর শক্ত-সমর্থ এবং মজবুত গড়নের। তার স্নায়ুমণ্ডলীও সুস্থ।

তবে স্বাস্থ্যরেখা খুব স্পষ্ট ও সবল থাকলে তা ব্যবসায়ীদের পক্ষে শুভ। কারণ এই রেখাকে অনেকে বাণিজ্য রেখাও বলে। এই রেখা হৃদয়, পাকস্থলী, পিত্ত, নেত্র, রক্তচাপ প্রভৃতি রোগ বোঝায়।

যাদের স্বাস্থ্যরেখা যৌবনে থাকে না—পরবর্তীকালে দেখা দেয়, বুঝতে হবে তাদের দেহ ছিল সম্পূর্ণ সুস্থ, তারপরে স্বাস্থ্যহানি ঘটতে শুরু হয়েছে।

স্বাস্থ্যরেখা মণিবন্ধের কাছ থেকে বা আয়ুরেখা থেকে উঠে, বুধের ক্ষেত্রের দিকে এগিয়ে যায়। তবে মণিবন্ধের প্রান্ত থেকে স্বাস্থ্যরেখা ওঠা অশুভ নয়। যদি স্বাস্থ্যরেখা স্পষ্ট, গভীর ও অশুভ চিহ্নাদি বর্জিত থেকে সোজা হাতের নীচের দিকে নেমে যায় এবং আয়ুরেখা স্পর্শ না করে, তাহলে তা স্বাস্থ্যের দিক দিয়ে সুফলপ্রদ হয়। যদি কারও হাতের আয়ুরেখা, ভাগ্যরেখা, রবিরেখা ও স্বাস্থ্যরেখা এই রেখা চারটি স্পষ্ট ও অভগ্ন হয় তাহলে সে ভাগ্যবান, কীর্তিমান ও সুখী হয়। আয়ুরেখা থেকে শুরু হয়ে থাকলে এটি সেখানে একটি কোণ তৈরী করে। এই কোণটি স্পষ্ট হওয়া ভাল নয়।

## স্বাস্থ্যরেখা সম্পর্কে বিশেষ কথা

মানুষের জীবনে স্বাস্থ্যই সম্পদ। সেই স্বাস্থ্যহানি হলে ধন-জন-মান সবই অপ্রয়োজনীয়—নানা কষ্ট। তাই এই রেখার বিচার ভাল করে করতে হবে। আপনি জানবেন সরু স্বাস্থ্যরেখার চেয়ে চওড়া ও বলিষ্ঠ স্বাস্থ্যরেখা শুভ। ভাঙ্গা-চোরা রেখা খারাপ। এই রেখা শিরোরেখা ও হৃদয়রেখা অতিক্রম করে বুধের সঙ্গে মিশলে ব্যবসায়ে উন্নতি বোঝায়।

যদি কারও স্বাস্থ্যরেখা সরল হয়, পৃথক না হয় এবং অন্য ক্ষুদ্র রেখাদির দ্বারা কীর্তিত হয় তা নির্দেশ করে যে, সেই লোক হবে উত্তম স্বাস্থ্যবান, তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও স্মৃতিশক্তি সম্পন্ন। কিন্তু সে হবে চঞ্চল, খামখেয়ালী, চিন্তনীয় কাজে মত পরিবর্তনশীল ও অতি কষ্টে কোনও কাজ শেষ করে। যদি স্বাস্থ্যরেখা ও শিরোরেখা বা হৃদয়রেখা একটি কোণ তৈরী করে অথবা একটি ত্রিভুজ বা চতুর্ভুজ তৈরী করে, তাহলে তা নির্দেশ করে যে, ঐ লোক সম্মান ও ধনলোভী হবে এবং ভাল-মন্দ যে

কোনও উপায়ে তা পেতে চেষ্টা করবে। কিন্তু তা উচ্চকুলোদ্ভব, মহৎ ও উদার লোকের লক্ষণ সন্দেহ নেই। এই চিহ্নের নিয়ম এই যে, নিম্নকুলের হাতে এই চিহ্ন থাকলেও, তা মহৎ, উদার ও দয়ালু লোকের চিহ্ন সূচিত করে।

ঊর্ধ্বরেখা স্বাস্থ্যরেখা ও শিরোরেখা মিলে যদি একটি ত্রিকোণ তৈরী করে তবে জাতক আধ্যাত্মিকতা ও জ্যোতিষশাস্ত্রে পারদর্শিতা, নিপুণতা, লাভ করে ও নানা বিদ্যায় পারদর্শী হয়। যদি তার মধ্যে একটি নক্ষত্রচিহ্ন থাকে, তবে জাতক অন্ধ হয়ে যেতে পারে।

স্বাস্থ্যরেখা আয়ুরেখাকে স্পর্শ করে বুধের ক্ষেত্র পর্যন্ত গমন করলে, জাতক উত্তম স্বাস্থ্যবান, দীর্ঘজীবী, সচ্চরিত্র ও ব্যবসায়ে খুব উন্নতি লাভ করে।

আর স্বাস্থ্যরেখা যদি আয়ুরেখাকে স্পর্শ না করে একটু পর থেকে উঠে ফাঁক থেকে বুধের ক্ষেত্রে যায়, তাহলে জাতক স্বাস্থ্যবিহীন, মাথার রোগগ্রস্ত বা মূত্রাশয়ের রোগে কষ্ট পায়।

আর যদি শুধুমাত্র ক্রশচিহ্ন থাকে কিন্তু শিরোরেখায় বৃত্তচিহ্ন না থাকে, তবে জাতক বুগ্ন হয়। স্বাস্থ্যরেখার উপর যব চিহ্ন থাকলে নিদ্রাবস্থায় নানা উদ্ভট স্বপ্ন দেখে। স্বাস্থ্যরেখা ভাঙ্গা বা টুকরো টুকরো থাকলে প্রায়ই রোগে ভোগে। এদের রোগ যন্ত্রণার জন্য জীবনের সকল শান্তি ও প্রতিভা নষ্ট হয়। এরা প্রায় হৃদরোগে আক্রান্ত হয়। নানাভাবে বাধাপ্রাপ্ত হয়।

স্বাস্থ্যরেখা শাখাযুক্ত হলে জাতকের বৃদ্ধ বয়সে স্বাস্থ্যহানি হয়।

যদি স্বাস্থ্যরেখা থেকে কোনও শাখা বেরিয়ে রবিস্থানে যায়, তাহলে জাতকের স্বাস্থ্যহানি ঘটে—কিন্তু ভগ্ন স্বাস্থ্য নিয়েও সে সম্মান ও অর্থের জন্যে প্রচুর পরিশ্রম করে। তাদের স্বাস্থ্য এতে আরও ভেঙ্গে যায়, তবুও তাদের সম্মান ও অর্থলাভ হয়।

যদি স্বাস্থ্যরেখার করাতের মত দাঁতচিহ্ন থাকে, তাহলে সেই লোক স্বার্থপর হয়—শেষ জীবনে রক্তচাপ বৃদ্ধি, ফুসফুস বা পিত্তরোগে কষ্ট পায়। যদি শিরোরেখার নীচে স্বাস্থ্যরেখা দুভাগে ভাগ হয়ে যায় এবং শিরোরেখার সঙ্গে মিলে একটা দ্বীপ গঠন করে তাদের ফুসফুস ও হৃৎপিণ্ড কমজোরী হয়ে যায়।

যে লোকের হাতের রেখা জালযুক্ত বা যবযুক্ত হয় না এবং স্বাস্থ্যরেখা থাকে না বা গভীর অকীর্তিত থাকে সে সুখী হয়। যদি কারো স্বাস্থ্যরেখা থাকে আয়ুরেখার গভীরে, কিন্তু পরে তা সরু হয়ে হৃদয়রেখায় গিয়েই শেষ হয়, তবে তার হৃদয় দুর্বল হয়।

## বিবাহরেখা ( Marriage Line )

এই রেখাকে অনেকে বুধ রেখা বলে মনে করে। বিবাহ রেখা বিচার করবার সময় তার অগ্রগতির বাধা ও আকৃতি দেখতে হবে। তার সঙ্গে বৃহস্পতি বা চন্দ্রের উপর কোন রেখা থাকলে তাও বিচার্য বিষয়। এই রেখার দ্বারা প্রেম, সাধু ও দাম্পত্য আসক্তি নির্দেশ করে।

কনিষ্ঠা আঙ্গুলের মূলদেশের নীচে হৃদয়রেখার উপর বুধক্ষেত্রের মধ্যে করতলের পাশে অঙ্কিত রেখাগুলিকে বিবাহরেখা বলা হয়।

ঐ রেখা অনুগামী ছোট ছোট রেখা থাকলে তা দ্বিতীয় বা তৃতীয় বিবাহ না হলে হতে পারে। তা বোঝায় প্রেম বা বিবাহের কথাবার্তা বা সম্বন্ধ হয়ে ভেঙ্গে যাওয়া ইত্যাদি।

অবশ্য জাতকের স্ত্রীর হাতে বিবাহরেখার এক পাশে অনুগামী রেখা থাকলে, তা দ্বিতীয় বিবাহ বোঝায় না—বোঝায় মানসিক দুর্বলতা।

বিবাহরেখার মধ্যে বুধরেখারক্ষেত্রস্থিত প্রথম রেখাটি বিবাহ রেখা বোঝায়। তবে দুইটি স্পষ্ট এবং সমান রেখা থাকলে, তা দুইটি বিবাহ বোঝায়।

আর যদি তা না হয়, জাতক কোনও দ্বিতীয় নারীর গোপন প্রেমে আবদ্ধ হয়ে তার সঙ্গে বিবাহিতদের মতো জীবন কাটায়। বিবাহ রেখা স্পষ্ট ও গভীর হলে, জাতকের বিবাহের সম্ভাবনা প্রায় ষোল আনা থাকে। তা অস্পষ্ট ও ভগ্ন হলে, জাতকের প্রেমে বাধা ও প্রবঞ্চনা বোঝায়। বিবাহরেখা না থাকলে বা সামান্য অস্পষ্ট থাকলে, জীবনে জাতকের বিবাহ হয় না। বিবাহরেখা সরল ও অখণ্ডিত হলে জাতকের বিবাহিত জীবন সুখের হয়। কিন্তু বিবাহ রেখার উপরে যবচিহ্ন থাকলে—দাম্পত্য জীবন অশান্তি হয়, কলহপূর্ণ ও দুঃখময় হয়ে থাকে।

## বিবাহরেখা সম্পর্কে বিশেষ কথা

বিবাহরেখার প্রান্তভাগ উর্ধ্বগামী হলে, জাতক বিপত্নীক হতে পারে। এটি নিম্নগামী হয়ে যদি বিবাহরেখাকে স্পর্শ করে, তবে স্ত্রীর ( নারী হলে স্বামীর ) মৃত্যু বোঝায়।

বিবাহরেখা থেকে একটি শাখারেখা হৃদয়রেখাকে স্পর্শ করে শিরোরেখার দিকে চলে যায়, তা দম্পতির বিবাহ বিচ্ছেদ হয়। হৃদয়রেখার অতি নিকটবর্তী বিবাহরেখা বিশিষ্ট জাতকের অতি অল্প বয়সেই বিবাহ হয়ে থাকে, আর তার তা যত দূরে থাকে তত দেরীতে বিবাহ।

কারও বিবাহরেখা রবিরেখাকে স্পর্শ করলে, জাতকের বিবাহ তার চেয়ে ধনী ও সম্ভ্রান্ত ঘরে হয়ে থাকে। কিন্তু তা যদি রবিরেখাকে কর্তন করে চলে যায়, তবে তার দাম্পত্য জীবনে তখন সুখ ও শান্তি নির্ভর করে চন্দ্র ও বৃহস্পতির উপর।

বিবাহরেখা নিম্নমুখী ও বহুশিখাযুক্ত হলে বিবাহের পর জাতকের বহু রোগভোগ হবে ও সে ভগ্নস্বাস্থ্য হয়।

বিবাহরেখার উপরে ক্রশ বা নক্ষত্রচিহ্ন থাকলে, পতি-পত্নীর সঙ্গে কারও অপঘাতে আকস্মিক মৃত্যু দেখা যায়।

বুধক্ষেত্রে গভীরে একটি রেখা দ্বারা বিবাহরেখা কর্তিত হলে বহু বাধাবিঘ্ন ও অভিভাবকদের অনিচ্ছার মধ্যে বিবাহ হয় বা প্রণয়াসক্ত যুবক-যুবতীর মধ্যে এইভাবে বিবাহ হয়।

চন্দ্র ক্ষেত্রে শিরোরেখার নিচে এক বা একাধিক রেখা থাকলে তাকে বলে বিবাহ

সহায়করেখা। কিন্তু ঐ রেখাতে যবচিহ্ন থাকলে বিবাহে নানা বাধার সৃষ্টি হয়। চন্দ্র ক্ষেত্র থেকে একটি রেখা এসে ভাগ্যরেখা স্পর্শ করলে, জাতকের বিদেশ ভ্রমণ হয় এবং এই বিবাহে জাতক বহু অর্থলাভ করে থাকে, কিন্তু ঐ রেখা ভাগ্যরেখাকে কেটে চলে গেলে, জাতকের প্রণয় সুখ অক্ষুণ্ণ থাকে না।

বিবাহরেখা ভগ্ন বা চিহ্ন হলে দম্পতির মধ্যে কলহ, বিচ্ছেদ বা অপরের মৃত্যু হয়ে থাকে। কিন্তু যদি এই ছিন্ন দুটির মুখের মধ্যে ব্যবধান বেশী না থাকে তাহলে জাতকের মানসিক অশান্তি হয়। বিচ্ছেদ বা মৃত্যু হয় না।

বৃদ্ধাঙ্গুলি থেকে একটি রেখা বের হয় তা শুক্রস্থান ভেদ করে আয়ুরেখা ও ভাগ্যরেখাকে ছেদ করে, তাহলে জাতকের বিবাহ দ্বারা অর্থলাভ। স্ত্রীভাগ্যে ধনলাভ ও শুভ পদ ও সম্মান প্রাপ্তি বোঝায়।

এই সঙ্গে যদি বৃহস্পতির ক্ষেত্রে ক্রশচিহ্ন থাকে, তাহলে তা আরও ভাল হয়। বৃহস্পতির ক্ষেত্রে ক্রশচিহ্ন সুখী দাম্পত্য জীবনের চিহ্ন।

দুটি বা অনুগসমান্তরাল রেখা যদি জাতকের শিরোরেখার সঙ্গে থাকে, তাহলে তার একাধিক বিবাহ হযে থাকে। যদি এই রেখার উপর তিলচিহ্ন থাকে, তাহলে বিবাহ হয়ে থাকে। তবে ঐ সঙ্গে ত্রিকোণ বা বৃহস্পতির ক্ষেত্রে ক্রশচিহ্ন থাকে, তাহলে তার ফল শুভ হয় না।

দুটো সমান্তরাল বিবাহরেখা বুধের ক্ষেত্রে অতিক্রম করে গেলে জাতকের বিপত্নীক হবার সম্ভাবনা প্রবল ও প্রেমে প্রবঞ্চনা আসে ও মনটা সারাজীবন ধরে বিষণ্ণতায় আচ্ছন্ন থাকে।

## সন্তানরেখা ( Child Line )

সন্তানরেখা দ্বারা সন্তান সংখ্যা নিরূপণ করা হয়। তবে এটুকু নির্ণয় করা একটু কষ্ট সাধ্য সন্দেহ নেই। কেন তা পরে বলা হচ্ছে। শিক্ষার্থীদের আমি সাবধান করে দিতে চাই যে, এই সন্তানরেখা বিচার করার আগে ও সন্তানস্থান নির্দেশ করবার আগে তারা যেন হাতের শুক্রের স্থান ও রেখাকে ভাল করে বিচার করেন এবং সন্তানরেখা অভগ্ন ও পরিষ্কার দৃষ্ট হলেই সন্তান স্থান সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করা উচিত নয়। হাতের দুই প্রকার রেখা থেকে সন্তান সংখ্যা নির্ণয় করা যায়।

(ক) বুধক্ষেত্রে বিবাহ রেখার উপর প্রলম্বিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রেখা।

হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলির পেছন দিকে যে গাঁট থাকে, তাতে যে ভাঁজ পড়ে তার দাগের সংখ্যা দেখেও এই সংখ্যা নিরূপণ করা হয়। যে সব রেখা স্পষ্ট ও গভীর থাকে, তা পুত্র এবং অগভীর রেখা কন্যা বোঝায়। আবার অগভীর রেখাও গর্ভপাত বা সন্তানের মৃত্যু বোঝায়। সন্তানরেখা ছিন্ন ও ভগ্ন থাকলে, তা পুত্র কন্যার মৃত্যু বা গর্ভপাত বোঝায়।

সুস্পষ্ট রেখাযুক্ত ও উচ্চ চন্দ্রক্ষেত্র বিশিষ্ট নারী, সুপুত্র প্রসবিনী হয় ও প্রসবকালে কোনও প্রকার কষ্ট পায় না।

বৃদ্ধাঙ্গুলির মূলদেশে যদি অনেক রেখা থাকে তাহলে জাতকের সুপুত্র লাভ হয় বা জীবনে সুখী হয় ঐ সঙ্গে যদি হাতে পদ্ম বা কুম্ভ চিহ্ন থাকে, তাহলে সে রাজার মতো সম্মান পায়। বিবাহরেখা বিচারের সঙ্গে সঙ্গে বৃহস্পতি ও চন্দ্রের উপর রেখা-গুলির বিচার করেন।

আয়ুরেখার কোথায় কত বয়স অর্থাৎ কোথায় শেষ হলে কত কত বছর জাতকের পরমায়ু হবে বা কোন্ কোন্ বয়সে তার ফাঁড়া আছে, তা বুঝতে হলে এবং ভাগ্য-রেখাও কোন্ বয়সে কি রকম ফল দেবে, এই রেখা কোথায় ছিন্ন বা কোন বয়সে জাতকের কণ্টকর বোঝাবে, তা কিরো ও সেণ্ট জারমেইন দুটি মতে বিচার করা যায়।

সেণ্ট জারমেইনের মতে—আয়ুরেখাকে মোট তিন ভাগে ভাগ করতে হবে। শুরু থেকে মণিবন্ধের প্রথম রেখাটি পর্যন্ত ১০০ বৎসর ধরা হয়। তারপর প্রথম এক-তৃতীয়াংশকে ৫ ভাগ করে, প্রতি ভাগকে ৬ বৎসর ও পরবর্তী দ্বিতীয় এক-তৃতীয়াংশকে ৫ ভাগে ভাগ করে প্রতি ভাগকে ৬ বৎসর ধরা হয়। অবশিষ্ট এক-তৃতীয়াংশকে ৫ ভাগ করে, প্রতি ভাগকে ৮ বৎসর ধরা হয়।

তাহলে প্রথম এক-তৃতীয়াংশ ৫ × ৬ = ৩০ বৎসর বোঝায়। দ্বিতীয় এক-তৃতীয়াংশ ৫ × ৬ = ৩০ বৎসর ও শেষ এক-তৃতীয়াংশ ৫ × ৮ = ৪০ বৎসর বোঝায়।

তাই মোট আয়ু থেকে মণিবন্ধ পর্যন্ত আয়ুরেখা থাকলে ও কীর্তিত না হলে জাতক ৩০ + ৩০ + ৪০ = ১০০ বৎসর বাঁচতে সক্ষম তা বোঝায়।

কিরোর মতে সম্পূর্ণ আয়ুরেখা গোড়া থেকে মণিবন্ধ পর্যন্ত ১১২ বৎসর ধরা হয়েছে তারপর ঐ রেখাকে ১৬ ভাগে ভাগ করে প্রতি ভাগ ৭ বৎসর করে ধরা হয়।

ভাগ্যরেখার গোড়া থেকে শিরোরেখার সংযোগস্থল পর্যন্ত অংশ ৩৫ বৎসর ধরতে হবে। শিরোরেখা থেকে হৃদয়রেখা পর্যন্ত ৫৫ বৎসর ও তা থেকে শেষ অর্থাৎ আঙুলের মূলদেশের ঠিক উপর পর্যন্ত ১০০ বৎসর ধরা হয়। শিরোরেখাকে এইভাবে সাতের পদ্ধতি ( system of seven ) দ্বারা ভাগ করা যায়। কিরোর মতটাই বর্তমানে শ্রেষ্ঠ মত বলে স্বীকৃত হয় ও কররেখাবিদেরা তা মেনে চলেন। যথা—৭, ১৪, ২১, ২৮, ৩৫, ৪২, ৪৯, ৫৬, ৬৩, ৭০, ৭৭, ৮৪।

## পঞ্চম অধ্যায়

# অন্যান্য রেখাসমূহ

### ছায়া পথ রেখা ( Milkyway Line )

মণিবন্ধের কাছ থেকে আয়ুরেখার শেষ প্রান্ত থেকে কতকগুলি রেখা ( কখনও ২।৩টি বা কখনও বা ৫।৬টি ( উত্থিত চন্দ্রের স্থানের দিকে প্রসারিত হয়। তাকে বলে

ছায়া পথ রেখা। এরা নৌবিদ্যায় পারদর্শী হয়। এই ছায়াপথ রেখাগুলি যদি সম্পূর্ণ ও অবিভক্ত হয় তাহলে নির্দেশ করে ঐ জাতকের ছায়াপথে ভ্রমণ ও সমুদ্র যাত্রা হবে। তাছাড়া বাণিজ্যিক সাফল্য ও সামাজিক প্রতিষ্ঠা লাভ করবে। ঐ ব্যক্তি হবে বিচারশীল ও স্মৃতিশীল সম্পন্ন। সে বিভিন্ন লোকের সন্তোষ বিধান করতে পারবে এবং তাতে তার সুফল হবে। এই রেখাগুলি সমান্তরালভাবে হলে আরও ভাল ফল দিয়ে থাকে। কিন্তু এদের জীবন জল পথে যে কোনও মূহূর্তে দুর্যোগপূর্ণ হতে পারে ও কোনও এক বিশেষ জল যাত্রাতে ভাগ্যের পতনও হতে পারে। এই রেখার দ্বারা কূটবুদ্ধির সূক্ষ্মতা, স্বল্পভাষিতা, অনুপ্রেরণা দাতা, ভ্রমণপ্রিয় উদার, অর্থবান, বলবান ও যশস্বী বোঝায়।

যদি কারও এই ছায়াপথ রেখাগুলি শুক্রের ক্ষেত্রের দিকে বক্রভাবে গমন করে তবে ঐ লোক নারীগণের খুব প্রিয় হয়। বিভিন্ন নারীর সঙ্গে দিন কাটিয়ে সুখী হয় না। নারী সঙ্গে তৃপ্তি আসে না।

ঐ ব্যক্তি সকলের প্রিয়, ভদ্র ও অমায়িক এবং তোষামোদ দ্বারা ধীরে ধীরে স্ত্রী জাতির অনুগ্রহ লাভ করে। তার ঐ চিহ্ন ভাষার উপর আধিপত্য ও বাগ্মিতাও নির্দেশ করে।

যদি ঐ ছায়াপথের রেখার উপরে নক্ষত্র চিহ্ন থাকে, তাহলে সেই জাতক জ্ঞানী ও সৌভাগ্যশীল হয় এবং তার সব অভিলাষ পূর্ণ হয়—সে সারাজীবন খুবই সুখ ভোগ করে। যদি কারও হাতে ছায়াপথরেখা ভগ্ন বা অস্পষ্টভাবে থাকে, তাহলে সে শিরঃপীড়া, শ্লেষ্মা, হৃদপীড়া স্নায়বিক পীড়া, কোষ্ঠবদ্ধতা ও সন্ধি-বাত প্রভৃতিতে কষ্ট পায়।

যদি ছায়াপথের রেখায় ক্রশ বা বজ্রচিহ্ন থাকে তাহলে সেই জাতক সন্তানপ্রিয়, নিঃসঙ্গতাপ্রিয় ও হতাশাগ্রস্ত হয়। সে জীবনের পথে চলতে গিয়ে নানা দেবতা, কাল্পনিক মূর্তি ও নিজ কল্পিত জীবনের দর্শন করছে, এরূপ মনে করে।

যদি কারও ছায়াপথরেখা বাঁকা ও ঢেউ-খেলান মত হয়, তাহলে সেই ব্যক্তি জুয়াড়ী, ফাঁকি বাজ, কপট, শঠ ও চতুর হয়। তার বুদ্ধি যথেষ্ট থাকে, কিন্তু সে বুদ্ধি সৎপথে না গিয়ে অসৎ পথে পরিচালিত হয়।

## বুধরেখা ( Mercury Line )

শুক্রক্ষেত্র থেকে উদ্গত এবং আয়ুরেখা ভেদ করে বুধক্ষেত্রের দিকে বিস্তৃত রেখাগুলিকে বুধরেখা বলে। মণিবন্ধ থেকে উত্থিত হয়েও বুধক্ষেত্রের দিকে গমন করে।

এইরেখা থেকে জাতকের জ্ঞান-গরিমা, গুপ্তবিদ্যা, তন্ত্র, জ্যোতিষ, অঙ্ক, বিজ্ঞান, সাহিত্য প্রভৃতি বিদ্যার বিষয়ে জানা যায়। অবশ্য সব হাতে এ রেখা থাকে না।

অনেকের আবার তা শৈশবে থাকে না—পরবর্তীকালে দেখা যায়।

বুধের উচ্চস্থান পর্যন্ত প্রসারিত বুধরেখা থাকলে জাতক জ্যোতিষ, আইনব্যবসায়ী, বৈজ্ঞানিক, নাট্যকার, অভিনেতা প্রভৃতি হয়ে থাকে। বুধরেখা সরল ও

অকীর্তিত হলে, জাতক সুস্থ, নীরোগ ও ধনবান হয় এবং সচেষ্টায় উন্নতি করে থাকে। বুধরেখা ক্ষীণ ও কাটা কাটা হলে, জাতক রোগা, পীড়িত ও দুর্বল হয়ে থাকে। আর কতকগুলি ক্ষুদ্র অসংলগ্ন সরলরেখা দ্বারা ঐ রেখা কীর্তিত হলে, জাতক হৃদরোগ, নাক ও কানের রোগে কষ্ট পায়। বুধরেখা থেকে যদি কয়েকটি শাখারেখা নির্গত হয়ে তা ভাগ্যরেখা ও হৃদয়রেখার সঙ্গে মিলিত হয়ে ত্রিকোণ তৈরী করে, তাহলে জাতক আধ্যাত্মিক বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করে।

বুধরেখার উপরে যবচিহ্ন থাকলে জাতক আধিভৌতিক কাজে লিপ্ত হয়—কিন্তু কৃতকার্য হয় না। করতলের অন্যত্র দেখা না গিয়ে বুধরেখা যদি হৃদয়রেখা ও শিরোরেখার মধ্যে দৃষ্ট হয়, তাহলে জাতকের মাথার রোগ, জ্বর প্রভৃতি হয়। বুধরেখা থেকে শাখা চন্দ্রস্থানে গেলে জাতক অলস, সংকীর্ণচেতা, অব্যবস্থিতচিত্ত হয় এবং তার জীবনে অবস্থার বহু পরিবর্তন হয়। যদি বুধ স্থান থেকে নির্গত বুধরেখার হৃদয়রেখার বা শিরোরেখায় এসে শেষ হয়, তবে জাতক জ্ঞানী ও সৎ পরামর্শদাতা হয়।

যদি বুধরেখা থেকে কতকগুলি রেখা বেরিয়ে এসে বুধের ক্ষেত্রের উপর দিয়ে রবিরেখার দিকে অগ্রসর হয় ও রবিরেখাকে কেটে দেয় তবে জাতক মিথ্যাবাদী ও ক্ষীণ শক্তিসম্পন্ন হয় এবং লোকের নিকট নিরর্থক অঙ্গীকার করে তা পালন করে না। পরে দুর্নামযুক্ত হয়।

## শুক্ররেখা ( Venus Line )

শুক্ররেখা থেকে উদ্ভূত হয়ে আয়ুরেখা পর্যন্ত বিস্তৃত অথবা তা অতিক্রম করে প্রসারিত এক বা একাধিক রেখাকে শুক্ররেখা বলে। এই রেখা সর্বদা মানুষের স্বভাব, চরিত্র, কল্পনা, রোগ, সৌন্দর্যবোধ, পুত্র, দাম্পত্য জীবন, জ্ঞান, ব্যবসা, অর্থলাভ, ভ্রমণ, পতন, প্রভৃতিকে নির্দেশ করে।

বৃদ্ধাঙ্গুলির প্রথম পর্ব থেকে উন্নত হয়ে আয়ুরেখা কেটে চলে যাওয়া গভীর শুক্ররেখা জাতকের আত্মীয়-পরিজন, বন্ধু-বান্ধব বা পিতা-মাতার মৃত্যু বা গভীর শোক নির্দেশ করে।

কিন্তু ঐ শুক্ররেখা যদি আয়ুরেখাকে স্পর্শ করে বা নাও করে তাহলেও আত্মীয় বন্ধুদের সঙ্গে বিবাদ, তাদের দ্বারা কষ্টও নানা কাজে বিঘ্ন সূচিত করে। বিশেষ করে বিপরীত লিঙ্গের সংস্পর্শে। শুক্রস্থান থেকে যদি উন্নত শুক্ররেখা যদি আয়ুরেখা ও ভাগ্যরেখা দুটি স্পর্শ করে তাহলে তা বিষয়-সম্পত্তি নিয়ে আত্মীয়দের সঙ্গে বিবাদ বা সম্পত্তির জন্য মনোকষ্ট বোঝায়। শুক্ররেখা ছোট ছোট হয়ে যদি শুধু আয়ুরেখাকে কেটে দেয় তাহলে তা আঘাত প্রাপ্তি নির্দেশ করে।

যতগুলি দীর্ঘ ও গভীর রেখা শুক্রের উচ্চস্থান থেকে নির্গত হয়ে আয়ুরেখার দিকে গেছে, জাতকের জীবনের উপর ততজন স্ত্রী-লোকের প্রভাব নির্দেশ করে।

যদি ঐ রেখার একটি গভীর ও অন্যগুলি ক্ষীণ বাবক্র হয় তাহলে যেগুলি ক্ষীণ সেগুলির দ্বারা গর্হিত প্রেম বা গোপন প্রণয় বোঝায়, ভালবাসা বা বিবাহের কথাবার্তা বোঝায়।

শুক্ররেখা হৃদয়রেখা পর্যন্ত প্রসারিত হলে জাতকের জীবন দুঃখের হয় না। আর শুক্ররেখা হৃদয়রেখা অতিক্রম করে বুধক্ষেত্রে বিবাহরেখার সঙ্গে মিলিত হলে, পুত্র-কন্যা থাকা সত্ত্বেও বিবাহ-বিচ্ছেদ নির্দেশ করে। তার দ্বারা জারজ পুত্রের সৃষ্টি হয়।

## রাহুরেখা

রাহুক্ষেত্র থেকে উন্নত হয়ে আয়ুরেখা ভেদ করে শিরোরেখা পর্যন্ত প্রসারিত অথবা তা অতিক্রম করে হৃদয়রেখা স্পর্শ বা অতিক্রমকারী রেখাকে রাহুক্ষেত্র বলা হয়। এই রাহুক্ষেত্র হাতে থাকা সর্বক্ষেত্রে অকল্যাণ জনক নয়। নানাভাবে প্রাপ্তি যোগ, হঠাৎ ক্রোধবৃদ্ধি, আধ্যাত্মিক চিন্তায় উৎসাহ, নানা কাজের সুযোগ-সুবিধা লাভ, ও উদারতা বৃদ্ধি করে।

রাহুরেখা বিশিষ্ট জাতক, বিদ্বান, বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ শক্তিসম্পন্ন হলেও নিজের ইচ্ছাব বিবুদ্ধে কোনও কাজ করতে চায় না। আবার অন্যের দ্বারা পরিচালিত ও কর্মে বাধা প্রাপ্ত হওয়াতে তার সব উদ্যম ও কাজ নষ্ট হয়ে থাকে রাহুরেখা যদি অন্য রেখা দ্বারা কর্তিত বা লুপ্তপ্রায় হয়, তাহলে জাতকের সর্বকার্যে সিদ্ধি ও উন্নতি বোঝায়। চাকুরী ও ব্যবসায়ে শ্রীবৃদ্ধি বোঝায়।

রাহুরেখার সঙ্গে অনুগ অর্থাৎ সমান্তরাল সহায়ক বেখা থাকলে এবং তা কর্তিত না হলে, তাও অশুভ ফল দান করে থাকে।

## প্রভাবসৃষ্টিকারী রেখা বা প্রভাব রেখা

শুক্রক্ষেত্র থেকে উঠে কোনও রেখা গোটা করতল অতিক্রম করে চন্দ্র, বুধ, শনি, রবি, বৃহস্পতি প্রভৃতি যে কোনও গ্রহস্থানে গমন করলে তাকে বলে প্রভাবরেখা বা প্রভাবসৃষ্টিকারী বেখা। এই রেখাব শুভ-অশুভ নিয়ে বিভিন্ন হস্তরেখাবিদদের মধ্যে প্রচণ্ড মত বিরোধ আছে।

এই রেখাগুলি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করতে হলে—প্রতিটি গ্রহ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে হবে।

আয়ুরেখা থেকে উঠে প্রত্যক্ষ দর্শনকারী রেখাকে অতিক্রম করলেও তাকে প্রভাব রেখা বলে। শুক্রস্থান থেকে উঠে আয়ুরেখা ও ভাগ্যরেখাকে কেটে ঐ রেখা চন্দ্রক্ষেত্রে গমন করলে, পুরুষ হলে নারীর দ্বারা বাধা প্রাপ্ত হয়ে ভাগ্যহীন হয় ও কষ্ট পায়, আর নারী হলে পুরুষ কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হয়ে ভাগ্যহীনা হয়। আর শুক্রক্ষেত্রে বহির্গত রেখা আয়ুরেখাকে কেটে কেতুর স্থানে ভাগ্যরেখাকে স্পর্শ করলে জাতক আত্মীয়ের দ্বারা উন্নতির পথে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে থাকে।

প্রভাবসৃষ্টিকারী রেখা বৃহস্পতির ক্ষেত্রের নিচ থেকে উঠে সোজা শুক্রে ক্ষেত্রের দিকে গেলে জাতক, ধীর, স্থির, উদার, উচ্চাকাঙ্ক্ষী, শান্তিপ্রিয়, উপস্থিত বুদ্ধি যুক্ত,

সফলকাম ও ধনবান হয়ে থাকে। এই রেখা প্রচুর জীবনীশক্তি প্রতিষেধক ক্ষমতা দান করে। এই রকম অভগ্ন, অখণ্ড এবং সুস্পষ্ট রেখা সকলের হাতে থাকে না।

প্রভাবসৃষ্টিকারী রেখা শুক্রক্ষেত্র থেকে সোজা শনির ক্ষেত্রে গমন করলে, তা জাতকের নানাভাবে লাভ, মস্তকে আঘাত, ব্যবসায়ে উন্নতি বোঝায়। প্রভাবসৃষ্টিকারী রেখা যদি শুক্রস্থান থেকে উঠে সুস্পষ্ট ভাবে রবির স্থানে গমন করে তবে জাতক আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবের সহায়তায় যশ ও প্রচুর ধন উপার্জন করে থাকে। প্রভাবসৃষ্টিকারী রেখা যদি সোজা শুক্র থেকে বুধের স্থানে যায়, তবে তা বুধরেখা বা শুক্ররেখা নামে খ্যাত হয় এবং জাতক বিজ্ঞান-শাস্ত্রে পারদর্শী ও ব্যবসায়ে প্রচুর অর্থলাভ করে।

প্রভাবসৃষ্টিকারী রেখা মঙ্গলস্থানে গমন করলে, জাতকের অর্থনাশ ও স্ত্রী-হানি হয়। প্রভাবসৃষ্টিকারী রেখা শুক্রস্থানে থেকে চন্দ্রস্থানে সোজা গমন করলে, জাতকের বিদেশ ভ্রমণ হয়, ও বিদেশ ভ্রমণে লাভ হয়—কিন্তু বিপরীত কোনও লিঙ্গের লোক দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়, আগেই বলা হয়েছে।

বৃদ্ধাঙ্গুলির মূলদেশ থেকে উত্থিত একটি রেখা সোজা শুক্রস্থান অতিক্রম করে গভীর ভাবে আয়ুরেখার দিকে গেলে, সুখকর বিবাহ বোঝায়। কিন্তু এই রেখা ছিন্ন ও কর্তিত হলে বিবাহ সুখকর হয় না।

## পরস্ব প্রাপ্তি রেখা বা মঙ্গল রেখা

আয়ুরেখার অনুগামী ও সমান্তরাল যে রেখা রাহু থেকে শুক্রের স্থান পর্যন্ত স্পষ্ট ভাবে থাকে, তাকে বলে পরস্ব প্রাপ্তিরেখা বা মঙ্গলরেখা। এই রেখার গুরুত্ব হস্তরেখাবিদদের কাছে খুবই বেশি। কারণ এই রেখা থাকলে আয়ুরেখা, ভাগ্যরেখা ও হৃদয়রেখা ভাল না হলেও কোনও ক্ষতি হয় না এবং দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করে সর্বদা জয়ী হতে পারে। সবার উপর কর্তৃত্ব করা চলে। এই রেখা সমান্তরাল ও স্পষ্ট থাকলে জাতক খুব ধনবান হয়। এটি অবশ্য আয়ুরেখার অনুগরেখা, তাই আয়ুরেখার বিপদাদি এই রেখা দ্বারা নাশ হয়। এই রেখা স্বাস্থ্য-জীবন, দারিদ্র্যতা দোষ, শোক, দুঃখ দূর করে এবং মনে বলিষ্ঠতা আনে, জাতক আধ্যাত্মিক উন্নতি ও শক্তির উপাসনা করে আবার লটারীতে বা অন্য কারো সম্পদ লাভ করে।

আর যদি মণিবন্ধরেখার উপর ত্রিভুজ চিহ্ন থাকে, তবে তাও পরধন প্রাপ্তি বোঝায়। এই রেখা ( মঙ্গলরেখা ) টুকরো টুকরো ও ভগ্ন হলে প্রভূত অর্থ-প্রাপ্তির সুযোগ, কিন্তু আসলে সামান্য প্রাপ্তি বোঝায়।

## প্রত্যক্ষ দর্শনরেখা বা দৈবরেখা

বুধ ক্ষেত্রের নিম্নভাগ থেকে উঠে যদি একটি রেখা ছাড়িয়ে চন্দ্রক্ষেত্র পর্যন্ত প্রসারিত হয় তবে তাকে প্রত্যক্ষ দর্শন রেখা বা দৈবরেখা বলে। এই রেখা খুব কম লোকের

হাতে থাকে, তবে এটি থাকা উচ্চ সাধক বা বিজ্ঞানীর লক্ষণ। দৈবরেখার দ্বারা আধ্যাত্মিক মান-বৃদ্ধি হয়, ধর্মশাস্ত্র প্রভৃত আয়ত্ত হয়,—এবং বিভিন্ন রহস্যশাস্ত্র সম্পর্কে বক্তৃতা দেবার জন্য বিদেশেও যেতে পারে। ঐ রেখা থাকলে গোয়েন্দা বিভাগে বেশি যশ হয়।

এই রেখা যার হাতে থাকে সে গুপ্ত-বিদ্যাদি লাভে অত্যন্ত আগ্রহী হয়। এই রেখা-বিশিষ্ট জাতক স্বপ্ন বা জাগ্রত অবস্থায় ভাবে আবিষ্ট হয়ে দৈব প্রত্যাদেশ পায় ও ভবিষ্যৎ বলতে সক্ষম হয়।

দৈবরেখা যদি আয়ুরেখা থেকে উত্থিত একটি রেখা দ্বারা কর্তিত হয়, তাহলে জাতকের আত্মীয় বন্ধু প্রভৃতি দ্বারা ঐ বিদ্যা অর্জনের পথে বাধা বোঝায়। কিন্তু অপরের সাহায্যে ধনলাভ হবে।

দৈব প্রত্যক্ষ দর্শন রেখা যদি তরঙ্গায়িত হয় তাহলে জাতকের প্রত্যক্ষ দর্শন গুণ থাকলেও সে স্নায়বিক দুর্বলতায় কষ্ট পায়। নানাবিধ স্বপ্ন, সামান্য তন্দ্রায় ও স্বপ্নাচ্ছন্নতায় নানা দেব-দেবীর চিন্তা বৃদ্ধি পায়।

যদি প্রত্যক্ষ দর্শন রেখার উপরে একটি যব চিহ্ন থাকে তাহলে জাতক নিদ্রিত অবস্থায় জগৎ ভ্রমণ করে এবং নিদ্রিত অবস্থাতেই প্রত্যক্ষ দর্শন বা দৈব অনুগ্রহ লাভ করে। এই রেখায় দুটি যব চিহ্ন থাকলে জাতক নিদ্রিত অবস্থায় স্বপ্ন যোগে দ্রব্য লাভ করবে। করতলে যদি প্রত্যক্ষ দর্শন রেখা ভগ্ন বা টুকরো টুকরো থাকে তাহলে বোঝা যাবে অসংযম ও নানা অন্যায় কাজের জন্য জাতকের এই প্রত্যক্ষ দর্শন ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যাবে। কিন্তু তাদের যোগশাস্ত্র ও জ্যোতিষ শাস্ত্রে ভাল জ্ঞান থাকে।

করতলে একটি রেখা মণিবন্ধ রেখা থেকে উঠে আয়ুরেখা ও ভাগ্যরেখাকে কেটে যদি চন্দ্রস্থান পর্যন্ত সোজা গমন করে, তাও আংশিক প্রত্যক্ষ দর্শন রেখার কাজ করে। তবে তাদের বিদেশ ভ্রমণ ও তার দ্বারা উপার্জনও বোঝায়। আবার জলপথে বিপদ, প্রবাসে কারাবরণ ও মৃত্যু বোঝায়।

এই রেখা মানুষকে দৈবের উপর নির্ভরশীল করে তোলে।

## প্রবৃত্তি রেখা

মণিবন্ধের উপর বা মণিবন্ধ থেকে যে রেখা অর্ধচন্দ্রাকারে চন্দ্রস্থান পর্যন্ত বিস্তৃত বা শুক্ররেখা থেকে অর্ধচন্দ্রের আকারে চন্দ্রক্ষেত্র পর্যন্ত বিস্তৃত, সেই রেখাকে প্রবৃত্তি রেখা বলে।

প্রবৃত্তিরেখা সরল ও গভীর হলে জাতক বিদ্বান ও বাগ্মী হয়। রবিরেখা যদি এই রেখার সঙ্গে মিলিত হয় তাহলে জাতক সুখী ও ঐশ্বর্যশালী হয়।

অনেকের মতে মণিবন্ধ থেকে উত্থিত প্রবৃত্তিরেখা সরল ও গভীর হলে তাদের প্রত্যক্ষদর্শন ক্ষমতা আংশিক থাকে। তবে তাদের বিদেশ ভ্রমণ দ্বারা অর্থ উপার্জন বোঝায়।

প্রবৃত্তি রেখা বিশিষ্ট জাতকের করতল যদি কঠিন বা শক্ত হয় তবে জাতক মদ্যপায়ী ও লম্পট হয়। তাছাড়া সে নানা নেশার বশীভূত হয়।

প্রবৃত্তিরেখা আয়ুরেখাকে কর্তন করেই শেষ হলে ( মণিবন্ধ থেকে উদ্ভূত ) তা লাম্পট্য, অবৈধ প্রেম ও মধ্য বয়সে ব্যাধি ও নানা পীড়া বোঝায়।

প্রবৃত্তি রেখাযুক্ত জাতকের যদি শিরোরেখার চন্দ্রস্থলে যব থাকে, তাহলে সে ইন্দ্রিয়-পরায়ণ, নীচমনা ও উন্মাদ হতে পারে।

কোন কোন কররেখাবিদের মতে স্বাস্থ্যরেখার সঙ্গে সঙ্গে সমান্তরাল যদি কোনও রেখা বুধক্ষেত্রে গমন করে তবে তাকে প্রবৃত্তিরেখা বলে। ঐ রেখা অভগ্ন ও বুধস্থানে শেষ হলে জাতক বাগ্মী, চতুর ও কূটনীতি বিশারদ হয়।

যদি প্রবৃত্তিরেখায় যব চিহ্ন থাকে ও চন্দ্রের ক্ষেত্রে একটি শাখা শিরোরেখা থেকে নেমে আসে, তাহলে জাতকের মাথার গোলমাল আছে বোঝায়। প্রবৃত্তিরেখা আঁকাবাঁকা ও অভগ্ন থাকলে তা দুর্বল স্বার্থপরতা ও লাম্পট্য বোঝায়।

## গুহ্যক্রশ বা আধিভৌতিক ক্রশ ( Mystic Cross )

হৃদয়রেখা ও শিরোরেখার মধ্যবর্তী অঞ্চলের চতুর্ভুজের ক্ষেত্রে যদি ক্রশচিহ্ন থাকে তবে কররেখাবিদেরা তাকে গুহ্যক্রশ চিহ্ন বলেন। এই ক্রশচিহ্নটি খুবই শুভ ফলদায়ক। এই রেখা হাতে থাকলে মানুষের জীবনে একটা নতুন দর্শনের সূত্রপাত হয়—সে কোনও কিছুতে পিছপা হয় না। ঈশ্বরানুগত্য প্রবল হয়।

হাতে এই ক্রশ চিহ্ন থাকলে জাতকের গুহ্যবিদ্যা, ধর্মতত্ত্ব, জ্যোতিষবিদ্যা, যোগশাস্ত্র, ও আধ্যাত্মিক বিষয়ে প্রচুর জ্ঞান হয় এবং এই কারণে সে বিশেষ সম্মান লাভ করে। সাহিত্য বোধ, নাট্যরস প্রিয় হয়।

গুহ্যক্রশ চিহ্ন সাধারণতঃ কেতুর ক্ষেত্রে থাকে। তবে যদি তা মঙ্গলের ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য-রেখার সংলগ্ন হয় তাহলে জাতক ধর্মপরায়ণ হয়, কিন্তু তার মন বেশ চঞ্চল হয়।

বৃহস্পতির ক্ষেত্রের কাছে এই ক্রশ থাকলে, জাতক ধার্মিক, ব্যবসায়ী চাকুরিতে উন্নতি, তীর্থবাসী, সুপুত্রবান, সাধ্বী নারীর পতি, উন্নতমনা, শান্ত ও ধীশক্তিমান হয়। আধ্যাত্মশাস্ত্র বিদ্যা এবং তন্ত্রাদি জাতকের সমগ্র জীবনকে প্রভাবিত করতে পারে। কেউ কেউ পেশা হিসাবেও এই সকল বিদ্যা অবলম্বন করেন, কেউ আবার গবেষণা পুস্তকে লিপিবন্ধ করেন।

এই গুহ্যক্রশ চিহ্ন বিশিষ্ট জাতকের রবিস্থান উচ্চ হলে, সে অতি সঞ্চয়ী ও অহংকারী হয়। এদের শনির স্থান উচ্চ হলে বিদ্বেষ ভাবাপন্ন হয়।

## ভ্রমণরেখা ( Travelling Line )

আয়ুরেখা থেকে বেরিয়ে এসে চন্দ্রক্ষেত্রে গমনকারী ক্ষুদ্র রেখাকে বলে ভ্রমণরেখা। যদি এই ভ্রমণরেখা আয়ুরেখাকে ছাড়িয়ে চন্দ্রের ক্ষেত্র পর্যন্ত যায়, তা হলে আজীবন

দেশ বিদেশ ভ্রমণ করে কাটানো যায়। দেশ-বিদেশ ভ্রমণে এদের উপার্জনও প্রচুর হয়ে থাকে। জলপথে বিপদ, হিংস্র জন্তুর দ্বারা আক্রান্তও হতে পারে।

আয়ুরেখাতে নির্গত ভ্রমণরেখাতে যদি যব চিহ্ন থাকে, বিপদ যুক্ত ভ্রমণ বোঝায়। এই রেখার উপরে চতুষ্কোণ চিহ্ন থাকলে, তা বিদেশে গিয়ে বিপদে পড়া ও বিপদ থেকে পরিত্রাণ লাভ বোঝায়। এই রেখা চন্দ্রক্ষেত্র সম্পূর্ণ অতিক্রম করলে বা বৃত্তচিহ্ন বা শাখাদি থাকলে ভ্রমণ কালে জাতকের বিপদ বোঝায়। এমন কি মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে।

মণিবন্ধ রেখা থেকে নির্গত একটি রেখা সোজা শুক্রক্ষেত্র কেটে বৃহস্পতির উচ্চস্থানে গমন করলে, জাতকের দীর্ঘদিন সাগর পারে থাকা বোঝায়।

আর একটি রেখা সোজা বুধক্ষেত্রে গেলে, ভ্রমণ কালে বিপদ হলেও ফাটকা, জুয়া, রেস, লটারী প্রভৃতি থেকে আয় বাড়ে।

মণিবন্ধ থেকে একটি রেখা আয়ুরেখা স্পর্শ করলে জাতকের জল ভ্রমণে মৃত্যু হয়। শনিক্ষেত্র থেকে নির্গত হয়ে একটি রেখা যদি আয়ুরেখাকে স্পর্শ করে তাহলে তার ভ্রমণরেখা থাকলেও ভ্রমণকালে আঘাত বোঝায়।

যাদের করতলে এই ভ্রমণ রেখা থাকে না, তাদের দূর ভ্রমণ হয় না।

### জ্ঞানরেখা

বৃদ্ধাঙ্গুলির গোড়ার বা গোড়ার পর্বে একটি গভীর স্পট থাকলে তাকে জ্ঞানরেখা বলে। এই রেখা যে জাতকের হাতে থাকে, সে খুব জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান হয় এবং সহজে যে-কোন বিদ্যা আয়ত্ত করতে পারে।

বৃদ্ধাঙ্গুলির দুটি পর্বের মাঝে যদি একটি যব-চিহ্ন বেশ স্পষ্ট থাকে, তবে তা যশ, প্রতিষ্ঠা ও জ্ঞান লাভে খুব সহায়ক হয়। জ্ঞানরেখার সঙ্গে যদি অন্য রেখাও সহায়ক থাকে তবে খুব ভাল হয়।

জ্ঞানরেখা কোথাও অন্য রেখা দ্বারা কাটা থাকলে, কোনও সময়ে জ্ঞান লাভ ও বিদ্যার্জনের পথে বাধা বোঝায়।

## ষষ্ঠ অধ্যায়

# অন্যান্য বিশেষ রেখার বিচার

### শুক্রবন্ধনী ( Girdle of Venus )

করতলের বৃহস্পতির আঙ্গুল বা তর্জনীর মূল থেকে অর্ধচন্দ্রাকারে কনিষ্ঠার মূল পর্যন্ত বিস্তৃত অর্ধচন্দ্রাকার রেখাকে শুক্রবন্ধনী বলে।

এই রেখা অভগ্ন থাকলে জাতকের মধ্যে দুর্লভ প্রতিভার আধিক্য হয়।

জাতক অসাধারণ প্রতিভাশালী কবি বা সাহিত্যিক কিংবা সঙ্গীতজ্ঞ, ধার্মিক ও সদ্-ব্যবসারী হয়।

এই শুক্র বন্ধনীর সঙ্গে যদি গুহ্যক্রশ বা প্রত্যক্ষ দর্শন রেখা থাকে, তাহলে জাতক অসাধারণ খ্যাতনামা ব্যক্তি হয় ও নিজের চেষ্টায় ও সাধনায় প্রচুর অর্থ উপার্জন করবে। তবে এই সাফল্য আসে বাধা-বিপত্তির মধ্যে দিয়ে।

শুক্রবন্ধনী যদি বৃহস্পতির স্থান থেকে বুধ স্থান পর্যন্ত সোজা প্রসারিত হয় এবং এই রেখা সুগোল ও গভীর থাকে তবে তা জাতকের পক্ষে অতি সুখদায়ক হয়।

এই শ্রেণীর জাতক ধীর স্থির, সর্বদুঃখত্রাতা, ধার্মিক, সাত্ত্বিক ও ধর্ম শাস্ত্রবিদ হয়। সে সাহিত্য, কাব্য বা ইন্দ্রজাল ইত্যাদি বিদ্যায় পারদর্শী হয়।

অনেক বিখ্যাত গ্রন্থকার, বক্তা, অভিনেতা, শিল্পী, প্রভৃতির এই ধরনের রেখা চিহ্ন থাকে।

শুক্রবন্ধনী সোজা বুধক্ষেত্র অর্থাৎ কনিষ্ঠার মূল থেকে হৃদয়রেখার সঙ্গে মিলিত হয়ে বৃহস্পতির ক্ষেত্রের দিকে কিছুটা অসম্পূর্ণ থাকলে জাতক সচ্চরিত্র ও নির্লোভ, তীর্থবাসী হয়। সে সুপণ্ডিত হয়।

শুক্রবন্ধনী ছিন্ন থাকলে বা ভাঙা ভাঙা থাকলে অথবা দুটি রেখা থাকলে (অনুগরেখা) জাতক খুব নিবিড় ভাবে বিপরীত লিঙ্গের সঙ্গে মেশে। এই ব্যক্তি নারীসঙ্গলাভের জন্য ব্যকুল হয়ে থাকে। শুক্রবন্ধনী দুদিকে স্পষ্ট কিন্তু ভগ্ন থাকলে জাতক অনেকটা বিচলিত হয়ে পড়ে। সে ভাবপ্রবণ ও কবি হয়, কিন্তু তার চরিত্র দোষ ঘটে থাকে।

শুক্রবন্ধনীটি পরিষ্কার কিন্তু তার উপরে নক্ষত্র চিহ্ন থাকলে জাতক গুণান্বিত ও শিল্পী হয়।

পরিষ্কার রবিরেখা ও ভাগ্যরেখা শুক্রবন্ধনী অসম্পূর্ণ থাকলেও যদি তাকে কর্তন করে চলে যায়, জাতক সুপণ্ডিত, বুদ্ধিমান, বিষয়ী, গ্রন্থকার ও প্রকাশক, ছাপাখানার মালিক ও প্রেমিক হয়। কিন্তু যদি রবি ও ভাগ্যরেখা ক্ষীণ হয় ও শুক্রবন্ধনীরেখাই বেশি গভীর হয় তাহলে তা জাতকের সব গুণ থাকা সত্ত্বেও নানা প্রকার কুবুদ্ধি আনয়ন করে।

শুক্রবন্ধনী তর্জনী থেকে কনিষ্ঠা পর্যন্ত বিস্তৃত হলে, জাতক গুণান্বিত হলেও তার মধ্যে লাম্পট্য দোষ থাকে। সে একাধিক রমণীর প্রিয় হয়।

শুক্রবন্ধনী যদি মধ্যস্থলে বিভক্ত থাকে ও যদি শনিরেখা ও বৃহস্পতিরেখা তাকে কর্তন করে, তবে জাতকের গুণাদি থাকা সত্ত্বেও তার উন্নতির পথে বাধা উপস্থিত হয়। নারীর হাতে শুক্রবন্ধনী থাকলে কামুকতা, ভাবুক ও বহু সন্তানধারিকা হয়। এই নারী গোপনে বহু প্রেমকারিণী বা বিপথগামিনী হতে পারে। তাদের বাতরোগ বা মূর্ছারোগ থাকে।

শুক্রবন্ধনী বুধস্থানে যদি বিবাহরেখাকে কর্তন করে থাকে, তাহলে জাতক হয় হৃদয়হীন ও নিষ্ঠুর প্রকৃতির। সে স্ত্রীর উপরে নানা অনাচার ও অত্যাচার করে থাকে। তার স্ত্রীর জীবন তাই দুঃখের হয়।

## শনির বন্ধনী ( Ring of Saturn )

যে রেখা শনির ক্ষেত্রে উপস্থিত মূলকে বৃত্তাকারে ঘিরে রাখে তাকে শনির বন্ধনী বলে। করতলের শনির বন্ধনী অতি অল্পই দেখা যায়। শনি হচ্ছে বিপদ, দুঃখ, ও কষ্টের প্রতীক। তবে এরা ধার্মিক ও যোগী প্রকৃতির হয়। যাদের হাতে শনির বন্ধনী দেখা যায়, তাদের জীবন হয় নিঃসঙ্গ ও বিপদসঙ্কুল। তারা সমাজ ও সংসার থেকে দূরে থাকতে খুব ভালবাসে। তারা সব সময় নিজেদের চিন্তাধারা অনুযায়ী চলে। আবার নির্বিকারও থাকতে পারে না, নানা ঝামেলায় ও চিন্তায় লিপ্ত থাকে। মানুষের মধ্যে প্রেম—স্বরূপতার সন্ধান করে।

একা জীবনে চরম দুর্দশায় পড়েও শেষে কাজ সুসম্পন্ন করতে পারে। এরা খুব একগুঁয়ে প্রকৃতির হয় বলে অন্যের মতকে এরা গ্রহণ করতে চায় না—নিজের মতকে এরা সঠিক মনে করে। বিবাহিত জীবন সুখের হয় না।

মাঝে মাঝে এদের জীবনে মৃত্যু বা অন্য কোনও ভয় জেগে ওঠে। তারা অশুভ চিন্তা করে নিজের স্বাস্থ্য নষ্ট করে। জীবনে দুঃখ কষ্ট বা বার্ধক্যে কোনও গুরুতর পীড়া, পতন বা কোনও শোচনীয় দুর্ঘটনায় মারা যায়। সংক্ষেপে এদের জীবনকেই অশুভ বলা চলে। এদের জীবনে চারিদিক দিয়ে বাধার সৃষ্টি হয়।

## সলোমন বন্ধনী ( The Ring of Solomon )

যে রেখা বৃহস্পতির ক্ষেত্রে উপরিভাগে তর্জনীর মূলকে ঘিরে রাখে তাকে সলোমন বন্ধনীরেখা বলে। রাজা সলোমনের হাতে এই চিহ্নিত রেখা ছিল।

রাজা সলোমন ছিলেন খুব জ্ঞানী, বুদ্ধিমান ও বিচারশীল। তাঁর নামকরণ থেকেই এই নামকরণ সৃষ্টি হয়েছে।

যার করতলে এই সলোমন বন্ধনীরেখা থেকে সে জ্ঞানী, তত্ত্বজ্ঞ ও দার্শনিক হয়। এরা যোগ, জ্যোতিষ, প্রকৃতি বিজ্ঞান, চিকিৎসা, রাজনীতি, অর্থনীতি, ইতিহাস, ধর্ম ও ভাষাতত্ত্ব প্রভৃতি নিয়ে আলোচনা করতে চায়। এরা পণ্ডিত ও বেশ পারদর্শী হয়। সলোমন বন্ধনী পরিষ্কার না হয়ে যদি অস্পষ্ট বা ভগ্ন হয় তাহলে জাতকের বোঝায় তত্ত্ববিদ্যা ও জ্ঞান বিষয়ে সহজ প্রবণতা ছিল—কিন্তু নানা বাধার জন্যে সে উচ্চস্থান লাভ করতে সক্ষম হয়নি বা জ্ঞান লাভে বঞ্চিত হয়েছে। এই রেখার জন্য অবশ্য জীবনভর অন্যায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে।

## বৃহৎ ত্রিভুজরেখা

## ( Triangle of Mars )

আয়ুরেখা, শিরোরেখা ও স্বাস্থ্যরেখা এই তিনটি রেখা যদি করতল মধ্যে একটি স্পষ্ট ত্রিভুজ চিহ্ন অঙ্কিত করে অর্থাৎ একটি ত্রিকোণ স্পষ্ট গঠিত হয় তাকে কর-ত্রিকোণ বা বৃহৎ ত্রিভুজ রেখা বলে।

আয়ুরেখা ও শিরোরেখা সংযোগস্থলকে বলে প্রথম বা উচ্চকোণ।

ঐ কোণটি বেশ স্পষ্ট হলে জাতক বিদ্বান, বুদ্ধিমান, সুবক্তা, সদালাপী, জনপ্রিয়, সুজাত, ধার্মিক ও স্বাস্থ্যবান হয়। শিরোরেখা ও স্বাস্থ্যরেখার সংযোগস্থলকে বলে দ্বিতীয় কোণ বা মধ্যকোণ। ঐ কোণ যদি স্পষ্ট হয় তাহলে জাতক কোমল-হৃদয়, উদ্যর, তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন ও দীর্ঘজীবী হয়। এই চিহ্ন যুক্ত লোক আর্থিক, বৈষয়িক ও সাহিত্য রসে রসিক হয়। সহজে জীবন রস পান করে।

কিন্তু যদি ঐ কোণ অপরিসর হয় তাহলে জাতক দুর্বল চিত্ত ও ভগ্নস্বাস্থ্য হবে। আয়ুরেখা ও স্বাস্থ্যরেখার সংযোগস্থলকে বলে তৃতীয় কোণ বা নিম্নকোণ।

ঐ কোণ সুস্পষ্ট, প্রসারিত ও অকর্তিত হলে জাতক হয় দীর্ঘায়ু, ধীর শক্তি-সম্পন্ন, উদার, অর্থবান, দানশীল, ও স্বাস্থ্যবান; কিন্তু ঐ কোণ স্পষ্ট বা প্রশস্ত না হলে জাতক স্নায়বিক দৌর্বল্যে কষ্ট পায়।

যদি কর-ত্রিকোণের তিনটি দিকই বেশ স্পষ্ট হয়, তাহলে জাতক দীর্ঘজীবী, নির্ভীক ও প্রচুর সৌভাগ্যশালী হয়। কর-ত্রিকোণের মধ্যে যদি অর্ধচন্দ্ররেখা থাকে তাহলে জাতক হয় অব্যবস্থিত চিত্ত, কলহপ্রিয় ও নিষ্ঠুর।

অর্ধচন্দ্র চিহ্ন, ত্রিকোণের শিরোরেখার উপরে থাকলে জাতক অবিবেচক হয় ও অভিমান করে আত্মহত্যা পর্যন্ত করতে পারে। অর্ধচন্দ্ররেখা, ত্রিকোণেব স্বাস্থ্যরেখার উপরে যদি থাকে, তাহলে জাতক ক্ষমতাশালী, কৃত-কর্মা ও নীরোগ হয়। যদি ত্রিকোণের মধ্যস্থ ক্ষেত্রটি ( কেতুস্থান ) বেশ স্পষ্ট ও উচ্চ থাকে, তাহলে জাতকের নিজস্ব বাড়ী ও ভু-সম্পত্তি থাকে। জমি-জমা এবং চাষ-বাসে ধনশালী হয় ও নিম্নাঙ্গে আঘাত লাগতে পারে।

## বৃহৎ চতুর্ভুজ

## ( Quadrangle of Mars )

হৃদয়রেখা ও শিরোরেখার মধ্যস্থ চতুষ্কোণ ক্ষেত্রকে বলা হয় বৃহৎ চতুর্ভুজ। এই চতুর্ভুজটি হৃদয়রেখা ও শিরোরেখার সঙ্গে ভাগ্যরেখা ও স্বাস্থ্যরেখার মিলনে গঠিত হয়। এর মধ্যে চতুর্ভুজ স্পষ্ট থাকলে তা জাতকের রক্ষা কবচ তুল্য কাজ করে।

যে সব ক্ষেত্রে অন্য চিহ্ন বা রেখাদির দ্বারা অশুভ চিহ্ন সূচিত হয়, সেই সব স্থানে যদি এই বৃহৎ চতুর্ভুজ থাকে, তবে জাতকের সব অশুভ থেকে পরিত্রাণ বোঝায়।

তাছাড়া ঐ চতুষ্কোণ চিহ্ন জাতকের বাড়ী ও গাড়ী ইত্যাদি যানবাহন উপভোগ ও লোকহিতকর কার্যে দান ইত্যাদি বোঝায়।

যদি কর-চতুষ্কোণ সুস্পষ্ট সুগঠিত থাকে তবে জাতক ধীরমতি, আত্মবিশ্বাসী, উদার, সুবিচারক, সাহসী ও কর্তব্যপরায়ণ হয়ে থাকে ও তীর্থবাসী হয়ে কর্মে দিন কাটান।

আর চতুষ্কোণ অস্পষ্ট বা ছিন্ন হলে জাতক আড়ম্বরপূর্ণ, অস্থির চিত্ত ও ভীরু স্বভাবের হয়ে থাকে।

কর-চতুষ্কোণ সমভাবে চওড়া হলে অর্থাৎ কোনও দিকে অবনত বা দীর্ঘ না হলে জীবনে খুব শুভ ফল পায়।

যদি কর-চতুষ্কোণের চতুর্ভুজ কেন্দ্র শনির দিকে বেশি চওড়া হয় তবে জাতক নিজের খ্যাতি ও যশের প্রতি দৃষ্টিপাত করে না। এক বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে আধ্যাত্মিক জীবনদর্শন বিচার করে। আর যদি এটি রবিক্ষেত্রের দিকে বেশি চওড়া হয় তাহলে জাতক নিজের খ্যাতি ও প্রতিপত্তির দিকে নজর রাখে। রক্তচাপ রোগে আক্রান্ত হয়।

যদি কর চতুষ্কোণের সঙ্গে হাতে শুক্র-বন্ধনী থাকে ; তাহলে জাতক যশস্বী হয় ও কাব্য, শিল্প, রচনা, সঙ্গীত ইত্যাদি যে কোনও শিল্প বিষয়ক কার্যদ্বারা প্রচুর উপার্জন করে একই ভাবে জনপ্রিয়, বিখ্যাত ও ধনী হয়।

## মণিবন্ধ বিচার

যে মানবের মণিবন্ধ বা হাতের কব্জি সুগঠিত হয়, সে রাজা বা রাজ তুল্য ঐশ্বর্য-শালী হয়ে থাকে।

যার মণিবন্ধ শব্দযুক্ত ( অর্থাৎ নড়াচড়া করলে শব্দ হয় ) এবং তার রেখায় অনেক ছেদ অর্থাৎ কর্তিত প্রতিকূল রেখা থাকে, সে অধার্মিক ও শ্রমহীন, ভীতু, পরশ্রীকাতর হয়।

## নারীর মণিবন্ধ

মণিবন্ধ যদি সমতল সুদৃশ্য ও হাতের ভেতরের মত চকচকে হয় এবং নারীর করতল ও হাতে যদি একই সমতল হয় সেই নারী প্রচুর ঐশ্বর্যশালিনী ও সৌভাগ্যবতী হয়। যার মণিবন্ধ শিরাবহুল হয় ও সমতল না হয় সেই নারী দুঃখিনী, পাপ কার্যে আসক্তা হয় ও কষ্ট পায়।

## মণিবন্ধের রেখার বিচার

মণিবন্ধের একপাশ থেকে অন্য পাশ পর্যন্ত বিস্তৃত রেখাগুলিকে বলা হয় মণিবন্ধ রেখা বা জীবন-বলয়।

মণিবন্ধে কারও তিনটি আবার কারও চারটি বলয় থাকে। কারও বা দুটিও থাকে। করতলের উপর প্রথম বলয় থেকে স্বাস্থ্য, দ্বিতীয় বলয় থেকে ধন এবং তৃতীয় ও চতুর্থ বলয় থেকে পুত্রসন্তান লাভাদি ও সুখ ভোগের বিচার করা হয়ে থাকে। প্রাচীন গ্রীসে ও রোমে মন্দিরের পুরোহিতরা বিবাহের পূর্বে নারীদের মণিবন্ধ বিচার করে শুভাশুভ বিচার করতেন।

কিন্তু যদি ঐ রেখাগুলির শাখা থাকে এবং তা কোণ প্রস্তুত করে তবে ঐ লোক কোন আত্মীয়ের মৃত্যুর পর উত্তরাধিকার সূত্রে তার ধনলাভ করে এবং বৃদ্ধ অবস্থায় সে

তার যোগ্যতা অনুযায়ী সম্মান লাভ করে। সেই ব্যক্তি সর্বদা সৎ স্বভাব যুক্ত ও স্বাস্থ্যবান হয়ে থাকে।

কারও সুবিন্যস্ত তিনটি প্রধান রেখা থাকলে এবং তা অগভীর ও বিস্তৃত হলে ঐ লোকের পরমায়ু ৬০ বৎসর হয় এবং সে প্রচুর সম্পদের অধিকারী হয়ে থাকে। কিন্তু সে যৌবনে দারিদ্র্যে কষ্ট পায়।

যদি প্রথম রেখাটি স্থূল, দ্বিতীয়টি সরু ও তৃতীয়টি ভগ্ন হয় তাহলে প্রথম জীবনে ঐশ্বর্য, মধ্য জীবনে হ্রাস ও শেষ জীবনে অর্থ উপার্জন বোঝায়।

যদি কারো মণিবন্ধে মাত্র দুটি সরল অভগ্ন রেখা থাকে তবে তার আয়ু বড় জোর ৫০ বৎসর হয়। সেই লোক খুব রুগ্ন হয়। আর যদি মণিবন্ধে থাকে মাত্র একটি রেখা তবে জাতক অল্পায়ু হয়।

যদি কারও মণিবন্ধ রেখাগুলি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হয় অর্থাৎ একটি অন্যটিকে স্পর্শ না করে, তাহলে জাতক শ্রেষ্ঠ প্রতিভাবান, অতি কৌতুহলী, উচ্চ চিন্তায় নিমগ্ন, সৎ-সাহসী, উন্নতিশীল এবং উচ্চ ব্যক্তিদের দ্বারা নির্দেশিত হয়।

যদি কব্জির রেখাগুলি সমান্তরাল ভাবে উঠে চন্দ্রক্ষেত্রের দিকে গমন করে এবং তা অসমান হয় তবে তা মানসিক ক্লেশ, দুর্দশা ও দুর্ভাগ্যের সূচনা করে। শুধু তাই নয়, তা গুপ্ত হত্যা, প্রতারণা ও শত্রুর আক্রমণ, যুদ্ধ এবং সাংঘাতিক ও অবিবেচক কার্যসমূহের সূচনা করে।

যদি কারও মণিবন্ধ রেখাগুলি রক্তবর্ণ অবিমিশ্রিত হয়, তবে সেই লোক সামরিক ব্যক্তি বা যোদ্ধা হয়ে থাকে। যুদ্ধের দ্বারাই তার সৌভাগ্যের সূচনা হয়ে থাকে।

কব্জির রেখাগুলি বিযুক্ত ও শৃঙ্খলের মত হলে অতিরিক্ত শ্রম দ্বারা অর্থ উপার্জন বোঝায়। এগুলির ফলে কার্যকালে জাতক কৃপণ হয়।

কব্জির রেখাগুলির মধ্যে শুধুমাত্র যদি প্রথম রেখাতে যব থাকে বা শৃঙ্খল থাকে, তাহলে তা পরিশ্রমী ও কৃতকার্য সকল পরিচয় সূচনা করে।

ঐ লোক নিজ পরিশ্রমের দ্বাবা প্রচুর ধন ও ব্যবসায়ে প্রচুর উপার্জন করতে পাববে। যদি মণিবন্ধের শৃঙ্খলিত রেখাগুলি ঈষৎ শুভ্র বা রক্তবর্ণ থাকে, তবে তা সামুদ্রিক ব্যবসায়ে প্রচুর ধন উপার্জন বোঝায়।

যদি মণিবন্ধ রেখা থেকে কয়েকটি শাখারেখা উঠে, চন্দ্রক্ষেত্রের দিকে যায় তবে লোকটি চিরদিন ভবঘুরে হয়।

## অসমরেখা

যাদের করতলে সমান্তরাল না হয়ে উল্টো-পাল্টা ভাবে নানারেখা নানাস্থানে থাকে, অথচ সেগুলি সাধারণ প্রধান রেখাগুলির অন্তর্গত নয়, তাদের অসমরেখা বলে। এই রেখা বৃহস্পতি, বুধ, রবি বা চন্দ্রের ক্ষেত্রে থাকা শুভ।

এই রেখা যাদের হাতে থাকে তারা নিজেদের অস্থির প্রকৃতির জন্যে কোনও

বিষয়েই সম্পূর্ণ সফল হতে পারে না। তাদের মনের একাগ্রতা ও কর্ম নিষ্ঠা কম থাকে। সদা চঞ্চল হয়।

সন্দেহ, অনিশ্চয়তা ও মনের দৃঢ়তা না থাকায় তারা জীবনে হতাশ হয়।

মাঝে মাঝে তারা সাহসের সঙ্গে দু-একটি কাজ করে। আবার অনেক কাজেই তারা পরিশ্রম করেও ব্যর্থ হয়, যদি ঐ রেখা—শনির, শুক্র ও মঙ্গলের ক্ষেত্রে বা শিরোরেখার উপর বা কাছে থাকে।

## শাখারেখা

যাদের করতলে অনেক রেখাই শাখাযুক্ত থাকে, তারা সুখ ও দুঃখ দু-ধরনের অভিজ্ঞতাই লাভ করে থাকে। কখনো কখনো মন ভেঙে পড়লেও আবার তারা শক্তি ফিরে পায়।

শিরোরেখা যাদের হাতে বৃহস্পতির ক্ষেত্রে গভীর ও স্পষ্ট শাখারেখাযুক্ত হয়, তারা অসাধারণ মানসিক শক্তি ও সামঞ্জস্য দেখাতে পারে। বিশ্ববিখ্যাত সম্রাট নেপোলিয়ান, বৈজ্ঞানিক আইনস্টাইন, স্বর্গীয় লালবাহাদুর শাস্ত্রী প্রমুখ বরণীয় ব্যক্তিদের এমনি রেখা ছিল। তবে শিরোরেখার গোড়ার দিকের শাখারেখাগুলি অস্পষ্ট ও অগভীর হলে তা দুর্বল মনের পরিচয় দেয়। মনে রাখতে হবে শাখা ঊর্ধ্বগামী হতে হবে— তাহলে ভাল ফল পাওয়া যায়।

## রেখাদির বর্ণ বিচার

১। করতলে রেখার বর্ণ কালো থাকা অশুভ সূচক সন্দেহ নেই। স্বাস্থ্যহানি ও দুশ্চিন্তা থাকে। যাদের এরূপ রেখা থাকে, তারা জীবনে বহু কষ্ট পায়।

২। করতলে যাদের রেখা ফ্যাকাশে বা অস্পষ্ট হয়ে তাদের ধৈর্য ও সহ্য করার ক্ষমতা কম থাকে। এরা খুব সহজে হুজুগে মেতে ওঠে ও তার জন্য অনেক কিছু করতে সক্ষম হয়। এরা অনেকটা চাপা স্বভাবের হয়। রক্তশূন্যতা, মানসিক ব্যাধি, অর্শ, লিভারের ব্যাধিতে ভোগে।

৩। করতলে যাদের রং লাল হয়, তারা ভাল সামাজিক কর্মী ব্যবসায়ী প্রভৃতি হয়ে থাকে।

এদের স্বভাব খুব অমায়িক হয়—কিন্তু এরা মাঝে মাঝে খুব রেগে ওঠে।

## সপ্তম অধ্যায়

# বিবিধ চিহ্ন পরিচয়

এখানে হাতের বিষয়ে সাধারণ চিহ্ন বিষয়ে বর্ণনা করা হচ্ছে।

সাধারণতঃ হাতে যে সকল চিহ্ন থাকে সেগুলি হলো—

| | |
|---|---|
| ১। মুদ্রাচিহ্ন। | ২। তারাচিহ্ন। |
| ৩। চতুষ্কোণ চিহ্ন। | ৪। কালো দাগ বা তিলচিহ্ন। |
| ৫। বৃত্ত চিহ্ন। | ৬। যব বা দ্বীপ চিহ্ন। |
| ৭। ত্রিভুজ চিহ্ন। | ৮। বজ্র ও ক্রুশচিহ্ন। |
| ৯। জাল চিহ্ন। | ১০। বিন্দু চিহ্ন। |

এই সব চিহ্নের পরিচয় এবং কোথায় থাকলে কি ফল দেয়, তা বলা হচ্ছে—

### মুদ্রা চিহ্ন

হাতের আঙ্গুলের প্রথম পর্বের মধ্যস্থিত রেখাগুলিকে মুদ্রা বলে।

হাতের আঙ্গুলের মুদ্রা একটি করে থাকলে সে হয় রাজতুল্য, দুটি করে থাকলে সে হয় ধনশালী, তিনটি করে থাকলে হয় রাজতুল্য সম্মান, কুটনীতিবিদ্, বিদ্বান ও প্রতিভাবান হয়।

শুধু বৃদ্ধাঙ্গুলিতে একটি মুদ্রা থাকলেও জাতক প্রচুর ঐশ্বর্যশালী হয়। তার সঙ্গে যদি বৃদ্ধাঙ্গুলির গর্ভে যব চিহ্ন বা পদ্ম চিহ্ন থাকে, সেই মানব প্রচুর ধন প্রাপ্ত হয়। যশ, প্রতিপত্তি ও সামাজিক প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং ধার্মিক হয়। যার তর্জনী মুদ্রা চক্রের মত গোল হয় তার প্রচুর ধন প্রাপ্তি হয়। কিন্তু তা না হয়ে যদি অন্য ধরনের চিহ্ন থাকে, তাহলে জাতকের আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশি হয়। মধ্যমায় চক্রচিহ্ন থাকলে জাতক দৈবধন পায়, কিন্তু অন্য চিহ্ন থাকলে দৈব প্রভাবে ধনক্ষয় হয়ে যায়। অনামিকায় চক্রাকার চিহ্ন থাকলে জাতক নানা ভাবে বা বন্ধুদের সাহায্যে অনেক ধন উপার্জন করে। আর তা না থাকলে জাতকের ধনক্ষয় হয়।

কনিষ্ঠাঙ্গুলিতে চক্র থাকলে, জাতক বাণিজ্য দ্বারা ধন উপার্জন করে। আর তা না থাকলে, জাতক বাণিজ্যের দ্বারা অর্থ নষ্ট করে।

যার পাঁচটি আঙ্গুলে চক্রাকারে মুদ্রা থাকে সে খুবই সৌভাগ্যশালী হয়।

### তারাচিহ্ন

তারার মত দেখতে বলে এই চিহ্নের নাম দেওয়া হয়েছে তারাচিহ্ন।

করতলে গ্রহদের ক্ষেত্রে ছাড়া অন্য প্রায়—সর্বত্র এই তারাচিহ্ন ভাল ফল দেয় না।

এই চিহ্ন কোন্ ক্ষেত্রে থাকলে কি ফল দেবে, তা এখানে বলা হচ্ছে—

**বৃহস্পতির ক্ষেত্রে**—যাদের হাতে বৃহস্পতির ক্ষেত্রে তারা চিহ্ন থাকে তারা খ্যাতির শীর্ষ দেশে উঠতে সক্ষম হয়। সে ভাগ্যবান, ক্ষমতাশালী এবং বিখ্যত নেতাও হতে পারে। যদি বিবাহ রেখা সুস্পষ্ট, অভগ্ন এবং সু-অঙ্কিত হয়, তাহলে জাতকের বিবাহিত জীবন সুখকর হবে।

**শনির ক্ষেত্রে**—শনির ক্ষেত্রে যার তারা চিহ্ন থাকে, সে জীবনে সম্মান এবং প্রতিষ্ঠা অর্জন করলেও তার মত ভাগ্যহীন বিরল। এই ধরনের চিহ্নযুক্ত জাতক অদৃষ্টের হাতে খেলার পুতুল হয়ে দাঁড়ায়। জীবন ট্রাজেডিতে তার পরিণাম হয় ভয়াবহ। পক্ষাঘাত, বাত, হৃদরোগ, কোন মারাত্মক দৈব দুর্ঘটনায় তার মৃত্যু হয়ে থাকে। কিন্তু তার মৃত্যুর পরেও তার নাম লোকের মুখে মুখে ফেরে, রাজা হলেও তার জীবন হয় শত্রুর দ্বারা আক্রান্ত।

**রবির ক্ষেত্রে**—করতলে রবিক্ষেত্রে তারাচিহ্ন থাকলে জাতক শিল্প, কাব্য, সাহিত্য ইত্যাদির অনুশীলনে কৃতী হয়। এই চিহ্ন প্রচুর ধনসম্পত্তি ও খ্যাতি এনে দেয়। জাতক ভাল জননেতা হতে সক্ষম হয়। অবশ্য তার হাতে মঙ্গল, শনি, শুক্র ও বৃহস্পতির ক্ষেত্র স্বাভাবিক থাকলে এই ফলটা ভাল হয়।

**বুধের ক্ষেত্রে**—করতলের বুধের ক্ষেত্রে তারা চিহ্ন থাকলে জাতকেরবুদ্ধি ও স্মৃতি-শক্তি খুব প্রখর হয়ে থাকে। সে ব্যবসা-বাণিজ্যে অসাধারণ সাফল্য লাভ করে। বিজ্ঞানের অনুশীলনে কৃতী ও বাকপটু হয়। নানাবিদ্যায় পারদর্শী হয়. সবার প্রিয়, হৃদয়বান ও ভ্রমণকারী হয়। অবশ্য হাতের অন্যান্য চিহ্ন এবং রেখাদি বিচার করে, এই সকল বিভিন্ন ফল নির্দেশ করতে হবে।

**মঙ্গলের ক্ষেত্রে**—এই ক্ষেত্রে ( বুধের ক্ষেত্রের নিচে ) তারা চিহ্ন থাকলে মনের উদারতা এবং সংকল্পের দৃঢ়তা এদের সাফল্য আনয়ন করে থাকে। জীবনের প্রথম দিকে এদের অবশ্য খুবই শ্রম করতে হয়।

কিন্তু শেষপর্ব পর্যন্ত এরা খুব সুখী ও যশস্বী হতে সক্ষম হয়।

**রাহুর ক্ষেত্রে**—রাহুর ক্ষেত্রে ( বৃহস্পতির ক্ষেত্রের নিচে ) তারা চিহ্ন থাকলে জাতক যুদ্ধে যোগ দেয়। সে বীরের মত যুদ্ধ করে ও প্রচুর সম্মান পায়। সামরিক বিভাগের যে কোনও শাখায় এরা অসামান্য দক্ষতা দেখাতে সক্ষম। কিন্তু রাহুর ক্ষেত্রে ক্রশচিহ্ন থাকলে যুদ্ধে বা বিবাদে এদের মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে।

**চন্দ্রের ক্ষেত্রে**—যাদের করতলে চন্দ্রের ক্ষেত্রে তারা চিহ্ন থাকে তারা খুব কল্পনাপ্রবণ হয়। চন্দ্রের ক্ষেত্র বেশি নিচু থাকলেও ঐ চিহ্ন ক্ষেত্রে ফল আংশিক শুভ হবে। তারা জলপথে ভ্রমণ করে। কল্পনামূলক কিছু লিখে তারা যশ পায়। আবিষ্কারাদি দ্বারাও এরা খ্যাতি অর্জন করে।

কিন্তু চন্দ্রের ক্ষেত্রে তারাচিহ্ন থাকলে পেটের রোগ বা উদরী রোগে ভোগে।

**শুক্রের ক্ষেত্রে**—শুক্রের ক্ষেত্রে যাদের তারকা চিহ্ন থাকে, তারা জীবনে বিপরীত লিঙ্গ, অর্থাৎ পুরুষ হলে স্ত্রী, স্ত্রী হলে পুরুষের সঙ্গ সুখ উপভোগ করতে চায়।

এরা যেখানেই থাক না কেন, প্রেম-প্রীতি ব্যাপারে জড়িয়ে পড়ে। এদের মধ্যে যৌন-আকর্ষণ খুব বেশি থাকে। কিন্তু কোনও বিপরীত লিঙ্গের লোক দ্বারা এরা অপ্রত্যাশিত ভাবে প্রতারিতও হতে পারে। কোনও একটি লোক এদের দুঃখ বা শোক দিতে পারে।

## চতুষ্কোণ চিহ্ন

চতুষ্কোণ চিহ্ন নানা ধরনের হয়। দ্বীপ বা যব, ক্রশ বা বৃত্তচিহ্ন হাতের যেখানে থাকে ক্ষতি করার চেষ্টা করে, যেখানে যদি একটা চতুষ্কোণ চিহ্ন থাকে তবে তা সেই সর্ববিপদ থেকে রক্ষা করে।

এই চিহ্ন যার যত বেশি থাকে, সে নিজ চেষ্টা ও বুদ্ধি বলে তত বেশি খ্যাতিমান, প্রতিষ্ঠাশালী ও ধনবান হতে সক্ষম হয়।

১। শুক্রের ক্ষেত্রে একটি চতুষ্কোণ চিহ্ন থাকলে, জাতক ধর্মোন্নতির জন্যে গৃহ-সংসার ত্যাগ করে পরে সন্ন্যাসী বেশে বনে অথবা বিদ্যা শিক্ষার্থে গুরুর আশ্রমে গমন করে। এমনকি গর্হিত কাজ করেও নির্লিপ্ত থাকে।

২। গুরুর স্থানে চতুষ্কোণ চিহ্ন পিতৃরেখার শিরোরেখার সঙ্গে মিলিত হয়ে জাতকের কারাবাস হতে পারে। কিন্তু শুক্রের ক্ষেত্রের মধ্যে চতুষ্কোণ সংলগ্ন একটি বৃহৎ ত্রিকোণ-চিহ্ন থাকলে এবং চতুষ্কোণটি উক্ত ত্রিকোণের মধ্যে অবস্থিত হলে, উক্ত দোষের খণ্ডন হয়।

৩। শনির ক্ষেত্রে চতুষ্কোণ চিহ্নের মধ্যে একটি রক্তবর্ণ বিন্দু বা দাগ থাকলে জাতক অগ্নিদাহ থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে থাকে। তার চতুষ্কোণ চিহ্নটি নানা দুর্ঘটনা ও বিপদ থেকে মুক্তি নির্দেশ করে।

৪। রবির ক্ষেত্রে চতুষ্কোণ চিহ্নটি যশ প্রাপ্তির ও ধনোপার্জনের যাবতীয় বিঘ্ন দূর করে থাকে। তিনি সর্বত্র বিজয়ী হোন।

৫। চতুষ্কোণ চিহ্ন বুধ ক্ষেত্রের মধ্যে থাকলে তা শিক্ষা, ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে, ধর্মস্থান ও অন্যান্য আর্থিক উন্নতির ক্ষেত্রের বিঘ্নসমূহ অপসারিত হয়ে থাকে।

অবশ্য শুক্রের ক্ষেত্রে কোনরূপ চিহ্ন না থাকাই ভাল।

৬। বৃহস্পতিক্ষেত্রস্থ চতুষ্কোণচিহ্ন জাতকের আকাঙ্ক্ষা পূরণের বাধা দূরীভূত করে মূল্য প্রদান করে। এখানে চতুষ্কোণ চিহ্ন শুভ।

৭। চতুষ্কোণ চিহ্ন মঙ্গলের ক্ষেত্রে থাকলে, জাতক বিশাল ভূসম্পত্তির অধিকারী হয়।

৮। চতুষ্কোণ চিহ্ন রাহুর ক্ষেত্রে থাকলে, জাতক কর্তব্য পালনে তৎপর, ন্যায় পরায়ণ, যশস্বী, স্বার্থ ত্যাগী, সম্মানিত ও পরোপকারী হয়ে থাকে, কিন্তু বহু স্থলে সে তার বন্ধুদের দ্বারা প্রতারিত হয়ে থাকে।

৯। আয়ুরেখার উপরে চতুষ্কোণ চিহ্ন থাকলে ঐ চিহ্নযুক্ত স্থানের নির্দিষ্ট বয়সে

মৃত্যুযোগ থাকলেও তা খণ্ডিত হয়। এমনকি নরহত্যার অপরাধে প্রাণদণ্ড হলেও, পরে তা থেকে মুক্তি পায়, এমনও দেখা গেছে।

১০। হৃদয়রেখার উপরে চতুষ্কোণ থাকলে প্রেমের অসফলতা নির্দেশ দেয়।

১১। শিরোরেখার উপরে চতুষ্কোণ থাকলে মস্তকে আঘাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

১২। চতুষ্কোণ চিহ্ন চন্দ্রের ক্ষেত্রে থাকলে তা অশুভ চিহ্ন যুক্ত চন্দ্রের ক্ষেত্রের সব অশুভ ফল নষ্ট করে।

১৩। করতলের চতুষ্কোণ চিহ্ন যেন সমস্ত বিঘ্ন-বিপদ ইত্যাদির হাত থেকে রক্ষা-কবচ স্বরূপ। ভাগ্যরেখায় চতুষ্কোণ চিহ্ন আর্থিক এবং অন্যান্য ক্ষতির হাত থেকে জাতককে রক্ষা করে।

## কালো দাগ বা কালো চিহ্ন

কালো দাগ বা তিলচিহ্ন যেখানে থাকে সেখানকার শুভ ফলের হানি করে।

করতলের যেখানে কালো দাগ বা তিলচিহ্ন থাকে তা সব-সময় অশুভ সূচনা করে। আয়ুরেখায় এই চিহ্ন থাকলে তা হঠাৎ কঠিন রোগ বা শোক প্রকাশ করে।

শিরোরেখায় থাকলে শোক ও মানসিক অশান্তি বোঝায়।

হৃদয়রেখায় থাকলে, তা হৃদয় দৌর্বল্য ও ঐ বয়সে হৃদয়রোগ বোঝায়।

রবিরেখায় ঐ তিল থাকলে, তা ঐ বয়সে সুনাম হানি বোঝায়। স্বাস্থ্যরেখায় থাকলে জ্বর বা যকৃৎ রোগ হয়। সন্তানরেখায় তিল থাকলে বোঝায় সন্তান হানি, বিবাহরেখায় তিল থাকলে বোঝায় পতি-পত্নীর মধ্যে অমিল বা বিবাহে বিলম্ব বোঝায়।

শুক্রের ক্ষেত্রে এই তিল চিহ্ন থাকলে, বিপরীত লিঙ্গের দ্বারা প্রতারণা বোঝায়। যৌন ব্যাধিও জ্ঞাপিত হয় এই তিলে।

বুধের ক্ষেত্রে তিল থাকলে তস্করের কবলে পড়ে ও প্রতারিত হয়।

বৃহস্পতির ক্ষেত্রে তিল থাকলে, তা মান সম্মান ও উন্নতি ব্যাহত করে।

রাহুর ক্ষেত্রে তিল থাকলে, আকস্মিক মৃত্যু ও মঙ্গলের ক্ষেত্রে থাকলে মোকদ্দমা ও ভূ-সম্পত্তির হানির সূচনা করে।

চন্দ্রের ক্ষেত্রে তিল থাকলে, তা মানসিক অশান্তি ও ভ্রমণকালে মৃত্যুর নির্দেশ দেয়।

## বৃত্তচিহ্ন

রবির ক্ষেত্র বাদে অন্য সব জায়গায় বৃত্তচিহ্ন অশুভ ফল দেয়।

১। বৃত্তচিহ্ন রবির স্থানে থাকলে জাতকের দেশ-বিদেশে সুখ্যাতি হয়।

২। বৃত্তচিহ্ন চন্দ্রের ক্ষেত্রে থাকলে তা জাতকের জলমগ্ন হতে উদ্ধার প্রাপ্তি হয়।

৩। বৃত্তচিহ্ন যে যে গ্রহের স্থানে থাকে, সেই সেই গ্রহ সম্পর্কে উন্নতিতে বাধা সৃষ্টি করে।

৪। বৃত্তচিহ্ন হৃদয়রেখায় থাকলে, জাতকের হৃদয় দৌর্বল্য বোঝায়।

৫। বৃত্তচিহ্ন শিরোরেখায় থাকলে, তা জাতককে দৃষ্টিহীন বা অন্ধ করে।

৬। বৃত্তচিহ্ন আয়ুরেখার উপরে থাকলে, ঐ বয়সে রোগ, শোক ইত্যাদি সূচনা করে।

৭। বৃত্তচিহ্ন ভাগ্যরেখার উপরে থাকলে, ঐ বয়সে জাতকের দুর্ভাগ্য সূচনা করে।

মোটা কথা, বৃত্তচিহ্ন রবির ক্ষেত্র ছাড়া সব গ্রহ ক্ষেত্র ও রেখাতেই কুফল দেয়।

## যব বা দ্বীপ চিহ্ন

যবচিহ্ন নানা ধবনের হয়ে থাকে।

হাতেব বৃদ্ধাঙ্গুলি ছাড়া যবচিহ্ন করতলের কোথাও শুভকর হয় না।

যবচিহ্ন কোনও রেখার যতটুকু স্থান পর্যন্ত থাকে ততদূর পর্যন্ত নির্দেশিত বয়স অবধি তাব কুফল ভোগ করতে হয়। এই চিহ্ন সব ক্ষেত্রেই করতলের কুফল দেয় তবে তা যদি একটা চতুষ্কোণেব মধ্যে থাকে তবে তার কুফল অনেকটা নষ্ট হয়।

১। যবচিহ্ন হৃদয়রেখার উপর থাকলে হৃদপিণ্ডের দৌর্বল্য ঘটায়, এটা আরো বিশেষ ভাবে হয় যবচিহ্ন যখন রবিক্ষেত্রের নিচে হৃদয়রেখার উপরে থাকে।

২। যবচিহ্ন ভাগ্যরেখার উপরে থাকলে জাতক ঐ বয়সে অর্থনাশ করে। স্ত্রী-লোকের দ্বারা প্রতারিত হয়ে তার অর্থনাশ হয়।

৩। যবচিহ্ন মঙ্গলের স্থানে শিরোরেখার উপরে থাকলে জাতকের মাথার গোলমাল বোঝায়। তার আত্মহত্যার ইচ্ছা প্রবল হয়।

৪। যদি যবচিহ্ন শিরোরেখার মাঝামাঝি থাকে বা মঙ্গলের বাইরে থাকে তাহলে জাতক দুর্বৃত্ত ও দুরভিসন্ধি হয়।

৫। যদি যবরেখা স্বাস্থ্যরেখার উপরে থাকে ও তার সঙ্গে চন্দ্র, বৃহস্পতি, শুভ গ্রহাদি প্রবল থাকে তাহলে জাতক গুপ্তবিদ্যায় পারদর্শী হয়। সে স্বপ্নেও নানা অলৌকিক বস্তু দর্শন করে।

কিন্তু স্বাস্থ্যরেখায় যব থাকলেও অন্য গ্রহাদি ভাল না হলে, জাতক চোর, ঠগ ও প্রতারক হয়। স্বাস্থ্যরেখার উপর যবচিহ্ন গুরুতর পীড়ার নির্দেশ করে। করতলের নিচের দিকে চন্দ্রের ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যরেখায় যবচিহ্ন থাকলে, মূত্রাশয়ের পীড়ার প্রবণতা বোঝায়।

৬। যবচিহ্ন ভাগ্যরেখার উপরে ও শিরোরেখার নিচে থাকলে বিজাতীয় স্ত্রী ও পুরুষ কর্তৃকও সে প্রলোভিত হয় ও সুফলদায়ক কাজ সব নষ্ট হয়। অবশ্য নানাদিক থেকে তারা সাহায্যও করে থাকে।

৭। যবচিহ্ন তর্জনী, মধ্যমা বা অনামিকার মূলে থাকলে জাতক সুখী, ধনী ও

স্ত্রী-পুত্র সহ সুখ উপভোগ করে। অনামিকার মূলে থাকলে তা পরধন প্রাপ্তি বোঝায়।

৮। যবচিহ্ন বৃদ্ধাঙ্গুলির গোড়ায় থাকলে জাতক ধনী, মানী, জ্ঞানী, সমাজবরেণ্য ও দীর্ঘজীবী হয়।

৯। যবচিহ্ন বৃদ্ধাঙ্গুলির গর্ভে বা মাঝে থাকলে জাতক মাতৃ পিতৃ ভক্ত, আত্মানুসন্ধানী, বিদ্বান, সুখী, দাতা, যশস্বী ও সর্ব-বিদ্যায় পারদর্শী হয়ে থাকে, এটা নিশ্চিত। এটি রাহু ও শুক্র ক্ষেত্রের দোষ নষ্ট করে। পৃথিবীতে বহু বিখ্যাত ব্যক্তির হাতে এই ধরনের সু-অংকিত যবচিহ্ন দেখা যায়। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের বৃদ্ধাঙ্গুলিতে এই যবচিহ্নটি ছিল সুস্পষ্ট এবং সু-অংকিত।

১০। যবচিহ্ন চন্দ্রক্ষেত্রে থাকলে, তা মানসিক অশান্তি বোঝায়। যবচিহ্ন অন্য গ্রহে থাকলে সে গ্রহের খারাপ হয়।

## ত্রিভুজ চিহ্ন

ত্রিকোণ বা ত্রিভুজ চিহ্ন নানা ধরনের হয়ে থাকে। এই ত্রিভুজ চিহ্ন বা ত্রিকোণ চিহ্ন বৃহস্পতির ক্ষেত্রে থাকলে, তা বৈদেশিক দৌতকার্যে জাতকের নিপুণতা বোঝায় বা মন্দিরের তত্ত্বাবধায়ক হয়।

১। ত্রিকোণ চিহ্ন শনির স্থানে থাকলে জাতক গুপ্তবিদ্যায় ও ইন্দ্রজালের বিদ্যায় পারদর্শী হয়।

২। ত্রিকোণ চিহ্ন রবির ক্ষেত্রে থাকলে, জাতক-জাতিকা, বিজ্ঞান, নাট্য, শিল্পী, কলাবিদ্যা প্রভৃতিতে পারদর্শী হয়। সে এর দ্বারা ধনী হয়।

৩। ত্রিকোণ চিহ্ন বুধের স্থানে থাকলে, জাতক সুবিদ্বান ও রাজনীতিজ্ঞ হয়। কিন্তু জীবনের কর্মক্ষেত্রে সে নানা বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হয়।

৪। ত্রিকোণ চিহ্ন মঙ্গলের স্থানে থাকলে, রণনীতি-বিশারদ ও অস্ত্রবিদ্যায় খুব খ্যাতিলাভ করে। তবে সে বিশেষভাবে প্রভুত্বকামী হয়।

৫। ত্রিকোণ চিহ্ন শুক্রের স্থানে থাকলে, জাতক বিশেষভাবে ভালবাসার পরীক্ষা করে প্রেমে লিপ্ত হতে চায়।

৬। ত্রিকোণ চিহ্ন চন্দ্রস্থানে থাকলে, জাতক হয় ধার্মিক, কবি, যাদুবিদ্যায় নিপুণ শিল্পী। সে এইসব ক্ষেত্রে কৃতিত্বেরও পরিচয় দেয়। তবে তার জলে ডুবে মৃত্যুর যোগ আছে।

৭। চন্দ্র কেন্দ্রের নিম্নপ্রান্তে ত্রিভুজ চিহ্ন থাকলে, তা জাতকের সম্মান লাভ হয়।

৮। শুক্রক্ষেত্রের মধ্যে আয়ুরেখার পাশে ত্রিকোণ চিহ্ন থাকলে, তা সম্মান লাভ হতে পারে।

৯। বৃদ্ধাঙ্গুলির প্রথম পর্বে ত্রিকোণ চিহ্ন থাকলে, জাতক ইচ্ছাশক্তিকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে চালিত করে।

১০। কিন্তু বৃদ্ধাঙ্গুলির একেবারে গোড়ায়—রাহুর ক্ষেত্র ঘেঁষে ত্রিকোণ চিহ্ন থাকলে, তা দুর্ভাগ্য সূচনা করে।

১১। তর্জনী প্রভৃতি চারটি আঙ্গুলের দ্বিতীয় পর্বে ত্রিকোণ থাকলে, রোগ হয়।

১২। ঐ সব অঙ্গুলির দ্বিতীয় পর্ব ত্রিভুজপূর্ণ না হয়ে কোণের মত রেখাযুক্ত থাকলে, জাতক জুয়াখেলায় পারদর্শী হয়। কিন্তু এতেই তার জীবন সংশয় হয়।

১৩। তর্জনীর তৃতীয় ও প্রথম পর্বে ত্রিকোণ থাকলে, জাতক ধার্মিক, শিক্ষাভিলাষী ও ইন্দ্রজাল বিদ্যায় পারদর্শী হয়।

১৪। অনামিকার প্রথম পর্বে ত্রিকোণ চিহ্ন থাকলে, জাতক প্রসাধন ও সৌন্দর্য বৃদ্ধিকারী বিদ্যায় নিপুণ হয়।

১৫। অনামিকার তৃতীয় পর্বে ত্রিকোণ চিহ্ন থাকলে জাতক বাক্য অতিরঞ্জিত করে বলে।

১৬। কনিষ্ঠা অঙ্গুলির প্রথম পর্বে ত্রিকোণ থাকলে, জাতক উৎসাহী, ধীর প্রতিভাশালী ও বিখ্যাত লেখক ও শিল্পী হয়।

১৭। কনিষ্ঠার তৃতীয় পর্বে ত্রিকোণ থাকলে জাতক কল্পনাপ্রবণ, সৌন্দর্যপ্রিয় ও প্রেমিক হয়।

## বজ্র বা ক্রশ (ক্রুশ) চিহ্ন

ক্রশ চিহ্ন বা বজ্র চিহ্ন একই। পাশ্চাত্য কররেখা বিজ্ঞানে যাকে ক্রশ চিহ্ন বলা হয়, হিন্দু সামুদ্রিক শাস্ত্রে তাকেই বজ্র চিহ্ন বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

বৃহস্পতির স্থান ছাড়া হাতের জায়গাতেই এই ক্রশ বা বজ্র চিহ্ন খারাপ ফল দেয়।

১। বৃহস্পতির স্থানে ক্রশ চিহ্ন থাকলে, জাতকের জীবনে সুখকর বিবাহ হয়। জাতক বিবাহে অর্থ ও সম্মান পায়। এই সঙ্গে রবিরেখা ভাল ও ভাগ্যরেখা চন্দ্রের ক্ষেত্র থেকে উঠলে, এই বিবাহ সবচেয়ে সুখী হয়।

২। ক্রশ চিহ্ন শনির স্থানে থাকলে, জাতকের অপমৃত্যু বা দৈব্য-দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়।

৩। শনির ক্রশ চিহ্ন থাকলে ও কলা-বিদ্যার জাতক নামী হলেও তার ভ্রম হয়—ধন সম্পদ হতে পারে।

৪। ক্রশ চিহ্ন বুধের স্থানে থাকলে, জাতক শঠ, মিথ্যাবাদী, অবিশ্বাসী ও চোর হয়।

৫। ক্রশ চিহ্ন মঙ্গলের স্থানে থাকলে, জাতক কলহপ্রিয়, স্বার্থপর ও খুবই একগুঁয়ে ধরনের হয়। তাঁকে শত্রুপক্ষের নিকট থেকে প্রবল বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়।

৬। ক্রশ চিহ্ন চন্দ্রের স্থানে থাকলে, জাতক মিথ্যাবাদী হয়। তবে এটি বড় হয়ে থাকলে জাতক আত্ম প্রতারক হয়। এই ক্রশ ক্ষুদ্র হলে জাতক কাল্পনিক ও গুপ্তবিদ্যায় বেশ জ্ঞান লাভ করে। চন্দ্রের নিম্নাংশে থাকলে জলে ডুবে মৃত্যু হয়।

৭। ক্রশ চিহ্ন শুক্রস্থানে থাকলে, জাতকের বিবাহে শুভ হয়। এই ক্রশ স্নেহ ও প্রেমের উপর মারাত্মক অশুভ প্রভাব বিস্তার করে।

আর এই চিহ্ন জাতককে গোপনীয় বিবাদপূর্ণ প্রেমে রত করায়।

৮। ক্রশ চিহ্ন হৃদয়রেখার উপর থাকলে, কোনও প্রিয়জনের মৃত্যু বোঝায়। এটি শিরোরেখার উপরে থাকলে মস্তকে আঘাত প্রাপ্তি বোঝায়।

৯। ক্রশ চিহ্ন রাহুর স্থানে থাকলে, কলহ ও দ্বন্দ্বের জন্য জাতকের মৃত্যু হয়।

১০। ক্রশ চিহ্ন কর-ত্রিকোণের মধ্যে থাকলে অহংকারী, ভুলবিশ্বাসী ও প্রভুত্বপ্রিয় হয়।

## জাল চিহ্ন

জাল চিহ্ন অন্য চিহ্নের মত নানা ধরনের হয়।

১। জাল চিহ্ন বৃহস্পতির ক্ষেত্রে থাকলে জাতক অহংকারী হয়।

২। জাল চিহ্ন শনির স্থানে থাকলে, জাতক ভাগ্যহীন হয়।

৩। জাল চিহ্ন রবির স্থানে থাকলে, জাতক মূর্খ, গর্বিত, গৌরবকামী, শক্তিহীন ও ভ্রমণ পথে চালিত হয়।

৪। যে লোকের জাল চিহ্ন হাতের বুধের স্থানে থাকে সে শঠ, অবিশ্বাসী এবং তার মধ্যে চৌর্য ও প্রতারণা বৃত্তি প্রবল হয়।

৫। জাল চিহ্ন যদি মঙ্গলের ক্ষেত্রে থাকে, তাহলে জাতক সর্বদা বিষণ্ণ, অস্থিরমনা ও অসন্তুষ্ট ধরনের হয়। সে সর্বদা নিজের মৃত্যু কামনা করে ও হঠাৎ তার মৃত্যু হয়।

৬। চন্দ্রস্থানে জাল চিহ্ন থাকা সত্ত্বেও রবি প্রবল হলে জাতক কবিতা রচনায় নিপুণ হয়।

৭। জাল চিহ্ন শুক্রের স্থানে থাকলে ও তার সঙ্গে শুক্রবন্ধনী থাকলে দুষ্ট প্রকৃতি, নিষ্ঠুর, বিপথগামী, মদ্যপায়ী ও পাপাচারী হয়।

## অষ্টম অধ্যায়

# বিশেষ অঙ্গুলি চিহ্ন

১। একটি সরলরেখা অনামিকার তৃতীয় থেকে প্রথম পর্ব অবধি বিস্তৃত হলে জাতক বিশেষ সৌভাগ্যবান হয়। কিন্তু বহুরেখা ঐরূপ হলে জাতকের অর্থনাশ হয়। বিশেষতঃ কোন সুন্দরী দ্বারাই ঐরূপ ঘটে বলে সামুদ্রিক শাস্ত্রে নির্দেশ রয়েছে।

বহু রেখার মধ্যেও যদি একটা রেখা পার্শ্বদেশে প্রথম থেকে তৃতীয় পর্ব পর্যন্ত বিস্তৃত থাকে তবে জাতকের গৌরব লাভ হয়।

যদি একটি সরলরেখা অনামিকার তৃতীয় থেকে দ্বিতীয় পর্ব পর্যন্ত প্রসারিত হয়। তাহলে জাতক সচ্চরিত্র, উদ্যমশীল ও কর্ম নিপুণ হয়।

২। কনিষ্ঠা অঙ্গুলির গোড়া থেকে একটি রেখা যদি কনিষ্ঠা অঙ্গুলির প্রথম পর্ব বিস্তৃত হয়, তাহলে জাতক ধীর, স্থির, অধ্যবসায়ী, উন্নতমনা ও বিজ্ঞানী হয়।

তিনটি সরলরেখা যদি তৃতীয় পর্ব থেকে প্রথম পর্ব পর্যন্ত প্রসারিত হয়ে থাকে, তাহলে জাতক উন্নতমনা ও বিজ্ঞান-শাস্ত্র অনুশীলনে তৎপর হয়।

আর তিনটি রেখা প্রথম পর্ব থেকে শেষ পর্যন্ত প্রসারিত হলে জাতক আকাশকুসুম রচনা করে।

৩। কোনও একটি সরলরেখা তর্জনীর মূল থেকে উঠে তৃতীয় পর্ব অতিক্রম করে

দ্বিতীয় পর্বে গেলে, জাতক গাঢ় চিন্তামগ্ন ও বিবেচক হয়ে থাকে। সে কিছুটা প্রগলভ হয়ে থাকে।

এই অঙ্গুলির তৃতীয় পর্বে বক্ররেখা থাকলে জাতক পরধন প্রাপ্ত হয়।

এই অঙ্গুলির দ্বিতীয় পর্বে বক্ররেখা থাকলে জাতক মিথ্যাবাদী ও হিংসুটে হয়।

৪। একটি রেখা মধ্যমার মূল থেকে উঠে তৃতীয় পর্ব পর্যন্ত গেলে জাতক হয় নিষ্ঠুর ও সে মনঃকষ্টে দিন কাটায়।

মধ্যমার তৃতীয় পর্বে বক্ররেখা থাকলে জাতকের দুর্ভাগ্য বোঝায়।

নারীর তৃতীয় পর্বে এইরূপ ক্রশ চিহ্ন থাকলে সে বন্ধ্যা হয়।

৫। বৃদ্ধাঙ্গুলিতে যব শুভচিহ্ন থাকলে কি হয় তা আগেই বলা হয়েছে।

৬। বৃদ্ধাঙ্গুলিতে গোড়া থেকে উঠে প্রথম পর্ব পর্যন্ত লম্বমান একটি রেখা শুভ। শুধু প্রথম পর্বে একটি রেখাই শুভ—তবে একাধিক ৪।৫টি বা বেশি থাকলে অশুভ।

## অন্যান্য বিশেষ রেখাদি

১। চন্দ্রের স্থান উচ্চ হলে ( অর্থাৎ স্ফীত হলে ) জাতক চিন্তা ও কল্পনায় রত থাকে। সেই সঙ্গে যদি তাতে দু-তিনটি রেখা থাকে তাহলে জাতক দেবতার প্রত্যাদেশ পায় এবং ভূত প্রভৃতি নানা অপদেবতা থেকে ভয় পায়। তার মধ্যে কামনা-বাসনা প্রভৃতি প্রকাশ পায়। বেহিসাবী হয়। সহজে প্রভাবান্বিত হয়।

২। চন্দ্রের স্থানে উচ্চ ও কর-চতুষ্কোণের মধ্যে মধ্যে ক্রশ থাকলে ( গুহ্যদেশ ) ও সেই সঙ্গে আঙ্গুলের অগ্রভাগ সরু হলে জাতক অতীন্দ্রিয় বিষয় দর্শন বিশেষ শক্তির অধিকারী হয়।

৩। যদি ধনুকাকার রেখা বুধ থেকে চন্দ্রের স্থানে যায়, তাহলে জাতক দেব-দেবীর আদেশ পায় বা দেবদেবীকে স্বপ্নে দেখে।

৪। মণিবন্ধ থেকে একটি রেখা সোজা চন্দ্রের ক্ষেত্রে উঠে গেলে, জাতক রাগী হয়। কিন্তু পিতৃরেখা কেটে বাঁকাভাবে গেলে বিদেশ থেকে ধনাগম হয়।

৫। শুক্রস্থান থেকে বুধস্থান বিবাহ রেখার দিকে গমনকারী রেখা বাধা-বিঘ্ন ও বিরক্তি সৃষ্টি করে। রাহুর স্থান থেকে ঐরূপ রেখা বিবাহরেখার দিকে গেলে বিয়ে ব্যাপারে কলহ, বিবাহ ইত্যাদি হয়। ঐ সকল রেখা যেখানে ভাগ্যরেখাকে ছেদ করে সেই বয়সে ঐ সকল ঘটনা ঘটে।

৬। মণিবন্ধ থেকে রেখা উঠে শুক্রস্থানে গেলে তা শুভ সূচক। অনেক রেখা থাকলে কামনা-বাসনার ভিতর দিয়ে জীবন অতিবাহিত হবার ইঙ্গিত দেয়।

৭। মণিবন্ধের থেকে একটি রেখা উঠে স্বাস্থ্যরেখা স্পর্শ করলে জাতক উদরীতে আক্রান্ত হতে পারে।

৮। রবিরেখা চন্দ্রের স্থান থেকে উঠে রবিস্থানে গেলে জাতক কল্পনা শক্তির অধিকারী হয়। এই ধরনের রবিরেখা থাকলে জাতকের অর্থভাগ্য এবং যশোভাগ্য উভয় পরিবর্তনশীল এবং অনিশ্চয়তা মূলক হয়। এই রেখা চন্দ্রের ক্ষেত্রে থেকে উঠেছে, কাজেই মনে রাখতে হবে যে, ধন-সম্পদ এবং পদমর্যাদা লাভের পক্ষে

এটি নিশ্চিত নয়, জনপ্রিয়তা অর্জন করে যে সাফল্য, এ হচ্ছে তারই লক্ষণ। জীবিকার জন্য যাদের জনসাধারণের ভাল লাগা এবং রুচির উপর নির্ভর করতে হয়, যেমন—অভিনেতা, অভিনেত্রী, শ্রেষ্ঠ ব্যবসায়ী, গায়ক, কোনো কোনো শ্রেণীর আর্টিস্ট, বক্তা প্রভৃতির হাতে এই ধরনের রবিরেখা দেখতে পাওয়া যায়। এই ধরনের পেশা যাদের তাদের পক্ষে এই ধরনের রবিরেখা অত্যন্ত শুভ। এর দ্বারা জাতক সৌভাগ্য, গৌরব এবং স্বীকৃতি সবই লাভ করে।

৯। যেখানে একটি রেখা উঠে আয়ুরেখা কেটে ভাগ্যরেখাকে ছেদ করে হৃদয়-রেখাকে স্পর্শ বা কর্তন করে, আয়ুর সেইস্থান পিতৃ বা মাতৃবিয়োগের অথবা অন্য কোন প্রিয়জনের মৃত্যু হয়।

১০। আয়ুরেখা থেকে নির্গত হয়ে ভাগ্যরেখার সঙ্গে যে ঊর্ধ্বমুখী রেখাটি বা রেখাগুলি মিলিত হয়, তা নিজ চিন্তায় পার্থিব উন্নতি সূচক। আয়ুরেখা থেকে ঊর্ধ্বমুখী রেখামাত্রই শুভফলদায়ক। তবে রেখাগুলির পূর্ণ ফল হয় যদি সেগুলি শিরোরেখা এবং হৃদয়রেখায় ভেদ করে শনি বা বৃহস্পতির ক্ষেত্রে যায়। বৃহস্পতির স্থানে গমনকারী রেখা যশ ও উচ্চাভিলাষের পরিপূর্ণ চরিতার্থতা বোঝায়।

১১। শুক্রস্থান থেকে কোন রেখা উঠে যদি ভাগ্যরেখা কর্তন করে তা প্রেমের ব্যাপারে আঘাত লাগতে পারে।

১২। মঙ্গলরেখা থেকে যদি কোনও রেখা যদি হৃদয়রেখাকে কেটে রবির স্থানে যায়, তাহলে জাতক প্রশংসা ও সম্মানলাভ করে। কিন্তু ভালবাসা, প্রেম, স্নেহ ও দাম্পত্য সুখ থেকে বঞ্চিত হয়।

১৩। জাতকের হাতে যদি বৃহৎ ত্রিকোণের মধ্যে কোনও চতুষ্কোণ চিহ্ন অঙ্কিত থাকে তাহলে তার ধনবৃদ্ধি হয় ও সে বিশ্বাসভাজন হয়।

১৪। আয়ুরেখার সঙ্গে সমান্তরাল রেখা যদি রাহু ও শুক্রের ক্ষেত্রে থাকে (Martial Line) তা আয়ুরেখার দোষখণ্ডন করেও দীর্ঘায়ু করে। এই ধরনের জাতককে জীবনে প্রচুর শক্তিদান করে।

১৫। রবিরেখা থেকে উদ্ভূত দুটি রেখা যদি একটি বুধ ও অন্যটি শনি পর্যন্ত বিস্তৃত হয় তবে তা শিল্প ও সাহিত্য প্রতিভার নির্দেশ দেয়, কিন্তু তা কার্যকরী হয় না। তবে ঐ রেখা যদি বৃহস্পতি পর্যন্ত যায় তবে তা প্রচুর সুখ দেয়।

১৬। স্বাস্থ্যরেখা থেকে একটি রেখা শিরোরেখার এবং ভাগ্যরেখার সঙ্গে মিলিত হয়ে যদি একটি ত্রিভুজ তৈরী করে তবে তা গুহ্যবিদ্যার পারদর্শিতা নির্দেশ করে।

১৭। আয়ুরেখার সঙ্গে অভিযুক্ত হয়ে যদি স্বাস্থ্যরেখা মণিবন্ধ থেকে ওঠে, তবে দীর্ঘজীবন সূচনা করে।

১৮। হৃদয়রেখার সঙ্গে যদি ভাগ্যরেখা বা গুহ্যক্রস চিহ্ন অথবা রবিরেখা একটি ক্রস অঙ্কিত করে তবে তা শুভ—তাছাড়া অন্য ক্রস অশুভ।

## প্রতিভা পরিচয়

১। বৃহস্পতি বা শুক্রের স্থান উঁচু এবং হৃদয়রেখা অভগ্ন হলে দয়ালু বা প্রতিভাবান হয়।

২। অনামিকার তৃতীয় থেকে দ্বিতীয় পর্ব পর্যন্ত দুটি রেখা এবং কর-ত্রিভূজ বা কর-চতুর্ভুজ অক্ষুণ্ন থাকলে জাতক সৎ ও সৌভাগ্যশালী হয়।

৩। বিবাহরেখার নিচে ও হৃদয়রেখার শেষ প্রান্ত শাখাযুক্ত না হলে জাতক নিঃসন্তান হয়।

৪। বৃহস্পতির ক্ষেত্র থেকে শিরোরেখা পর্যন্ত বিস্তৃত রেখার উপরে তারকা চিহ্ন থাকলে, দৈবানুকূলে অর্থলাভ হয় ও চতুষ্কোণ থাকলে জাতক প্রতিভাশালী ও উপার্জনশীল হয়।

৫। বুধের ক্ষেত্রে চতুষ্কোণ থাকলে ও তা স্পষ্ট হলে জাতক বাগ্মী হয় ও বাগ্মিতার দ্বারা উপার্জন করে বা রাজনীতিক হয়।

৬। বৃহস্পতির ক্ষেত্র থেকে রাহুর স্থানে ত্রিকোণ থাকলে জাতকের যুদ্ধে অর্থলাভ হয়।

৭। হাতে শুক্রবন্ধনী অভগ্ন ও রবিরেখা থাকলে জাতক শিল্পে ও সাহিত্যে প্রচুর উপার্জন করে। তার সঙ্গে ভাগ্যরেখা চন্দ্রস্থান থেকে উঠলে তার পরম সৌভাগ্য হয়। শুক্রবন্ধনী, সলোমন বন্ধনী ও স্পষ্ট ভাগ্যরেখা বিরাট উন্নতি ও সৌভাগ্য সূচনা করে।

৮। ভাগ্যরেখা থেকে একটি শাখা বুধক্ষেত্রে গেলে জাতক বিজ্ঞান অথবা ব্যবসা-বাণিজ্যে বিশেষ সাফল্য অর্জন করে।

৯। রবির ক্ষেত্র উচ্চ হলে এবং সেখানে তারকাচিহ্ন থাকলে ও রবিরেখা সুস্পষ্ট হলে আর সেই সঙ্গে বৃহস্পতির উপরে ক্রশচিহ্ন থাকলে জাতক বাণীসেবায় পুরস্কার লাভ করে।

১০। ঢালু শিরোরেখার শেষ অংশ বাঁকা হয়ে চন্দ্রের স্থানে গেলে কল্পনাশক্তি, কবিত্বশক্তি ও কলাবিদ্যায় নৈপুণ্য বোঝায়। কল্পনাকে নিয়ন্ত্রণ করবার ক্ষমতা তার থাকে অর্থাৎ কল্পনার দ্বারা যথেষ্টভাবে সে চালিত হয় না, কিন্তু এই রেখা যদি চন্দ্রের ক্ষেত্রের বেশি নিচে নেমে যায় তাদের কল্পনা অনেক সময় তাদের ভুল পথে চালিত করে এবং কলাবিদ্যা ও কল্পনাসূচক সৃষ্টির ক্ষেত্রে বড় কাজ এদের দ্বারা বড় একটা হয়ে ওঠে না। এই সঙ্গে চন্দ্রস্থানে ত্রিভুজ থাকলে নিশ্চিত ফল দেয়।

১১। মণিবন্ধে ক্রশ চিহ্ন, হাতে বৃহৎ ত্রিভুজ ও তর্জনীর তৃতীয় পর্বে স্পষ্ট সরলরেখা, মধ্যমার তৃতীয় পর্বে সরলরেখা ও রবিরেখা থাকলে জাতকের পরধনপ্রাপ্তি অবশ্যম্ভাবী।

১২। বৃহস্পতি ও রবিরেখা প্রথম পর্বে ও আঙুল চোকো হলে জাতক কারুকার্যে নিপুণ হয়ে থাকে।

১৩। বুধের স্থান উচ্চ, তাতে তিনটি রেখা থাকলে ও রবিরেখা সুস্পষ্ট হলে জাতক সুচিকিৎসক হয় এবং চিকিৎসা বিদ্যায় যশ অর্জন করে।

১৪। বুধ, চন্দ্র বৃহস্পতি ও শনির ক্ষেত্র উচ্চ হলে, আঙুল সরল হলে ও দীর্ঘ

হলে এবং রবি ও ভাগ্যরেখা সুস্পষ্ট, অভগ্ন ও সু-অংকিত থাকলে জাতক যে কোনও বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করতে পারে।

১৫। বৃদ্ধাঙ্গুলিতে যব চিহ্ন ও হাতে যদি জ্ঞান রেখা থাকে তাহলে জাতক জ্ঞানী হয়।

## নবম অধ্যায়

# করতলে বিবাহ, প্রেমস্থান

বিবাহ ও ভালবাসা এই দুইয়ের নিবিড় সমন্বয়ের ভিতর দিয়ে প্রতিটি মানুষের জীবন ও যৌবন পরিপূর্ণতা লাভ করে। অবশ্য সাধুদের কথা আলাদা। প্রতিটি মানব-মানবী চান তাঁদের প্রেমের বা দাম্পত্য জীবনের মধ্য দিয়ে জীবন সুখ-শান্তিতে সমৃদ্ধশালী হোক। কিন্তু তা কিছুতেই সম্ভব নয়—জ্যোতিষ শাস্ত্র বা হস্তরেখা সম্বন্ধীয় শাস্ত্রমতে প্রতিটি নর-নারীর জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত নবগ্রহের অধীন, এদের প্রভাব থেকে কেউ মুক্ত নন। প্রত্যেক মানুষের ভাগ্যে এই নয়টি গ্রহ সমান ফল দান করে না। তাঁদের অবস্থিতির উপর জাতকের ভাগ্য নির্ভরশীল।

হস্তরেখা বিচার করে বিবাহ বিচার করা খুবই দুরূহ। একথা ঠিক, অনেক বছরের অভিজ্ঞতা ছাড়া এই নিয়ে স্থির সিদ্ধান্তে পেঁাছানো চলে না।

### প্রভাবকারীরেখা ও বিবাহের সময়

দীর্ঘ দিনের পবীক্ষা-নিরীক্ষার ভিতর দিয়ে দেখা গেছে, বিবাহের যোগাযোগ পাঁচটি স্থান থেকে প্রসারিত হয—যেমন (১) চন্দ্রের ক্ষেত্র। (২) মঙ্গলের ক্ষেত্র। (৩) আয়ুরেখার শিরোস্থান। (৪) আয়ুরেখার নিম্নস্থান। (৫) ভাগ্যরেখার ঊর্দ্ধভাগ।

### (১) চন্দ্রক্ষেত্র ও তার সাহায্যকারী রেখা

নর-নারীর করতলের চন্দ্রের ক্ষেত্র সাহায্যকারী রেখা বিবাহের সময় ও পরিবেশ নির্দেশ করে থাকে। যদি কোনও বেখা ভাগ্য থেকে উঠে সুস্পষ্ট ও সুদৃঢ়ভাবে চন্দ্রের দিকে যায় ও সেই রেখা পরিষ্কার অভগ্ন থাকে তাতে কোন ক্রশ, যব, দ্বীপ বা কলঙ্ক দাগ না থাকে এবং ভাগ্যরেখা সোজা ও গভীর হয়—তাহলে বুঝতে হবে এই বিবাহ সুখকর ও এদের যৌন সম্পর্কে এতো নিবিড় হবে যে, কেউ কাউকে ছাড়া থাকতে পারবেন না। যার সঙ্গে এঁর বিবাহ হবে তিনি অর্থবান লোকের ঘর থেকে আসবেন। কিন্তু যদি ঐ রেখা ভাগ্যরেখাকে কর্তিত করে তাহলে বুঝতে হবে এই বিবাহ স্বাভাবিক জটিলতার মধ্যে বন্দী হবে ও জীবনের যে পুলক যৌনসঙ্গের ভিতর দিয় প্রকাশিত হয় তাতে বাধার সৃষ্টি হবে। এই ধরনের হাতের রেখার ফলে মানুষের বিবাহ প্রেমের ভিতর দিয়ে অনুষ্ঠিত হলেও পরবর্তীকালে ভাগ্যকে বিড়ম্বিত করে তোলে তাতে সন্দেহ নেই। তবে অল্প বয়সে বিবাহ হয়ে থাকে।

### (২) মঙ্গলের ক্ষেত্র থেকে বিচার

যদি দেখা যায় কোন রেখা চন্দ্রের ক্ষেত্র থেকে মঙ্গলের ক্ষেত্রের দিকে ধাবিত হয় ও তার মধ্যে কাটা জাল, যব, দ্বীপ ও ক্রশ চিহ্ন থাকে এবং যদি ঐ রেখা আঁকাবাঁকা হয়ে থাকে—তাহলে বুঝতে হবে এদের বিবাহ সুখকর হবে না—উপরন্তু জীবনের উপর নেমে আসবে দুঃসহ জ্বালা-যন্ত্রণা এবং অবিশ্বাসের অসহনীয় বোঝা। কেউ কাউকে বিশ্বাস করতে পারবে না—উভয়ই হবে রগচটা ও দুজন দুজনের কাছ থেকে মুক্তির জন্য ছটফট করবে।

ঐ রেখা যদি ভাগ্যরেখাকে কর্তিত করে তাহলে বুঝতে হবে বিবাহের পর ওরা সম্পূর্ণ ভাগ্যের দাস—চারিদিক থেকে মুক্ত হতাশার আর্তনাদ ধ্বনিত হবে—প্রকাশ পাবে একটা কুৎসিত পাশবিকতা।

কিন্তু যদি ঐ রেখা সুন্দরভাবে উঠে উধর্বগামী হয় তাহলে ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিয়ে হলেও উভয়ের মধ্যে পারস্পরিক সৌহার্দ্য চিরদিন বজায় থাকবে।

### (৩) আয়ুরেখা থেকে প্রকাশিত উধর্বগামী রেখা

যদি আয়ুরেখা থেকে কোন একটি রেখা উধর্বগামী হয়ে ভাগ্যরেখার দিকে অগ্রসর হয়ে সুন্দরভাবে সেই ভাগ্যরেখাকে স্পর্শ করে তাহলে তার বিবাহ হয় খুব সুখের। স্বামী-স্ত্রী, উভয়েই মনের উপর এক সুন্দর প্রেমের সেতু সৃষ্টি করে তার বুকে সুখ-সান্নিধ্যের একটি স্বর্গীয় পরিবেশ গড়বে। উভয়ের জীবন সুখ-সমৃদ্ধিতে ভরে উঠবে। এদের ভালবাসার মধ্যে কোন ফাটল ধরবে না এবং বিবাহটা ২৭-৩০ বছর বয়সের মধ্যে হলে খুবই ভাল।

### (৪) আয়ুরেখার নিচস্থ স্থান থেকে বহির্গত শাখারেখা

আয়ুরেখার নিচ থেকে যদি কোন শাখারেখা বহির্গত হয় ও তা যদি নিম্নগামী হয়—তাহলে বুঝতে হবে এদের বিবাহ বস্তুটি নিছক কামনা-বাসনায় ভর্তি। যদি ঐ রেখা উধর্বগামী হয় তাহলেও সে বিবাহ মোটের উপর সুখকর হয় না। এই জাতীয় রেখা হাতে দেখামাত্র শিক্ষার্থীদের কর্তব্য হাতের বুধ, বৃহস্পতির ও চন্দ্রের ক্ষেত্রের দিকে সবশেষে দৃষ্টিপাত করা। ঐ ক্ষেত্রগুলি সুন্দর ও সুস্পষ্ট হলে এ বিবাহ ততখানি বিপজ্জনক হয় না। যদি দেখা যায় ঐ রেখা খুবই ভগ্ন, যব চিহ্নযুক্ত—আর চন্দ্রের ক্ষেত্র খুবই নিচস্থ তাহলে জানা উচিত—বিবাহটা ট্রাজেডিমাত্র। বিচ্ছেদ ও মামলাও চলতে পারে। অথবা একজন বিশ্বাসের অমর্যাদা করবে।

### (৫) ভাগ্যরেখার শাখারেখা

ভাগ্যরেখা থেকে কোনও একটি শাখা যদি বুধের ক্ষেত্রের দিকে মনোরম ভঙ্গীতে যায় তাহলে এই রেখার কার্যকারিতা সুদীর্ঘকালে থাকে বলে প্রেমিক জীবনে বাধা, বিশ্বাসহীনি, ব্যবসায় মনোবৃত্তি বোঝায়। তবে উদারতা, জটিলতাহীন ও দৈহিক কামনা-বাসনায় প্রখরতা একটু সীমিত। কিন্তু এরা পরস্পর পরস্পরকে খুব বিশ্বাস

করে—একজন আর একজনকে পলকে হারায়।

বিবাহ বিচ্ছেদ যে হতে পারে তা মানে না—প্রেমের মধ্যে ফাঁক থাকে, তাও স্বীকার করে না।

## বিবাহ সম্পর্কে আরো কয়েকটি রেখাবিচার

হাতে বিবাহরেখা ছাড়াও দেখতে হবে রবি রেখার প্রসারতা, হৃদয়রেখার অভগ্নতা, চন্দ্রশিখার সূক্ষ্মতা এবং ভাগ্যরেখার গভীরতা।

কোন মানুষের বিবাহ জীবনে জাঁকজমকপূর্ণ ও সম্মানের হবে কিনা সে সম্পর্কে জানতে হলে শিক্ষার্থীকে সর্বপ্রথম রবিরেখার প্রতি দৃষ্টিপাত করতে হবে। রবিরেখা সুন্দর ও অভগ্ন থাকলে বিবাহ গর্বের হবে। দাম্পত্য-জীবন প্রেমের পবিত্রতা বজায় রাখতে হলে হৃদয়রেখার গন্তব্যস্থান দ্রষ্টব্য। ঐ রেখা যদি বৃহস্পতির নিচের দিকে যায়, তাহলে প্রেমটা হবে অভিনয় প্রধান।

আর ঐ রেখা যদি শনির ক্ষেত্রের দিকে ধাবিত হয়, তাহলে প্রেমের মধ্যে বাহ্যিক প্রকাশ না থাকলেও তার মধ্যে কোন অপবিত্রতা থাকবে না এবং যত দিন যাবে প্রেমের গভীরতা তত বৃদ্ধি পাবে।

ঐ রেখা যদি বৃহস্পতির বুকে লুটিয়ে পড়ে তাহলে বিবাহ হবে নৈতিক আদর্শ-যুক্ত। সেখানে কোন অন্যায় অপরাধ স্থান পাবে না।

## রাহুরেখা ও বিবাহ

যাদের করতলে রাহুর কোন নির্দিষ্ট মাউণ্ট বা চুড়ো নেই তাদের জীবন বিবাহাদির ব্যাপারে রাহুর নানা প্রকার ক্রিয়াকলাপ দেখা যায়।

বিবাহের ব্যাপারে রাহু বহু বাধার সৃষ্টি করে।

আবার হয়তো বিবাহ মনোমত হয় না—আবার নানা নারীর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন হলেও বিবাহ হয় না।

রাহু সম্পর্কে প্রতিটি মানুষের আতঙ্কভাব দেখে স্তম্ভিত হতে হয়। কারণ প্রতিটি মানুষ এত ভীতু যে, তারা রাহুর নাম মুখে আনতে চায় না। এমনও দেখা গেছে যে, কারুর বিবাহ অসুখকর হলে তারা রাহুর উপর সমস্ত দোষ চাপিয়ে দেয়। হিন্দু-ধর্মে রাহু দানব প্রকৃতির। তার চেহারা কল্পনা করা হয়েছে দানবীয় ভাবে। অবশ্য পাশ্চাত্য কররেখাবিদ্‌রা রাহুকে মোটেই স্বীকার করে না।

হিন্দু পুরাণে বলে, সমুদ্র-মন্থনের পর দেববৃন্দ অমৃতকে নিজেরাই ভক্ষণ করার জন্য অসুরদের বঞ্চিত করবার চেষ্টা করেন এবং নারায়ণ স্বয়ং মোহিনী মূর্তি ধারণ করে অসুরদের নয়ন ও মন হরণ করেন। তিনি যখন দেবতাদের অমৃত ভাগ করছেন সে সময়ে দেবতাদের মধ্যে রাহু ছিলেন। রাহুর অবস্থান সূর্য-চন্দ্র দেখতে পেয়ে মোহিনী বেশধারী নারায়ণকে ইঙ্গিতে দেখিয়ে দেন। তখন নারায়ণ সুদর্শন চক্র দিয়ে রাহুর মুণ্ড ছেদন করে দেন। কিন্তু অমৃত রাহুর গলা পর্যন্ত যাওয়াতে ঐ মস্তক

অমর হয়ে আছে। আজও রাহু কুপিত হয়ে চন্দ্র ও সূর্যকে গ্রাস করে।

এদিকে বিবাহের সুখ-শান্তি ও সন্তানের ব্যাপারে চন্দ্র ও সূর্যের ব্যবধান অনস্বীকার্য। অনেকের মতে বিরাট ও বিভ্রাট সৃষ্টি করেন রাহু। এটা দেখা গেছে যে, বলিষ্ঠ রাহুরেখা থাকলে, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সর্বদা মতের মিল হয় না। এদের দাম্পত্য জীবন সুখের হয়েছে।

রাহুরেখা বলিষ্ঠ থাকলে দাম্পত্য জীবনে প্রথমে ঝড় ওঠে তা শুধু কোষ্ঠী পাথরে সোনা যাচাই করবার জন্য—প্রেম ও বিশ্বাস কতখানি খাঁটি। রাহুরেখা শেষ জীবনে সুফল দেয়।

## শুক্রের মাউণ্ট ও বিবাহিত জীবন

যদি শুক্রের মাউণ্ট সুদৃশ্য, উজ্জ্বল ও নিখুঁত হয় তাহলে সেই পুরুষ বা নারী সর্বদা আনন্দ মুখর, নৃত্য-গীতপ্রিয়, কামান্ধ ও ভোগবিলাসী হয়।

যদি শুক্রের মাঝখানে সুন্দর তারকা দেখা যায় তাহলে পুরুষ ও নারী বাঞ্ছিত প্রেমে সর্বদা সাফল্য লাভ করে, এদের মিলনে কোনদিন কাঁটা পড়ে না।

শুক্রের স্থানে রোম বা বহু কাটা থাকে। এতক্ষণ আমি শিক্ষার্থীদের হাতের ভাষা বিষয়ে একটা মোটামুটি ধারণা দিতে পেরেছি বলে মনে হয়। এইবার করতলের বিভিন্ন স্থানে যে অসংখ্য রেখার আবির্ভাব ঘটে তাদের শুভ-অশুভ ভাব বলবার চেষ্টা করছি।

এই রেখাগুলি ফলাফল বিচার করবার আগে শিক্ষার্থীরা যেন চোখের দৃষ্টিকে তীক্ষ্ণ রাখেন।

১। কোন করাঙ্গুলিরর অগ্রভাগে যদি কোন রেখা দেখা যায় তাহলে তার জলমগ্ন হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল।

২। শুক্রের মূলভাগাস্থিত করতল ভাগ যদি অপেক্ষাকৃত উঁচু বা জমাট বাঁধা থাকে তাহলে সে অত্যধিক কামক্রিয়াতে রত হয়।

৩। শুক্রের শিখাস্থানের উপর অঙ্গুলির মূলভাগে যে কয়েকটি রেখা দৃষ্ট হবে—নারীর সন্তান সংখ্যা ততটি।

৪। শিরোরেখা যদি মধ্যস্থানে কাটা হয়, তবে তার সাংঘাতিক অস্ত্রাঘাত হয়।

৫। তর্জনীর মধ্যমার মধ্যস্থানে একটি রেখা অনামিকার ও কনিষ্ঠার মূলে গেলে ( Venus girdle ) তার সুবিলাসে জীবন কাটে।

৬। ঊর্ধ্বরেখার মূলে বুধের শিখাস্থান পর্যন্ত যে রেখা চন্দ্রের ক্ষেত্রে যায় তাকে Vialactys বলে।

এই রেখার জন্য মানুষ চপল, নীতিগতিহীন, অত্যন্ত ইন্দ্রিয়পরায়ণ, অবিবেকী, অগভীর মন ও অগভীর চিন্তায় লিপ্ত হয়।

৭। আয়ুরেখা শাখা শূন্য হয়ে যদি মধ্যমার মূলে যায়, তাহলে সেই লোক নিজের বুদ্ধি দোষে মৃত্যুপথের পথিক হয় বা আত্মহত্যা করবার চেষ্টা করে।

৮। শিরোরেখা যদি আয়ুরেখার মাঝখানের দিকে সোজা চলে যায়, তবে সে ব্যক্তি আত্মঘাতী হয়।

৯। তর্জনীর মূলের দিকে আয়ুরেখা ও হৃদয়রেখার মধ্যবর্তী স্থানে যদি বহুদূর পর্যন্ত রেখাহীন থাকে, তাহলে নির্দোষ, দোষী ও মিথ্যাবাদী হয়।

১০। পিতৃরেখা ঊর্ধ্বরেখার মূলভাগ যদি একত্রে সংশ্লিষ্ট না হয়, তবে লোক অবিবেচক, অমিতব্যয়ী ও অসর্থপ্রিয় হয়।

১১। রবিরেখা কঙ্কনাকৃত হলে সে ব্যক্তি কুটিল, চোর ও অকৃতজ্ঞ হয়।

১২। মঙ্গলের ক্ষেত্রে ত্রিকোণ থাকলে, সে বুদ্ধিমান ও গোঁয়ার হবে।

১৩। মঙ্গলের ক্ষেত্রে ত্রিকোণ ঐ ত্রিকোণে কোন ঊর্ধ্বরেখা থাকলে সে পিতৃ-সহকর্মীদের সঙ্গে অমায়িক ব্যবহার করবে।

১৪। শিরোরেখার নিচে চন্দ্রের ক্ষেত্রে বৃত্তাকার চিহ্ন থাকলে, তার চোখ নষ্ট হতে পারে।

১৫। কনিষ্ঠার প্রথম পর্বের মধ্যে ক্রশের চিহ্ন থাকলে সে লোক মূর্খ ও চোর হয।

১৬। কনিষ্ঠার প্রথম সন্ধিস্থল থেকে যদি দ্বিতীয় সন্ধিস্থল ভেদ করে ওঠে, তবে সে লোক অতিশয় প্রতিভা সম্পন্ন হয়।

১৭। কনিষ্ঠার মূলদেশে মধ্যচন্দ্রাকার চিহ্ন থাকলে আকস্মিক মৃত্যুর ইঙ্গিত বোঝায়।

১৮। মধ্যমার প্রথম পর্বের মধ্যে ত্রিকোণ থাকলে মানুষ দৈন্য-দুর্দশাতে দিন অতিবাহিত করে।

১৯। বৃহস্পতির ক্ষেত্রে ত্রিকোণ থাকলে, মানুষের ভাগ্যকে কেউ কলঙ্কিত করতে পারে না।

২০। শনির ক্ষেত্র থেকে কোন অর্ধচন্দ্রাকৃতি রেখা রবির দিকে গেলে মানবের ধন-মান সব বিনষ্ট হয় এবং সে দুঃখী হয়ে দেশ-দেশান্তরে পরিভ্রমণ করবে।

২১। অঙ্গুষ্ঠমূলে একটি যুগ্ম রেখা থাকলে মানুষ অতিশয় মাতৃভক্ত হয়।

### আয়ুরেখা সম্পর্কে আরো জ্ঞান

আয়ুরেখার মধ্যে মুদ্রাকৃতি বা তারকা চিহ্ন থাকলে ও ঐ তারকা চিহ্নের উজ্জ্বল রেখা যে গ্রহের দিকে যায়, সেই গ্রহের দ্বারা তার জীবনের সৌভাগ্য আসে। যথা— বৃহস্পতির দিকে গেলে মান-সম্মান, শনির দিকে গেলে স্বাস্থ্য ও সুখ, রবির দিকে গেলে বিদ্যা, প্রতিভা, বুদ্ধি, বুধের দিকে প্রেম ও বিবাহ কিন্তু চন্দ্রের দিকে গেলে জলে বিপদ হতে পারে। যদি তার পরিবর্তে ক্রশ চিহ্ন থাকে, তাহলে সারাজীবন আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে জীবন অতিবাহিত হবে। আয়ুরেখা উজ্জ্বল, দীর্ঘ, গভীর থাকলে সে সরল, উদার, সদাহাস্যময় থাকবে।

আয়ুরেখা থেকে তর্জনীর দিকে এক শাখা ও অপর শাখারেখা মধ্যমামুখী হয়ে যদি সূক্ষ্ম হয়—তবে নিশ্চিতভাবে বোঝা যাবে—ঐ মানুষের অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের দ্বারা সৌভাগ্য বৃদ্ধি হবে।

যদি বৃহস্পতির শিখাস্থানে আয়ুরেখা খুব সরুভাবে দেখা যায় ; অথবা ঐ মুখে বিন্দু থাকে তার সারা জীবন ব্যর্থ হবে।

আয়ুরেখার কোন এক প্রান্ত যদি দুই বা তিন ভাগে বিভক্ত হয় তবে জাতক ভাগ্যবান, প্রফুল্ল প্রকৃতি, সাহসিক, উচ্চজ্ঞানী, বিনয়ী ও বন্ধুজনের প্রিয় হয়। •

যদি বৃহস্পতিরেখা আয়ুরেখাকে ছিন্ন করে ও মূল ভাগে চন্দ্রের ক্ষেত্রে বহু শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে এগিয়ে যায় তাহলে সে লোক শান্তিপ্রিয় হয়। তার মনে সন্দেহের বোঝা থাকবে ও তার মধ্যে সহজেই উত্তেজিত হবার প্রবণতা দেখা যাবে—তবে সরল ও সৎ হবে। যদি আয়ুরেখা বাঁকা হয় তবে সে কোন চতুষ্পদ জন্তুর দ্বারা আক্রান্ত হবে।

## ভাগ্যরেখা ও জন্মমাস

এই অধ্যায়ে আমি ভাগ্যরেখা সম্বন্ধে এক বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেবার প্রয়োজন বোধ করছি। কারণ শিক্ষার্থীরা সাধারণভাবে ভাগ্যরেখা বিচার করতে গিয়ে একটা বিরাট ভুল করে বসেন। সেটা হলো—করতলের উত্থিত ভাগ্যরেখা একরকম হলে তারা একই ফল ঘোষণা করে। কিন্তু তা নয়, আমি আমার দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা ও তার সঙ্গে জাতকের হাতের রেখা নিয়ে পর্যবেক্ষণ করে দেখছি, এই ভাগ্যরেখা সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল জাতকদের জন্মমাসের উপর। যেমন—

### এপ্রিল

এপ্রিল মাসে জন্ম হলে তাদের ভাগ্যরেখা ও আয়ুরেখা ও চন্দ্রের ক্ষেত্রের মাঝখান থেকে উঠে সক্রিয় মঙ্গলের ক্ষেত্রের দিকে বেঁকে গেলে শুভ। সেখানে বলা চলে যে, সেই ব্যক্তির ভাগ্য তার কর্মশক্তির ও অধ্যবসায়ের উপর নির্ভরশীল। সে জীবনে ২৮ বছরের বয়স থেকে ধনরত্ন, অর্থ-সম্পত্তি ও গৃহাদিতে সমৃদ্ধশালী হয়। হয়তো সে পিতৃধন থেকে বঞ্চিত হয় কিন্তু স্বোপার্জিত অর্থে সে ধনী হয়। কিন্তু ঐ রেখা চন্দ্রের উপর থেকে উঠলে উত্তেজনা সত্ত্বেও নানা ভাবে ধনলাভ হয়। রবি ও মঙ্গল বলবান হয়। শনি ও বৃহস্পতি সংকীর্ণ হয়।

### মে

মে মাসে জন্ম হলে তাদের ভাগ্যরেখা পুরোপুরি চন্দ্রের থেকে উঠে, শিরোরেখা কর্তিত হয়ে একেবারে বৃহস্পতি ক্ষেত্রের ধার দিয়ে অগ্রসর হলে শুভ। তবে প্রথম বয়সে অর্থকষ্ট ও পারিবারিক দুশ্চিন্তায় পড়ে সে ব্যথিত হলেও পরবর্তীকালে সে সরকারী বিভাগে অথবা ব্যবসায়ে নিজের ভাগ্যকে চূড়ান্ত উন্নতির ক্ষেত্রে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়। তার ভাগ্যোন্নতির ক্ষেত্রে থাকবে কোন বিদেশী প্রতিষ্ঠানের হাতে।

আর ঐ ভাগ্যরেখা যদি আয়ুরেখার মধ্যবর্তী অঙ্গ থেকে উঠে শনির দিকে ধাবিত হয়, তাহলে সে ২৪ বৎসর বয়সের পর দেখবার মতো অর্থ ও সম্পত্তি সৃষ্টি করবে। তবে তার ঐশ্বর্যের জন্য শত্রু বৃদ্ধি হবে আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে থেকে।

কিন্তু ঐ ভাগ্যরেখা যদি মণিবন্ধের মাঝখান থেকে উঠে শিরোরেখাতে নেমে যায়,

তাহলে অবসাদ, নৈরাশ্য, আলস্য, দুশ্চিন্তায় হীনভাবে তাকে জীবন কাটাতে হবে ৪০ বছর। শুক্র ও চন্দ্র বলবান হয়। রাহু শুভ হয়।

## জুন

জুন মাসে যার জন্ম, তার ভাগ্যরেখা যদি আয়ুরেখার নিচ অঙ্গ থেকে উঠে শিরোরেখাকে প্রতিহত করে হৃদয়রেখাতে মিলিত হয় তবে তার প্রথম জীবনে ভাগ্য প্রসন্ন হলেও ৫৯ বছর পর থেকে ধীরে ধীরে ভাগ্যহানি ঘটবে ও সে যাবজ্জীবন ভাগ্যের দাস হবে। এই জাতক অত্যন্ত পরিশ্রম, অধ্যবসায় ও বুদ্ধির দ্বারা ভাগ্যকে গড়ে তুলতে পারে।

ঐ রেখা মণিবন্ধের মূল থেকে উঠলে সে সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস, বিজ্ঞান, চিকিৎসা ও আইনশাস্ত্র থেকে অনেক টাকা আয় করতে পারে। রাজনীতি ও জ্যোতিষশাস্ত্রে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করতে পারে। বুধ, বৃহস্পতি ও শনি বলবান হয়।

## জুলাই

জুলাই মাসে যাদের জন্ম, তাদের ভাগ্যরেখা যদি চন্দ্রের ক্ষেত্রের সীমানা থেকে উঠে শিরোরেখা ভেদ করে হৃদয়রেখাতে লুটিয়ে পড়ে, তাহলে সে আধ্যাত্মিক ও সততার দ্বারা নিজের ভাগ্যকে গড়ে তুলবে।

তার ধৈর্য ও পুরুষাকার না থাকলেও, সে অন্যের সাহায্য সারাজীবন পাবেই ও কোন রমণী হবে তার ভাগ্যোন্নতির কারণ। সে যৌবনে ও বার্ধক্যে সৌভাগ্যশালী হবে। তার দানও সবাই একবাক্যে স্বীকার করবে। চন্দ্র ও বৃহস্পতি বলবান হয়। মঙ্গল ও শনি অশুভ হয়।

## আগস্ট

আগস্ট মাসে যাদের জন্ম, তাদের ভাগ্যরেখা অগ্রভাগ থেকে অথবা রাহুর ক্ষেত্রে থেকে উঠলে, অত্যন্ত শুভ হয়ে থাকে। তার জীবনে উপার্জনের সুযোগ বহুবার আসবে—কিন্তু নিজের স্বাধীনচেতার জন্য তা হারাবে একাধিকবার। তবে অধ্যবসায় ও বিচার-বুদ্ধির জন্য ৪০ বছর বয়সের পর থেকে বহু অর্থ উপার্জন করতে সক্ষম হবে। কিন্তু ভাগ্যকে নিয়ন্ত্রিত করবে কয়েকজন বন্ধু ও পিতৃস্থানীয় লোক। রবি মঙ্গল ও রাহু বলবান হয়।

## সেপ্টেম্বর

সেপ্টেম্বরে যাদের জন্ম তাদের ভাগ্যরেখা চন্দ্রের ক্ষেত্র থেকে না উঠে যদি মণিবন্ধের মধ্য থেকে উঠে হৃদয়রেখাতে ছেদ করে তাহলে শুভদায়ক। এই ব্যক্তির পৈত্রিক, শ্বশুরকুল, আত্মীয়, লটারী, রেস ও জুয়া প্রভৃতি থেকে অর্থ আমদানী ঘটবে। তার খুব অর্থাভাব না হলেও ৪৬ বছর পর্যন্ত অর্থের অনটন কিছু না কিছু থাকবে। কোন নারীর সাহচর্যে ভাগ্যের অকস্মাৎ পরিবর্তন হবে। বুধ, বৃহস্পতি ও শুক্র বলবান।

## অক্টোবর

অক্টোবর মাসে যাদের জন্ম, তাদের ভাগ্যরেখা আয়ুরেখার মধ্যখান থেকে ওঠাই শুভ। তাহলে জাতকের ভাগ্য সাময়িকভাবে বিপর্যস্ত হলেও ৩৩ বছর বয়স থেকে সে নিজেই মাটির বুকে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারবে ও চারধার থেকে সে চিরজীবনের স্নিগ্ধ গভীরতার চূড়ান্ত সন্ধান পাবে। চাকুরী ক্ষেত্র অপেক্ষা ব্যবসায়ে ভাগ্যোন্নতি হবে নিশ্চিত। শনি, শুক্র ও বুধ বলবান হয়।

## নভেম্বর

নভেম্বর মাসে যাদের জন্ম তাদের হাতের ভাগ্যরেখা যদি দুটো পরস্পর সমান্তরাল ভাবে ওঠে তাহলে জানতে হবে প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তির দ্বারা ভাগ্য সুসংগঠিত হবে। তার জীবনে যত বাধা আসুক না কেন এবং তাকে যতই আঘাত দেওয়া হোক না কেন—সে স্বোপার্জিত অর্থে নিজের সম্পত্তি বৃদ্ধি করবে কিন্তু তার দাম্পত্য জীবন সুখের হয় না। তবু নিজেকে সব-সময় খাপ-খাইয়ে নেবে। মঙ্গল বৃহস্পতি ও কেতু বলবান হয়।

## ডিসেম্বর

ডিসেম্বর মাসে যাদের জন্ম, তাদের ভাগ্যরেখা যদি আয়ুরেখার পরিবর্তে চন্দ্রের ক্ষেত্র থেকে উঠে বৃহস্পতির দিকে ধাবিত হয় তাহলে তাদের ভাগ্যের উন্নতিতে কদাচ বাধার সৃষ্টি হতে পারে না। নানা উপায়ে অবশ্য অসৎ-আচরণ না করে ভাগ্যোন্নতি করে থাকে। এদের জীবন শুরু হয় ৪২ বৎসরের পর থেকে। কৃষিকার্য ও বিদ্যা-চর্চার দ্বারা অর্থোপার্জন ঘটে। বৃহস্পতি ও বুধ বলবান হয়।

## জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী

জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী মাসে যাদের জন্ম, তাদের ভাগ্যরেখা যদি আয়ুরেখা কিংবা শিরোরেখা থেকে উঠে শনির ক্ষেত্রে যায়, তাহলে বুঝতে হবে ভাগ্যের মোড় ফিরিয়ে কেউ দেবে না—নিজেদের পরিশ্রম করে ভাগ্যকে ফেরাতে হবে। শনি, মঙ্গল, ও বুধ বলবান হয়।

## মার্চ

মার্চ মাসে যাদের জন্ম, তাদের ভাগ্যরেখা মণিবন্ধের মুখ থেকে উঠে রবির ক্ষেত্রের দিকে গেলে শুভ। বৃহস্পতি ও শুক্র বলবান হয়।

## রবির অধীনস্থ মানুষের প্রকৃতি

এই পুরুষের গোলাকার, খর্বাকৃতি, গায়ের রং শ্যামবর্ণ, নেত্র মধু পিঙ্গল প্রকৃতির, মাথার চুল ছোট ছোট ও কুঞ্চিত, বুড়ো বুড়ো ভাব ধীর ও স্থির। এই জাতীয় পুরুষ সত্ব গুণ প্রধান, ভীতু প্রকৃতির। তিক্ত বস্তু আহার ও উত্তাপ পছন্দ করে, চাষবাসে মন ও নিবিড় বনে ভ্রমণে আনন্দ পায়।

এই পুরুষেরা ক্রোধী ও রাগের সময় নেত্রদ্বয় যখন প্রজ্জ্বলিত হয়ে ওঠে, তখন কারুর কথা শুনতে চায় না।

কথাবার্তা বেশ গম্ভীর স্বরযুক্ত আবার সর্বদা একাকী থাকতে চায়। এদের নয়ন যুগল আয়ত হলেও তার মধ্যে আকর্ষণী শক্তি আছে। এরা যেমন পরাক্রমশালী, তেজী, গম্ভীর, দয়াবান, মানী, সম্ভ্রমযুক্ত সঞ্চয়ী ও উচ্চপদ, লোভী আবার তেমনি শৌর্য-বীর্যের অধিকারী।

আবার দেখা যায় এরা প্রগলভ, আত্মাভিমানী, অহংকারী, অন্যাকে বড়ই অবজ্ঞা করে, চঞ্চল, ক্রুর, নিষ্ঠুর, পিতার ধন চায় না। অনেক প্রকার হীন, কার্যও করে।

### চন্দ্র অধীনস্থ মানুষের প্রকৃতি

এই রকম চেহারার পুরুষ অতি স্নিগ্ধ ও কমনীয়। এরা না হয় খুব লম্বা না হয় বেঁটে। শরীরের অঙ্গ-প্রতঙ্গ মজবুত ও উজ্জ্বল। বিস্তৃত নয়নদ্বয়কে আবার পদ্ম-পলাশ নয়নও বলা হয়। মাথায় কেশরাশি দীর্ঘ ও কুঞ্চিত। শরীর বার্ধক্যভারে পীড়িত হয় খুবই কম। তবে সর্দি-কাশিতে ভুগতে হবে।

এদের প্রাণের স্পন্দন গোধূলি লগ্ন থেকে শুরু হয়। রজনীর মায়াতে এরা মুগ্ধ। এরা ঠাণ্ডা বস্তু পছন্দ করে। স্বভাবে বৈশ্য জাতীয়।

এরা ভ্রমণে, বিশেষ করে জল পথে ভ্রমণে খুবই আনন্দ পায়। মাতৃভক্ত কিন্তু ষড়-রিপুর তাড়নায় অনেক ক্ষেত্রে বিবেক-বুদ্ধিকে হারিয়ে ফেলে। ভাগ্যকে স্বীকার করে। স্বভাব মধুর। এরা যে কোনও কঠিন রোগে আরোগ্য লাভ করে। সব কাজ ভাল ভাবে করে। হৃদয় কোমল। এরা বিদ্বানও বটে। বিদেশে বাণিজ্য করার স্পৃহা প্রবল। চাকুরীতে উত্তম পদ পায়।

কিন্তু এরা আবার বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে অজ্ঞ। এরা চঞ্চল ও সবকিছু আগে করতে চায়। এরা ভোগী ও কামনা-বাসনার দাস।

### মঙ্গল অধীনস্থ মানুষের প্রকৃতি

এই জাতীয় পুরুষের দেহ লম্বা ও চওড়া—মাংসলও বটে। রক্ত গৌর বর্ণ ত্বক। খুবই ক্রোধী। গর্বভাব খুব স্বল্প। চওড়া ললাট ও কেশ উজ্জ্বল, সর্বদা যুবকের মতো আচরণ। হৃদয় মহৎ। পশু পালনের ভক্ত। এরা নির্জন ও শুষ্ক স্থানে বসতি করে। দিবস ও রজনীর সন্ধিক্ষণে এদের মনের আনন্দ বৃদ্ধি পায়। ক্ষেত-খামার ও পশু এরা ভালবাসে। ভ্রাতাদের জন্য পাগল হয়।

এদের সাহসিকতার জন্য এরা গর্বানুভব করতে পারে। কাম স্পৃহা প্রবল থাকে। সর্বদা স্বাধীনভাবে থাকতে চায়।

কিন্তু অধর্ম আচরণে ভয় নেই। অল্পেতে অভিমান হয়। হত্যা, মারামারি, দুবৃত্ততা ও বিশ্বাসঘাতকতাতে পটু। সুদৃঢ় বক্ষদেশ। গুহ্যদেশের রোগে বেশি ভোগে।

### বুধ অধীনস্থ মানুষের প্রকৃতি

দোহারা চেহারা—বেশি মোটা হয় না। বর্তুলাকারও বটে। শুদ্র গুণ-প্রধান হলেও রজোগুণের পুরুষ। নয়নদ্বয় অতি আকর্ষণীয়। গায়ের রং শ্যামবর্ণ। সর্বরস ও সর্বশাস্ত্রে সমান পারদর্শিতা লাভ করে। স্বভাবটাও বালকসুলভ ও নারীকান্তিযুক্ত মিষ্টি বদন। কেশ ঈষৎ কুঞ্চিত। ঠাণ্ডা ভালবাসে। গ্রাম-বন-জঙ্গল ও শ্মশানে বেড়াতে পটু।

এরা সুন্দরভাবে কথা বলতে পারে। শিল্প, সাহিত্য, অভিনয়, বাণিজ্য, গণিতে বেশ পারদর্শিতা লাভ করে। পিতৃভক্ত, মাতুলদের শ্রদ্ধা করে।

এদের ধী শক্তি, কল্পনা শক্তি, পাণ্ডিত্য, বাগ্মিতা শিল্প নৈপুণ্য, ব্যবসায়ে কৌশল, ন্যায়-পরায়ণতা ও অধ্যাপনা দেখবার মতো। তারা মধ্যে মধ্যে বাগলতা করে, উন্মাদও হয়। নানাপ্রকার হীনকার্যও করতে পারে।

## বৃহস্পতির অধীনস্থ মানুষের প্রকৃতি

বামন স্বভাব বিশিষ্ট পুরুষ। গোলাকার তনু স্নিগ্ধ ও উজ্জ্বল। নেত্রদ্বয় পিঙ্গলবর্ণ। কণ্ঠস্বর সুন্দর মধুর রসপ্রিয়। প্রজ্ঞাবর্ণ। ঊষা সময়ে ওদের মনের আনন্দ উথলে ওঠে। উত্তাপ ও আর্দ্রতা ভালবাসে। এরা মন্দিরে তীর্থ করে বেড়াতে ভালবাসে। গ্রাম ও বাগানে ঘুরে বেড়াতে ভালবাসে। ধন, ধর্ম, পুত্র, জ্ঞান, পুজা-পার্বণে সর্বদা আগ্রহী। ব্যবসাতে প্রলুব্ধ হয়।

ধার্মিকতা ন্যায়-পরায়ণতা, বদান্যতা, সততা, সচ্চরিত্র, বিশ্বাস, শাস্ত্র-জ্ঞান, তত্ত্বজ্ঞান, উচ্চাভিলাষ প্রভৃতি এদের গুণ।

আবার বিপরীত দিকে এরা প্রগলভ, অভিমানী, মিথ্যাবাদী হয়।

## শুক্র অধীনস্থ মানুষের প্রকৃতি

এই জাতীয় পুরুষেরা যথার্থই সুন্দর হয়। সবল বাহু নম্রবাক্য, শোভন নয়ন। দীর্ঘাঙ্গ বটে। এরা সর্দি-কাশিতে ভোগে। বয়স বৃদ্ধি পেলেও যৌবনের জৌলুস থাকে। স্নিগ্ধতায় ভরা বদন। এরা বিলাসী। ভালো ভালো পোশাক পড়তে ভালবাসে। নারীর প্রতি আকৃষ্ট হয়। এরা সঙ্গীত, বিজ্ঞান, চিত্রকলা, অভিনয় ও সাহিত্যে খ্যাতি অর্জন করে। এরা শান্ত ধীর, প্রফুল্ল, সামাজিক সুজন কবি হয়। আবার এদের মধ্যে মুর্খতা, লাম্পট্য, মদ্যপান আসক্তি প্রভৃতি ভাব দেখা দেয়।

## শনি অধীনস্থ মানুষের প্রকৃতি

এই জাতীয় পুরুষরা রোগা ও লম্বা হয়। এদের হাতের কব্জি চওড়া হয় ও ললাট উন্নত হয়। চোখের দৃষ্টি শাণিত কিন্তু মুখমণ্ডল বিষণ্ণতায় ভরা। যেন বার্ধক্যের ভারে জর্জরিত। এরা চপল আবার ধীর। এরা একাকী থাকতে ভালবাসে। ধৈর্য, গাম্ভীর্য, অধ্যবসায়, অতি পরিশ্রমী, কথায় রসপ্রিয়। আবার এরা চণ্ডাল বৃত্তিও গ্রহণ করে। কোনও কাজ করতে চায় না। সর্বদা চিন্তায় থাকে।

## প্রথম মঙ্গল অধীনস্থ মানুষের প্রকৃতি

এই জাতীয় পুরুষের মধ্যমাকৃতি বিশাল বপু, বলিষ্ঠ দেহ, বজ্র গম্ভীর কণ্ঠস্বর ও বড় বড় নয়ন। এদের দেহ শিরাবহুল। মাথায় স্বল্প কেশ। হঠাৎ উত্তেজিত ও প্রচণ্ড কাম প্রবৃত্তি থাকে। কথাবার্তায় সরল। বুদ্ধি তীক্ষ্ণ, কর্ণদ্বয় বিশাল।

## মঙ্গলের সমতল অধীনস্থ মানুষের প্রকৃতি

এদের আকৃতি-প্রকৃতি—রাহুর মতো। ধীর, পরিশ্রমী, প্রথম জীবনে অর্থহীন পরবর্তী জীবনে সুখী হয়। প্রথম জীবনে নারীপ্রিয়, পরবর্তী জীবনে সন্ন্যাসীর মতো।

সমাপ্ত